আচার্য্য কেশবচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

উপাধ্যায়

কেশব-শতবার্ষিকী—এলাহাবাদ সিরীজ্‌।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

দরস্তু বারো বিপুলস্তু পুংসাং
সংসারজন্তাস্তু নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎস্বৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্যাস্তু নিবন্ধমঙ্গ ॥

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—*Lect. Ind.*

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত

শতবার্ষিকী সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

(১—৭০৪ পৃঃ)

কলিকাতা
১৯৩৮ খৃঃ, ১৮৬০ শক

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

উপাধ্যায়

কেশব-শতবার্ষিকী—এলাহাবাদ সিরীজ্।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

দরস্ত বারো বিপুলস্ত পুংসাং
সংসারজন্তাস্ত নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎস্বৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্যাস্ত নিবদ্ধমঙ্গ ॥

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—*Lect. Ind.*

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত

শতবার্ষিকী সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

(১—৭০৪ পৃঃ)

কলিকাতা

১৯৩৮ খৃঃ, ১৮৬০ শক

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

ভূমিকা

(শতবার্ষিকী সংস্করণ)

স্বর্গীয় ভক্তিভাজন পণ্ডিতবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রণীত অতুলনীয় জীবনীগ্রন্থ "আচার্য্য কেশবচন্দ্রের" পূর্ব্ব সংস্করণের সম্পূর্ণ গ্রন্থ, অনেক দিন হইল, অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সত্য ও সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই এমন সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই গ্রন্থখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেও ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। বিশেষতঃ যখন চারিদিক হইতে গ্রন্থের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, সত্যকে গোপন করিয়া এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, তখন এই গ্রন্থখানিদ্বারা সকলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইবেন। এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিধায়, শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইহার এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্ব সংস্করণের অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গালাতে ও সন শকাব্দে ছিল। সেই সকলের ইংরাজি সন ও তারিখ এই সংস্করণে দেওয়া হইল। পূর্ব্ব সংস্করণের কয়েক স্থানে তারিখের ভুল চক্ষে পড়ায়, ধর্ম্মতত্ত্ব, Sunday Mirror ও পুরাতন পঞ্জিকা প্রভৃতি মিলাইয়া, যতদূর সম্ভব, তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব সংস্করণে প্রথম হইতে কলিকাতা সমাজের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদের কাল পর্য্যন্ত আদিবিবরণের অন্তর্গত ছিল, শতবার্ষিকী সংস্করণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিবিবরণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পুস্তক মধ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া শিরোনামা (Head line) ও

ফুটনোটগুলি ছাড়া, অতিরিক্ত কতকগুলি শিরোনামা, ফুটনোট ইত্যাদি এই সংস্করণে দেওয়া হইল।

পাঠকদিগের প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার সুবিধার্থ ও ভবিষ্যতে সঠিক ইতিহাস-লেখকদিগের গোচরার্থ, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ কথা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ইং ১৮৮১ সনে, কেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—ইহা ১১০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে সংযোজনরূপে দিবার কথা ছিল, ভুলক্রমে দেওয়া হয় নাই। উহা শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার করিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির সমুদায় প্রুফ সংশোধন করিয়া ও আবশ্যকমত অতিরিক্ত শিরোনামা (Head line), ফুটনোট ইত্যাদি দিয়া ও মুদ্রণের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি মুদ্রণ করা দুরূহ হইত। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

অতিরিক্ত শিরোনামা ও reference সম্বন্ধে শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে; সেজন্য তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আচার্য্যদেবের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আয়াস পাওয়া গিয়াছিল, ভগবৎকৃপায় আমাদের এই শুভকামনা পূর্ণ হইল! "জয় দয়াময়! তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত বার বার নমস্কার করি।"

পুনর্মুদ্রণের জন্য যাঁহারা অর্থদান করিয়াছেন, যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের অর্থাভাব লাঘব করিয়াছেন ও অন্যান্য ভাবেও যিনি যতটুকু সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভবপর না হওয়ায়, নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "Nava-vidhan" পত্রিকাদ্বয়ে কয়েকবার নিবেদন প্রকাশ করিয়া সাধারণ হইতে সাহায্য-প্রার্থনানন্তর, সেই সাহায্যলব্ধ অর্থ দ্বারা এই নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হওয়াতে,

এই গ্রন্থসম্বন্ধে ও বিক্রয়লব্ধ অর্থাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইল :—

এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রথমে এই সংস্করণের মুদ্রণের কিছু ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করা হইবে। বিক্রয়ের হিসাবাদি এখন ভাই অক্ষয়কুমার লধ রাখিবেন। অন্য স্থান হইতে বিক্রয়ের টাকা ও তাহার হিসাব ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট প্রতি ছয় মাস অন্তর আসিবে এবং তাহা তাঁহারই হিসাবভুক্ত হইবে। ভাই অক্ষয়কুমারের রাখা সম্পূর্ণ হিসাবের একটী নকল ও বিক্রয়লব্ধ মোট টাকা ভাই অক্ষয়কুমার প্রতি ছয় মাস অন্তর, Messrs. B. K. Sen & Co. Solicitorগণের নিকট (10, Old Post Office Street, Calcutta) পাঠাইবেন ও উক্ত Solicitorগণ উহা "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" হিসাবে গচ্ছিত স্বরূপ জমা রাখিবেন। ঐ গচ্ছিত Fundএর টাকা হইতে মুদ্রণের দেনা শোধের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতে প্রথমে উপাধ্যায় মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হইবে ; পরে যেমন যেমন টাকা আসিবে, তাহা হইতে উঁহার অন্যান্য পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতে পারিবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর হিসাব "ধর্ম্মতত্ত্বে"ও প্রকাশিত হইবে।

এই সংস্করণের পুস্তকগুলি নিরাপদে সংরক্ষণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট ভাগে ভাগে রক্ষিত হইবে :—

১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'জ্ঞানকুটির', এলাহাবাদ

২। ভাই অক্ষয়কুমার লধ—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৩। লেঃ কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন—২৫০, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৪। ডাঃ সত্যানন্দ রায়—১৪১।১ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা

৫। Mr. B. K. Sen, Solicitor—১০নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৬। ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু—আদমপুর, ভাগলপুর

এই সকল স্থানে গ্রন্থখানি বিক্রয় করা হইবে ও তথা হইতে অন্যত্র বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইবে এবং হিসাব ও টাকা ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট যাইবে।

এদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট লাইব্রেরিতে ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকেদের মধ্যে কিছু কিছু পুস্তক বিতরিত হইবে। কোথায় ও কাহাকে বিতরণ করা

হইবে, তাহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও Mr. B. K, Sen পরামর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।

উপরোক্ত সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার এখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইল। ভবিষ্যতে উঁহাদের স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক হইলে, উঁহারা বা উঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

১। ভাই অক্ষয়কুমার লধ—কলিকাতা
২। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ „
৩। ডাঃ সত্যানন্দ রায় „
৪। লেঃ কঃ জ্যোতিলাল সেন „
৫। Mr. B. K. Sen, Solicitor „
৬। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এলাহাবাদ
৭। ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন—পাটনা
৮। ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও—মসলিপট্টম
৯। মিঃ বি, কে, হালদার—পীনমানা, বর্ম্মা
১০। মিঃ পি, কে, দত্ত—ইংলণ্ড
১১। ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু—ভাগলপুর

জ্ঞানকুটীর, এলাহাবাদ
১৫ই জুলাই, ১৯৩৮ খৃঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

(১)

(আদিবিবরণের প্রকাশকালে)

শ্রীদরবারের অনুমতি অনুসারে শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনের আদি-বিবরণ প্রকাশিত হইল। মধ্য ও অন্ত বিবরণ শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য যত্ন রহিল। প্রথম হইতে কলিকাতা সমাজের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের কাল পর্য্যন্ত আদিবিবরণের অন্তর্গত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যশেষ পর্য্যন্ত মধ্যবিবরণ এবং নববিধানঘোষণা হইতে আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত অন্তবিবরণ।

১০ই মাঘ,
১৮১৩ শক।

(উপাধ্যায়)

(২)

(মধ্যবিবরণের প্রথমাংশের প্রকাশকালে)

মধ্যম বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। এ অংশে যত দূর প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল, দৈবঘটনাবশতঃ তত দূর প্রকাশ করিতে পারা গেল না। বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গ্রন্থ যে প্রকার বিস্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাতে মধ্যম বিবরণ দ্বিতীয়াংশে শেষ করিতে গেলে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। এ অংশে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত যাইতেছে ; এরূপ স্থলে অবশিষ্ট কয়েক বৎসরের বৃত্তান্ত কয় অংশে প্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিতে পারা যায় না।

৮ই মাঘ,
১৮১৪ শক।

(উপাধ্যায়)

(৩)

(অন্ত্যবিবরণের চতুর্থ অংশের প্রকাশকালে)

১৮১৩ শকের মাঘ মাসে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামে তাঁহার জীবন প্রথমে

পঞ্চদশবর্ষমধ্যে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতিবশতঃ তিন বৎসর মুদ্রাঙ্কণ স্থগিত থাকিয়া, ১৮২২।২৩ শকে অন্ত্যবিবরণের দুই অংশ মুদ্রিত হয়। পুনরায় কার্য্যানুরোধে আর দুই বৎসর মুদ্রাঙ্কণ হয় নাই। ২৬।২৭ শকে দুই অংশ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গ্রন্থের জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হয়। "কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম" বলিয়া যে অংশ মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প আছে, সে সঙ্কল্পের পরিপূর্ত্তি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমদেবতার হস্তে। আদি বিবরণ ২১৬ পৃষ্ঠা; মধ্যবিবরণ ১১৪৮ পৃষ্ঠা; অন্ত্যবিবরণ ৬৪৩ পৃষ্ঠা; এই দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হইলেও, ইহা যে তাঁহার পূর্ণজীবনী, একথা আমরা বলিতে পারিতেছি না। এতন্মধ্যে নিঃশেষ-রূপে তাঁহার জীবনের সমুদায় বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। যে জীবন ভগবানের আদেশপালনে অবিচ্ছেদে ব্যাপৃত ছিল, সে জীবনের বৃত্তান্তনিচয় কোন ব্যক্তি যে সমগ্রভাবে গ্রন্থবদ্ধ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। তবে যদি এ জীবনীতে তাঁহার জীবনের মূল কার্য্যগুলি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহাই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। এতৎপাঠে পাঠকগণ, লেখকের গুণে নয়, আচার্য্যজীবনের গুণে মহোপকার লাভ করিবেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের ন্যূনতাস্বীকার নিষ্প্রয়োজন। তবে আমাদের বিবরণ-নিবন্ধনে ও সংগ্রহে যে ত্রুটি হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা পাঠকগণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহারা ত্রুটি দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইব, ইহাই নিবেদন করিতেছি। শম্।

১০ই মাঘ,
১৮২৭ শক।

(উপাধ্যায়)

সূচীপত্র



কেশবচন্দ্র সেন

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

অবতরণিকা

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে দেশের ধর্ম্মাদিসম্বন্ধে কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা সমুচিত। যে জীবন ধর্ম্মরাজ্যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গিয়াছে, সে জীবনের সহিত ভূতকালের সম্বন্ধপ্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজের বিপ্লব উপস্থিত না হইলে ঈদৃশ লোকের জন্ম হয় না, ইহা জনসমাজের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির এমনই ব্যবস্থা যে, অসময়ে অস্থানে কিছুরই সৃষ্টি হয় না। এরূপ স্থলে অত বড় একটি জীবন অসময়ে অস্থানে সমুদিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? আমাদিগের দেশে ইতিহাসের তেমন আদর নাই, তথাপি প্রাচীন বিধানের ইতিহাসলেখকগণ বিধানাগমের সময়ের এই বিশেষ লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই লক্ষণদর্শন এমনই অপরিহার্য্য যে, লোকের স্বতই উহার উপরে দৃষ্টি পড়ে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সঙ্গে পর পর পরিবর্ত্তনসমূহের এত ঘনিষ্ঠযোগ যে, সংক্ষেপে তাঁহার সমসময় ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা না করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সে সময়ে সমাজের কি প্রকার দুরবস্থা ছিল, তৎকালের লেখা হইতে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। আমাদিগের জন্মসময় সে কাল হইতে অধিক ব্যবহিত নয়; সুতরাং প্রথম বয়সে যাহা আপনারা দেখিয়াছি,

তাহা হইতেও সেকালের অবস্থা স্থির করা কিছু কঠিন কথা নহে। দেখা যাউক, সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল।

পল্লীগ্রামের অবস্থা

প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের অবস্থা কি ছিল, দেখা প্রয়োজন। কেন না পল্লীগ্রামেই ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণের বাস, সেখান হইতে তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে নগরে আসিতেন। এখন যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যাশিক্ষার প্রচুর আয়োজন আছে, সে কালে তাহার কিছুই ছিল না। বাঙ্গালাভাষা তৎকালে কেবল পরস্পর সামান্য কথোপকথন ও পত্রাপত্রের উপযোগী ছিল, শুদ্ধরূপে লিখিবার কোন প্রণালী ছিল না। বিচারালয়াদিতে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং লোকে সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য যত্ন করিতেন, পরস্পর পত্রাদি লেখা পারস্য ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, অজ্ঞ বালক স্ত্রীলোকদিগের জন্য কথন বাঙ্গালাতে পত্রাপত্র করা হইত মাত্র। পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া যাহাতে আইন আদালতের কার্য্য চালান যাইতে পারে, কেবল তদুপযোগী গ্রন্থ সকল পঠিত হইত। হিন্দুগণ মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না, তন্মধ্যে যে সকল উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় আছে, তাহার কোন তত্ত্ব লইতেন না। দু এক জন সে সকল কদাচিৎ পাঠ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের আচরণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত বলিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সাধারণ লোক বিদ্যালোকবর্জ্জিত হইয়া ঘোর কুসংস্কারে নিপতিত ছিল। দেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতেন না, অনেকেরই ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জ্ঞানের শেষ সীমা ছিল, দশকর্ম্মান্বিত হইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের নিকটে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইতেন। যাঁহারা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন; ন্যায় পড়িয়া তাঁহারা প্রায়ই ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেন, বাহিরে যে কিছু ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিতেন, তাহা কেবল অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ। সে কালে পণ্ডিতগণ সাহিত্য পাঠ করিতেন না, এ জন্য একটি সামান্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাদিগের গলদ্ঘর্ম্ম হইত। ন্যায় ব্যতীত স্মৃতিশাস্ত্র অনেকে অধ্যয়ন করিতেন। এ স্মৃতিও আবার রঘুনন্দনকৃত সংগ্রহমাত্র। এই সংগ্রহগ্রন্থে স্থানে স্থানে সার কথাও আছে, কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না; যাহাতে প্রায়শ্চিত্তাদির

তাহা হইতেও সেকালের অবস্থা স্থির করা কিছু কঠিন কথা নহে। দেখা যাউক, সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল।

পল্লীগ্রামের অবস্থা

প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের অবস্থা কি ছিল, দেখা প্রয়োজন। কেন না পল্লীগ্রামেই ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণের বাস, সেখান হইতে তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে নগরে আসিতেন। এখন যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যাশিক্ষার প্রচুর আয়োজন আছে, সে কালে তাহার কিছুই ছিল না। বাঙ্গালাভাষা তৎকালে কেবল পরস্পর সামান্য কথোপকথন ও পত্রাপত্রের উপযোগী ছিল, শুদ্ধরূপে লিখিবার কোন প্রণালী ছিল না। বিচারালয়াদিতে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং লোকে সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য যত্ন করিতেন, পরস্পর পত্রাদি লেখা পারস্য ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, অজ্ঞ বালক স্ত্রীলোকদিগের জন্য কখন বাঙ্গালাতে পত্রাপত্র করা হইত মাত্র। পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া যাহাতে আইন আদালতের কার্য্য চালান যাইতে পারে, কেবল তদুপযোগী গ্রন্থ সকল পঠিত হইত। হিন্দুগণ মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না, তন্মধ্যে যে সকল উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় আছে, তাহার কোন তত্ত্ব লইতেন না। দু এক জন সে সকল কদাচিৎ পাঠ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের আচরণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত বলিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সাধারণ লোক বিদ্যালোকবর্জ্জিত হইয়া ঘোর কুসংস্কারে নিপতিত ছিল। দেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতেন না, অনেকেরই ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জ্ঞানের শেষ সীমা ছিল, দশকর্ম্মান্বিত হইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের নিকটে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইতেন। যাঁহারা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন; ন্যায় পড়িয়া তাঁহারা প্রায়ই ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেন, বাহিরে যে কিছু ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিতেন, তাহা কেবল অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ। সে কালে পণ্ডিতগণ সাহিত্য পাঠ করিতেন না, এ জন্য একটি সামান্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাদিগের গলদ্ঘর্ম্ম হইত। ন্যায় ব্যতীত স্মৃতিশাস্ত্র অনেকে অধ্যয়ন করিতেন। এ স্মৃতিও আবার রঘুনন্দনকৃত সংগ্রহমাত্র। এই সংগ্রহগ্রন্থে স্থানে স্থানে সার কথাও আছে, কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না; যাহাতে প্রায়শ্চিত্তাদির

ব্যবস্থা দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহাই পাঠের লক্ষ্য ছিল। মনু প্রভৃতি মূল স্মৃতি এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সকল স্মৃতি সে সময়ে চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। যখন অর্থোপার্জ্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তখন দেশীয় শাস্ত্রেও তদুপযোগী শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কাহারও এমন বিদ্যোৎসাহ ছিল না যে, তিনি আপনা হইতে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথঞ্চিৎ ব্যাকরণাদি পাঠ করিতেন; বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহাদিগের এমনই অনাস্থা ছিল যে, সামান্য হিসাবপত্র করিতে বা পত্র লিখিতে হইলে, তাঁহারা লিপিব্যবসায়ী কায়স্থগণের আশ্রয় লইতেন।

বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে যেখানে এরূপ হীনাবস্থা, সেখানে নীতিসম্বন্ধে যে কি দুরবস্থা হইবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে সকল ভদ্র লোকের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহারা প্রজাগণের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন; এমন কি, অনেকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরস্বাপহরণ করিতেন। বৃদ্ধগণ সে সময়ের যে অবস্থা আমাদিগের নিকটে বাল্যকালে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি ভীষণ। রজনীতে তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সর্ব্বদা দস্যুভয়। সংবাদ আসিল, অমুক জমীদার দলবল লইয়া নৌকারোহণে বা পদব্রজে দস্যুতাজন্য বাহির হইয়াছেন। যে সকল গৃহস্থের কিছু সম্পত্তি আছে, তাঁহারা শশব্যস্ত হইলেন, বনে জঙ্গলে সন্তান সন্ততি লইয়া প্রবেশ করতঃ কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। কখন কি হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। নারীগণের সতীত্বধর্ম্মরক্ষা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল ছিল। এক দিকে ভূস্বামিগণের অত্যাচার, অপর দিকে বিদ্যাহীন পল্লীর মূর্খ যুবকগণের দৌরাত্ম্য। নারীগণ একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না, প্রয়োজনবশতঃ বাহির হইতে হইলে দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতেন! এ সকল অবস্থার কিছু কিছু অবশিষ্ট আমাদিগের প্রথম বয়সে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু বৃদ্ধাগণ বলিতেন, এখন আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার চারিভাগের এক ভাগও নহে।

জ্ঞান ও নীতির যেখানে হীনাবস্থা, সেখানে সামাজিক অবস্থা কখন ভাল হইতে পারে না। যাঁহারা প্রতাপশালী লোক, তাঁহারা পরস্পর সর্ব্বদা

সামান্য কথায় বিবাদবিসংবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, আপনার প্রভুত্ব-রক্ষার জন্য তাঁহারা না করিতে পারিতেন, এমন কোন কার্য্য ছিল না। দস্যুবৃত্তিতে যাঁহাদিগের ধর্ম্মভয় ছিল না, বরং পুরুষত্বের কার্য্য মনে হইত, তাঁহারা যে আপনাদের অভিমানরক্ষার জন্য অপরের ধর্ম্ম নষ্ট, জীবন নষ্ট করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? সম্পত্ত্যাদির অভাবে যাঁহাদিগের তত বল ছিল না, তাঁহারা কৌশলে ধনবান্ ও বলবান্দিগের সর্ব্বনাশ করিতেন। ইঁহারা আপনাদিগের অলস ও পরভাগ্যোপজীবী অনুজীবিগণকে লইয়া সর্ব্বদাই এক একটি দল বাঁধিতেন। অপরের গৃহচ্ছিদ্রাদি বাহির করা এই অনুজীবিগণের কার্য্য ছিল। তাহারা প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্য সেই সকল বর্ণন এবং প্রতিদ্বন্দ্বি-পক্ষের কুৎসাগান করিত। শ্রাদ্ধবিবাহাদির উপলক্ষে যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষের নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়, অথবা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া অবমানিত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আইসে, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপায়োদ্ভাবনে উহারা কাল কর্ত্তন করিত। প্রবল পক্ষ ছলে কৌশলে দুর্ব্বল পক্ষের ভূসম্পত্তির কিয়দংশ বা সুযোগ পাইলে সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত। প্রবলে প্রবলে নিরন্তর বিরোধ উপস্থিত হইত, এবং দাঙ্গা ফসাদ হইয়া খুন জখম হইয়া যাইত। নরহত্যা যে গুরুতর পাপ, ইহা যেন বোধই ছিল না, সামান্য ধনলোভে সে কালের লোকে পথিকের প্রাণপর্য্যন্ত হরণ করিত। প্রতাপশালী লোকদিগের অত্যাচারে, সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, ভদ্রলোকের পরিবারের মান সম্ভ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন ছিল। সংক্ষেপতঃ জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের অভাবে সমাজের যে দুরবস্থা হইতে পারে, তাহার পূর্ণতা বাস্তবিক সে সময়ে ঘটিয়াছিল।

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে দুর্ব্বলগণের উপরে বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। নারীগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাঁহারা এ সময়ে যে কি দুর্ব্বিষহ যাতনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বামিবিরহে দুর্ব্বলা অবলাগণ ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, এজন্য সহমরণ দ্বারা অনেকে আপনাদিগের ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করিতেন। যে হিন্দুমহিলাগণ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তা থাকিবার জন্য অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদিগের প্রতি স্বামীরা কি প্রকার বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতেন, স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইঁহারা দুর্ভাগার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন,

অন্যাসক্ত স্বামিগণের তাদৃশ আদর নাই বলিয়া শ্বশ্রূ ননন্দা প্রভৃতির যথেচ্ছাচারের বিষয় হইতেন। স্ত্রীশিক্ষার কথাতো মুখে তুলিবারই বিষয় ছিল না। লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়, চরিত্রদোষে দূষিত হয়, ইহা এক প্রকার সাধারণ সংস্কার ছিল। যে স্ত্রী কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরামের মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তিনি অতি ব্যাপিকা বলিয়া সকলেরই ঘৃণার পাত্রী ছিলেন। ভেকধারী বৈষ্ণববৈষ্ণবীগণের মধ্যে কোন কোন বৈষ্ণবী চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি পড়িত বলিয়া, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শেখা ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিলে কখন বশে থাকিবে না, এ যুক্তি তৎকালে সকলের মুখেই ছিল।

কলিকাতার অবস্থা

পল্লীগ্রামের অবস্থা অতিশয় মন্দ থাকিলেও থাকিতে পারে, কলিকাতার ন্যায় মহানগরী অবশ্য ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ছিল না, সহজে এরূপ মনে হয়। এখনকার কলিকাতা দেখিয়া তখনকার কলিকাতা মনে মনে কল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন সমস্ত রাত্রি একা পথে পথে ভ্রমণ করিলে প্রাণের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, সেকালে পথে রাত্রিকালে গতায়াত প্রাণসঙ্কটকর ব্যাপার ছিল। এখনকার লেখা পড়ার চর্চ্চা এবং পথে পথে স্কুল কলেজ পাঠশালা দর্শন করিয়া কখনও মনে হয় না যে, সে সময়ে এমন একটিও বিদ্যালয় ছিল না যে, সেখানে বালকগণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে। সেকালে কলিকাতার অতি অল্প লোকই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। অনেককাল পর্য্যন্ত ইংরাজীর বকেবিউলারি হইতে কতকগুলি বিশেষ্য, ক্রিয়াবিশেষণ এবং অব্যয় শব্দ শিখিয়া 'দো ভাষিয়ার' কাজ করাই অনেকের লক্ষ্য ছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন সুপ্রিমকোর্টসংস্থাপনার্থ উদ্যোগ হয়, সেই সময় হইতে কলিকাতায় ইংরাজীর বিশেষ চর্চ্চারম্ভ হয়। কোর্টে দোভাষিয়া কেরাণী নকলনবিসী প্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজনবৃদ্ধি হওয়াতে, অনেকে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। ফিরিঙ্গী ও আরমাণিগণ এবং কোন কোন ইংরেজ ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। যোড়াশাঁকোতে শেরবোরণ নামে এক জন ফিরিঙ্গীর একটি সামান্য স্কুল ছিল। বিখ্যাতনামা দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহারই স্কুলে ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। অমড়াতলাতে মার্টিন বাউল শিলপরিবারের

শিক্ষক ছিলেন। আরাটুন পেট্রুস সাহেবের আর একটি স্কুল ছিল, তাহাতে পঞ্চাশ কি ষাইটটি ছাত্র পড়িত। এখানকার ভাল ভাল ছাত্রেরা শিক্ষক হইয়াছিলেন। কলুটোলার অন্ধ নিত্যানন্দ সেন মল্লিকপরিবারের শিক্ষক ছিলেন। সেকালে লেখা পড়ার উদ্দেশ্য ছিল, হাতের লেখা ভাল করিয়া নকলনবিস হওয়া বা খাতাপত্রের হিসাব রাখা; সুতরাং ইংরাজী পড়িয়া তাহা বোঝা তখন তত আদরের বিষয় ছিল না। বিবাহের সময়ে পাত্রের পরীক্ষা হাতের লেখা দেখিয়া হইত। ইংরাজী লেখা পড়ার তখন এমনই অনাদর ছিল যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন বাইশ বৎসর বয়সে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে হিন্দুকালেজের এত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, উহা মহাত্মা রাজা রামমোহন এবং হিতৈষী খ্যাতনামা ডেভিড হেয়ারের সৎপরামর্শের ফল। রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থিতির কয়েক বৎসর পর, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ কালেজ সংস্থাপিত হয়। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে উহাতে ষাইট সত্তরের বেশী ছাত্রসংখ্যা হয় নাই। সে সময় ইংরাজীশিক্ষাদানের প্রতি মিসনারিগণের পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, দেশীয়গণকে ইংরাজী শিখাইয়া কেবল শঠতা বঞ্চনা শিখান হয়; কেন না তাহারা এই উপায়ে ইংরেজ নাবিকগণকে ভুলাইয়া মদ্যপানাদিতে রত করে, পরিশেষে মাতাল করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করে। ডক্টর ডফ যে দিন ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলেন, সে দিন তাঁহার এক জন প্রচারক বন্ধু এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যান, "তুমি সমুদায় কলিকাতা বঞ্চক দুরাত্মাদিগের দ্বারা পূর্ণ করিবে।"

শিক্ষাবিষয়ে যেমন, চরিত্রবিষয়েও তেমনি কলিকাতার হীনতা ছিল। সে সময়ের অবস্থা আমাদের নিজের কথায় বর্ণন না করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের এক জন শিষ্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদায় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল, এই সকল

লইয়াই লোকে মহা আমোদে, মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার ভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম ছিল না। * * * ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা-কুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। * * ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না; তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। * * * বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিতেন * *। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই।" (১) কলিকাতার দুর্নীতিবিষয়ে স্থানান্তরে যে সকল বর্ণন আছে, তাহা আর উদ্ধৃত করা গেল না; বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে নীতিবিষয়ে কি প্রকার হীনতা থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া বোঝাই ভাল, স্পষ্ট বর্ণন গ্রন্থের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী।

তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা

সে সময়ে ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে লোকের চরিত্রের ঈদৃশ হীনতা, সেখানে ধর্ম্ম অগ্রে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা আর কে না বুঝিতে পারে? তবে ধর্ম্ম চলিয়া গেলে অবশিষ্ট থাকে ধর্ম্মের

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

আড়ম্বর; উহা কত দূর ছিল, তাহাই দেখা আবশ্যক। যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে চরিত্র আছে; যেখানে চরিত্র নাই, সেখানে বাহ্য ক্রিয়ার আড়ম্বর আছে। জনসমাজে যখন যে ভাব প্রবল থাকে, সমুদায় বিষয় তাহারই অধীন হইয়া কার্য্য করে। প্রবলগণ বৃথা অভিমানে স্ফীত, অনুজীবিগণ প্রভুর নিকটে সমূহ নীচতা স্বীকার করিলেও অপরের নিকটে অভিমানরক্ষার জন্য ব্যস্ত। এক এক জন আত্মীয় স্বজন পরিবারের নিকট পর্য্যন্ত এত দূর অভিমানরক্ষার্থী ছিলেন যে, এ কালে কোন লোক সে সময়ের লোকদিগকে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এই প্রবলতর অভিমান ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্ররোচক ছিল। যাঁহারা পণ্ডিতব্যবসায়ী, তাঁহারা ধনিগণের নিকট ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের মানরক্ষা করিতেন। "যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহাদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে এবং ধনীদিগেরই উপাসনা আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি, তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এ নিমিত্তে কপালে দীর্ঘরেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্নস্বরূপ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড পরিপাটীরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করতঃ উপস্থিত হয়েন।" (১) স্বগৃহে যাঁহারা অসচ্চরিত্র, তাঁহারা শিষ্যগৃহে "হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থান করেন এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালনপূর্ব্বক পরম তপস্বীর ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন।" (২) এ সকল তৎকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শিষ্যব্যবসায়িগণের স্বরূপাবস্থার বর্ণন। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব, এ দুই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। দুঃখের বিষয় এই যে, মূর্খ ও নীতিহীন ব্যক্তিগণের হাতে পড়িয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই এ সময়ে ধর্ম্মসমাজের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শিষ্যব্যবসায়ী গোস্বামিগণ প্রায়ই মূর্খ, দীক্ষা করাইবার প্রণালীটী-মাত্র শিক্ষা করিয়া ধনার্জ্জনার্থ শিষ্যগণকে মন্ত্র দিতেন। ইন্দ্রিয়বিকারবান্ ব্যক্তিদিগকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া গূঢ় লীলার কথা উপদেশ দিতে নাই, এ নিষেধ তাঁহারা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং আপনারাও সে বিষয়ে যেমন শিথিল ছিলেন, শিষ্যদিগকেও সেই প্রকার শিথিল করিয়া

(১) (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

দিতেন। ইহাতে ফল এই হইত, শাক্তবামাচারী গুরুগণের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হইত, বৈষ্ণব গুরুগণ দ্বারাও ঠিক সেই অনিষ্টই সাধিত হইত। স্বয়ং মন্ত্রদাতারাই যখন সাধনবিমুখ, তখন মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কেহই যে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে ভোগপ্রবৃত্তির প্রাবল্যবশতঃ ধর্ম্মের নামে অসদনুষ্ঠানগুলি করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইতেন না। রাস, দোল, ঝুলন, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অতি আড়ম্বরের সহিত পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। এ সকল কেবল আমোদের উপায় ছিল বলিলেও ঠিক বলা হয় না। এই উপলক্ষে কুৎসিত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উৎসাহ এই সকল অনুষ্ঠানের মূলে ছিল। এতদুপলক্ষে ভদ্রাভদ্র সকলে মিলিয়া অতি অশ্রাব্যসঙ্গীতাদি-শ্রবণে আমোদ লাভ করিতেন। এইরূপে যুবকগণের কথা দূরে থাকুক, নির্দ্দোষ শিশুদিগেরও যে কি ঘোর অনিষ্টসাধন করা হইতেছে, এ বিষয়ে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। বাল্যকাল হইতে ঈদৃশ অপবিত্রভাব-মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ভদ্রগৃহের শিশুগণও প্রথম হইতেই দূষিত কথা ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইত। তাহাদের কথা শুনিয়া ও ব্যবহার দেখিয়া ভদ্রাভদ্রের যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারা যাইত না।

ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়

(১৭৭৪—১৮৩৩ খৃঃ)

ইংরেজজাতির ভারতে আগমন ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের পক্ষে অনুকূল

চারিদিকের অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞান-বিতরণের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি যে সময়ে অভ্যুদিত হন, সে সময় ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছিল। এ দেশে ইংরেজজাতির আগমন বিধাতার অপূর্ব্ব অভিপ্রায়সাধন জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাহাঙ্গীর নৃপতির সাম্রাজ্যকালে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানীনামক সুপ্রসিদ্ধ বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতের সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় বাণিজ্যার্থ কার্য্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পলাশী যুদ্ধে ইঁহারাই বঙ্গদেশে প্রথম আধিপত্য সংস্থাপন করেন। যে দুর্ব্বল পতিত বঙ্গদেশকে ভগবান্ সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্মস্থাপনের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই বঙ্গদেশকে তিনিই ইংরেজগণের প্রথম আধিপত্যের স্থান নির্ণীত করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল, শিখ, মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও অপরাপর রাজগণমধ্যে ক্রমান্বয়ে বিবাদ বিসংবাদ চলিতে থাকে। ইংরেজ সেনাপতিগণ এই সকল বিবাদে প্রভূত বল ও সামর্থ্য প্রদর্শন করেন। ফলতঃ খৃষ্টীয়বিধানসমাগমের পূর্ব্বে রোমীয় পরাক্রমে যেমন ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা খণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশ রোম-রাজ্যের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়া যায়, এ দেশসম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্রমে ইংরেজজাতি এ দেশে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল দেশজয় নয়, এমন সমুদায় মহানুভাব ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণের অভ্যুদয় হয়, যাঁহারা ভারতের মঙ্গলের জন্য আন্দোলন সমুপস্থিত করেন।

রামমোহনের জন্ম

রাজ্যসম্পর্কীয় ঈদৃশ অনুকূল সময় সম্মুখে লইয়া, ১৬৯৫ শকে (১৭৭৪

খৃষ্টাব্দে) বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী খানাকুলকৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগরে মহাত্মা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

বহুভাষাশিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানচিন্তা

তিনি বাল্যকালে দেশীয় প্রথানুসারে সামান্য বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া, পিতা রামকান্ত রায়ের অভিপ্রায়ানুসারে পারস্য ভাষা অভ্যাস করিবার জন্য পাটনানগরে গমন করেন। সেখানে তিনি পারসী ও আরবী উভয় ভাষা অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে, তিনি আরব্য ভাষায় ইউক্লিড ও আরিষ্টটলকৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। এই চিন্তার ফল এই হয় যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার মাতামহকুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁহাদিগের কুলপ্রথানুসারে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন।

পিতার বিরাগভাজন ও দেশভ্রমণ

যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর, তখন পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখেন, ইহাতে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন। পিতার বিরাগ দর্শন করিয়া তিনি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং তিন বৎসর তিব্বত দেশে স্থিতি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হন, কেবল সে দেশের নারীগণের সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। রাজা রামমোহন এই সদয় ব্যবহার চিরকালের জন্য স্মরণে রাখিয়াছিলেন, এবং সহমরণ-প্রস্তাবে নারীজাতির সম্বন্ধে তিনি যে অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, এই সদয় ব্যবহার তাহার মূল।

গৃহে প্রত্যানয়ন ও পিতাকর্ত্তৃক পুনঃ বর্জ্জন

যখন তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়স হইল, তখন পিতা তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনস্পৃহা কোন কালে নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি গৃহে আসিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের ভাষা ও রাজনিয়মাদি শিক্ষা করিলেন। ম্লেচ্ছগনের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-নিবন্ধন জ্ঞাতিবর্গের অনুরোধে পিতা রামকান্ত আবার তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন।

বিষয়কার্য্য

এই অবস্থায় ধনোপার্জ্জন জন্য রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রঙ্গপুরে কলেক্‌টরী কার্য্যালয়ে তিনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে এত দূর সম্মান করিতেন যে, তিনি এই অঙ্গীকার লিখিয়া দিয়াছিলেন, "অন্য অন্য কর্ম্মচারীর ন্যায় রামমোহন রায় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না।"

পুস্তকাদিপ্রকাশে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তার

১৭২৫ শকে (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) রামমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর হইতে তিনি "স্বদেশীয় শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য নিষ্পন্ন করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমে কলিকাতায় আসিয়া তিনি পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে ও পুস্তকাদিপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানালোকবিস্তারে প্রবৃত্ত হন।

মহানুভাব ইংরেজগণের দ্বারা দেশের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত

এই সময়ে অনেকগুলি মহানুভাব ইংরেজ ভারতের কল্যাণার্থ সমবেত হন। এবং তাঁহাদিগের দ্বারা এ দেশের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত হয়। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক, চিরস্মরণীয় উইলসন, অদ্বিতীয় কৃতবিদ্য জেম্‌স মিল, সার উইলিয়ম জোনস্‌, মেকলে, সার হাইডইষ্ট ও আডাম সাহেব এবং অন্যান্য মহোদয়গণ ভারতের উপকারী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সমান সাহেব ইংরেজ রাজপুরুষগণের অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়াতে, শ্রীরামপুরে ধর্ম্মপ্রচারাদি দ্বারা কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হন।

বেদান্তপ্রচারে পৌত্তলিকধর্ম্মের বিরুদ্ধতা ও তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ

মহাত্মা রাজা-রামমোহন প্রথমতঃ পারস্য ভাষায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; ইহার পর কঠোপনিষৎ, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, তলবকারোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও মুণ্ডকোপনিষৎ, এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ভাষ্যসহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ১৭৩৭ শকে বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থ-প্রকাশে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এক জন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকা

নামক পুস্তক লিখিয়া তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৭৩৯ শকে তিনি উহার খণ্ডন করেন। এক জন গোস্বামী সাকারোপাসনাপ্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ লেখেন, ১৭৪০ শকে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। ভাষ্য সহ বেদান্তসূত্রের মূলও এই শকে মুদ্রিত হয়। ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় ব্রহ্মোপাসনার অবতরণিকা ও ১৭৪২ শকে কবিতাকারের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। ১৭৪৩ শকের চৈত্রমাসে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) সংবাদপত্রে ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী যে চারিটী প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, ১৭৪৪ শকের বৈশাখ মাসে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাহার সদুত্তর দেন। এই উত্তরের প্রতিবাদ পাষণ্ডপীড়ন এবং পাষণ্ডপীড়নের প্রতিবাদ পথ্যপ্রদান ১৭৪৫ শকে তিনি প্রকটিত করেন। এই সময়ে বেদ ও কর্ম্মহীনগণের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই বলিয়া সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে বিচার উত্থাপন করেন, রামমোহন তাহার উত্তর সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজীতে দেন। ১৭৪৮ শকে মান্দ্রাজস্থ শঙ্কর শাস্ত্রীর বিতর্কের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রচারিত উপনিষৎ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ তিনি আপনি করেন।

খ্রীষ্টানগণের সহিত বাদানুবাদ

খ্রীষ্টানগণের সহিত তাঁহার অনেক প্রকাশ্য বাদানুবাদ হয়। এই বাদানুবাদ যথাযথ চলিতে পারে, এজন্য তিনি বাপ্তিষ্ট মিশানারী আডাম সাহেবের নিকটে গ্রীক এবং হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। শিক্ষাকালে তিনি আডাম সাহেবের মন ত্রিত্ববাদ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একত্ববাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৭৪১ শকে (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি "সুখশান্তির পথপ্রদর্শক খ্রীষ্টের উপদেশ" নামে ইংরাজীতে গ্রন্থ প্রচার করেন, ইহাতে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহাকে কঠোররূপে আক্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে মিশনারিগণ সহ তাঁহার বিশেষ বিচার হয়। গুরুপাদুকা, ইংরাজী বাঙ্গালাতে গায়ত্রীর অর্থ, গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ ইত্যাদি আরও বহু গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সহমরণপ্রথা-নিবারণ ও হিন্দুস্ত্রীগণের দায়াধিকারাদি

সহমরণে কি প্রকার অত্যাচার হইত, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দয়াপ্রবণ চিত্ত এই প্রথা-নিবারণ জন্য উদ্দীপ্ত হইয়া, ১৭৩৯ শকে একখানি, ১৭৪১ শকে আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্ত্রমতে উহার অসিদ্ধতা

এমনি করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) তদানীন্তন চিরস্মরণীয়, দেশের সর্ব্ববিধহিতকল্পে সদা উদ্যুক্ত, বিদ্যোৎসাহী গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড বেণ্টিঙ্ক রাজনিয়ম দ্বারা সহমরণপ্রথা নিবারণ করেন। রাজা রামমোহন রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। হিন্দুস্ত্রীগণের দায়াধিকার, দায়তত্ত্ব ও ব্যবহারতত্ত্ব বিষয়েও তিনি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন।

দেশীয়লোকের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে উদারভাব

দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তিনি উদার ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। ডাক্তার ডফ যদি তাঁহার সাহায্য না পাইতেন, তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এ দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না। বাইবেলপাঠে যে প্রকার সকলের বিদ্বেষ ছিল, রাজা রামমোহন নিজদৃষ্টান্ত ও পুত্র সহ স্বয়ং ডফের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি দ্বারা উহা অপনয়ন না করিলে, এ দেশে হয়ত আজ কেহ বাইবেল স্পর্শ করিত না।

বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রচলন

দেশীয় ভাষার এখন যে এত উন্নতি, তাহা তাঁহারই জন্য। তিনিই বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রচলন করিয়া, ব্যাকরণ লিখিয়া উহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

আত্মীয়সভা স্থাপন, ১৮১৫ খৃঃ

১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি মাণিকতলার উদ্যানবাটীতে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় শিবপ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ এবং গোবিন্দমালা নামক এক ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার কতিপয় বন্ধু এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে অনেকে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন; এই সময়ে চারিদিকে তাঁহার অপবাদ ঘোষিত হওয়াতে, একে একে তাঁহাকে সকলে ত্যাগ করিলেন। যাঁহারাও বা স্বার্থানুরোধে সঙ্গে রহিলেন, তাঁহারাও পরোক্ষে তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ নামক এক ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ রটাইলেন যে, আত্মীয়সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে। আত্মীয়সভার সম্পাদক, রামমোহন রায়ের নিকটে অপৌত্তলিকতা এবং ধনবান্ হরিমোহন ঠাকুরের নিকটে বৈষ্ণবত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়া

এমনই আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, যাঁহারাও তাঁহার প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা একে একে সেই সভায় গিয়া যোগদান করিলেন। এ সময়ে পুস্তকযোগে পৌত্তলিকতাখণ্ডন ও তাঁহার আত্মমতস্থাপন ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না।

খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণ

আজ পর্য্যন্ত একটি উপাসনাগৃহ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া, হরকরা নামক সংবাদপত্রিকার আফিসগৃহসংলগ্ন গৃহে আডাম সাহেব ধর্ম্মবিষয়ে যে উপদেশ-দান করিতেন, বন্ধুগণ সহ তিনি সেই উপদেশ শুনিতে যাইতেন।

উপাসনাসমাজ-প্রতিষ্ঠা

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার প্রিয় অনুযায়ী ছিলেন। তাঁহারা এক দিন দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ধর্ম্মোপদেশলাভের জন্য বিদেশীয়ের শরণাপন্ন হওয়া নীচতা। বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্র-শিক্ষা ও পরমার্থতত্ত্ব আলোচনার জন্য একটী সম্পূর্ণ দেশীয় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাব রামমোহনের হৃদয়ানুরূপ হওয়াতে, কতিপয় বন্ধুর নিকটে সভাস্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ১৭৫০ শকে (৬ই ভাদ্র) (১৮২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে) মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থিত কমলবসুর বাটীতে উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতি শনিবার তথায় উপাসনা হইতে লাগিল। এখানে এক বৎসরকাল মাত্র উপাসনা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজগৃহ-প্রতিষ্ঠা ও তৎকালীন সামাজিক উপাসনা-প্রণালী

বৎসরান্তে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে) বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবার উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। "সমাজদিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহার (ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের) এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপর তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তদনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপর ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ

ব্রাহ্মসমাজরক্ষার্থ অর্থানুকূল্য

"ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-রক্ষার জন্য রামমোহন রায় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয়নির্ব্বাহজন্য টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী, রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ এবং তেলিনীপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন।"

রাজোপাধিপ্রাপ্তি ও বিলাতগমন, ১৮৩১ খৃঃ

এত দিন যে জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহার এইরূপে স্থায়িত্ব দর্শন করিয়া, তিনি তাঁহার ইউরোপে গমনের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার এই উপযুক্ত সময় মনে করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত পূর্ব্বাধিপতি বাৎসরিক বৃত্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অকৃতকার্য্য হইয়াও রাজা রামমোহনকে রাজোপাধিপ্রদানপূর্ব্বক বৃত্তিবৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি ১৭৫২ শকে চৈত্র মাসে (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) এল্‌বিয়ম্ নামক সমুদ্রপোতে রাজারাম রায়, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামহরি মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ধনী বিদ্বান্ ধার্ম্মিক সকল লোক কর্ত্তৃক অতি আদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও শীলতায় সকলেই তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। ভারতবর্ষের শাসনবিষয়ে রাজপুরুষেরা তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলে অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত অধীশ্বরের যে কার্য্যার্থ তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি সফলমনোরথ হইলেন।

ফরাসীদেশে গমন ও ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন

১৭৫৩ শকে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) শরৎকালে তিনি ইংলণ্ড হইতে ফরাসী দেশে গমন করেন। তথায় সাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হইয়া, শীতকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, বেডফোর্ড স্কোয়ারে তাঁহার বন্ধু কলিকাতাস্থ হেয়ার সাহেবের ভ্রাতার গৃহে অবস্থিতি করেন।

স্বর্গারোহণ, ১৮৩৩ খৃঃ

সেখানে অসুস্থ হইয়া ব্রিষ্টলে আইসেন। এখানে আসিয়া নয় দিন পরে জ্বর হয়। প্রিচার্ড এবং কেরি নামক দুই জন চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। ইহাতে রোগের কোন প্রতীকার হইল না। ১৭৫৪ শকের আশ্বিন মাসে (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর) উনষষ্টিবৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন এবং জীবিতকালের তাঁহার অভিলাষানুযায়ী মিস ক্যেটলপ্রদত্ত একখণ্ড নিষ্কর ভূমিতে তাঁহার সমাধি হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম—একেশ্বরবাদ

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধে কি মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন, এখন তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি এক নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের ধ্যানানুচিন্তনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জন্য স্বর্গ হইতে নিযুক্ত। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বানুভব করাই তাঁহার নিয়োগপত্রের নিবন্ধন। এ কার্য্য যে তিনি অতি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন মহাত্মা স্বর্গ হইতে প্রেরিত হন, তিনি আসিয়া পূর্ব্ব ধর্ম্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রাদির উচ্ছেদসাধন করেন না, পূর্ণ করেন, এ সত্য রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তিনি দেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহকে একেশ্বরবাদ-পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। যদিও সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়কে একীভূত করিবেন বলিয়া তিনি আইসেন নাই, তথাপি একেশ্বর-বাদের ভূমিতে সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত হইবেন, ইহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ভেদে লোকে স্ব স্ব ভূমিতে অবস্থান করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; একেশ্বরবাদসম্বন্ধে তাহাদের কোন বিরোধ হইতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের সহিত তিনি ভ্রাতৃত্ববন্ধন অনুভব করিতেন। স্বদেশীয় একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে 'ভ্রাতৃভাবে আচরণ,' (১) বিদেশীয় একেশ্বর-বাদিগণকে 'প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা' (২) স্বদেশীয়, বিদেশীয় অনেকেশ্বরবাদিগণের প্রতি 'করুণা করা' (৩) কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি

(১) (২) (৩) রামমোহন রায়ের "প্রার্থনাপত্র" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

তদনুসারে চলিয়াছেন। এইরূপে চলিয়াছেন বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান ও হিন্দু সকলেই তাঁহাকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন, অথচ তিনি কোন সম্প্রদায়ের নহেন। কি একেশ্বরবাদী, কি অনেকেশ্বরবাদী, কি বুদ্ধবাদী, কি স্বভাববাদী, কি পৌত্তলিক, কেহই বিচারতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; কেন না "প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন।" (১)

রামমোহনের মতে ব্রহ্মোপাসনা

তিনি স্বদেশীয়গণকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মে আনয়ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। বেদান্তমতে ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়, তিনি সত্তামাত্রে জ্ঞেয়, এই মত তিনি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। "যে স্থলে (বেদে) অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে, তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে।" (২) এই স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অথচ সত্তামাত্রে 'জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা' (৩) রূপে লক্ষিত ঈশ্বরের 'শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ চিন্তন' (৪) তাঁহার মতে ঈশ্বরোপাসনা ছিল। 'তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্ন' (৫) 'পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তি' (৬) এই দুই প্রকারের উপাসনার মধ্যে 'পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকেই' (৭) তিনি আত্মপক্ষে উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন' (৮) ইহাই তাঁহার 'উপাসনার আবশ্যক সাধন' (৯) ছিল। 'উপনিষদাদি' (১০) শব্দের মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদিও আছে। পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক যে কোন শাস্ত্র হউক, তদবলম্বনে পরমাত্মচিন্তা 'উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নের' (১১) অর্থ। এতন্মধ্যে—সূর্য্য চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি হইতে যে উপকার হইতেছে, উহা ঈশ্বরাধীন—এ চিন্তাও অন্তর্ভূত। 'ওঁ তৎ সৎ' ('সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা

(১)—(১১) রামমোহনের "অনুষ্ঠান" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

সেই সত্য')(১) এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ('একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য')(২) এই দুইটি বাক্য একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রবণ ও চিন্তন সংক্ষেপ উপাসনা। 'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়'(৩) ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র তৎকালে উপাসনার অঙ্গরূপে অবিকল পঠিত হইত। পর সময়ে উহা পরিবর্ত্তিতাকারে ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইয়াছে।

উপাসনার প্রাথমিক অবস্থা ও উন্নত অবস্থা

উপাসনা ও "আত্মসাক্ষাৎকার"(৪) এ দুই তাঁহার নিকটে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া পরমাত্মতত্ত্বালোচনা উপাসনা। এই চিন্তা পরোক্ষ, সুতরাং ইহার নাম তিনি 'পরম্পরা উপাসনা'(৫) অর্পণ করিয়াছেন। যত দিন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় জগতের প্রতীতি বিনষ্ট হইয়া সত্তামাত্র স্ফূর্ত্তি না পাইতেছে, তত দিন আত্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। এই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, "জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহুকাল বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য।"(৬) যত দিন আত্মসাক্ষাৎকার না হইতেছে, তত দিন "ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়।"(৭) রাজা রামমোহন রায়ের এই সকল কথাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি বেদান্তমত গ্রহণ করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের অনুসরণ ও স্বাতন্ত্র্য

একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রতিপাদন এদেশে শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে রামমোহন রায় শঙ্করের অনুসরণ করিতে কেনই বা কুণ্ঠিত হইবেন? তবে তাঁহার অনুসরণ স্বাধীন ছিল, কেন না শঙ্কর প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনার ভিতরে অদ্বৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; রাজা রামমোহন পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন করিয়া একমাত্র

(১)—(৩) রামমোহনের "ব্রহ্মোপাসনা" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

(৪)—(৭) রামমোহনের "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যদিও তিনি ব্রহ্মভিন্ন অন্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা স্বীকার করিতেন না, এবং যত দিন আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন ব্রহ্মের সত্তা আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুসমূহ যে যে রূপে প্রকাশিত, সেই সেই রূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অন্ততঃ যতকাল আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, তত কালের জন্য আপনাকে এবং অপরকে অদ্বৈতবাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তির উপর ধর্ম্মস্থাপন

প্রতিব্যক্তির আচরণ নিয়মিত হইবার পক্ষে তিনি এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন, "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে, সেইরূপ পরকেও দেখিবেন; সুখ দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেও হয়, এমত জানিবেন।" (১) তিনি তাঁহার সমুদায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ক্লেশে নিপতিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু আর কোন গত্যন্তর নাই বলিয়া নিপুণতাসহকারে এই দুইয়ের উপরে তিনি সমানে নির্ভর করিয়াছেন। ইনি শাস্ত্রপ্রণেতৃবর্গকে 'ভ্রমপ্রমাদরহিত' (২) বলিয়া স্বীকার করিতেন, অধিকারিভেদে শাস্ত্রসমূহের ভিন্নতা মানিয়া স্বমতবিরোধী শাস্ত্রসকলের সম্মান রক্ষা করিতেন। সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের প্রতি সম্মাননাবশতঃ ইনি পরমাত্মপ্রতিপাদক তন্ত্রগুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ সকলের মধ্যে যে সমুদায় অত্যন্ত উদ্বেগকর মত আছে, সে গুলি তত্তৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তাবলম্বনে 'লোকরঞ্জনমাত্র' (৩) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত শাস্ত্রের কোন এক শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা তিনি স্বেচ্ছাচার-নিবারণের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি মহর্ষি ঈশাকে অতীব ভক্তিনয়নে দর্শন করিতেন, শাস্ত্রপ্রবক্তা শিবাদির প্রতিও তাঁহার ভক্তির ক্রটি ছিল না; কেন না "হরি হরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম-গ্রহণ হইয়াছে, তথায় ভগবান্ শব্দ কিংবা

(১) রামমোহনের "প্রার্থনাপত্র" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

(২) রামমোহনের "গোস্বামীর সহিত বিচার" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

(৩) রামমোহনের "কুলার্ণব তন্ত্র" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

পরমারাধ্যশব্দপূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।" (১)

ঈশ্বরকে রাজভাবে দর্শন

রাজা রামমোহন ঈশ্বরকে রাজভাবে দর্শন করিতেন। তিনি রাজদর্শনের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাণিকতলা হইতে বন্ধুবর্গ সহ পদব্রজে সমাজে গমন করিতেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মসম্পর্কীয় মত

এ কথা সত্য, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ স্বদেশীয়গণের নিকটে বেদান্ত ও তদনুকূল শাস্ত্রসমূহযোগে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু বিদেশীয় শাস্ত্রসমূহের প্রতি তিনি কখন উদাসীন ছিলেন না। খ্রীষ্টবাদিগণের ত্রিত্ববাদ এবং মতভেদ-দর্শনে তিনি তন্নিরসনার্থ বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার উদারচিত্ত কখন খ্রীষ্টের প্রতিকূল হইতে পারে নাই। তিনি মূল ভাষার বাইবেল পাঠ করিয়া দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ কল্পিত মতসমূহ দ্বারা খ্রীষ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং তিনি খ্রীষ্টের উপদেশাবলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিলেন। (২) বাইবেলের অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া, কেবল উপদেশগুলি মুদ্রিত করাতে, খ্রীষ্টানমিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল বিচার সমুপস্থিত হয়; এবং এই বিচারেই (৩) খ্রীষ্টধর্ম্মসম্পর্কীয় তাঁহার মতগুলি পরিষ্কৃতরূপে জনসমাজের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার মতগুলি এইরূপে সংগ্রহ করিতে পারি। তিনি খ্রীষ্টের উদ্ধারকর্ত্তৃত্ব, মধ্যবর্ত্তিত্ব, এবং অপরের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থয়িতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মুষা প্রভৃতি সমুদায় মহাজনগণেরই উদ্ধারকর্ত্তৃত্বাদি ছিল, খ্রীষ্টেতে এ সকল সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষত্ব আছে। খ্রীষ্ট উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর নহেন; তিনি যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তনে উদ্ধার হয় বলিয়া তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তৃত্ব। ঈশ্বরের

(১) রামমোহনের "কবিতাকারের সহিত বিচার" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

(২) The Precepts of Jesus, the guide to Peace and Happiness: (Extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) An appeal to the Christian Public in defence of the Precepts of Jesus I. II. III. এবং The Common basis of Hindooism and Christianity or (TheTytler controversy) গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়া অনুযায়িবর্গের নিকটে প্রকটিত হয় বলিয়া তিনি খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টের শোণিতে পরিত্রাণ হয়, এ কথা সত্য না হইলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ তিনি যে জীবনদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার অপরের পাপক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিশেষ অধিকার উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সত্য। যে সকল ব্যক্তির তিনি মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগকে জীবিত সময়ে তিনি শিক্ষা দিলেন, এবং মৃত্যুর অন্তে অনুতপ্ত ব্যক্তিগণের পাপক্ষমার্থ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্য আপনি বলি হইলেন। ঈশা কখন ঈশ্বর নহেন, তাঁহার নিজের মুখের কথাতেই তাঁহার ঈশ্বরাধীনত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রে অপর সমুদায় সাধু মহাজনগণকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইয়াছে, তবে তাঁহাদিগের সকলের হইতে ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। পবিত্রাত্মার কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই, তিনি ঈশ্বরের প্রভাব ও শক্তিমাত্র। পরিত্রাণ কেবল ঈশাতে বিশ্বাস করিলে হয় না, প্রার্থনা ও বাধ্যতা পরিত্রাণের হেতু। খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াগুলির সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও, খ্রীষ্টের জীবন ও উপদেশকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসলমানধর্ম্মসম্পর্কীয় মত

মুসলমানধর্ম্মবিষয়ে যে গ্রন্থ (১) লিখেন, তাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস অস্বীকৃত হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্মের বলপূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রহণ করান, এবং বিধর্ম্মিগণের বধ বন্ধন উৎপীড়নাদির তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। মোহম্মদ শেষ প্রেরিত, এ কথা তিনি অস্বীকার করিয়া, তাঁহার পরেও নানা দেশে প্রেরিতবিশেষের অভ্যুদয় হইয়াছে দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মান্তরাবলম্বী লোকগণকে ঘৃণা করা বা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা কখন সমুচিত নয়; তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যখন এই সকল লোকের প্রতি পারলৌকিক শাস্তি লিখিত আছে, তখন ইহলোকে তাহাদিগকে তজ্জন্য শাস্তিদান করিবার কাহারও অধিকার নাই।

একেশ্বরবাদের ভূমিতে সমুদায় ধর্ম্মের ঐক্য

তিনি 'তোহ্‌ফতুল মোহ্‌দীনের' প্রথমভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন, "আমি

(১) "তোহ্‌ফতুল মোহ্‌দীন"।

হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলের ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ।” আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ এইজন্য একেশ্বরবাদের ভূমিতে সমুদায় ধর্ম্মের লোককে এক করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই যত্ন, সমাজসম্পর্কে তিনি যে ট্রষ্টডীড(১) করিয়া যান, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে।

---

(১) ১৭৭২ শকের মাঘ মাসের ৯০ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মূল ট্রাষ্টডীড প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের “Discourses & Writings” পুস্তকে “Rammohan Roy” বিষয়ে ইংরাজী প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য—১২ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারার “অন্য......থাকিবেন না” অংশ, ২য় প্যারার “স্বদেশীয় ......হইলেন” অংশ—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২য় কল্প, ১ম ভাগ, ৫৫শ সংখ্যা (বৈশাখ ১৭৬৯ শক) “রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত” হইতে উদ্ধৃত।

১৫ পৃষ্ঠার শেষ প্যারার “সমাজদিবসে..... হইত” অংশ, ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা “ব্রাহ্মসমাজের......করিতেন” অংশ রাজনারায়ণ বসু প্রণীত “ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা” নামক পুস্তকের তৎপ্রদত্ত “ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও লক্ষণ” বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

১২, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠার নোট যথাস্থলে সন্নিবিষ্ট হয় নাই; তাই অধ্যায়ের শেষাংশে প্রদত্ত

ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ

রামমোহনের বিলাতগমনের পর ব্রাহ্মসমাজরক্ষা

১৭৫১ শক হইতে ১৭৬৩ শক (১৮২৯-১৮৪১ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কিছুতেই জনসমাজের নিকটে আশাপ্রদ ছিল না। রাজা রামমোহনের বিলাতগমনের পর তাঁহার অনুযায়িবর্গের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। আচার্য্যকার্য্যে নিযুক্ত একমাত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রাণগত যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের এক জন বন্ধু তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজরক্ষার জন্য শেষ পর্য্যন্ত অর্থদানে অকাতর ছিলেন। তিনি আমাদিগের ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন যখন বিলাত গমন করেন, তখন স্বভাবতঃ সমাজরক্ষার ভার তৎপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রতি নিপতিত হয়। তিনি ধর্ম্মে আস্থাবান্ না থাকিলেও, পিতৃকীর্ত্তিরক্ষার্থ যত্নপূর্ব্বক সমাজ রক্ষা করিতেন। তিনি বিষয়কার্য্যের অনুরোধে যে সময়ে বিদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সে সময়ে রাজার বন্ধুবর্গ বন্ধুর কীর্ত্তিরক্ষার্থ যত্নশীল হইলেন। বন্ধুগণ অল্পে অল্পে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, একা শ্রীমদ্দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে এবং সমাজের আচার্য্য শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যত্নে সমাজ রক্ষিত হইল। কিন্তু কালক্রমে পাঁচ ছয় জন সভ্যের অতিরিক্ত কেহ উপাসনাদিবসে উপস্থিত থাকিতেন না।

তত্ত্ববোধিনীসভা স্থাপন

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিনে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রযত্নে তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারজন্য তত্ত্ববোধিনীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ দশ জন সভ্য ইহাতে যোগদান করেন। উপনিষৎ-ও-শাস্ত্রপ্রচার, বিদ্যালয়স্থাপন, পুস্তকপ্রণয়নাদি, এই সকল উপায়ে ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত রাখা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তত্ত্ববোধিনীসভাসম্বন্ধে স্বয়ং প্রধানাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনীসভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার

যত দূর দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনীসভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনীসভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না"। (১) তত্ত্ববোধিনীসভায় মাসিক উপাসনা হইত; যখন তত্ত্ববোধিনীসভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন উহার উপাসনাকার্য্যের ভার ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালে মাসিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল।

১১ই মাঘ

২১শে আশ্বিন তত্ত্ববোধিনীসভার যে সাংবৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা উঠিয়া গিয়া ১১ই মাঘ সাংবৎসরিক উপাসনা হওয়া স্থির হয়। রাজা রামমোহনের সময়ে যে দিন কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজে প্রথম উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন এই ১১ই মাঘ।

ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান

আমাদিগের প্রধানাচার্য্য ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে তিনি আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য। ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, (২) তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ প্রত্যভিনন্দনপত্রে (৩) তিনি বলিয়াছেন :—

"হে প্রিয়-দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতি-ভাজন ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ! আমি আদর পূর্ব্বক কিন্তু সংকুচিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপহার গ্রহণ

---

(১) "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তিকা হইতে গৃহীত, যাহা প্রধানাচার্য্য কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মবন্ধুসভাতে" ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাখ শনিবারে বিবৃত হয়।

(২) ১৭৮৯ শকের ৫ই কার্ত্তিক, সোমবার, অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বের ২৫শ সংখ্যায় অভিনন্দনপত্র দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৭৯০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের ধর্ম্মতত্ত্বের ৩০শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্রের" পূর্ব্ব সংস্করণে "প্রত্যভিনন্দনপত্রের" কতক অংশ বাদ দিয়া মুদ্রিত

করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা কখন আমার চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অনুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মধুর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে। আমি কেন প্রথমে নির্ব্বিশেষে সমুদায় উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া এই হিন্দুসমাজে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে কেনইবা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্তাকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্যনক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্যভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদায় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন, গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যে বর

প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রে চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥' তখন আমার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগা হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখনও অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপ চিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না,' তখনই আমার হৃদয় উৎসাহে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষৎকে, সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন

করিল। পূর্ব্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদশাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদশাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া, কৃতজ্ঞতাসহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।' ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' ইহার পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য, সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। 'স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। 'সযশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ' সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে—তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোহমস্মি' 'তত্ত্বমসি' এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তখনই বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে, 'যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই ব্রীহি যব তিলমাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে'—তখনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন

করিল। 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।' যেমন নদী সকল স্যন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণমুক্তি—পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণমুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা বাহুল্য যে, উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার', তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি।' সেই সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা দিন দিন আরও গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনাপথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

"আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম—যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশানুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, 'পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।' কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব আপনাদের প্রদত্ত এই অভিনন্দন পত্র অতিশয়

সংকুচিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। যাঁহারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এই অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনাদের কতিপয় অগ্রসর ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতি দিন পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দন পত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন, এমন প্রকৃষ্ট উপায় সকল নির্দ্ধারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। ইহা আমি যতদূর কৃতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই, আপনারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমার আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহাতে যে আনন্দ হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে, সকলে এক-বাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে, এই দুইটি আমার হৃদয়ের কামনা। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনাদের হৃদয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন এবং আপনাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন। তিনি আপনাদের ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হউক।"

তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা

প্রধানাচার্য্য যখন ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, তখন পাঁচ ছয় জন মাত্র সভ্য উপাসনার আসিতেন। ইনি যোগ দিয়া কি প্রকার অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহা ইঁহার নিজের কথাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। "১৭৫১ শকের (১৮২৯ খৃষ্টাব্দের) দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যখন যোগ হয়, তখন দেখিলাম, সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীমত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের

অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।" (১)

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পৌত্তলিকতার উপদেশ নিবারণ

প্রধানাচার্য্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াই বেদী হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ অবরুদ্ধ করেন; কেন না ঈদৃশ উপদেশ ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করাতে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। ইঁহার যোগদানের পর এক দিকে তত্ত্ববোধিনীসভা হইতে তত্ত্বপ্রচার জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাহির হইল, (২) অপর দিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যত্ন হইতে লাগিল। যখন লোকসংখ্যা বাড়িল, তখন লোকনির্ব্বাচনের প্রতি স্বভাবতঃ যত্ন উপস্থিত হইল। অনেক আন্দোলনের পর স্থির হইল, 'যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন।'

দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা, ৭ই পৌষ

পৌত্তলিকতাপরিত্যাগপূর্ব্বক এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইবার জন্য 'ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা' (৩) রচিত হইল এবং ১৭৬৫ শকের (৭ই পৌষ) (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকটে প্রধানাচার্য্য এবং অপর

---

(১) "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

(২) ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

(৩) ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে গৃহীত—"ব্রাহ্ম-প্রতিজ্ঞা"

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে, প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনার্থে, বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কয়েক জন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহার সঙ্গিগণ এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে শিথিলযত্ন হইলেন, কিন্তু ইনি সেই হইতে দুর্গোৎসবসময়ে গৃহে অবস্থিতি করিতেন না, বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল স্থির—'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ'

বেদান্তের প্রতি অচলা ভক্তিনিবন্ধন ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পর বিশেষরূপে বৈদিক জ্ঞানলাভের জন্য চারি জন পণ্ডিতকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরণ করা হয়। দুই বৎসরে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক কথা দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম এক প্রকার মূলশূন্য হইয়া পড়িল। এ সময়ে কি প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, স্বয়ং প্রধানাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তখন তাঁহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফুরিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সঙ্কলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ * তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত

* ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে দেখা যায়, এই বীজগুলি ১৭৭০ শকে তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ"

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। অন্য আর কিছুই ছিলনা। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ) অবধি ক্রমাগত এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।"(১)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথের যোগাভ্যাস জন্য হিমালয়-গমন, ১৮৫৬

আমাদিগের প্রধানাচার্য্য আপনার সহযোগিগণের শুষ্ক জ্ঞান তর্কে উৎপীড়িত হইয়া, ১৭৭৮ শকে (১৯শে আশ্বিন) (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর) যোগাভ্যাস জন্য হিমালয়ে গমন করেন। এখানে যোগাভ্যাস ও কুজিন ও কাণ্টপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। দুই বৎসর কাল এইরূপে নির্জ্জনে বাস করিয়া তাঁহার মন নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। এই নির্জ্জনপ্রিয়তা আজপর্য্যন্ত(২) তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি পাঁচ সাত ঘণ্টা কাল অনায়াসে নির্জ্জনচিন্তায় অতিপাত করেন। হিমালয়পরিত্যাগের অব্যবহিতকালপূর্ব্বে তিনি শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে যান। এই উৎপত্তিস্থানদর্শনেই তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। নদী আপনার উৎপত্তিস্থানে বদ্ধ না থাকিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়া, কত দেশের উপকারসাধন করিতেছে, ইহা ভাবিয়া তিনি আপনার প্রাপ্ত যোগসম্পৎ আপনাতে অবরুদ্ধ রাখা অন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু শতদ্রুপ্রবাহ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া ক্রমে কলুষিতসলিল হইয়া গিয়াছে, সংসারে গিয়া তাঁহারও এইরূপ হইবে, ইহা ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু প্রাপ্তসম্পদ্বিতরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা আর তাঁহাকে হিমালয়ে বদ্ধ থাকিতে দিল না, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিল।

সজীব উপাসনার প্রবর্ত্তন ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের শুভযোগ

ইনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া(৩) নব উদ্যমে, নব উৎসাহে ব্রাহ্ম-

(১) "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

(২) গ্রন্থকার যখন এই পুস্তক লিখেন, তখন মহর্ষিদেব জীবিত ছিলেন। ১৮২৬ শকের ৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৫ খৃঃ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গারোহণ করেন।

(৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ (১৫ই নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃঃ,

ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; শুষ্ক উপাসনাপ্রণালীকে সজীব করিয়া তুলিলেন; শুষ্কতর্কবিতর্কের স্থল তত্ত্ববোধিনীসভা ভাঙ্গিয়া গেল; ব্রাহ্মসমাজের মৃতভাব অপসারিত হইল। নবাগত যুবকগণকে ইনি উপাসনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুবকবৃন্দের অগ্রণী ইঁহার সহিত শুভযোগে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। এই শুভযোগ (১) ১৭৮১শকে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) নিষ্পন্ন হয়। এই যুবা আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য ও শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের যোগে কি প্রকার মহাব্যাপার সমুপস্থিত হয়, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের আচার্য্যদেবের জন্ম হইতে পর পর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যত্ন করা যাউক।

সোমবার) হিমালয় হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রকাশকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

(১) কুলগুরুর নিকটে কেশবচন্দ্রের দীক্ষার ব্যাপার লইয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই শুভযোগ হয়। (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজী অনুবাদের Introduction, p. VIII.)

৩

কুলবৃদ্ধ রামকমল সেন

সেনপরিবার

১৭৬০ শকের ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর, কলিকাতা নগরীতে, কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লালসেন-বংশোদ্ভব সেনপরিবারে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন

ইঁহার পিতামহ রামকমল সেন এই পরিবারের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের মূল। এই কুলবৃদ্ধের জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত না দিলে, কেশবচন্দ্রের পিতৃপৈতামহিক সম্বন্ধের গুরুত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কেশবচন্দ্রের জীবন লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহের জীবন সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। ভাগীরথীতীরবর্ত্তী গৌরীভা গ্রাম রামকমল সেনের পিতা গোকুলচন্দ্র সেনের বাসস্থান ছিল। গোকুলচন্দ্র হুগলীতে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। তিনি রামকমল সেনকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বৈদ্যশিরোমণি-উপাধিধারী এক জন চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করেন। সে কালের পাঠের প্রণালী অতি কদর্য্য ছিল। ব্যাকরণের দুএকটি সূত্র ভিন্ন প্রতিদিন অধিক পড়ান হইত না। রামকমল সর্ব্বদাই অধ্যাপককে অধিক পাঠের জন্য উত্তেজনা করিতেন। অধ্যাপক ইহাতে বিরক্ত হইয়া ছাত্রকে ভর্ৎসনা করিতেন। ইনি ভর্ৎসনার এই উত্তর দিতেন, "ক্ষুধা অনুসারে তো আহার করিতে হইবে?" (১) যখন তাঁহার প্রায় অষ্টাদশ বৎসর বয়স (১৮০১ খৃষ্টাব্দ,) তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে কোন ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং কলুটোলার রামজয় দত্তের বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি যে সময়ে শিক্ষা করেন, সে সময়ে ইংরাজীর ব্যাকরণ বা অভিধান কিছুই ছিল না, ইংরাজীতে

(১) *Vide* Life of Dewan Ramcomul Sen by Peary Chand Mittra, p. 6.

অনুবাদিত তুতিনামা ও আরব্য উপন্যাস তৎকালের পাঠ্য পুস্তক ছিল। ঐ পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া অভ্যাস করাই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা ছিল। এই সামান্য ইংরাজী শিক্ষাতেও তিনি অধিক সময় দিতে পারেন নাই।

বিষয়কার্য্য ও কার্য্যদক্ষতা

১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মুদ্রা-যন্ত্রের সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াটিক সোসাইটির কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি এমনি দক্ষতা সহকারে কার্য্যনির্ব্বাহ করেন যে, শীঘ্রই সহকারী সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভ্য হয়েন।

এ সময়ে ইংরাজী লেখা পড়া অতি বিরল ছিল। অসাধারণ অধ্যবসায়-বশতঃ শীঘ্রই রামকমল সেন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্র উভয়ই প্রধান প্রধান ইংরেজগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি অতি শীঘ্র কলিকাতা মিণ্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে তিনি আপনার ঈদৃশ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সে পদ হইতে তিনি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদে উন্নমিত হইলেন।

দেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য যত্ন

রামকমল সেন উচ্চপদে আরোহণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে আপনার অবসরকাল ব্যয়িত করিতেন। কিসে দেশীয় লোকেরা ইংরাজি বাঙ্গালা সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন, এজন্য তিনি অতীব যত্নশীল ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী হিন্দুকলেজ, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভা সংস্থাপিত হয়। রামকমল সেন হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটির কমিটীর তিনি একজন নিশ্চেষ্ট সভ্য ছিলেন না, পুস্তক-সংগ্রহ ও অনুবাদে তিনি সর্ব্বদা বিশেষ সাহায্য করিতেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের তিন বৎসর পর তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলায় অভিধান প্রস্তুত

কেরী সহকারে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু একশত পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) কেরীর মৃত্যু হয়, এবং মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য স্থগিত থাকে। এই সময়ে তিনি কলিকাতার মিণ্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। রামকমল সেন আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখিবার লোক নহেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উক্ত অভিধান মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সাতশত পৃষ্ঠায় উহা সমাধা করেন। এই অভিধান অতি সুবিস্তীর্ণ; ইহা তাঁহার পরিশ্রম, উৎসাহ এবং বিদ্যার অক্ষয়কীর্ত্তিরূপে বিদ্যমান থাকিবে।

দেশহিতকরকার্য্যে পরিশ্রম ও সময়ব্যয়

রামকমল সেন যে কেবল দেশীয়গণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েই আপনার পরিশ্রম-ও-সময়ব্যয় করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদিগের সকল প্রকারের উন্নতিবিষয়েই তিনি সমান উদ্যোগী ছিলেন। ডাক্তার কেরী কৃষিকার্য্যের ও উদ্যানস্থ ফল পুষ্পাদি উৎপাদনের সভা (এগ্রিকল্‌চরল্ এবং হর্টিকল্‌চরল্ সোসাইটি) স্থাপন করেন, রামকমল তাহার সম্পাদক ও অর্থসংগ্রাহক ছিলেন। তিনি "ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটীর" এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কলিকাতার লোকদিগের মধ্যে যখন এ সম্বন্ধে মতভেদ সমুপস্থিত হয়, তখন রামকমল সেন সকলকে এ সম্বন্ধে একমত করিতে প্রকাশ্যে যত্ন করেন। ইনি এই সভার এক জন সভ্য ছিলেন। পরিশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার 'ভাইস-প্রেসিডেণ্ট' হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্টিন কলিকাতায় দেশীয় নিবসতির মধ্যস্থলে 'ফিবার হাসপাতাল' সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লেখেন। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইলে, রামকমল সেন আপনার মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। এই মন্তব্যে কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে তিনি যে সকল কথা লিখেন, তাহাতে তিনি এ সকল বিষয়ে কেমন ভাবিতেন, তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াও গঙ্গার ঘাটে লোকদিগকে অন্তর্জলার্থ লইয়া যাইবার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যে সভা নিয়োগ করেন, রামকমল সেন উহার সভ্য ছিলেন। সে সময়ে কলিকাতায় গোলপাতার ঘরে অগ্নি লাগিয়া প্রায়শঃ অগ্নিকাণ্ড হইত। এই অগ্নিকাণ্ডনিবারণ জন্য মিউনিসিপালিটী বলপূর্ব্বক গরিব দুঃখী প্রজাদিগের দ্বারা খোলার ঘর কাদার বেড়া করাইয়া

লইবার জন্য উদ্যোগী হন, এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা তাঁহার অভিমত চান। এই সময়ে তিনি যাহা বলেন, তাহাতে তিনি যে গরিব দুঃখীদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত সকলের কল্যাণের জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মনিষ্ঠা

রামকমল সেনের ধর্ম্মনিষ্ঠা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক প্রকারে কুসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি এক সময়ে এক জন গোস্বামীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পায় যে, গোস্বামীর সন্তান গোস্বামী, এরূপ তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞতা ও স্বানুভূতি ব্যতীত গোস্বামীর গোস্বামিত্ব রক্ষা পায় না, ইহাই তিনি মানিতেন। একখানি প্রাচীন হস্তলিপিগ্রন্থে আমরা তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা পাঠ করিয়াছি; তাহাতে যে তিনি নিত্য ভগবানের নিকটে আপনার হৃদয়ের কথা জানাইয়া প্রার্থনা করিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই, সেই হস্তলিপিখানি হারাইয়া গিয়াছে; যদি থাকিত, আমরা তাঁহার প্রার্থনা তুলিয়া দিলে সকলে তাহা পাঠ করিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইতেন। একটী প্রার্থনায় তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্য্য কিছুই দিতে তুমি ত্রুটি কর নাই, এখন এই কর যে, আমি এ সকলেতে আবদ্ধ না থাকিয়া তোমার পাদপদ্মে মগ্ন হই। রামকমল সেন স্বোপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতরেও বৈরাগ্যরক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। দিনান্তে প্রতিদিন তিনি স্বহস্তে সিদ্ধপক্ব হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। অনেক সময়ে পেয়ারা ভাতে দিয়া তাহাই আহারের উপকরণ হইত। এ দিকে অন্য লোককে উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী আহার করাইতে তিনি উদাসীন ছিলেন না, প্রতিবৎসর সহস্রাধিক বৈদ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে সুভোজ্য সামগ্রী ভোজন করাইতেন। আপন সন্তানসন্ততিবর্গ যাহাতে ধর্ম্মেতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি স্বভাবজ্ঞ লোক ছিলেন, পুত্র পৌত্র সম্বন্ধে যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যে তাহাই পরিণত হইয়াছে।

জন্ম ও পরলোকগমন

ইনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট পরলোক গমন করেন। এ সময়ে কেশবচন্দ্রের বয়স ষষ্ঠবৎসরমাত্র।

৪

বাল্যকাল

(১৮৩৮—১৮৪৪ খৃঃ)

কেশবচন্দ্রের পিতা প্যারীমোহন সেন

মহানুভাব রামকমল সেনের চারি পুত্র; হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের তিন পুত্র, চারি কন্যা। পুত্রগণের নাম নবীনচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী। প্যারীমোহন সেন টাকশালের দেওয়ান ছিলেন। ইনি দেখিতে অতি সুশ্রী এবং অত্যন্ত দয়ালু-স্বভাব। রামকমল সেন দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, অথচ নাম প্রসিদ্ধ হয়, এ সম্বন্ধে সঙ্কুচিত ছিলেন, সংস্কৃতাধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। প্যারীমোহন এই পিতৃগুণ পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন, অথচ যাহাতে সেই সমুদায় দানের ব্যাপার গুপ্ত থাকে, এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি অতি অল্পবয়সেই পরলোকগমন করেন। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অতি বাধ্য ছিলেন। লোকে হরি প্যারী বলিয়া দুই ভ্রাতার নাম একত্র উল্লেখ করিত। সৌভ্রাত্র ইঁহাদিগের কুলানুযায়ী ধর্ম্ম। পিতামহ রামকমল সেনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন সেন তাৎকালীন ব্যবহারানুসারে পরিবারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে গৃহের সমুদায় কার্য্যনির্ব্বাহ হইত। কনিষ্ঠ প্যারীমোহন ধনোপার্জ্জনশীল হইলেও সর্ব্ব বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের কি প্রকার অনুগত ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক সময়ে প্যারীমোহন অতিরিক্ত মূল্যে আম্র ক্রয় করেন। ইনি কোন বস্তু নিজের জন্য ক্রয় করিতেন না, অপরকে বিতরণ করা ইঁহার স্বভাব ছিল। এই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি ঐগুলি বিতরণ করেন। বিতরণার্থ বহুমূল্যে আম্র ক্রয় করাতে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হন। যে কার্য্যে জ্যেষ্ঠের অসন্তোষ, কনিষ্ঠ তাহার অনুষ্ঠানে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই হইতে তিনি বিতরণার্থ আর আম্র ক্রয় করিতেন না, এবং বিতরণবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে স্বয়ং আম্রের আস্বাদগ্রহণও পরিত্যাগ করেন। পিতা রামকমল সেনের স্বর্গারোহণের পাঁচ বৎসরের পর প্যারীমোহন পরলোকপ্রাপ্ত হন। (১) এই সময় কেশবচন্দ্রের বয়স একাদশ বৎসরমাত্র। প্যারীমোহনের মৃত্যুতে পার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকের লোক পিতৃহীনের ন্যায় হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের আর্ত্তনাদ তদীয় বিচ্ছেদশোককে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকটে দ্বিগুণতর করিয়া তুলিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের মাতামহ ও মাতৃকুল

কেশবচন্দ্রের মাতামহের নাম গৌরহরি দাস। ইঁহারও নিবাস গৌরীভায় ছিল। ইনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। শক্তিমন্ত্রোপাসক হইলেও ইঁহার ব্যবহার অতি শুদ্ধসত্ত্ব ছিল, কখন মদ্যাদি স্পর্শ করিতেন না। ইনি সস্ত্রীক তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। মাতা সারদা ইঁহার তৃতীয়া কন্যা। গৌরহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়াচরণ দাস ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া ইনি কাশীতে গমন করেন এবং কথিত আছে, তথায় যোগাবস্থায় ইঁহার তনুত্যাগ হয়।

কেশবচন্দ্রের জন্ম

৫ই অগ্রহায়ণ (১৭৬০ শক), (১৯শে নভেম্বর, ১৮৩৮ খৃঃ) শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে, সোমবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়, কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন রোগে শয্যাগত হন, এজন্য সূতিকাগারাদির কিছুই আয়োজন হয় নাই। সূতিকাগারসম্বন্ধে হিন্দু পরিবারের যাদৃশ কুসংস্কার, তাহাতে পূর্ব্বে কোন আয়োজন না থাকাতে, গৃহের নিম্নতলে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা হীন, সেখানেই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই গৃহকুটীরে বায়ু বা আলোক-প্রবেশের কোন

(১) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর, ৩৪ বৎসর বয়সে প্যারীমোহন পরলোক গমন করেন। (*Vide* p. 54 of Life of Dewan Ramcomul Sen by Pearychand Mittra, published in 1880 A. D.)

উপায় ছিল না। গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত করিতে গিয়া যে ধূম উত্থিত হইত, বিনির্গত হইবার বিশিষ্ট পথ না থাকাতে তাহা প্রায় গৃহমধ্যেই অবরুদ্ধ থাকিত। এতদবস্থায় শিশু কেশবের কেবল যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা নহে, পরন্তু উদর স্ফীত হইয়া তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে, তাঁহাকে এই গৃহে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই; নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই তিনি প্রশস্ত গৃহে নীত হন।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

এদেশে নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের রূপদর্শনে মুগ্ধ হন এবং মহাঘটা করিয়া তাঁহার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করেন। কেশবের পিতামহ কেশবকে জন্মাবধি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অন্নপ্রাশনকালে তাঁহার জন্য যে সুবর্ণবলয় নির্ম্মিত হয়, তাহা কিঞ্চিৎ হাল্কা হওয়াতে তিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। বৃদ্ধের এইরূপ ভাবদর্শনে তখনই ছয়ভরির উৎকৃষ্ট সোণার বালা গড়াইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা হয়। কেশবচন্দ্র পৃথিবীর নিকটে কেশবচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এ নাম তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন প্রদত্ত। তাঁহার পিতামহ-প্রদত্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, রাশিনাম জয়কৃষ্ণ। বাল্যকালে বাসুদেব নামে এক জন চাকরের কোলে তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন, এজন্য তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে বেসো বলিয়া ডাকিতেন। কেশবের শিশুকাল হইতে দেহের এমন একটী পুণ্যমাখা লাবণ্য ছিল, যাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। খুল্লতাত গোবিন্দচন্দ্র সেন এই লাবণ্যদর্শনেই তাঁহাকে গোঁসাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বাল্যচরিত্র—আব্দারপ্রিয়তা

কেশবচন্দ্র বাল্যকালে আব্দারপ্রিয় ছিলেন। যে আব্দার ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না। এক দিন তিনি আব্দার ধরিলেন, আমি চারিটা সন্দেশ খাইব। মাতা সারদা বিরক্ত হইয়া সন্তানকে চপেটাঘাত করেন। (১) কেশব চারিটি সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে বলিয়া পুত্রবধূ তাহাকে মারিয়াছেন,

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সম্পাদিত "কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা"

এই কথা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং তজ্জন্য পুত্রবধূকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া একেবারে চারি ঝুড়ি সন্দেশ আনিয়া কেশবের সম্মুখে ধরিয়া দেন। কেশবচন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না, ইটি বাল্যকালে আব্‌দার নামে অভিহিত হইয়াছে; এরূপ আব্‌দার অনেক শিশুরই থাকে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের ঈদৃশ আব্‌দার চিরজীবনই ছিল।

শুদ্ধতা

এক দিকে কেশবচন্দ্রের যেমন আব্‌দার ছিল, অন্য দিকে তেমনই চরিত্রের শুদ্ধতা শৈশবকাল হইতে তাঁহার জীবনের ভূষণ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা একগাছি বেত হাতে করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু কখন কোন বালকের সহিত বিরোধ বিসংবাদ করিতেন না। কাহারও সহিত অসদ্ভাবের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেন না; অথচ তাহার সহিত এমনই ব্যবধান রক্ষা করিতেন যে, পরিশেষে তাহাকে দোষস্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের প্রার্থী হইতে হইত।

অব্যগ্রভাব

বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বভাবমধ্যে অব্যগ্রভাব ছিল বলিয়া, তিনি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেন; সুতরাং অসদ্ভাববশতঃ কাহারও সহিত ব্যবধানরক্ষা করিতে হইলে, যত দিন না সে ব্যক্তি আসিয়া মিলনপ্রার্থী হইত, তত দিন স্থির থাকিতেন, কখন আপনি মিলনের ব্যগ্রতায় যেমন তেমন করিয়া মিলাইয়া লইতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাব এই দেখাইয়া দেয় যে, যে কারণে অসদ্ভাব উপস্থিত হইত, সে কারণের অপনয়ন হইয়াছে কি না, তৎপ্রতি তাঁহার প্রথম হইতে দৃষ্টি ছিল; কারণসত্ত্বে অসদ্ভাব অপনীত হইতে পারে, ইহা কখন তিনি মনে করিতেন না।

সাক্ষাদ্ভাবে কিছু না চাওয়া

এই অব্যগ্রভাব ছাড়া তাঁহার আর একটী এই বিশেষ ভাব ছিল যে, তিনি কাহারও নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু চাহিতেন না; এই স্বভাব তাঁহাতে পরজীবনেও লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হইলেও, দাসদাসীগণকে কোন আজ্ঞা করিতেন না। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে

ধর্ম্মপ্রিয়তা

কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্বভাবজ্ঞ পিতামহ এই ভাব দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এই ছেলে আমার নাম রক্ষা করিবে।" (১) তিনি যখন নিতান্ত শিশু, তখন তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে অন্যান্য শিশুগণ সহ হরিনাম অর্পণ করেন। অন্যান্য সকলে সে নাম ভুলিয়া যান, কিন্তু কেশবচন্দ্র সে নাম কখন ভোলেন নাই। ইনি বাল্যকাল হইতে শুদ্ধসত্ত্ব জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইনি স্নানান্তে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হরিনামের ছাপে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিতেন।

অধিনায়কত্ব

বাল্যকালে সকল বালকই সঙ্গীদের সঙ্গ ভালবাসে, ইনিও বালকের দলে থাকিতে ভালবাসিতেন, ইহাতে আর কি একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত, যদি বাল্যকাল হইতে সঙ্গী বালকদিগকে তিনি পরিচালিত না করিতেন, এবং সঙ্গী বালকগণও তাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে উৎসুক না হইত। এটিকে তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে। কেশব-চন্দ্রের বাল্যকালের সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাল্যকালের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ্য। যে কেহ তাঁহার বাল্যভাব, বাল্যস্বভাব লিখিতে অভিলাষী হইবেন, ভাই প্রতাপচন্দ্রের লেখা (২) তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইবে।

নূতন ক্রীড়ার উদ্ভাবন

কেশবচন্দ্র বালকগণের ক্রীড়া কৌতুকের দর্শক ছিলেন, সামান্য ক্রীড়ায় তাহাদিগের সঙ্গে বড় যোগ দিতেন না। পুরাতন ক্রীড়া দেখিতে আমোদ হয়, কিন্তু যাহার ক্রীড়া উদ্ভাবন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহার সেই ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া দুঃসহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই জন্য কেশব বালকগণের পুরাতন খেলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না।

---

(১) "Ramcomul used to call Keshub—Beso. Before his death, he said to Peary Mohun, 'Peary, your son Beso is destined to be a great man—a religious reformer.'" (*Vide* Life of Dewan Ramcomul Sen by Peary Chand Mittra, p. 55.)

(২) Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar.

যদি কখন খেলাইবার অভিলাষ হইত, নূতন খেলা উদ্ভাবন করিতেন, এবং সেই খেলায় অধিনায়ক হইয়া অন্য সকলকে চালাইতেন। তিনি বালকদিগের খেলা দেখিতেন, সময়ে সময়ে আপনি অধিনায়ক হইয়া নূতন ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত করিতেন। এসম্বন্ধে ভাই প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যদি তিনি কখন আমাদিগের সঙ্গে খেলা করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে তিনি কোন নূতন খেলা অথবা যে খেলা কাহারও জানা নাই, সেই খেলা উদ্ভাবন করিতেন, এবং উহার প্রধান অংশ আপনার জন্য রাখিতেন। কখন কখন তিনি একটী ঔষধালয় খুলিতেন, আপনি তাহার ডাক্তার হইতেন, এবং আমাদিগের কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার অধীনস্থ উপস্থাতা (Apothecaries) এবং কাহাকেও কাহাকেও রোগী করিতেন। কখন কখন তিনি পোষ্টাফিস খুলিতেন, আমাদিগকে ডাকহরকরার কাজ দিতেন, এবং তিনি আপনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইয়া, নাকে এক যোড়া সবুজ রঙ্গের চস্মা পরিয়া, জাঁকাল রকমে আফিসে বসিতেন। আমাদের মনে আছে, এক সময়ে তিনি আমাদিগকে এক দল ইংরাজী বাজাদার করিয়াছিলেন। আমরা সকলে পায়ে পরণের ধুতি জড়াইয়া পাজামা করিলাম, এবং আমাদিগের কোন রকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল না বলিয়া, আমাদের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি খুব ফাঁক করিয়া মধ্যে যে একটি গর্ত্ত হইল, তাহার উপর মুখ লাগাইয়া ফুংকার দিয়া অনুরাগভরে বাজন বাজাইতে লাগিলাম। আর সকলে যাহা করে, কেশব তাহা করিয়া সন্তোষলাভ করিতেন না। তিনি কোথা হইতে একটি পুরাতন ঢোল আনিলেন, এবং তাহা একটি ছোট বালকের পিঠে রাখিয়া জোরে বাজাইতে বাজাইতে দলের আগে আগে চলিলেন।" (১) তিনি যাত্রা করিতে ভালবাসিতেন। যাত্রার মধ্যে তিনি রামযাত্রার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এই রামযাত্রা সময়ে সময়ে তিনি ক্রীড়ার সঙ্গিগণকে লইয়া করিতেন।

সঙ্গিগণের মনের ভাব বুঝিবার সামর্থ্য

তিনি এইরূপে সকলের সঙ্গে খেলা করিতেন, অথচ কোন বালকের সঙ্গে বন্ধুত্বে আপনাকে বদ্ধ করেন নাই, এটি অস্বাভাবিক ভাব বলিয়া সহজে মনে

(১) Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar.

হয়। কেশবচন্দ্রের পরিপক্কাবস্থার ভাব ও আচরণ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তদবলম্বনে বাল্যব্যবহারের মর্ম্ম অনেকটা উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন। এক জনের মুখ হইতে একটী কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আবার নিয়ত সঙ্গে বাস করিলেও তাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করেন নাই, এ স্বভাব তাঁহার বন্ধুগণ পরসময়ে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিচিত্র স্বভাব এই দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহার সঙ্গিগণের মনের ভাব বুঝিবার উপযোগী একটী স্বাভাবিক শক্তি প্রথম হইতে তাঁহাতে নিহিত ছিল। কেবল বাহ্য আচরণ বা কথায় কেহ তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। যে ব্যক্তিতে তিনি যথার্থ সরলভাব প্রত্যক্ষ করিতেন, তৎপ্রতি তিনি প্রথম হইতেই অনুরক্ত হইতেন। তবে তাঁহার অনুরাগ নিগূঢ় ছিল বলিয়া, সে ব্যক্তি তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিত না, এবং তিনিও তাহা বুঝিতে দিতেন না। যে স্থলে সরল ভাবের প্রতি তাঁহার সংশয় জন্মিত, সেখানে তিনি একেবারে তৎপ্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন না, কালে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ব্যক্তির ভাল ভাব স্থায়ী হয় কি না। যখনই দেখিতেন, ভাব স্থায়ী হইয়াছে, বন্ধুত্বে তাহাকে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তবে বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার এমনই একটি সমান ব্যবহার প্রথম হইতে ছিল যে, কেহ তাঁহাকে একের প্রতি সমধিক অনুরক্ত বুঝিতে পারিতেন না; ইহাতে এই ফল দাঁড়াইত যে, নিগূঢ় আকর্ষণ থাকিলেও তাঁহার ভালবাসা সকলেরই নিকট সমান অলক্ষিত থাকিত।

নির্লিপ্ততা

বাল্যকাল হইতে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া, কোন অসচ্চরিত্র বালক তাঁহার সংসর্গে স্থান পাইত না। যদি কোন অসচ্চরিত্র বালক তাঁহার সঙ্গলাভে অভিলাষী হইত, তাহাকে সচ্চরিত্রতার আবরণে আপনাকে আবৃত করিতে হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম বয়স হইতে কেশবচন্দ্রের স্বভাব বুঝিবার একটি স্বাভাবিক সামর্থ্য ছিল, কোন অসচ্চরিত্র বালক সচ্চরিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়াও তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিত না। তবে তিনি এই সকল বালককে সংসর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না, এমন কি কোন কোন কার্য্যেও তাহাদিগকে নিয়োগ করিতেন, অথচ আপনি

তাহাদিগের সঙ্গ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতেন। মানুষ সহজে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়, এটি যেন বালক কেশব প্রথম হইতেই জানিতেন। তিনি কোন বালকের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পরজীবনে এ ভাব তাঁহাতে দেখিয়াছেন, এবং তিনিও ইহা গোপন রাখিতেন না। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার বন্ধুগণ কোন এক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, তোমরাই আবার এই ব্যক্তিকে সময়ে নিন্দা করিবে। কালে ফলতঃ তাহাই ঘটিত। এখানে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি যেমন মনুষ্যমাত্রের দুর্ব্বলতায় বিশ্বাস করিতেন, তেমনি আপনার গুণের দিকে না দেখিয়া নিয়ত দুর্ব্বলতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গভীর পাপবোধ এই স্বাভাবিক ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অধ্যয়নকাল।

(১৮৪৫—১৮৫৬ খৃঃ)

হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন, ১৮৪৫

কেশবচন্দ্রের এক দিকে যেমন চরিত্রের শুদ্ধতা ছিল, অপর দিকে তেমনি বুদ্ধিও নিতান্ত তীক্ষ্ণ ছিল। অন্যান্য বালকের ন্যায় প্রথমতঃ তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালার বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সাত বৎসর বয়সে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি প্রতি বৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। কালেজে ইংরাজী ও গণিত এই দুই বিষয়ে পারিতোষিক প্রদত্ত হইত, ইনি উভয় বিষয়েই সমানে পুরস্কৃত হইতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন 'জুনিয়ার' শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন যে পারিতোষিক পান, তাহাতে এত বড় বড় গণিতগ্রন্থ ছিল যে, দ্বাদশবর্ষীয় বালক কেশব তাহা বহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার শিক্ষক ষ্টরজিয়ন সাহেব সর্ব্বদা তাঁহাকে কৌতুক করিয়া বলিতেন, "বৃহৎপুস্তকবাহী ক্ষুদ্র বালক।"(১) কেশবচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বলিয়া, তিনি কোন কালে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বাভাবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র অতীব পরিশ্রমী হইয়া থাকেন, ইহা তিনি বাল্যজীবন হইতেই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যয়নকালে তিনি অতি নিপুণ পরিশ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস করিতেন; কোন কোন সময়ে কাহাকেও না বলিয়া একাকী নির্জ্জনে গিয়া পড়িতেন। এক দিন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া দাসদাসীগণ কোথাও পায় না, পরিশেষে গৃহের সর্ব্বোচ্চতলে একখানি গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ঘুমাইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াপ্রদর্শন

কেশবচন্দ্র সেনের অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাব এই সময়ে অন্য একটী সামান্য ঘটনায় অনেকের নিকট প্রকাশ পায়। হিন্দুকালেজ থিয়েটারে

(১) Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar দ্রষ্টব্য।

বালকগণের কৌতূহলার্থ গিলবার্ট নামে একজন ফিরিঙ্গী ম্যাজিক ল্যাণ্টারণ এবং ঐন্দ্রজালিকক্রিয়া প্রদর্শন করিতেন। বালক কেশব এক বার কি তুইবার এই ক্রীড়া দেখিতে গিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ক্রীড়া-দর্শনের এক সপ্তাহের পর তিনি বিজ্ঞাপন দেন, কলুটোলার গৃহে ম্যাজিক ল্যাণ্টারণ এবং ঐন্দ্রজালিক:ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে। এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া অনেক বালক এই ক্রীড়া দেখিতে আসেন। কেশবচন্দ্র একটি পুরাতন ম্যাজিক ল্যাণ্টারণ সংগ্রহ এবং নিজ হস্তে ছবি সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তদপেক্ষা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ মনীষা ব্যক্ত হয়, এবং তাহাতে সকলে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি মোমবাতী কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে লাল রুমাল বাহির করেন, কাচের গ্লাসে রক্তবর্ণ জল রাখিয়া তাহা ছড়াইয়া সকলের উপর পুষ্পবর্ষণ করেন, বন্দুকের ভিতরে সোনার ঘড়ী পূরিয়া বন্দুক ছোড়েন, সকলে সেই সোনার ঘড়ী সম্মুখস্থ একটি মোমের পুতুলের গলায় ঝুলিতেছে দেখিতে পান। তিনি এইরূপ আরও অনেক প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া কৌতূহলাক্রান্ত করেন।

মেট্রোপলিটান কালেজে অধ্যয়ন, ১৮৫৩ খৃঃ

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময়ে হিন্দুকালেজের সভ্য ও সাহায্যকারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধে মেট্রোপলিটান কালেজের উৎপত্তি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবার এই কালেজসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। এদেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাপ্রবর্ত্তনে যাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত এই কালেজ সংস্থাপনে যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এবং দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থসংগ্রহ ছাত্রসংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদ্বত্তম কাপ্তেন রিচার্ডসন্ (Captain Richardson), কাপ্তেন পামার (Captain Palmer) প্রভৃতি এখানে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। যাঁহারা এই কালেজ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের অনুরোধে জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কেশবচন্দ্রকে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান কালেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। এখানে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং এখানে তিনি

সেক্‌স্‌পিয়ার মিল্‌টন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এ সকল যদিও তাঁহার তিন বৎসর পরের পাঠ্য পুস্তক, তথাপি এ সকল অধ্যয়নে তাঁহার কোন ক্লেশ হয় নাই; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম গণিত যে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার গণিতের প্রতি বীতরাগতা সমুপস্থিত হইয়াছিল।

পুনরায় হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন ১৮৫৪ খৃঃ

দত্তপরিবারের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের অনুরাগ তিরোহিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোপলিটান কালেজ উঠিয়া গেল, সুতরাং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হিন্দুকালেজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গণিত-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আর প্রত্যাবৃত্ত হইল না। তিনি গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন না। যদিও তিনি অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া গণিতশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, হৃদয় তাহাতে সংলগ্ন না হওয়াতে তত ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এই গণিতের প্রতি বীতরাগ পরিশেষে কালেজের নিয়মিত পাঠ হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে বাধ্য করে *।

কালেজত্যাগ ও উচ্চজীবনলাভার্থ প্রয়াস

এইরূপে নিয়মিত পাঠত্যাগ তাঁহার পক্ষে ভাল হইয়াছিল, কি মন্দ হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করা কিছু কঠিন কথা নহে। সে সময়ে ইহাতে তাঁহার এবং আত্মীয়বর্গের সমূহ মনঃক্লেশ উপস্থিত

---

* কালেজের পাঠপরিত্যাগের সঙ্গে যে একটী ঘটনার কেহ কেহ উল্লেখ করেন, তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক কোন কথা আমরা অবগত হইতে পারি নাই বলিয়া, তাহার উল্লেখ এস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা" পাঠে বুঝা যায় যে, এই ঘটনাটী আদৌ সত্য নহে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমবয়স্ক, Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই ঘটনাকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীর Unity and the Minister পত্রিকায় তাঁহার "Keshub Chunder Sen and his times" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় কৃষ্টদাস পাল মহাশয় শ্রদ্ধেয় গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, ঘটনাটী মিথ্যা। তাঁহার "Keshub Chunder Sen—School of Protest and Neo-Protest" দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ক্লেশ আত্মীয়বর্গ শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণচিত্ত এতদ্দ্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়া, সংসারের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিল, এবং তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের উপযোগী শিক্ষার দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। কে জানে, নিয়মিত পাঠে প্রতিরুদ্ধ না হইলে, এ পথে গমন সহজ হইত কি না? সকলেরই জীবনে যখন পরীক্ষা বিপদ্ ক্লেশ ভ্রমভ্রান্তি অপরাধ আইসে, তখন উহারা গুরুভাবে হৃদয় নিপীড়িত করে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে লোকে সে সকল ভুলিয়া যায়। ধন্য সেই সমস্ত ব্যক্তি, যাঁহারা বিস্মৃত না হইয়া, নিরাশ বা অবসন্ন না হইয়া, উচ্চজীবনলাভার্থ এই সকলকে নিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র মানসিক ক্লেশ ধীরতা সহকারে বহন করিলেন, উহা তাঁহার অনিষ্টসাধন না করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিল, গভীর চিন্তার বিষয়ে মনোভিনিবেশে সহায় হইল। তিনি গণিতাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া, কালেজের অন্যান্য পঠিতব্য বিষয় দুই বৎসরকাল পাঠ করিয়া অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করেন।

নবীন দার্শনিকের অধ্যয়নের বিষয়

এ সময়ে পাঠে স্বাধীন প্রবৃত্তি নিয়োজিত হওয়াতে, তিনি আপনার রুচিসম্মত অধ্যয়নের বিষয়ে বিশেষরূপে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন ও জীববিজ্ঞান, এই সকল তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিন কালেজের পুস্তকালয়ে গিয়া, আপনার পোর্টফোলিওস্থ কাগজগুলি পর্য্যালোচনা করিতেন। গম্ভীরস্বভাব কেশবচন্দ্রের আকৃতি প্রকৃতিতে সকলেই নবীন দার্শনিকের লক্ষণ অবলোকন করিত। তাঁহাকে দেখিয়া সহাধ্যায়ী সমবয়স্কগণ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি দর্শনশাস্ত্র কেবল পাঠ করিতেন, তাহা নহে; তদুপরি আপনার চিন্তাশক্তিকে বিশেষরূপে নিয়োগ করিতেন। এ সময়ে তাঁহার চিত্ত অন্য সমুদায় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধ্যয়ন ও চিন্তায়, চিন্তা ও অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইল। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জোন্স সাহেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জোন্স সাহেবও যাহাতে কেশবচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন, এ বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

সহজ গাম্ভীর্য্য ও বৈরাগ্যজনিত তীব্রভাবের আভাস

এই সময়ে তাঁহার তরুণবয়সোচিতভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সহজ গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিল, এবং বৈরাগ্যজনিত তীব্রভাবের আভাস দেখা দিল। এই সময়সম্বন্ধেই আচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন, "অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়।"(১) এই বৈরাগ্যভাব যে তাঁহাতে পূর্ব্ব হইতে ছিল, চতুর্দ্দশবর্ষবয়সে মৎস্যত্যাগেই তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। জলবসন্তের আক্রমণজন্য কয়েক দিন মৎস্যাহার ত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে চিরদিনের জন্য মৎস্যত্যাগ, ইহা বৈরাগ্যভাব বিনা কখন হয় না। বৈরাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিধ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যাত্রা শুনিতে ভালবাসিতেন, সমুদয় রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিতেন, এ সময়ে আর তাহা রহিল না। নিজের একখানি বাজাইবার বেহালা ছিল, এই সময়ে তাহা নিজ হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

(১) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদ" গ্রন্থের "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬

ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ

(১৮৫৫—১৮৫৭ খৃঃ)

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে বৈরাগ্যের সঞ্চার

অষ্টাদশ বর্ষে যে ধর্ম্মজীবন দেখা দিল, তাহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া বৈরাগ্যের তীব্রতায় পরিণত হইল। অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ মধ্যে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা জীবনবেদে সবিশেষ বর্ণিত আছে। উহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁহার মনে সংসারের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল। সংসার অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাই সংসারে সুখসম্ভোগ, আমোদ প্রমোদ তাঁহার নিকটে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি ভিতরে এই শব্দ শুনিতে পাইলেন—"ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না; কলঙ্ক পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।" (১) তিনি আমোদকে বলিলেন, "তুই শয়তান, তুই পাপ", (২) বিলাসকে বলিলেন, "তুই নরক, যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" (৩) এমন কি শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।" (৪) বৈরাগ্যের আগমনে তাঁহার আনন মলিন হইল, হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল, মুখ হইতে হাস্য বিদায় গ্রহণ করিল; হাসিলে পাপ হইবে, মনে এই ভয় উপস্থিত হইল। চারিদিকে পাপ প্রলোভন রহিয়াছে, কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া উহারা সর্ব্বনাশ করিবে, এই আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি মৌনী হইলেন, অল্পভাষী হইলেন; যে সকল সঙ্গে বা যে সকল গ্রন্থপাঠে হাস্যোদ্রেকের

---

(১)—(৪) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদ" গ্রন্থের "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সম্ভাবনা, সে সকল সঙ্গ ও গ্রন্থ বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন। এ সময়ে ইয়ংকৃত "রাত্রিচিন্তা" (Night Thoughts) তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিল। সংসার তাঁহার পক্ষে বন হইল, গৃহস্থিত লোক সকলের কোলাহল ভীষণ বন্য জন্তুর শব্দ বলিয়া প্রতীত হইল। সংসারের মন্দ আচারব্যবহারের মধ্যে তিনি মৃত্যু দর্শন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রেল বালীগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বৈদ্যপরিবারস্থ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় নিষ্পন্ন হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কন্যা দেখিয়া আপনি মনোনীত করেন। বিবাহে বিলক্ষণ ধূমধাম হয়। ধনিপরিবারের রীতি অনুযায়ী নর্ত্তকীগণের নৃত্য, বাদ্যোদ্যম, পান ভোজনাদির আড়ম্বর, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। তবে যাঁহার বিবাহের জন্য এত আয়োজন, তাঁহার তাহাতে কোন আমোদ নাই। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, সে নৃত্য দেখিতে কেনই বা রুচি হইবে? তিনি ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। বিবাহের বাসর সকলের পক্ষেই আনন্দজনক; কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে নববৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তিনি তাহাতে কি প্রকারে সুখানুভব করিবেন? মহাসমারোহে বরকর্ত্তা বর লইয়া বালীগ্রামে গমন করিলেন। বড় মানুষের বাড়ীর জাঁকাল বিবাহ, ইহাতে পাড়াগাঁয়ের লোকের বিবাহদর্শনে কৌতূহল, দলে দলে লোকসমাগম, চারিদিকে মহাব্যস্ততা, পাড়ায় বর ও বরযাত্রের কথা লইয়া স্ত্রীপুরুষগণের আন্দোলন, বিবাহবাসরে নারীগণের আমোদোল্লাস সকলই হইল; কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। যাঁহার বিবাহ, তিনিই যেন সমুদায় রসভঙ্গ করিয়া দিলেন। ভিতরের ব্যাপার যাহাই হউক, বাহিরের আড়ম্বর এক প্রকার সমুদায় পূরণ করিয়া লইল। মহাঘটা করিয়া নববধূ গৃহে আনীত হইলেন। সকলেরই আহ্লাদ, বিশেষতঃ মাতা সারদার তো সমধিক আহ্লাদ করিবারই বিষয়। তিনি পুত্রবধূর মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া মুখের যে শ্রী দর্শন করিলেন, তাহাতেই বধূর রুগ্নশরীর দেখিয়া যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল।

নববধূর ঝটিকায় নিপতন

নববধূর পিতৃগৃহগমনসময়ে যে একটি ঘটনা হয়, তাহাতে পরিণয়ের আমোদ শোকে নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাগীরথীতীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ মহিলাগণকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে, অধিকাংশ সময়ে নৌযানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। ভাগীরথী সকল সময়ে ভীষণ না হইলেও, বান ডাকিলে বা প্রবল বাত্যা উঠিলে আরোহিগণের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত করে। কন্যাকে লইয়া পিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভাগীরথী-বক্ষে প্রবল বাত্যা বহিল, উহার শান্তবক্ষ তরঙ্গমালায় সঙ্কটকর হইয়া উঠিল; কন্যা যে নৌকায় আরূঢ়া ছিলেন, উহা বাত্যা ও তরঙ্গাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ভাগীরথীর তরঙ্গে নিপতিত হইলে সন্তরণকুশল ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষা বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়ে। নবমবর্ষীয়া বালিকা এই সঙ্কটে প্রাণরক্ষা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? জলমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণ যায় যায়, এমন সময়ে তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ আছে বলিয়াই একখানি নৌকা নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া লইল। বিবাহের অব্যবহিতকালের পর ঝটিকায় নিপতন যেন তাঁহাকে এই দেখাইয়া দিল যে, সাধারণ নারীগণের ন্যায় তাঁহার জীবন সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; সংসারে অনেক ঝটিকার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

কেশবচন্দ্রের বিবাহিত জীবনে বৈরাগ্য

সেই ঝটিকার কাল মেঘ কেশবচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিল। কে যেন তাঁহার মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, "সংসারবিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?" (১) এই কথা শুনিয়া কি হইল? উচ্চ পদার্থ জীবাত্মাকে স্ত্রীর অধীন করা হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা মনে সুদৃঢ় হইল। সুতরাং প্রথমতঃ কেবল 'আত্মনিপীড়নে' (২) ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন 'ভার্য্যানিপীড়ন' (৩) তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইল।

(১) (২) (৩) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদ" গ্রন্থের "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈরাগ্যের স্বাভাবিক পথে নীতি ও ধর্ম্ম

কেশবচন্দ্রের এই বৈরাগ্যের ভাব তাঁহাকে কোন অস্বাভাবিক পথে লইয়া যায় নাই। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনে যান নাই, শরীরকে অস্বাভাবিক ভাবে কষ্ট দেন নাই, গৈরিক বস্ত্রাদিরও তখন আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই। বৈরাগ্যে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ স্বাভাবিক। সুতরাং বৈরাগ্য উদিত হইল, তৎসহকারে কোন অস্বাভাবিক ভাব আসিল না। এই সময়ে ইঁহার জীবন কঠোর নীতির আশ্রয়ে সুগঠিত হইয়াছিল। ইঁহার জীবনের প্রারম্ভ দৃশ্যতঃ নীতিপ্রধান, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধর্ম্মজীবন দেখা দিয়াছিল।

আত্মদৃষ্টি ও পাপবোধ

দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ গভীর আত্মদৃষ্টি এবং এই আত্মদৃষ্টি হইতে তাঁহার পাপবোধ সমুপস্থিত হয়। শিক্ষাপ্রভাবে প্রচলিত পৌত্তলিকতার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এখনও নূতন কোন ধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিতে পায় নাই। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না, কেন না ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়া নিকটে ছিলেন।

প্রার্থনা ও আদেশ

তিনিই তাঁহার হৃদয়ে আশা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই ঊষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি জানি না, ধর্ম্মসমাজ কোথায় কেহ দেখায় নাই, গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই, সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই; জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাসস্বরূপ 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই,' এই শব্দ উচ্চারিত হইত।"(১) 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই,' এই কথা তিনি যখন শুনিলেন, শুনিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিলেন; কেন প্রার্থনা করিব, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, কে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, এরূপ শব্দশ্রবণ ভ্রান্তিসম্ভূত হইতে পারে, এ

(১) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদের" "প্রার্থনা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সকল বিতর্ক একবারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। বাঙ্গালাভাষায় প্রণালী-বদ্ধ প্রার্থনা করিতে তিনি জানিতেন না, এজন্য দুটী লিখিত প্রার্থনা—সকালে একটী, বিকালে একটী—পাঠ করিতেন। এত দূর অগ্রসর হইয়াই ইঁহার গতি স্থগিত রহিল না, সমুদায় জীবন এক প্রার্থনাতে গঠিত হইতে লাগিল। কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, কাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্পর্ক রাখিতে হইবে, এ সমুদায় এক প্রার্থনাই নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং আদেশের মত চিন্তার বিষয় না হইলেও আদেশবাদ তখনই ইঁহাতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইনি কখন প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পাইলে ছাড়িতেন না। প্রার্থনা ঠিক হইল কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন; যখন শুনিতেন, ঠিক হইয়াছে, তখন অন্য প্রার্থনা করিতেন। ধৰ্ম্মজীবনের প্রারম্ভিক এক প্রার্থনা হইতেই বল, বুদ্ধি, উৎসাহ প্রভৃতি সমুদায় তাঁহাতে উপস্থিত হইয়াছিল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভন, সমুদায়ই এই প্রার্থনাতে তিনি নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। প্রার্থনা তাঁহার চিরজীবনের সম্বল হইয়াছিল বলিয়া, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি এই জন্যই বন্ধুগণের প্রার্থনাপরায়ণতা দেখিতে ভাল বাসিতেন, উহার অভাব দেখিতে পাইলে ক্ষুব্ধচিত্ত হইতেন।

সংসারের অসারতা বিষয়ে লোকশিক্ষা

যখন এইরূপে বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল, তখন আর তিনি চারিদিকের লোকদিগের অবস্থা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, লোক সকল কেবল সংসার সংসার করিয়া মরিতেছে, কেহ নাই যে, এই সংসারের অসারতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। তাঁহার মনে হইল, এক বার যদি সংসারের অসারতা জ্ঞাপন করা যায়, তবে আর লোকে এই মিথ্যা সংসারের পথে চলিবে না। এই ভাবিয়া তিনি এক খণ্ড কাগজে সংসারের অসারতা ও দুঃখের বিষয় লিখিয়া সায়ঙ্কালে গোপনে রাস্তার ধারে যেখান দিয়া লোক যাতায়াত করে, সেখানে লাগাইয়া দিতেন। এই কাগজগুলি লাগাইয়া দিয়া মনে করিতেন, উহা যে ব্যক্তি পড়িবে, তাহার আর সংসারে প্রবৃত্তি থাকিবে না। এক দিন এক জন লোক একখানি কাগজ

দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া বাড়ীর সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, কোন একটি পাগল এই কথাগুলি কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে লাগাইয়া দিয়াছে। যখন এ ব্যক্তির এই কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন বুঝিতে পারিলেন, এরূপ উপদেশে কাহারও কিছু হয় না। সেই দিন হইতে উহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিসে লোকের সংসার নিবৃত্ত হয়, এ চিন্তা নিবৃত্ত হইল না; কিসে স্থায়ী কার্য্য হইতে পারে, তাহারই দিকে চিত্তের গতি হইল।

যুবকগণের নীতিশিক্ষা

তিনি স্বয়ং বিবেকী ছিলেন; যাহাতে যুবকগণ বিবেকী হন, এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জীবন বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে ধর্ম্ম কখন স্থান পায় না, গূঢ়ভাবে এ বিশ্বাস থাকাতেই যুবকগণের নীতিশিক্ষার পক্ষে তাঁহার যত্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যুবকগণকে লইয়া সভা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন উপযুক্ত সময় হইল, তখন উদারচেতা বিশপ কটন সাহেবের চাপলেন টি এইচ বরণ, চার্চ্চমিশনারী সোসাইটির পাদরী জে লং সাহেব এবং আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনের সি এইচ ডল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামে সভাস্থাপন করিলেন। (১) সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য এই সভা সংস্থাপিত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাতে ধর্ম্মের প্রসঙ্গও হইত, এবং এই প্রসঙ্গে লংসাহেব ও ডল সাহেব এ দুজনের বিতর্ক উপস্থিত হইত। সাহিত্যে উন্নতি হয়, এই লক্ষ্য থাকাতে এখানে আডিসন প্রভৃতি গ্রন্থ পঠিত হইত। রচনা সকল কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের নিকট প্রেরিত হইত, তিনি সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন।

কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন

জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র সেন অতি শান্ত ও বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। হিন্দুকালেজে যে সকল যুবকের সহিত তিনি একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্রে সাময়িক পাপ স্পর্শ করিয়াছিল। ইনি আপনার গৃহ হইতে প্রায় কখন বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, সহাধ্যায়িগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইলে, পাছে তাঁহাদিগের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে। ইনি অতি

(১) ইহার সন্ সঠিক জানা যায় নাই। ১৭৫৪—১৭৫৫ খৃঃ হইবে।

সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই সহজ ভাব রক্ষা করিতেন। নীতিমত্তা ইঁহার এতদূর সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ প্রার্থনায় এই জন্য যোগ দিতে পারিতেন না যে, এক বার ঈশ্বরের নিকট "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও" (১) প্রার্থনা করিয়া, কি জানি বা জীবনে অসত্যের সংস্রব থাকে। ঈদৃশ নীতিমান্ ব্যক্তির হস্তে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর" তত্ত্বাবধানে যাঁহারা অধ্যয়নাদি করিতেন, তাঁহাদিগের অধ্যয়নের বিষয় নিয়মিত করিয়া দেওয়া এবং নীতির দৃঢ়তারক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন করার ভার থাকা অতীব মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। এই যত্নের পরিপক্ক ফলস্বরূপ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলুটোলাস্থ "ইভিনীং স্কুল" স্থাপিত হয়। এখানে অনেকগুলি যুবক শিক্ষালাভার্থ সমাগত হন, এবং কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গ সহ শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত, এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিষয়েও উপদেশ দিতেন। ইহার বার্ষিকপুরস্কারদানসময়ে বিখ্যাত ইংরেজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত যে, তাঁহারা তদুপলক্ষে ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দিবেন।

নাট্যাভিনয়

এই সময়েই নাট্যাভিনয়ব্যাপারেরও আরম্ভ হয়। এ সময়ে শিক্ষিতগণ মধ্যে সেক্সপিয়র অধ্যয়ন একটি প্রধান আমোদের বিষয় ছিল। কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন এক জন প্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রপাঠক ছিলেন, তাঁহার নিকটে যুবকবৃন্দ সেক্সপিয়রপাঠ শিক্ষা করিতেন। কেশবচন্দ্র সেক্সপিয়র পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন, তিনি সেক্সপিয়র অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণকে লইয়া তিনি আপনি হ্যামলেট সাজিয়া হ্যামলেটের অভিনয় করিলেন।

(১) ব্রহ্মোপাসনামধ্যে সমবেত প্রার্থনা—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এই প্রার্থনা বৃহদারণ্যক উপনিষদের —"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবির্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"—প্রার্থনা হইতে সামান্য পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত; অর্থাৎ সমবেত প্রার্থনা বলিয়া "আমাকে" স্থলে "আমাদিগকে" গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপাসনাসভা

এই সময়ে ইঁহার চিত্ত সমধিক ঈশ্বরপিপাসু হইয়াছিল। এক দিন আপনার পাঁচ ছয় জন বন্ধুকে লইয়া তিনি উপাসনাসভা আহ্বান করিলেন। একটি অন্ধকার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই উপাসনায় কি প্রকার অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, ঈশ্বরের বিদ্যমানতা সকলে অনুভব করিয়াছিলেন, ভাই প্রতাপচন্দ্রের লেখাতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। (১)

গুডউইল ফ্রেটার্নিটী

এই ঈশ্বরপিপাসুত্ব হইতেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "গুডউইল ফ্রেটার্নিটী" সভা সংস্থাপিত হয়। আমরা 'ইভিনীং স্কুলের' কথা বলিয়াছি, তাহা তিন চারি বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়, এবং নূতন সভা নূতন আকার ও নূতন ভাবে হইয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই সভা ধর্ম্মসম্পর্কীয় ছিল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র এখানে অতি উৎসাহসহকারে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, ইংরাজীতে উপদেশ দান করিতেন। এই উপদেশসকলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঈশ্বর পিতা, প্রত্যেক মনুষ্য ভ্রাতা, ইহাই হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য, উৎসাহ ও বিশুদ্ধ জীবন একত্র মিলিত হইয়া যুবকবৃন্দের মনকে সবিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। এই সভাসন্দর্শনজন্য একবার প্রধানাচার্য্য সপার্ষদ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে সমবেত যুবকগণের সমধিক উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

---

(১) Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar.

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থা

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠান। স্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না, কলুটোলাস্থ পণ্ডিত রাজবল্লভ দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লন। ব্রাহ্মসমাজের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা কেশবচন্দ্রের হস্তগত হয়; এই পুস্তিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ?" (১) এই অধ্যায় পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পান। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ উদ্দীপ্ত হয়। তিনি ইতঃপূর্ব্বে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে এক প্রার্থনাযোগে আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ইহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই। এমন একটী বন্ধুমণ্ডলীর অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি পরীক্ষা বিপদ এবং সংশয় ও সন্দেহাচ্ছন্ন সময়ে সাহায্যলাভ করিবেন। যখন তিনি এই অভাবানুভব করিলেন, দেখিতে পাইলেন, এমন একটী মণ্ডলী নাই, যাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে। যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের ঐক্য হইল, তখন তিনি তাহাতে যোগ দিতে আর কালবিলম্ব করিলেন না। এই সময়ে প্রধানাচার্য্য হিমালয়ে স্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, অত বড় একটি পরিবারের একটি যুবা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রধানাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্র হিন্দুকালেজে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,

(১) এই পুস্তিকা ১৭৭৫ শকের ২৩শে মাঘ, রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ" বক্তৃতামূলক। এই বক্তৃতা তৎপ্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" পুস্তকেও সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত" এবং K. C. Sen's English Lectures in England : Address at Stamford Street Chapel (Thursday, 28th April, 1870) দ্রষ্টব্য।

এ জন্য তাঁহার সঙ্গে ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইনি সময়ে সময়ে আলাপ প্রসঙ্গ করিতেন, এবং এই উপায়ে প্রচানাচার্য্যের নিকটেও যাহা কিছু বলিবার বলিয়া পাঠাইতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, এবং এই পরিচয় পরস্পরের প্রতি গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইল। "গুডউইল ফ্রেটার্নিটি" সভায় প্রধানাচার্য্যের আগমন এই পরিচয় হইতেই হইয়াছিল। এখানে এ কথা বলা সমুচিত যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দেশীয় সিবিলিয়ান, ইনিই পরসময়ে প্রথম সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

সমাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে ডফ ও ডিরোজিওর প্রভাব

কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, তখন সমাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কি প্রকার অবস্থা ছিল, একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। খ্রীষ্টীয় প্রচারকবর্গের চূড়ামণি ডাক্তার ডফ (১) স্বীয় অধ্যবসায় ও ধর্ম্মোৎসাহে অনেকগুলি যুবাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালী ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞানসংমিশ্র হওয়াতে, যুবকগণের মন অনেক পরিমাণে প্রচলিত কুসংস্কারের বন্ধনচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; অথচ ধর্ম্ম ও নীতির সংস্রব থাকাতে, তাহাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। এ দিকে হিন্দুকালেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় ছাত্রগণের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। ডিরোজিওনামা এক জন ইউরেসিয়ান সুপণ্ডিত কালেজে সংশয়বাদ-ও-অনীতি-শিক্ষাদান করিয়া অধিকসংখ্যক ছাত্রের চিত্ত ধর্ম্মহীন করিয়া তুলেন। যদিও এরূপ শিক্ষাদানপ্রণালীর বিরুদ্ধে সমূহ আন্দোলন উপস্থিত হয়, তথাপি এ আন্দোলনে কুশিক্ষার মূল একেবারে উৎপাটিত হয় নাই। হিন্দুকালেজ ছাত্রগণের কুসংস্কারনিবারণ করিল, অথচ সেই শূন্য স্থান কোন ধর্ম্ম দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিল না, ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট সম্ভবপর, তাহাই ঘটিল। ছাত্রগণ যথেচ্ছ পানভোজনে রত হইলেন। এই যথেচ্ছ পানভোজন সে সময়ে এত দূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে সকল ছাত্র অন্য প্রকারে নীতিমান্ ছিলেন, তাঁহারাও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেই সময়ের নীতিমান্ ছাত্রগণের মধ্যে এখন এক জন জীবিত আছেন। তিনি

(১) *Vide* Life of Dr. Duff by George Smith.

সে সময়ের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তখনকার অবস্থা অনেকটা প্রকাশ পায়। অখাদ্য গোমাংস হস্তে ধারণ করিয়া প্রকাশ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পথিক লোকদিগকে ডাকিয়া বলা, এই দেখ, আমরা গোমাংস ভোজন করিতেছি, ইহাই এই ক্ষুদ্র যুবকমণ্ডলীর নীতিমত্তা ও সাহসিকতাপ্রদর্শনের প্রণালী ছিল। এই যুবকদলের এক জন খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকবৃন্দ সহ গোমাংস ভোজন করিয়া পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসিত হন, এবং পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাংসভোজনের সহচর মদ্যপান প্রায় সকল ছাত্রেরই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অনীতিমূলক ব্যবহার তৎকালে কত দূর সাধারণ ছিল, কেশবচন্দ্র সহ ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের স্বগৃহে প্রথম সাক্ষাৎকার সময়ে, তিনি তাঁহার সমাদরের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে।

দেবেন্দ্রনাথের গৃহে কেশবের প্রথম ভোজন

কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকারজন্য ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিবেন স্থির হইলে, সেখানে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইল। যথাসময় তিনি উপস্থিত হইলে, সুমধুর বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর ভোজনস্থলে নীত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সমুদায় ভোজনসামগ্রী একেবারে তাঁহার গ্রহণের অযোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিবিধ প্রকারের মাংসের আয়োজন। তিনি ভোজ্যসামগ্রী হইতে হস্তোত্তোলন করিলে, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চমকিত হইলেন। এক জন হিন্দুকালেজের শিক্ষিত যুবক মাংসাহারে বিমুখ, ইহা তাঁহার নিকটে অতি নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। তিনি নবা যুবকদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, মাংসের সঙ্গে সুরার বা প্রয়োজন হয়, এজন্য ঠাকুরবংশের নিমন্ত্রিতগণের সেবার রীত্যনুসারে তাহারও আয়োজন রাখা হইয়াছিল। মাংসাহারবিমুখ যুবাকে লইয়া ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, তখন তখনই কিঞ্চিৎ ভাজির আয়োজন করিয়া তাঁহাকে রুটির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেশবচন্দ্র একাই তাঁহাদিগের দলবহির্ভূত হইয়া রহিলেন। প্রথম সমাগমের এই ব্যাপার তখন কিঞ্চিৎ অসুখ উৎপাদন করিলেও, উহা ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ

এবং কেশবচন্দ্রের সৌহৃদ্যবন্ধন সুদৃঢ় করিবার কারণ হইল। কেন না চরিত্রজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ নবীন যুবার বৈরাগ্যপ্রণোদিত চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি সমধিক সমাকৃষ্ট হইলেন।

সংশয়বাদের সহযোগী অনীতি

হিন্দুকালেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সংশয়-বাদের সহযোগী অনীতি এখানে বিশেষরূপে প্রচারিত হইত। কথিত আছে, ডিরোজিও নীতিসম্বন্ধে এত দূর জঘন্য মত প্রচার করিতেন যে, উহাতে সোদর সোদরার বিবাহেও কোন দোষ নাই, প্রতিপন্ন হইত। যদিও বিচারকালে এরূপ মতপ্রচার প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে জনবাদ যে একেবারে মিথ্যা, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে সময়ে অধিকাংশ যুবকের মধ্যে যে প্রকার নীতিশৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহা কুশিক্ষার ফল ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিঞ্চিৎপরিমাণ ধর্ম্মভয় থাকিলে লোকে যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কৃতবিদ্য হইয়া তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্তি কত দূর অসৎশিক্ষার ফল, বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। যাঁহাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই, তাঁহাদিগের অবস্থা অবতরণিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা জনসমাজে বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন, সমাজে ধনাদির অর্জ্জন দ্বারা গণ্যমান্য হইলেন, তাঁহাদিগের পানভোজনাদিবিষয়ে যথেচ্ছাচার এই সময়ে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। সংশয়জালে ইঁহাদিগের চিত্ত এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সহিত ইঁহাদিগের সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। গৃহে যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত, ক্রিয়াকলাপ হইত, তাহা বৃদ্ধা মাতা বা মাতামহীর জন্য; স্ব স্ব পত্নীগণকে যত দূর আপনাদিগের অনুবর্ত্তিনী করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃতবিদ্যগণ যত্নের ত্রুটি করিতেন না।

যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইলেন, সমাজের চূড়ামণি বলিয়া গৃহীত হইলেন, তাঁহাদিগের অবস্থা যখন এরূপ হইল, তখন এ সময়ের ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজের অবস্থা সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার ছিল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট; তবে

এই কৃতবিদ্যগণের প্রভাবে অনেক সাধারণ লোকের যে আরও অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতদিগের বিজাতীয় ভাব

চারিদিকের ধর্ম্মহীনতা ও নীতিহীনতার মধ্যে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের খ্রীষ্টধর্ম্ম ও নীতিপ্রচারে যত্ন যে সুমহৎ উপকারসাধনের হেতু ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ যাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে এমনই বিজাতীয় করিয়া ফেলিতেন যে, বিস্তৃত হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁহাদিগের আর কোন সহানুভূতি থাকিত না। তাঁহারা এত দূর বিজাতীয় হইয়া পড়িতেন যে, দেশীয় ভাষা এক প্রকার ভুলিয়া যাইতেন। যদি দেশীয়গণের সঙ্গে কথা কহিতে হইত, সাহেবদিগের মত স্বর করিয়া ব্যক্তিবচনাদির ব্যতিক্রম করিয়া কথা কহিতেন; তাহা শুনিয়া হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িত। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের বাঙ্গালা আদর্শস্থলে গ্রহণ করিয়া সেই ভাষায় সাধু ভাষা লিখিতেন ও বলিতেন। লোকে এই সকল প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির ভাষাকে সাহেবী বাঙ্গালা নাম দিয়াছিল। পান ভোজন পরিচ্ছদ পদনিক্ষেপপ্রক্রম প্রভৃতি সমুদায় সাহেবগণের অনুরূপ হওয়াতে, ইঁহারা আর দেশীয়গণমধ্যে গণ্য ছিলেন না। ইঁহাদিগের বাস অধিকাংশ সময়ে খ্রীষ্টীয় 'বারাকে' ছিল, ইহাতে ইঁহারা দেশীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যখন হিন্দু যুবকগণকে পিতামাতার স্নেহবক্ষ হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন, এবং এই সুমহৎ বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য স্বভাবতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইল। কেন দৃষ্টি নিপতিত হইল, কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের কিরূপ মতাদি ছিল, আলোচনা করিলেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কেশবের যোগদানের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ—বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বাদি কি প্রকার ছিল, সংক্ষেপে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও তিনি এ দেশীয়গণের নিকটে বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে, খ্রীষ্টানগণের নিকটে বাইবেল হইতে, মোসলমানগণের নিকটে তাঁহাদিগের শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরিশেষে যাঁহার হস্তে আসিয়া নিপতিত হইল, তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) এক বেদকেই (বেদান্তকেই) ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল (১) বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার ডফ "On India and Indian Missions" নামক প্রবন্ধে বেদান্তবাদের যে আক্রমণ করেন, তাহার প্রত্যুত্তরে (২) বেদান্তবাদকে ব্রাহ্মসমাজ সুদৃঢ় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্গুণ, সুতরাং ধারণার অযোগ্য, এই কথার প্রতিবাদে বেদান্তবাক্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—মনুষ্যসমুচিত গুণ তাঁহাতে নাই, কিন্তু জগৎসৃষ্টি ও ধারণের জন্য যে সকল নির্দ্দোষ পূর্ণ গুণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে আছে। কেন না তিনি নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, অপরিবর্ত্তনশীল, নিরবয়ব, পরমমঙ্গল, সমুদায় জগতের শাস্তা ও নিয়ন্তা, অনন্তমঙ্গল; প্রেম ও ন্যায়ে তিনি সমুদায় জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। বেদ অভ্রান্ত, বেদ ধর্ম্মের মূল, এ মত অধিক দিন দাঁড়াইল না। দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে বেদশাস্ত্রের জ্ঞানবিস্তার ও প্রচারনিমিত্ত ১৭৬৫ শকে যে চারিজন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নজন্য কাশীতে প্রেরিত হন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক মত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদ বা বেদান্তকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

---

(১) Let me, *Justicia*, in the first instance, inform you, that we consider the Vaids and the Vaids alone as the standard of our faith and principles.—*Letter of Babu Debendernath Tagore to the Englishman, 24th Oct. 1846.* (জনৈক ব্যক্তি *Justicia* নাম দিয়া *Englishman* পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের সমালোচনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পত্রাকারে ঐ পত্রিকায় তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন।)

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৯ শক, ১লা আশ্বিন, ২য় ভাগ, ১৪শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধটী পরে "Vaidantic Doctrines Vindicated" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

এ সময়ে মনে হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলশূন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু উহা কখন মূলশূন্য হইবার নহে। যে মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপনজন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, যদিও তিনি প্রথমোদ্যমে জ্ঞানপ্রাখর্য্যে বিবিধ কুসংস্কার ছেদন করিতে গিয়া তৎসহকারে সৎফলপ্রদবৃক্ষের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আত্মার মধ্যে এমনই একটি মূলসূত্র নিহিত ছিল যে, সকল দেশের শাস্ত্র পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করিতে পারিতেন। তিনি বেদান্তাদির বাক্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গের মধ্যে বেদান্তের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সকল দেশীয় সকল জাতীয় শাস্ত্র গ্রহণ করিতে গিয়া কি প্রকারে পরস্পরের বিরোধ পরিহার করিতে হয়, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হৃদয়ে তাহার যে মূল প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তিনি অনুবর্ত্তিগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমান সমন্বয়-প্রণালী তাঁহাতে পূর্ণাকার লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাতে যে উহার বীজ নিহিত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রথমে তিনি "তোহ্‌ফতুল মোহ্‌দীন" নামক যে গ্রন্থ পারস্য ভাষায় প্রণয়ন করেন, নিম্নে অনুবাদিত তাহার মুখবন্ধাংশ পাঠ করিলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, ঐ বীজ তাঁহার হৃদয়ে কি আকারে ন্যস্ত ছিল!

"আমি পৃথিবীর দুর্গম ও সুগম নানা বিভাগে ভ্রমণ করিয়াছি, এবং পৃথিবীস্থ লোকদিগকে দেখিতে পাইয়াছি যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—এমন এক মূল পদার্থকে তাহারা তুল্যভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। ঈশ্বরের বিশেষভাবে তাহাদিগের পরস্পর অনৈক্য পাইয়াছি, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বস্ববিশ্বাসপ্রকাশের প্রণালীসম্বন্ধে ও বৈধাবৈধবিষয়ে তাহাদিগের অনৈক্য দেখিয়াছি। অতএব এই অনুসন্ধানে আমার এই তত্ত্বলাভ হইয়াছে যে, ঈশ্বরের দিকে উন্মুখতা এক স্বাভাবিক ব্যাপার (আমরে তবেয়ি); সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যসম্বন্ধে ইহা তুল্যরূপে আছে; ঈশ্বরের প্রসন্নতালাভজন্য ভজন পূজনে ও ক্রিয়াকলাপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, যথা হিন্দু, মোসলমান, খ্রীষ্টবাদী ও য়িহুদি সম্প্রদায়ের অনুরাগ অর্থাৎ ইচ্ছাপ্রকাশ ভাবে ও আয়োজনে একই প্রকার। অতএব প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতি ভিন্ন ও অভ্যাস ভিন্ন। পরন্তু স্বীয় পূর্ব্ব

পুরুষদিগের বচনপরম্পরাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাতে এক দলের ধর্ম্মবিশ্বাস অপর দলকে অসত্য সিদ্ধান্ত করিতেছে। অপিচ প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা পূর্ব্বে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সাধারণ মনুষ্যের তুল্য ছিলেন। তাঁহাদিগের সত্যের অপলাপ ও দোষ ত্রুটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি সেই পূর্ব্বপুরুষগণ ঠিক আছেন, এরূপ স্থির করা যায়, তবে একবার একটিকে সত্য বলা, পুনর্ব্বার সেটিকে অসত্য বলা তাঁহাদের প্রতি এই দোষারোপ করা সমুচিত নয়। তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঠিক করিলে সেই সকল লোকের এক এক দলের অথবা সমগ্র পূর্ব্বপুরুষদিগের উপর অসত্য নিরূপিত হয়। শ্রেষ্ঠত্বের অভাব সত্ত্বেও একপক্ষাপেক্ষা অপর পক্ষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা আবশ্যক হয়।······মনুষ্যমণ্ডলীর ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অভ্যাসানুসারে যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে যাঁহারা উদ্যোগী হন, এবং কোন বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সত্যাসত্য ঘটনার অনুসন্ধানে যাঁহারা সচেষ্ট হন, বরং সাধ্যানুসারে যত্ন করেন, অপিচ সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী গুণ সকল পৃথক্ করিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারা কেমন ধন্য!" ঐ গ্রন্থের অপরাংশে লিখিত আছে;—"প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের উপদেশ ও শিক্ষাব্যতীত এই জগৎ আলোচনা ও উপলব্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্বীয় সন্তানের প্রতি জীবের অন্তরে নিঃস্বার্থ স্নেহসঞ্চার নিমিত্ত সাধারণতঃ জগৎকর্ত্তার প্রতি হৃদয় স্থাপন করে।······বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, বিভিন্ন কালে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসকলের কারণ সত্যের উপর ও শুদ্ধসত্ব স্রষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ধর্ম্মের খণ্ডন ও অপর ধর্ম্মের খণ্ডয়িতৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে হইয়াছে।"

লোকে প্রসিদ্ধ এই যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মানবপ্রকৃতি, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে, স্বভাবতঃ এই দিকে তিনি আকৃষ্ট হইবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপকের প্রভাবাধীন হইয়া যে তিনি ধর্ম্মের মূলান্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার কঠোর জ্ঞান-প্রবণ চিত্তে "তোহ্‌ফতুলমোহ্‌দীন" গ্রন্থের শাণিতক্ষুরধারসদৃশ কথাগুলি কি প্রকার কার্য্য করিয়াছিল, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে তাহা প্রকাশ পাইবে।

"তাঁহার (রাজা রামমোহনের) ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া লোকসমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম 'তোহ্ফতুলমোহ্দীন'। উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। * * * তিনি ঐ পুস্তকে এক মাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে, এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে, তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্তস্বভাব ধর্ম্মপ্রয়োজকেরা দেশবিশেষে কালবিশেষে শাস্ত্রবিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থসাধন ও আপন ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধন জন্য দেবদেব্যাদিঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ়তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না, তাহা ঐশীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্য্যকারণপ্রণালীর স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কারপাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন, * * * এবং পূর্ব্বপরম্পরার অনুগত হইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বরপ্রণীত বা আপ্তকথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অনুগ্রহপাত্র বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত, প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। * * * তাঁহার মতানুসারে বিশ্বরূপ বিশাল শাস্ত্রই পরমেশ্বরপ্রণীত অবিনশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্ত্রই মানবজাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত, এবং অবশ্য নশ্বর ও পরিবর্ত্তসহ। * * *" —শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারদত্তপঠিত প্রস্তাব; তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক।

দত্ত মহাশয় এখানে যাহা বলিয়াছেন, "তোহ্ফতুলমোহ্দীন" পাঠ করিয়া আপাততঃ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু উপরে ঐ গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি ধর্ম্মের মূলসূত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (১) মানবপ্রকৃতি ধর্ম্মের মূলভূমি।

ঈশ্বরের দিকে জীবের উন্মুখীনতা এই প্রকৃতিপ্রণোদিত। (২) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ও-অনুরাগপ্রকাশ সকল দেশের সকল জাতির সাধারণ ধর্ম্ম এবং জগতের অভ্যন্তরে তাঁহার ক্রিয়াদর্শনে তৎপ্রতি হৃদয় স্থাপিত হয়। (৩) প্রকৃতিগত বিষয়ে সকলের ঐক্য আছে, পার্থক্য অবান্তর বিষয়ে। (৪) প্রকৃতিগত বিষয় স্থায়ী, অভ্যাসজনিত বিষয় সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। (৫) যে সকল ধর্ম্ম জগতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপরে এবং ঈশ্বরের উপরে। উহাদিগের খণ্ডন ও খণ্ডয়িতৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধ হয়। (৬) কোন বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইয়া সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে যত্ন কর্ত্তব্য। (৭) পরম্পরাগত বিষয়সমূহকে অভ্রান্তজ্ঞানে অবিচারে গ্রহণ অকর্ত্তব্য। এই সকল মূল সূত্র অবগত হইয়া, কেহ কি আর দত্ত মহাশয়ের সহিত একবাক্য হইয়া বলিতে পারেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের শাস্ত্রসমূহের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কেবল কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা "অশাস্ত্রসম্মত যুক্তির বল" * স্বীকার করিবে না বলিয়া, "তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে (তিনি) প্রবৃত্ত হইলেন।" † শ্রদ্ধা নাই, কেবল লোককে স্বপথে আনয়নজন্য শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ বলিয়া প্রদর্শন, ইহা কি বঞ্চকতা নহে? মহাত্মা রামমোহন যে চতুর্ব্বিধ বঞ্চক ও বঞ্চিত ‡ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তিনি কি শেষ দুই শ্রেণীর বঞ্চকের মধ্যে পরিগণিত হন না? পারস্য গ্রন্থে ইনি শাস্ত্রপ্রণেতা ও প্রেরিতবর্গের প্রতি কঠোর আক্রমণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সমুদায় প্রকৃতি-বিপরীত বিষয়সমূহসম্বন্ধে। তাঁহারা আপনাদিগের দলস্থ ব্যক্তিগণের পারলৌকিক সুখ সম্পদ নির্দ্ধারণ করিয়া বিপরীতবাদিগণকে কঠোর নরকের শাস্তির ভয়

*—† ফাল্গুন, ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

‡ মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এবং ভাব ও অভাব অনুসারে প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রবঞ্চকদল, যাহারা লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মের কতক-গুলি মূলবিধি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় প্রবঞ্চিতদল, যাহারা অবস্থা অনুসন্ধান না করিয়া অন্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত দল, যাহারা অন্যের প্রতি আস্থাসত্ত্বে আপনার দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে। চতুর্থ, যাহারা স্বয়ং প্রবঞ্চক, অপর প্রবঞ্চকের অনুগামী নহে।—তোহ্ফতুলমোহ্দীন।

প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা ঈশ্বরের প্রতিদিনের ক্রিয়াতে সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ ইহা প্রকাশ যে, প্রত্যেক মনুষ্য রোগ বিপদ ও অন্ধকারের মধ্যে এবং গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি ও বসন্তকালের রমণীয়তা, বারিবর্ষণ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও অবস্থার কাঠিন্য অনুভূতিতে, ধর্ম্মের অনুরোধ ও বিশেষত্ব ব্যতীত, এক অপরের সঙ্গে তুল্যভাবে জীবন যাপন করিতেছে।" (১)

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের জীবন জ্ঞান-ও-বিচারপ্রধান। ভগবান্ তাঁহাকে কণ্টককাননচ্ছেদন করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বীজবপন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই কার্য্যসম্পাদনের জন্য এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল মূলতত্ত্বের ক্রিয়াপ্রকাশ ও বিস্তৃতি পরবর্ত্তী সময়ে হইবে, এই জন্যই সে সময়ে না তিনি, না তাঁহার অনুযায়িবর্গ সে সকলের অবশ্যম্ভাবী ফল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; ইহা তখন বীজমাত্রেই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি পরবর্ত্তিগণ সকল দেশ সকল জাতিকে আলিঙ্গন করিতে না পারিয়া দেশীয় শাস্ত্রসমূহমধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ কেবল উপনিষদাদির সারসংগ্রহ করিয়াছেন, বিদেশীয় শাস্ত্র তিনি স্পর্শও করেন নাই। শাস্ত্রের সারসংগ্রহবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপকের ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। মনুষ্যস্বভাব ও জগতে ঈশ্বরের ক্রিয়াদর্শন, এই দুই মূল সংস্থাপক (রাজা রামমোহন) হইতে সমাগত হইয়াছে। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উপনিষৎসিদ্ধ যে আত্মপ্রত্যয় অবলম্বিত হইয়াছিল, উহা এই দুই মূলেরই অবিসংবাদী ফল। এই আত্মপ্রত্যয় কি আকারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রদর্শন করা যাইতেছে। আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধি উভয়ই সমানভাবে গৃহীত হইয়াছে, যথা "আমাদিগের আত্মাতে যে বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, সে তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনিই আমাদিগের আত্মাতে বুদ্ধিবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই আচার্য্যস্বরূপ হইয়া অহরহ আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পরমকল্যাণপথ-প্রদর্শনে অল্পে অল্পে আপনার নিকটবর্ত্তী করিতেছেন।"

---

(১) "তোহ্ফতুলমোহ্দীন"।

"পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাঁহাকে কেবল এক আত্মপ্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলের মনে এই স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় আছে যে, পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন।...... এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলচ্ছেদ করা হয়, এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়।"

কেশবের যোগদানের পরে সহজজ্ঞান

কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর সহজজ্ঞানের অনুবর্ত্তিরূপে আত্মপ্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমরা ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই সহজে পরিগ্রহ করিতে পারি। কেন না ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নবমাধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে যে আত্মপ্রত্যয় শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে, "আমাদের এ স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় থাকাতেই, জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য স্বকৌশলসম্পন্ন বিশ্বের কারণরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য-স্থাপনের একমাত্র হেতু।" ১৭৮৫ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপে লিখিত হইয়াছে, "এই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন। তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্ম্মল সহজজ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্যসুন্দর মঙ্গলপুরুষের অস্তিত্ব আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণপুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমাদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য-স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অনন্তপুরুষ সহজজ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গলভাব ব্যক্ত করে।"

বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞান

এই ব্যাখ্যাতে বুদ্ধি, সহজজ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, এ তিনের সম্বন্ধ এখানে সুস্পষ্ট দেখাইয়া, ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে বুদ্ধি, দ্বিতীয়ে আত্মপ্রত্যয়, তৃতীয়ে সহজ-জ্ঞান, এই প্রকার সোপানপরম্পরায় যে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের যোগদানের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিলেন? বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ে। আত্মপ্রত্যয় বা ঈশ্বর আছেন, এই স্বাভাবিক বিশ্বাসে তাঁহাকে অবগত হইয়া, বুদ্ধিযোগে জগতের মধ্যে তাঁহার বিচিত্র ক্রিয়াদর্শন, ইহাই সে সময়ে সর্ব্বপ্রধান ছিল। ১৭৭৬ শকের প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের (১) চতুর্থাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এ কথা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। "স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল আলোচনা করা তাঁহার জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল, তাহারা তাঁহারই কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে, আমরা মনোনিবেশ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারি। সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায়, এবং নিয়ম জানিলেই নিয়ন্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়।" এ কথা বলা বাহুল্য যে, ১৭৮৫ শকের ব্যাখ্যাতে (২) তৎসময়োচিত অবস্থানুসারে পূর্ব্ব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিপরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(১) ১৭৭৬ শকের আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

(২) ১৭৮৩ শকের ভাদ্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের" এই অংশের নূতন পরিবর্ত্তিত তাৎপর্য্য এবং ১৭৮৫ শকের ভাদ্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে" ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কার্য্যোত্তম।

দীক্ষাগ্রহণে অসম্মতি ও বিবেকের জয়

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার এক বৎসর মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। হিন্দুগণের মধ্যে দীক্ষা একটি গুরুতর ব্যাপার। দীক্ষাগ্রহণ না করিলে কেবল পরিত্রাণ হয় না, তাহা নহে, সে ব্যক্তির হাতের জল শুদ্ধ হয় না, সে পতিত হয়, সাধারণের এই বিশ্বাস। শিক্ষিতগণ ধর্ম্মহীনশিক্ষাপ্রভাবে যদিও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলাচার হইয়া পড়িয়াছিলেন, দীক্ষাগ্রহণ করা না করা তাঁহাদিগের পক্ষে যদিও সমান ছিল, তথাপি হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারাও কপট ভক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিতেন, এবং গৃহে গুরু আগমন করিলে তাঁহার পদবন্দনা প্রসাদভক্ষণাদি সর্ব্ববিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার উপরে কি প্রকার পরীক্ষা উপস্থিত হইত, ইহাতেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। দীক্ষা-বিষয়ে বৈষ্ণবপরিবারমাত্রের অত্যন্ত দৃঢ় নিষ্ঠা। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদস্থ মানকরহাটীর গোস্বামিগণ এই পরিবারের গুরুবংশ। গুরুগণ বর্ষে বর্ষে শিষ্যগৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে পরিবারমধ্যে যাঁহারা অদীক্ষিত থাকেন, তাঁহাদিগকে ইঁহারা মন্ত্রদান করেন। বার্ষিক পদার্পণের নিয়মানুসারে রাধিকাসুন্দর গোস্বামী সেন-পরিবারে উপস্থিত হন। গুরু গৃহে আসিয়াছেন, অদীক্ষিত যুবকগণের দীক্ষাদান স্থির হইল। এই যুবকগণ সহ কেশবচন্দ্রকেও দীক্ষার্থ সংযম করান হইল। বলপূর্ব্বক সংযম করাইলে কি হইবে? তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিবেক বজ্রধ্বনিতে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে পৌত্তলিক মন্ত্রগ্রহণের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিল। এই হৃদয়ভেদী বিবেকধ্বনির প্রতি তিনি কি কখন

দীক্ষাগ্রহণ বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া, তাহা গ্রহণে তাঁহার অসম্মতি অবগত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, একটি অর্থশূন্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে আর ক্ষতি কি? গুরু যেমন মন্ত্র দিবার দিয়া যাউন, সে মন্ত্র জপ বা পূজাদি কিছু না করিলেই হইল। কেশবচন্দ্র ঈদৃশ পরামর্শের অনুসরণ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি আত্মবিবেকের অনুগামী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইল, তাহাতে তাঁহার বিবেকের আদেশানুরূপ কথাই শুনিলেন; কিন্তু এই সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া না হওয়া, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাধীন ক্রিয়ার উপরে রাখিয়া দিলেন, তাঁহার জন্য ইনি কিছু করিতেছেন, ঈদৃশ প্ররোচনা-বা-প্রোৎসাহ-দানে তিনি নিবৃত্ত রহিলেন। পর দিন দীক্ষার জন্য সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত, এ দিকে কেশবচন্দ্র দীক্ষাগ্রহণে অসম্মতিপ্রকাশ করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হইবার জন্য পাদরী সাহেবদিগের নিকটে গমন করিয়াছেন। মাতা সারদা ভূতলশায়িনী হইলেন, তাঁহার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দীক্ষার আয়োজন বৃথা যাইতে পারে না, সুতরাং সেই আয়োজনে অদীক্ষিত জামাতার দীক্ষাকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, রাত্রি ১১টার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমন করিয়াই মার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক দিলেন। (১) তিনি ইহার পূর্ব্বেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দিতেন, খ্রীষ্টানী পুস্তক হইবে ভয়ে কাহাকেও তিনি তাহা দেখাইতেন না। এবার তিনি স্বীয় মনের আবেগবশতঃ কেশবপ্রদত্ত পুস্তকখানি সমাগত গুরুকে দেখাইলেন। গুরু পুস্তকখানি পড়িয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিও না, কেশব অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া তিনি পরম ধার্ম্মিক হইবেন।" গুরুর আশ্বাসবাক্যে তাঁহার চিত্ত

(১) "দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা" পুস্তকে দেখা যায়, একখানি বই ও কাগজ মাকে দিয়াছিলেন; মা প্রথমেই "তুমি কার কে তোমার, তুমি কারে বলরে আপন; মিছে মায়ায় নিদ্রাবশে দেখেছ স্বপন।" এই গানটী পড়িলেন।

স্থিরতা লাভ করিল, এবং তিনি সন্তানের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে ক্রন্দন পরিত্যাগ করিলেন। কেশব দীক্ষাগ্রহণ করিলেন না, ধর্ম্মান্তরের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, ম্লেচ্ছবৎ বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইহাতে পরিবারমধ্যে একটি হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের অত্যন্ত প্রতাপ, কিন্তু কেশবের ধীরতা দৃঢ়নিষ্ঠতার নিকটে উহা পরাজয়লাভ করিল। এ স্থলে এ কথা বলা কর্ত্তব্য যে, কেশবচন্দ্র বিবেকানুরোধে যাঁহার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে অস্বীকার করিলেন, তিনি অতি শান্তস্বভাব সুধীর লোক ছিলেন। অর্থগ্রাহী গুরুগণের ন্যায় তিনি অর্থপিপাসু ছিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি বহনক্লেশদানভয়ে মনুষ্যযান বা পশুযানে কখন আরোহণ করিতেন না। তাঁহার শ্রী এবং স্বভাব এমন সুন্দর ছিল যে, যখনই তিনি পরসময়ে কলুটোলার গৃহে আগমন করিতেন, তখনই তাঁহাকে দেখিয়া কেশবচন্দ্রের প্রণাম করিতে মন চাহিত; কিন্তু ব্রাহ্মণত্বাভিমানী ব্যক্তিগণকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ বলিয়া, কখন তিনি স্বীয় মনের অভিলাষ চরিতার্থ করেন নাই। গোস্বামী রাধিকা সুন্দর কেশবচন্দ্রের প্রতি উৎপীড়নবৃদ্ধি করিবার কারণ না হইয়া মাতা সারদাকে সান্ত্বনাদান করিলেন, পুত্র যে ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিলেন; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার চরিত্র কি প্রকার ছিল। ঈদৃশ চরিত্রবান্ লোককে প্রণাম করিতে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিবেকানুরোধে সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করা কেশবচন্দ্রের বিবেকিত্বের বিশিষ্ট পরিচয়। কেশবচন্দ্র দীক্ষা-অগ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ পর দিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১)

বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয়

কেশবচন্দ্রের নাট্যাভিনয়ের প্রতি যে সবিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অভিনয় দ্বারা নীতি ও সমাজসম্বন্ধে সংস্কার অতি সহজে

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মহর্ষির "আত্মজীবনীর" ইংরেজী অনুবাদের Introduction দ্রষ্টব্য।

নিষ্পন্ন হয়, এজন্য তিনি চিরদিন অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার নাট্যাভিনয়পক্ষপাতী চিত্ত একটী ঘটনা দ্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। পাইকপাড়াস্থ সিংহভূম্যধিকারিগৃহে এই সময়ে নাট্যাভিনয় হয়। ভদ্র ও ধনী সন্তানগণ এই নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা ছিলেন। অভিনয় অতি প্রশংসিতরূপে সম্পন্ন হয়। তাদৃশ ধনী পরিবারের যেখানে সাহায্য, যত্ন ও উৎসাহ, সেখানে কোন আয়োজনের ত্রুটি হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব ? এই নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া কেশবচন্দ্রের অভিলাষ হইল, এতদপেক্ষা আরো ভাল করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। এই অভিলাষে তিনি সকল আত্মীয়গণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিন্দুরিয়াপটীস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইয়া বিধবা-বিবাহ নাটক (১) অভিনীত হয়। অভিনয়জন্য যুবকদিগকে প্রস্তুত করা এবং রঙ্গভূমি প্রভৃতি সজ্জিত করার কার্য্য তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অভিনয়কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রভৃতি দেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনয় দেখিয়া একান্ত সন্তোষলাভ করেন। এই অভিনয়কার্য্যে কেশবচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন এবং খুল্লতাত মুরলীধর সেনের বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়সংস্থাপন

নাট্যাভিনয়ের অব্যবহিত পর তিনি আর একটি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইটি ব্রহ্মবিদ্যালয়স্থাপন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেল, কলুটোলাস্থ গৃহে ইহার প্রারম্ভিক অধিবেশন হইয়া, পরিশেষে যে গৃহে নাট্যাভিনয় হয়, সেই গৃহে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অভিনয়ের যাঁহারা সহচর ছিলেন, তাঁহারা এবং অপর অনেক যুবক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন। ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রহ্মবিদ্যালয়সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়।

"সম্প্রতি সিন্দূরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত

(১) "বিধবাবিবাহ নাটক" উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলুটোলানিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকটে আবেদন করিবেন।"

এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে, "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ" প্রদান করিতেন। কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হইতে জীবনে ধর্ম্ম কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মের মূলভূমি দৃঢ় হয়, এ জন্য ধর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত এবং তাহার লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে গিয়া তিনি সহজজ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ধর্ম্মকে জীবনের ব্যাপার করিতে গিয়া নীতি ও বিবেকের দিকে সহচর যুবকবৃন্দের হৃদয় প্রত্যাবর্ত্তিত করেন। কেশবচন্দ্র যে কার্য্য করিতেন, তাহাতেই তাঁহার সমধিক উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ পাইত; নাট্যাভিনয়ের উদ্যম উৎসাহ এখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ সহজে তাঁহার সঙ্গিগণে সংক্রমণ করিল। ব্রহ্মবিদ্যালয় এখানে অধিক দিন রহিল না, ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে উহার অধিবেশন হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় (১) এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় (২) উপদেশ

---

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশগুলি তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তকাকারে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

(২) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশগুলি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হয় নাই; পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াও জানা যায় না। "Keshub in his lectures, delivered on every alternate Sunday, poured forth a torrent of meta physics and moral fervour......" "Keshub utilised the substance of his

দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপদেশে বহুসংখ্যক যুবক আকৃষ্ট হইল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা হইত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হইত। কেশবচন্দ্রপ্রদত্ত দার্শনিক প্রশ্ন সকল এত দূর কঠিন হইত যে, তৎকালের এক জন কালেজের ইংরেজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে সকল ছাত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহাদিগকে অন্য পরীক্ষা না দিলেও এম এ উপাধি অর্পণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

সহজজ্ঞানের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপন

এই সময়ে ইনি আর একটি সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তৎকালে স্থিরতর ছিল না। কেহ বা উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ হইয়া একমাত্র বুদ্ধিকে ধর্ম্মের মূল মনে করিতেন, কেহ বা উপনিষদাদি মূল করিয়া তাহারই ব্রহ্মতত্ত্বোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত বিশ্বাস করিতেন। উপনিষদের 'আত্মপ্রত্যয়' শব্দ অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক বিশ্বাসেও বিশ্বাস করা হইত, কিন্তু এ বিশ্বাস—জগদ্রূপ কার্য্যের এক জন কারণ আছেন—এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান ছিল; সহজজ্ঞানে যে প্রকার বাহ্য জগৎ বিধৃত হয়, সেই প্রকার ঈশ্বরও আত্মাতে বিধৃত হন, এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান তখন ব্রাহ্মসমাজে স্থানলাভ করে নাই। কোন শাস্ত্র বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত আশ্রয় না করিয়া, কেশবচন্দ্র সহজে ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, প্রার্থনাযোগে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন; স্বভাবতঃ সহজজ্ঞানের দিকে তাঁহার চিত্তের গতি হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? আপনি যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথের প্রতি একান্ত আস্থা থাকাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বৈজ্ঞানিক মূল আছে। এই বিশ্বাসে তিনি জ্ঞানের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা লাইব্রেরীতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া যে সকল গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিলেন, আশ্চর্য্য, তন্মধ্যে তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা

---

addresses in the tracts which before long he began to publish." "In short these thirteen tracts most successfully embody the substance of his lectures in the Brahmo School." *Vide* Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar (3rd Edn. pp. 74 & 78.)

প্রাপ্ত হইলেন। রিড, ষ্টুয়ার্ড, কুজিন, কলেরিজ, মোরেল, মকষ, হ্যামিল্টন প্রভৃতি সহজজ্ঞানবাদিগণ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি সহজ জ্ঞানের তত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া, উহার উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত, এই সত্য সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। এই হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজজ্ঞানমূলক, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। যখন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের লোক কোন না কোন অভ্রান্ত গ্রন্থকে ধর্ম্মের মূল বলিয়া বিশ্বাস করিত, সে সময়ে সহজজ্ঞান ধর্ম্মের মূল, ইহা নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। এই মূল লইয়া খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণসহ তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, সে বিষয় পরে বক্তব্য। (১)

---

(১) "ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গত" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সিংহলভ্রমণ

ব্রহ্মবিদ্যালয়স্থাপনের পাঁচ মাস মধ্যে যে আর একটী ঘটনা হয়, তাহাতে কেশবচন্দ্রের সমগ্র পরিবার একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি ঘুণাক্ষরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৮১ শকের ১২ই আশ্বিন) দুপ্রহর সময় ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে "নিউবিয়া" নামক বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে যাত্রা করেন। এই সঙ্গে ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলী ছিলেন। কি জানি বা তাঁহার গমনবৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় বাষ্পীয়যানে আরোহণ করিয়া, তিনি কি ভাবে ছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণবৃত্তান্ত (১) হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের সঙ্গে প্রিয়সুহৃৎ কেশব বাবু আর কালীকমল বাবু; তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরীর এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালীকে দেখিবা মাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহারা যে প্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?" কেশবচন্দ্র এই সময়ে উল্টাডিঙ্গীর নিজ উদ্যানবাটীতে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার সেখান হইতে অজ্ঞাতসারে গমন করা সহজ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই উদ্যাননিবাসস্থানসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ইঁহার প্রতি অকৃত্রিম সৌহৃদ্য এবং ভাবী জীবনের মহত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ প্রকাশ পায়। তিনি লিখিয়াছেন, "আর দিন কতক পরেই কেশব বাবুর যে সমস্ত গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাঁহার অপটু শরীর কেবল উল্টাডিঙ্গীর দুর্গন্ধপূর্ণ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া সে সমস্ত ভারবহনে

(১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বোম্বাইচিত্র" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কথনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছি, যে তিনি তাঁহাকে এখানে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছেন।"

কেশবচন্দ্র বাষ্পযানে আরোহণ করিলেন। ১২টা বাজিতে ২৫ মিনিট থাকিতে ষ্টিমার কলিকাতার ঘাট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের চিত্ত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। এ দিকে গৃহে কেশবচন্দ্র কোথায় গেলেন, এই কথা লইয়া মহাহুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত। ক্রমে সংবাদ আসিল, কেশবচন্দ্র সিংহলে যাত্রা করিয়াছেন। এ সংবাদ মাতা সারদার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের হৃদয়ে অশনিসম বিদ্ধ হইল। আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সহিত যোগ যদিও জাত্যন্তরের কারণ ছিল, তথাপি তাঁহারা লোকের নিকটে ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে পানভোজনাদি ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিতেন। আর এ কথা গোপন রাখিলে কেহ তখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া উহা প্রকাশ করিবার জন্য কখন যত্ন করিত না, কেন না কলিকাতার ঘরে ঘরে ঈদৃশ ব্যবহার নিত্য প্রচলিত ছিল। এখন একে সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাতে আবার বাষ্পীয় পোতে ম্লেচ্ছগণের হস্তে ম্লেচ্ছগণের সঙ্গে পান-ভোজন, এ উভয়ের একত্র যোগ হওয়াতে আত্মীয়গণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। চারিদিকে কেবল 'হা হতোঽস্মি' শব্দ। কেশবচন্দ্রের অল্পবয়স্কা পত্নী এ সময়ে আগোড়পাড়াস্থ স্বীয় মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন। স্বামীর সিংহলগমনসংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় মহিলাগণের একটি সুমহান্ দোষ এই যে, যে কোন কারণে স্বামী সংসারবিমুখতা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করুন, সকল দোষ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উপরে গিয়া নিপতিত হয়। এই দূষিতভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই তাঁহার মুখের উপরে 'অভাগী' বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য "ভার্য্যা-নিপীড়নে" প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ নিপীড়ন আর কিছু নহে, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় পত্নীসম্ভাষণপরিহার। কথিত আছে, তিনি কখন অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। যদিও কখন অনুরুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে যাইতেন, পত্নীসম্ভাষণ করিতেন না।

মহিলাগণের মনে এই সংস্কার হইয়াছিল যে, কেশবচন্দ্রের মনের মত পত্নী না হওয়াতে তাঁহার ঈদৃশ ঔদাসীন্য উপস্থিত। যখন সকলের মনে এই সংস্কার, তখন কেশবচন্দ্রের পত্নী নিয়ত আপনার ভাগ্যকে যে ধিক্কার করিবেন, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। যখন সিংহলগমনসংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার জ্বরের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার চিত্ত এই ঘটনাশ্রবণে এমনই আকুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, জীবনশেষ হওয়াই তাঁহার নিকট শ্রেয়স্কর মনে হইয়াছিল। জ্বরসঞ্চারের কথা আত্মীয় স্বজনের নিকটে গোপন রাখিয়া, পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীর হিম জলে স্নান করিলেন, এবং অম্লাদি কুপথ্য ভোজন করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইল, এবং আত্মীয়গণকে তাঁহার জীবনাশাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অতি কষ্টে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন।

এ দিকে কেশবচন্দ্র নির্ম্মুক্ত আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় সমুদ্রবক্ষে ভাসিলেন। এ সময়ে তাঁহার চিত্তের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাঁহার নিজ লিখিত বৃত্তান্তেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার নিজহস্তলিখিত ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ সিংহলভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ করিয়া দিতেছি; ইহাতে কেশবচন্দ্রের তরুণবয়সোচিত ভাববিকাশ সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কেশবচন্দ্রের ইংরেজীতে লিখিত "সিংহলভ্রমণবৃত্তান্তের" বঙ্গানুবাদ

মঙ্গলবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯

"১২টা বাজিতে ২৫ মিনিট থাকিতে বাষ্পযান ছাড়িল। অপরাহ্ণ চারিটা পোনের মিনিটে ষ্টিমার নোঙ্গর করিল। আমাদের ঠিক ছাড়িবার সময়ের কিছু পূর্ব্বে এক পশলা ভারি বৃষ্টি হয়। কিছু পরেই বৃষ্টি বাতাস আর নাই, ক্রমান্বয়ে কেবল মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বহিতেছে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় মৃদু ও মনোহর।

"দিন বড় আহ্লাদে গেল; দিবারাত্র চিন্তা উদ্বেগে মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিল, সে চিন্তা উদ্বেগ হইতে মনের শান্তিলাভ হওয়াতে বিশেষ আহ্লাদ। অহো, কত বিপৎ, কত বাধা আমায় অতিক্রম করিতে হইয়াছে; অভিপ্রায় গোপন রাখিবার জন্য পলায়নের উপায় উদ্ভাবনজন্য কত প্রণালী স্থির করিতে

হইয়াছে। আমার মন ঘোর চিন্তা ও ক্লেশকর উদ্বেগে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন আর মনের সে সকল চিন্তা নাই, সে সকল উদ্বেগ নাই। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি যে আমায় উদ্ভাবিত উপায়ে কৃতকার্য্য করিলে, এবং তদ্দ্বারা আমার আত্মাতে অতুল আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলে, তজ্জন্য তোমায় ধন্যবাদ। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তি, দেশভ্রমণের জন্য আমার তৃষ্ণা। প্রভো, তুমি আমার সে তৃষ্ণা প্রচুর পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিলে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি এই দেশভ্রমণে তোমার ক্রিয়াকৌশল এবং তোমার গৌরব ও মহত্ত্ব ভাল করিয়া অবগত হইয়া বিশেষ লাভবান্ হই।

বুধবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর

"প্রায় নয়টা পোনের মিনিটে ডায়মণ্ডহার্ব্বার ছাড়া হইল। খেজরী হইতে ডাকের নৌকা আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিঁড়িল, এবং জাহাজের সঙ্গে উহাকে বান্ধিবার জন্য জাহাজ হইতে দড়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, পত্রের প্যাকেটগুলি দিল ও নিল এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজের গা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ সকল কাজ সম্পন্ন হইল। প্রায় এগারটা পোনের মিনিটের সময়ে অত্যন্ত ভারি বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি আসিতেছে, আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। মেঘ আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল না, বলিতে গেলে আমরাই 'বৃষ্টির রাজ্যের' দিকে অগ্রসর হইলাম। কারণ যখন আমাদের মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া 'সূর্য্যালোকের রাজ্য' দেখিতে পাইলাম। দেড় ঘণ্টা বৃষ্টি ছিল। আমি এবং ভ্রাতা সত্যেন্দ্র বাবু ক্যাবিনে না গিয়া, কাপড় ভিজিতে দিয়া, সম্মুখের ডেকের উপরে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, সেই দৃশ্যগাম্ভীর্য্য সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। দিঙ্মণ্ডলের বিভিন্ন দেশে একই সময়ে সূর্য্যালোক ও বৃষ্টি এবং মুহূর্ত্তমধ্যে উহাদিগের স্থানপরিবর্ত্তন দেখা বড়ই আহ্লাদকর। এ দেখিয়া মনে বিচিত্রতাজনিত গাম্ভীর্য্যের ভাব উদিত হয়। আড়াইটার সময়ে জলের সবুজ রং আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিল। এক কোয়ার্টারের মধ্যে আর সে রং দেখা গেল না; সচরাচর যে রং দেখায়, তাই দেখা যাইতে লাগিল। আমাদের কয়েক হাত সম্মুখে আবার

মনোহর দৃশ্য! পূর্ব্ব দিকে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কতকগুলি গাছ দেখিতেছিলাম, আর সকল দিকে কেবল জলরাশি; কিন্তু এখন আর প্রশস্ত বহুদূর-বিস্তৃত জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে নয়ন ফিরাইলাম, আমার এবং দূরবর্ত্তী মেঘের মধ্যে অতি বিস্তৃত সবুজ রঙ্গের জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না—তবে মধ্যে মধ্যে কেবল কতকগুলি পাল বা বাষ্পীয় জাহাজ দৃষ্টিপথে আসিল। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একটি ধারণার অতীত প্রকাণ্ড বৃত্তের মধ্যবিন্দুতে বসিয়া আছি, আর উহার ব্যাসার্দ্ধগুলি দূরবর্ত্তী দিঙ্মণ্ডলের বিচিত্রবর্ণ মেঘনিচয়মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। কোন একটি অসীমের বক্ষে আমি রহিয়াছি, অনুভব করিতে লাগিলাম। অনন্তের নৈকট্য-সূচক একটি ভাব মনে উদিত হইল, দৃষ্টির সীমান্তর্ভূত মেঘসমূহের জন্য কেবল উহা ন্যূনকল্প হইয়া পড়িল। এখন জলের রং ঘোর সবুজ হইয়াছে। জলের একটু উপরে কতকগুলি ছোট ছোট পাখী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। দেখ দেখ, একখানি 'লং বোট' নিকটের একখানি চলতি জাহাজ হইতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। এক জন ইউরোপীয় হাল ধরিয়াছে, কয়েক জন খালাসী দাঁড় টানিতেছে। যদিও বোটখানি ঢেউয়ের উপরে উঠিতেছে পড়িতেছে, তথাপি সাহসের সহিত ঢেউ কাটিতেছে এবং যেন খেলা করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। দেখ দেখ, বোটখানি আমাদিগের জাহাজ ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাইলটকে উঠাইয়া লইয়া, কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে ছাড়িয়া, যে জাহাজ হইতে আসিয়াছিল, সেই জাহাজের নিকট উহা চলিয়া গেল। নদী হইতে যত ক্ষণ জাহাজ বাহির হইয়া আসিয়া সমুদ্রবক্ষে না পড়ে, তত ক্ষণ পাইলটের সাহায্য প্রয়োজন; কারণ নদী আপৎসঙ্কুল সিকতাপুঞ্জে পূর্ণ। পাইলটের চলিয়া যাওয়া এইজন্য উদ্বেগশান্তির লক্ষণ প্রকাশ করিল; কেন না আমরা বুঝিতে পারিলাম, আমরা ভাগীরথী ও গঙ্গা ফেলিয়া আসিয়াছি এবং এখন বঙ্গীয় অখাত দিয়া যাইতেছি। আমার জন্মতারকাপুঞ্জকে ধন্যবাদ! প্রাচীন বঙ্গভূমি সম্পূর্ণ দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। আর কিছু পূর্ব্বে আমরা যেমন সোজা হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইতে

পারিতেছি না, আমাদের মাথা একটু ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ আমরা নদীর জলে স্নান করিয়াছি। যখন খালাসীরা খুব প্রাতঃকালে ডেক পরিষ্কার করিবার জন্য উহার উপরে জল ঢালিতেছিল, কিছু জল আমাদের মাথায় ঢালিয়া দিতে আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, তাহারা ঢালিয়া দিল। নিশ্চয় উহাতে অতি সুস্নিগ্ধ স্নান হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর

"আজ সমুদ্রজলে স্নান হইল। সম্পূর্ণ লবণাক্ত! বলিতে পারা যায়, আজ আমরা লবণজলে স্নান করিলাম—তবুও শরীরের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিকর। শৌচাগারের জন্য বড় অসুবিধা হইল। বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হিন্দুরীতি আর রাখিতে পারা গেল না—সে রীতি ছাড়িয়া দিয়া এ বিষয়ে আমাদিগকে একটু সাহেব হইতে হইল। আমরা কতকগুলি উড্ডীন মৎস্য এ দিকে ও দিকে উড়িতে দেখিলাম—প্রায় অনেক সময়ে একেবারে অনেকগুলি। বাস্তবিকই অতি মনোহর দৃশ্য! এ দৃশ্য দেখিয়া আমার আরও এই জন্য আহ্লাদ হইল যে, পূর্ব্ব দিন মাছকে পাখী বলিয়া যে আমার কৌতুকাবহ ভ্রান্তি হইয়াছিল, আজ সে ভ্রান্তির দিকে চক্ষু খুলিল। আমি কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই দৃশ্য ক্রমান্বয়ে সম্ভোগ করিলাম। সমুদ্রপীড়ার (Sea-sickness) লক্ষণ স্পষ্ট অনুভব হইতে লাগিল। মাথাঘুরণি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া চলিল—সমুদায় শরীর যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথম দুদিন ক্ষুধা খুব তীক্ষ্ণ ছিল, এবং এইরূপই থাকিবে মনে হইয়াছিল, এখন কমিতে লাগিল। দুদিন যে আহ্লাদ ও উৎসাহ ছিল, আশা ছিল, সমগ্র সমুদ্রযাত্রাতে এইরূপ আহ্লাদ ও উৎসাহ থাকিয়া যাইবে; এখন সে স্থলে এক প্রকারের অরুচি ও গ্লানি আসিয়া অধিকার করিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের দর্শনোৎসাহ কমিয়া আসিল, আর চারি দিকের দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অনেকটা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ভ্রাতা সত্যেন্দ্রবাবুর বমি আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে আমাদের সকলের অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। প্রায় সমুদায় দিন ভারি বৃষ্টি। বাতাস বড় কণকণে, মধ্যে মধ্যে গায়ে যেন বিঁধিতে লাগিল। ক্যাবিনে এরূপ নহে, সেখানকার বাতাস বড় গরম, এবং অসুখকর। ময়দানের বায়ুপূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর আর কলুটোলার বাড়ীর খুপ্‌চি কুঠরী যেমন, জাহাজের ডেক আর

ক্যাবিন তেমনই পরস্পর বিপরীত। সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তি—জাহাজের কোন কর্ম্মচারী হইবেন—আমাদের ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। আলাপের মাঝখানে তিনি কালীকমল বাবুর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ বিকৃত লাসিংটনি স্বরে—সে বিকৃত স্বর বর্ণন করিয়া বুঝান যায় না—কালী বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কেলৈ কোমল গাঙ্গোলাই।' এই অদ্ভুত স্বর যাই ভদ্রলোকটির কাণে গেল, হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আমাদের ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কালী বাবুর ঠাট্টাতামাসা যদিও আমাদের অভ্যস্ত ছিল, তথাপি আমরাও খুব না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শুক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, এবং শনিবার, ১লা অক্টোবর

"এ দুদিনই বড় কষ্টে গেল। সমুদ্র-পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বীর্য্যত্ব, দৌর্ব্বল্য এবং অরুচির ভাব আমাদের সকলেরই হইয়াছে, এবং আমরা জড়ের মত হইয়া পড়িয়াছি। আর সমুদ্রজলে স্নান ভাল লাগে না। ক্ষুধা প্রায় মরিয়া গিয়াছে, কেবল শরীরটাকে খাড়া রাখিবার জন্য এখন তখন এটা ওটা খাইয়া থাকি। না আলাপ, না বেড়ান, না প্রকাণ্ড সমুদ্রদর্শন, কিছুতেই আর আরাম নাই, সবই নিস্তেজ অতুষ্টিকর। 'পাণ্ডুরোগদুষ্ট দৃষ্টিতে সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়।' যখন বেড়াই, তখন বেড়াই না টলি; যখন আহার করি, তখন রোগী যেমন বিস্বাদ ঔষধ অনিচ্ছায় নাক মুখ সিটকাইয়া খায়, তেমনি খাই। হায়, আমরা একেবারে ঠিক রোগী হইয়া পড়িয়াছি। মন্দ, তার চেয়ে মন্দ, তার চেয়ে মন্দ, এই তিন শ্রেণীর সমুদ্রপীড়া। আমি, দেবেন্দ্র বাবু এবং সত্যেন্দ্র বাবু, এই তিন জন যথাক্রমে এই তিন শ্রেণী-মধ্যে গণ্য হইতে পারি। হায়, সত্যেন্দ্র বাবুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে! তাঁহার গণ্ডস্থল ক্ষীণ হইয়াছে, মুখশ্রী পাণ্ডুর হইয়াছে, হস্তপদ চলচ্ছক্তিবিমুখ হইয়াছে, সকল শরীর ক্ষীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ে, তখনই আমার বন্ধুর কেমন একটা ভয় উপস্থিত হয়, এবং একেবারে এলিয়ে পড়েন—যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহাদেরই মনে কৌতুক ও দুঃখ উভয়বিমিশ্র একটি ভাব উদিত হয়। এত

রকম উৎসাহ যেমন তেমনি রাখিয়াছেন। আমরা যত জন, তাহার মধ্যে তিনিই একটুও অবসন্ন হন নাই। বোধ হয়, তাঁহার এক প্রকারের ধাতু, যাহাতে কিছুতেই কিছু হয় না। তাঁহার সঙ্গে অনেক সময়ে আমি ঠাট্টা তামাসা করি। আজ দুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রের জলের রং—গভীর নীল। আমার স্বভাবতঃ পিত্তপ্রধান ধাতু, সমুদ্রপীড়ায় আরও পিত্তপ্রধান ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। কখন কখন আমার ভয়ঙ্কর গরম বোধ হয়, স্বতরাং সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে গিয়া বসি, কিন্তু তবু শরীর ঠাণ্ডা হয় না। কেমন একটা আমার সমুদায় শরীরে জ্বালা বোধ হয়। ছোলা বরফী প্রভৃতি যাহা আমরা সচরাচর আহার করি, সেই খাদ্যই আমরা ঠিক রাখিয়াছি

রবিবার, ২রা অক্টোবর

"আজ একটু ভাল। দেবেন্দ্র বাবু এবং সত্যেন্দ্র বাবুর বমি নিবৃত্ত হইয়াছে। সমুদ্রজলে স্নান এখনও ভাল লাগে না। বাতাস সম্পূর্ণ শুষ্ক। সমুদায় দিন মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা বাতাস। এখনও গা ঘুরণি আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে। ক্ষুধা কিছু নাই বলিলে হয়। প্রাতঃকালে জাহাজের কাপ্তেন মেস্তর ফারকুহারের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ হইল। আমাদের ধর্ম্ম যে যথেষ্ট নয়, উহাতে আপদ আছে, এই আলাপের মধ্যে কাপ্তেন তৎসম্বন্ধে দুচারি কথা বলিলেন। আমাদিগের দেশীয় লোক যে কিছু অগ্রসর হইয়াছে, এজন্য তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া আলাপ শেষ করিলেন যে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করিব। যদিও তাঁহার সঙ্গে আমাদের রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল না, তথাপি থিয়োডার পার্কার এবং ফ্রান্‌সিস নিউমানের পরিচালনায় ইংলণ্ডে যে নূতন মত উপস্থিত হইয়াছে— যে মত মূলে আমাদের ধর্ম্মের মত—তাহার উল্লেখ করিয়া পাকতঃ তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। পাকতঃ এই জন্য বলিতেছি যে, যখন ইংলণ্ডের খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম ছাড়িয়া আমাদিগের দিকে আসিতেছেন, তখন আমরা যে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে যাইব, এই যে তাঁহার আশা, উহা বিফল, ইহাই আমরা এতদ্দ্বারা প্রমাণ করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের ছোট বড কর্ম্মচারিগণে প্রায় সমুদায় ডেক পূর্ণ হইয়া গেল। কাপ্তেন,

প্রধান মেট, নাবিক, সূত্রধর, খালাসী, ষ্টুয়ার্ড, খানসামা, সিপাহী সকলে সুন্দর সারি বান্ধিয়া দাঁড়াইল। কাপ্তেন পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সিপাহীরা নিয়মিত কাওয়াত করিতে লাগিল। কাপ্তেন প্রতিব্যক্তির নিকটে গমন করিতে লাগিলেন, সকলে সম্ভ্রম ও আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিল। দৃশ্যটি আগাগোড়া বিলক্ষণ জমকাল। আমার মনে হইতে লাগিল, নিউবিয়া জাহাজখানি যেন একটি ছোট নগর; ইহাতে নাগরিক, সৈনিক, যন্ত্রচালক, চিকিৎসক, সঞ্চয়রক্ষক, পাচক প্রভৃতি সমুদায়ই আছে। সর্ব্বশেষে কতকগুলি লোককে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান করা হইল; শুনিতে পাওয়া গেল, জাহাজে আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে, তাহাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর সকল আয়োজনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইলাম, দু দুজন ইউরোপীয় তরবারি ঝুলাইয়া প্রতি লংবোটের নিকটে অবস্থিত। এরূপ আয়োজনের প্রয়োজন এই যে, আগুন লাগিবামাত্র খালাসী এবং দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও যাত্রিকগণকে জাহাজে ছাড়িয়া লংবোট লইয়া পলায়ন করে। সুতরাং সে সময়ে ইউরোপীয় রক্ষিগণ লংবোটের ভার গ্রহণ করে, এবং কোন দেশীয় লোক পলায়ন করিতে সাহস করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। আজ প্রাতঃকালে সকল প্রকারের শিক্ষা যথাবিধি অনুসৃত হইল। সকল খ্রীষ্টান কর্ম্মচারিগণ কাপ্তেনের সঙ্গে ভজনালয়ে গেলেন, কেন না আজ রবিবার। আমি আর কালীকমল বাবু ছোলা আর বরফী খাওয়া আর চালাইতে পারিলাম না। সুতরাং উহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল খাবার প্রয়োজন হইল। উঃ! দাল ভাতের জন্য মনের কেমন অতিমাত্র অভিলাষ! কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন—তাহা না হইলে আমাদের জীবন সংশয়—বিশেষ আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, সিংহলে পঁহুছিতে বুধবার লাগিবে; এখনও আমাদিগকে আরও তিন দিন জাহাজে কাটাইতে হইবে। জাহাজের পার্সারের সঙ্গে রুটি আলু ভাত ও ঝোলের ব্যবস্থা করা গেল; যদিও আমাদের ইচ্ছানুরূপ হইল না, তথাপি আমাদের মধ্যাহ্নের আহার ভালই লাগিল। আমি কালীকমল বাবুকে বলিলাম, 'এক বার সিংহলে পঁহুছান যাউক, দাল ভাতের কষ্ট

সেখানে গিয়া আচ্ছা করিয়া মিটাইব।' কালীকমল বাবু বলিলেন, তিনি এক থাবা চড়চড়ী একেবারে গলাধঃকরণ করিবেন। কপোতের ন্যায় একটি সুন্দর পাখী আমাদের জাহাজ যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। আমার ইহা দেখিয়া আহ্লাদও হইল, আশ্চর্য্যও হইলাম। আশ্চর্য্য এই জন্য যে, এই পাখী ভারতসমুদ্রের কূল হইতে কি করিয়া এত দূরে আসিল, আবার পুনরায় ফিরিয়া যাইবে। তাহার পর অনুসন্ধানে জানিতে পাইলাম, পাখীটি মান্দ্রাজের কোন এক স্থান হইতে আসিয়াছিল, এবং আমাদের জাহাজের লোকে ধরিয়াছিল, আজ উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে এক জন নাবিক পাখীটি আমাদের নিকটে আনিল। তাহারা ইহাকে 'বসন' পাখী বলে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় শীতল, বড় মনোরম; এমন শীতল ও মনোরম যে, আমি ও দেবেন্দ্র বাবু ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ডেকেতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমাদের ঘুমটা সম্ভোগ হইল না, কেন না জাহাজ এমনই ভয়ানক দুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, আমরা চেয়ার শুদ্ধ ডেকে উল্টিয়া পড়িয়া গেলাম। হা হা !! আমি পড়িয়া গিয়া ঘাড়ে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু ব্যথার সঙ্গে হাসি উপস্থিত, সুতরাং দুঃখের না হইয়া সুখেরই হইল। আমাদের ক্যাবিন এ সময়ে বড়ই অসুখের হইয়াছিল, এক রকমের ভাপসা গন্ধ,—গন্ধে বমি আসিতে চায়। কি কষ্টকর! সমুদ্রপীড়া আমাদিগকে ভূমিদর্শনে ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছে। এক জন জাহাজের কর্ম্মচারীর সঙ্গে এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি অতি ভদ্র।

সোমবার, ৩রা অক্টোবর

"স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেকটা ভাল। আমাদের ক্ষীণকায় পাণ্ডুরবর্ণ সত্যেন্দ্র বাবু সুস্থ হইয়া আসিতেছেন। সমুদ্রপীড়া তিন দিন থাকে, এ কথা সত্য হইল। আবার আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য-দর্শনে প্রস্তুত হইলাম। আজ আমরা জাহাজের চিকিৎসকের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম; কাপ্তেন আমাদিগের নিকটে আসিলেন, আসিয়া বসিলেন, এবং আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন, রবিবার প্রভৃতি বিষয়ে কথোপকথন চলিল। ইচ্ছা হয়, কাপ্তেনকে যদি আমাদের ধর্ম্মের মত বিশ্বাস অন্তের

মধ্যে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। আমাদের জাহাজের বড় বড় কর্ম্মচারীগুলি সকলেই দেখিতে সংস্বভাব, ভদ্র। কাপ্তেন খুব পুষ্টাঙ্গ, বলিষ্ঠ, নাতি-দীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী, সমুদায় দিন কোন না কোন একটি কাজে নিযুক্ত আছেন। প্রধান মেটও, যেমন সচরাচর দেখা যায়, এক জন ভাল ইউরোপীয়, হালিডের মত খুব বড় মানুষের চেহারা, দীর্ঘ অথচ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রমাণমত ; কিন্তু তাঁহার গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে কৌতুক হয়। যদিও দেখিতে বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত, এবং লোকের উপরে প্রভুত্ব-রক্ষার উপযোগী, তথাপি তাঁহার দৃষ্টিমধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যাহা দেখিলেই হাসি পায়। ইনি কাজে খুব দক্ষ। কখন আকাশের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাঁহার পেছনে যে ব্যক্তি আছে, তাহাকে একটি কাজ করিতে আদেশ কারিলেন, আর এক জন বামপাশে আছে, তাহাকে কিছু করিতে বলিলেন, এইরূপে একপ্রকার বড় মানুষী ভাবে দশটা কাজের বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, অথচ সকল সময়ে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করিতেছেন। নিশ্চয় ইনি বড়ই ভাল মানুষ। যখনই ইঁহাকে দেখি বা ইঁহার বিষয়ে ভাবি, আমরা হাসি সংবরণ করিতে পারি না। পার্সার এবং চিকিৎসকও বেশ ভাল মানুষ। ইঁহারা দুজন, কাপ্তেন এবং প্রধান মেট অনেক সময়ে আমাদের নিকটে আসেন, এবং আমাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। দিন দিন আমাদের সঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় হইতেছে। সমুদ্রযাত্রায় এরূপ পরিচয়লাভে আমরা বিধাতার নিকটে কৃতজ্ঞ। একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, বাঙ্গালার ইউরেসিয়ান এবং ইউরোপিয়ান গণ্য মান্য লোকের কৃষ্ণবর্ণ দেশীয় লোকদিগের প্রতি যেরূপ সংস্কার, ইঁহাদিগের তাহার কিছুই নাই। যাঁহারা ঐ সকল অযথাসংস্কারাপন্ন ঈর্ষ্যাপরবশ ব্যক্তিগণের ব্যবহার দেখিয়া ব্রিটনগণের ভাব ও চরিত্র বিচার করেন, তাঁহাদিগের অন্যায় বিচার হয়। ব্রিটনগণের মনের এমন একটি মহত্ত্ব ও উচ্চতা আছে যে, তাঁহাদিগের দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যেও উহার উৎকর্ষ শোভা প্রকাশ করে। আজও ভাত, আলু এবং রুটি মধ্যাহ্নভোজন হইল। ঝোলে আমার বমি আইসে, আমার উহার ঘ্রাণই সহ্য হয় না, ইহার স্বাদ না জানি কি প্রকার অসহ্য। আমার পক্ষে বলিতে পারি, এ অতি নিকৃষ্ট

সামগ্রী। সমুদায় দিন বাতাস বেশ—শীতল আনন্দবর্দ্ধক সমুদ্রবায়ু সমুদায় দিন বহিতেছে। আজ সূর্য্যাস্তের সুন্দর দৃশ্য সম্ভোগ করিলাম। সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত কি সুন্দর, কি মনোহর! নগরে এরূপ কখন দেখায় না। দেখ দেখ, হিরণ্ময় উজ্জ্বল গোলক দ্রুতগতিতে সমুদ্রের নীলবর্ণ প্রশস্ত বক্ষে অবতরণ করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিম্নভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। অল্পে অল্পে সমগ্রটি ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অন্তর্হিত হইল। আমার মনে হইল, ভীষণ সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা দানবের ন্যায় সুন্দর দিবসাধিপতিকে অল্পে অল্পে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। অতি করুণা-উদ্দীপক দৃশ্য! এমন সুন্দর মনোহর দেবতাকে এমন ভয়ঙ্কর দৈত্য আসিয়া গ্রাস করিল। হে দিবাকর, পৃথিবী তোমার মৃত্যুতে যেন শোকের কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিল।

মঙ্গলবার, ৪ঠা অক্টোবর

"আজ মঙ্গলবার, সকলই মঙ্গল। প্রায় সমুদ্রপীড়া আর নাই, ক্ষুধা ও বল কিছু পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রাতঃকালে যখন আমরা স্নান করিতেছিলাম, তখন কালীকমল বাবু বলিয়া উঠিলেন, মাটি দেখা যাইতেছে, মাটি দেখা যাইতেছে! তিনি যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে বিশ্বাস হইল না। সুতরাং চস্মা পরিলাম, এবং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমরা ভূমির কাছ দিয়া যাইতেছি। কোথা দিয়া যাইতেছি, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে আমরা তাড়াতাড়ি কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, মন আহ্লাদে কৌতূহলে নাচিতে লাগিল। আমাদের দৃষ্টিতে ভূমি খুব উচ্চ বলিয়া মনে হইল। আমরা দূরবীক্ষণযোগে উহার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলাম। দেখ, ওগুলি কি—পর্ব্বতশ্রেণী! কি আহ্লাদ! কি আনন্দ! আনন্দের উচ্ছ্বাস আমায় অভিভূত করিল। এই আমি প্রথম পর্ব্বত দেখিলাম! একটি দুটি কি দশটি পর্ব্বত নয়, একেবারে সারি বান্ধিয়া নানা আকারের ঢেউখেলার মত অনেকগুলি পর্ব্বত ভূমির এ দিক্ হইতে ও দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণী অশেষ বলিয়া মনে হয়, কেন না আমি এই দুইটার সময় লিখিতেছি, এখনও পর্ব্বতশ্রেণীই দেখিতেছি। আহা, কি মনোহর সুন্দর ভূখণ্ড সম্মুখে! কেবল যে কতকগুলি

একটী হইতে আর একটী কিছু দূরে সারি বান্ধিয়া চলিয়াছে, এবং দৃষ্টি হইতে যত দূরে তত অস্পষ্ট, আর যত নিকটে তত অতিস্পষ্ট, ঘোরাল বর্ণবিশিষ্ট। দূরবর্ত্তীগুলি এমনই ছায়ার মত দেখায় যে, অনেক সময়ে দূরস্থ মেঘের সঙ্গে এক বলিয়া ভ্রম হয়! বস্তুতঃ যাহারা দূর হইতে দেখে, তাহাদিগের নিকটে পর্ব্বত মেঘের মত দেখায় এবং দূরত্ব ও নৈকট্য অনুসারে ঘন ও লঘুভার মেঘের ভিতর যত প্রকারের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখায়। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তোমার করুণায় যে আমি ঈদৃশ গম্ভীর দৃশ্য সম্ভোগ করিতে পারিলাম, তজ্জন্য আমার হৃদয় তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই দৃশ্য এত আহ্লাদকর, এত মুগ্ধকর যে, খুব বিচিত্র বর্ণনও ইহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। ভাষার দরিদ্রতা অপনয়ন জন্য আমি কালী দিয়া এই দৃশ্যের একটি চিত্র অঙ্কিত করিলাম। ঐ চিত্র হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন, পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নভাগে সারি বান্ধিয়া সুন্দর গুল্ম ও লতা জন্মিয়াছে, এবং সমুদ্র ও উহার মধ্যে, মনে হয়, সিকতারেখা অবস্থিতি করিতেছে। নাগরিক লোক সকল, তোমাদের দুর্গন্ধজঞ্জালপূর্ণ প্রান্তভূমি, এবং কারাগার-সদৃশ গৃহকুট্টিম হইতে বাহির হইয়া আইস এবং এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও চাক্চিক্য অবলোকন কর। সমুদ্রের জল এখন সুন্দর গভীর সবুজ রং—কিন্তু দেখ, কয়েক হাত দূরে একটী সুস্পষ্ট রেখায় সবুজ ও নীল বর্ণের ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের সম্মুখের ভূমির নাম কি? আমাদের অভিলষিত সিংহলদ্বীপ? হাঁ, তাহাই বটে; আহা, কি অদ্ভুত ভাব আত্মাকে পূর্ণ করিল! একেবারে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিয়াছি! বঙ্গীয় অখাত পার হইয়া আসিয়াছি! যে ব্যক্তি এক সময়ে কলুটোলার কারাবাসে বদ্ধ ছিল, যাহার চিন্তা তুচ্ছ বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল, উত্তরপাড়া বা বর্দ্ধমানে যাওয়াই যাহার পক্ষে গুরুতর সাহসিক কার্য্য ছিল, সেই আমিই কি ভারতবর্ষ এবং তাহার অসংখ্য নগর, নদী ও পর্ব্বত সমুদায় ছাড়িয়া আসিয়াছি? যথার্থই আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত, এবং আত্মা অতীব আহ্লাদিত হইয়াছে। এরূপ সাহসিক দেশভ্রমণে আত্মার নিজের মহত্ত্ব অনুভবগোচর হয়। সমুদায় দিন ভূমিই দেখিতে লাগিলাম। রজনী উপস্থিত, তথাপি আমাদের গম্যস্থান গল দেখিতে পাইলাম না। আগামী

বুধবার, ৫ই অক্টোবর

রাত্রি দুইটার সময়ে সিংহলদ্বীপের দীপস্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইলে, আমাদের জাহাজ হইতে কামান ছোড়া হইল। আমি এ সময়ে গভীর নিদ্রায় ছিলাম, এ কথা আমি লোকের মুখে শুনিয়া লিখিতেছি। ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় নঙ্গর করার শব্দ আমাদের কর্ণে আসিল। গা ধুইয়া আমরা আমাদের কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী বান্ধিলাম, এবং জাহাজ ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। অনন্তর আমরা ডেকের উপরে গমন করিলাম, সেখানে গিয়া কি বিচিত্র মনোহর ভূখণ্ড আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোথাও নারীকেল-বন—কোথাও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অন্তিম তরঙ্গে প্রচণ্ডাঘাত করিয়া কখন কখন অদ্ভুত উচ্চতায় উত্থান করিতেছে,—কোথাও বিবিধ প্রকারের বৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত প্রশস্ত উচ্চ স্তূপ দেখা যাইতেছে,—কোথাও দুর্গসম্মুখীন বন্ধুর এবং বিস্তৃত প্রাচীন শিলোচ্চয় অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের চারিপাশে সিংহলী লোকদিগের কর্তৃক পরিচালিত অদ্ভুত গঠনের ছোট বড় নৌকা—কতকটা আমাদের দেশীয় ডোঙ্গার মত—প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি দীর্ঘকায় জলজন্তু জলের উপরিভাগে সন্তরণ করিতেছে। এই সকল নৌকার এই একটি বিশেষত্ব যে, তিনটি স্থূল এবং বন্ধুর কাষ্ঠখণ্ড চতুষ্কোণের তিন পার্শ্বের আকারে নৌকার মধ্যভার ঠিক রাখিবার জন্য উহার একদিকে বান্ধা রহিয়াছে। আমরা এই নৌকার একখানি ভাড়া করিলাম এবং আমাদিগের জিনিষপত্র উহাতে তুলিয়া স্থলাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যেখানি আমরা ভাড়া করিয়াছিলাম, সেখানি দেখিতে ভাল এবং একটু প্রশস্ত। যাই আমরা কূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, অমনি কতকগুলি সিংহলী ছোট লোক আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কেন এরূপ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, ইহারা কে, আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; আমরা বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গার সঙ্গে সংলগ্ন প্রশস্ত মঞ্চোপরি গিয়া দাঁড়াইলাম, এই মঞ্চই অবতরণ করিবার স্থান। পূর্ব্বোক্ত লোকগুলি চক্ষুর নিমেষে আমাদের জিনিষ পত্র নৌকা হইতে তুলিয়া, ঐ সকল লইবার জন্য সেখানে যে দুখানি গাড়ী ছিল, তাহার উপরে রাখিয়া দিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, উহারা কুলি। এই গাড়ী সামান্য রকমের

এবং ইহার গঠনও বিচিত্র প্রকার, মানুষে টানে। আমরা গিয়া 'কষ্টম হাউসে' দাঁড়াইলাম—ইটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি মলিন পুরাতন গৃহ। দুজন তিনজন চপরাসী আছে, আর কতকগুলি ফিরিঙ্গী; তাহারা মধ্যে মধ্যে পরস্পর কথা বার্ত্তা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা আমাদের নিকটে হিব্রু। কালীকমল বাবু এবং সত্যেন্দ্র বাবুর প্রতীক্ষায় আমরা সেখানে রহিলাম। তাঁহারা নৌকায় স্থান নাই বলিয়া ষ্টিমারেই রহিয়াছেন; আমরা যে নৌকায় আসিলাম, সেই নৌকা আবার একবার গিয়া তাঁহাদিগকে আনিবে। ইতোমধ্যে এক জন মান্দ্রাজদেশীয় ভদ্র লোক, যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এবং বোধ হইল, দেবেন্দ্র বাবুকে চেনেন, আমাদের নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনেক রকমের লোক আমাদিগের নিকটে আসিতে লাগিল এবং সে সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন হোটেলের দালালও ছিল। রাস্তাতেও অনেক লোক জমা হইয়াছে। আমাদের বন্ধুদ্বয় আসিবামাত্র গলদুর্গের প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া আমরা একটি হোটেলে চলিলাম—দুর্গটি অতি প্রাচীন, জীর্ণ, যত দূর সম্ভব দেখিতে ভীষণ, উহাতে শিল্পসম্পর্কীয় কোন সৌন্দর্য্যই নাই। দুজন দালাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং নিজ নিজ সংস্পৃষ্ট হোটেলে লইয়া যাইবার জন্য দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। প্রথমতঃ মেস্তর এফ্রাইম্‌সের হোটেলে গেলাম, সেখানে স্থান না থাকাতে মেস্তর এস্ বার্টনের 'রয়াল হোটেলে' চলিলাম। যথার্থই রয়াল হোটেল (রাজকীয় পান্থনিবাস)! ইহার বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই প্রচুর যে, উহা ঘিঞ্জি, নিম্নছাদ, কুৎসিতরূপে সজ্জিত গৃহকুট্টিম, ভাঙ্গা দ্বার জানালা, ক্ষুদ্র অপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে ছড়ান পচা খাদ্যসামগ্রী, কতকগুলি সামান্য জীর্ণ রকমের গৃহসামগ্রী; এই সকল সহজে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত করে যে, লাল-বাজারের সামান্য 'চপ হউস' এবং 'রয়াল হোটেলের' মধ্যে একটুও প্রভেদ নাই। যাহা হউক, আমরা হোটেলের মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম এবং স্থান লইলাম। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সে বিষয়টি আমাদিগকে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে—বিষয়টি পারিশ্রমিকের অতিমাত্র উচ্চ দর। পশ্চাদুক্ত ঘটনাগুলিতে উহা সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কূলে আসিয়া নৌকার মাঝিকে নৌকাভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা গেল, সে প্রতিবারে যাতায়াতে দেড় টাকা চাহিল। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু আমাদিগকে দুবারের জন্য তিন টাকা বিনা আপত্তিতে দিতে হইল। তাহার পর যে গাড়ীতে জিনিষপত্র আনিয়াছিল, ঐ গাড়ী কয়েক হাতমাত্র দূরে আনিয়াছিল, উহার ভাড়াও বিলক্ষণ বেশী দিতে হইল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান একটী টিনের ক্ষুদ্র নস্যধানীক্রয়। উহার মূল্য কলিকাতায় দুপয়সা, আমাদিগকে ইহার জন্য ছয় আনা দিতে হইল। আমাদের খাদ্যসামগ্রী আমরা নিজেই প্রস্তুত করিব মনে করিয়া, হোটেলের মালিকদের সঙ্গে আমরা কেবল বাসার বন্দোবস্ত করিলাম। বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে আসিলে যে একটা মনের উত্তেজিতাবস্থা উপস্থিত হয়, সেটা একটু কমিলে, সুখাদ্য খিচুড়ী রন্ধন করিয়া লইব মনে করিয়া, আমরা চাল দাউল, আলু প্রভৃতি আনিবার জন্য বলিলাম। আমি রান্ধনী হইলাম এবং কালীকমল বাবু আমার যোগাড়দার হইলেন। কাষ্ঠ, মসলা, হাঁড়ী প্রভৃতি সব আনা হইল, এবং আমরা পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা—বিশেষতঃ আমি—অতি অবিচারে অবিবেচকের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। রন্ধনশালাটী বঙ্গদেশের চাষাদের খড়ের কুড়ে অপেক্ষা কিছু ভাল নয়; অল্প সময়ের মধ্যে উহা ধোঁয়ায় পূর্ণ হইয়া গেল। যে দাউল আমরা আনাইয়াছিলাম, উহা পাথরের মত শক্ত। এত শক্ত যে, পূরো তিন ঘণ্টা গেল, তবু নরম হইল না। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকারের অসুবিধা উপস্থিত হইল। ফলে কি দাঁড়াইল ? চারি ঘণ্টা অতি কঠিন পরিশ্রমের পর অতিবিস্বাদু, যত দূর সম্ভব এক বিচিত্র আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত হইল, চাউল, দাউল ও আলুর একটা দৈবাধীন পাঁচমিশালি। প্রবৃত্তি হয় না, অথচ বাধ্য হইয়া উহাই খাইতে হইল। এই অবিবেচনার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে অধিক কষ্ট দিল। আমার শক্ত মাথা ধরিল—সমুদায় শরীর ভয়ানক গরম হইল—নাড়ীতে জ্বরের বেগ উপস্থিত। কি যে আমার কষ্ট বোধ হইতেছে, তাহা বর্ণন করিতে পারি না। সমুদ্রের বায়ু অন্য সময়ে খুব ভাল লাগে, এখন বড়ই ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল এবং অসাধারণ কষ্ট উপস্থিত হইল। আমি বিছানায় গিয়া শুইলাম, এবং খুব গরম কাপড় চাপাইলাম। আশা, নিদ্রা গেলেই কষ্ট কমিবে।

বৃহস্পতিবার ৬ই এবং শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর

"বৃহস্পতিবারের প্রাতে কিঞ্চিৎ জ্বরবোধ লইয়া আমি শয্যা হইতে উঠিলাম। এখন আমরা নিজ হস্তে রন্ধনের অভিলাষ ছাড়িয়া দিয়াছি; আবার যে গত কল্যের মত প্রহসনের অভিনয় করিব, সে প্রবৃত্তি নাই। প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজন যথাসময় দেওয়ার ভার আমরা হোটেলরক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলাম। কিন্তু হায়, অতিকষ্টকর নিরাশা উপস্থিত হইল। খাদ্য সামগ্রী যেমন বিস্বাদু হইতে পারে, বরাবর তেমনি বিস্বাদু। সকলগুলিই অপকৃষ্ট সামগ্রীতে প্রস্তুত। আমরা এ দুদিন অত্যন্ত অসুবিধায় ও অসুখে কাটাইলাম। ক্রমান্বয়ে সমুদ্রবায়ু বহিতেছে, এই সমুদ্রবায়ুসেবনেই আমাদের একমাত্র সম্ভোগ এবং এই সমুদ্রবায়ুই রয়াল হোটেলের মর্য্যাদা। যাহা হউক, এ স্থান আমরা একটুও ভালবাসি না, যত শীঘ্র এ স্থান ছাড়া যায়, ততই ভাল। যথার্থই রয়াল হোটেল! লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার অতি চতুর কৌশল। এ 'ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচির' ব্যাপার! মেস্তর এফ্রাইম্‌সের সি-ভিউ নামক হোটেল, যাহার পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই হোটেলে শনিবারে যাওয়ার সমুদায় বন্দোবস্ত করা গেল। আমি ভাল হইতেছি।

শনিবার, ৮ই অক্টোবর

"মেস্তর বার্টনের সঙ্গে হিসাব পত্র পরিষ্কার করিয়া, সি-ভিউ হোটেলে যাইবার জন্য গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করা গেল। রয়াল হোটেলে যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিবার উপযুক্ত—হোটেলের মালিক এবং আর এক ব্যক্তি মেস্তর জন। প্রথম ব্যক্তি বৃদ্ধ, কৌতুকী, গণ্ডদেশ লোলচর্ম্ম, নয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লঘুকায়, ক্ষীণাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ইউরেষিয়ান্। ইঁহার সাহিত্যে দক্ষতা এই পর্য্যন্ত যে, ইনি চিনাবাজারের ইংরেজী বলিতে পারেন। হা! হা! তিনি এইরূপ ইংরেজী কথা ব্যবহার করেন, 'They goes' 'we goes'। আমরা যে হোটেলে আসিলাম, এ হোটেল অতি-সুন্দর, ইংরাজী রকমের সকল বন্দোবস্ত, এবং সকল প্রকারেই সুবিধা ও সুখকর। এখান হইতে জমকাল সমুদ্রের দৃশ্য—আমার বলা উচিত ছিল,

মহাসাগরের দৃশ্য—দেখিতে পাওয়া যায়; কেন না ইহা বিস্তৃত 'ভারতসাগর' সম্মুখীন করিয়া অবস্থিত। সমুদ্র এবং হোটেলের মধ্যভাগে সিকতাভূমি। সুতরাং আমোদজনক পরিভ্রমণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা আছে। হোটেল-রক্ষককে অতি ভদ্র বলিয়া মনে হয়। তৃপ্তিকর প্রাতরাশ মধ্যাহ্নভোজন আমরা ভোজন করিয়া থাকি। ভাত, আলু, তরকারি, দুগ্ধ এবং চিনি ইহাই আমার প্রধান খাদ্য। কলিকাতা ছাড়ার পর, মনে হয়, এই আমি প্রথম তৃপ্তিকর খাদ্য পাইলাম।

রবিবার, ৯ই অক্টোবর

"আমরা বুধবার হইতে সিংহলে আছি, অথচ এখনও এ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার কিছুই জানিতে পাই নাই। আমাদের কৌতূহল অতিপ্রবল। আমরা জানি না, কোথায় যাইব, কাহাদের সঙ্গ করিব। প্রাতঃকালে হোটেলরক্ষক মেস্তর এফ্রাইম্‌স্ সিংহলীদিগের আচার ব্যবহারের কিছু কিছু অবগত করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। দেশীয় জন-সাধারণসম্বন্ধে তাঁহার মত বড় ভাল নয়, তবে দুজন দেশীয় উকিলের বুদ্ধি ও গুণের বিষয়ে তিনি খুব প্রশংসা করেন। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকে শিক্ষাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহা তিনি বলেন। সিংহলিগণের ভূত প্রেতে প্রবল বিশ্বাস। কোন কঠিন ব্যারাম উপস্থিত হইলে উহারা এক প্রকার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে 'ভূতের নাচ' বলে। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা প্রায় সমুদায় রাত্রি রোগীকে খোলা বাতাসে রাখিয়া দেয়, এবং ভয়ানক চীৎকার করে; এ চীৎকারের অর্থ সম্ভবতঃ ভূতের আবির্ভাবপ্রকাশক। মেস্তর এফ্রাইম্‌স্ বলেন, দশটির মধ্যে নয়টি রোগী ইহাতে মরিয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতগণসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু অবগত করিলেন এবং বলিলেন, যদিও তাঁহারা অনেক সময়ে বিবাহ করেন না, কিন্তু ভয়ানক দুরাচারের কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্ন ভোজন উভয়ই উৎকৃষ্ট, আহারের বিরুদ্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। দেবেন্দ্রবাবু শয্যাশায়ী, তাঁহার নাড়ীতে কিঞ্চিৎ জ্বরবেগ উপস্থিত। আর সকলের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা দায়।.........আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক তত স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তু যখন আমরা আহারের সমীপবর্ত্তী হই,

তখন খুব পেট ভরিয়া খাই। এ সকল সত্ত্বেও শরীরে তেজ উৎসাহ স্ফূর্ত্তি নাই। আমরা তটভূমিতে বিলক্ষণ বেড়াই, এবং প্রচুর পরিমাণ সমুদ্রবায়ু সম্ভোগ করি। যখন উচ্চ তটভূমিতে দাঁড়াইয়া সাগরের উপরে নয়ন নিক্ষেপ করি, আমার অধিকৃত স্থানসম্বন্ধে মনে অভিমান উপস্থিত হয়।

সোমবার, ১০ই অক্টোবর

"প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজন পূর্ব্বের মত হৃদ্য এবং সুখকর। আমি কখন আশা করিতে পারি নাই যে, সিংহলে আমার জন্য ইংরাজী হোটেলে প্রতি প্রাতে এবং সায়ঙ্কালে নিয়মিতরূপে বেগুন, আলু ও বিলাতী কুমড়ার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইবে। যখন এগুলি তরকারী এবং প্রচুর পরিমাণ ভাত পাই, তখন আমার অবস্থা মনে করিয়াই লইতে পার। উঃ! আমি ভূতের মত খাই। প্রাতরাশের পর আমরা গাড়ী চড়িয়া 'সিনামন গার্ডেনে' বেড়াইতে গেলাম। গাড়ী অত্যন্ত হালকী। অশ্বগুলি খুব বলিষ্ঠ, এবং অতি দ্রুতবেগে যায়; এত দ্রুত যায় যে, আমাদের সমুদায় পথে এই ভয়, কি জানি বা আমাদিগকে গুঁড়ো করিয়া ফেলে। উঃ! আমরা রেলওয়ের গতিতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলাম। উদ্যানে পঁহুছিয়া—উদ্যানটি আমাদের হোটেল হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে—আমরা এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে লাগিলাম এবং এ দেশে কি কি জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের সঙ্গে এক জন ভদ্র ইউরোপীয় আছেন, তিনি উদ্যানস্থ প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষের বিশেষ বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমরা এই সকল বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম,—দারুচিনি, কাঁঠাল, বেডফ্রুট, চিনা, মেরগোজা, আম্র, দাড়িম্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্টাডিঙ্গীর কেনালের অপেক্ষা বড় প্রশস্ত নয়, গিন্দেরা নামক একটী নির্ম্মলসলিলা ক্ষুদ্র নদী উদ্যানের এক দিক্ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহারা বলিল, এই নদী কুম্ভীরপূর্ণ এবং সেই জন্য বাগানের ধারে নদীর কতকটা বেড়া দেওয়া আছে যে, লোকে নির্ব্বিঘ্নে স্নান করিতে পারে। আমরা একটি কুম্ভীরের ছাল গাছে ঝুলান দেখিলাম। তাহারা বলিল, ইটিকে ঐ নদীতে আর এক দিন চক্ষে গুলি মারিয়া মারা হইয়াছে। আমরা যখন বাগানে বেড়াইতেছিলাম, কতকগুলি সিংহলী বালক অনেকগুলি লাঠি হাতে করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে

লাগিল, 'সিনামন ষ্টিক্‌স্, সার, বেরিগুড ষ্টিক্‌স্, সার,' (Cinnamon sticks, Sir ; Very good sticks, Sir.) এই বলিয়া তাহাদিগের হাতে যে একখানি ছুরী আছে, তাহা দিয়া লাঠি চাঁচিয়া আমাদের নাকের কাছে ধরিল এবং খুব চালাকীর সঙ্গে বলিতে লাগিল, 'স্মেল লুক, স্মেল লুক, সার' (Smell look, smell look, Sir.)। উঃ! এই ছেলেগুলি বড়ই বিরক্তিকর, তাহারা কয় ঘণ্টা যাবৎ ক্রমান্বয়ে বিরক্ত করিতে লাগিল। অহো দিবালোক, আমরা জানি না, কি করিয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া দিব। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমরা হোটেলে রওয়ানা হইলাম। রাস্তার ধারে একটি বুদ্ধমন্দির ছিল, তাহা দেখিবার জন্য আমরা পথে থামিলাম। ঘরের ভিতরে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি আমাদিগকে দেখান হইল। এই বৃহৎ মূর্ত্তির দুপাশে দুইটী মূর্ত্তি আছে, মুখের গঠনে দেখিতে ঠিক একই প্রকার, তবে তদপেক্ষা লঘু ও ক্ষীণকায়। এটি বুদ্ধত্রিমূর্ত্তি—কশ্যপ, গোতম এবং কোণাগম। প্রাচীরে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রধান। এক রকম ভাঙ্গা সংস্কৃতে আমরা তত্রত্য পুরোহিতের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলাম। আমাদের কথা এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের কথা পরস্পর বুঝিতে অনেক কষ্ট হইল, এবং ইহাতে কি লাভ হইল? কতকগুলি সামান্য অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতমাত্র, যাহার উপরে ধর্ম্মের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ বলিয়া কিছুতেই নির্ভর করিতে পারা যায় না। আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তরে পুরোহিত মাথা ঝুঁকাইয়া বলিলেন, 'এবম্'। কখন কখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'নাস্তি'। কখন কখন তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া কেবল আমাদিগের দিকে বিস্মিতনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, বুদ্ধগণ নির্ব্বাণ ভিন্ন আর কিছুই সার সত্য নিত্য বলিয়া স্বীকার করেননা। এতদ্দ্বারা তিনি আমাদিগকে এই বুঝাইলেন, বিনাশই সত্য পদার্থ। এতদ্দ্বারা আমাদিগের মনে শূন্যবাদীর মত উপস্থিত হইল, যে মতে শূন্যই—সকল, এবং সকলই—কিছুই নয়। মাংসভোজনের বিরুদ্ধে তিনি বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মত এই প্রতীত হইল যে, তাঁহার মত ব্যক্তিগণের (পুরোহিতসকলের) মাংস-ভোজন বিধিসিদ্ধ, কেবল নিজ হস্তে বধ না করিলেই হইল। এরূপ মাংস-ভোজননিষেধে ফল কি, যাহাতে পুরোহিতগণেরও নিষ্কৃতির সূক্ষ্ম পথ আছে?

বড় অদ্ভুত বিধি! প্রাচীরে চিত্রিত অনেকগুলি মূর্ত্তির মধ্যে নরকস্থ পাপীর অবস্থা চিত্রিত আছে। উহাকে উর্দ্ধপদ করিয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ করা হইতেছে, এবং দুটি রাক্ষস ভীষণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাযোগে তাহার শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া লইতেছে। উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মন্দিরের নানা ভাগ দর্শন করিয়া আমরা সেই পুরোহিতকে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি এত বেশী কাল এবং দেখিতে এমন অভব্য যে, এক জন হাব্‌সী হইতে তাঁহাকে কিছুতেই ভেদ করিতে পারা যায় না। আমাদিগকে বসিতে বলা হইল—আমরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম, কিন্তু প্রধান পুরোহিত একবারও মুখ খুলিলেন না। যতগুলি প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেরই উত্তর—নিরুত্তর। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিয়া উত্তর দিলেন না, অথবা নিরর্থক গাম্ভীর্য্য রক্ষার অভিপ্রায়ে এরূপ হইল, আমরা ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কথা নিশ্চয় যে, যত ক্ষণ ছিলাম, তত ক্ষণ তাঁহাকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। আর কিছু দেখিবার নাই, সুতরাং আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

মঙ্গলবার, ১১ই অক্টোবর

"দেবেন্দ্র বাবু আজ অনেকটা ভাল। জলযোগের পর আমরা গাড়ী করিয়া ওয়াকওয়েলী পাহাড়ে গেলাম। এটি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, আমাদের হোটেল হইতে সাড়ে চারি মাইল দূরে। এই পাহাড়টীর উপরে উঠিবার পথ খুব চড়াও নয়, খুব সোজাও নয়। আমরা গাড়ীতে ক্রমে ক্রমে উচুতে উঠিতে লাগিলাম, এবং অনেক দূর যাইয়া তবে পর্ব্বতের উপরিভাগে পঁহুছিলাম। আমরা যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, তত চারিদিকের বৃক্ষগুলি বেশ সুন্দর ছোট দেখাইতে লাগিল, এবং উহারা যেন ক্রমে নীচের দিকে নামিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকের বন ও বৃক্ষের আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া ছোট ছোট কুটীর ও বাঙ্গলা ঘর যেন মুখ বাড়াইতেছে, এইরূপ দূর হইতে যেমন দেখায়, তেমনি দেখিতে পাইলাম। শিখরোপরি আরোহণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিকের ভূমণ্ডলের দৃশ্য অবলোকন করিলাম। আহা, কি জমকাল দৃশ্য! আমার অন্তরে উহা কি যে আনন্দ উদ্রিক্ত করিল, তাহা কথায় বর্ণন করা যায় না। আমার জীবনে এমন সুন্দর দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই!

নানাজাতীয় বৃক্ষ এখানে ওখানে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত—নির্ম্মল জলের ছোট ছোট নদী বক্রগতি হইয়া আস্তে আস্তে বহিয়া চলিয়াছে—কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের ভেলা উহার বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। সকল বস্তুই এত সুন্দর রকমের বিচিত্র ছোট ছোট দেখাইতেছে, বোধ হয় যেন চিত্রকরপ্রধান প্রকৃতি চিত্রফলকের উপরে ছোট ছোট করিয়া চিত্র করিয়া একখানি চিত্রপট আমাদিগের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আহা, সর্ব্বতোভাবে অতি সুন্দর দৃশ্য * ! আমরা কতকগুলি কাফীর ছড়ী ক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আসিবার বেলা রাস্তায় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিলাম। হাঁটিয়া মন্দিরে যাইতে আমাদের কঙ্কালে একটু ব্যথা লাগিল—আমাদের অঙ্গপরিচালনা অতিমাত্রায় হইল। কি আশ্চর্য্য! কয়েক মিনিট হাঁটিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি? মন্দিরটি অতি পরিষ্কৃত, এবং সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পিরামিডের আকার একটী 'ডাগোবা' আছে; শুনিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে বুদ্ধের দন্ত আছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি সিংহলী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একখানি বাঙ্গালার এক কোণে বসিয়া একটি তরুণবয়স্ক পুরোহিতের অধ্যয়ন শ্রবণ করিতেছে। আমরা এ অধ্যয়নের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পরিচিত সংস্কৃত শব্দ, যেমন 'পুত্র' 'পৌত্র' 'হিংসা' ইত্যাদি, আমাদের কাণে ঠেকিতে লাগিল। পাঠ সাঙ্গ হইলে বৃদ্ধা স্ত্রীগণ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রার্থিভাবে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল—সম্ভবতঃ ঐ শব্দগুলি ভক্তিব্যঞ্জক হইবে। আমরা এ স্থান ছাড়িয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিলাম, এবং হোটেলে গেলাম; সেখানে গিয়া সন্ধ্যায় যেমন বেড়াইয়া থাকি, তেমনি বেড়াইতে বাহির হইলাম। সায়ং ভোজনের পর হোটেলের কয়েক জন ভদ্রলোকের একান্ত অনুরোধে হ্যামলেটের কিছু অংশ আবৃত্তি করিলাম। দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়, যাহাতে হ্যামলেটের স্বগত কথা আছে, এবং চতুর্থাঙ্কের যেস্থলে বিস্ময়োদ্দীপক প্রেতদর্শন এবং প্রেতের পশ্চাতে পশ্চাতে হ্যামলেটের গমন বর্ণিত আছে, আমি তাহাই পাঠ করিলাম। আমাদিগের শ্রোতার

* আল্পপর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, এ দৃশ্য-দর্শনে তাহা আমাদিগের মনে উজ্জ্বলরূপে পুনরুদিত হইল।

মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট হার্ব্বি নামে এক জন ছিলেন,—ইনি অতি নম্রপ্রকৃতি, অতি ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান্—ইঁহাকে সেক্‌স্‌পিয়রের ভাবগ্রাহী মনে হইল; কেন না ইনি সেক্‌স্‌পিয়রের কতকগুলি নাটকের বিষয়ে বেশ বোদ্ধার মত আলাপ করিলেন। ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয় কি প্রকার হয়, আমাদের নিকটে তাহার কিছু বর্ণনা করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া হ্যামলেটের অভিনয় দেখিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সেক্‌স্‌পিয়রের নাটকসমূহের মধ্যে হ্যামলেট সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমার এ মতে তিনি সায় দিলেন। সমগ্র আলাপের মধ্যে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল।

বুধবার, ১২ই অক্টোবর

"যে সকল লোকের মধ্যে সম্প্রতি আমরা বাস করিতেছি, তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যবস্থা, ধর্ম্মসম্পর্কীয় এবং সাহিত্য-সম্বন্ধীয় অন্তর্ব্যবস্থান বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য আমরা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া এত দূর আসিলাম, এখন যদি কেবল সি-ভিউ হোটেলের ভূগোলসংস্থান এবং উহার জন কয়েক পান্থ এবং হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষকে মাত্র জানিয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার নিজের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতাচরণ হইবে। যদিও আমরা সিংহলদ্বীপে অল্প দিন বাস করিব, তথাপি এই অল্পদিনের মধ্যে অধিক কাজ করিয়া লইব, আমরা স্থির করিয়াছি। বেকন বলিয়াছেন, "সমধিক-লাভে তোমার দেশভ্রমণ সংক্ষেপ করিয়া লও;" আমাদের তাহাই করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকদের সঙ্গে ভাসা ভাসা পরিচয় হইয়াছে, তাহাদিগের বাহিরটা কেবল আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সিংহলিগণের মুখ নানা প্রকারের—সাধারণতঃ অনেকে মলয়জাতির মত—কতককে বর্ম্মাদেশীয়-গণের ন্যায়, কতককে মুসলমানদিগের ন্যায়, কতককে বাঙ্গালিগণের মত দেখায়। আমরা একজন পুরোহিতকে দেখিয়াছি, যিনি দেখিতে গোসাঞের মত; আর অনেকে হাব্‌সীর মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অনেক স্থলে কেবল মুখ দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের হিজড়াদের মত তাহারা রঙ্গীণ বস্ত্র শরীরের অধোভাগে জড়ায় এবং তাহাদের মাথায়

কচ্ছপের খোলার চিরুণী থাকে। এ চিরুণী এমন করিয়া নির্ম্মাণ করা যে, মাথার ঢালু দিকেও থাকিয়া যায়। তাহারা প্রায়ই লম্বা চুল রাখে। এই দ্বীপে আর সকল অপেক্ষা নারিকেল, কলা, দারুচিনি, জায়ফল, এবং আখ অধিক পরিমাণে জন্মায়। এখানকার নারিকেল দেখিতে যদিও বাঙ্গালাদেশের নারিকেলের মত, ইহার সারভাগ বাঙ্গালাদেশের নারিকেল অপেক্ষা সুমিষ্ট। এখানে দারুচিনি অতি আদরের বৃক্ষ। ইহার ছাল হইতে দারুচিনির তৈল, পাতা হইতে লবঙ্গের তৈল, উহার মূল হইতে কর্পূরতৈল পাওয়া যায়। আমি মানুষে টানা সিংহলী গাড়ীর কথা বলিয়াছি, এখন বলদের গাড়ী কয়েকখানি দেখিতে পাইলাম। এ গাড়ীগুলি বড়। যদিও নারিকেল পাতার প্রকাণ্ড ছাপ্পর থাকাতে অত্যন্ত ভারী বলিয়া মনে হয়, তবুও হাল্কী। আজ কাল আমরা অতি মনোরম উষাকাল সম্ভোগ করিতেছি। এ সময়ের শীতল মনোজ্ঞ বহমান সমুদ্রবায়ু, স্নিগ্ধ আলোকপ্লাবনে সমুদায় প্রকৃতিকে স্নাত করিয়া ভাসমান সুকুমার চন্দ্রকিরণ, সমুদ্রের জলনিষেক এবং দুর্গ-প্রাচীরোপরি ইতস্ততঃ পদসঞ্চালনকালে আমাদের মধুর আলাপ, এ সমুদায় আমাদের সময়কে সুখকর ও সান্ত্বনাদায়ক করিবার জন্যই যেন একত্র মিলিত হইয়াছে। অহো, এমন সময় সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত আমি সমুদায় সংসার দিতে পারি!

বৃহস্পতিবার, ১৩ই অক্টোবর

"প্রধানতঃ সমুদ্রদর্শনজন্য গৃহ, পরিবার ও বন্ধু ছাড়িয়া আসিয়াছি। গ্রন্থ হইতে আমি উহার যে মহত্ত্ব ও শোভনত্বের ভাব উপার্জ্জন করিয়াছি, সেইটি স্বয়ং অনুভবগোচর করিবার জন্য এই দূর দেশে আসিতে সাহস করিয়াছি। অহো, সমধিক পরিমাণে আমার পুরস্কার লাভ হইয়াছে! আমাদের গৃহের বাতায়ন হইতে কয়েক হাত দূরেই বৃহৎ ভারতসাগর! ইহার উচ্চনীচায়মান সুন্দর তরঙ্গমালা গভীর নীলবর্ণ; কিন্তু যতই উহারা কূলের দিকে অগ্রসর হয়, ততই উহারা হরিৎ বর্ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে আমাদের চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করে, এবং আমরা উহাদিগকে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন হইতে শিশিরসিক্ত সায়ঙ্কাল পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিয়া থাকি। সাগরের সলিল প্রস্তরময় তটে আহত হওয়াতে যে গর্জ্জন ও সোঁসোঁ ধ্বনি উত্থিত হয়,

উহা অবিশ্রান্ত আমাদের কর্ণে আসিয়া বাধে। অহো, আমি এ গভীর ভয়বিস্ময়োদ্দীপক ধ্বনি কখন ভুলিব না। আমার মনে হয়, এ যেন কোন শিকারভ্রষ্ট প্রকাণ্ড বন্য জন্তুর ভীষণ গর্জ্জন। রাত্রিতে যখন আর সকল মৃতবৎ স্থির শান্ত হয়, তখন উহা দশগুণ আরো ভয়ঙ্কর হয়। গভীর রজনীতে যখন কোন কারণে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আমরা কত বার কেমন মনোনিবেশপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিয়াছি। এই ধ্বনি বিশ্রামও জানে না, নিবৃত্তিও জানে না। দিনই হউক, আর রাত্রিই হউক, ঝটিকাই হউক, আর প্রশান্তাবস্থাই হউক, বৃষ্টিই হউক, আর শুষ্কাবস্থাই হউক, সাগর সর্ব্বদাই গর্জ্জন করিতেছে। প্রকৃতি কখন নিদ্রা যান না, হে মানবগণ, তোমরা উঠ, কার্য্য কর, এবং তাঁহার অধ্যাপনভবনে পরিশ্রম ও কার্য্যপ্রবৃত্তি অধ্যয়ন কর। একটু সকাল সকাল মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিয়া আমরা ‘সিনামন গার্ডেনে’ গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলাম। অভিপ্রায় এই, উহার পাশ দিয়া যে নদী বহিয়া যাইতেছে, উহার কূলে আমোদ করিয়া বেড়াইব। আমরা এই উদ্যানে রজনী কর্ত্তন করিলাম। এখানে শীতল সুখকর গৃহ আছে।

শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর

“আমরা রাত্রিশেষ ৫টার সময় শয্যাত্যাগ করিলাম, এবং কিছু চা খাইয়া আমরা যে নৌকায় বেড়াইতে যাইব, সেই নৌকাস্থ সোফায় গিয়া আরামে বসিলাম। বেড়াইবার জন্য আমাদের দেশে যে প্রকার নৌকাব্যবহার হইয়া থাকে, এ নৌকা সে প্রকারের নহে। পূর্ব্বে যে কাঠের ভেলার উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ কাঠের ভেলা দুইখানি খুব কাছা কাছি রাখিয়া, উহার উপরে কতকগুলি কঞ্চি আড়া আড়ী ছড়াইয়া দিয়া ভেলার সঙ্গে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া দেওয়া হয়, এবং উহার উপরে ঘনবুনাট নারিকেলের পাতার ছাপ্পরে ভেলার চারি ভাগের তিন ভাগ আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। ছাপ্পরটি ভেলার উপরিভাগ হইতে বিলক্ষণ উচ্চ। চারিজন মানুষে ভেলার দূরতর প্রান্তভাগে বসিয়া দাঁড় টানে। এই আমাদের আমোদ করিয়া বেড়াইবার নৌকা। এই নৌকার সঙ্গে আহারের আয়োজনের জন্য আমরা ঐরূপ আর এক খানি নৌকা লইলাম, তাহার উপরে ছাপ্পর নাই। ৭টার সময়ে আমরা নৌকা ছাড়িলাম। পথে আমরা অনেক সুন্দর দৃশ্য সম্ভোগ করিলাম।

নদীটী—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে ইহাকে ক্যানাল বলিত—সুন্দর সুন্দর ক্ষেত্র, বিবিধ জাতীয় বৃক্ষ, ভীষণ গভীর বন, ইক্ষুক্ষেত্র, বিবিধ বৃক্ষগুল্মে ঘন আচ্ছাদিত উচ্চ শিলোচ্চয়, এই সকলের মধ্য দিয়া বক্রগমনে বহিয়া যাইতেছে। কতক দূর উজাইয়া যাইতে যাইতে আমাদের প্রাতরাশ প্রস্তুত হইল, আমরা গুণিমল্লঘ নামক স্থানে প্রাতরাশগ্রহণের জন্য অবতরণ করিলাম। আমরা একটী বাঙ্গালাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেখানকার একটি বৃদ্ধ লোক আমাদিগকে উপবেশন জন্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চৌকী দিলেন, এবং অনুপযুক্ত আসনের দোষ পরিহার জন্য সিংহলী ভাষায় অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিলেন। আমরা উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ ভোজন করিয়া আমাদের নৌকায় ফিরিয়া গেলাম। আমরা যে বাডিগাম যাইব, মনে করিয়াছিলাম, সেখানে দেড়টার সময়ে পঁহুছিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম, এবং আমাদিগকে একটি প্রশস্ত হল দেখাইয়া দেওয়া হইল। উহার এক ধারে একটি সামান্য রকমের গ্যালারী আছে, ঐ গ্যালারীতে এবং এখানে কয়েক খান ওখানে কয়েক খান এইরূপ অনিয়মিতভাবে সজ্জিত কাষ্ঠাসনে কতকগুলি বালিকা বসিয়া আছে, এবং একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকের নিকটে সেলায়ের কাজ শিখিতেছে; স্ত্রীলোকটীকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। এইটি 'চার্চ্চমিসনের পিতৃ-মাতৃহীন বালিকাগণের পাঠশালা।' এখানকার ছাত্রীগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত। খ্রীষ্টান মিসনারিগণের কি অধ্যবসায়, কি সাহসিকতা! সকল প্রকারের ভয়ানক বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সাগর মহাসাগর পার হইয়া যান, এবং পৃথিবীর অতি দূরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া সেখানে ঈশার জয়নিশান নিখাত করেন। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুরুষকারসহকারে পরিশ্রম কর, এবং সেই দিনের জন্য আশা করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাক, যে দিন পৃথিবীস্থ জননিবাসের সকল স্থান ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিকার করিবে। অতঃপর আমরা বাডিগাম চার্চ্চে গমন করিলাম। এটি একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ—উচ্চ এবং সুখে উপবেশনযোগ্য—ইহাতে একটি পুলপিট ও অর্গান আছে, কাষ্ঠাসনগুলি সাধারণ রকমের। ইহার মেঝিয়ার উপরে চারিদিকে বারাণ্ডা আছে। ঐ বারাণ্ডায় বিখ্যাত লোকদিগের মৃত্যুস্মরণার্থ

কতকগুলি খোদিত প্রস্তরখণ্ড আছে। এই স্থান হইতে চারিদিকের এবং নিম্নের দৃশ্যগুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্য বিশেষ অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। কতকগুলি পর্ব্বতের উপরিস্থ বৃক্ষলতাদির বর্ণ নবীন হরিৎ, আর কতকগুলির উপরে বৃক্ষলতাদির বর্ণ ঘোরাল, এ দুইয়ের বিপরীত বর্ণে দৃশ্যটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। এরূপ বর্ণের ভিন্নতা কেন হইল, ইহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। কতক ক্ষণ যাবৎ আমাদের এই ভ্রম ছিল, কতকগুলি পর্ব্বতের উপরে নূতন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, এবং আর কতক-গুলির উপরে জন্মায় নাই। কিন্তু, আহা, এরূপ নয়। সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া এইরূপ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে; কেন না, অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইলাম, হরিদ্বর্ণ ক্রমে গভীর হইয়া আসিতেছে। এইরূপে কত ক্ষণ চারি দিকের দৃশ্যশোভা সম্ভোগ করিয়া আমরা নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, এবং নৌকা বাহিয়া সিনামন গার্ডেনের দিকে চলিলাম। সূর্য্য অস্তগমন করিল, সায়ঙ্কাল আরম্ভ হইল, আমরা উদ্যানে গিয়া পঁহুছিলাম। ভোজনের পূর্ব্বে আমি, সত্যেন্দ্র বাবু এবং কালীকমল বাবু নদীর সম্মুখস্থ চাঁদনীতে গিয়া বসিলাম এবং আমাদিগের থাকিবার প্রণালী কেমন সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, এরূপ আমি কখন আশা করি নাই। আহার, পরিচ্ছদ এবং নিদ্রা এ সমুদায় বিষয়ে হিন্দুভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের হিন্দুবন্ধুগণ যদি এখন আমাদিগকে দেখিতেন, তাঁহারা কি বলিতেন! বাড়ীতে গেলে আমাদের উপরে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে আলাপ হইল; কিন্তু অত্যাচারে কি হইবে? আমরা কি সে জন্য দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হইব? নিশ্চয় নয়, আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা একটি নূতন রাজ্য পাইলাম, মানুষের যেমন হওয়া চাই, আমাদের জীবন কথঞ্চিৎ তাহাই হইল। আমাদিগের এই সাহসিক কার্য্যে যে আমরা কৃতার্থ হইলাম, তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করি এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দি।

শনিবার, ১৫ই অক্টোবর

"আজ আমরা নদীতে স্নান করিলাম। স্নানটি বড় আরামের হইল। আমাদের প্রাতরাশগ্রহণের সময়ে একটি বন্দুকের শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ

করিল। তখনই হিউম সাহেব—যাঁহার হাতে বাগানের ভার—আমাদের নিকট একটা গুয়ানা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, উহার ঘাড়ে গুলি লাগিয়াছে। এটি গোধাজাতীয় জন্তু এবং ইহাকে একটী প্রকাণ্ড গিরগিটী বলিতে পারা যায়। যে ভদ্রলোকটীর নাম উল্লেখ করা গেল, ইনি আমাদিগের সঙ্গে সকল সময়ে অতিভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। আহারান্তে আমরা তাঁহার নিকটে কিছু বীজ ও মূল চাহিলাম—বিশেষতঃ দারুচিনির—দেখিব যে, আমাদের দেশে উহাদিগকে জন্মাইতে পারা যায় কিনা? আমাদিগের প্রার্থনা প্রচুর পরিমাণে তিনি পূর্ণ করিলেন; আমরা গাড়ী হাঁকাইয়া হোটেলে চলিলাম। আমরা সায়ঙ্কালে যখন দুর্গপ্রাচীরে বেড়াইতেছিলাম, তখন তিন জন পারসি ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। তখনই আমরা তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করিলাম, এবং দীপস্তম্ভের মূলে বসিয়া কতক ক্ষণ তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিলাম। এখানকার দ্রব্যজাতের দুর্ম্মূল্যবিষয়ে আমাদের অসন্তোষ-প্রকাশে তাঁহারাও যোগ দিলেন এবং আমাদিগকে বম্বে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কলিকাতা হইতেও সেখানকার খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য সুলভ। আমাদের আহারান্তে এফ্রাইম্‌স্ সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মেস্তর কোলেমান নামক একজন হোটেলরক্ষক, নিলামকর্ত্তা এবং অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত এক ব্যক্তির নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। আমাদের সেখানে যাইবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, আমরা শুনিয়াছি, তিনি বেশ সেক্‌স্‌পিয়র অধ্যয়নে দক্ষ, তাঁহার অধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আমোদ লাভ করিব। আমরা যত দূর আশা করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা আমোদ খুব ভারি রকমের হইল। 'হ্যাম্‌লেট,' 'তোমরা যেমন ভালবাস,' 'অষ্টম-হেনরী' এবং 'রোমিও জুলিয়েট' হইতে অধিকাংশ গৃহীত 'সেক্‌স্পিয়ারের সৌন্দর্য্য' নামে খ্যাত অংশগুলি তিনি অতি পরিশুদ্ধ স্বরে বিলক্ষণ নিপুণতা-সহকারে আবৃত্তি করিলেন। আমরা বলিতে পারি, তাঁহার অধ্যয়ন তাঁহার ও সেক্‌স্পিয়ার উভয়েরই গৌরববর্দ্ধক। তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হইলে, তাঁহার অনুরোধে আমিও হ্যাম্‌লেটের দুইটি স্বগত কথন অভিনয়প্রণালীতে আবৃত্তি করিলাম। অনন্তর তিনি এক জন আমেরিকান এফ, আর, এস্, এক জন মশকদষ্ট প্রচারক, এক জন কেণ্টুকীয় এবং বোস্তনীয়ের আমোদকর গল্প

বলিলেন। গল্পগুলি বড়ই আমোদজনক! দেশীয় চাষাদের গান এবং অন্যান্য গানে আমোদ পরিসমাপ্ত হইল। এই গানে কি প্রকার হাসি ও আমোদ হইল, বর্ণন করিতে পারা যায় না। দেশীয় চাষাদের গানে এত আমোদ হইল যে, আমাদের আহ্লাদ আর আমাদিগেতে ধরিল না। আমরা বড়ই হাসিখুসিতে সময় কাটাইলাম। কোলেমান সাহেব আমাদিগকে এমন জমকাল আমোদ দিলেন বলিয়া, আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, রাত্রি বারটার সময়ে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

রবিবার, ১৬ই অক্টোবর

"দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে, বল, উদ্যম ও উৎসাহের অভাবের বিষয়ে কয়েক দিন পূর্ব্বে যে দুঃখ প্রকাশ করা গিয়াছে, এখন সে সমুদায় আবার ফিরিয়া অসিতেছে। যাহা হউক, এখন আমাদের ধাতুর অবস্থা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—আমাদের নিকটে উহা অদ্ভুত রকমের মনে হয়। ফল কথা এই, এখন আমরা বিদেশে, এ দেশের জল বায়ু আমাদের অভ্যস্ত হয় নাই। বাল্যকাল হইতে যাহা কিছু আমাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এখানকার সমুদায় ভিন্ন। তথাপি আমাদের আশা আছে, কতক পরিমাণে সুস্থতা লইয়া আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব। আমাদের যে দুইটি অভিপ্রায় ছিল, তাহার মধ্যে একটি কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল। সিংহল ও সিংহলিগণ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যে আর একটি অভিপ্রায় ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। আমার আশঙ্কা, যত দূর তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইবে না। কারণ এক স্থানে অল্প দিন বাস, সে স্থানের লোকদিগের আচার ব্যবহার এবং তাহাদিগের অন্তর্ব্ব্যবস্থান জানিবার ও অধ্যয়ন করিবার পক্ষে প্রচুর নহে। আমাদের অবস্থা ও উপায়ে, যত দূর হইতে পারে, দেশীয় লোকদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা যত্ন করিতেছি। গৃহ, আত্মীয় বন্ধু হইতে আজ কুড়ি দিন হইল ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, পর্ব্বত এবং সমুদ্র আমার এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যবধান হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে একটিও সংবাদ আসে যায় নাই—ইহা সম্পূর্ণ দীর্ঘবিচ্ছেদই বটে! কিন্তু আশ্চর্য্য! সচরাচর বিচ্ছেদে ক্লেশ যন্ত্রণা হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিচ্ছেদে কোন উদ্বেগ

অশান্তি নাই। গৃহ ও বন্ধুগণের দিকে আমার চিন্তা অনেক সময়ে ধাবিত হয় না। যখন আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল, গৃহে বন্ধুবর্গমধ্যে যে সকল আমোদ সম্ভোগ করিতাম, সমুদায় বিচ্ছেদের সময়টা তাহারই স্মরণে আমায় ব্যতিব্যস্ত করিবে, আর আমি গৃহে ফিরিয়া যাইতে নিয়তই ব্যস্ত থাকিব; এখন দেখিতেছি, সে সকল চিন্তা কদাচিৎ আমার মনে উদিত হয়। এরূপ কেন হইল? যদি আমি আমার প্রিয় দেশ ও গৃহ হইতে নির্ব্বাসিতের ন্যায় এই বিদেশ-ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে কেন আমার চিন্তা ও ভাব সেই সকলের দিকে নিরন্তর ধাবিত হয় না? আমি যে, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি! সম্ভব যে, আমার মনের উপরে আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রভাব এত বহুসম্পদ্‌যুক্ত, এত উৎসাহ, এত মহত্ত্ব ও উন্নতিবর্দ্ধক এবং মুগ্ধকর যে, সে সকল ছাড়িয়া তুলনায় তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ের দিকে মনোভিনিবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রতি বিষয়েরই উপযুক্ত দেশ কাল আছে,—সমুদ্র, সমুদ্রবায়ু, সিংহল এখন আমার চিন্তা ও অনুধ্যাননিয়োগের বিষয়; প্রকৃতির মধ্যে যাহা মহৎ, গভীর ও সুন্দর, এখন আমার হৃদয় তাহাতেই সংযুক্ত হওয়া সমুচিত—যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, তুচ্ছ এবং স্থানে বদ্ধ, যেমন দেশ, গৃহ, আত্মীয়, স্বজন, সে সকল, যাহা মহৎ, উন্নত এবং বৈশ্বজনীন, তাহার নিকট অবশ্য পরাজয়স্বীকার করিবে। পরিবার ও বন্ধুবর্গের সঙ্গ পুনরায় সম্ভোগের বিষয় হইবে, কিন্তু কে জানে, এখন আমার চারি দিকে যে সুমহৎ দৃশ্য, ইহা ভোগ করিবার পুনরায় সুযোগ হইবে কি না? যে অল্প কয়েক দিন থাকিব, সে কয়েক দিনের খুব ভাল ব্যবহার করিয়া লই। আমাদের দেশে যেমন ঋতুপরিবর্ত্তন আছে, এখানে সেরূপ ঋতুপরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। শীতকালে সচরাচর যেরূপ ঠাণ্ডা থাকে, তদপেক্ষা বাতাস একটু বেশী ঠাণ্ডা, কিন্তু গায়ে তত বিঁধে না, এবং ইহার জন্য সায়ংকালে ভদ্রলোকদিগের সমুদ্রের ধারে বেড়ানও বন্ধ করিতে হয় না। বঙ্গদেশাপেক্ষা এ দেশ নাড়ীমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার উষ্ণতা অধিক, কিন্তু বার মাস দিবারাত্রি সমুদ্রবায়ু বহে বলিয়া বায়ু শীতল থাকে, এবং উষ্ণতা অনুভব করিতে দেয় না। সমুদায় বৎসর বৃষ্টি হয়, কখন সপ্তাহে

সোমবার, ১৭ই অক্টোবর

"সম্ভ্রান্ত সিংহলীদিগকে মুদলিয়ার বলে। আজ তাঁহাদিগের কয়েক জনের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবার কথা। সিংহলিগণের আচার-ব্যবহার জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা মেস্তর এব্রাইম্‌স্‌কে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনিই সাক্ষাতের আয়োজন করিয়াছেন। আমাদিগের জলযোগের কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন সুপ্রিমকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার, আর এক জন স্থানীয় লোকগণের মণ্ডল। ইঁহাদিগের সঙ্গে আর দুই জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইঁহারা তাঁহাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব। এ কয়েক জনই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, এবং ইঁহাদিগের পরিচ্ছদও এক নূতন রকমের; বলা যায়, আধ সিংহলী, আধ ইংরাজী গোছের। যদিও ইঁহারা শিক্ষিত, ইঁহাদিগের মাথায় চিরুণী আছে। আমার মনে হয়, এটি দেশীয় লোকগণের মধ্যে সম্ভ্রমের চিহ্ন। ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘ আলাপ হইল এবং দেশীয়গণের বর্ত্তমান জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সমাজের অবস্থা, এবং তাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কত দূর উন্নতি হইয়াছে, এ সকলের বিবরণ অবগত হওয়া গেল। আলাপের সঙ্গে অন্যান্য কথাও হইল। সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিষয়ে আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই ভদ্রলোকগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, অথচ ইঁহাদিগের পত্নীগণ বৌদ্ধ, ইঁহারা বেশ একত্র শান্তিতে বাস করেন। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ ইহা কখনই সহ্য করিতেন না, সমুদায় হিন্দুসমাজ ক্রোধদ্বেষে একেবারে উপপ্লুত হইয়া উঠিত। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাওয়া গেল, যদিও এ দেশের লোকদিগের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা আছে, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই, উহা কেবল সামাজিক, এবং পদ ও ব্যবসায়ের উপরে নির্ভর করে। তদনুসারেই দেশমধ্যে মৎস্যজীবী জাতি, রজক জাতি, শৌণ্ডিক জাতি ইত্যাদি আছে। জাতির সঙ্গে ধর্ম্মের সংস্রব নাই বলিয়াই লোকেরা খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে আহারব্যবহারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে; কিন্তু বড় জাতি ছোট জাতির সঙ্গে কখন আহার ব্যবহার করে না। শিক্ষাসম্বন্ধের উন্নতি বিষয়ে শুনা গেল, এই দ্বীপে উর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশটি বিদ্যালয় আছে। উহার কতকগুলি কেবল বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য। বালিকা-গণ পাঠ, লেখা, শেলাই প্রভৃতি শিখিয়া থাকে। আর কলম্বোতে একটি

"মেকানিক্স্ ইনিষ্টিটিউট" আছে, উহাতে সূত্রধরাদির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কয়েক জন এ দেশীয় লোক কলিকাতায় 'বিশপ্স্ কলেজ' এবং 'মেডিকেল কলেজে' অধ্যয়ন করিতেছেন। সমুদায় উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধের জন্মদিনোৎসব উল্লেখযোগ্য। ইহা জৈষ্ঠ মাসে খুব ধূমধাম করিয়া নিষ্পন্ন হয়। বুদ্ধধর্ম্ম কি, শতেকের মধ্যে এক জনও বুঝে না, এই যে আমার বিশ্বাস, তাহা আরও সুদৃঢ় হইল। সিংহলিগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাস্য এক প্রকার জাতীয় ভাব হইয়া গিয়াছে। যদিও ইহাদিগের মধ্যে রোমাণ ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, ওয়েসলিয়ান এবং প্রেস্‌বিটেরিয়ান আছে, কিন্তু ইহারা ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ। সচরাচর বিশ্বাস এই যে, ইহারা স্বার্থসাধনের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধেরা জগতের সৃষ্টি মানে না, উহা এক প্রকার স্বয়ং সৃষ্ট। ইহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। দানই পুরোহিত-গণের জীবিকা, কিন্তু তাঁহারা দান চাহিতে পারেন না। যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ দান করেন, সেই দান গ্রহণ করিতে পারেন। মাংসভোজন যদিও ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু আমরা শুনিলাম, দেশীয়গণ যথেচ্ছ মাংসভোজন করিয়া থাকে। কাণ্ডিয়ানগণ যদিও অন্যান্য সমুদায় মাংস ভোজন করে, তবুও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের গোমাংসভোজনে আপত্তি ছিল; এখন গল এবং কলম্বোর লোকগণ যেমন গোমাংসভক্ষণ করিয়া থাকে, তেমনি তাহারাও ভক্ষণ করে। দশ পনের বৎসরের মধ্যে দেশীয়গণের সভ্যতার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত মুদলিয়ারগণের এ সম্বন্ধে প্রমাণ আমি আহ্লাদের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি। মুদলিয়ারগণের নিকটে আমরা যে বিবরণ অবগত হইলাম, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া যাইতে পারে না। কেন না, ইহারা খ্রীষ্টান, খাঁটি সিংহলিগণের আচারব্যবহারসম্পর্কে পরিষ্কার দৃষ্টি প্রাপ্ত হইবার পক্ষে ইহারা উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা এমন একজন সিংহলী চাই, যাহার মধ্যে বিদেশীয় কোন ভাব প্রবেশ করে নাই। আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা অপরাহ্ণে বাজারে বেড়াইতে গেলাম। মেস্তর পেট্রিক ম্যাকম্যাহন নামা হোটেলসংস্কৃত এক জন বর্ষীয়ান্ অতি সৎস্বভাব ব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক হইলেন। কোথাও অল্পলোক, কোথাও বেশী লোকের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম এবং বাজারে যে সকল জিনিষ বিক্রয় হইতেছে,

তৎপ্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের কেবল কটাক্ষ-নিক্ষেপই হইল, কেন না স্থান জনতায় পূর্ণ, এবং মেছো হাটার দুর্গন্ধে বমি আইসে; সুতরাং আমরা যত শীঘ্র পারি, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। আজ আমরা সিংহলী প্রচলিত কথা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকগুলি শব্দেরই বাঙ্গালার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, যেমন দেব স্থলে দেও ইত্যাদি।

মঙ্গলবার, ১৮ই অক্টোবর

"আমাদের অনুরোধানুসারে মেস্তর এফ্রাইম্‌স্‌ এস্থানে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ জন্মায়, তাহার একটি ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। আমাদের সিংহলী শব্দের তালিকায় আরও অনেকগুলি শব্দ সংযুক্ত হইল। আমাদের ভৃত্যগণকে কোন বিষয়ে আদেশ করিবার সময়ে কথন কথন ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। আমি, সত্যেন্দ্রবাবু এবং কালীকমল বাবু কলিকাতা ছাড়িবার সময় যে প্রকার ছিলাম, তদপেক্ষাঅনেকটা ভাল হইয়াছি। দেবেন্দ্রবাবুই কেবল ভাল নন। আমাদের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, দেবেন্দ্র বাবুর তাহা ভাল লাগে না; এ জন্য তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছে যে, তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়াছেন। সত্যই, ইংরেজী প্রণালীতে রান্ধা বলিয়া তাহাদিগের এমন এক প্রকারের আস্বাদ যে—আমি কেবল নিরামিষ ব্যঞ্জনের কথা বলিতেছি—বাড়ীতে হইলে আমি উহা স্পর্শও করিতাম না; তবুও, আমি তো বলিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকি। কেন খাই? না খাইয়া চারা নাই। সুখাদ্য শুক্তনি, মোচার ঘণ্ট—যাহা মনে করিলে জিহ্বায় জল আইসে—এখানে পাইবার আশা নাই। উৎকৃষ্ট দুগ্ধের অভাবে কষ্টানুভব হয়। যে দুগ্ধ আমরা খাইয়া থাকি, তাহার সহিত এত পরিমাণে জল মিশান যে, দুগ্ধের স্বাদও নাই। আমরা সায়ঙ্কালে একটি সোপান দিয়া আরোহণ করিলাম; এটি (কলিকাতার) অক্টারলোনি মনুমেণ্টের সোপান হইতে ভিন্ন, কেন না ইটি কাঠের। দ্বীপস্তম্ভের অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ নিম্নে একটী ছোট বারাণ্ডা আছে, তাহাতে আমরা দাঁড়াইলাম। তেরটি অত্যুজ্জ্বল নলাকৃতি রিফ্লেক্টার দুই সারি করিয়া স্থাপিত, উহা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত অত্যুজ্জ্বল আলোক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তৃপ্তি পর্য্যাপ্ত করিয়া আমরা সমুদ্রবায়ু সেবন করিলাম।

বুধবার, ১৯শে অক্টোবর

"প্রাতঃকালে আমাদের নাপিত দেশীয়গণ মধ্যে জাতিভেদের কি প্রকার ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগকে অবগত করিল। আমাদের নাপিত বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট—কেন না নাপিতসমাজের মধ্যে তাহার উচ্চপদ, এবং যে চিরুণীর উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই অদ্ভুত চিরুণী তাহার মস্তকে আছে। জাতির উচ্চতা বা নীচতা—চিরুণীব্যবহার ও পুরোহিত হইবার অধিকার হইতে—স্থির করা যায়। নিম্নে প্রধান জাতির তালিকা দেওয়া গেল। যে সকল জাতির পুরোহিত হইবার অধিকার আছে, তাহাদিগের অগ্রে 'অ'কার এবং যে সকল জাতির চিরুণীব্যবহার করিবার অধিকার আছে, তাহাদিগের অগ্রে 'ক'কার প্রদত্ত হইল।

		বিঙ্গল—জমীদার।
(অ)	(ক)	হালিয়া—দারুচিনির ব্যবসায়ী।
(অ)	(ক)	মৎস্যজীবী।
(অ)	(ক)	তুরাওয়া—তাড়িবিক্রেতা।
(অ)		চণ্ডাল—স্বর্ণকার।
(অ)		ধোপা।
	(ক)	মাথি—নাপিত।
(অ)	(ক)	বাজন্দার।
		রোডিয়া—ভিক্ষুক।
		যাগেরি—চিনিব্যবসায়ী।
		পাডুয়া—কুলি।
		পন্নারা—ঘেসেড়া।
		মোগল বা করাওয়া—নাবিক।
(অ)	(ক)	ওলিয়া।

"এই সকলের মধ্যে রোডিয়া, পাডুয়া এবং ওলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নীচ জাতি*।

*এখানকার লেখানুসারে তাড়িবিক্রেতার পুরোহিত হইবার ও চিরুণীব্যবহার করিবার উভয়েতেই অধিকার আছে; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল পুরোহিত হইবার অধিকার লিখিয়াছেন। নাবিক জাতির এখানে কোন অধিকার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রীযুক্ত

নাপিত আমাদিগকে ইহাও অবগত করিল যে, তাহাদিগের যে সকল দেশীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে—যেমন সেই মুদলিয়ারগণ যাঁহাদিগের সঙ্গে সোমবারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাহারা সাহেবদিগের অনুগ্রহলাভ করিবার জন্য ওরূপ করিয়াছে। সায়ঙ্কালে আমি, সত্যেন্দ্র বাবু এবং কালীকমল বাবু দ্বীপস্তম্ভের মূলে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্, তিনেরই জন্য সুখকর ভোগ্যসামগ্রী ভোগ করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের সুন্দর নীলবর্ণ নেত্রকে, তরঙ্গের গভীর বিস্ময়কর গর্জ্জন শ্রোত্রকে, এবং স্নিগ্ধকর সমুদ্রবায়ু ত্বক্‌কে পরিতৃপ্ত করিল। শ্রোত্রের তৃপ্তিই বিশেষ, এবং এ জন্যই আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য দুই ইন্দ্রিয়ের ভোগপরিহার করিয়া সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার গভীর চীৎকারধ্বনি অবাধে শ্রবণ করিতেছিলাম। আমাদের হৃদয় কি প্রকার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, কোন প্রকার ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া উঠিতে পারা যায় না। হে গৌরবের গৌরব, সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য, তোমার সৃষ্টিগ্রন্থ পরিত্রাণপ্রদ সত্য এবং মহত্ত্বসাধক মতনিচয়ে পূর্ণ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থিভাবে উহা পাঠ করে, সে তোমায় দর্শন, তোমার সঙ্গে একত্র বাস এবং তোমাকে সম্ভোগ করা হইতে কখন বঞ্চিত হয় না। পবিত্র পিতঃ, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যে, সর্ব্বত্র সকল সময়ে আমরা তোমার গৌরবপূর্ণ নিখিল সৃষ্টিতে তোমায় দর্শন করিয়া, আমাদের আত্মাকে ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় পূর্ণ করিতে পারি।

বৃহস্পতিবার ২০শে অক্টোবর

"কলিকাতায় যাইবার জন্য আমরা প্রতিমুহূর্ত্ত বেণ্টিঙ্ক পোত প্রতীক্ষা করিতেছি। এই বাষ্পীয় পোতের জন্য প্রতীক্ষার মধ্যে আহ্লাদ ও শোক

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখানুসারে উহাদের উভয় অধিকার আছে, জানা যায়। নাপিতের চিরুণীধারণে, এবং ধোপার কেবল পুরোহিত হইবার অধিকার এখানে দৃষ্ট হয়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাজনদারের কোন অধিকার নির্দ্দেশ করেন নাই। ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সত্যেন্দ্র বাবুর লিখিত বৃত্তান্ত এই পরিভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; উহা যে অনুবাদমাত্র নহে, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। তবে কোন কোন স্থলের লেখা দেখিয়া, এই খানি অবলম্বন করিয়া যে উহা লিখিত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

উভয়ই আছে। আহ্লাদ এই জন্য যে, আমি শীঘ্রই এখানকার অলস ও জড় ভাব পরিহার করিয়া, আমার সমুদায় উৎসাহ ও মানসিক শক্তি কঠোর পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, সেই সকল সামাজিক মঙ্গলকর কার্য্যে নিয়োগ করিব, যে সকলের জন্য সমগ্র জীবন অর্পণ করিতে আমার অনেক দিন হইতে অনুরাগ। আলস্যের গুরুভার বহন করা আমার ভাল লাগে না। ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ এবং অপরাপর অন্তর্ব্ব্যবস্থানের বিষয় নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে উহারা আমার মনের অঙ্গীভূত হইয়াছে; ইচ্ছা হয়, শীঘ্র শীঘ্র গিয়া আমি উহাদিগের সঙ্গে মিলিত হই। এই আহ্লাদের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই বলিয়া শোক উপস্থিত হয় যে, এই সকল সুন্দর অথচ গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতেছে। এই দৃশ্যের জন্য এ স্থান আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় হইয়াছে এবং ইহার বিষয় স্মরণ করিয়া ইহার নিমিত্ত অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িবে, হৃদয় বিষাদানুভব করিবে। যে সময়ে কলুটোলার গৃহের দূষিত বদ্ধ বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করিব, তখন সায়ংভ্রমণকালে সমুদ্রতটে যে স্বাস্থ্যকর সুনিদ্রাকর সমুদ্রবায়ুসম্ভোগ করিয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমার আত্মা নিঃসংশয় শোকে অভিভূত হইবে।

শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর

"বাষ্পীয় পোত এখনও আসে নাই; লোকে বলে যে, আগামী কল্য আসিবে। দেবেন্দ্র বাবু এই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বিবিধ প্রকারের অসুবিধা এবং অসুখের কারণ ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে। এ স্থান কিছুতেই তাঁহার উপযোগী নয়। জলপানের পর আমরা সিংহলে অবস্থানের চিহ্নস্বরূপ এ স্থানের কিছু কিছু অদ্ভুত সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলাম। আমরা একটি নারিকেলের বাক্স, দুখানি কাগজকর্ত্তনী—একখানি হাতীর দাঁতের, আর একখানি চন্দন কাষ্ঠের, এবং দুখানি এ দেশীয় খেলানা নৌকা কিনিলাম। আমরা যে দোকান হইতে এই দ্রব্যগুলি ক্রয় করিলাম, এই দোকানখানি মেস্তর ডন সাইমনের। দোকানখানি দেখিতে চিনাবাজারের দোকানের মত। ভূতের নাচ দেখিবার জন্য আমরা আমাদের নাপিতের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তদনুসারে সায়ংকালের ভোজনান্তে আমরা নাচ দেখিতে বাহির হইলাম। আমাদের

যে প্রকার কৌতূহল জন্মিয়াছিল, সেইরূপ কৌতূহল হওয়াতে হোটেলের ইউরোপীয় অধিবাসী লেপ্টেনাণ্ট হারবে এবং মেস্তর জেমসন প্রভৃতি আর আর কয়েক জন ভদ্র লোক আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে মেস্তর ফরেষ্টের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয় হইয়াছিল। ইনি আমাদিগের সঙ্গী হইলেন; ইঁহার প্রস্তাবে এবং মিস্ট্রেস্ এফ্রাইম্‌সের অনুরোধে আমরা দুখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া হোটেল হইতে দুই মাইল দূরস্থ সেই স্থানে গমন করিলাম। গাড়ীতে যাওয়া সুখেরও নয়, নির্ব্বিঘ্নও নয়; কারণ রাত্রি ঘোর অন্ধকার, পথ অতি সঙ্কীর্ণ, অনেক স্থলে দুধারেই জলা খাল, খাল ও রাস্তার মাঝখানে রেলের মত কিছুই নাই। যাই আমরা সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, কতকগুলি লোক নারিকেলের পাতার আঁটিতে মশাল জ্বালাইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতে লাগিল, এবং আমরা আমাদের নাপিতের ভাইয়ের একখানি ছোট বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ইহার সম্মুখে একটি প্রাঙ্গণ আছে এবং ঐ প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে একটী রাস্তা আছে। আসন পরিগ্রহ করিয়া ব্যগ্রমনে আমরা ভূতদর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আঙ্গিনায় লোক অল্প জমে নাই। এই সকল লোকের মধ্যে কতক ঢাকওয়ালা ও মশালচিও আছে। সময় হইলে ঢাকের বাদ্য ভূতের নাচের সূচনা করিল। ঢাকের বাদ্য অতি কর্ক্কশ, বেতালা, এবং কর্ণ বধির করিয়া দেয়। অহো, কি ভীষণ শব্দ! দেশীয়গণের বাদ্যসম্বন্ধে কি অদ্ভুত ভাব।.........* এই বাদ্য কেবল ঢাক ঢোলের বাদে নিষ্পন্ন হইল। ইহারা প্রচণ্ড আঘাতে ঢোল বাজাইতে বাজাইতে আমাদিগের

* এই স্থলের বৃত্তান্ত হারাইয়া গিয়াছে। দৈনিক বৃত্তান্তের দুইটী পৃষ্ঠা বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণিত বৃত্তান্তে কথঞ্চিৎ উহার অভাব পূর্ণ হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, "বাদ্য সাঙ্গ হইলে ভূতের নাচ আরম্ভ হইল। প্রথমে এক জন ছিটের কাপড় পরিয়া আর হস্তীর ন্যায় বৃহৎ কাণওয়ালা টুপি মাথায় দিয়া, দুই হস্তে দুই মশাল ধরিয়া নাচিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া মশাল ঘুরাইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক আর এক সঙ্‌ সাজিয়া উপস্থিত। তাহার রঙ্গভঙ্গি দেখিয়া আমরা হাস্য রাখিতে পারিলাম না। তাহার দুই কাঁধ হইতে দুই গুচ্ছ নারিকেল-পত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বাদ্যের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য নাচিবার সময় তাহা ব্যবহার করে। পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বশরীর আন্দোলিত হইতে লাগিল। বালকটি আপন কর্ম্মে বড়ই দক্ষ ও নিপুণ। এই প্রকারে প্রায় দশ বারটা ভূত আমাদের সম্মুখে একে একে আসিয়া

দেশের বাজনদারের মত এক দিক্ হইতে আর এক দিকে দৌড়িয়া যায় এবং ঢোলের এক মুখ হইতে আর এক মুখে অতি দ্রুতগতিতে অঙ্গুলি দিয়া চাটি মারিতে থাকে। অহো দিব্যলোক, এত প্রচণ্ড আঘাতেও ঢোলের চামড়া কেন ফাটিয়া যায় না! ইহা শুনিয়া আমাদের জয়ঢাকের চড়্ চড়্ শব্দ মনে পড়ে। সমুদায় ব্যাপারটি মোটামুটি ধরিলে, যাহারা বাজাইতেছে নাচিতেছে, তাহাদের জন্যও গৌরব নহে, দেশের জন্যও গৌরব নহে। ইহাতে এ দেশের রুচি কি প্রকার নীচ এবং ইহা কি প্রকার অসভ্য অভব্য, ইহাই প্রকাশ পায়। এ কার্য্যে ইহাদিগের সমধিক যত্ন, কেন না ইহাদিগের ভূতে এবং ভূতের দ্বারা রোগোপশমে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস। ভূতের নাচের ভিতরে যদি কোন একটি বিষয় লেখার যোগ্য হয়, তাহা হইলে রসনায় অগ্নি সংলগ্ন করা। অনেকগুলি ভূত যে সকল সাজ পরিয়া থাকে, তাহা আমাদিগের নিকট অদ্ভুত না হইলেও, দেশীয়গণের নিকটে অতি আদরের বলিয়া গণ্য। ভূতেরা যে মুখোস্ পরে, উহাও দেখিতে অদ্ভুত বটে। ইহার অনেকগুলি পুরুষের মতও নয়; স্ত্রীলোকের মতও নয়, পাখীও নয়, জন্তুও নয়, তাহাদের গঠনের ভিতরে কেবল অদম্য কল্পনার খেলা। নাচ সমাধা হইল, ভূতেরা চলিয়া গেল। সত্যই ভূতস্ত ভূতের নাচ! এখন আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। আমরা একেবারে হোটেলে যাইবার ইচ্ছুক হইলাম, কতকগুলি ইউরোপীয় সঙ্গীর ইচ্ছা, আর এক

নৃত্য করিল। কাহারও মুখ কুম্ভকর্ণের মত—কাহারও নৃসিংহ অবতারের মত—কেহ বা কুক্কুটের ভূত সাজিয়া আসিয়া দেখিতে জটায়ুর মত হইয়াছে—কেহ মহাদেবের ন্যায় মস্তকে সর্প ধারণ করিয়াছে—কেহ মুখব্যাদান করিয়া ভয়ানক দন্তপাটী বাহির করিতেছে—কেহ মুখের মধ্যে মশাল ধরিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। একটী ভূত সকল অপেক্ষা ভয়ানক! তাহার বিশাল দন্ত সমুদায় বহির্গত—তাহার অর্দ্ধ শরীর ভল্লুকচর্ম্মের মত এক বস্ত্রে আবৃত। সে কখনও বা লম্ফ ঝম্ফ দিতেছে, কখনও বা একটাকে ধরিতে যাইতেছে, কখন মশালে ধূনা নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত করিতেছে, কখনও অগ্নি খাইতেছে—এইটাই প্রকৃত ভূত। সর্ব্বশেষে আবার বালকটি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।......ভূতের ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, আর এক প্রকার বাদ্য আরম্ভ হইল। শুনিলাম, গবর্ণর সাহেব আসিলে সেই বাদ্যে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়া থাকে! ঢোল, ঢাক, টমটম, বাঁশী, একত্রে গোলমালে বাজিতে লাগিল।"

জন নাপিতের বাড়ীতে তাঁহারা তামাসা দেখিতে যান। সুতরাং আমরা দুই দল হইলাম, দুই দল দুই গাড়ীতে চড়িলাম, আমরা তিন জন এবং জেমসন সাহেব এক গাড়ীতে, অপর সকলে অন্য গাড়ীতে। কিছু দূর গিয়া দুই গাড়ীই থামিল। ফরেষ্ট সাহেব আমাদিগের নিকটে আসিলেন এবং গাড়ী হইতে নামিয়া নিকটস্থ এক জন মুদলিয়ারের বাড়ীতে যাইতে অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ-সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় এক জন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করা একান্ত অসঙ্গত! যাহা হউক, আমরা এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ফরেষ্ট সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিবার কারণ এই যে, ফরেষ্ট সাহেবের ব্যবহারে মনে হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারী ব্যভিচারীদিগের গমনাগমনের স্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের সন্দেহ মিথ্যা হইল, আমরা এক জন সম্ভ্রান্ত মুদলিয়ারের গৃহে নীত হইলাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপের সময়ে ফরেষ্ট সাহেব বিলক্ষণ করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকারে আমরা যাহাতে চলিয়া না যাই, তাহার পন্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মুদলিয়ারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শীঘ্র শীঘ্র গাড়ীতে আসিলাম। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, ফরেষ্ট সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া অবশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রাখিলেন। আমরা আমাদের ভদ্রবন্ধু জেমসন সাহেবকে গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার স্থানে বসিতে বলিলাম,—কেন না, এ সময়ে আমাদের প্রাগুক্ত সন্দেহ বিলক্ষণ দৃঢ় হইয়াছে—কিন্তু যে তামাসা দেখিতে যাইবে, সেই এই গাড়ীতে উঠিবে, ফরেষ্ট সাহেবের এই প্রকার ব্যবস্থায় তিনি সম্মত নন বলিয়া, তাঁহাকে উঠিতে দেওয়া হইল না। এতদ্দ্বারা ফরেষ্ট সাহেব স্পষ্ট ভাব প্রকাশ করিলেন, তিনি সে তামাসা না দেখাইয়া আমাদিগকে হোটেলে যাইতে দিবেন না। তিনি গাড়োয়ানকে কোন্ দিকে গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে বলিয়া দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন, এবং আমাদিগের সঙ্গে এ কথা ও কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, সিংহলীদের জীবনের একটি বিলক্ষণ নিদর্শন আমাদিগকে দেখাইবেন। আমরা ভারি বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়িলাম,

এবং এ বিপদ্ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফরেষ্ট সাহেব নামিয়া আমার হাত ধরিলেন, এবং আমাদের সকলকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা এ অনুরোধরক্ষায় অসম্মত হইলে, তিনি অনুরোধ ছাড়িয়া নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন; তাহার পর এত দূর হইল যে, সত্যেন্দ্র বাবু ও কালীকমল বাবুকে রাখিয়া গিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে যাই, এই তাঁহার নির্ব্বন্ধ। এ সময়ে আমাদের শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিল, এবং আমরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমরা অবশেষে তাঁহার হাত এড়াইতে কৃতকার্য্য হইলাম। ফরেষ্ট সাহেব অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং মনে হইল, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। [আমরা যে আমাদের কোট্ রক্ষা করিতে পারিলাম, এ আর কিছু আশ্চর্য্য নয়; কারণ যাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদিগের তিনি সহায়। যাহারা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তাহাদিগের 'চর্ম্মফলক'।] আমাদের যোগ্য বন্ধু (!) আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতে আমরা খুব আহ্লাদিত হইলাম; কিন্তু কি জানি বা তিনি আবার আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন,—এবার চেষ্টা করিলে বলপূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া যাইবেন,—এই ভয়ে আমরা সত্রাস কোচম্যানকে একেবারে হোটেলের দিকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলাম। মেস্তর জেম্‌সন, লেফ্‌টেনেণ্ট হারবে এবং মেস্তর আর এফ্রাইম্‌স্, ইহারা আমাদিগের গাড়ীতে উঠিলেন, ফরেষ্ট সাহেবের সঙ্গে কেবল এক জন চলিয়া গেলেন। আমরা এই সময়ে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তিনি নিকটবর্ত্তী একটী বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতেছেন। আর কোন দুর্ঘটনা না হয়, এ জন্য আমরা যত শীঘ্র পারি, ১২॥০টার সময়ে হোটেলে আসিয়া পহুছিলাম। এই ঘটনাটীর ভিতরে অভদ্র বিষয় থাকাতে, যদিও এই দৈনিক বিবরণে ইহার উল্লেখ অযোগ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমার মতে, এ স্থলে ইহা প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা এই দেখাইয়া দেয় যে, এক জন বিদেশী কেমন অনপেক্ষিতরূপে ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইতে পারেন, এবং তাঁহার ব্যবহারাদিতে কত দূর সাবধান থাকা সমুচিত। আমরা 'অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোক', কোথা হইতে বিপদ্ আসিবে,

আমরা তাহা কিছুই জানি না—যে সকল লোকের সঙ্গে ব্যবহার করি, তাহাদের মনে অনিষ্টাভিপ্রায় থাকিতে পারে, আমরা যে স্থানে গমনাগমন করি, হয়তো সে স্থান উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণের গমনাগমনস্থান হইতে পারে। এক বার মনে করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। রাত্রি দুপ্রহর, এক জন বিলাসী মদ্যপানে ঘোর মত্ত লোকের অনুগ্রহনিগ্রহের উপরে আমরা নিক্ষিপ্ত, যিনি আমাদিগকে পাপ ও দুরাত্মতার পথে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন! দেশভ্রমণকারিগণ, আপনারা সাবধান হউন, সাবধান হউন!

শনিবার, ২২শে অক্টোবর

"এখন সময়কর্ত্তন আমাদিগের সম্বন্ধে ভারবহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমুদায় দিনের ভিতরে কোন কিছু গুরুতর বিষয় দেখিবার নাই। গলেতে যাহা দেখিবার উপযুক্ত, তাহা দেখা গিয়াছে এবং ভোগ করা হইয়াছে; এখন আমরা অবসর পাইয়া কেবল বাষ্পপোতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। সায়ঙ্কালের ভ্রমণ কিন্তু পূর্ব্ববৎ সুখকর, মনোরম আছে। গলের দুর্গপ্রাচীরের উপরে সায়ংভ্রমণ কি বহুমূল্য? না, ইহার মূল্য নাই! যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, এ সায়ংভ্রমণ ভুলিব না।

রবিবার, ২৩শে অক্টোবর

"জলযোগের পর আমরা গলের প্রোটেষ্টান্ট চার্চ্চ দেখিতে গেলাম। এফ্রাইম্‌স্ সাহেব অর্গান বাজাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে যে প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তদনুসারে উপরিতলে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া আসনপরিগ্রহ করিলাম। চার্চ্চগৃহটি সুদৃঢ়, প্রাচীন, প্রায় শিল্পকার্য্যহীন, গথিকধরণে গ্রথিত। আচার্য্য উপস্থিত হইয়া নিয়মিত উপাসনা করিলেন। আমরা যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন নয়; কেন না, তাঁহার স্বর আধখানাও বুঝা যায় না। এফ্রাইম্‌স্ সাহেব বাজনা বাজাইতে লাগিলেন, এবং কতকগুলি বালক নিম্নলিখিত দুটি সঙ্গীত গান করিল।

*   *   *

*   *   *

"সঙ্গীতের পর আচার্য্য একটি উপদেশ পাঠ করিলেন। সঙ্গীত বেশ ভাল

হইল। যদিও আমরা সচরাচর ইংরাজী গান ভালবাসি না, তবুও আমায় বলিতে হইতেছে, যত দূর মিল ও মনের উপরে ক্রিয়াপ্রকাশ পায়, তাহাতে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আহা, সঙ্গীত দুটি মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী, অন্তরাও অল্প মধুর ও হৃদয়গ্রাহী নয়। আজ সত্যেন্দ্র বাবু একটু অসুস্থ।

সোমবার, ২৪শে অক্টোবর

"আজ আমরা বিচারালয় দেখিলাম। ইটীতে সর্ব্বদাই বিচার হয় না, ভ্রমণকালে বিচার হয়। আমরা শুনিতে পাইলাম, বৎসরে দুইবার ভ্রমণকালে বিচার হয়, একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে ভ্রমণকালে। আজ যখন দুর্গ হইতে কামানের শব্দ হইয়া সেসন খুলিল, তখন আশা হইল, খুব ধূমধাম দেখিব এবং জমকাল রকমের উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিব। কিন্তু আমাদের সকল আশা নিষ্ফল হইল। গৃহটি যদিও প্রশস্ত বটে, সিংহলী ছোট লোকে পূর্ণ; তাহারা কেবলই এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় সমুদায় বসিবার আসনই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কতক ক্ষণ আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিচারালয়ের কার্য্য এমন অস্ফুটস্বরে এবং অবোধ্য প্রণালীতে চলিতেছিল যে, আমরা আর অধিক ক্ষণ থাকা উপযুক্ত মনে করিলাম না, তখনই চলিয়া আসিলাম। সত্যেন্দ্র বাবু শয্যাগত, তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। দেশ অপেক্ষা বিদেশে ব্যারাম নিতান্ত ভয়প্রদ, কেন না দেশে সাহায্য সুখ সুবিধা সর্ব্বদাই উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, বিদেশে সমুদায়ই অনাত্মীয়। এজন্য আমরা, যত দূর সম্ভব, যত্ন করিতে লাগিলাম।

মঙ্গলবার, ২৫শে অক্টোবর

"অদ্য ২৫শে; আজও বাষ্পীয়পোত আসিল না। আর আমরা অধীরতাকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না, আমরা ইঁহাকে উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'মহাশয়, বেণ্টিঙ্ক কবে আসিবে?' প্রায় সকলেরই উত্তর এই, 'আসিবার সময় বহিয়া গিয়াছে, কখন আসিবে জানা নাই। ২২শে তারিখে আসা উচিত ছিল।' কাহারও কাহারও নিকটে আমরা মনের মত উত্তর পাইলাম, 'সম্ভব যে, আগামী কল্য পঁহুছিবে।' বাষ্পীয়পোত সচরাচর কোন্ সময়ে আসিয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্য সিংহলী পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। তাহাতে দেখা গেল, ২০শে হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত আসিবার

সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; সুতরাং বেণ্টিঙ্ক কবে আসিয়া পঁহুছিবে, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। গলের দিকে সমুদ্রে কোন বাষ্পীয়পোত আসিতেছে কি না, দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে যত দূর পারি, আমাদিগের চক্ষুকে নিপীড়ন করিতে লাগিলাম। বাষ্পীয় পোতের জন্য অধীরতা-প্রকাশে যদিও আমি আমার বন্ধুগণের সঙ্গে যোগ দিলাম, কিন্তু তথাপি গলের এমন মনোহর দৃশ্য আমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে বিষাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিত। সত্যেন্দ্র বাবু জোলাপ লইয়াছেন এবং একটু ভাল আছেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন। এক দিনের মধ্যে তিনি অসম্ভব রকম রোগা হইয়াছেন।

বুধবার, ২৬শে অক্টোবর

"প্রাতরাশের পর আমরা আমাদিগের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে আমাদিগের সহৃদয় পান্থনিবাসগৃহের কর্ত্রী আসিয়া 'বাষ্পীয় পোত আসিতেছে' এই আহ্লাদের সংবাদ দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি এই কথা বলিয়া আরও আনন্দের সংবাদ প্রকাশ করিলেন—'আমাদেরই বাষ্পীয় পোত।' এই সংবাদ অনেকেই দৃঢ় করিলেন। আমরা শুনিলাম, ১টার সময়ে বাষ্পীয় পোত বন্দরে আসিয়া লাগিয়াছে। এই সংবাদে সমুদায় উদ্বেগের শান্তি হইল —এখন আমাদের মুখে কেবল বাড়ী আর দেশ এই কথা। আমাদের প্রিয় বন্ধুর এখনও একটু একটু জ্বর আছে, দুর্ব্বলতা কল্যকার অপেক্ষাও বেশি। কলিকাতা ছাড়িবার সময়ে আমাদের মনে যে বড় আশা ছিল, সমুদ্রে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য বাড়িবে, দিন দিন সবল হইবেন; দুঃখের বিষয়, সে আশা একেবারে বিনষ্ট হইল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে, ইহা আমরা অতি আহ্লাদের সহিত দেখিতেছিলাম; হায়, এখন তাঁহার শরীর কেমন ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, সমুদ্র দিয়া ফিরিবার বেলা তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে অক্টোবর

"দেশে ফিরিতে প্রস্তুত হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রাতঃকালে দেবেন্দ্র বাবু ক্যাবিন ঠিক করিবার জন্য বেণ্টিঙ্কে গমন করিলেন, কালীকমল বাবু পি, এণ্ড ও কোম্পানীর আফিসে আমার এবং তাঁহার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে গেলেন।

সব ঠিক হইল। প্রাতরাশের পর দেবেন্দ্র বাবু এবং সত্যেন্দ্র বাবু হোটেল ছাড়িয়া বাষ্পীয় পোতে গেলেন, আমার এবং কালীকমল বাবুর উপরে হিসাব পত্র ঠিক করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া বাষ্পীয় পোতে যাইবার ভার দিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বাবুর যাইবার দু-এক ঘণ্টার পর কালীকমল বাবু দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলেন; তিনি আসিলে সমুদায় কাজ ঠিক হইবে, মনে করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। দুই ঘণ্টার অধিক কাল আমি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিলাম, তিনি এখনও ফিরিলেন না। তিনি কেন এত দেরি করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মনে অনেক প্রকার সংশয় ও উদ্বেগ উপস্থিত হইতে লাগিল। পি, এণ্ড ও কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অনুসারে দুটার সময়ে ডাক বন্ধ হইবে; সুতরাং সম্ভব যে, তিনটার সময়ে বাষ্পীয় পোত ছাড়িবে। সুতরাং আর অধিক ক্ষণ বিষণ্ণ ও নিশ্চেষ্ট থাকা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া, আমি এফ্রাইম্‌স্ সাহেবের হিসাব পত্র চুকাইয়া জিনিষ পত্র বান্ধিলাম। সকলই প্রস্তুত, এখন কেবল কালীকমল বাবুর জন্য প্রতীক্ষা। কার্গিল সাহেবের নিকট লোক পাঠাইলাম।······ *

শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর

"······জাহাজে আলু, কখন কখন কিছু রুটি, মোরব্বা ও আচার আমার প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজনসামগ্রী। বড়ই যথাকথঞ্চিৎ খাদ্য, এবং প্রতি দিন এই খাদ্যই খাইতে হয়। এ কথা বলিতে হইবে যে, ক্রমান্বয়ে আট দিন এরূপ খাদ্য খাইয়া জীবনকর্ত্তন অত্যন্ত অসুখকর। আহারপান করিবার জন্য তো আর এত দূর দেশে ভ্রমণ করিতে আসি নাই, এই ভাবিয়া আমি কষ্টবহন করিতেছি, এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের বিষয়ও কিছু ভাবিতেছি না। যে অতুল লাভ হইল, তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আহার পানের অসুবিধা গণনায় আইসে না। আমরা আজ সায়ঙ্কালে, কি কল্য প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিব, তাহার নিশ্চয় নাই। জলযোগের পর আমাদের তল্পীতল্পা বান্ধিলাম।

*** ভ্রমণবৃত্তান্তে ২৭শে অক্টোবরের শেষাংশ হইতে সপ্তাহ কালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ৪ঠা নভেম্বরেরও কতক অংশ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃত্তান্ত হইতে দিন স্থির করিয়া দেওয়া গেল।**

ভাটা পড়াতে খাজরীতে দু-এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বাষ্পীয় পোত ছাড়িল। সমুদ্রের জল গভীর সবুজ রং হইতে সবুজ, সবুজ হইতে ঈষৎ সবুজের মত হইয়া, অবশেষে নদীর ঘোলা রঙে পরিণত হইয়াছে। আমরা এখন নদী দিয়া যাইতেছি, দুই দিকেই ডাঙ্গা। প্রশস্ত নীলবর্ণ জলরাশি,—মহৈশ্বর্য্যশালী সমুদ্র আমাদের পশ্চাদ্ভাগে তরঙ্গমালাবিস্তার করিতেছে, এবং অসুখকর জলসিক্ত বায়ু স্নিগ্ধ সমুদ্রবায়ুর স্থানাধিকার করিয়াছে। প্রিয় সমুদ্রদেবতা, বিদায়। নিশ্চয় জানিও, গভীর চিন্তনীয় বিষয়সমূহমধ্যে তুমি আমার স্মৃতিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। যত আমরা অগ্রসর হইতেছি, নদী ক্রমান্বয়ে অপ্রশস্ত হইয়া আসিতেছে। সমুদ্রগমনকালে আমাদিগের চক্ষে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমকাল জাহাজ ও বাষ্পপোত নিপতিত হইত, সে সকলের পরিবর্ত্তে এখন নদীর বক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র আরোহিনৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাশস্ত্য, মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যসম্পন্নত্ব চলিয়া গিয়া, এখন সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র ভাব উপস্থিত। এই চিন্তায় মনে কষ্ট উপস্থিত হয় বলিয়া, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা পোষণ করা যায় না। সন্ধ্যাকালে যে স্থানে নঙ্গর হইল, শুনিতে পাওয়া গেল, কলিকাতা হইতে উহা ষোল কি বিশ মাইল দূরে।

শনিবার, ৫ই নভেম্বর

"সাড়ে পাঁচটার সময় বাষ্পীয় পোত ছাড়িল এবং ঝক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া চলিতে লাগিল। আর দুই তিন ঘণ্টামধ্যে আমরা আমাদিগের জন্মভূমি দর্শন করিব, আশা করি। আজ আমরা নদীর জলে স্নান করিলাম। অতি সুস্নিগ্ধ মনোরম স্নান হইল। বাষ্পীয় পোতে এখন মহাব্যস্ততা ও গোলমাল উপস্থিত, সকলেই জিনিষ পত্র বান্ধিতেছেন, এবং সাহেব মেমেরা মুচিখোলার সুন্দর-দৃশ্যদর্শনজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গার্ডেনরীচ পশ্চাতে ফেলিয়া আসা হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের অপেক্ষিত স্থান আমাদিগের সম্মুখে। এখানে আমাদিগের সমুদ্রযাত্রার শেষ। প্রিয় প্রভো, সমুদ্রযাত্রায় যে অমূল্য লাভ হইয়াছে এবং সমুদ্রযাত্রান্তে যে নির্ব্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাগমন করিলাম, তজ্জন্য আমার বিনীত হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ কর। এতদ্দ্বারা তুমি আমায়—প্রশস্ত ভাব, উন্নত আত্মা, শ্রেষ্ঠতর চিন্তা, উচ্চতর উচ্ছ্বাস, যাহা কিছু মহান্ ও উদার, তৎপ্রতি প্রীতি, যাহা কিছু ক্ষুদ্র, অসার, সীমাবদ্ধ, তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা এবং

সর্ব্বোপরি মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতা বলিয়া এবং তোমার প্রতি স্নেহময় পিতা বলিয়া প্রীতি—অর্পণ করিয়াছি। আমি যেন বর্দ্ধমান উৎসাহ ও ব্যগ্রতা সহকারে তোমার সেবা, তোমার নাম মহিমান্বিত এবং সত্যকেই আমার কার্য্য ও চিন্তার মধ্যবিন্দু করিতে পারি। যেন তোমার করুণা ও সহায়তায় যে সকল মহত্তম ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, সে সমুদায় দিন দিন পবিত্রতা-ও-অনুগ্রহাকর্ষণার্থ বর্দ্ধিত হয়। স্বাগত, জন্মভূমি, স্বাগত!"

প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ও তৎসঙ্গে ভগবৎপ্রীতির প্রতিভা

এখানে সিংহলদ্বীপের ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হইল। এ বৃত্তান্তের ভিতরে প্রচারসম্পর্কীয় কোন বিবরণ নাই। কেশবচন্দ্র এ সময় প্রচারের জন্য নহে, শিক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ শিক্ষা সামান্য শিক্ষা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যে আশ্চর্য্য বন্ধুতা ছিল, সেই বন্ধুতা তাঁহাকে উদার মহান্ গম্ভীর সাগরের সঙ্গে মিলিত করিয়া সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছেদন করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার চিত্ত এক দিনের জন্যও দেহ-গেহাদির নিমিত্ত ব্যাকুল হয় নাই, আহারাদির কষ্ট তাঁহাকে একটুও অধীর করিতে পারে নাই। সমুদ্র, সমুদ্রবায়ু, সাগরবলয় সিংহল তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার মন ক্ষুদ্র চিন্তা পরিহার করিয়া একেবারে মহত্ত্বের ভিতরে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সামান্য বিবরণও লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই সামান্য বৃত্তান্তগুলিও তাঁহার উদার হৃদয়ের ভাবের ছায়ায় অতি মধুর ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এক জন যুবক বিংশবর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী হইতে বিদেশীয় ভাষায় ঈদৃশ সুরুচিসম্পন্ন ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনিঃসৃত হওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার। আরও অদ্ভুত এই যে, ইহার প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতির প্রতিভা মিশিয়াছে। ভগবৎপ্রীতি, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রতিদিনের জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে তাঁহার হস্তদর্শন, প্রত্যেক ঘটনা ভগবচ্ছক্তিনিয়মিত জানিয়া তাহার কোনটীর প্রতি উপেক্ষা না করা, সকল ঘটনার ভিতর হইতে শিক্ষা-সংগ্রহ, এ সকল ইহার অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে। ভ্রমণবৃত্তান্ত সুদীর্ঘ বলিয়া কাহারও পাঠে ক্লেশ হইবে না। ইহার সারবত্ত্ব, মধুরত্ব, ভাবোচ্ছ্বাসবর্দ্ধনত্ব, ধর্ম্মভাবোদ্দীপনত্ব অধ্যয়নক্লেশকে কিছুতেই অবসর দেয় না।

সিংহল হইতে প্রত্যাগমন ও গৃহে সাদরে স্থানলাভ

মাতা সারদা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ ব্যাকুলহৃদয়ে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সিংহল হইতে বেন্টিঙ্ক বাষ্পীয় পোত যে দিন আসিবে, সে দিন জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র এক জন আত্মীয় সহ তাঁহাকে আনয়ন জন্য গমন করেন। তাঁহাদিগের পঁহুছিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র অলক্ষিত ভাবে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিন্দিত সমুদ্রযাত্রার অনুষ্ঠান করিলেন, বাষ্পপোতে ম্লেচ্ছসংসর্গে অনেক দিন বাস করিলেন, বিদ্বিষ্ট ঠাকুরপরিবার সহ ঘনিষ্ঠযোগে বদ্ধ হইলেন, স্বাধীনচেতা হইয়া পরিবারের শাসন ও ভয় অতিক্রম করিলেন, ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে আপনার সমগ্র জীবন সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ যেখানে সেখানে গমন করিতে সাহসী হইলেন, এ সকল গুরুজনের পক্ষে নিতান্ত অবিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র কখন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আসিবামাত্র পৈতামহ গৃহে আবার পুনরায় সাদরে পরিগৃহীত হইবেন। তিনি সিংহলে অবস্থানকালে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার উপরে কত প্রকারই না অত্যাচার হইবে। অত্যাচার হইবে জানিয়া পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কোন প্রকার অত্যাচারের হস্তে তাঁহাকে পড়িতে হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। হইতে পারে, স্বজাতিবর্গমধ্যে দুচারি জন তাঁহার প্রতিকূলে কথা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথায় কিছু আসে যায় না। অত বড় প্রভাবশালী বংশের অভিভাবকগণ যখন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে গৃহে গ্রহণ করিলেন, তখন অপরের আর কিছু বলিবার অবসর রহিল না ; বলিলেই বা তাহাতে কি ফলোদয় হইত ?

কেশবের জন্য স্বজনগণের চিন্তা

কেশবচন্দ্র পুনরায় মাতা ভ্রাতা আত্মীয় স্বজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া নামমাত্র গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার চিত্ত ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত অপরাপর বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার আত্মীয়গণ সংসার হইতে তাঁহার চিত্তের অন্যত্র গতি অনেক দিন হইল দেখিয়া

আসিতেছিলেন সত্য, কিন্তু সম্প্রতি সিংহলভ্রমণ এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও মুখপাত্রগণের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাদিগের চিন্তা বৃদ্ধি হইল। তিনি সিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সমগ্র সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়, যুবকগণের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ব্রাহ্মসমাজের নেতার সহিত অধিক সময় একত্র বাস, তাঁহাকে একেবারে বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় (১১ই পৌষ, ১৭৮১ শক; রবিবার; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৫৯ খৃঃ) কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন।

১০

বিষয়কর্ম্ম ও প্রবন্ধপ্রকাশ

(নবেম্বর, ১৮৫৯ খৃঃ—জুন ১৮৬১ খৃঃ)

বাঙ্গালব্যাঙ্কে কার্য্য, নির্লিপ্ততা ও বিবেকাধীনতা

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মোৎসাহ এবং তজ্জন্য সমগ্র সময়ব্যয় দর্শন করিয়া, তাঁহার অভিভাবকগণ নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কেশবকে অন্য দশজন সংসারীর ন্যায় সংসারী করিয়া ফেলিতে পারিলেই, তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ বিলীন হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বাঙ্গালব্যাঙ্কে, ১৮৫৯ সনের নভেম্বর মাসে, ৩০৲ টাকা বেতনের এক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ান, তাঁহার জ্যেষ্ঠও প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং তাঁহার সেখানে প্রবেশে কোন প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল না; তাঁহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, অভিভাবকগণের অনুরোধই যথেষ্ট ছিল। কেশবের সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই সময়ে ২০৲ টাকা বেতনে বাঙ্গালব্যাঙ্কে প্রবিষ্ট হন। কেশবচন্দ্রের বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্তি অন্য আর দশ জন সংসারীর ন্যায় ছিল না; তিনি কার্য্য করিয়া যে অবসর লাভ করিতেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইত। এখানে বসিয়া তিনি অবসরকালে পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। এই সকল পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাতে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার এই পুস্তকপ্রণয়ন-ব্যাপার বাঙ্গালব্যাঙ্কের উচ্চকর্ম্মচারীর তৎপ্রতি মনোযোগাকর্ষণ করিল। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ৩০৲ টাকা বেতন ৫০৲ টাকায় পরিণত হইল, এবং উত্তরোত্তর অতি সত্বর যে আরও উহা বাড়িতে থাকিবে, তাহার আশা পাইলেন। সংসারের যিনি কোন আশা রাখেন না, তাঁহার নিকট এ আশা অকিঞ্চিৎকর, কে না বুঝিতে পারে? এখানে একটী ঘটনা হয়, যাহাতে তাঁহার বিষয়নিরপেক্ষতা ও বিবেকাধীনতা সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালব্যাঙ্কের কোন গুপ্ত কথা বাহিরে প্রকাশ না পায়, এজন্য

একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণ আদিষ্ট হন। ব্যাঙ্কের কোন কথা কোন সময়ে বন্ধুগণের সহিত আলাপেও বলিয়া ফেলা হইবে না, এরূপ নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয় বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। তাঁহার অভিভাবকগণ ইহাতে ভীত হন, এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র বিবেকের আদেশের নিকটে পৃথিবীর কাহারও অনুরোধ কোন দিন মূল্যবান্ জ্ঞান করেন নাই; তিনি কেনই বা তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন? তাঁহার এই বিবেকানুগত নির্ব্বন্ধ পরিশেষে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে তাঁহার আপত্তি কেন, স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে এমন করিয়া তাঁহার আপত্তি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা দূরে থাকুক, তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র স্বাক্ষর করা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে পদবৃদ্ধির প্রলোভন সমুপস্থিত, এই সময় হঠাৎ তিনি ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া অভিভাবকগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে উচ্চতম কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধে কেন বিচলিত হইবেন? ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহার এই আফিসের কর্ম্মত্যাগ যে আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবন-বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। "আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ম্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসেব কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম্মপ্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন।" (১)

প্রথম প্রবন্ধ—"বঙ্গদেশীয় যুবকগণ, ইহা তোমাদিগেরই জন্য"

আমরা বলিয়াছি, তিনি ব্যাঙ্কের কার্য্য করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্যয় করিতেন। বাহ্যতঃ দেড় বৎসরের অধিক কাল তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। যদি অপর দশ জনের ন্যায় এই দেড় বর্ষ বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে নির্লিপ্তভাবে বিষয়কর্ম্ম কি প্রকারে করিতে হয়,

(১) "জীবনবেদ" পুস্তকের "প্রার্থনা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাহার দৃষ্টান্ত কথনই তিনি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "বঙ্গদেশীয় যুবকগণ, ইহা তোমাদিগেরই জন্য" (Young Bengal, this is for you) এই প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া পুস্তিকাকারে বিতরণ করেন।(১) এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধর্ম্মহীন শিক্ষার কুফলে যুবকগণের কি প্রকার হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অসার বাক্যব্যয় তাঁহাদিগের একমাত্র জীবনের সার কার্য্য হইয়াছে, কার্য্যকালে অত্যন্ত ভীরুতাপ্রদর্শন তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষণ হইয়াছে, এই সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া, কি উপায়ে এই হীনতা বিদূরিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশ্বাস, সাধুতা এবং সৎসাহস বিনা কিছুই হয় না; মনকে জ্ঞানে এবং হৃদয়কে বিশ্বাসাদিতে পূর্ণ করিলে তবে জীবন কার্য্যকর হইতে পারে; ধর্ম্ম বিনা বিশ্বাসাদিসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, অতএব সমুদায় বাধা প্রতিবন্ধকতা অবহেলা করিয়া ধর্ম্মেতে জীবনসমর্পণ করিতে হইবে; ইহাই এই প্রবন্ধের সারভূত উপদেশ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"প্রার্থনাশীল হও"

এই প্রথম প্রবন্ধে উদ্ঘাতমাত্রে প্রার্থনার কর্ত্তব্যতার উল্লেখ ছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই প্রার্থনার বিষয় লিখিত হয়। প্রবন্ধের নাম 'প্রার্থনাশীল হও' (Be prayerful)। উহা জুলাই মাসে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এক জন ব্রাহ্ম এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর কথোপকথনচ্ছলে এই প্রবন্ধ লিখিত। প্রার্থনা যে তর্ক বিচারের ফল নয়, উহা স্বভাবতঃ অভাববোধ হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা ইহাতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফল না দেখিয়া কি প্রকারে প্রার্থনা করা যাইতে পারে, ইহার বিলক্ষণ সদুত্তর প্রদান করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রাপ্ত হন; প্রার্থনা বিনা ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয় না, রক্ষা হয় না; প্রার্থনা বিনা ধর্ম্মের উচ্চতম ফল আত্মসমর্পণ উপস্থিত হয় না, ইত্যাদি বিষয়গুলি অতি বিশদপ্রণালীতে উহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধ—"প্রেমের ধর্ম্ম"

আগষ্ট মাসে (১৮৬০ খৃঃ) "প্রেমের ধর্ম্ম" (Religion of

(১) পর পর প্রকাশিত এই দ্বাদশটী প্রবন্ধ তাঁর "Essays—Theological and Ethical" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

Love)(১) নামক তৃতীয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমুদায় বিরোধ পরিহার করিয়া সার্ব্বভৌমিক এক ধর্ম্মে সমুদায় সম্প্রদায়ের সম্মিলন, এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য। ইহাতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব সম্মিলনভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্থ প্রবন্ধ—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল"

ব্রাহ্মধর্ম্মকে দৃঢ়মূল করা চতুর্থ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রবন্ধের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল' (Basis of Brahmoism)।(২) উহা সেপ্টেম্বর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। উহাতে সহজজ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল, এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে ;—বাহ্য বস্তু, বস্তুর বস্তুত্ব এবং কার্য্যমাত্রের কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি হয়, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান চিন্তার ফল নহে। এই সাক্ষাৎসম্বন্ধ সহজজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। এই লক্ষণ থাকাতে ইন্দ্রিয়প্রতিবোধের সাদৃশ্যে নীতিবোধ কর্ত্তব্যবোধাদি উহার নাম অর্পিত হইয়াছে। সহজজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ অযত্নসম্ভূতত্ব। কোন চেষ্টা বা যত্ন বিনা আপনা হইতে জ্ঞান সমুপস্থিত হয়, এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট করা যায় না। যদি বলপূর্ব্বক এই জ্ঞান নিরোধ করিয়া রাখা হয়, সময়ে উহা এমনই বলপ্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা, সকল যত্ন বিফল করিয়া দেয়। বাহ্য বস্তু কিছু নয়, মায়িক, এ মত অনেক দিন হইল প্রচলিত; কিন্তু বাহ্য বস্তুর বস্তুত্ব কেহই না মানিয়া থাকিতে পারে না। অনেকে যুক্তি তর্ক দ্বারা ঈশ্বরসম্পর্কীণ সাক্ষাৎ জ্ঞান উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই জ্ঞান এমনই দুরপনেয় যে, সেই সকল ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া ইহার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। এই লক্ষণ থাকাতে ইহাকে অযত্নসম্ভূত জ্ঞান, নৈসর্গিক আলোক, সহজ প্রত্যয় প্রভৃতি নাম অর্পণ করা হইয়াছে। সহজজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ সার্ব্বভৌমিকত্ব। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই এ জ্ঞান আছে, এ জন্য ইহার নাম সাধারণ বোধ, সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান। ইহার চতুর্থ লক্ষণ আদিমত্ব। সহজজ্ঞান উৎপন্ন জ্ঞান নহে, অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। সমুদায় বিজ্ঞান ও তর্কের উহা মূল আশ্রয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও

(১) (২) এই দুইটী প্রবন্ধে নববিধানের মত ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

আলোচনা উপস্থিত হয়। এই জন্য ইহার নাম মূলসত্য, আদিম জ্ঞান। সহজজ্ঞানের পঞ্চম বা শেষ লক্ষণ এই যে, উহা স্বতঃপ্রমাণ, অন্যপ্রমাণসাপেক্ষ নহে। সুতরাং উহা কেবল জ্ঞান নয়, বিশ্বাস ও প্রত্যয়। কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, সৎ কার্য্য কর্ত্তব্য, অসৎ কার্য্য পরিহার্য্য ইত্যাদি বিষয় আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকি; এই জন্য ইহার নাম অবিচারোত্থিত সত্য, ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। এই সহজজ্ঞান মানবজাতিকে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অর্পণ করে, তাহাতে বিরোধ নাই, বিসংবাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। চিন্তা বিচারাদিতে মতভেদ উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে। সহজজ্ঞান সাক্ষাদ্দর্শন। এই সাক্ষাদ্দর্শনে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সরস, কেন না উহাতে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণরূপে সাক্ষাদ্দৃষ্ট হন। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই ইহাতে অধিকার, কেন না সহজজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ববশতঃ বিচার তর্ক দর্শনাদির সাহায্য বিনা সকলেই এই সাক্ষাদ্দর্শনে অধিকারী। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বা পুরাণবর্ণিত ঈশ্বর নহেন। ইহার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্ম্মের মন্দির, প্রকৃতি পুরোহিত, সকল অবস্থার মানব ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূজা করিবার অধিকারী। নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া যেমন সহজে নিষ্পন্ন হয়, আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে, ধর্ম্মের মূল সত্য সকল তেমনি সহজে উপলব্ধির বিষয় হয়, আমাদিগের ইচ্ছার উপরে উহাদিগের গ্রহণাগ্রহণ নির্ভর করে না। এই সহজ সার্ব্বভৌমিক মূলোপরি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত থাকাতে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিসংবাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নিত্যকাল সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

পঞ্চম প্রবন্ধ—"ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের পিতাকে ভালবাস"

অক্টোবর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) পঞ্চম প্রবন্ধ বাহির হয়। "ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের পিতাকে ভালবাস" (Brethren, love your Father) এইটি প্রবন্ধের বিষয়। এই প্রবন্ধে অনুতপ্ত পাপীর অবস্থা এমন সুন্দররূপে বর্ণিত আছে যে, তাহা পাঠ করিয়া কাহারও হৃদয় আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। পাপী যখন অনুতাপের শেষ সীমায় উপস্থিত, আর যখন সে আত্মসংবরণ করিতে পারে না, তখন সে অধীর হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আর্ত্তনাদের ভিতরে পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের আশ্বস্তবাণী

অবতরণ করে। তখন পাপী এই বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে, তাহার ঈদৃশ নরকতুল্য হৃদয়ে পরম পবিত্র পরমেশ্বর বাস করিতেছেন। সে তখন তাঁহাকে আপনার প্রাণের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। যিনি পাপীকেও কখন পরিত্যাগ করেন না, তাহার উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাহার প্রতি নিরন্তর অসীম করুণা প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক ব্যক্তির কি প্রকার ভালবাসা কর্ত্তব্য, ইহা এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ—"সময়ের চিহ্ন"

নবেম্বর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত ষষ্ঠ প্রবন্ধের নাম "সময়ের চিহ্ন" (Signs of the times)। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বিনা অন্য কোন কর্ত্তৃত্বস্বীকার ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবোচিত নহে। স্বাধীনতা এবং উন্নতি, ইহাই একালের জাগ্রৎ বাণী। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ স্বীকার নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবন্ত নিত্যবিদ্যমান পরব্রহ্মের উপর পূর্ণ আশ্বস্ততা। বিবিধশাস্ত্রালোচনার উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। পরিত্রাণদাতা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণার নিকটে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মার যে দ্বিজত্বলাভ হয়, উহাই পরিত্রাণ। এ সময়ে অনেকের চিত্ত এই প্রমুক্ত ভাবের দিকে ধাবিত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রদর্শন জন্য মোরেল, টি উইলসন, এফ জে ফক্সটন, আর ডবলিউ গ্রেগ, জে লংফোর্ড, ডবলিউ ম্যাকল, ফক্স, মিস্ কব, থিওডার পার্কার, এফ ডবলিউ নিউম্যান, জে ইয়ং কৃত গ্রন্থ হইতে অংশ সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তম প্রবন্ধ—"উপদেশ"

সপ্তম প্রবন্ধ উপদেশ (An Exhortation), ডিসেম্বর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত। এই উপদেশে মনুষ্য সংসারাসক্ত হইয়া কি প্রকার হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়া, সংসারের অসারত্ব, সংসারবাসনাবশতঃ জীবের ঈশ্বরের করুণাসম্ভোগ করিয়াও তৎপ্রতি অকৃতজ্ঞতা, প্রবৃত্তির অধীনতা জন্য বিবেকের প্রতি উদাসীন হইয়া অন্তে নরকযন্ত্রণাভোগ, ইহার বিপরীতে ঈশ্বরের আদেশ অনুবর্ত্তন করিলে সুখ শান্তি আনন্দ অবশ্যম্ভাবী প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন প্রকার গতিক্রিয়া না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে

যত্নবান্ হওয়া এবং পাপ অপবিত্রতা হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম শান্তি পরিত্রাণ আলিঙ্গন করা, এই উপদেশের সার মর্ম্ম।

অষ্টম, নবম ও দশম প্রবন্ধ

অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত। এই দুইটিতে সহজজ্ঞান যে সুদৃঢ় ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহা প্রদর্শনজন্য বিরোধী অবিরোধী দার্শনিকগণের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। এপ্রেল মাসে (১৮৬১ খৃঃ) প্রকাশিত দশম প্রবন্ধে, কৃষ্ণনগরের খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ডাইসন সাহেব কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল" (**Basis of Brahmoism**) নামক চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে ষাইটটি প্রশ্ন করেন, প্রথমতঃ সেই প্রশ্নগুলি বিন্যস্ত করিয়া, উহাদিগের সংক্ষিপ্ত সার লইয়া নূতন প্রশ্ন গঠনপূর্ব্বক উত্তর দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগরের প্রচারবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে আমরা ইহার সার সংগ্রহ করিব।

একাদশ প্রবন্ধ—"আপ্তবাক্য"

একাদশ প্রবন্ধ আপ্তবাক্য (Revelation) ঘটিত, মে মাসে (১৮৬১ খৃঃ) প্রকাশিত। এই প্রবন্ধের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগের নিকট সত্য সকল প্রকাশ করেন। এই সকল সত্য সহজজ্ঞানের আকারে আমাদিগের আত্মাতে উদিত হয়। কোন গ্রন্থ ভগবানের বাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেন না ভগবানের বাক্য মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে নহে। যাহা এক সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বলিলে, ঐ সকল বাক্য গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া আমাদের সম্বন্ধে আপ্তবাক্য হইতে পারে না। কেন না, যত ক্ষণ না ঈশ্বর আমাদিগের আত্মাতে ঐ সকল বাক্য আপনি প্রকাশ করিতেছেন, তত ক্ষণ উহারা আমাদিগের নিকটে আপ্তবাক্য নহে। গ্রন্থ আমাদিগের জীবননিয়মনাদিপক্ষে উপকারী হইতে পারে, কিন্তু যত দিন ঐ সকল গ্রন্থলিখিত সত্যে আমাদিগের হৃদয় সায় না দেয়, তত দিন উহা আমাদিগের পক্ষে অকর্ম্মণ্য। যখন সকল গ্রন্থেই সত্য আছে, তখন কোন এক বিশেষ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া অপর সমুদয় গ্রন্থকে দূরে পরিহার করা সমুচিত নহে। যে কোন গ্রন্থে সত্য আছে, সেই সত্য যখন আমাদের আত্মার মধ্যে পরমাত্মার

অনুমোদন লাভ করে, তখন উহা সর্ব্বথা আদরণীয়। পরমাত্মার অনুমোদন ও তাঁহার কৃপায় সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিষয়ে যাঁহারা আস্থা সংস্থাপন না করিয়া গ্রন্থবিশেষকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের স্ব স্ব বিচারশক্তি আশ্রয় করিয়া তত্তদ্‌গ্রন্থ বুঝিতে হয়; ইহাতে মতিভেদে বুদ্ধিভেদে একই গ্রন্থ শত প্রকার ব্যাখ্যার অধীন হইয়া এক সম্প্রদায় শত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একত্বরক্ষা এই জন্য জগতে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল গ্রন্থের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিলে চলে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অভ্রান্ত বিষয় মানিতে হয়। প্রথমতঃ যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত, সে ভাষাকে অভ্রান্ত স্বীকার করিতে হয়। সেই গ্রন্থ যে কোন ভাষায় অনুবাদিত হউক, সেই অনুবাদের ভাষার অভ্রান্তত্ব মানা প্রয়োজন। এই ভাষার ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যানার্থ অভিধানাদি সকলেরই অভ্রান্তত্ব না মানিলে চলে না। এতগুলি অভ্রান্ত বিষয় মানিয়াও শেষ হইল না, যেমন তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থ বুঝিবে, তেমনি তাহার (অর্থাৎ সেই বোধের) অভ্রান্ত হওয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন; সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্মাতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সত্যপ্রকাশ, ইহাই দাঁড়াইতেছে। কোন অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপ্তবাক্য বুঝিয়া লওয়া, এ পন্থাও ঠিক নহে; কেন না সত্যাসত্য, ভাল মন্দ এ উভয় সম্বন্ধেই প্রাচীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আপ্তবাক্য-সম্বন্ধে কেবল গ্রন্থ ধরিলে চলিবে না, সমুদায় প্রকৃতিকে তাঁহার (ঈশ্বরের) সত্যপ্রকাশের স্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর গ্রন্থনিচয়ের মধ্য দিয়া, সমুদায় প্রকৃতির মধ্য দিয়া মনুষ্যের নিকট সত্য প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ সকল স্থান হইতে সত্য ঈশ্বরের মধ্য দিয়া গ্রহণ করেন বলিয়া, কেহ কেহ তাঁহাদিগকে চৌর্য্যাপবাদ অর্পণ করিয়াছেন, ঈদৃশ অপবাদ অপরিহার্য্য। কেন না তাঁহারা যখন যেখান সেখান হইতে সত্যগ্রহণে প্রস্তুত, তখন সেই সেই সম্প্রদায়ের নিকট চৌর্য্যাপবাদগ্রস্ত তো হইবেনই। বস্তুতঃ এ অপবাদ বৃথা, কেন না এই সমুদায় সত্য অন্তররাজ্য হইতে তাঁহারা গ্রহণ করেন, বাহে তৎসাদৃশ্য গ্রন্থে আছে, এই মাত্র। ব্রাহ্মগণ কখন কোন গ্রন্থের প্রতি অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা অসম্ভব, ঈদৃশ বাক্যপ্রয়োগ অতীব ঘৃণার্হ। যে কোন গ্রন্থ হইতে যখন তাঁহারা সাদরে সত্যগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের প্রতি এ

অপবাদ কখন খাটে না। যাঁহারা পুস্তকবিশেষকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগেরও তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রহণপ্রণালী স্বীকার করিয়া না লইয়া উপায় নাই। সহজজ্ঞানপ্রণালীতে সত্য গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারা গ্রন্থবিশেষকেও আপ্তবাক্য বলিতে পারেন না; কেন না প্রথমতঃ ঈশ্বর আছেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কল্যাণময়, তিনি পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য, এ সকলেতে বিশ্বাস না করিয়া, এই গ্রন্থ তাঁহার বাক্য এবং আমাদিগের হিতের জন্য অবতীর্ণ, এ কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

দ্বাদশ প্রবন্ধ—"প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ"

দ্বাদশ প্রবন্ধ প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ (Atonement and Salvation) বিষয়ক, জুন মাসে (১৮৬১ খৃঃ) প্রকাশিত। ইহার সার মর্ম্ম এই;—ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্রাণদানে ব্যস্ত। যিনি অনন্ত প্রেম, তিনি কখন পাপীর ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। এ কথা সত্য যে, তিনি যেমন অনন্ত প্রেম, তেমনই অনন্ত ন্যায়। পাপী যখন পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়াছে, তখন ঈশ্বরের করুণা বা প্রেম তাঁহার ন্যায়ের বিরোধে পাপীকে কি প্রকারে পরিত্রাণ দান করিতে পারে? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বরের করুণা তাঁহাকে পরিত্রাণদান করিবে কেন? অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ, ইহার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? কোন এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তি আপনাকে পাপীর পরিবর্ত্তে বলিদান করিলে কি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ, চিত্তের ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হওয়া; পাপী যখন পাপাচরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়, তখন তাহার চিত্ত ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হইয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। চিত্ত অভিমুখীন হইলেই যখন প্রায়শ্চিত্ত হইল, তখন অনুতাপই যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? পাপের উপযুক্ত শাস্তি আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু শাস্তির মধ্যে কি কেবল ঈশ্বরের ন্যায় বিদ্যমান, করুণা নাই? ঈশ্বর কি ক্রোধভরে পাপীকে দণ্ডদান করিয়া থাকেন? যাহারা এরূপ মনে করে, তাহারা ঈশ্বরাবমাননা করে। ঈশ্বরেতে ক্রোধ দ্বেষাদি কিছুই সম্ভবে না। তিনি যে পাপীকে দণ্ডদান করেন, তাহা তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য। পৃথিবীর পিতামাতাও যখন

সন্তানকে এই ভাবে শাসন করেন, তখন ঈশ্বরসম্বন্ধে সেরূপে দণ্ডদান অসম্ভব, এ কথা কে মনে করিবে? আমাদিগের পাপ অপরে বহন করিবে, আমাদিগের পক্ষ হইতে আর এক জন আপনাকে বলিদান দিয়া ঈশ্বরের ক্রোধশান্তিপূর্ব্বক আমাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিবে, এ সমুদায় অযুক্ত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা। আমার পাপের কারণ আমার ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে। সে কারণের উচ্ছেদ না হইলে, তজ্জনিত পাপের উচ্ছেদ হইবে কি প্রকারে? কারণ এক ব্যক্তিতে রহিল, তাহার কার্য্য হইবে অন্য ব্যক্তিতে, ইহা কি কখন সম্ভব? আর ঈশ্বর আপনার ক্রোধশান্তির জন্য এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তির শোণিত চান, এরূপ শোণিতপিপাসুত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা কি তাঁহার ভয়ানক অবমাননা নয়? যদি এক ব্যক্তি কল্পনায় মনে করে, অপরে আমার পাপের জন্য আপনাকে বলিদান করিয়াছেন, আমার আর ভয় কি, তাহা হইলে সে এইরূপে আপনার বিবেককে নিদ্রিত করিয়া ফেলে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের উপর অবিচার, বিশৃঙ্খলা এবং শাসনবিহীনতা আরোপ করে। বিনা অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীনতা কখনই হইতে পারে না। পাপীর পাপের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দণ্ড হউক, আমরা যত দূর মনে করি, তদপেক্ষা বহুগুণ দণ্ড কঠোর হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কেন না আমরা জানি, সেই দণ্ডেই পাপীর নিশ্চয় সংশোধন। রোগী ব্যক্তির তিক্ত ঔষধ পান করিতে কষ্ট হয়; কিন্তু যখন সে জানে যে, এই তিক্ত ঔষধে তাহার রোগোপশম হইবে, তখন কষ্ট হইলেও সে ঔষধপানে বিরত হয় না। তিক্ত ঔষধপানে যে প্রকার রোগ বিদূরিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ হয়, দণ্ডে পাপ বিনষ্ট হইয়া সেই প্রকার পরিত্রাণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পরিত্রাণ আর কি? পাপ হইতে বিমুক্তিলাভ। পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীতি হইবে, দণ্ড হইতে মুক্তি অসম্ভব; তবে দণ্ডদ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া পাপ হইতে মুক্তি, ইহাই যথার্থ মুক্তি।

প্রবন্ধ দ্বারা মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক জন অনায়াসে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্র প্রথমে যে সকল মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইয়া কখন তিনি অপর মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। এই সকল মূলতত্ত্বের

ক্রমবিকাশ হইয়া পরিশেষে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের চরম দিকে আমরা যত অগ্রসর হইব, তত তাহা প্রত্যক্ষ করিব। তিনি প্রথম হইতে ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার কথা-শ্রবণোপরি আপনার ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকল প্রকারের বন্ধন বিমুক্ত না হইলে, কেহ ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণে অধিকারী হইতে পারেন না; এ জন্য তিনি অতি প্রথম হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থাদিরূপ কোন বন্ধন কাহাকেও বান্ধিয়া রাখিবে, ইহা তিনি এই কারণেই সহ্য করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরের অখণ্ড করুণার উপরে যেমন, তেমনি তাঁহার ন্যায়ের উপরেও তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ফলতঃ ন্যায় ও করুণা তাঁহার নিকটে এক অখণ্ড পদার্থ ছিল। যেখানে করুণা, সেখানে ন্যায়, যেখানে ন্যায়, সেখানে করুণা, উভয়ের অভিন্নতা এবং একত্ব একটু চিন্তা করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। ঈশ্বর করুণাময় বলিয়াই পাপীর পাপোচ্ছেদজন্য দণ্ডদান করেন, তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন, ইহার তুল্য আর সহজ কথা কি আছে। যেমন সহজ ধর্ম্ম, তেমনি উহার সহজ ব্যাখ্যাতা কেশবচন্দ্র। প্রথম বয়সে যে ব্যাখ্যাতৃত্বের ভার তাঁহার উপরে ভগবান্ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কি প্রকার বিশ্বস্ততাসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন, এই প্রবন্ধগুলি চিরকাল তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

১১

কলিকাতার বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার

(কৃষ্ণনগর—১৮৬১ খৃঃ)

বায়ুপরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচার

কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতে থাকিতেই কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, সুতরাং বায়ুপরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। তিনি এই প্রয়োজনটিকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিয়োগ করিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে একাকী গমন করেন নাই, ঠাকুর পরিবারের কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা সকলে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের (১) পিতা স্বর্গগত রামলোচন ঘোষের গৃহে অবস্থান করেন। রামলোচন ঘোষ কৃষ্ণনগরে সদর আলা ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে বিদ্যাজ্ঞানাদিজন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরান্তর্ভূত নবদ্বীপ আজ পর্য্যন্ত স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনানিমিত্ত কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পরই কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ। এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্গস্থাপন হওয়াতে, খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ আপনাদের তদ্বিরোধী দুর্গ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতাদান করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চার স্থানে যখন তিনি আগমন করিয়াছেন, তখন যে তিনি বক্তৃতাদান করিবার জন্য তত্রত্য লোকগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক।

বক্তৃতাদান ও ডাইসনের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ

তিনি বক্তৃতাদান করিলে তথাকার পাদরী ডাইসন সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। ধর্ম্মযুদ্ধে কেশবচন্দ্রের ন্যায় উৎসাহী বীর কে আছে? বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া কেহ যে তাঁহাকে পরাভূত করিবে, বা তিনি মৌনাবলম্বন

(১) গ্রন্থরচনাকালে তিনি জীবিত ছিলেন।

করিয়া থাকিবেন, সে প্রকার ধাতুর লোক তিনি নহেন। তিনি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার এমনই উৎসাহ বাড়িয়া গেল এবং এত বলের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, কি জানি বা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সাহস করিতেছিলেন না, এক জন উপস্থিত ডাক্তার তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। খ্রীষ্টান পাদরী তাঁহা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন, ইহাতে তত্রত্য লোকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল ছিলেন না, তথাপি সাধারণ শত্রু খ্রীষ্টান পাদরিগণের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে আগমন করিলেন। কেশবচন্দ্র এই প্রচারের বৃত্তান্ত স্বয়ং লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়াছিলেন, ঐ বৃত্তান্ত সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী (শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কেশবচন্দ্রের স্বলিখিত কৃষ্ণনগরের প্রচারবৃত্তান্ত

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক * মহাশয়েষু।

অগণ্যনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

এখানে এত দিন কি করিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। দুই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এখানে আসিয়াছি, প্রথমতঃ শরীর সুস্থ ও সবল করা, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণনগরে কুসংস্কার সকল পরিহার করতঃ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই নাই। এখানে দিবসে বিশেষতঃ ২।৩টার সময় উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠে, এবং শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে। গত বৃহস্পতিবারে ঘোরঘটা করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে।

* * * * *

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার

---

* ১৭৮১ শকের ১২ই পৌষে (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৫৯ খৃঃ) ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় পদে কেশবচন্দ্রের নিয়োগ হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি একা সম্পাদক নিযুক্ত হন নাই; ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ে সম্পাদক এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ পত্র ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের নিকটে লিখিত।

কৌতূহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে, আমার ক্ষুদ্রবলে এ মহৎ কর্ম্ম সংসাধন করা অত্যন্ত সুকঠিন। মনে করিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি প্রীতিবিহীন বিষয়ী লোক ও প্রখর বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় সর্ব্বত্র হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া আমার আশা অবসন্ন হয় নাই। যাহা হউক, কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানেও ঈশ্বরপ্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানা জাল" ফেলিয়াছি, অর্থাৎ যাহাতে অনেক এবং নানাবিধ লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জড়িত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারের সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র উপায়, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, এবম্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া অবশেষে মুখে একটি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রায় ৩০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে যুবা, বৃদ্ধ, বালক, ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইয়াছিল, এবং অনেকে স্থানাভাবপ্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন, তথাপি অনেকাংশ লোকের যে প্রকার মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। অনেক লোক আসিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র নিকেতনে আনিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ৪টী বক্তৃতা করিবার কল্পনা করিলাম, ২টী জ্ঞান ও ২টী অনুষ্ঠানবিষয়ক। ১। ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। ২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি। ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্যকতা। ৪। ঈশ্বরের জন্য বিষয়ত্যাগ। গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের কিছু কিছু বুঝাইয়া দিলাম এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতি ২। ৪টী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। পাদ্রি ডাইসন সাহেব বক্তৃতার পরে আমাদিগের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন; বোধ হয়, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

অন্য প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অদ্যকার বক্তৃতা নিষ্ফল না হয়, যেহেতুক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই।

প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু গূঢ়রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে, কেবল বাহ্য আড়ম্বরে ধর্ম্ম-প্রচার হয় না। এ জন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, তাহাদিগের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রণয়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়—তাঁহাদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্ম্মালোচনার জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি।

আমাদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন করিলাম? মরুভূমিতে বীজ রোপণ করিলাম? কখনই না। কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত জানিতে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহ-পূর্ব্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার জন্য ইচ্ছা, ব্রহ্মরস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগরস্থ যুবা বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটী গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এ দিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের আপ্তবাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম, সংগ্রামের জন্য হামিল্টনের লেকচর এবং অন্যান্য অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা।

প্রীতি যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটী মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রীতিবিহীন প্রচারক কোন কর্ম্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণুতা হয়, পরের কটূক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সহ্য করা যায়। প্রীতি থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়, কি ধনী কি দরিদ্র

সকলের নিকট নম্র ও বিনীত ভাবে যাওয়া যায়। প্রীতি থাকিলে সত্য-জিজ্ঞাসুদিগকে শীঘ্র আনা যায়, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া যুদ্ধ করা যায়, সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি প্রচারক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে প্রস্তুত করা উচিত। কত শত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে না পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্য আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্রে প্রকাশিত হয়, যদি ইহার যথার্থ ভাব সকলে অবগত হয়, তাহা হইলে অনেকে ইহাতে অনুরক্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার সুধা পাইলে কে না আনন্দের সহিত পান করে? ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল উপায়মাত্র। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সফল হইয়াছে—সত্যের প্রভা যে ১০।১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে—বীর্য্যহীন ও নিরুৎসাহী লোকদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও নবজীবন প্রকাশ পাইতেছে—কৃষ্ণনগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া পরম পিতাকে কৃতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি।

কৃষ্ণনগর
৩১শে বৈশাখ, ১৭৮৩ শক
(১২ই মে, ১৮৬১ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য

কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রের প্রচারসম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদক বলেন; (১)—"কৃষ্ণনগরে এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনারিদের মধ্যে, ছাত্রদিগের মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যে দিন তিনি ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রবিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সে দিন ডাইসন নামক তথাকার মিশনারি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার কোন কথায় সায় দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে, তাহা এই—ঈশ্বর প্রতি মনুষ্যের হৃদয়ে স্বাভাবিক সহজ বাক্য সকল প্রেরণ করিতেছেন,

(১) ১৭৮৩ শকের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

তাহাই আমাদের আপ্তবাক্য—তাহাই আমাদের শাস্ত্র। কোন বিশেষ পুস্তককে আমরা শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। ঈশ্বর যে পুরাতন কালে পুরাতন লোকদিগের মনে সত্য প্রেরণ করিতেন, এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা যেখান হইতেই সত্য পাই, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি। সে বিবেচনায় চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, একটি প্রস্তর, একটি তৃণকে আমরা বাইবেলের সঙ্গে সমান দেখি। যে সকল সত্য সাধারণ, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা দেশ কালের উপর নির্ভর করে না, যাহা সামান্য কৃষক ও অসামান্য বিদ্বান্ সকলেই সহজে দেখিতে পায় ও সহজে আলিঙ্গন করে, তাহার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরই আমাদের মুক্তিদাতা, তাঁহার রাজভাব ও পিতৃভাব যে পরস্পর বিরোধী নহে—তাঁহার শাস্তি আমাদের ঔষধ, এবং তাহা যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—পাপের ভার যে এক জনের স্কন্ধ হইতে আর এক জনের স্কন্ধে চাপান যায় না, তাহা হইলে পাপকে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়, এই সকল বিষয়ে সুচারুরূপে বলেন। এবারও ডাইসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনারিরা আশ্চর্য্য হয়, কেমন করিয়া দুই তিন শত লোক একাদিক্রমে তিন চারি ঘণ্টা কাল মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করে। ডাইসন সাহেব আপনার শাস্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য পর দিবস এক বক্তৃতা করিলেন। তিনি কোন আশাকর, বলকর, উৎসাহকর বাক্যে শ্রোতাদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারিলেন না। মনুষ্য অতি অপদার্থ, বাইবেল না পড়িলে তাহার ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর ঈশ্বর অভিসম্পাত দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিউমেন ও পার্কার নাস্তিকদিগের ধর্ম্ম। এই প্রকার কতকগুলি কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তাহার পরে প্রচারক মহাশয় তাহার উত্তর দিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল, খ্রীষ্টানদের পরাজয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইয়াছে। এক জন নবদ্বীপের পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমাদের শত্রু বটেন, কিন্তু আমাদের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এখন আপনারা বন্ধু।' ডাইসন সাহেব আপনার পূর্ব্ব মতের অনেক

সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ক কতক প্রশ্ন পুস্তকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন; প্রচারক মহাশয় সেখানেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন।"

ডাইসনের সহজজ্ঞানের বিরোধী প্রশ্ন সম্বন্ধে কেশবের উত্তর

ডাইসন সাহেব সহজজ্ঞানের বিরোধে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সহজজ্ঞান এবং চিত্ত এ দুইয়ের প্রভেদ এই যে, সহজজ্ঞান স্বাভাবিক, অযত্নসম্ভূত, আদিম, উপস্থাপক, উদার, মানসিক জ্ঞান; চিত্ত—মনের সর্ব্ববিধ অবস্থার দ্যোতক। সহজজ্ঞান যেমন একটি বৃত্তি, তেমনই সত্যও বটে। সেই সকল সত্য স্বতঃ উৎপন্ন, যাহাদিগের প্রভবস্থান আপনার ভিতরে; সেই সকল সত্য স্বতঃপ্রমাণ, যাহাদিগের আপনার ভিতরে প্রমাণ অবস্থিত। সহজজ্ঞান কতকগুলি সত্য সহজ ভাবে অনুভব করে; বুদ্ধি তদুপরি চিন্তা নিয়োগ করে। সহজজ্ঞান উপাদান অর্পণ করে, বুদ্ধি সেই সকল উপাদানের আকার দিয়া বিজ্ঞান গঠন করে। উন্নয়ন, শ্রেণীনিবন্ধন, ভেদদর্শন, অনুমান, বিচার এ সমুদায়ই বুদ্ধির, সহজজ্ঞানের নহে। বাহিরের প্রভাবাধীনে সহজজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ভাব, বোধ ও বৃত্তিরূপে জাগ্রৎ হয়। সহজজ্ঞানলব্ধ সত্য ব্যতীত পরিদর্শনজনিত সত্য আছে। খ্রীষ্টানেরাও ধর্ম্মসম্পর্কীয় সহজ সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা—'হৃদয়ে লিখিত ঈশ্বরের বিধি', 'বিবেকালোক', 'অন্তরে সত্যপ্রকাশ', 'অন্তরে অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরবাণী', 'মানুষের নিকটে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ'। বাইবেলও যে সহজ সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা রোমীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪শ ও ১৫শ শ্লোক ও উড্‌ড্রিজকৃত ব্যাখ্যা হইতে বিশেষ প্রকাশ পায়। মনুষ্যজাতির মধ্যে এত প্রভেদ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর, খ্রীষ্টধর্ম্মে এত প্রভেদ কেন? যদি সহজজ্ঞান যথেষ্ট হয়, তবে শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি বাইবেল যথেষ্ট হয়, তবে লুথারে প্রয়োজন কি? শিক্ষার প্রয়োজন সহজজ্ঞানের অনস্তিত্বের প্রমাণ নয়; কেন না, সহজজ্ঞান থাকাতেই শিক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। শিক্ষা কেবল উদ্ভাবন, জাগ্রৎকরণ বুঝায়। কেউ কি কখন অন্ধ ব্যক্তির বহির্বিষয়ের বোধ উৎপাদন করিতে পারে? সহজজ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম

খ্রীষ্টানগণমধ্যে উদিত বলিয়া, খ্রীষ্টান শিক্ষার প্রভাবস্বীকার করিতে পারা যায় না; কেন না ইঁহারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের অভ্রান্তত্ব, অনন্ত নরক, মধ্যবর্ত্তিযোগে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন না; খ্রীষ্টধর্ম্মের সেইটুকু ইঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহা আন্তরিক আলোকের সহিত মিলে। যাহা মানুষ বিনা শিক্ষায় আপনার মনের ভিতর হইতে শিক্ষা করে, তাহাকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার ফল বলা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত? সহজজ্ঞানসত্ত্বে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা কি প্রকারে পৃথিবীতে প্রচলিত হইল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের শুভ সংবাদ থাকিতে, আদমাইট, বালেন্টিনিয়ান, নষ্টিক, মানিশীয়ান, আগ্নোয়াইট, কার্পোক্রেটিয়ান, এবিওনাইট প্রভৃতি ঘৃণিত সম্প্রদায় খ্রীষ্টরাজ্যে কি প্রকারে প্রবল হইল? সহজজ্ঞান বা বাইবেল অপেক্ষা আরও উচ্চ আপ্তবাক্যের প্রয়োজন অবশ্য আছে, কারণ আমরা সকলে "ঝাপসা ঝাপসা কাচের ভিতর দিয়া দেখি।" তবে আমাদিগের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যবশতঃ, ইহলোকে যত দূর জ্ঞাতব্য, উহাতে জানা যায় বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য। আপ্তবাক্য বাহির হইতে আইসে না, অন্তর হইতে; এজন্য ব্রাহ্মগণ গ্রন্থে নিবদ্ধ আপ্তবাক্য স্বীকার করেন না। তবে যে গ্রন্থে নিবদ্ধ আপ্তবাক্য প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়, তাহা এই জন্য যে, সে সকল গ্রন্থনিবদ্ধ আপ্তবাক্য বলিয়া মনে করা হয় না। অলৌকিক ক্রিয়া আপ্তবাক্যের প্রমাণ নহে, কেন না বাইবেলে উল্লিখিত আছে, "অনেক মিথ্যা খ্রীষ্ট, অনেক মিথ্যা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা উত্থিত হইবে, এবং তাহারা অনেক আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিবে। এত অধিক পরিমাণে দেখাইবে যে, যদি সম্ভব হইত, যাহারা মনোনীত, তাহাদিগকেও বঞ্চিত করিত।" (মথি, ২৪ অ, ২৪) সহজজ্ঞান বিনা অলৌকিক ক্রিয়া, কি সত্যের সত্যত্ব প্রমাণ করিতে পারে? ডাক্তার আরনোল্ড বলিয়াছেন, "জ্ঞান বিনা বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, শক্তির উপাসনা। এ শক্তির উপাসনা দৈত্যের উপাসনাও হইতে পারে। কেন না, জ্ঞানই ঈশ্বরকে যেমন শক্তিমান্ বলিয়া গ্রহণ করে, তেমনই সত্য ও মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে" ইত্যাদি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক উভয়বিধ পৌত্তলিকতার বিরোধী, তাহার শিক্ষা এই;—বাহিরের বস্তু বা অন্তরের প্রবৃত্তির উপাসনা করিও না, কিন্তু এক অদ্বিতীয় সত্য

ঈশ্বরের সেবা এবং তাঁহারই মহিমার জন্য সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

প্রচারোচিত বিশ্বাস ও উৎসাহ

কৃষ্ণনগরে প্রচার যদিও কেশবচন্দ্রের প্রথম প্রচার নহে, কেন না তিনি ইহার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা নগরীতে বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচারের কার্য্য করিতেন; তথাপি প্রচারার্থ বিদেশে পদার্পণ, এই প্রথম বলিতে হইবে। কি প্রকার বিশ্বাস ও উৎসাহ থাকিলে বিদেশে জনসাধারণের নিকটে প্রচার করিতে পারা যায়, এই প্রচারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। ভবিষ্যতে যিনি যুগপৎ সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে প্রচার করিবেন, সমাজে ৩০ জন এবং বক্তৃতাস্থলে ১৫০ জন লোকের সমাগমে তাঁহার আহ্লাদ, ইহা ঠিক তৎকালোপযোগী। যদি ইহার বিপরীত ভাব তাঁহাতে তখন থাকিত, তাহা হইলে প্রথমোদ্যমেই উৎসাহাগ্নিনির্ব্বাণ হইয়া যাইত। তিনি সকল সময়েই সংখ্যাপেক্ষা লোকের উৎসাহ ও ব্যগ্রতার দিকে সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন। ঈশ্বর আপনি আপনার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, মানুষ উপায়মাত্র, এ কথা তিনি কেমন করিয়া তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এ প্রশ্ন তাঁহার সম্বন্ধে উপস্থিত হইতে পারে না। যিনি ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে ঈশ্বর বিনা আর কিছু জানিতেন না, তাঁহার সম্বন্ধে ঈদৃশ ভাব অতি স্বাভাবিক। তিনি প্রথম হইতে এমন লোকসকলের অন্বেষণে ছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া জগতের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন। কেবল এক হৃদয়ের বিশ্বাসে সেই সময় হইতে তিনি প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র সম্মুখে অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং শস্যসংগ্রাহক ব্যক্তিগণ কোথা হইতে আসিবেন, তজ্জন্য দ্রোৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যেখানেই প্রচার করিতেন, সেখানেই বক্তৃতার অন্তিমভাগে লোকদিগকে প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার জন্য তীব্র উৎসাহ সহকারে আহ্বান করিতেন। কৃষ্ণনগর হইতে যে ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার এ ব্যগ্রতা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ভগবান্ যাঁহাকে সদলে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন, প্রথম হইতেই তাঁহাতে ঈদৃশ ভাব কেনই বা না প্রকাশ পাইবে?

১২

ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতসভা

সঙ্গতসভাস্থাপন

ব্রহ্মবিদ্যালয়স্থাপন এবং তাহার কার্য্য কি প্রকারে চলিত, আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; সঙ্গতসভার কথা এখনও উল্লিখিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, সঙ্গতসভাস্থাপনের দিন আমরা স্থির করিতে অক্ষম হইলাম। তৎসম্পর্কীয় যে পুস্তিকা ছিল, তাহা কোথায় গেল, এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসের (নভেম্বর, ১৮৬১ খৃঃ) তত্ত্ববোধিনীতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রথম মুদ্রিত হয়, এই পুস্তকখানি সঙ্গতসভার আলোচনার ফল। উহা কখন অল্প কয়েক দিনের আলোচনার ফল নহে। অন্ততঃ বর্ষাবধি সঙ্গতের কার্য্য চলিয়া, তবে তাহা হইতে এই গ্রন্থখানি বাহির হইয়াছে। এই অনুমানে আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি, সম্ভবতঃ ১৭৮২ শকের মধ্যভাগে (১৮৬০ খৃঃ) সঙ্গতসভা স্থাপিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং সঙ্গতসভা এই দুইটি দ্বারা নবীন বংশের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ সাধিত হইয়াছে। আজ আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই দুইটি অন্তর্ব্ব্যবস্থানের ফল। ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং সঙ্গতসভার সঙ্গে যাঁহারা তৎকালে ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ ছিলেন, এ দুই অন্তর্ব্যবস্থানসম্বন্ধে তাঁহাদিগের লিপি সমাদৃত হইবার বিষয়। সে জন্য আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং সঙ্গতসভার তৎকালীন সভ্য আমাদের এক জন বন্ধুর স্মরণলিপি হইতে তৎসম্বন্ধের বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে স্মৃতিলিপি

"১৭৮০ শকে (১লা অগ্রহায়ণ; ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ খৃঃ) কোন বিশেষ ঘটনার জন্য হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন ধারণ করিল। এই সময়ে আমাদিগের প্রিয়তম আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মুখশ্রী, প্রশান্ত ও অমৃতবর্ষী দৃষ্টি, অন্তরের সংক্রামক

ব্রহ্মানুরাগ, অদ্ভুত চরিত্র, এবং সুমিষ্ট বাক্য, যেন চারিদিকে মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া দলে দলে যুবকদলকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ জনসাধারণের নিকট অবিদিত ছিল। দুই এক জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেদ বেদান্ত পাঠ ও কালয়াতী সংগীতের স্থান বলিয়া উহা প্রতীত হইত। অনেকের ধারণা এইরূপ ছিল যে, এখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অথবা তাহা থাকিলেও এখানে তত শিক্ষার বিষয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে মৃতবৎ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য ছিল; কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর উহা উদ্যম, উৎসাহ এবং সৎকার্য্যের আলয় হইয়া উঠিল। বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মসমাজের কথা, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ইহার প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিল। ইহার প্রভাবে হিন্দুসমাজও তটস্থ হইল। দেশ দেশান্তরে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ঐ সকল দেশ হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র সকল আসিতে লাগিল। সমুদায় পৃথিবীর চক্ষু ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িল, এই ক্ষুদ্র শিশুর শুভকামনা সকলেই করিতে লাগিলেন। যে সকল উপায়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মযুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—ব্রহ্মবিদ্যালয়, সঙ্গতসভা। এই দুইটির নাম উল্লেখ করিবামাত্র তৎসংস্পৃষ্ট যে কয়েক জন লোক এখন ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্বভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়সম্পর্কে স্মৃতিলিপি

"সিন্দূরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ী নামে যে বিখ্যাত প্রশস্ত গৃহ ছিল, যেখানে সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা মেট্রপলিটন কলেজের অধিবেশন হইত, যেখানে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল এবং পরে যে বাটীতে তিনি দুইটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন এবং তাৎকালীন বড়লাট সারজন লরেন্স তাহার একটিতে উপস্থিত হন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বাটীতে প্রতি রবিবারে প্রাতে—কেবল মাসিক ব্রহ্মোপাসনার দিনে অপরাহ্ণে—প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত। দিন কতক পরেই ইহার অধিবেশনস্থান পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইহার উপদেশ হইতে লাগিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপদেষ্টা ছিলেন। প্রথমে মহর্ষি বাঙ্গালাভাষায় প্রার্থনা করিয়া ঐ ভাষাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ ও লক্ষণ বিষয়ে উপদেশপ্রদান করিতেন। তৎপর কেশবচন্দ্র ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, এবং ঐ ভাষায় প্রার্থনা করিয়া তাহা পরিসমাপ্ত করিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের পুস্তকালয়ের সম্মুখে যে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় একটি লম্বা টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ও বেঞ্চের উপর দুই সারি দিয়া ছাত্র সকল বসিতেন এবং পূর্ব্ব দিকে দুইখানি চেয়ারের উপর উপদেষ্টা দুই জন আসন গ্রহণ করিতেন। দুই জন প্রেমভরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, এবং শ্রোতাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেন, যেন দুইটি স্বর্গের দূত আসিয়া ছাত্রদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছেন। সে শোভার কথা মনে হইলে মন পবিত্র হইয়া যায়। মহর্ষির সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়? আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় তাহা আপন বেগে চলিয়া যাইত, কে তাহাকে নিবারণ করে? কখন তিন ঘণ্টা, কখন চারি ঘণ্টা, কখন পাঁচঘণ্টা অতিবাহিত হইত, দিবালোক রজনীর অন্ধকারে পরিণত হইত, তথাপি তাহার বিরাম হইত না। বক্তৃতা শেষ হইলেও আগ্নেয়গিরির গর্ভের ন্যায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত থাকিত। বক্তৃতাকালে কখন চীৎকার করিতেন আর বলিতেন, তোমরা ধর্ম্মেতে পাগল হইবে না? দুই জনও পাগল হইয়া সংসার ছাড়িবে না? কখন ঈশ্বরপ্রেমে নিজে নিমগ্ন হইয়া এমনি অজস্র অমৃত বর্ষণ করিতেন যে, শ্রোতা যুবাদের চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা বহিত। প্রায়ই আরম্ভের সময় আস্তে আস্তে আরম্ভ করিতেন, কিন্তু শেষ ভাগে তিনি এমনি উৎসাহে মত্ত হইয়া উঠিতেন যে, মনে হইত, মুখ দিয়া অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন। এক দিন জনৈক সম্ভ্রান্ত অধিকবয়স্ক ব্রাহ্ম হঠাৎ ব্রহ্মবিদ্যালয়দর্শন করিয়া আসিয়া বিস্ময়াপন্নভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, একটি গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এমনি নিস্তব্ধতা যে, যেন ঘরে কেহই নাই। কেবলমাত্র একটি চীৎকার-ধ্বনি উঠিতেছে, আর উহাতে এই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'তোমরা সকলে উন্মত্ত হও। উন্মত্ত না হইলে কিছু হইবে না।' পূজ্যপাদ প্রাধানাচার্য্য

মহাশয়ের উপদেশ তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই সমস্ত উপদেশ "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের উপদেশ(১) লিপিবদ্ধ করে কাহার সাধ্য? আকাশের বিদ্যুৎকে পেটিকামধ্যে বদ্ধ করা বরং সহজ, তথাপি তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল না। এক রবিবারে নীতি ও চরিত্র-সংগঠন-বিষয়ে ও পর রবিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব (Theology ও Philosophy) বিষয়ে উপদেশ হইত। ধর্ম্মশাস্ত্র কি, মুক্তি কাহাকে বলে, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরেতে অনন্তকাল স্থিতি, ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য, সহজজ্ঞান (Intuition), দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস (History of philosophy), মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইত। তিনি যত্নপূর্ব্বক মনোবিজ্ঞান হইতে সহজজ্ঞান এবং তাহার লক্ষণ সকল অনেকগুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি সিংহনাদে যখনই শ্রোতাদিগকে সংসারের ভার ভগবানের হস্তে দিয়া স্ত্রী ও পিতা মাতা এবং পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রতগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন, তখন তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন পবিত্রাত্মা আবির্ভূত হইয়া যুবকবৃন্দের মনে আঘাত করিতেন। যে কয়েকটি যুবা অল্প দিন পরেই প্রচারব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যালয় তাঁহাদিগকে প্রথমে প্রস্তুত করে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশব্যতীত যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইনি আর একটি উপায়াবলম্বন করেন, সেটি পুস্তিকাপ্রকাশ। এই সময়ে তাঁহার কর্ত্তৃক এক হইতে তের সংখ্যক ট্রাক্ট (পুস্তিকা) প্রকাশিত হয়। (২) এই সকল ট্রাক্ট ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বিক্রীত হইত। যে দিন কোন নূতন ট্রাক্ট বাহির হইত, ছাত্রদিগের মধ্যে সে দিনের উৎসাহ বর্ণনাতীত। সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। সে সময়ে কলেজ ও স্কুলের যুবাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রবিষ্ট হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চতম বিভাগের উৎকৃষ্ট ছাত্র যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এতাদৃশ উপদেশ হইত যে, তদ্দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবিজ্ঞানপাঠসম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি সহায়তা হইত। তখন এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, ব্রাহ্ম

(১) (২) এই পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত (২) ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে কলেজের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইতেন। ভূতপূর্ব্ব ইউনিটেরিয়ান প্রচারক মৃত শ্রদ্ধাস্পদ সি এইচ এ ডাল সাহেব এক সময়ে সর্ব্বদাই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন। প্রচারকদিগের মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র, উমানাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরগোপাল সরকার, ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত এবং অপরাপর কয়েক জন এখনও বিদ্যমান আছেন। (১) স্থির হইয়াছিল যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিন বৎসরের উপযোগী উপদেশ প্রদত্ত হইবে। উপদেশান্তে প্রতিবৎসর এক বার করিয়া পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার ব্যস্ততা কে দেখে? ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে যে সমস্ত যুবক পরীক্ষা দিবার জন্য টেবিল সম্মুখে লইয়া লিখিতে ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের অনেকেই কৃতবিদ্য ছিলেন। কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীকেও তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইত। এই সমস্ত আয়োজন ও ব্যস্ততার মূলে ব্রহ্মানন্দ। তিনি চারিদিকে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেন, এবং পরীক্ষান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে (Certificate of Honor) নামক প্রতিষ্ঠাপত্রপ্রদান করিতেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মজ্ঞানসংস্থাপন করিয়াছে। যে সমস্ত ছাত্র সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মনে ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ়তররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বীজবপন করিয়াছেন, সেই বীজ এখন বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়া তাহার ফল দ্বারা ভারতের সকল স্থানকে সুখী করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে বিজ্ঞান আছে, মনোবিজ্ঞানরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে ইহা সংস্থাপিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও নীতিশাস্ত্র যে কুসংস্কারশূন্য, সার্ব্বভৌমিক, অবিমিশ্র, এবং বিশুদ্ধতম, তাহা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত 'উপদেষ্টা প্রস্তুত জন্য Brahmo Normal School নামে একটি স্বতন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল, ইহার অধিবেশন প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের ভবনেই হইত। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও ব্রহ্মজ্ঞানশিক্ষা প্রদত্ত হইত।

সঙ্গতসভাসম্বন্ধে স্মৃতিলিপি

"কেশবচন্দ্র দেখিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যালয় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব ব্রাহ্মদিগের

(১) গ্রন্থরচনাকালে তাঁহারা জীবিত ছিলেন।

মধ্য হইতে দূর হইতেছে; কিয়ৎপরিমাণে তিনি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বন্ধু ও অনুগামিগণের হৃদয়ের খুব সন্নিকট হইয়া, তন্মধ্যে নিজে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের জীবনকে নূতন করিয়া দিতে না পারিতেন, তত ক্ষণ তাঁহার বিশ্রাম হইত না। তিনি যুবকগণকে খুব নিকটে টানিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়দ্বার নিজে খুলিয়া দেখিতে ও নিজের হৃদয়দ্বার তাঁহাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হইলেন। একটী ভ্রাতৃসভা সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এক দিন (১) জোড়াসাঁকোস্থ পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল সেন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহোদয়দিগের উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন। উদ্যানে গিয়া সকলকে এক এক খণ্ড নূতন গামছা ও নূতন বস্ত্র প্রদত্ত হইল, সকলে স্নান করিলে ব্রহ্মোপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইল। সেই সভায় স্থির হইল যে, চরিত্র-গঠনার্থ একটী ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাগমনকালে বৃদ্ধ ও যুবক নানা বয়সের ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় মৃত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এই দলের নেতা হইলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে উৎসাহসহকারে নৃত্য ও ব্রহ্মসংগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আর সকলে এবং তন্মধ্যে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার কয়েকটি পুত্র সহ এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার দলবল সহ চলিতে লাগিলেন। যদি প্রকৃতপক্ষে বলিতে হয়, তবে ইহাকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগরকীর্ত্তন বলিয়া অভিহিত করা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌত্তলিক ও উচ্চতর ভক্তির ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গতসভা। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত সভার তদনুকরণে সঙ্গতসভা বলিয়া নামকরণ করিলেন। প্রথমে তিনটী সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটী কলুটোলায়, তাহার সভাপতি

(১) স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ "সঙ্গত" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সকলে ঐ উদ্যানে গমন করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অপর দুইটীর মধ্যে একটী শিমলা ও অপরটী কলুটোলার স্বতন্ত্র স্থানে। এই তিনটী সঙ্গতসভার একটী করিয়া মাসিক সাধারণসভা হইবে, স্থির হইল। এই মাসিক সভা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইত। কিছু দিন মাত্র এইরূপ কার্য্য চলিল, ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সৎপ্রসঙ্গের বিষয় প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু কেশবচন্দ্রের উৎসাহ প্রতিদিন নূতন হইতে নূতনতর হইতে লাগিল, তাঁহার বলিবার বিষয়ও যেন দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অন্যান্য সঙ্গতসভা কালগ্রাসে পতিত হইল, কেবল কলুটোলাস্থ কেশবচন্দ্রের সঙ্গত নিত্য নূতন জীবন প্রদর্শন করিতে লাগিল। কলুটোলাস্থ পুরাতন গৃহের প্রবেশদ্বারের বাম দিকে নিম্নতলে কেশবচন্দ্র বসিতেন, সেই খানে যুবকবৃন্দের এই সভা হইত। মধ্যস্থলে একটি অতি সামান্য টেবিল ছিল, কয়েকখানি এমেরিকান চেয়ার এবং দুই তিন খানি বেঞ্চ থাকিত, অনতিদূরে কিছু দিন একখানি শয়নের খাট ছিল। এই গৃহে দিবাভাগের অনেক সময়ে প্রায় একটি দুইটি করিয়া যুবক থাকিতেন। বেলা ৫টা হইলেই প্রতিদিন যুবকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইত। সন্ধ্যার সময় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সঙ্গতসভার দিনে অধিক লোকের সমাগম হইত, অন্যান্য দিনে তত হইত না। এই সভায় যুবকগণকে কেশবচন্দ্র যেন অপূর্ব্ব মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিতেন, তাঁহারই আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইতেন। সন্ধ্যার সময় যে সকল লোক একত্র হইতেন, প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গৃহে গমন করিতেন। এই সভায় কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ে প্রসঙ্গ হইত, তাহা নহে, নানাপ্রকার কথোপকথন হইত। উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, সরস কৌতুক, পরিবারসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা এবং কখন কখন রাজনীতিসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা মুক্তভাবে হইত। এক বার কেশবচন্দ্র অল্পক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে আহার করিতে যাইতেন; পরে আবার আসিয়া যোগদান করিতেন, তাঁহার প্রতীক্ষায় তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ তথায় অবস্থিতি করিয়া থাকিতেন। রাত্রি প্রায় ১২ টায় আর এক দল লোক গৃহে গমন করিতেন; কিন্তু অবশিষ্ট যে ছয় সাত জন থাকিতেন, তাঁহাদের পদদ্বয় আর গৃহাভিমুখে গমন করিতে চাহিত না। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের সহবাসে থাকিতে পরিশ্রান্ত

হইতে জানিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার বিচ্ছেদকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। একটি অলক্ষিত রজ্জু আসিয়া যেন সকলের হৃদয়কে একত্র বাঁধিয়া জমাট করিয়া দিত। ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাঁহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতেন না। কোন কোন দিন রাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকাল ৬টার তোপ পড়িয়া যাইত, তথাপি সকলে একত্র। গৃহের লোক জন গভীর নিদ্রায় আক্রান্ত, চারিদিক রজনীর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ, কেবল সেন-পরিবারের একটি গৃহে সামান্য দীপশিখার আলোকে বসিয়া কয়েকটি যুবা কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছেন, কখন উৎসাহ ও অনুরাগসূচক কথা সকল চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, কখন উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন ও গৃহের অপরাপর সকলে সেই ঘরটির নাম "পাগলা গারোদ" রাখিয়াছিলেন। দ্বারবানেরা বিরক্ত হইত। যখন তাহারা বুঝিল যে, কর্ত্তাদিগের সহানুভূতি নাই, প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রতিবার দরজার দ্বার বন্ধ করিতে ও খুলিয়া দিতে অত্যন্ত গোল করিত। নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া যুবকদিগের সময়ে সময়ে যাতায়াত করিতে হইত। সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক ভাবে নানা প্রকারের ধর্ম্মালাপ হইত। বিনয়, বিশ্বাস, ভ্রাতৃভাব, উপাসনা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য, বিবেক, জাতিভেদ ও জাতিভেদসূচক উপবীত রাখা উচিত কি না, জীবনের উদ্দেশ্য, সময়ের ব্যবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি (mission), সংসার-সম্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। নীতিসম্বন্ধে কথাবার্ত্তাই অধিক এবং উহা এই ভাবে হইত, যাহাতে সভ্যগণ সে সমস্ত আলোচিত বিষয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া, পরীক্ষিত বিষয় সকল পর বারের সভায় বলিতে পারেন। সে সময়ে নীতির প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাই সভ্যদিগের চিত্ত ও জীবনকে সমস্ত সপ্তাহ আন্দোলিত করিত। এই সময়ে কেশবচন্দ্র নিজ জীবনের নিয়তি স্পষ্ট অনুভব করিয়া এরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, যাহাতে সকলেই নিজ নিজ জীবনের নিয়তি স্থির করিয়া অন্যান্য কার্য্য ছাড়িয়া তদনুসারে জীবন চালান। তিনি বন্ধুদিগকে বার বার নানা প্রকারে, তাঁহাদিগের জীবনের নিয়তি কি, তাহা স্থির করিয়া লিখিয়া দিতে অনুরোধ

করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ কেবলমাত্র তাঁহারই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন, ধর্ম্মজগতের অধ্যাত্ম গভীর তত্ত্বে তাঁহাদিগের অল্পমাত্রই তখন দর্শন ছিল। তাঁহারা যে কিরূপ উত্তর দিবেন, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। যে সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, তাহা কেশবচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান'(১) নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। একবার সঙ্গতসভার সাংবৎসরিক উৎসব হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, 'উপবীত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।' যখন মহর্ষি এই লেখাটী পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপবীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তবে আর ইহা কেন?' এই বলিয়া উপবীতত্যাগ করিলেন। এই সঙ্গতসভা যুবকদিগের যোগ ঘনীভূত করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সকলে এই স্থানে একত্র হইতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের যোগ এমনি সুমিষ্টতর হইয়াছিল যে, পরস্পরকে দেখিলেই সুখ হইত। সকলে একত্র হইলে যদি কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে না থাকিতেন, গভীর অপূর্ণতা অনুভূত হইত। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব যে কি, তাহা সেই সময়েই বুঝা যাইত। সময়ে সময়ে মনে হইত যে, সমস্ত পৃথিবীতে যদি আর কেহ না থাকেন, কেবল এই কয়েক জন থাকেন, তাহা হইলেই সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ। এই প্রেম ধনীর সঙ্গেও গরিবের সন্তানকে এক ভূমিতে আনিয়াছিল। মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বিনম্রস্বভাব বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গতের এক জন সভ্য ছিলেন। তিনিও সকলের সহিত কলুটোলার ভবনে রাত্রিজাগরণ করিতেন, এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির পর কলিকাতার চিৎপুর রোড ডুবিয়া গেলে, এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। যুবকগণ গৃহে যাইবার সময় যেখানে রাস্তায় গৃহাভিমুখী হইবার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেন, তথায় পরস্পরকে বিদায় দিবার জন্য প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কাটিয়া যাইত। কেশবচন্দ্রকে যখন তাঁহারা সকলে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার ও পরস্পরের মুখের কথা

(১) পরবর্ত্তী "কার্য্যোদ্যম" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই পুস্তিকা প্রথমে ১৭৮২ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের এবং ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় চারিবারে প্রকাশিত হয়।

শুনিতেন, তখন সমস্ত সংসার ভুলিয়া যাইতেন।···কৃষ্ণনগরে প্রচারান্তে যে দিন কেশবচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে মহাজয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রবিবারে উপাসনার পর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সকলে একত্র হইলে, যখন কেশবচন্দ্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইল।

কেশবের পীড়া—অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রেম

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ভেদ বমি রোগে আক্রান্ত হন। যখন প্রথমে রোগ আক্রমণ করে, তখন তিনি তাঁহার বাহিরে নিম্নতলস্থ বসিবার ঘরে অবস্থিতি করেন; ক্রমে পীড়া এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার প্রাণসংশয়। ডাক্তারগণ ক্রমে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে বিষম আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ প্রথমে মহাচিন্তায়, পরিশেষে ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ মহাবিষণ্ণ, তাঁহার সেবার জন্য কেহ কেহ প্রাণপর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। অভিভাবকগণ বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ক্রমে রোগীর জীবনের আশা ক্ষীণ হইয়া উঠিল। তৎকালীন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার এমনি চিকিৎসায় দক্ষতা ছিল এবং তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাস এমনই ছিল যে, সকলে মনে করিত, দুর্গাচরণ ডাক্তারকে আনিলে রোগী আর কখন মারা যাইবে না। এই ভয়ানক সময়ে দুর্গাচরণ ডাক্তারকে আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রকে বলিলেন যে, যদি রোগীর কোন বাঁচিবার আশা থাকে, তবে তাহা এই যে, তাঁহাকে এ গৃহ হইতে স্থানান্তর করান; এ গৃহে থাকিলে তিনি কখন বাঁচিবেন না। স্থানান্তর করিলেই যে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না; কিন্তু স্থানান্তর করা তাঁহার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়, ইহা নিঃসংশয়। এই কথার সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, অতি সাবধানে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, একটু অসাবধানতা হইলে তৎক্ষণাৎ জীবন শেষ হইবে। স্থির হইল যে, তিন তলার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের বসিবার ঘরে স্থানান্তর করা হইবে। কয়েক জন দ্বারবান্ ও চাকর এবং ডাক্তার নিজে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র এবং গৃহের কয়েক জন লোক খাট ধরিল এবং এমন সাবধানে

সেই উচ্চ সোপান দিয়া রোগীকে উপরে উঠান হইল যে, তিনি বুঝিতেও পারিলেন না যে, তাঁহাকে স্থানান্তর করা হইতেছে। দুর্গাচরণ বাবুর যশ অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সাধারণের নিকট এমনি দুষ্প্রাপ্য ছিলেন যে, তাঁহাকে অধিক বার রোগীর গৃহে আনা, অথবা কোন একটি বিশেষ রোগীর নিকট তাঁহাকে অধিকক্ষণ আবদ্ধ রাখা অসম্ভব ছিল; কিন্তু কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, কেশব সাধারণের সম্পত্তি, আমি ইঁহার চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব, এক পয়সা গ্রহণ করিব না। ডাক্তার সমস্ত রাত্রি রোগীর গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং আশ্চর্য্য তাঁহার অনুভবশক্তি যে, রোগীকে যে মুহূর্ত্তে উপরের ঘরে স্থানান্তরিত করা হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ও চন্দ্রমোহন ঘোষ এবং পরলোকগত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অপরাপর কয়েকজন তাঁহার প্রতি যে প্রকার অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রেম প্রদর্শন করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, সে প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবের দৃষ্টান্ত এ দেশে অল্পমাত্র দেখা যায়।"

ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতসভার প্রভাব

আমাদিগের বন্ধুর স্মরণলিপি শেষ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও সঙ্গতসভার সভ্যগণের উপরে ঐ দুই অন্তর্ব্যবস্থানের প্রভাবসম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিয়া অধ্যায় শেষ করিতে হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যালয় সারতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব এমন করিয়া ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে সকল ছাত্র তৎকালে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংসারের বিষয় বাণিজ্য পরিহার করিয়া, একেবারে ঈশ্বরের কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য বিনা আর কিছু তাঁহাদিগের চিন্তনীয় বিষয় নাই। যাঁহারা বিষয়কার্য্যে আছেন, তাঁহাদিগেরও একটি বিশেষত্ব আছে, ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা আছে, সংসারী হইয়া অনেকটা অসংসারী হইয়া আছেন, ইহা সম্ভবতঃ নির্দ্ধারণ করা যায়। কোথাও যদি ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে, তাহার কারণান্তর আছে। সঙ্গতসভার প্রভাবসম্বন্ধে অনেক কথা না বলিয়া একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

সঙ্গতসভার সভ্যগণ সর্ব্বতোভাবে সত্যরক্ষার জন্য অতীব যত্নশীল ছিলেন। তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে এত দূর দৃঢ়তা ছিল যে, ‘বোধ হয়’ ‘হইতে পারে’ ‘সম্ভব’ ইত্যাদি বিশেষণ বিনা অল্পমাত্র সন্দিগ্ধ বিষয়ও কখনও উল্লেখ করিতেন না। একদা এক জন বন্ধু ব্যাঙ্কের হিসাব মিলাইয়া, তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর নিকটে লইয়া উপস্থিত করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন, হিসাব ঠিক হইয়াছে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘বোধ হয়, ঠিক হইয়াছে।’ তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী বলিলেন, ‘বোধ হয় কি? ঠিক করিয়া বল।’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হাঁ, প্রায় ঠিক।’ বহু নির্ব্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে ‘বোধ হয়’ ‘সম্ভব’ প্রভৃতি উত্তর বিনা তিনি আর কোন উত্তর পাইলেন না। ফলতঃ সত্যবাদিত্বে সঙ্গতের সভ্যগণ অতুল্য ছিলেন এবং এই সত্যবাদিত্বের জন্য এবং পরহিতসাধনে ব্যগ্রতার জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজের নিকটে তাঁহারা অতীব আদৃত ছিলেন।

কার্য্যোদ্যম

(১৮৬১—১৮৬২ খৃঃ)

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান

১৭৮২ শকে উত্তর পশ্চিম দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের সাহায্য দান করিবার জন্য ১২ই চৈত্র (১৭৮২ শক; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৬১ খৃঃ) রবিবার যে বিশেষ অধিবেশন (১) হয়, তাহার বক্তৃতা হইতে আমরা জানিতে পাই, সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছিল, যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, মাতা ভূমির উপরে মৃতশরীর হইয়া শয়ান, আর শিশু সেই মৃতদেহোপরি নিপতিত, জীবন্ত মনুষ্যগলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা দুর্ভিক্ষনিপীড়িত স্থানে প্রেরিত হয়। বিশেষ অধিবেশন দিনের উপাসনা ও বক্তৃতাতে বেদী সম্মুখে তণ্ডুল, বস্ত্র ও অলঙ্কার স্তূপীকৃত হইয়াছিল। অনেকে আপনার গাত্রের মূল্যবান্ বস্ত্র, অঙ্গুরীয় এবং নারীগণ অলঙ্কার ও তৈজসাদি দান করেন। এ সময়ে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ কীদৃশ প্রকাশ পাইতে পারে, সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় দুর্ভিক্ষোপলক্ষে এই বিশেষ উপাসনা হয় এবং তাঁহারই দৃষ্টান্তে বস্ত্র ও অলঙ্কার সকলে উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন।

বিদেশীয় ব্রহ্মবাদিগণের সঙ্গে পত্রাপত্র

এই সময়ে বিদেশীয় ব্রহ্মবাদিগণের সঙ্গে পত্রাপত্র আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা, এবং কি প্রকারে উহার প্রচার ও বিস্তার হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস নিউমান সাহেবকে পত্র লিখিত হয়। এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন, (২) এখনও সে দেশে

(১) অধিবেশনের বিবরণ ১৭৮৩ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

(২) ১৭৮২ শকের ফাল্গুন মাসের ও ১৭৮৩ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপনের সময় হয় নাই, দু চারি জন যাঁহারা যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের এ সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব; সে দেশে শিক্ষার প্রভাবে বহুসংখ্যকের চিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষসম্বন্ধেও সেই শিক্ষার বাহুল্য হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়, বক্তৃতা ও প্রসঙ্গ, এবং ক্ষুদ্র সুলভ পুস্তিকাপ্রচার এই তিনটি উপায়কে তিনি প্রকৃষ্ট মনে করেন। যে সকল ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপাঠে তিনি এবং মিস্ কব আনন্দপ্রকাশ করেন। এই পত্রিকাযোগে তিনি বলিয়া পাঠান, যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইংলণ্ডে জনসাধারণের নিকটে শিক্ষার উন্নতিকল্পে আবেদন প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উহা উপস্থিত করিতে পারেন। কেশবচন্দ্র দেশহিতকর কার্য্যে কোন দিন নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নহেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধনজন্য এক সভা আহ্বান করেন। এই আহ্বানানুসারে ১৭৮৩ শকের ১৮ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর, ১৮৬১ খৃঃ) ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সভা হয়। এই সভায় ইনি প্রস্তাব করেন যে, "যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী নিবদ্ধ হয় ও সাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।" এতদুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, (১) তাহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন, প্রথম হইতে সামঞ্জস্যের দিকে ইঁহার চিত্তের কি প্রকার গতি ছিল। স্বদেশহিতকর কার্য্যে ইনি কি প্রকার প্রোৎসাহী ছিলেন এবং ইঁহা হইতেই উহা ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"প্রথমেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, এতদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কেন অগ্রসর হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিগত ইতিবৃত্ত অলোচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদিগের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে; কারণ ব্রাহ্মসমাজ এখনো পর্য্যন্ত সাধারণের হিতজনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও মহান্ উদ্দেশ্য যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারাই জানিতেছেন যে, কেন আজ আমরা এখানে একত্র হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল স্তুতিপাঠমাত্র নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম

(১) ১৭৮৩ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

কেবল মনের বিশ্বাস নহে, কিন্তু সমুদায় জীবনের উপর তাহার অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম শরীরে বল বিধান করে, আত্মাতে বিশ্বাস ও মঙ্গলভাব প্রেরণ করে, প্রীতিকে হৃদয়ের রাজা করে, এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার অধীন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি প্রীতির ধর্ম্ম হয় এবং তাহা যদি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে যেখানে যে প্রকারে হউক, দেশে যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব, এবং যাঁহারা সেই মঙ্গলসাধনে তৎপর, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিব। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার উপায় স্থির হউক, ব্রাহ্মেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্ব্বাগ্রে তৎপর হইবেন। অদ্য আমরা এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্যই এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। 'কর্ত্তব্য' এই শব্দ ব্রাহ্মের নিকটে কি গম্ভীর ও উৎসাহকর শব্দ। বিষয়ী লোকের কর্ণে এ শব্দের কিছুমাত্র গৌরব নাই; কিন্তু কর্ত্তব্যের নাম শুনিবা-মাত্র ব্রাহ্মের মনের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হয় এবং উৎসাহানলে উহা প্রজ্বলিত হয়। অতএব আমরা ব্রাহ্ম হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য-সাধনের জন্যই এখানে একত্র হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে, শিক্ষাকার্য্যের উন্নতিসাধন করিবার ভার রাজপুরুষদের হস্তেই সমর্পিত আছে, তবে ইহাতে ব্রাহ্মদিগের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? রাজপুরুষেরা যত দূর করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; কিন্তু রাজপুরুষেরা যে সকলই করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের হস্তে আর আর নানা কার্য্য রহিয়াছে, তাঁহারা আমাদের জন্য অন্ন পর্য্যন্ত পাক করিয়া দিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমাদের আপনাদের যত্ন চাই, অর্থ চাই। বিদ্যা, বল, ধন, যিনি যাহা দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, তবে সকলের দান একত্র হইলে কি না হইতে পারে? আমাদের যদি যথার্থ চেষ্টা থাকে, কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ থাকে, তবে আমরা কি না করিতে পারি? আমরা সকলেই ঈশ্বরের কর্ম্মচারী ভৃত্য, সত্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা আমাদের কার্য্য। আমরা আপনাদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের শিখা রহিয়াছে, আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এখন আমাদের অভাব কি? প্রথমতঃ এখনকার বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ, শিক্ষাদিবার

যে যথার্থ তাৎপর্য্য, তাহা সিদ্ধ হয় না; বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালিত হইয়া যাহাতে তাহারা উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল কতকগুলি সত্য উদরস্থ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাদিগের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় বটে; কিন্তু যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহাদের ভাব আর এক প্রকার হইয়া যায়। কেরাণীরাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সকল উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক প্রকার ভাব, সংসারী হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে যিনি দেশের কুরীতি-সংশোধনের জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই ঘোর পৌত্তলিকতায় আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জলাঞ্জলি দিলেন। অতএব এখন দেখা যাইতেছে, সুশিক্ষিতদিগের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার কোন ফল হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকদের মধ্যে বিদ্যাপ্রচারের কোন সুবিধা নাই। বিদ্যার দ্বার কেবল ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের মন যখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন কতিপয় লোকের বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল, যাহা আমাদের হৃদয়কে অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের মন প্রস্তুত না হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছেদসাধন কখনই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাপ্রচার। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার কারাগার সমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাঁহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত থাকে। তাঁহারা দাসীর ন্যায় গৃহের সামান্য কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের জীবনক্ষেপণ করেন। দেশের উন্নতির সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং তাঁহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাসস্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কখনই নাই।"

এই বক্তৃতায় তিনি ব্রাহ্মগণের নিকট সময়ের উৎসাহকর চিহ্নপ্রদর্শন-পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের উপরে এ সময়ে যে কি গুরুতর ভার রহিয়াছে, বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও

নিস্তেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও" ইত্যাদি বলিয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিলেন। এই সভায় আবেদনপত্র পঠিত হইয়া, ইংলণ্ডে উহা প্রেরণ করা স্থির হয়।

প্রথম ব্রাহ্মবিবাহানুষ্ঠান

এই শকের (১৭৮৩) শ্রাবণ মাসে (২৬শে জুলাই, ১৮৬১ খৃঃ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুকুমারী দেবীর শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দম্পতীর প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, সে উপদেশ কেশবচন্দ্র নিবদ্ধ করেন। আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে এবং কলিকাতা সমাজে যে সকল বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সেই উপদেশই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমরা এই উপদেশে দেখিতে পাই, নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধের উচ্চতা তিনি প্রথম হইতে কি প্রকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রথম বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে, নরনারীর উভয়ের হৃদয় এক হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হইবে, এ সম্বন্ধের কোন বচন দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল এই উপদেশের মধ্যে তাহার পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হয়। পর সময়ে কলিকাতা সমাজের অনুষ্ঠানমধ্যে যদিও হৃদয়ের একতা এবং ব্রতের একতা নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরেতে ঐক্য নিবদ্ধ হয় নাই; উহা কেবল পরসময়ে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক সংশোধিত পদ্ধতিতে নিবিষ্ট হইয়াছে। হৃদয়ের একতা, ব্রতের একতা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত; ঈশ্বরেতে উভয়ের ঐক্য, ইহাই নূতন।

জ্বরের প্রাদুর্ভাবে কার্য্যতৎপরতা ও সেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ১৮৬১ খৃঃ

যে জ্বরের প্রাদুর্ভাব এখন পর্য্যন্তও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে সম্যক্ উপশম লাভ করে নাই, এই বর্ষে সেই জ্বর-রোগ প্রবলবেগে সমুপস্থিত হয়। ইহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ১৭৮৩ শকের ১২ই অগ্রহায়ণ, (২২শে নভেম্বর, ১৮৬১খৃঃ) এই বিষম বিপদবরোধ করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি। যথা, "এ ভীষণ সময়ে উদাসীন থাকিলে

আর চলিবে না। এখন কি উদাসীন থাকিবার সময়? যখন ভাগীরথী-তীরস্থ অসংখ্য জনগণ এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীরা চিকিৎসাভাবে ঔষধাভাবে জ্বরাজীর্ণ হইয়া পথে ঘাটে জনশূন্য অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের হৃদয় হইতে কি উত্তর দেয়।...আমরা যখন কথা কহিতেছি, এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন! হয়ত কোন নিরীহ শিশু শয্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীরস স্তন মুখে দিয়া বারংবার আকর্ষণ করিতেছে।...যেরূপ দুর্দ্দশার কথা চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণ করা যায়, তাহাতে অবাক্ হইতে হয়। মনে হয় যে, এমন ধনধান্যপূর্ণ বঙ্গভূমিও বুঝি অরণ্য হইয়া গেল। অন্য যে ঘরে এক জন মাত্র, কল্য তাহাতে একটীও সুস্থ লোক অবশিষ্ট নাই যে, অন্য এক জন রোগীকে সেবা করে। এমন একটি সুস্থকায় প্রতিবাসীও নাই যে, সেই বিপদের সময় তাহাদের তত্ত্বাবধান করে। এই প্রকারে যোজন যোজন ভূমি চলিয়া গিয়াছে, যেখানে সকলি নীরব, সকলি অন্ধকার; বোধ হয়, যেন একটি দীর্ঘাকার নীরব কান্তারই বিস্তৃত রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র পক্ষীর বিরাম নাই, যেন চেতনের সহিত অচেতনও নীরবে বিলাপ করিতেছে। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহ্নবীর উভয়কূলে নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে? না, রাশি রাশি পরিত্যক্ত শবশয্যা উপর্য্যুপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, ধূমে অন্তরীক্ষ মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকানলের সহিত কালানলও মুহুর্মুহুঃ প্রজ্বলিত হইয়া অগণ্য অগণ্য নরদেহ ভস্মসাৎ করিতেছে; এবং ভীষণার্ত্তনাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। বিষাদে আকুলা মাতা মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া, উচ্চরবে রোদন করিতেছেন। আপন উপযুক্ত সন্তানকে অনলে বিসর্জ্জন দিয়া শিরোদেশে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহাকেও ভীষণ জ্বরে আক্রমণ করিল, দুই দিবস পরে শ্মশানেই তিনি পুনরাগমন করিলেন, শ্মশানই তাঁহার আবাসস্থান হইল।"(১)

এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন, ফ্রান্সিস নিউমান সাহেব তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে

(১) ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

উপরিউক্ত বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে; বক্তৃতার চরমভাগ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সাধুদের, কি না ব্রাহ্মদের যে ভাণ্ডার, তাহা পরদুঃখ-নিবারণ জন্যই মুক্ত থাকিবে; অন্য লোকে বলিলেও বলিতে পারে যে, কত বার, আর কত বার আমরা পরের জন্য বৃথা অর্থব্যয় করিব। কিন্তু ব্রাহ্ম কি স্বয়ং উপবাস করিয়াও তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবেন না? সংসারই যাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য স্থান, তাহারাই ধনহানিতে মুমূর্ষু হয়; কিন্তু আমাদিগের ভাব স্বতন্ত্র, আমাদিগের যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের জন্য সমর্পণ করিব, তাঁহারই অভিপ্রেত কার্য্যে নিয়োগ করিব। যেখানে অন্য লোকে মনুষ্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া দান করে, সেখানে আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া, স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিব, তাঁহার দীনহীন সন্তানগণের দুঃখ-নিবারণে ব্যয় করিব। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা তোমাদিগের অক্ষম ভ্রাতাদিগের সাহায্যে হস্তকে বিস্তার করিয়া পরমপিতার যোগ্য পুত্র হইতে সচেষ্ট হও। আমরা ধনেতে বলেতে অল্প হইলামই বা, তাহাতে কি; ধর্ম্মের বল থাকিলেই আমরা সকল বলে বলী হইব। আমাদের যদি এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমরা বিশুদ্ধহৃদয়ে একটি অনাহারী দীনকে প্রদান করি, তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও তাহার ফল অধিক হয়। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় দেখেন এবং হৃদয় দেখিয়াই তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশ করেন; অতএব অদ্য তোমরা এখানে সেই ঈশ্বরের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম নামের গৌরব সংস্থাপন কর।"

ত্রিবেণী, হালিসহর ও জিলা বারাসত এই তিন স্থানে মারীভয়ের অত্যন্ত প্রাবল্য হয়। এই তিন স্থানে তিনি স্বয়ং চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, ঔষধ ও পথ্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঔষধপ্রেরণাদির কার্য্য তিনি নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে অতুল উৎসাহ যাঁহারা সে সময়ে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অবাক্ হইয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনাকে যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়াছেন, সেই অগ্নিতে তাঁহার সমুদায় জীবন যে পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা সকল সময়ে বন্ধুজনের নয়নগোচর হইয়াছে; এ সময়ে সাধারণের হিতকর

কার্য্যে সর্ব্বজনসন্নিধানে উহা বিদিত হইয়া পড়িল। তিনি কেবল চিকিৎসক ঔষধাদি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া সেই সকল স্থানের উপকারসাধনের জন্য প্রেরণ করেন। যাহাতে উপযুক্ত মত অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তন্নিবারণজন্য কি প্রকার পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হয়, সর্ব্বদা তাহার উপায়বিধানের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, কেশবচন্দ্র তাহা এই সময়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি একবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিবৃত্ত ছিলেন তাহা নহে, যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, জনসাধারণের দুঃখ-বিপদ্-নিবারণের জন্য অতুলোৎসাহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় কার্য্য

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া তিনি কি প্রকার কার্য্য করিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার উৎসাহ ছিল, তখন হইতে প্রচারকমণ্ডলীগঠনাদিসম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার ভাব ছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। আমরা একটি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ হইতে তাঁহার উক্তির কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে সকলে উহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা যে সাধারণ সভার উল্লেখ করিতেছি, উহা ১৭৮৩ শকের ৮ই পৌষে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৬১খৃঃ) হয়।

"অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন;—গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রচারিত হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধনকরতঃ, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নির্ম্মূল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া কাহার মনে না এই

নহে, সমুদায় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহা সম্বৎসরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা এক বৎসরের মধ্যে অনায়াসে সমাধা হইতেছে। অতএব এখন আপনারা যদি সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। এমত সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, দৃষ্টান্ত, যে কোন প্রকারে হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করুন; তাহা হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে পাইবেন।"

আয়ব্যয়বিবরণ, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্বন্ধে মন্তব্য, এবং পুস্তক-বিক্রয়ের জন্য অবলম্বিত উপায় এবং পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যাবৃদ্ধি, উত্তর পশ্চিমে দুর্ভিক্ষে কি প্রকার সাহায্যদান হইয়াছে, এবং মহামারীনিবারণ জন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারসম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাতে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভবানীপুর ও চুঁচড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেকে ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনা-কার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্রশুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনবিষয়ক নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ কলুটোলার পল্লীতে একটি

শিশুবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।"

অনন্তর আগামী বর্ষে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, সভ্যগণকে তাহা এইরূপে অবগত করিলেনঃ—

"যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা একমত ও একহৃদয় হইয়া পরম পিতার কার্য্য সাধন করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ঐক্য সম্পাদন করা আশু কর্ত্তব্য। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতক দূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা অতি অল্প, এ জন্য ইহার দ্বারা ঐ মহান্ উদ্দেশ্যটি সম্যক্‌রূপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমত সঙ্গতসভা দ্বারা ইহার সভ্যদিগের মধ্যে প্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ সকল ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়াসে ঐক্য সম্পাদন হইবে; এ জন্য কলিকাতাতে একটী প্রতিনিধিসভা করা আবশ্যক, অর্থাৎ এমন একটি সভা হয়, যাহাতে প্রত্যেক শাখাসমাজের এক এক জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদায় ব্রাহ্ম-সমাজের মত বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, ধর্ম্মদীক্ষা, বিবাহাদি কার্য্য সমাধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে, এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীসম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মসমাজ প্রীতিরসে মিলিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে যত্নবান্ হইলে, আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সদ্ভাব ও আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হইতে থাকিবে।

"আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরা বিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক বার মাত্র উপদেশ

দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে, এ দেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুই মাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউমেন সাহেবকে বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে, তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয়, সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

"তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের এখন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের জন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উপাচার্য্য, শিক্ষক ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাঁহাদিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন উপাচার্য্য হইয়া থাকেন, তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যথোচিতরূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। সুশিক্ষিত উপাচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন কোন স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব একটি শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক যে, যাঁহারা এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষক বা উপাচার্য্য বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তাব অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

বক্তৃতার শেষ ভাগ ব্রাহ্মধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থা এবং তাহার কোনদিকে

গতি, জ্ঞাপন করে ঃ—

"ভ্রাতৃগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের কত দূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে এবং উচ্চ লক্ষ্য ও আশা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদায় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞানলাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর এক দিকে সঙ্গতসভা দ্বারা বিশ্বাস কার্য্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এইরূপ সমুদায় জীবনের উন্নতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা; তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন ও উহার প্রবর্ত্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্র বলে এই বিঘ্নময় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই না। অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি, এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া অপরাজিত উৎসাহ ও বলসহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া জীবন সার্থক করুন।"

কেশবচন্দ্র আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্য-পদে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহার স্বভাবপ্রণোদিত উপদেষ্টৃত্ব তাঁহাকে জনসমাজে এক জন উপদেষ্টা বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। তিনি অনতিকালমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বৃত হইবেন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার তিন মাস পূর্ব্বে দ্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে (১৭৮৩ শকে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) সর্ব্বপ্রথমে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার চরমাংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই অংশ পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি আচার্য্যপদের জন্য সেই সময় হইতে কি প্রকার উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ বিশ্বাস এই বক্তৃতার মধ্য দিয়া কেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবনের যাহা মূল কার্য্য, তৎসম্বন্ধের উদ্যম এই বক্তৃতা বিলক্ষণ ব্যক্ত করে।

"ভ্রাতৃগণ! একবার ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই দুর্ভাগ্য অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ। রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দেখ, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যের রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমাদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হইতেন, তাঁহাদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পূজা হইত এবং ধর্ম্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে; যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতাপ্রযুক্ত অনুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্য বিষয়ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রৎ হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমাদের দুর্ভাগা ভগিনীগণকে কুসংস্কার-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন; বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মঙ্গলচ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই; ইহার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানজ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈরভাব পরাস্ত হইতেছে। উৎসাহের অগ্নিতে ভীরুতা ও কপটতা ভস্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এত কাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া, সত্যসূর্য্যের নব আলোক দর্শন করিয়া, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উৎসাহসহকারে উন্নত হইয়াছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায়! যাঁহার

প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্ম্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি! যেখানে ঐ ধর্ম্মের প্রথম আবাসস্থান হইল। চতুর্দিকে কি আশ্চর্য্যরূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতদ্রুনদীতীরস্থ ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক, মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য অবলম্বন করিতেছে; ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ, আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই, তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি এক বার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে, সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্য্যেতে করিতে হইবে। 'সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন,' ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্য্যের সময় লোকভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব? তবে আমাদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? আমাদিগের ধর্ম্ম কি নির্জ্জীব নিদ্রিত ধর্ম্ম? কখনই না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম্ম; ইহার এক স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশীকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক; ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, সত্য আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খড়্গহস্ত হয়, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং' এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সুখ সম্পদ মান সম্ভ্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ, আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর, ব্রহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা

করিয়া ধর্ম্মহীন নির্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ ভুবনেশ্বর এখানে আসিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে কহিতেছেন, 'উত্থান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।' আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করত, অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেমমুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেমশৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও? ভ্রাতৃগণ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।"

ব্রাহ্মবন্ধুসভাস্থাপন ও তাহার লক্ষ্য

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রচার, পুস্তকপ্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষাবিধান ইত্যাদি লক্ষ্য লইয়া, ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খৃঃ) ব্রাহ্মবন্ধুসভা সংস্থাপিত হয়। ইহার তিনটি বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগে সময়ে সময়ে বক্তৃতা দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারিত হইত। প্রতিসভার অধিবেশনে এক এক জন বক্তা স্থির হইতেন, তিনি আগামী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন। এই সভার অনেকগুলি বক্তৃতা এখনও পুস্তকাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মবন্ধুসভার অন্তর্ভূত এই সভার নাম "পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন সভা" ছিল। ইহার তৃতীয় বিভাগে অন্তঃপুরে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা হয়, তাহার উপায় বিধান করা হইত। নিম্নলিখিত অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় সম্পাদকের পত্র পাঠ করিয়া সকলে এই বিভাগের কার্য্য-প্রণালী অবগত হইবেন।

অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষা

"ঈশ্বর-প্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায়, যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুসভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে

পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি স্ত্রীশিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

১ম পাঠ, ২য় পাঠ, বোধোদয়, পাটীগণিত—নামতা ইত্যাদি।

২য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

রত্নসার, নীতিবোধ, ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণচন্দ্রিকা, পাটীগণিত—তেরিজ, জমাখরচ, পূরণ, হরণ।

৩য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

কবিতাবলী, বামারঞ্জিকা, চারুপাঠ ১ম ভাগ, ব্যাকরণপ্রবেশ, ভূগোলপ্রবেশ, পাটীগণিত—ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত, ধর্ম্মচর্চ্চা।

৪র্থ বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, সুশীলার উপাখ্যান ১ম ও ২য় ভাগ, প্রাণিবৃত্তান্ত, বাঙ্গলাবোধ ব্যাকরণ, ভূগোলবিবরণ—আসিয়া ও ইউরোপ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, পাটীগণিত—ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক, ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

৫ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

সদ্ভাবশতক, টেলিমেকস্, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস দুইভাগ, ভূগোলবিবরণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ, পাটীগণিত —সমুদায়, সুশীলার উপাখ্যান তৃতীয়ভাগ।

কলিকাতা — শ্রীহরলাল রায়
ব্রাহ্মবন্ধুসভা — অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে
সম্পাদক"

কেশবচন্দ্র পরসময়ে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই নিরূপিত পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে তাহার সংস্থাপন আমরা দেখিতে পাই। স্ত্রীজাতিকে

কখন ধর্ম্মবিরহিত শিক্ষা দান করা উচিত নয়, তাঁহার এ মতের কার্য্য আমরা এখন হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শিক্ষারম্ভে, যত দূর সম্ভব, সকল প্রকারের বিষয়ই পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। পরীক্ষাগ্রহণ এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণকে পুরস্কারদান সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইত। এ সকল বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মবন্ধুসভার লক্ষ্য এবং প্রচারসম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধুসভা কিরূপ উদ্‌যোগী ছিলেন, নিম্নলিখিত সংবাদটিতে তাহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে।

ব্রাহ্মবন্ধুসভার লক্ষ্য ও প্রচারসম্বন্ধে উদ্যোগ

"আমাদিগের পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবন্ধুসভানাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন, তন্মধ্যে অনেকেই ইহার সভ্য। যে সকল বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব এবং আত্মোন্নতি লাভ করা যায়, সে সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারসম্বন্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণী। বয়ঃস্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সভার আয় ব্যয় বৃদ্ধি নিমিত্ত অর্দ্ধ মুদ্রা এবং এক মুদ্রা মূল্যে দুই প্রকার টিকিট প্রস্তুত হইয়াছে; যাঁহারা এই টিকিট ক্রয় করিতে মানস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ব করিলেই পাইবেন।......"

প্রচারসম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধুসভা নিম্নলিখিত উপায়গুলি স্থিরীকৃত করেন :—

"১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এবং অন্যান্য সকল স্থানস্থ (১) ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটী বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্য সর্ব্বত্রই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে।

"২। স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথোপকথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা।

---

(১) তৎকালে কলিকাতাস্থ চারিটি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত আরও একচল্লিশটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। এ সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উড়িষ্যার কটকে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

"৩। সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্মবিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা, বক্তৃতা। অজ্ঞলোকের উপকারার্থে সহর এবং পল্লীগ্রামে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ।

"৪। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে চিকিৎসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা পাওয়া।

"৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করা।"

ব্রাহ্মবন্ধুসভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা

এই ব্রাহ্মবন্ধুসভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্বন্ধবিষয়ে একটী বক্তৃতা (১) করেন। এই বক্তৃতায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনঘটিত এমন সকল কথা প্রকাশিত হয়, যাহা অন্যত্র কোথাও নাই। এই বক্তৃতাতে কেশবচন্দ্রের সময়সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন;—"আমি আহ্লাদপূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল) (২) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় এই কলিকাতাতে স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বলপূর্ব্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব, ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত যে ব্রহ্মজ্ঞান, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত যে প্রীতি, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল—আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'সঙ্গত' নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল।

(১) ১৭৮৬ শকের ২৯শে বৈশাখ বিবৃত ও "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" প্রকাশিত হয়।

(২) ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই অদ্য এই ব্রাহ্মবন্ধুসভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সঙ্গত যেন একটী কল প্রস্তুত হইতেছে; কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। ইহা একটি অবয়বের ন্যায়—ইহাতে মস্তকও আছে, হৃদয়ও আছে, হস্তপদও আছে। যেমন বাষ্পীয় শকট নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও মহাভার বহন করে, সেইরূপ সঙ্গতের সভ্য যদিও দশ বার জন, তথাপি আশা হইতেছে যে, ইহা প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে।"

ব্রাহ্মবন্ধুসভার উৎপত্তিবিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—"বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক এক জন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ব্রাহ্মেরা আর কি করিবে? তাহারা কি ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন (বেথুন) সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দতো কোন অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন, আমাদের বীটন সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধুসভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেহ আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, আমরা কেবল উপাসনাই করি; এখন জানিতে পারিবেন যে, আমরা চলি বলি এবং আমাদের শরীরে জীবন আছে। আমিতো ব্রাহ্মবন্ধুসভাতে ইহার পূর্ব্বে কখন আসি নাই। আমিই আশ্চর্য্য হইতেছি, এত লোক একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত দেশের হিতজনক আলোচনাতে এখানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।"

"ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা প্রকাশ, ১৮৬১ খৃঃ

ইংরাজী পত্রিকা বিনা শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রভাববিস্তার করা যাইতে পারে না দেখিয়া, কেশবচন্দ্র (১৭৮৩ শকে ১৮ই শ্রাবণ) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে (১লা) 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা-সম্পাদনে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তৎকালে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রসিদ্ধ কাপ্তেন পামার সাহেব ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। প্রথমতঃ এই পত্রিকা পাক্ষিকাকারে প্রকাশ পায়। এই পত্রিকা অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

কলিকাতা কলেজ স্থাপন, ১৮৬২ খৃঃ

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দান করিবার জন্য যে

সভা হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগ করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (১৭৮৪ শকে) "কলিকাতা কালেজ" নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই কালেজে কেশবচন্দ্রের কয়েক জন বন্ধু বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কালেজস্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহ করিলেও, কেশবচন্দ্রকে নিজের দায়িত্বে অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই কালেজে ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র অধ্যয়ন করেন। এই কালেজে যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মশিক্ষা দান করা হইত না, ইহাতে নীতি-শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রথম হইতে এই মত ছিল যে, যুবকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নীতিশিক্ষা দান করা উচিত। নীতি দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, বিবেকী হইলে, তদুপরি ধর্ম্ম সহজে স্থিরতা লাভ করে। যেখানে নীতিমত্তা নাই, সেখানে ধার্ম্মিকতা যথার্থ হৃদয়ের বিষয় নয়, উহা আড়ম্বরমাত্র। কলিকাতা কালেজ প্রথমতঃ নীমতলার একটি প্রাচীন গৃহে স্থাপিত হয়, সেখান হইতে পরিশেষে বাঁশতলা ষ্ট্রীটে যায়। এখানে প্রসিদ্ধ সুবিদ্বান্ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ইহার প্রধান শিক্ষক হন। এই কালেজের নানা পরিবর্ত্তন হয়, সে কথা পরে বক্তব্য।

পত্নীকে মহর্ষির গৃহে আনয়ন ও 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিলাভ

কেশবচন্দ্র নারীগণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞানধর্ম্মবিস্তার হয়, তজ্জন্য একান্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি কোন দিন হৃদয়ের ভাব কার্য্যে পরিণত না করিয়া শান্তিলাভ করিতেন না। যদি নারীগণকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পত্নীকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানধর্ম্মের সমাংশী করা প্রয়োজন। কেন না এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে পরীক্ষা সমুপস্থিত হয়, সে পরীক্ষাজনিত ক্লেশ অগ্রে স্বয়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত হওয়া আবশ্যক। কেশবচন্দ্র এ জন্য আপনার পত্নীকে ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ মাঘোৎসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আনয়ন করিবার জন্য উদ্‌যোগী হন। ঠাকুর-পরিবারের গৃহে সেন-পরিবারের কুলবধূ গমন করিলে কেবল জাতিপাত হইবে, তাহা নহে, কুলের নিতান্ত অবমাননা হইবে, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, এ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করিলেন না। তাঁহার পত্নী

সে সময়ে বালীতে আপনার পিত্রালয়ে ছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মোৎসাহে ভীত হইয়া পরিজনবর্গ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহস করেন নাই, এজন্য তাঁহার পিত্রালয়ে স্থিতি। বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ দ্বিগুণতর হইত। তিনি রজনীতে শিবিকা সঙ্গে করিয়া বালীতে উপস্থিত হইলেন। রজনীতে পিতৃগৃহ হইতে পত্নীকে বাহির করিয়া আনিয়া প্রাতে মহর্ষির গৃহে উপনীত হইলেন (জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃঃ)। মহর্ষি এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ১১ই মাঘের (১৭৮৩ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃঃ) যেরূপ উৎসব হয়, তাহাতো হইলই, তদতিরিক্ত অন্তঃপুরে বিশেষ উপাসনা হইল। এই উপাসনায় কেশবচন্দ্র—এ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে তিনি 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রার্থনা করেন। তাঁহার তৎকালের প্রার্থনার ভাব-প্রদর্শন করিবার জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহর্ষির গৃহে অন্তঃপুর উপাসনায় কেশবের প্রার্থনা

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা, * ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে পরম পিতারূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরমপিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমাদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গতবর্ষ এই পরিবারে কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের কোন বিঘ্নই হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমাদের সহায়, তখন আমাদের মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার। অদ্য আমরা সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এখন

---

* কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপিতা, তাঁহার পত্নীকে ধর্ম্মমাতা, এবং তাঁহাদের কন্যাগণকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন; তাই এস্থলে পিতা মাতা ভগিনী উল্লিখিত হইয়াছে।

কি দেখিতেছি? না, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি। আমাদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। সময়ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে দুই পরিবার কখনই থাকিবে না, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল। হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমাদিগের ক্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসারিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি। ধন্য পরমপিতা, আশ্চর্য্য তোমার করুণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই, আমাদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।"

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ব্রাহ্মণেতর জাতিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠানের কার্য্য

আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণেতর জাতি অনুষ্ঠানের কার্য্য করে নাই। ভাই অমৃতলাল বসুর পরলোকগত প্রথম পুত্রের নামকরণোপলক্ষে ১৭৮৩ শক, ১৮ই মাঘে (৩০শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃঃ) এই নিয়মের অতিক্রম হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রার্থনা করেন :—

"হে পরমেশ্বর! তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসাদে এই শুভ কার্য্য আমরা সম্পন্ন করিলাম।

কত প্রকার বিঘ্ন, কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা সেই রাশি রাশি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে জাজ্বল্যমান ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুত্থিত হইবে? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা, তাহা বাক্যেতে বলিয়া শেষ করা যায় না; মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল স্থানেই তোমার আশ্চর্য্য করুণা নয়নগোচর হয়। আমাদিগের প্রিয় সুহৃদ আমাদের সম্মুখে যে প্রকারে তাঁহার স্বীয় নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন পালন করিতেছ। হে পরম সুহৃদ! চিরজীবনের সখা! যখন এ পরিবারেও তোমার মহিমা জাজ্বল্যরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তুমি আমাদিগকে চিরদিন লালন পালন করিতেছ, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় অন্নপান পরিবেশন করিতেছ, রাত্রিকালে যখন অসহায় শয্যাতে শয়ান থাকি, তখন সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছ, তুমি নিয়তই আমাদিগের আনন্দ বিধান করিতেছ। তুমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, তুমি তোমার মঙ্গলস্বরূপ এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যাই, তোমারই মঙ্গলভাবপ্রচার দেখি। যখন পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে তোমাকে দেখিতে যাই, তখনও চিত্ত পুলকিত হয়, কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়। যখন একাকী নির্জ্জনে তোমার শরণাপন্ন হই, সেখানেও তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে। আমরা যখন এই বন্ধুগৃহে মিলিত হইয়াছি, তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি প্রকাশিত রহিয়াছ। হে পরমাত্মন্! তুমি কেন আমাদিগের এত আনন্দ বিধান করিতেছ; তুমি মহান্ হইয়া এই ক্ষুদ্র কীট যে আমরা, কেন আমাদিগকে স্মরণে রাখিয়াছ! তুমি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া কেহ ফিরিয়া না যাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর ইহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যখন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন

ইহার সকলই মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বে কেহ জানিত না যে, এত অল্প কালের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে। আজ যেমন এখানে তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, এরূপ যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়; কাল্পনিক ধর্ম্ম যেন বিনাশ পায়, বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়, যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হইয়া তোমারই চরণে আসিয়া অবনত হয়, এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মধ্যে যেন তোমারই সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে প্রতিগৃহেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে, প্রতিহৃদয়েই তোমার সিংহাসন স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাহ্মপরিবার হইবে। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্য্য একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা ভস্মীভূত হইবে, সকলে বিনয়ী হইবে, মন বীর্য্যবান্ হইবে ও সকলে তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে বাস করিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন অবসান করিবে। হে নাথ! তুমি এ প্রকার আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সব পুত্র কন্যারা তোমার অনুষ্ঠান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের কেহই যেন শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া না যায়।"

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

জাতিভেদভঙ্গ ও অসবর্ণ বিবাহ, ১৮৬৪ খৃঃ

সমাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অক্ষুণ্ণ উৎসাহ। তিনি জাতিভেদ নির্ম্মূল করিয়া উহার অকল্যাণ দূর করিবেন, এ সম্বন্ধে প্রথম হইতে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, আপনি তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহবন্ধন জাতিভেদের প্রধান দুর্গ। সবর্ণ বিবাহ দ্বারা উহা এ দেশে দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ যত দূর জাতিভঙ্গবিষয়ে অগ্রসর হউন না কেন, সবর্ণ বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের এক সময় প্রাচীন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার বিলক্ষণ উপায় থাকে। যদি জাতিভেদকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিতে হয়, তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহ তৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপায়। এ কথা সত্য, প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা আর এখন এ দেশে প্রচলিত নাই। সে কালের অসবর্ণ বিবাহ কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত অসবর্ণ বিবাহের তুল্য নহে। তৎকালে সুদৃঢ় নিয়ম ছিল,

উচ্চজাতির কন্যার তন্নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ হইত না, উচ্চ জাতি নিম্ন শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলেও প্রথম বিবাহ সবর্ণেতে করিতে হইত, এবং তিনিই ধর্ম্মপত্নী হইতেন, অপর সকলে ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিতেন না। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ থাকিয়াও জাতিভেদ যদবস্থ তদবস্থ থাকিয়া যাইত। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট (১৯শে শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক) প্রথম অসবর্ণ বিবাহ দিয়া বহু অকল্যাণের আকর জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। এই বিবাহ বিনা ধূমধামে নিষ্পন্ন হয়। কন্যাপক্ষের কুল যেমন হীন ছিল, পাত্রপক্ষের কুল তেমনি উৎকৃষ্ট, এবং পাত্র অতিকৃতবিদ্য। এই বিবাহ যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল, তাহাই গৃহবিচ্ছেদের কারণ হইল। সে বিষয় পরে বক্তব্য। (১)

"মানবজীবনের নিয়তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা, ১৮৬২ খৃঃ

এই কার্য্যোদ্যমের সঙ্গে আমরা কেশবচন্দ্রের ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে "মানবজীবনের নিয়তি" নামক বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। সমগ্র বক্তৃতা উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কণ এই প্রথম। ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (২৮শে পৌষ, ১৭৮৩ শকে) এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ইহাতে তিনটি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়তি আছে, এই নিয়তির অনুবর্ত্তনে তাহার জীবনের মহত্ত্ব, এই নিয়তির বিরুদ্ধে গমন করিলেই তাহার অধোগতি। নিয়তি কি? ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভের অর্থ সর্ব্বাঙ্গীন অনন্ত উন্নতি। মনুষ্য যতই ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে উন্নত হইতে উন্নত হয়। বিশ্বাস, পুণ্য, প্রেম; হৃদয় মন, আত্মা ও ইচ্ছা; গৃহ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতিতে অবিচ্ছেদ উন্নতি, ইহাই মনুষ্যের নিয়তি। এই নিয়তিসাধন ঈশ্বরলাভ বিনা কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বরলাভ প্রকৃতির অনুসরণ দ্বারা হইয়া থাকে। ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রকৃতি অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতার অপব্যবহারে পাপ অপবিত্রতায় নিপতিত হয়। মনুষ্য ধর্ম্ম ও সত্যের পথে গমন করিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট নিয়তি। নিয়তির অনুসরণ মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, এই লক্ষ্যকে কেহ কেহ পাপ ও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি বলিয়া থাকেন। পাপ ও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি অভাবপক্ষ, ভাবপক্ষ ঈশ্বর

(১) পরবর্ত্তী "বিবেকের জয়" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ও সত্যলাভ। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া, চিন্তায়, ইচ্ছায়, বাক্যে, ভাবে এবং কর্ম্মে ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনে আপনাকে নিযুক্ত করিবে। এরূপে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য সে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, ইহা সে আত্মপ্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে। সংসারের কোন প্রকার ভয় বিভীষিকায় বা প্রলোভনে এই অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এ ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরানুগত ব্যক্তি গৃহবিত্তাদিনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরপ্রতিকূল পাপ ও সংসারের বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই যোদ্ধৃত্বসম্ভূত ধর্ম্মোৎসাহে সমুদায় বাধা প্রতিবন্ধক অপনীত হয়।

১৪

প্রীতিবন্ধন

দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধানাচার্য্য" উপাধিলাভ এবং কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সম্পাদকত্বলাভ

ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গুণে দিন দিন একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মসমাজসম্পর্কীয় বিবিধ গুরুতর কার্য্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে আচার্য্যপদে নিয়োগ না করিয়া ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের মন কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি আপনি ১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্রের (৮ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ) সাধারণ সভাতে 'ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধানাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং এই সভাতেই প্রধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থিরীকৃত হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদিপরীক্ষণে সাহায্য করিবার ভার পান এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের ও ব্রহ্মানন্দী দলের প্রীতিবন্ধনের স্মৃতিলিপি

কেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে অভিষেক লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কি প্রকার আশ্চর্য্য প্রীতিবন্ধন ছিল, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর স্মরণলিপি হইতে আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের যে কিরূপ মধুর সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহার ভবন কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলবলের যে কিরূপ আরামস্থল ছিল, তাহা এখন মনে করিলেও চিত্ত পবিত্র হয়। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের অট্টালিকা—যাহা এক সময়ে রাজা, মহারাজা ও উচ্চপদস্থ জনগণের আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল—তাহা কেবল ধর্ম্মের মোহিনীশক্তি দ্বারা

অল্পবয়স্ক ছাত্র, ব্রহ্মানুরাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন গুণ ছিল না, তাহাদিগের পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল। এই সমস্ত যুবক-দলের নেতা অনেক সময়ে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানটি বড় মানুষের অবস্থানুরূপ সজ্জিত ছিল না। ইহার কারণ এই, পূর্ব্বে একদা শ্মশানদর্শনে মহর্ষির মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, তখন তাঁহার সমস্ত জীবন এরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য গৃহসজ্জা সকল বিষবৎ জ্ঞান হইত। তিনি সেই সময় এই সমস্ত বস্তু বন্ধুদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ সেই সকল দ্রব্যকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তখন হইতে তাঁহার বৈঠকখানা ও গৃহের অপরাপর ঘর বহুমূল্য ছবি, লাণ্ঠন, দেয়ালগির ও অন্যান্য গৃহসজ্জাবিহীন হইয়া সাধারণ অবস্থায় অবস্থিতি করিত। তাঁহার ভবনের যে সুপ্রশস্ত হলে তিনি বসিতেন, তাহাতে কোন প্রকার বাহ্য শোভা ছিল না, কেবল মাদুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ঘরের এক পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল, তাহাতে মহর্ষি বসিতেন। এই কোচের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টিপাই থাকিত এবং তাহার সম্মুখে সাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার ছিল। সন্ধ্যার সময় যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ সুপ্রশস্ত হলে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই এক এক বাটি চা প্রদত্ত হইত। যুবকদিগের কাহারও কাহারও এই উপহার জঠরানলনিবৃত্তির উপায় ছিল। কখন কখন সকলে পার্শ্বস্থ গৃহে একত্র আহার করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী ছিলেন, প্রধানাচার্য্য মাংসাদি আহার করিতেন। আহারার্থ তাঁহার গৃহে নানা প্রকারের মাংস প্রস্তুত হইত। মনুষ্যপ্রকৃতির একটি নিয়ম আছে যে, মানুষ প্রিয়জনদিগকে আত্মবৎ সেবা করিতে ব্যস্ত হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রধানাচার্য্য মহাশয় কেশবচন্দ্রকে মাংসভোজন করাইবার জন্য কখন কখন বিধিমতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কেশবচন্দ্রের মন ব্রতপালনসম্বন্ধে লৌহ অপেক্ষা সুদৃঢ় ছিল, যতবার তাঁহার পাতে মাংস দিবার চেষ্টা হইত, তত বার তিনি তাহাতে অসম্মত হইতেন। সময়ে সময়ে এই সংগ্রামটী এত প্রবল হইত যে, প্রধানাচার্য্যের সুকোমল পিতৃবৎ স্নেহের ব্যবহার কঠোর আঘাত বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

"সন্ধ্যার পর সংপ্রসঙ্গ ও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২৷৩টা বাজিয়া যাইত, দুই একজন যুবকেরা কেহ কেহ আপন চেয়ারে বসিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন। মহর্ষির গৃহ নিঃশব্দ হইত, কেবল বোলাকী অথবা কিষ্টু নামক হরকরাদ্বয় আজ্ঞাকারী হইয়া দ্বারে প্রতীক্ষা করিত। এত গভীর রাত্রিতেও উৎসাহপূর্ণ সংপ্রসঙ্গের বিরাম হইত না, এক এক বার মহর্ষি প্রিয়তম ব্রহ্মানন্দের মুখপানে তাকাইতেন, আর তাঁহার ভাবাবেগ যেন উথলিয়া উঠিত। অধিক রাত্রি হইলে সভাভঙ্গ করিবার উদ্দেশে কেহ ঘড়ি দেখিতে গেলে, মহর্ষি বলপূর্ব্বক সেই ব্যক্তির হাত হইতে এই বলিয়া ঘড়ি কাড়িয়া লইতেন যে, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে? পাছে সভা ভঙ্গ হয় ও ভাবাবেশ বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময়ে ঘর হইতে ঘড়ি বিদায় করিয়া দিতেন। ভাবাবেশে কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন, এবং কখন কখন ব্রহ্মানন্দ বা অন্য যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন, তাঁহাকে এমনি ধাক্কা দিতেন যে, তাহাতে তাঁহার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। মহর্ষি কখন কখন বলিয়া উঠিতেন যে, পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় লোক সকল তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, এখন এই সমস্ত বিনীত দুঃখী যুবা তাঁহার বন্ধু হওয়ায়, ইঁহাদের সহবাসে তিনি যে প্রকার সুখী হইয়াছেন, এমন আর কখন হন নাই। ব্রহ্মানুরাগ, যোগ, ঈশ্বরপ্রেম, পরলোক, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি, এই সমস্ত আলোচনার বিষয় ছিল। মহর্ষি যখন বেরিলী ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হন, তখন সংপ্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদি পথে পরলোকে যাইতাম, তবে কি আমোদই হইত। তখন এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিতাম যে, 'কেশববাবু, শীঘ্র শীঘ্র এস, দেখ, কেমন আনন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি।' কেশবচন্দ্রকে পরলোকযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা করিতে করিতে বিনীতভাবে পিতার নিকটে চলিয়া যাই।' এই অতি সামান্য দুইটী কথায় সেই সময়ে দুই জন সাধকের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা গেল।

"বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের সহিত যুবা কেশবচন্দ্রের যেরূপ সুমিষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে, বন্ধু বন্ধুতে এবং গুরু ও শিষ্যে

যেরূপ সম্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সে সমস্ত সম্বন্ধেরই সমষ্টি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে, মহর্ষি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেন; কেশবচন্দ্র অন্যান্য লোকের সহিত সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক আপন কোচের উপর নিজপার্শ্বে বলপূর্ব্বক এই বলিয়া বসাইতেন যে, 'তোমার এই স্থান।' যখন মাখন মিছরী বা অন্য কোন খাদ্য মহর্ষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া এক চামচ ব্রহ্মানন্দের মুখে, অপর চামচ নিজ মুখে প্রদান করিতেন যে, 'একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই।' এক এক বার কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া মহর্ষি অনিবার অশ্রুধারাবিসর্জ্জন করিতেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' নামে প্রসিদ্ধ যে সকল উপদেশ দান করেন, সেই সকল উপদেশকালে কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ইহাতে তাঁহার ভাবোদ্দীপন হইত এবং এই কারণেই কেশবচন্দ্রকে বেদীর সম্মুখে বসিতে হইত। আমরা অনেক প্রকার ধর্ম্মবন্ধুতার বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বোধ হয়, আর কোথাও ছিল না। মহর্ষির পুত্রগণ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে প্রেম করিতেন এবং সময়ে সময়ে এরূপ কথাও শুনা যাইত যে, মহর্ষির অন্যান্য পুত্রের ন্যায় কেশবচন্দ্রও বিষয়ের এক অংশ পাইবেন।

"কিছুদিন পরে ১লা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্নীকে ঠাকুরপরিবারে আনয়ন জন্য কেশবচন্দ্রকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অল্পদিন পরেই তাঁহার বিষম একটি ফোঁড়া হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়। মহর্ষি সুদক্ষ ডাক্তারদিগের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এবং সকলে এত যত্ন করিতেন যে, কেশবচন্দ্র তিলার্দ্ধও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি পরগৃহে বাস করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের বালকগণ তাঁহার পত্নীর সহিত এরূপ সস্নেহ ব্যবহার করিতেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। স্বীয় পরিবারে আহূত হইয়া, সেই পীড়ার অবস্থায় আচার্য্যদেবকে মহর্ষির গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের নিজ মুখে অনেক

বার শুনা গিয়াছে যে, কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার সময় যেরূপ সজ্জিত করিয়া পাঠাইতে হয়, তাঁহার পত্নীকে মহর্ষি নিজ গৃহ হইতে সেইরূপে সাজাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন। এ কথাও আচার্য্যদেবের মুখে আমরা অনেক বার শুনিয়াছি যে, 'যে দিন আমি ঈশ্বরের আদেশে মহর্ষির স্নেহবন্ধন কাটাইতে পারিলাম, সেই দিন বুঝিলাম যে, আমার অন্তরে মানবীয় ভাবের উপর বিবেকের জয়লাভ হইল। ধর্ম্মের আদেশে মহর্ষির প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করা আমার পক্ষে অতীব পরীক্ষার বিষয় দিল।' কেশবচন্দ্রের অনুযায়িগণের পক্ষে প্রধানাচার্য্যের গৃহ সামান্য আকর্ষণের স্থান ছিল না। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন, অবাধে সকল প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেন, ধর্ম্মালাপ ও সঙ্গীত করিতেন এবং মনের উচ্চতম ভাবের উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিতেন। প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রদিগের মধ্যে শ্রীমদ্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দলকে ব্রহ্মানন্দী দল বলিতেন এবং কখন কখন এই দলের সহিত একত্র হইতেন। উৎসবের সময় প্রায়ই প্রাতের উপাসনা প্রধানাচার্য্যের ভবনে হইত এবং অপরাহ্নের উপাসনা ব্রাহ্মসমাজে হইত। প্রাতে প্রায় প্রধানাচার্য্যভবনে অন্নাহার এবং সায়ংকালে লুচি প্রভৃতি আহার হইত। এ জন্য কত ব্রাহ্মযুবা জাতিচ্যুত হইয়াছেন, এবং সামাজিক উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। প্রাতঃকাল হইতে না হইতে ব্রহ্মানুরাগী যুবক ও ব্রাহ্মগণ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে একত্র সমবেত হইতেন। সেই লাল রঙ্গের চন্দ্রাতপের আভা চারিদিকে পতিত হইয়া যেন ব্রাহ্মদিগের মুখশ্রী সুন্দর ও ব্রহ্মানন্দ ঘনীভূত করিয়া তুলিত। সে শোভা যে ব্যক্তি এক বার দেখিয়াছে, তাহার মনে তাহা চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বস্থ গৃহে রাশীকৃত কমলালেবু ছাড়ান এবং কেল্লায় যেরূপ কামানের গোলা সকল মন্দিরের মত সাজান থাকে, তদ্রূপ অদ্ভুত আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতিচুর সকল এক একখানি প্রশস্ত পাত্রে স্তূপাকারে সুশোভিত থাকিত; যাঁহার যত ইচ্ছা, আপন হস্তে উঠাইয়া লইয়া জলযোগ করিতেন। প্রাতের উপাসনান্তে আহার ও তৎপর নানাবিষয়ক প্রসঙ্গ ও আমোদ কৌতুক হইত। বৃদ্ধ হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য ও উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীত এই সমস্ত ব্যাপারের সহিত চিরস্মরণীয় থাকিবে। অপরাহ্নে সমাজগৃহে গমন করা হইত। সমাজগৃহ লোকে

লোকারণ্য, কাহার সাধ্য একপদ অগ্রসর হয়; কিন্তু ব্রহ্মানন্দী দলের গতি কে রোধ করে? তাঁহারা মনের অনুরাগে অগ্রসর হইতেন, এবং তাঁহাদের মেষপালক বেদীর সম্মুখস্থ রেলের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আপন মেষদিগকে বাছিয়া হস্তধারণ করিয়া ভিতরে লইতেন।"

দ্রষ্টব্যঃ—১৬৮—১৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৩ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৭৫—১৭৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৫ শকের ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৫ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রার্থনা দুটী ১৭৮৩ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আচার্য্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষাজয়

সস্ত্রীক ঠাকুরপরিবারে গমন

১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ (রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ) প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে প্রধানাচার্য্যের গৃহে লইয়া যাইতে কৃতসংকল্প হন। তিনি তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইবেন, মাতার নিকটে অগ্রে বলিয়াছিলেন। গৃহে এ কথা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে সেন-পরিবারের কুলবধূ ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইবেন, এরূপ হইতে দেওয়া পরিবারের সকলের পক্ষে অবিষহ্য হইয়া উঠিল। যাহাতে কেশবচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন, এ সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্‌যোগ হইল। কেশবচন্দ্র প্রত্যূষে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বাহিরের চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী লজ্জাসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। গৃহের কুলবধূ কোন দিন বাহিরে গমন করেন নাই, বাহিরের চত্বর লোকে পূর্ণ, ভাশুর প্রভৃতি গুরুজন দণ্ডায়মান, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং এ কার্য্য লজ্জাশীলা কুলবধূগণের উচিত নয় বলিয়া ধিক্কার দিতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হওয়া কিছু আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তিনি পশ্চাতে একটু অপসৃত হইলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “যদি আমার অনুবর্ত্তিনী হইতে চাও, এই বেলা অনুবর্ত্তিনী হও, এই সময়। অন্যথা আমি বিদায়গ্রহণ করিতেছি।” সত্যবাক্ স্বামীর ঈদৃশ শাসন-বাক্য তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি (স্বামী) যাহা বলিতেছেন, তাহা করিবেনই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে

অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি অনুনয়বাক্যে, পত্নীকে সঙ্গে লওয়া না হয়, কেশবচন্দ্রকে এই অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে কে বিরত করে? সে সময়ে তাঁহার দেহমনঃপ্রাণ তেজে পরিপূর্ণ, তিনি সপ্রতিজ্ঞ, ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পত্নীসহকারে অবরুদ্ধ দ্বারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র এখনও ক্ষীণকায়; কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষীণদেহে এমন প্রভূত বলসঞ্চার হইয়াছিল যে—অদ্ভুত বলসঞ্চারের কথা আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি—অর্গলে হস্তার্পণমাত্র উহা অনায়াসে উৎপাটিত হইয়া আইসে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তিনি অর্গলে হস্তার্পণ করাতে উহা উৎপাটিত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তৎকালীনকার এক জন দ্বারবান্ এখনও জীবিত (১) আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা জানিয়াছি, তাঁহার প্রতিজ্ঞাবলে যখন সকলে পরাজিত হইলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে দ্বারসংলগ্ন নিম্ন ক্ষুদ্র দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, কেশবচন্দ্রের পত্নীকে শিবিকায় তাহারা তুলিয়া দেয়। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবলে সমুদায় বাধা অতিক্রম করিয়া, পত্নীকে লইয়া প্রধানাচার্য্যগৃহে উপনীত হইলেন।

আচার্য্যপদে নিয়োগের কারণ

অদ্য ১লা বৈশাখের (১৭৮৪ শক; রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ) নববর্ষের উপাসনা। কলিকাতাসমাজগৃহ সমবেত উপাসকে পূর্ণ। কেশবচন্দ্র আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের পরিসীমা নাই। যথাবিহিত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে, প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে কেন নিয়োগ করিতেছেন, তাহার কারণ এইরূপ উল্লেখ করিলেন (২) :—"ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ইহা কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্তু দেশ বিদেশে গ্রামে গ্রামে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; বঙ্গভূমির সর্ব্বত্রই সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হইতেছে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা হইতেছে। ক্রমে আমাদের ব্রাহ্ম-

---

(১) গ্রন্থরচনাকালে জীবিত ছিল।

(২) পরবর্ত্তী উদ্ধৃত অংশ দুইটী ও অধিকারপত্র ১৭৮৪ শকের আষাঢ় মাসের

সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্তহইতেছে; এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্ম্মেতে উন্নত হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদূরের ব্রাহ্মসমাজ সকল সুপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে, সকল সমাজের সম্যক্‌রূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটি আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে; অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মে ইঁহার যে প্রকার অনুরাগ, যে প্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে। এই ক্ষণ সকলে মিলিত হইয়া অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করুন।"

অভিষেকানুষ্ঠান

পরিশেষে তিনি ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি যে এই মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে, তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিত-চিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপটহৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্রস্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্য্যাদা, তাহাকে সেই প্রকার মর্য্যাদা দিবে। তুমি যে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি দুরূহ কর্ম্ম; কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপন ইচ্ছার সহিত প্রাণ

হৃদয় মন সকলই ঈশ্বরেতে অর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

"ঈশ্বর তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

"এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্য্যের প্রতি অনুকূল হইয়া, ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

পরে প্রধানাচার্য্য মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত অধিকারপত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অধিকারপত্র

ওঁ তৎ সৎ।

"ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য
মহাশয়েষু।

তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে, তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। তোমার উপদেশ ও

অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, মঙ্গলনিধান পরমেশ্বরের প্রতি ব্রাহ্মদিগের মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়, ধর্ম্মপ্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত হয়, এ প্রকার সদুপদেশ দিবে, এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। সম্পত্তি বিপত্তিতে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্য্যাদা প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন, তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, ধর্ম্ম স্বার্থহীন হউক, হৃদয় প্রশান্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক। তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

১লা বৈশাখ
১৭৮৪ শক
(১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ব্রাহ্মসমাজপতি ও
প্রধানাচার্য্য।

পৈতৃক গৃহ হইতে নির্ব্বাসন ও মহর্ষিগৃহে বাস

কেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে অভিষেক তাঁহার উপরে বিষম পরীক্ষা আনয়ন করিল। অভিষেকান্তে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ঈদৃশ নিষেধ কেশবচন্দ্রের মুখ মলিন করিতে পারে নাই। তিনি পত্রপাঠান্তে হাসিলেন, হাসিয়া পত্রখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিলেন। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া সাদরে বলিলেন, 'আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।' কেশবচন্দ্র এই সময় হইতে প্রধানাচার্য্যের পরিবারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। প্রধানাচার্যের পত্নী ও কন্যাগণ কেশবচন্দ্রের পত্নীর প্রতি এমন সুমধুর সস্নেহ ব্যবহার করিতেন যে, তিনি কখন স্বগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পরগৃহে বাস করিতেছেন, ইহা এক দিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই। সকলের আদর অভ্যর্থনায় তিনি নির্ব্বাসনদুঃখ ভুলিয়া, পরমানন্দে মহর্ষিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের তো কথাই নাই,তিনি প্রধানাচার্য্যকে পিতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন,

তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সহোদরতুল্য ছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে পরগৃহ মনে হইবার কোন কারণই ছিল না গৃহ হইতে নির্ব্বাসন যেমন এক দিকে অতি দুঃখকর ব্যাপার ছিল, অন্য দিকে তেমনি আধ্যাত্মিক পরিবার-বন্ধনের হেতু হইল বলিয়া আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

পীড়া

একমাত্র নির্ব্বাসন-পরীক্ষাতেই বর্ত্তমান পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইল না। উরুর মূলদেশে একটি নালীরন্ধ্র হইয়া তাহা হইতে রস বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। এই নালীটী এই সময়ে ব্যথাশূন্য ছিল, সুতরাং তৎপ্রতি কেশবচন্দ্র বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইত। এই সাংবৎসরিক উপলক্ষে প্রধানাচার্য্য এবং কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ তথায় গমন করিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের নালীরন্ধ্রে একজন অচিকিৎসক শলাকাদ্বারা আঘাত করাতে ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। গঙ্গার যে ঘাটে সকলে স্নান করিলেন, সে স্থান হইতে সমাজগৃহ দূরে না হইলেও, তাঁহারই জন্য নৌকারোহণে সকলে সমাজগৃহের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহচর যুবকগণ নৌকা হইতে লম্ফদানপূর্ব্বক অবরোহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র যেমন নামিবেন, অমনি নৌকার উপরিস্থ বাঁশের চেলায় পা হড়কাইয়া গিয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাত তাঁহার পক্ষে ঘোর যন্ত্রণার কারণ হইল, কেন না এতদ্দ্বারা আহত স্থান আরও আহত হইল। যাহা হউক, তিনি উপাসনায় যোগদান করিলেন, কিন্তু প্রাধানাচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। কেশবচন্দ্রের চিকিৎসাসম্বন্ধে মহর্ষিগৃহে কোন প্রকার অযত্ন হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ গুডিপ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ওয়েব এবং অন্যান্য সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করেন। ক্ষতস্থান উৎপাটিত করিয়া দেওয়ার জন্য শস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তিনি অসামান্য ধীরতা সহ শস্ত্রাঘাত বহন করেন। চিকিৎসকগণ. এইরূপ ধীরতাদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হন। এক বার শস্ত্রচ্ছেদে প্রতীকার না হওয়ায়, তাহার পর পাঁচ ছয়বার শস্ত্রচ্ছেদ করিতে হয়। কোন বারেই তিনি ক্লেশানুভবের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই।

শুশ্রূষাজন্ত পৈতৃকগৃহসন্নিকটে ভাড়াটিয়া গৃহে গমন

তাঁহার এই রোগের অবস্থায় তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; অথচ এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁহার পৈতৃকগৃহে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং গৃহসন্নিহিত একটি ভাড়াটিয়া গৃহে তাঁহাকে সস্ত্রীক লইয়া যাওয়া স্থির হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে দূরে থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সেন-পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিনি তাঁহার গমনে অনুমোদন করিলেন। বিদায় দেওয়ার সময়ে নূতন গৃহে গিয়া বাস করিবার উপযোগী সমুদায় তৈজস পত্র দ্রব্যজাত সঙ্গে দিলেন। এক জন অতিসম্পন্ন লোক কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতে যে প্রকার আয়োজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রের পত্নীকে সেই প্রকার আয়োজনে মহর্ষি নূতন গৃহে প্রেরণ করিলেন।

পৈতৃকগৃহসংলগ্ন ভাড়াটিয়া গৃহে কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। প্রস্তুত আহার্য্য সামগ্রী গৃহ হইতে আসিত, ইহাতে অনেক সময়ে অসুবিধা হইত। মাতা সারদা সর্ব্বদা কেশবচন্দ্রের সংবাদ লইতে লাগিলেন, মহর্ষি-পরিবারের চিকিৎসক, ডাক্তার নীলমাধব হালদার নিয়ত তাঁহাকে দেখিতেন। যে অচিকিৎসক প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে শলাকা দিয়া ব্যথা জন্মাইয়া দেয়, তিনি কেশবচন্দ্রের এক জন অনুবর্ত্তীর পিতা। যদিও অন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার ছিল, তথাপি ইনি আসিয়া দেখিতেন। ক্ষত স্থান অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, চিকিৎসায় কোন প্রকার উপকার হইতেছে না; নরসুন্দর চিকিৎসক বলিলেন, তিনি এমন ঔষধ জানেন, যাহাতে অচিরে ক্ষতস্থান আরোগ্যলাভ করিবে। কেশবচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন, ক্ষতস্থানে ক্ষারপ্রধান (করোসিব সপ্লিমেণ্ট) ঔষধ প্রদত্ত হইল। প্রথম দিনে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। পর দিন সেই কথা সেই অদ্ভুত চিকিৎসককে বলিলে, তিনি বলিলেন, তাঁহার আর কি এমন যন্ত্রণা হইয়াছে, তিনি তো স্থির হইয়া বসিয়া আছেন; যাঁহাদিগকে তিনি ঐ ঔষধ দিয়াছেন, তাঁহারা যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া এদিক্ ওদিক্ দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি যে ঔষধ দিতেছেন, উহাতে ক্ষতস্থান ঠিক "গোল স্কোয়ার" হইয়া কাটিয়া

আসিবে। দ্বিতীয় দিনে আবার সেই ঔষধ দেওয়া হইল। ঔষধের তীব্র যাতনায় তাঁহার গৌরবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, সমুদায় অঙ্গ হিম হইয়া আসিল; তিনি আপনি নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী স্পন্দহীন হইয়া আসিয়াছে, কেবল হৃৎপিণ্ডে মাত্র স্পন্দন আছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যু অল্পে অল্পে আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিতেছে। ক্রমে দেহ আচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছা সমুপস্থিত। এত যন্ত্রণা, তবু কোন প্রকার যন্ত্রণাসূচক শব্দ মুখে উচ্চারণ করেন নাই। ঔষধ অপনীত করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দেওয়া হইল। মূর্চ্ছা অপনীত হইলে, যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত যন্ত্রণাসত্ত্বেও কেন ক্লেশসূচক কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; তাহার উত্তর তিনি এই দিলেন যে, কি জানি বা তিনি যন্ত্রণা প্রকাশ করিলে, তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এক সময়ে দুই জন পণ্ডিত কেশবচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া বসিয়া পড়েন, এক জনের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া আইসে। কেশবচন্দ্র এই ক্ষতের যন্ত্রণার ক্লেশ কোন দিন স্বমুখে প্রকাশ করেন নাই; তিনি নিরন্তর উহা ধীরতার সহিত বহন করিয়াছিলেন।

পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার

কেশবচন্দ্রের পৈতৃকসম্পত্তির অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের নিকট হইতে বাহির করিয়া লওয়া তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে পরামর্শদান করেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি সহজে বুঝিতে পারিয়াছিল, কেশবচন্দ্র সহজে এই সম্পত্তি পাইবেন না, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সমগ্রসম্পত্তির অপব্যবহার করিবেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি মহর্ষির সাহায্যলাভ করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মোকদ্দমায় যে সকল যোগাড় করিতে হয়, মহর্ষি করিয়া দিলেন। আটর্ণি উকীল প্রভৃতি যাহা কিছু নিযুক্ত করিতে হয়, সমুদায় তাঁহারই সাহায্যে সম্পন্ন হইল। উকীলের পত্র জ্যেষ্ঠতাত গ্রাহ্য না করাতে, হাইকোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। যাহা হউক, মোকদ্দমা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, কেশবচন্দ্রের অংশের বিংশতি সহস্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠতাত আটর্ণিযোগে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ও পরের সম্পত্তি

ক্ষয় করিয়া ফেলেন; যথাসময় নিজের অংশ উদ্ধার না করিলে কেশবচন্দ্রের অংশও ক্ষয় হইয়া যাইত।

আরোগ্যলাভ ও স্বগৃহে প্রত্যাগমন

এদিকে অনেক বার শস্ত্রচ্ছেদ হইয়াও ক্ষতস্থানের কোন প্রকার আরোগ্য হইল না, ক্রমে আরোগ্যলাভসম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। এক দিবস সুবিজ্ঞ ডাক্তার নীলমাধব হালদার শলাকা দিয়া ক্ষতস্থান দেখিতেছিলেন; তাঁহার মনে হইল, একবার ক্ষতের কন্দস্থল শলাকা দিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখি। আশ্চর্য্য, অন্বেষণ করিতে গিয়া শলাকা নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইল। ডাক্তার এবং কেশবচন্দ্রের আশঙ্কা হইল, কি জানি বা ক্ষত উদরের অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যাহা হউক, যত দূর পর্য্যন্ত নালীর গতি, তত দূর শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্র শস্ত্র দ্বারা ক্ষত উৎপাটনকালে উপবিষ্ট থাকিতেন, এবং শস্ত্রচালন স্বয়ং দেখিতেন। শোণিত-পাতদর্শনে কোথায় তাঁহার ভয় হইবে, না, কৌতুকাবিষ্ট হইতেন। এবার ভয়ঙ্কর ছেদব্যাপারে ডাক্তারগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবার তাঁহাকে মূর্চ্ছিত না করিয়া শস্তচালনা সমুচিত নয়। কেশবচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া শস্ত্রচিকিৎসায় চিকিৎসিত হওয়া ভীরুতা মনে করিতেন, সুতরাং এবারও তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় ক্ষত উৎপাটন করিতে দিলেন। এ সময়ে তিনি স্বগৃহে নীত হইয়াছিলেন, এবং এই উৎপাটনক্রিয়া তথায় নিষ্পন্ন হয়। এই বার উৎপাটনের পর আর একটি ক্ষুদ্র নালী উৎপাটন করিতে হয়, তাহার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

প্রথম পুত্রলাভ, পরীক্ষার অবসান এবং স্বগৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়স্থাপনের চেষ্টা

কেশবচন্দ্রের সম্পত্তি হস্তগত হইল, ক্ষত স্থান আরোগ্যোন্মুখ, গৃহে নীত হইলেন; এই সময়ে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৬২ খৃঃ) তাঁহার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তিনি এত দিন যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া গমন করিলেন, এখন তাহার অবসানের সময়। কেশবচন্দ্র পরীক্ষাকাল অতি আদরের সহিত চিরকাল স্মরণ করিতেন। তিনি বন্ধুবর্গকে বলিয়াছেন, রোগে বহুদিন শয্যাগত থাকিয়া তিনি মহান্ উপকার লাভ করিয়াছেন; কারণ দীর্ঘকাল রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিলে লোকে নাস্তিক ও শুষ্কহৃদয় হইয়া যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তাহার

সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস, নির্ভর ও নিষ্ঠা ইহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি রোগের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, উহার ক্লেশযন্ত্রণা জয় করিলেন; এখন যে গৃহ হইতে তিনি তাড়িত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে পুনরায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, এখন যে ধর্ম্মের জন্য তিনি গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে সেই ধর্ম্মের যাহাতে জয়স্থাপন হয়, তার উদ্যোগ করিলেন।

স্বগৃহে ব্রাহ্মমতে পুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান

২৮শে পৌষ, (১৭৮৪ শক; রবিবার; ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ খৃঃ) স্বগৃহে তাঁহার পুত্রের জাতকর্ম্ম করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন; জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন প্রভূত প্রতাপশালী, তিনি ইহাতে একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, পুত্রের জাতকর্ম্ম যদি করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্যানে গিয়া উহার অনুষ্ঠান কর। যে সকল লোক গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে তিনি অতি সম্ভ্রমের সহিত উদ্যানে পাঠাইয়া দিবেন। কেশবচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, পুত্রের জাতকর্ম্ম গৃহকর্ম্ম, গৃহ থাকিতে তিনি উদ্যানে কেন উহার অনুষ্ঠান করিবেন? তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকটে জ্যেষ্ঠতাতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনিই গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে গমন করিবেন, স্থির করিলেন। যে দিন অনুষ্ঠান হইবার কথা, তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে পরিবারস্থ সকলকে উদ্যানে পাঠাইয়া দিলেন। কি জানি বা কেহ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য গৃহের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকেন, এ জন্য দীপ লইয়া প্রতিগৃহ হইতে সকলকে বাহির করিয়া আনিলেন। কেশবচন্দ্রের অধিকৃত ঘর ভিন্ন আর আর সমুদায় গৃহে কুলুপ দেওয়া হইল, গৃহে একটি মাত্রও জনপ্রাণী রহিল না, এক মাত্র মাতা সারদা পুত্রস্নেহে গৃহে রহিলেন। পর দিন প্রাতে বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি উপরিতল হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ সাহেব রসনচৌকিদার, জরা ঠহরহ, জরা ঠহরহ।" যাহা হউক, তিনি আস্তে ব্যস্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিলেন। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ সকল প্রকারের আয়োজন সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত। এখন আর কিছুরই অভাব রহিল না। গৃহের আর কোন স্থান কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিতে না পারেন, এ জন্য জ্যেষ্ঠতাত ব্যাঙ্ক হইতে কতকগুলি দ্বারবান্‌কে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, উপস্থিত বাবুদিগের সাহায্যের জন্য তাহাদিগকে আনা হইয়াছে; সুতরাং তাহারা সকলেই কেশবচন্দ্রকে সেলাম করিয়া বলিল, আমাদিগের প্রতি কি হুকুম হয়। তিনি উপস্থিত দ্বারবান্‌দিগকে স্থানে স্থানে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, তাহারা তাঁহার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক, তাহার শোভা বর্দ্ধিত করিল।

গৃহের যে প্রাঙ্গণে সর্ব্বদা কার্য্যানুষ্ঠান হইত, সেই প্রাঙ্গণ পুষ্পমালাদিতে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া উপাসনামণ্ডপ প্রস্তুত হইল! ঝাড় লণ্ঠনাদিতে সমুদায় মণ্ডপ আলোকিত, উপাসনার বেদী অত্যন্ত শোভান্বিত, কোথাও কিছুরই অভাব নাই। সভাস্থল বন্ধুগণেতে পূর্ণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়জনিত আনন্দের মধ্যে যথাসময় জাতকর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ প্রধানাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্বোধন, তৎপর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মস্তোত্র-পাঠ, তদনন্তর প্রধানাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যান করিলে, কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রার্থনা করেন :—

"অদ্য আমার আনন্দের সীমা নাই, সৌভাগ্যের অন্ত নাই। অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহমধ্যে আনিয়া স্বাধীনভাবে আনন্দমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি। শতাধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত প্রীতিরসে মিলিত হইয়া অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি। এই গৃহ এখন কেমন উজ্জ্বল মনোহর ভাব ধারণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরুপম সুন্দর প্রভা কেমন বিকীর্ণ হইতেছে। এখানে ব্রাহ্মগণ, অন্তঃপুরে ব্রাহ্মিকাগণ পবিত্রতা ও উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মানন্দে এই সমুদায় গৃহকে সমুজ্জ্বলিত করিলেন। এই শুভ উৎসবের শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন মন উল্লসিত হইতেছে। অদ্যকার আনন্দস্রোত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মেরই প্রসাদে আমার নবকুমারের জাতকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইল। যে রাশি রাশি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় স্বর্গীয় প্রভাবে

ভস্মীভূত করিলেন, আমার সমুদায় কষ্টের শান্তি করিলেন, আমাকে আশাতীত ফল প্রদান করিয়া আমার জীবন সার্থক করিলেন। আজ যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা, সেইরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাব দেদীপ্যমান দেখিতেছি; ঈশ্বরের রাজ্য মঙ্গলময়। যখন নির্জ্জনে তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া আত্মার অভ্যন্তরে উপাসনা করি, তখন তাঁহার মঙ্গল ভাব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পায়; গৃহস্বামী বলিয়া যখন তাঁহাকে পরিবার মধ্যে পূজা করি, তখন সংসারের প্রতি তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টির অসংখ্য পরিচয় পাইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়; আবার বিশ্ব-রচয়িতা জগন্নিয়ন্তা বলিয়া যখন জনসমাজে তাঁহার অর্চ্চনা করি, তখন তাঁহার মঙ্গলভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। যিনি মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার মঙ্গলভাব, তাঁহার করুণা স্বীয় আত্মাতে, পরিবারে, পৃথিবীর সকল পদার্থে প্রকাশ পাইতেছে। সেই করুণাময় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গলের ব্যাপারে বিরাজমান থাকিয়া বিমলানন্দ বিতরণ করিতেছেন। আমার এমত আশা ছিল না যে, এ গৃহে তাঁহার মহিমা এত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার কৃপায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে, অদ্য সেই আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এ গৃহ পবিত্র হইল, কুল পবিত্র হইল, পরিবারের সকলের মুখ উজ্জ্বল হইল। ধন্য জীবনের জীবন! অনন্ত তোমার করুণা, হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে আমার নবকুমারের শুভ জাতকর্ম্ম অদ্য সুসম্পন্ন হইল, তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে ইহাকে রক্ষা করিয়া ইহার জীবনকে তুমি সত্য পথে নিয়োগ কর। এ পরিবার তোমারই পরিবার; আমাদের সকলকে তুমি জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত কর, এবং আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও পবিত্রতা বিস্তার কর। আমাদের সংসারে যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম নিয়ত বিরাজ করেন, সকল কার্য্য যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই কামনা পূর্ণ কর। হে নাথ! প্রতি পরিবারে তোমার আধিপত্য সংস্থাপিত হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তোমার মহিমা সর্ব্বত্র মহীয়ান্ হউক।" (১)

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

সর্ব্বশেষে প্রধানাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত করিলেন।

"ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা

কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত কার্য্যে

(১) ১৭৮৪ শকের চৈত্র মাসের "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" দ্রষ্টব্য।

প্রবৃত্ত হইলেন, উপদেশ বক্তৃতাদিতে সকলের হিতসাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩ খৃঃ; ১০ই ফাল্গুন, ১৭৮৪ শক) তিনি ভবানীপুরে 'ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কার' Social (Reformation in India) এতদ্বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতাতে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) সংশয়ী, (২) শুদ্ধ চিন্তাশীল, (৩) আতিশয্যবান্, (৪) ধীর। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কোন ধর্ম্ম নাই, সুতরাং নিজের বা অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই বা কর্ত্তব্য-বোধ নাই, তাহারা নূতন সামাজিক শাসন-প্রণালীস্থাপনে একান্ত অক্ষম। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণ চিন্তায় অতি সুকুশল, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাঁহারা কিছুই নহেন। ইঁহারা সকলেই বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু নীতিসম্পর্কীয় বীরত্বের অভাববশতঃ ইঁহাদের সমুদায় জ্ঞান অকর্ম্মণ্য। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণের সকল বিষয়েই আতিশয্য, শতবর্ষে যে কার্য্য হইবে, তাঁহারা তাহা আজ করিতে চান; সুতরাং প্রভূত উৎসাহসত্ত্বেও কিছু করিয়া উঠিবার ইঁহারা যোগ্য নহেন। চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষিতগণ ধীর; ইঁহারা সংশয় ও অতিব্যগ্রতা-শূন্য, যাহা বোঝেন, তাহা বিবেকানুগত হইয়া সম্পাদন করেন, কখন কোন কারণে সত্য বা কর্ত্তব্যকে খর্ব্ব করেন না। ইঁহারাই সামাজিক সংস্কারে উপযুক্ত। কেন না ইঁহাদিগের ধর্ম্ম আছে, নীতি আছে, সাহস আছে, সংস্কার-কার্য্যে ইঁহাদিগের পক্ষে অবিবেচকতা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজের সহিত এক দলভুক্ত। সুতরাং এই মণ্ডলীর উপরেই সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় সংস্কার নির্ভর করে। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া দেশসংস্কার নিরতিশয় অনিষ্টের মূল; ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে মূলে রাখিয়া যখন সংস্কারে প্রবৃত্ত, তখন ইহা হইতে প্রভূত কল্যাণ উপস্থিত হইবে। সমাজসংস্কারে বিনাশ ও স্থাপন উভয়বিধ কার্য্য আছে, ব্রাহ্মসমাজ এ উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ এবং তৎকার্য্যে নিযুক্ত।

১৬

খ্রীষ্টান প্রচারকগণ সহ সংগ্রাম

১৮৬৩ খৃঃ

রেভারেণ্ড লালবিহারী দের "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" পত্রিকাপ্রকাশ

কৃষ্ণনগরে রেবারেণ্ড ডাইসন্ সাহেবের সঙ্গে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। রেবারেণ্ড ডাইসন্ সাহেব লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতেন; রেবারেণ্ড লালবিহারী দে যে বিতর্ক উপস্থিত করিলেন, তাহাও সেই রীতিতে। ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টধর্ম্মের গতি অবরোধ করিয়া বসিলেন, ইহা খ্রীষ্টানবর্গের অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিকে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ব্রাহ্মসমাজের পক্ষের পত্রিকা যেমন হইল, অপর দিকে "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" নামক পত্রিকা বাহির হইল। রেবারেণ্ড লালবিহারী দে এই পত্রিকা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পত্রিকা বা বক্তৃতার সারবত্তা কিছু থাকুক আর না থাকুক, হাস্যরসে পূর্ণ থাকিত।

"ইণ্ডিয়ান মিরারে" বিরোধের বিষয় উল্লেখ

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' এই বিরোধের বিষয় এই প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে :—"সম্প্রতি ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিতর্ক কলিকাতাকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছে। এ সংগ্রাম খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মে। ভয়ঙ্কর সমররব উত্থিত হইয়াছে, এবং প্রচণ্ড ধর্ম্মসংগ্রাম উপস্থিত। এখন আর ইহার অদম্য গতি রোধ করা অসম্ভব। আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে ইহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলাম, এবং ইহা কিরূপে চলে, অভিনিবেশসহকারে দেখিতে প্রবৃত্ত রহিলাম। এ কথা আমাদের বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ এই বিতর্কের সঙ্গে বিশেষরূপে সংযুক্ত। অপর দিকে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ব্রাহ্মগণের দিন দিন বলবৃদ্ধি এবং তাঁহাদিগের উন্নতি, উভয় হইতে খ্রীষ্টপ্রচারকগণ সাবধান হইবার বিষয় লাভ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, প্রাচীন, বহুদর্শী, ভারতের খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত

পরিশ্রমপরায়ণ ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ শীঘ্র যে কতকগুলি বক্তৃতা দিবেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে আপনার মতের সত্যতাস্থাপন করিতে হয়তো এই শেষ বার যত্ন করিবেন। ইতোমধ্যে অপর স্তম্ভে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজসম্পর্কে বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; আমরা শুনিয়াছি, ইঁহার আর দুইটি বক্তৃতা দেওয়ার অভিলাষ আছে, একটি 'স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূল অথবা সহজ-জ্ঞানের দর্শনশাস্ত্র', আর একটি 'প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত।'

রেবারেণ্ড লালবিহারী দের "ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা

"এখানে যে বক্তৃতার উল্লেখ হইয়াছে, উহা কলিকাতা সমাজের দ্বিতল গৃহে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল (১৬ই বৈশাখ, ১৭৮৫ শক) প্রদত্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজের দোষক্ষালন (The Brahmo Somaj Vindicated) বলিয়া এই বক্তৃতা প্রসিদ্ধ। এই বক্তৃতাপ্রদানের কারণ এই, রেবারেণ্ড লালবিহারী দে জেনারেল আসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজজ্ঞান' (Brahmic Intuition) বিষয়ক একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় অনেক অসত্য ও অলীক কথা তিনি উল্লেখ করেন। সভাস্থলে 'না' 'না' শব্দে প্রত্যেক অসত্য কথার প্রতিবাদ হয়। এই বক্তৃতায় কিছু নূতন কথা ছিল না। রেবারেণ্ড ডাক্তার মলেন সাহেবের 'বেদান্তমত, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক' এবং ডাইসন্ সাহেবের 'ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজজ্ঞানবিষয়ক' গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত ছিল, তাহারই পুনরুল্লেখ তবে তাঁহার লিপিচাতুর্য্য এবং হাস্যরসোদ্দীপকতাই বিশেষ বলিয়া মানিতে হইবে। এই বক্তৃতাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনটি দোষ প্রদত্ত হয়; (১) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নিতান্ত অস্থায়ী, সুতরাং ইহা ধর্ম্মই নহে, (২) সহজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিত্রাণপ্রদ ঈশ্বরজ্ঞানদানে অসমর্থ, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের মত অসংলগ্ন এবং অনিষ্টকর। বক্তৃতান্তে সেই স্থলেই কেশবচন্দ্র তাঁহার একজন বন্ধু দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়ান, এই বক্তৃতার প্রতিবাদ হইবে। বক্তৃতার প্রতিবাদশ্রবণজন্য স্বয়ং ডাক্তার ডফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে বক্তাকে এই বলিয়া প্রশংসাবাদ করেন যে, 'তিনি যখন তাঁহার মত যুবক ছিলেন, তৎকালে ঈদৃশ উৎসাহ সহকারে বক্তৃতা দান করিতেন'।"

কেশবচন্দ্রের "ব্রাহ্মসমাজের দোষক্ষালন" বক্তৃতার মর্ম্ম

রেবারেণ্ড লালবিহারী দে এবং অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাহা এই বক্তৃতায় বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমিক পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে বক্তা যে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার বক্তার কথাতেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। বক্তা বলিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তি যদি বিবেকের অনুরোধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তিসম্বন্ধে দোষদর্শন করিবার পক্ষে আমি এ পৃথিবীতে শেষ ব্যক্তি।" ব্রাহ্মসমাজে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কেবল কি পরিবর্ত্তনের জন্য? পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে? এ পরিবর্ত্তন কি বিবেকানুরোধে নহে? সত্য বটে, প্রথমতঃ বেদান্তের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু যখন উহার ভিতরে এমন সকল মত প্রকাশ পাইল, যাহাতে কিছুতেই সায় দিতে পারা যায় না, তখন যদি বেদান্তের সম্যক্ অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা কি কখন দোষাবহ? বেদান্ত এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বলিয়া পরিগণিত না হউক, তাহার মধ্যে যে সকল সত্য আছে, সে সকল পরিত্যক্ত হয় নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে পরিবর্ত্তন আরোপিত হইয়াছে, সে পরিবর্ত্তন কি খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে নাই? এই সকলের জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, ইহা কি বলা যাইতে পারে? যেখানে উন্নতি আছে, সত্যানুরাগ আছে, সেখানে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই; সেখানে উপহাসেরই বা কি কারণ আছে? বক্তা পার্কার নিউমান, এবং ব্রাহ্মসমাজকে বাইবেলের সত্যাপহরণ করিবার দোষারোপ করেন। ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের সত্য অপহরণ!! এ কথাই অসঙ্গত। বক্তা কি কৌতুকচ্ছলে এ কথা বলিয়াছেন, না, গম্ভীরভাবে? যদি তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন, তবে আমি বলি—আর গৌণ করিও না, এই ঈশ্বরের সত্যাপহারী দুরন্ত চোরের পশ্চাতে এখনি ধাবিত হও, ইহাকে ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ উচ্চ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহার পর এই দুর্ভাগ্য ঈশ্বরের সত্যাপহরণে অপরাধীর ভাগ্যে কি হইবে? কেন, সেই মহান্ কারালয়—পরিত্রাণের কারালয়ে অবরোধ করিবার দণ্ড হইবে! হাঁ, বাইবেলের সত্যসকলের সদ্ব্যবহারজন্য পরিত্রাণের কারাগার হইবে।

ব্রাহ্মগণের অপরাধ বড় গুরুতরই হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই। তাহারা দাউদের সুন্দর সুন্দর স্তোত্র গান করিয়াছে, তাহারা ঈশার উপদেশবাক্যে সায় দিয়াছে; ঈশ্বরের অসাধু সত্যাপহারিগণ!! তাহারা এখন আমাদের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডায়মান!" (১) বস্তুতঃ সকল সত্যই যখন ঈশ্বরের সত্য, তখন উহা সাধারণের সম্পত্তি, সে সত্যের অপহরণের দোষারোপ অতি অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মগণকে গর্ব্বী আত্মৈকনিষ্ঠ বলিয়া অপবাদ দেওয়ার কোন অর্থ নাই। যখন প্রার্থনা ব্রাহ্মের সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মের আশা, ব্রাহ্মের পথ-প্রদর্শক, তখন সে গর্ব্বী আত্মৈকনিষ্ঠ কি প্রকারে হইল? সহজজ্ঞান আদিম, অনুৎপন্ন ইত্যাদি প্রতিপাদন করিয়া তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি না হইলেও, উহার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সর্ব্বথা সম্মানার্হ। যাঁহাদিগের ঈশ্বরেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাদিগকে নাস্তিকের সঙ্গে তুলনা করা একান্ত অবিচার। ঈদৃশ অবিচার করা অপেক্ষা প্রভূত যন্ত্রণা দিয়া প্রাণবিনাশ করা শ্রেয়ঃ। অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই মত-বিরুদ্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যথোপযুক্তরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের সহিত এক হওয়া। অনুতাপে চিত্ত উন্মুখ হইয়া ঈশ্বরের দিকে উহার গতি হয়, ইহা সর্ব্বথা সঙ্গত। ঈশ্বর যখন সংশোধনজন্য দণ্ড দেন, তখন করুণা ও ন্যায়ে বিরোধ কি প্রকারে সম্ভবপর? সর্ব্বথা পাপপরিহার করিয়া ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ যখন ব্রাহ্মগণের ধর্ম্ম, তখন তাঁহারা পাপকে যথোচিত ঘৃণা করেন না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে।

ডাক্তার ডফের "ব্রাহ্মসমাজ একটী বল" বলিয়া স্বীকার

মতসম্বন্ধে অন্ধতাবশতঃ ডাক্তার ডফ যাহাই কেন বলুন না, এই বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার চিত্ত যে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কথাতেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিয়াছেন, "গত শনিবার রজনীতে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান যোদ্ধার দুঃখকর, আশাসংপেষক, সহজজ্ঞানের মত শ্রবণ করিয়া, বাইবেলের পরিত্রাণ-সম্পর্কীয় শুভ সংবাদ যে মূল্যবান্, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য অধ্যাপনাস্থল, যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্রব নাই, তাহাতে শিক্ষিত অনেক যুবকের ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়াছে। নগর এবং

(১) "The Brahmo Somaj Vindicated." See 'Lectures in India.'

তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ১৫০০ ব্যক্তির অধিক নিয়মিত, দীক্ষিত সভ্য। এতদ্ব্যতীত শত সহস্র লোক জিজ্ঞাসু এবং আংশিক অনুবর্ত্তী। অতএব আমাদিগের মধ্যে সমাজ একটি বল—সামান্য শ্রেণীর বল নহে। বাস্তবিক কথা এই, আক্রামক খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান প্রতিকূল প্রতিরোধী ভারতের এই অংশে বিদ্যমান। এটি একটি বল, যাহার ইতিহাস, ক্রমোন্মেষ, লক্ষণ এবং কার্য্য-প্রণালীতে, খ্রীষ্টরাজ্যে যতগুলি প্রচারকমণ্ডলী আছে, সকলেরই বিশেষ গভীর মনোভিনিবেশ আবশ্যক।" (১)

বম্বের লর্ড বিশপের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা

ডাক্তার ডফ সাহেব এই বক্তৃতার কিছু দিন পর এ দেশ হইতে চলিয়া গেলেন। খ্রীষ্টান প্রচারকগণ নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। কলিকাতা নির্ব্বাক্ হইল। বম্বে মান্দ্রাজে এক্ষণে আন্দোলন উপস্থিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তত্রত্য খ্রীষ্টান প্রচারকবর্গের কার্য্য হইল। বম্বের লর্ডবিশপ এখন (১৮৬৩ খৃঃ, ৩০শে ডিসেম্বর) ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন দাঁড়াইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রাচীন প্রণালী পরিহার করিয়া কিছু নূতন বলিয়াছেন, তাহা নহে। সংসারের দুঃখ দরিদ্রতা রোগ শোক কেন, পাপ হইতে মনুষ্য কি প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার পরিত্রাণলাভের উপায় কি, ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যূনতা-প্রতিপাদন করিতে তিনি যত্ন করিয়াছেন। এই সকল আন্দোলন হেতু এবং মান্দ্রাজ বম্বে প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া বহু লোকে ক্রমান্বয়ে পত্র লেখাতে, কেশবচন্দ্র বম্বে ও মান্দ্রাজে প্রচারার্থ গমন করেন। পর অধ্যায়ে আমরা তাঁহার মান্দ্রাজ ও বম্বে পরিভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি।

(১) "The *Somaj* is therefore a Power and a Power of no mean order—in the midst of us"—*Christian Work for July, 1863.*

১৭

মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রচারযাত্রা

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গূঢ়রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সকল স্থান হইতে উহার তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিয়া মূল সমাজে পত্র উপস্থিত হইতেছে, সকলের চিত্ত উহার মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত, এই সময় প্রচারের পক্ষে একান্ত অনুকূল দেখিয়া, কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজ ও বম্বে গমন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রিয় ভ্রাতা অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ "নিউবিয়া" বাষ্পপোতে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১) লিখিত হইয়াছে;—"বিগত ২৮ মাঘ (১৭৮৫ শক; মঙ্গলবার; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খৃঃ) দিবসে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারমানসে বম্বে প্রদেশে গমন করিয়াছেন। বম্বে গমন করিবার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে নিজ অভিপ্রায় অতিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মেরা যে ধনবান্, কি বিদ্যাবান্, কি দেশের মধ্যে এমত বর্দ্ধিষ্ণু যে স্বীয় স্বীয় নামের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, এমত নহে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর তাঁহাদিগের একমাত্র উপায়। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ধনেরা ধনবান্ হয়, দুর্ব্বলেরা সবল হয়, ভীরু ব্যক্তিরা সাহস প্রাপ্ত হয়। সেই উপায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া, ব্রাহ্মেরা দীন হীন অনাথ ও মূর্খ হইয়াও, ঈশ্বরের কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন; এই জন্যই তাঁহারা চতুর্দ্দিকে জয়লাভ করিয়া থাকেন।' এই সকল মহাবাক্যের গূঢ় মর্ম্ম তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যাঁহারা পরমপিতার প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়ের মহৎ উদ্দেশ্য সফলতার জন্য আমরা বিনীতহৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে মহৎ জয়লাভ করিয়া এবং স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া অবিলম্বে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন।"

(১) ১৭৮৫ শকের ফাল্গুন মাসের "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" দ্রষ্টব্য।

মান্দ্রাজের প্রচারবিবরণ

৯ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিয়া পঞ্চম দিবসে (১৪ই ফেব্রুয়ারী) কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজে উপনীত হয়েন। আমরা এই দিবসের দৈনন্দিন লিপির অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী (১) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অদ্য (১৪ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার। প্রতি রবিবারেই জাহাজ মধ্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপাসনা হইয়া থাকে। যদ্যপি এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য কোন পাদ্রি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তাহা কাপ্তেন সাহেব দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্য কাপ্তেন সাহেব সকলকে একত্র করিয়া উপাসনা করিলেন। এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ ১৬ ক্রোশ মাত্র, মান্দ্রাজের যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি সকল কল দ্বারা উত্তোলিত হইতেছে এবং সকলেই ত্রস্তে ব্যস্তে প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে দূর হইতে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্ব্বত ও কতকগুলি বৃক্ষ দেখা গেল, পরে 'কেটামেরণে' নামক কতকগুলি মান্দ্রাজী ডিঙ্গি নৌকা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের অভিমুখে আসিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে তীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তাহাদিগের প্রকাণ্ড কায়া আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জাহাজের উপরিভাগ ব্যস্ততায় আচ্ছন্ন হইল, সমস্ত কর্ম্মচারিগণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, এবং সকলেই সহর্ষনয়নে তীরাভিমুখে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তোপের শব্দ হইল, নঙ্গর নিপতিত হইল, এবং শত শত কুৎসিত অপরিষ্কার ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা আমরা পরিবৃত হইলাম। 'এখনতো মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম, কোথায় যাইব?' এইরূপ ভাবিতেছি, এমত সময়ে এক ব্যক্তি একখানি ক্ষুদ্র পত্র আমাদিগের হস্তে দিল; তাহাতে লিখিত এই যে, 'শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্রের সুবিধার জন্য আপ্পাস্বামী ছেটী মহাশয় এই ক্ষুদ্র তরণীখানি পাঠাইতেছেন।' আমাদিগের দ্রব্য সামগ্রী নৌকায় পাঠাইয়া দিলাম এবং সাবধানে তদুপরি লম্ফ দিয়া পড়িলাম; লম্ফ দিবার সময় একটু অসাবধানতা জন্য যদি নৌকার উপর ঠিক না পড়া যায়, তাহা হইলে এককালে ভীষণ তরঙ্গিত সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া

---

(১) ১৭৮৬ শকের বৈশাখ মাসের "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" দ্রষ্টব্য। এই দৈনন্দিন লিপি আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক ইংরাজীতে নিবদ্ধ এবং "Diary in Madras and Bombay from 9th February to 21st May, 1864" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হয়। উ! কি ভয়ানক তরঙ্গ। কি ভয়ানক আন্দোলন! দাঁড়ীগুলা নিতান্ত অসভ্য, তাহাদিগের পরিধান একটু ক্ষুদ্র কৌপীন, তাহারা বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান্, দেখিতে ধাঙ্গড়ের মত; তুফানে ও ভয়ে আমাদিগের প্রাণান্ত, কিন্তু তাহারা স্বচ্ছন্দে দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছে, আমাদিগের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। আমাদিগকে তীরস্থ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, ইহাতে আমরা জীবিতই থাকি, আর মৃতই হই। আবার নৌকার চতুর্দ্দিকে ছিদ্র! কতক দূর এ প্রকারে গমন করিয়া কূলে পৌছিলাম। নিরাপদে অবতরণ করিবার জন্য তথায় তীরোপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই স্তম্ভ হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপান নামিয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া নগরে উঠিতে হয়। ক্রমে ক্রমে নগরে উঠিলাম। (১) আমরা অবতরণ করিয়া নাবিকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তবে তাহারা আমাদিগকে যে সুখ সুবিধা দিয়াছে, তাহার জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইল। আমরা তাহাদিগকে কি দিলাম, তোমরা মনে কর,—আমাদের তিন জনের জন্য পাঁচ টাকা দিতে হইল। স্তম্ভের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য চারি আনা টোল দেওয়া গেল। এক জন দেশীয় দালাল আমাদিগের কাজ করিতে সম্মত হওয়াতে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত আপ্পা স্বামীর গৃহের দিকে চলিলাম। আমরা কিছু পথ গিয়া আমাদের গাড়ী ফিরাইলাম, কেন না আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি এখন গৃহে নাই। কোন একটি দেশীয় পান্থশালায় আমাদিগকে লইয়া যাইতে দালালকে বলিলাম। আমরা রাজপথ দিয়া যখন যাইতে লাগিলাম, যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, তাহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম—এ আমাদের পক্ষে এক নূতন রাজ্য। অনন্তর তত্রত্য 'ব্রাঞ্চ এলফিনষ্টোন হোটেল' নামক মেস্তর পি, সুন্দরম্ মুদলিয়ার রক্ষিত পান্থশালা আমাদিগকে দেখান হইল। এই স্থানটি কোলাহলবর্জ্জিত এবং বিচিত্র, দেখিতে স্পেন্সার ডি উইলসন বা ব্রাউনের হোটেলের মত নয়, অনেকটা কাশীপুরের বিলার মত। ইহার চারিদিকে খোলা বৃহৎ প্রাঙ্গণ আছে, এবং তাহাতে অনেকগুলি ছায়াযুক্ত সুন্দর বৃক্ষ আছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতে

(১) এই পর্য্যন্ত "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশ নূতন অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। তত্ত্ববোধিনীতে দিবসের সমগ্র বৃত্তান্ত অনুবাদিত হয় নাই।

সজ্জিত আমাদিগকে তিনটি কুটির দেওয়া হইল—একটি পাঠ ও আহার করিবার, একটি শয়ন করিবার, আর একটি স্নান করিবার। এই সকলের জন্য আমাদিগের প্রতি জনকে প্রতিদিন চারি বা আট টাকা দিতে হইবে—মাসে ২৪০৲ টাকা হইল! নিশ্চয় বড়ই অধিক ব্যয়, কিন্তু হইলে কি হয়, আমাদিগকে উহা বহন করিতেই হইবে। আমরা ইহাতে সম্মত হইলাম, এবং বাঙ্গালীর মত নয়, সাহেব লোকেদের মত এলফিনষ্টোন হোটেলে স্থান লইলাম। সায়ঙ্কালে স্বচ্ছন্দে আহার করিলাম, এবং এত দিনের বাকি শোধ করিয়া লইলাম, কেন না পথে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আহার পাইতাম। ফল কথা এই, আমরা এতদপেক্ষা কদাচিৎ তৃপ্তিকর খাদ্য পাইয়াছি।"

মান্দ্রাজ ও বম্বের দৈনন্দিন লিপি অতি সুদীর্ঘ। আমরা সিংহলভ্রমণের সমগ্র বৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। সেই বৃত্তান্ত হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্র কি প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিদিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। মান্দ্রাজ ও বম্বের বৃত্তান্ত যে তিনি সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ঐ বৃত্তান্ত কিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শস্বরূপ মান্দ্রাজে উপনীত হইবার দিনের বিবরণটি উপরে প্রদত্ত হইল। এখন আমরা দৈনন্দিন লিপির একান্ত প্রয়োজনীয়াংশমাত্র আমাদের নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমতঃ বাষ্পীয় পোতে আরোহিগণ মধ্যে অনরেবল মেস্তর ফিটজ্ উইলিয়মের সঙ্গে যে কেশবচন্দ্রের পরিচয় হয়, তাহা উল্লেখযোগ্য। ফিটজ্ উইলিয়ম অতি উদারচেতা। ইঁহার মত এই যে, হিন্দু, পার্সি, এবং চীন প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মের অনেক গভীর সত্য আছে, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য সহ উহাদিগের সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি বিরক্ত, কোয়েকার সম্প্রদায়ের সহজাবস্থার পক্ষপাতী; বিশুর জলাভিষেকের বিরোধী। ইঁহার মতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকা সমুচিত নয়। নারীগণও একেশ্বরের পূজা করেন শুনিয়া, ইনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, এবং ইঁহার মতে নারীগণ সংস্কৃত উন্নত মতনিচয়ের যথার্থ প্রচারক। ইনি কেশবচন্দ্রকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুরোধ করেন; কেন না, সেখানে শত শত ব্যক্তি সংস্কারের পক্ষপাতী।

শ্রীযুক্ত আপ্পাস্বামী ছেটী এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আইসেন, এবং আলাপানন্তর ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে পরিচয় করাইবার জন্য এবং নগরের প্রকাশ্য আফিসগুলি দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া বাহির হন। আকাউণ্টাণ্ট আফিস, গবর্ণমেণ্ট আফিস, সেরেস্তাদারের আফিস এবং দুর্গ দর্শন করিয়া, বিজয় রাঘবালু ছেটী, মথুস্বামী ছেটী, সোমসুন্দরম্ ছেটী প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। সোমসুন্দরম্ ছেটীর গৃহে জলযোগ করিয়া পাটচীপ্পানিলয় দেখিতে যান। সেখানে সে দিন 'হিন্দু মিউচিয়াল বেনিফিট ফণ্ড' নামক সভার অধিবেশন ছিল। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও এখানকার লোক গোঁড়া হিন্দু, কেন না এখানে সকল লোকেরই ফোঁটা তিলক এবং সকলেই পাদুকা রাখিয়া আফিসে প্রবেশ করে। শ্রীযুক্ত আপ্পাস্বামী তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত টি রামচন্দ্র রাও এবং হাইকোর্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রামঞ্জল নাইডুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এবং তৎসম্পর্কীয় গ্রন্থ আনাইয়া দিতে তিনি অনুরোধ করেন। মঙ্গলবারে বম্বে যাইবার কথা, সুতরাং শীঘ্র একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু ছেটীকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৪ খৃঃ) বৃহস্পতিবার পত্র লেখেন। তিনি আসিয়া শনিবারে বক্তৃতা হইবার ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত মথুস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অনেক আলাপ করেন এবং তাঁহাকে কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থ দেন। এ ব্যক্তির ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অনুরাগ আছে।

পর দিন কোথায় বিজ্ঞাপনের প্রুফ আসিবে, তাহা না আসিয়া একেবারে তিন শত বিজ্ঞাপন। ইহাতে এমনই ভুল যে, সমুদায় বিজ্ঞাপন কিছু কাজে লাগিল না; বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় নাই বলিয়া সোমবার (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খৃঃ) বক্তৃতা দেওয়া স্থির হইল। সায়ঙ্কালে পূর্ব্বোদিত সভার সম্পাদককে লইয়া শ্রীযুক্ত আপ্পাস্বামী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বম্বে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট উদ্যানবাটীতে দুই তিন দিন থাকিতে অনুরোধ করাতে, রবিবার হইতে তথায় গিয়া বাস করিতে কেশবচন্দ্র সম্মত হইলেন। শনিবার দিবস গবর্ণমেণ্ট আফিসে গিয়া কেশবচন্দ্র বিজয় এবং মথুস্বামী ছেটীর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এক জন ইউরোপীয় আফিসারের নিকট হইতে মিণ্ট দেখিবার জন্য একখানি পত্র লন। অন্য দিবাবসান জন্য সোমবারে মিণ্ট দেখিতে যাইবেন, স্থির হয়। হাইকোর্ট হইতে তিনি পাটচীপ্পা-স্কুলপরিদর্শনার্থ গমন করেন। সে দিবস প্রিন্সিপল উপস্থিত না থাকাতে, প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজগোপাল নাইডু স্কুল দেখান। এখানে প্রায় আট শত ছাত্র ইংরাজী, সংস্কৃত, তেলেগু এবং তামিল শিক্ষা করে। স্কুলটি এক জন দেশীয় লোকের বদান্যতার শ্রেষ্ঠনিদর্শন। রবিবার দিবস পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র উদ্যানবাটীতে আইসেন; এখানে স্মলকজকোর্টের জজ রঙ্গনাথ শাস্ত্রীর-সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক হয়, ইনি এক জন ঘোর তার্কিক। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে ইঁহার কোন স্থিরতর বিশ্বাস নাই। সেই দিন অপরাহ্লে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে অনরেবল লছমনরাস্থ ছেটীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের কথা বলিয়া বলিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একান্ত অনুরাগী। জাতিভেদের প্রতি ইঁহার অতি বিদ্বেষ। মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাদর্শন করিয়া কেশবচন্দ্র আশ্চর্য্য হন। সোমবার (২২শে ফেব্রুয়ারী মিণ্টদর্শন এবং অন্যান্যকার্য্যসমাধানান্তে ৫॥ টার সময়ে পাটচীপ্পা হলে গিয়া উপস্থিত হন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় ৬টা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হলে প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত। মান্দ্রাজ টাইমস্ এবং অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনশত কার্ডমাত্র বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাতেই এত লোকের সমাগম। স্থানীয় শিক্ষিত এবং প্রধান প্রধান লোকেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। এক জন খ্রীষ্ট মহিলা এবং কয়েক জন ইউরোপীয় ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইল; সকলে অতি নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করিলেন। বক্তৃতান্তে এক জন দেশীয় ভদ্র ব্যক্তি সকলের হইয়া ধন্যবাদ দিলেন। রেবারেণ্ড মেস্তর বরজেস এবং আর এক জন ইউরোপীয় আসিয়া কয়েক দিন মান্দ্রাজে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, আজ যে সামাজিক গঠনের বিষয় বলা হইল, তাহার কয়েকখানি ইট একত্র করা হউক। কেশবচন্দ্রকে বক্তৃতান্তে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল সেখানে থাকিতে হইল, কেন না শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে দুগ্ধ আনিয়া দিল, এক জন

একেবারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল।

মঙ্গলবারে (২৩শে ফেব্রুয়ারী) বম্বে যাইবার কথা ছিল, বক্তৃতান্তে পরিশ্রান্ত হওয়াতে উহা স্থগিত করিতে হইল। বুধবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী) লছমনর ছেটী নামক এক ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের নিকটে আসিয়া এই বলিয়া বক্তৃতার বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন, 'উঃ, কি বজ্রনির্ঘোষ! কি কথার স্রোত—যেন অক্ষয় উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে', 'মহাশয়, আপনি সকলের হৃদয় আর্দ্র করিয়াছেন', 'আঃ! ইটি একটি ঈশ্বরের দান'। এই সকল বলিয়া বলিলেন, যাদৃশ সমাজের কথা বক্তৃতায় বলা হইয়াছে, তাদৃশ একটি সমাজ গঠন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অনরেবল লছমন রসু ছেটী দেশানুরাগ এবং পদের জন্য অন্ততঃ পরামর্শদানে উপযুক্ত বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া সমাজসংগঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি অচিরে একটি শাখাসমাজ স্থাপন করিতে বলেন, এবং তিনি তাহাতে যোগ দিবেন, আশা দেন। মান্দ্রাজে এ সম্বন্ধে তাদৃশ উপযুক্ত লোক নাই বলিয়া, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মান্দ্রাজে থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্য পাঠান হয়, অনুরোধ করেন। পর দিন বিজয় রাঘবালুর গৃহে ভোজন করিয়া তাঁহাকে সমাজসম্বন্ধে বলাতে, তিনি এই বলিয়া উহা উড়াইয়া দেন, এ দেশের সামাজিক উন্নতির জন্য সভা আছে। যদিও উহা এখন নির্জ্জীব, উহাকেই জীবিত করিয়া তুলিয়া, মান্দ্রাজ এবং বাঙ্গালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাইতে পারে। এখান হইতে কেশবচন্দ্র বিদায় লইয়া, প্রথমতঃ বম্বে যাইবার ষ্টিমারের টিকিট ক্রয় করেন, এবং তৎপর স্ত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। এই বিদ্যালয় নগরের এক কোণে একটি জীর্ণ গৃহে স্থাপিত। যাইট সত্তরটি বালিকা ইহাতে পাঠ করিয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক তাঁহাদের সম্মুখে বালিকাগণের পরীক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ভাষা না জানাতে উহা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই।

বম্বের প্রচারবিবরণ

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৮৬৪ খৃঃ) শনিবার মান্দ্রাজ হইতে রেলওয়েতে রওয়ানা হইয়া, ৫ই মার্চ্চ শনিবার কালিকটে 'ইণ্ডিয়া' নামক বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করেন। সেখান হইতে ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বম্বে গিয়া উপস্থিত হন। বম্বে

পঁহুছিয়া ঐ নগরের বিষয়ে তিনি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, "আমাদের চারিদিকে জাহাজ ও বাষ্পীয় পোতের কি জমকাল ভিড়! প্রত্যেক সমুদ্রযানের মাস্তলে বায়ুতরঙ্গে আন্দোলিত পতাকা এই স্থানের বাণিজ্যপ্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে। নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরিকগণের অদ্ভুত কার্য্যব্যস্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; এত ব্যস্ততা যে, তাহাদিগের সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ গতিরক্ষা করিতে পারে না। আমাদের মনে হইল, আমরা যেন পৃথিবীর সমগ্র-বাণিজ্যের মধ্যবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতের আর সকল দেশের প্রতিনিধি এখানে আছেন, মনে হয়। দোকান হাট কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখাইতেছে, দালাল ও সংবাদবাহকেরা সকল দিকে ছুটিতেছে, মাল বোঝাই করা গাড়ী ইতস্ততঃ চলিতেছে; লোকেরা অতি অল্প কথায়,—যে কটী কথায় বলিলে বিষয়টি প্রকাশ পায়—পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, অনাবশ্যক কথা কহিবার তাহাদের অবসর নাই। সাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত বণিকগণ কার্য্য-সম্পাদনজন্য এক আফিস হইতে অন্য আফিসে যাইতেছে; রাস্তায় পর্ব্বতাকার তূলার গাঁইট, যত রকমের যত আকারের গাড়ী—নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই, এমন দ্রুতবেগে চলিতেছে, কলঘর সকল হইতে প্রচুর পরিমাণ ধূম আকাশপথে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, চারিদিকে কেবল ফোশ ফোশ ঝন্ ঝন্ থন্ থন্ শব্দ, ঠেলাঠেলী ঘেশাঘেশি হুড়োমুড়ি, ফেরিওয়ালার চীৎকার। এ সকল দেখিয়া এক জন চিন্তানিরত ব্যক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। সমুদায় চলন্ত প্রাণী, সমুদায় বস্তু, মনে হয়, যেন এই কর্ম্মব্যস্ততার দেশে উপার্জ্জন-শীলতার বাষ্পযোগে একটি মধ্যবর্ত্তী যন্ত্রে অতগুলি চাকা হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে; ক্রমান্বয়ে কেবল ঘুরিতেছে, এবং বাষ্পের অভাব না হইলে আর থামিবার নহে।"

একখানি ভাড়াটিয়া বগীতে চড়িয়া কেশবচন্দ্র ষ্টারন্‌স্ এবং হবার্ট কোম্পানীর আফিসে শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদাসের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার কথা কহিবার অবসর নাই। দুচারি মিনিট তাঁহার সঙ্গে কথা হইল, তাহাও অবাধে নহে। সেখানে কলিকাতা হইতে আগত চিঠিপত্র পাইলেন এবং শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদাস কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, যদি ভাল স্থান না পান, তাহা হইলে তাঁহার মালবার পর্ব্বতোপরিস্থ গৃহ তাঁহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট

রহিল। কোন পান্থশালায় গিয়া স্থান না পাইয়া, পরিশেষে ক্লারেণ্ডন হোটেলে একটি তাঁবুতে বাস করিতে বাধা হইলেন; সে তাঁবুর চারিদিক্ ভাল করিয়া আচ্ছাদিত নয়, সারারাত্রি ছদিক্ হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ভোগ করিতে হইল। অগত্যা পর দিন প্রাতরাশের পর শ্রীযুক্ত করসনদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মালবার পর্ব্বতোপরিস্থ গৃহে আশ্রয় লইলেন। গ্রেহাম কোম্পানীর আফিসে শ্রীযুক্ত সোরাবজী সপুরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তিনি অত্যন্ত কার্য্যে ব্যস্ত জন্য, পারসী বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখাইবার কারণ তাঁহার এক বন্ধুকে সঙ্গে দেন। এই বিদ্যালয়ে গিয়া ছঘণ্টাকাল বালিকাগণের পরীক্ষা লইলেন এবং সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী, প্রায় তিন শত ছাত্রী, ছাত্রীগণের বয়স ছয় হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত। বালিকাবিদ্যালয় দেখিয়া কেশবচন্দ্র টাউনহলে গমন করেন। অনারেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশের হিতকর কার্য্যসাধন করাতে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনের প্রস্তাব-স্থিরীকরণজন্য আজ সেখানে সভা হইবে। সভাভঙ্গের পর সেখানে শ্রীযুক্ত করসনদাস মূলজী, আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এবং ডাক্তার ভাওদাজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। শ্রীযুক্ত ভাওদাজী সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীযুক্ত ভাওদাজী ও মূলজীর সঙ্গে কেশবচন্দ্র মালবারপর্ব্বতস্থ গৃহে গমন করেন, সেখানে রেবারেণ্ড ধানজীভয় নওরজীর সঙ্গে ভোজন করেন। রেবারেণ্ড ধানজীভয়ের নাম কেশবচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বম্বের লালবিহারী দে স্থির করিয়াছিলেন। এ ব্যক্তি অতি উদারচেতা, তাঁহার সঙ্গে এক গৃহে তথায় বাস করিলেন।

পর দিন এই রেবারেণ্ড বন্ধুসহ টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মেস্তর রবার্ট নাইটের সম্মানার্থ যে সভা হয়, তদ্দর্শনজন্য গমন করেন। পথে 'ওরিয়েণ্টাল উইবিং আণ্ড স্পিনিং কোম্পানীর' কুটী দেখেন। সভাস্থলে ডাক্তার ভাওদাজী অনেকগুলি পারসী ও হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সেখানে মান্দ্রাজের রাঙ্গাচারলু মুদলীয়ার উপস্থিত থাকাতে, সভায় একেবারে বম্বে, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালা তিন প্রদেশের প্রতিনিধির সমাগম হইল। শ্রীযুক্ত রবার্ট নাইটকে মুদ্রা উপহার দেওয়ার প্রস্তাব ছিল; আশ্চর্য্য, সভায় একেবারে পয়ষট্টি হাজার টাকা উঠিল। এখানে অনরেবল জগন্নাথ

শঙ্কর সেট এবং প্রোফেসর দাদাভয় নওরজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। দাদাভয় নওরজী দশ বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন, এবং আবার সেখানে যাইতেছেন।

কেশবচন্দ্র গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ, ভিক্টোরিয়া গার্ডন, সলসেট ও বম্বের সংযোগস্থল, বম্বের জল যোগাইবার জন্য তড়াগ, এলিফাণ্টাগুহা দর্শন করেন। রেবারেণ্ড ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে এক দিন ভোজন করেন। রেবারেণ্ড উইলসন সাহেব তাঁহার প্রতি যেরূপ উদার সদ্ভাব প্রকাশ করেন, খ্রীষ্টীয় প্রচারক হইতে কেশবচন্দ্র সেরূপ আশা করেন নাই। তাঁহার সংগৃহীত ভূমিজ খনিজ অনেকগুলি সামগ্রী এবং আলেকজেণ্ডার এবং অপরাপরের সময়ের প্রাচীন মুদ্রা তিনি তাঁহাকে দেখান। এসিয়াটিক মিউজিয়ম দর্শনানন্তর 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' আফিসে গমন করেন। রেবারেণ্ড ধানজীভয় তাঁহাকে নাইট সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিবেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য তাঁহার সহকারীকে বলিয়া দেন। নাইট সাহেব অত্যন্ত কার্য্যব্যস্ত, 'ইহারা বিলক্ষণ লম্বা,' এই শেষ কথা বলিয়া তিনি বিদায় দিলেন। সেখান হইতে ইউনিয়ন প্রেসে গিয়া বক্তৃতার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন সঙ্গে লন। রেবারেণ্ড ধানজীভয়ের নিমন্ত্রণানুসারে সায়ঙ্কালে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রিত হন, তন্মধ্যে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন। এখানে জাতিভেদবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবার কথা ছিল। ডাক্তার উইলসন রীতিমত সভাপতিপদে বৃত না হইলেও, তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। কিছু একটা শেষ নির্দ্ধারণ না হইয়া সভাসঙ্গ হয়।

আজ ১৬ই মার্চ্চ (১৮৬৪ খৃঃ) বুধবার। আগামী কল্য (১৭ই মার্চ্চ) বক্তৃতা হইবে, দৈনিক পত্র সকলেতে বিজ্ঞাপন হইয়া গিয়াছে। অদ্য বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ডাক্তার ভাওদাজী তাঁহাকে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। এতৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ডাক্তার ভাওদাজী মনে করেন, বম্বের টাউনহলে মৌখিক বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হইয়া আমি বক্তৃতার বিষয়টিকে তুচ্ছ করিতেছি; আমার উচিত যে, আমি লিখিয়া বক্তৃতা দি। তিনি আমায় এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মৌখিক বক্তৃতা অপেক্ষা লিখিত বক্তৃতা অল্প সম্ভ্রমের হেতু নয়। অনেক বড় বড় বিদ্বান্ লোক, একবার লিখিয়া, আর বার লিখিয়া, তার পর আবার লিখিয়া বক্তৃতা দেন। এক ঘণ্টার:

অধিক যাহাতে বক্তৃতা না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ করিলেন ; কেন না বম্বের লোক, যে বক্তৃতা অধিক সময় লয়, তাহা শুনিতে অপ্রস্তুত। আমি যত দূর পারিলাম, তাঁহার প্রস্তাব এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কেন না তাঁহার কোন প্রস্তাবই আমার মনের মত নয়। বক্তৃতার জন্য ষাইট মিনিট, তাহাও আবার জীবনশূন্য, ঠাণ্ডা, গড়া, লিখিত বক্তৃতা, এ নিয়মে কে আবদ্ধ হইবে? আমি তো নই।"

পর দিন (১৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার) রেবারেণ্ড ডাক্তার উইলসন এবং শ্রীযুক্ত ধানজীভয় সহকারে কেশবচন্দ্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে টাউনহলে গেলেন। সেখানে গিয়া সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট এবং ফিজিসিয়ান জেনেরল ডাক্তার ষ্টোবেল সহ আলাপ হইল। বক্তৃতার পূর্ব্বে ডাক্তার ভাওদাজী কয়েকটী পরিচায়ক কথা বলিলেন, তৎপর বক্তৃতা আরম্ভ হইল। হর্ষসহকারে বক্তা গৃহীত হইলেন। প্রথমতঃ তিন শত মাত্র লোক উপস্থিত ছিল, বক্তৃতা আরম্ভ হইলে প্রায় ছয় শত লোক হইয়া পড়িল। বক্তৃতার মধ্যে প্রশংসাসূচক বাক্য ও করতালি পড়িতে লাগিল। বক্তৃতায় বম্বের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। সার জেমসেটজি জিজিভয়, অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট, সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বার্ট, অনরেবল জষ্টিস টকর, অনরেবল জষ্টিস নিউটন, অনরেবল জষ্টিস পাউচ, রেবারেণ্ড ডাক্তার উইলসন, ডাক্তার ষ্টোবেল, মেস্তর বার্ডউড, প্রোফেসর বুহলার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক শ্রোতা ছিলেন। কেশবচন্দ্র দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, "আমার জীবনে এমন সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কখন বলি নাই।" বক্তৃতা দেড় ঘণ্টা হইয়াছিল। ডাক্তার ভাওদাজী ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন, সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট অনুমোদন করিলেন। বিদায় লইবার সময় সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট, ডাক্তার ষ্টোবেল, ডিরেক্টর অব পব্‌লিক ইনষ্ট্রক্‌শন হাউয়ার্ড সাহেব এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীযুক্ত দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ প্রাতে আসিয়া বলিলেন, তাঁহারা 'পরমহংস সভা' নামে সভা স্থাপন করিয়াছেন। এ সভার উদ্দেশ্য জাতিভেদভঙ্গ করা। বোধ হয়, এ সভা গোপনে হইয়া থাকে। দাদোবা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিবাহের অনুষ্ঠানাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং গত কল্য যাহা বলা হইয়াছে,

তৎসহ বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন। সায়ঙ্কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সভা হয়। এই সভায় ডাক্তার ভাওদাজী, ডাক্তার ধীরজরাম, শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদাস, করসনদাস মূলজী, মরোবা, দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ, আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ, আর্দ্দাসির ফ্রামজী, সোরাবজী সপুরজী, রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ, রেবারেণ্ড ডাক্তার বালেণ্টাইন, রেবারেণ্ড মেস্তর ধানজীভয়, রেবারেণ্ড ডাক্তার উইলসন প্রভৃতি উপস্থিত হন। মহারাজসম্পর্কীয় অপবাদের মোকদ্দমার প্রতিবাদী মূলজী জাত্যন্তর হওয়ায়, তিনি অতি সকরুণ সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি কয়েকটি লোককে তাঁহার পক্ষ হইতে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীযুক্ত দাদোবা, আত্মারাম, মরোবা এবং রামচন্দ্র এই চারি জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে সম্মত হইলেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হইল, ডাক্তার উইলসন বক্তৃতাকালে কেশবচন্দ্রের গত কল্যের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র কিছু বলিলেন, এবং প্রার্থনা ও আপ্তবাক্যসম্বন্ধে দুজন বক্তার কথায় সংশয়প্রকাশ পাওয়াতে, ঐ দুই মত বুঝাইয়া দিলেন। পর দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় ইঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবিষ্ট করাইতে একান্ত অভিলাষী। ইনি ইঁহার স্ত্রীকন্যাকে আনিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং হস্তামর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। ইঁহার স্ত্রী ইংরাজী জানেন না, সুতরাং তাঁহাকে মূকের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইল। এখানে কিছু জলযোগ করিয়া,কেশবচন্দ্র হিন্দুবালিকাবিদ্যালয় দেখিতে যান। ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ১২০। বিদ্যালয় মন্দ না হইলেও, পারসী বালিকাবিদ্যালয়ের মত নহে। তথা হইতে জগন্নাথ শঙ্কর সেটের উদ্যানে গিয়া, তাঁহার সহিত জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ হয়। তৎপর দিন শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদাসের উদ্যানে ভোজন। ইঁহার উদ্যানবাটীতে উপাসনা হয়, তাহাতে পারসী এবং হিন্দুতে প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিতরূপে উপাসনার কর্ত্তব্যতা এবং সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ হয়; কিন্তু বম্বের অর্থৈকপরায়ণ লোকদিগের উপরে সে উপদেশের ক্রিয়া সন্দিগ্ধ।

অনরেবল জষ্টিস টকর কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। মিশনারীরা সহানুভূতি

করেন কি না, দিন দিন লোক বাড়িতেছে কি না, কোন রকমের অর্থসংগ্রহের উপায় আছে কি না, কেশবচন্দ্র আপন ইচ্ছায় আসিয়াছেন বা কোন সমাজ তাঁহাকে পাঠাইয়াছে, এখানে শাখাসমাজস্থাপন করিতে আসা হইয়াছে কি, ইত্যাদি অনেকগুলি তিনি প্রশ্ন করেন ; এবং তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের একটি একটি করিয়া উত্তর দেওয়া হয়। জাতিভেদবিরোধে তৃতীয় সভা হয়, এ সভায় কোন ফল না হইয়া বরং সকলে পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন, প্রকাশ পায়। কেশবচন্দ্রকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়; তিনি যাহা বলেন, তাহাতে আনুকূল্য না হইয়া অসন্তুষ্টিই বাড়ে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালকৃষ্ণের নিমন্ত্রণানুসারে তাঁহার গৃহে কেশবচন্দ্র ভোজনার্থ গমন করেন। সেখানে সমুদায় ইংরেজী ভোজ্যসামগ্রী, এবং তাহার সঙ্গে যে পাপ সংযুক্ত থাকে, তাহাও উপস্থিত। পরিচারক কেশবচন্দ্রকে প্রধান নিমন্ত্রিত বুঝিতে পারিয়া, এক গ্লাস মদ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হয় ; তিনি অস্বীকার করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সকলে প্রচুর প্রমাণে পান করিতে লাগিলেন, কেবল কেশবচন্দ্র এবং তৎসঙ্গী "বর্ব্বরের" ন্যায় নিবৃত্ত রহিলেন। কেশবচন্দ্র আতিথেয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং করসনদাস মাধবদাস সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ইঁহার সঙ্গে বহু আলাপের পর ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্রতা এবং সাহায্যের প্রয়োজন বিষয়ে কথা হয়।*

ডাক্তার উইলসনের গৃহে মহারাজা দলিপ সিংহের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। দলিপ সিংহের স্বদেশীয়গণের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ; তাহারা মিথ্যাবাদী এবং সর্ব্বথা নীতিহীন, এই তাঁহার বোধ। দেশীয় দেশসংস্কারকগণের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তাঁহার ইচ্ছা, সকলেই একবার ইংলণ্ডে যায়। তাঁহার ভারতবর্ষে থাকিবার একটুও অভিলাষ নাই, ইংলণ্ডে সমগ্রজীবন কাটাইতে তাঁহার অভিরুচি। দলিপ সিংহের সম্মানার্থ সভায় মানিকজীর কন্যা উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইংরাজীতে বিলক্ষণ কেশবচন্দ্র এবং অপরাপর সহ আলাপ করিলেন। এই সভায় রেবারেণ্ড ধানজীভয় তাঁহাকে মানিকজী, মিণ্টমাষ্টার কর্ণেল বালার্ড এবং তৎপত্নী এবং কলিকাতাস্থ মন্‌ক্রিফ্

* এই আলাপের পর হইতে শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদাস নিয়মিতরূপে ৫০৲ টাকা দান করিতেন।

সাহেবের ভগ্নীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। নাইট সাহেব কেশবচন্দ্রকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। কর্ণেল বালার্ড আর এক দিবসের বক্তৃতার বহু প্রশংসা করেন, এবং বলেন যে, এক জন এ দেশীয় লোক বক্তৃতা করিতেছেন, মুখ না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না।

কেশবচন্দ্র একা মাণিকজী করসেটজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসাসূচক পত্রাদি দেখাইয়া এবং নিজের কার্য্যসকলের অতি প্রশংসা করিয়া কেশবচন্দ্রকে বিরক্ত করেন; তবে তিনি স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে যাটি সহস্রের অধিক মুদ্রা মূলধন রক্ষা করিয়াছেন, এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে কেশবচন্দ্র তৎপ্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমপ্রকাশ করেন। তদনন্তর টাইম্‌স্ আফিসে নাইট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং কেন গৌণ হইল, তাহার কারণ বলেন। নাইট সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে গমন করেন এবং আপনার পত্নী ও সন্তানগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সেখানে জলযোগ করিয়া টাইম্‌স্ আফিসে ফিরিয়া আসেন। নাইট সাহেবের অতীব সুমিষ্ট ব্যবহারে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। সেখান হইতে মিণ্টে যান, এবং কর্ণেল বালার্ড অতি আদরের সহিত সকল দেখান।

পুণায় গমন

কেশবচন্দ্র বম্বে হইতে পুণায় গমন করেন এবং সেখানে বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হন। পুণার পার্ব্বতীমন্দির দেখিয়া 'পবলিক লাইব্রেরীতে' যান এবং সেখানে জিজ্ঞাসুগণকে ব্রাহ্মসমাজের মতাদি বিষয় কিছু বলিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা পর সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে সকলে আহ্লাদের সহিত ফুলমালা, গোলাপজল, পান সুপারী প্রভৃতি উপহার দেন। কেশবচন্দ্র অতি শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া, সকলেই দুঃখপ্রকাশ করেন।

পুণা হইতে বম্বে প্রত্যাবর্ত্তন

পুণা হইতে বম্বে ফিরিয়া আসিয়া এলফিনষ্টোন কালেজে সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজ, বাঙ্গালাদেশের শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ হয়; তিনি বুহলার এবং অন্যান্য প্রোফেসারগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সায়ংকালে রেবারেণ্ড উইলসনের

গৃহে বাইবেল ক্লাসে উপস্থিত হন। সেখানে মহারাজা দলিপসিংহ, টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সম্পাদক গেল সাহেব এবং রেবারেণ্ড মরডক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। মরডক সাহেব পর দিন ব্রাহ্মসমাজসম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করেন। তদনন্তর অনারেবল জষ্টিস নিউটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সারল্য, বিনয়, ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ কেশবচন্দ্রের হৃদয় অতিমাত্রায় স্পর্শ করে। পরিশেষে নাইট, মল এবং গেল সাহেব এবং মাণিকজী করসেটজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ গবর্ণর সহ আলাপ হয়। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক হন। সায়ংকালে ধানজীভয়ের কুটীরে বিদায়দানের সভা হয়। ইহাতে ডাক্তার উইলসন, রেবারেণ্ড মেস্তর মরডক এবং অনেকগুলি পারসী ও হিন্দুবন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বম্বে ও মান্দ্রাজের পত্রিকায় বক্তা ও বক্তৃতার প্রশংসা

৬ই এপ্রেল (১৮৬৪ খৃঃ) মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, চারি দিন বন্ধুগণ সহ সাক্ষাৎকারে ব্যয় করিয়া, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে কেশবচন্দ্র "মান্দ্রাজের শিক্ষিতগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার 'মান্দ্রাজ ডেলিনিউসে' তৎকালে বাহির হয়। এই বক্তৃতায় তিনি কলিকাতা এবং মান্দ্রাজের তুলনা করিয়া, কলিকাতার কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা, এবং মান্দ্রাজে সামাজিক উন্নতিবিষয়ক সভাস্থাপনের কর্ত্তব্যতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক, ধনে ও দানে কলিকাতা বম্বে হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে না পারিলেও, উহার জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইবার বিলক্ষণ অধিকার আছে, প্রতিপাদন করেন। "মান্দ্রাজ ডেলিনিউস" বক্তৃতার সর্ব্বথা প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "এমন বক্তৃতা অনেক দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই।" বম্বেতে যে বক্তৃতা দেন, তাহার সারাংশ "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়াতে", "বম্বে গেজেটে" ও "নেটিব ওপিনিয়নে" প্রকাশিত হয়। বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মসমাজের উত্থান ও উন্নতি।" ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া, তদনুরূপ পৌত্তলিকতাদিপরিহারপূর্ব্বক দেশসংস্করণ একান্ত প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকার বিনা উহা সিদ্ধ হইতে পারে না,

বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে ইহা মুদ্রিত করিয়া দেন। মান্দ্রাজের "নীলগিরি এক্‌সেলসিয়র", "মান্দ্রাজ এথেনিয়ম আণ্ড ষ্টেট্‌স্‌মান", "মান্দ্রাজ ডেলিনিউস", "মান্দ্রাজ অবজারবার", বম্বেতে "বম্বে গেজেট", "বম্বে সাটারডে রিবিউ", "ইন্দুপ্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকায় বক্তৃতার প্রশংসা, বক্তার অসাধারণ উৎসাহ, সারল্য প্রভৃতি গুণানুবাদ, এবং বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব ও তৎকালোপযোগিত্ব ঘোষিত হইয়াছে

বম্বে ও মান্দ্রাজে গমনের ফল

কেশবচন্দ্রের মান্দ্রাজ ও বম্বে গমনের ফল অচিরে প্রকাশ পায়। বম্বে ও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং মান্দ্রাজে তেলেগু ভাষায় "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা" প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজসমাজের সম্পাদক এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "আমরা সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত হইতেছি, কল্য যিনি আমাদিগের বন্ধু ও সভ্য ছিলেন, অদ্য তিনি শত্রু হইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই আমরা ভগ্নপ্রতিজ্ঞ হইব না, কারণ আমরা ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের প্রিয়ানুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইতেছি।"

১৮

বিবেকের জয়

কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাস ও "প্রতিনিধিসভা" আহ্বান

আমরা কার্য্যোদ্যমের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ করিয়াছি। বম্বে মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রথমতঃ (২রা আগষ্ট, ১৮৬৪ খৃঃ) এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানোপলক্ষে মিরার পত্রিকা, ঈদৃশ অনুষ্ঠান যাহাতে ব্রাহ্মগণমধ্যে বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, এ সম্বন্ধে সকলকে সবিশেষ উত্তেজিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অসবর্ণ বিবাহাদিতে অনুমোদন করিতেন না, কেবল কেশবচন্দ্রের প্রতি অসাধারণ অনুরাগনিবন্ধন তিনি তাঁহার আতিশয্য সহ্য করিয়া আসিতেছেন। তরুণবয়স্ক কেশবচন্দ্রের প্রতি আনুরক্তি অধিকবয়স্ক ব্যক্তিগণের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যাহাতে এই পদস্থ যুবার প্রতি মহর্ষির বিরাগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুপস্থিতিকাল হইতে সবিশেষ যত্ন করিতেছিলেন। সে অনুরাগ সহসা ভগ্ন হওয়া সহজ নহে; সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টায় তখন তখন দৃষ্ট স্পষ্ট কোন ফল হইল না বটে, কিন্তু মহর্ষির মনে যে একটি গূঢ় রেখাপাত হইল, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। কেশবচন্দ্র যদি এই পর্য্যন্ত করিয়া নিবৃত্ত থকিতেন, তাহা হইলে সময়ে এ রেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কিন্তু তিনি প্রধানাচার্য্যকে আর একটি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। আমরা পূর্ব্বে মহর্ষির উপবীতত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তিনি উপবীতত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সমাজে যাঁহারা উপাসনাদির কার্য্য করিতেন, তাঁহারা সকলেই উপবীতধারী। ইঁহারা উপবীত ধারণ করিয়া, হিন্দুসমাজের সহিত ক্রিয়াকলাপে যোগ রাখিয়া, সমাজের উপাসনাদির কার্য্য করিতেন, অর্থের সহিতও সম্বন্ধ ছিল; সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে তৎকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য জাতিকুলাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমাজের উপাচার্য্যপদে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া, তৎকার্য্যে মহর্ষিকে

কেশবচন্দ্র প্রবৃত্ত করিলেন। ১৯শে শ্রাবণ (১৭৮৬ শক; ২রা আগষ্ট, ১৮৬৪ খৃঃ) অসবর্ণ বিবাহ হয়, ৬ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যদ্বয় নিযুক্ত হন। এত সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে দুইটি গুরুতর বিষয়ে সংস্করণ কেশবচন্দ্রের প্রতিযোগিগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে মহর্ষির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিবার পক্ষে অবসর দান করিল। একথা বলা বাহুল্য যে, মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রীতিনিবন্ধন স্বভাব ও ভাবের সম্যক্ একতার উপর স্থাপিত ছিল না; ভিন্নতা সত্বে কি প্রকার অনুরাগ জন্মিতে পারে, উহা তাহাই প্রদর্শন করে। কেশবচন্দ্র প্রত্যেক সত্য ও তত্ত্ব জীবনের ক্রিয়ায় পরিণত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; মহর্ষি সত্যে ও তত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতেন, বাহিরে কিছু হইল কি না, তৎসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। যাহা হউক, মহর্ষির মন দোলায়মান হইল, এবং কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা সমাজে আর তাঁহার নিরাপদ অবস্থা নহে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রধানাচার্য্যের প্রাচীন বন্ধুগণ প্রবল হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধুগণকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিষ্কাশিত করিবেন; এ সময়ে যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের একতানিবন্ধন করিয়া তাঁহাদিগের পক্ষ সুদৃঢ় করা। সমুদায় সমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধন করা মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে যত্নের বিষয় ছিল; এ সময় সে যত্ন কার্য্যে পরিণত করা কেশবচন্দ্রের মনে অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া স্থির হইল। তিনি এই জন্য ১৭৮৬ শকের ১৪ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্য পত্রিকায় (তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়) দেন :—

"বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, আগামী ১৫ই কার্ত্তিক (১৭৮৬ শক) রবিবার (৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটি 'প্রতিনিধিসভা' প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখাব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজ-সংক্রান্ত ব্রাহ্মদিগের অভিমতানুসারে কলিকাতাপ্রবাসী (অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, সেই সেই প্রতিনিধির নাম

নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।"

"আপনাকে জান" বক্তৃতাদান

যদিও ভিতরে ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের কার্য্যোদ্যমের নিবৃত্তি নাই। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ) মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে "আপনাকে জান" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন(১)। এই বক্তৃতা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হয়। বক্তৃতার সার এই:—যে সময় গ্রীস দেশে সকল লোকে বাহ্য বিষয় লইয়া ব্যাপৃত ছিল, পণ্ডিতগণ বৃথা তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপ করিতেন, বক্তা সকল কেবল লোকের মন যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করিতেন, সত্যের প্রতি তাঁহাদিগের অণুমাত্র আদর ছিল না, সর্ব্বত্র ভোগাসক্তি নীচ বাসনা চরিতার্থ করা একমাত্র ধনী নির্দ্ধনের, বিদ্বান্ মূর্খের কার্য্য ছিল, সেই সময় আথেন্সে সক্রেটিসের অভ্যুদয় হয়। তিনি যুবকদিগের চিত্তকে বাহির হইতে ভিতরে আনয়ন করিবার জন্য "আপনাকে জান" এই মূলসূত্র প্রচার করেন। সক্রেটিসের মহত্ত্ব জ্ঞানিত্ব, এই মূলসূত্রানুযায়ী আত্মজীবন ছিল, এই জন্য। এই মূলসূত্র বক্তার জীবনে সুমহৎফল বিধান করিয়াছে, এবং তিনি জানেন, এই সকল বাহ্যবিষয়াসক্তির সময়ে যাঁহারা ইহা অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা মহৎ ফললাভ করিবেন। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মসংযম, আত্মসংযম হইতে আত্মনির্ভর, আত্মনির্ভর হইতে আত্মত্যাগ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যুবকগণের অবস্থা যখন আটিকার যুবকগণের ন্যায়, তখন তাঁহারা সক্রেটিসের মূলসূত্রের অনুসরণ করিয়া, এই চারিটি বিষয় জীবনে আয়ত্ত করিলে, তাঁহারা আপনার এবং দেশের কল্যাণসাধন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

"কলিকাতা কালেজের" পুরস্কারদান

৪ঠা অক্টোবর (১৮৬৪ খৃঃ) 'কলিকাতা কালেজের' পুরস্কারদান হয়(২)। কেশবচন্দ্র এই উপলক্ষে কালেজের বৃত্তান্ত ও তাহার শিক্ষাদির প্রণালী সকলকে

(১) (২) Indian Mirror পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

অবগত করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ (১৯শে ফাল্গুন, ১৭৮৩ শক) নীমতলার গৃহে ১২টি মাত্র ছাত্র লইয়া এই কালেজের কার্য্যারম্ভ হয়। ডিসেম্বর মাসে পাঁচটি ছাত্রকে 'এণ্ট্রান্স' পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়, তন্মধ্যে এক জন মাত্র উত্তীর্ণ হয়। পর বৎসর বার জন প্রেরিত হইয়া, দশ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালেজে বর্ত্তমানে আটটি শ্রেণী, সাত জন শিক্ষক, তিন জন পণ্ডিত। শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ এই যে, (১) সংস্কৃতশিক্ষা-দান (এ সময়ে কেবল সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃতশিক্ষা হইত), (২) স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে উপদেশ, (৩) নীতিশিক্ষা। শিক্ষকনিয়োগে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

"প্রতিনিধিসভা" স্থাপন

বিজ্ঞাপনানুসারে ১৫ই কার্ত্তিক (১৭৮৬ শক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে 'সাধারণ প্রতিনিধিসভা'* হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসনপরিগ্রহ করিয়া, সকলের নিকট বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে, কেশবচন্দ্র সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এইঃ—কলিকাতা সমাজের ট্রষ্টডীড দেখিয়া বুঝা যায়, রাজা রামমোহন রায় কোন একটি বিশেষ মত বা ধর্ম্ম স্থাপন না করিয়া, জাতিনির্ব্বিশেষে একেশ্বরোপাসনার জন্য সমাজ স্থাপন করেন। পরে সভাপতির সময়ে সভাপতি এবং তত্ত্ববোধিনীসভা সমাজনিবন্ধন করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নির্দ্দেশ করেন। সমাজ ক্রমান্বয়ে উন্নত হইতে উন্নত, এবং নানা মত উপস্থিত হইতেছে। এরূপ মতভেদের কারণ ধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিবার প্রণালী লইয়া ঘটিয়াছে। এ ধর্ম্মের যাদৃশ উদারতা, তাহাতে প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতাবশতঃ এক মত হওয়া অসম্ভব। এখানেই ইহার অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্য। এই ধর্ম্মে যে একত্ব এবং বহুত্বের সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ইহার মহত্ত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্মে মূল মতে ঐক্য, প্রণালীসম্বন্ধে স্বাধীনতা। এইটি দৃষ্টিস্থলে রাখিয়া, এ সময়ে যখন মতভেদ হইতেছে, তখন উদার মূল মতে ঐক্য রাখিয়া, প্রণালী ও সাংসারিক বিষয় প্রতিব্যক্তির নির্দ্ধারণার্থ রাখিয়া দেওয়ার

* এই সময়ে (কার্ত্তিক, ১৭৮৬ শক; অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার কার্ত্তিকের (১৭৮৬ শক) এই প্রথম সংখ্যায় "প্রতিনিধিসভার" বিবরণ দ্রষ্টব্য। এখানে সংক্ষেপে সারমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

জন্য, সকল সমাজের একত্র হওয়া সমুচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য 'প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত। সকল সমাজ একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে মূল বিষয়ে বদ্ধ রাখিবার জন্য যত্ন হইবে না, ইহা দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে, এবং যাঁহারা সকল প্রকারের বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করা হইবে। ব্রাহ্মসমাজ হিমালয়সদৃশ হইবে। সাধারণ সভ্যগণ উহার মূল দেশ, উন্নত হইতে উন্নত সভ্যগণ ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া উহার শৃঙ্গ হইবেন। এইরূপে একতা এবং স্বাধীন উন্নতি উভয়ই রক্ষিত হইবে। প্রতিনিধিসভায় সাধারণের হিতকর বিষয় সমুদায় বিচারিত ও নির্দ্ধারিত হইবে। প্রাচীন যুবা, ধনী দরিদ্র, বুদ্ধিমান্ ও অবিদ্বান্, সাবধানী, চিন্তাশীল, বহুদর্শী, সাহসী, মতের খর্ব্বতাবিমুখ এবং স্বাধীন, এখানে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। সভার প্রণালী এই সভায় নির্দ্ধারিত হইবে, তবে ইহা স্থির বিষয় যে, বৃথা তর্ক বিতর্ক হইবে না; যাঁহারা যে সমাজের প্রতিনিধি, তাঁহারা সেই সেই সমাজের বিষয় ভাল করিয়া জ্ঞাত থাকিবেন যে, তাঁহারা দায়িত্বের কার্য্য যথোচিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন। সভাপতি যাহা বলেন, তাহাতে এই সকল কথারই পুষ্টিপোষণ হয়। তৎপর লাহোর প্রভৃতি আটাইশটি (১) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র অবগত করেন। সর্ব্বসম্মতিতে সভা স্থাপিত হয়, প্রধানাচার্য্য সভাপতি এবং কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই সভ্য হইবেন, স্থির হয়। সভার নিয়ম উপনিয়ম স্থির করিবার জন্য একটি বিশেষ সভা হয়; তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আগামী সভায় ঐ সকল নিয়ম উপনিয়ম উপস্থিত করিবেন।

(১) যোড়াসাঁকো, (প্রাত্যহিক সমাজ) পটলডাঙ্গা, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, নিবাধই, দত্তপুকুর, বাগআঁচড়া, নড়াইল, অমৃতবাজার, যশোহর, গৌরনগর, বরিশাল, ফরিদপুর, রামকৃষ্ণপুর, সাঁতরাগাছি, কোন্নগর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হালিসহর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বোয়ালিয়া, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, লাহোর। (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৭৮৬ শক)

আগামী বাঙ্গলা মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে, স্থির হয়।

দেবেন্দ্রনাথকর্ত্তৃক ট্রষ্টীরূপে কলিকাতা সমাজের সমস্তভারগ্রহণ

প্রতিনিধিসভা নির্ব্বিবাদে স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এটি একটি বিশেষ আয়োজন বলিয়া উহা মহর্ষির মনের সংশয় সুদৃঢ় করিল। কলিকাতা সমাজের গৃহসংস্কার প্রয়োজন হওয়াতে, এই উপলক্ষে উপাসনা মহর্ষিগৃহে হইবে, স্থির হইল। এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যের উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্য্যের কার্য্যারম্ভ করিলেন। এরূপ কেন হইল, জিজ্ঞাসিত হওয়াতে, তদুত্তর এই প্রদত্ত হইল যে, এ তো আর সমাজগৃহ নহে, এ এক জনের বাটীতে উপাসনা। প্রকাশ্য পত্রিকায় (১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়) বিজ্ঞাপন দিয়া উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে, এ উত্তর বৃথা উত্তর, সকলেই বুঝিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সভা আহ্বান না করিয়া, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে সমুদায় ভার হইতে অবসৃত করিবার মানসে, ট্রষ্টী বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যভারপরিত্যাগ এবং নূতন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিয়োগ

এইরূপে সমস্ত ভার গ্রহণ করাতে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাদিগের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুইটি বিজ্ঞাপন তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় (১৭৮৬ শকের পৌষ মাসে) প্রকাশিত হইল:—

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার তাহার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে, তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।

শ্রীতারকনাথ দত্ত,
শ্রীউমানাথ গুপ্ত,
অধ্যক্ষ।
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন—সম্পাদক।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার—সহকারী সম্পাদক।"

"কলিকাতা সমাজের ট্রষ্টডীড অনুযায়ী উপাসনাকার্য্যসম্পাদনের জন্য, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তা নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।"

এ সময়ে যথানিয়ম প্রচারকার্য্য চলিতেছিল। ট্রষ্টী কর্ত্তৃক প্রচারের দান-সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়, কয়েক দিন পর তিনিও সে ভার পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ

ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালন করিতে গিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, বিবেকের জয় হইল, নূতন সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। এই সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়াই কেশবচন্দ্র পর সময়ে (রবিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ৫ই জুন, ১৮৮১ খৃঃ—"তিন যুদ্ধ" বিষয়ে সেবকের নিবেদনে) বলিয়াছেনঃ—

"প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কয়েক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে। অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া

উচিত।" (১) প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এত দূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। "এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতাপুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সংসাহস এবং দুনির্ব্বার উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী দল জীবন্তভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।" (২)

(১)—(২) "তিন যুদ্ধ"—সেবকের নিবেদন, ৩য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৭১ পৃঃ ও ১৭২ পৃঃ।

১৯

সম্মিলিত থাকিবার যত্ন

ট্রষ্টীগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তি, উপাসনাকার্য্য, দানসংগ্রহাদির ভার গ্রহণ করিলে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন; অথচ যাহাতে উপাসনাদিঘটিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এই যত্ন এক দিন বা দুই দিনব্যাপী ছিল না, সংবৎসরব্যাপী।

"সত্যের সৌন্দর্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা

১৭৮৬ শকের ১লা পৌষ (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ) ভার ত্যাগ করিয়া, অব্যবহিত মাঘোৎসবে (১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচন্দ্র সমাজগৃহে প্রথম বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটী তৎকালোচিত বলিয়া আমরা উহা (১) নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও দেবতাদিগের ন্যায় গৌরবান্বিত হন; যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেবলোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তির নিকেতন হয়। সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে। ইহার নিকটে রাজপ্রসাদ ও পর্ণকুটীর উভয়ই সমান। ধনবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার ক্রোড় নিরপেক্ষভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোকবিশেষে অথবা সম্প্রদায়বিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ ও উদার! ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান্; ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আবাস-ভূমি, জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাভিমুখে উন্নত

(১) ১৭৮৬ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

হয়, তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড়ভাবাপন্ন হই। সত্যের এরূপ জীবন্ত বল যে, ইহার কণামাত্র কিরণে অমানিশার অভেদ্য তমোজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শমাত্র সহস্রাধিকবর্ষসঞ্চিত বৃহদায়তন পাপ-রাশি চূর্ণ হইয়া যায়; নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নবজীবন ও নব-উদ্যম প্রাপ্ত হয়; অতি দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি মহাবীরের ন্যায় বীর্য্যবান্ হয়; এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট্-পরাজিত প্রতাপে সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীয় মহান্ লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞানবল ধনবল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচর্য্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহারা ভয়ঙ্কর বিকটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বদ্ধ-পরিকর ও খড়্গ-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই আবার অনতিবিলম্বে সেই ব্যক্তির সেবা করে এবং অনুযাত্রী হইয়া তাহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা!

"এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম্ম; ইহা যেমন পূর্ব্বকালের, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও ধর্ম্ম। ইহা যেমন সূক্ষ্মদর্শী নানাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরলচিত্ত কৃষকদিগেরও ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহা জাতিবদ্ধ বা সম্প্রদায়বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ ব্রাহ্ম। যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী; আত্মার স্বধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমাদের দেবমন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাস্যদেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষপথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তিমাত্রেই

আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে; যাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ।

"পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে এই ১১ই মাঘ দিবসে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, অত্যুন্নত প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্রপাত করেন। সেই দিবসে প্রীতিবিস্ফারিতহৃদয়ে তিনি সকল দেশীয়, সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই যে অধিকার আছে, ঐ গৃহ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই সুসমাচার ঘোষণা করিলেন। সেইদিন অবধি কত শত লোকে এই ব্রাহ্ম-সমাজের সুশীতল আশ্রয় লাভ করিয়া, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সাহায্যে, সত্যের প্রসাদে হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। দেখ, কেমন আশ্চর্য্যরূপে অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রসারিত হইতেছে! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন-পূর্ব্বক প্রশস্ত-হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের সহিত উচ্চতম বিমলতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ, বিসংবাদ হইতে মুক্ত হইয়া, নিরপেক্ষমনে সকল জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত প্রীতিযোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। দেখ, জগৎ যে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে পরিবারের পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে! এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোল্লাসে অদ্য উৎফুল্ল হইতেছে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমার পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমাদের আত্মা উৎসাহে প্রজ্বলিত হইতেছে। এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর মধ্যে ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল

করিয়াছে; কত কত পর্ব্বতাকার বিঘ্ন বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঐ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদায় ভারতবর্ষে যে সকল ভ্রমের আয়তন, তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ, ইহা কঠিন অভেদ্য কুসংস্কারপ্রস্তরে নির্ম্মিত, অগণ্য পরাক্রমশালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্যপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিষ্কাশিত খড়্গ ধারণপূর্ব্বক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত ঐ দুর্গকে রক্ষা করিতেছে; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধর্ম্মের পদাবলুণ্ঠিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মেরা সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া, আনন্দমনে জয়ধ্বনি করত, সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যাঁহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জলন্ত সত্য যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের নিকটে যে নির্জ্জীব জীর্ণ ভ্রমনিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রহ্মবলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিষ্ঠিতে পারে? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সদ্ভাবে মিলিত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন; বৃদ্ধেরা গম্ভীরভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অনুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমলহৃদয় মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতিপুষ্পে ব্রহ্মপূজা করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল সত্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সৌন্দর্য্য।

"ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার উৎসবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও দুর্জ্জয় বল সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচনা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের জন্য জ্ঞানশিক্ষা কর; ইহাই এ মহোৎসবের যথার্থ তাৎপর্য্য। গত বর্ষে ঈশ্বরপ্রসাদে ভারতভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মান্দ্রাজে কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশেরও নানা দিকে প্রচারক-

দিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার দ্বারা বর্ত্তমান কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অজস্রধারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে এখন বিশেষরূপে যত্ন করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষভাব ও বৈরভাব ছিল, তাহা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়াছে; এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু ব্রাহ্ম-দিগের প্রশস্ত প্রীতি, সত্যানুরাগ ও বিনয়দর্শনে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব দেখিয়া ঘৃণা ও ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতেছেন। এমন সময়ে আমাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় সহস্রগুণে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ লইয়া এই বিস্তীর্ণ উর্ব্বরা ভারতভূমিতে রোপণ কর। যে অমূল্য ধন লাভ করিয়াছ, তাহাতে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া শয্যাতে শয়ান থাকিও না, কেবল আপনাদিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার রোদনধ্বনিতে, বোধ হইতেছে, যেন গগন বিদীর্ণ হইতেছে; তাঁহারা যেন চতুর্দ্দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার উদার সদাব্রতে অংশী হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়াশূন্যহৃদয়ে উপেক্ষা করিব? না, গর্ব্বিতভাবে আপনাদিগের তৃপ্তিসুখ প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগকে অনাদর করিব? আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্ম্মাভাবে দুঃখী ভ্রাতা ও দুঃখিনী ভগিনীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হও; সত্যান্ন দ্বারা ক্ষুধিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শান্তিবারি দ্বারা পিপাসু হৃদয়কে শীতল কর।

"হে পরমাত্মন্!—তুমি আমাদের পিতা ও প্রভু; যাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চিরদিন তোমার পদ সেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্ম্মবল বিধান কর। আমাদের ধন সম্পত্তি, আমাদের শরীর মন,

আমাদের মান মর্য্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া, এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি।"

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ইংলিশম্যানে প্রবন্ধ

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধত্যাগ একটি আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিল, এবং ইংলিশম্যান পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল। এই প্রবন্ধে বিরোধের কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"বিগত দশ বর্ষ যাবৎ প্রখরবুদ্ধি বক্তা ও প্রচারকগণ যৎকালে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কেবল এক প্রজ্ঞার উপরে স্থাপন করিয়াছেন, সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ বাহ্যতঃ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব মত (বেদই ধর্ম্মের মূল) পরিবর্ত্তন করেন নাই। সমুদায় সংস্কারের ইতিহাসেই এই প্রকার প্রক্রম ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডে হউক, ফ্রান্সের দক্ষিণে হউক, বা গঙ্গানদীর তটে হউক, প্রথম দেশসংস্কারকেরা কোন একটি নূতন বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত না করিয়া, প্রাচীন বিশ্বাস উদ্দীপন করিতে যত্ন করিয়াছেন। সমাজের বর্ত্তমান সমাজপতি এক জন এই প্রকারের ব্যক্তি। পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়সমূহের তিনি তুলনা করেন এবং তুলনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের (সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধত্যাগের) পূর্ব্বে যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি আর এক প্রকারের ব্যক্তি। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা-সামর্থ্য এবং সুতীক্ষ্ণ তর্কশক্তি আমাদিগের অপেক্ষা বম্বে ও মান্দ্রাজের ইংরেজসম্প্রদায় বিশেষ অবগত। এই প্রখরবুদ্ধি যুবা আপনার ব্যয়ে ভারতের সর্ব্বত্র এই সংস্কৃত বিশ্বাস প্রচার করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গলা, বম্বে, মান্দ্রাজ, তিন প্রদেশেই পরিশ্রম করিয়াছেন। আর এক দিন সায়ংকালে ইনি যে মেডিকালকালেজথিয়েটারে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে ন্যূন পক্ষে আর কিছু না দেখা যাউক, তাঁহার আপনার উহাতে কত উপকার, তাহা দেখা যায়। এই যুবা প্রচারক নবীন দেশসংস্কারকগণের নেতা। ইনি ইঁহাদের লইয়া যে কার্য্য আরম্ভ

করিয়াছেন, আমাদিগের ভয় হয়, শীঘ্রই উহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে। বৎসরের প্রায় শেষ দিনে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, সহকারী অধ্যক্ষগণ সহ এই যুবক সম্পাদক কার্য্য-ভার ত্যাগ করিয়াছেন। এখন বৃদ্ধ সমাজপতি একক। এরূপ সর্ব্বসমেত পরিবর্ত্তন কেন হইল, তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই; কিন্তু যে কোন উপস্থিত কারণ থাকুক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমাজের প্রাচীন ও নবীন সভ্যগণের মধ্যে অসম্মিলন ইহার মূলে আছে। চিন্তাশীল হিন্দুগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে নবজীবনদানজন্য নহে, কিন্তু সংস্কারের জন্য স্থিরসঙ্কল্প, এ বিষয়ে অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া আমরা যেমন উহার সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকি, এ ঘটনারও তেমনি সাদর সম্ভাষণ করিতেছি।"

মিরারে কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ

তৎকালের অবস্থা ও ঘটনা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া ইংলিশম্যানের এই লেখার উপরে (১৮৬৫ খৃঃ, ১লা ফেব্রুয়ারীর) মিরারে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধটি কেশবচন্দ্রের লিখিত বলিয়া আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে সম্প্রতি যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে পত্রিকাস্থ করা গেল। বুঝা যাইতেছে, এই প্রবন্ধে চিন্তাশীল দেশীয়গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, এবং কেন এ প্রকার পরিবর্ত্তন হইল, তাহার ঠিক কারণ জানিবার জন্য সকলেরই মনে ঔৎসুক্য উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ ট্রষ্টীগণের হাতে গেল, এই বলিয়া অবিশদ ভাষায় তত্ত্ববোধিনীতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন, কল্পনা করিতেছেন। এরূপ সন্দেহমূলক বিবিধ জনশ্রুতিতে যখন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনয়ন করিবার জন্য স্পষ্ট ভাষায় বিনা বর্ণনাধিক্যে যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করি। ইহা অতি স্বাভাবিক যে, এরূপ অনপেক্ষিতরূপে সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহসম্পর্কে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটাতে সাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং ইহাও

যুক্তিযুক্ত যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং সভাস্থ তাঁহার সহকারিগণ কি অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের পদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার আমূলবৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ উদ্বেগ সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। এ কথার দ্বিরুক্তি করা যাইতে পারে না যে, সমাজের প্রধান সভ্যগণের মধ্যে সমাজসংস্কারের প্রণালী লইয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত ভাব বা সামান্য মতগত পার্থক্য জন্য, সমাজের মর্ম্মগত কল্যাণ এবং সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব্ব সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ সমাজের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অবিচার হয়। পক্ষান্তরে বাধ্য হইয়া দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ট্রষ্টিগণ পদ পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। ইহা, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, প্রথমে রামমোহন রায় সাধারণের উপাসনার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজগৃহ স্থাপন করেন এবং স্থাপন করিয়া ট্রষ্টডীড লিখিত বিধিপূর্ব্বকনিযুক্ত কোন কোন ট্রষ্টির হস্তে উহা ন্যস্ত করেন। ট্রষ্টডীডের নিয়মানুসারে একেশ্বরের উপাসনার জন্য সকল ধর্ম্মের সকল মতের লোক ঐ গৃহ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যে পর্য্যন্ত ট্রষ্টিগণ কর্ত্তৃক পরসময়ে সংস্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভার হস্তে সমাজের কার্য্যভার অর্পিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সমাজসংস্থাপকের সম্পন্ন বন্ধুগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনারা কিছু কিছু দান করিয়া সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। যে সকল ব্যক্তি উপাসনার্থ ঐ স্থানে আগমন করিতেন, তাঁহাদিগের অধিকসংখ্যককে এই সভা, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞা নামক কতকগুলি মতে বদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মনাম দিয়া সমাজবদ্ধ করেন এবং এই নবীন ধর্ম্মসমাজের মতাদিপ্রচারজন্য তত্ত্ববোধিনীপত্রি া বাহির করেন। এই সভা সমাজের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ, এবং কার্য্য পরিচালন করিতেন। প্রায় বিংশতি বৎসরের পর আর প্রয়োজন না থাকাতে উহার সভ্যগণ সভা ভঙ্গ করত, পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্র, এবং তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ট্রষ্টিগণকে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনীসভা ভঙ্গ হইবার পর কলিকাতার ব্রাহ্মসাধারণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে সাধারণ সভায় যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। গত ছয় বৎসর যাবৎ এইরূপে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ের মধ্যে সকলেই এই বুঝিয়াছেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা এবং উপাসনাস্থান স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সহিত সম্বন্ধ এবং উহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের প্রতিনিধি। যদিও ট্রষ্টিগণের হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত ছিল, তথাপি উহার কার্য্য সাধারণের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহ হইত এবং উহার ব্যয় সাধারণের টাকায় হইত। বস্তুতঃ ইহার সমগ্র ভাণ্ডার এবং সম্পত্তি, ইহার বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুদায়ই সাধারণের নির্ব্বাহাধীন ছিল। এই সময়ের মধ্যে যথাবিধি প্রচারকনিয়োগ এবং প্রচারার্থ বিশেষ দান সংগৃহীত হইত। এইরূপে একদিকে ট্রষ্টিগণ ট্রষ্টসম্পত্তি লইয়া, আর একদিকে ব্রাহ্মসাধারণ টাকা দিয়া এবং কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উভয়ে সমাজের কল্যাণ এবং প্রচারের ভূমি বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমানে প্রধান সভ্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে, ট্রষ্টিগণ কোন বিজ্ঞাপন না দিয়া হঠাৎ সমাজের সমুদায় সম্পত্তি ও ধন নিজ হস্তে লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসাধারণ-নিযুক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অস্বীকার করিয়া সাধারণের কার্য্যনির্ব্বাহকতার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া ভবিষ্যতে কার্য্যনির্ব্বাহে উহার কোন অধিকার নাই, সুস্পষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন। হঠাৎ এরূপ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে সম্পাদক এবং অধ্যক্ষগণ গণ্ডগোলে পড়িলেন; ট্রষ্টসম্পত্তির সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং সাধারণের অসন্তুষ্টির কারণ উপস্থিত হইল। ট্রষ্টিগণ বলিলেন, তাঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকার; ব্রাহ্মসাধারণ অভিযোগ করিতেছেন, যে প্রণালীতে সম্পত্তি অধিকার করা হইল এবং সাধারণের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করা হইল, তাহাতে তাঁহাদিগকে অপমানিত করা হইয়াছে। ট্রষ্টিগণ বলিতেছেন, 'কলিকাতা সমাজ' বলিতে রামমোহন রায় স্থাপিত উপাসনার্থ ট্রষ্ট গৃহ বুঝায়, সুতরাং যাঁহারা রাজবিধি অনুসারে উহার ট্রষ্টী, কেবল তাঁহাদিগেরই উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অধিকার। ব্রাহ্মসাধারণ বলিতেছেন যে, 'কলিকাতা সমাজ' বলিতে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃমণ্ডলী বা সমাজ বুঝায়, সুতরাং সাধারণ মনোনয়ন দ্বারা যাহা স্থির হয়,

তদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তৃত্বের তাঁহারা প্রতিবাদ করেন। ট্রষ্টিগণ রাজবিধির হেতুবাদে বলেন, যখন তাঁহারা সমাজের অনন্যস্বত্ববান্, তখন তাঁহারা যেরূপে ভাল মনে করেন, সেইরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারেন; উহাতে সাধারণকে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহারা দিবেন না। ব্রাহ্মগণ নীতিঘটিত হেতুবাদে বলেন, তাঁহারা যে দান করেন, তাহার ব্যবহারে এবং যে সকল বিষয়ে সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, সে সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে তাঁহাদিগের অধিকার; কোন একটি গৃহের ট্রষ্টী অথবা অন্য কোন রাজকীয় লোক কর্ত্তৃক তাঁহারা মণ্ডলীকে শাসিত হইতে দিতে পারেন না। কলিকাতার ব্রাহ্মগণের মধ্যে ইহাই অসন্তোষ ও বিতর্কের কারণ। অনেকে ইহাকেই বিচার না করিয়া সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ এবং 'ব্রাহ্মগণের শিবিরে বিভাগ' বলিতেছেন। কোন ধর্ম্মসম্পর্কীয় মতভেদ বিবাদের হেতু নয়; কার্য্যনির্ব্বাহ, সহব্যবস্থান এবং শাসনের প্রণালী লইয়া বিরোধ। কোন মতসম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে একদল আর এক দলের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা নহে; সহব্যবস্থান সম্পর্কীয় কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে ট্রষ্টিগণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসাধারণ প্রতিরোধ করিতেছেন। যে প্রকারের বিরোধ হউক না কেন আমরা সমাজের সকল হিতকারী বন্ধুগণকে সাবধান করিতেছি, তাঁহারা যেন বিশ্বাস না করেন যে, সমাজের কল্যাণ বিপদাপন্ন, অথবা কোন প্রকারে তাহার কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল বিরোধের উদ্দীপক কারণ; মূল কারণ মতভেদ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, আমরা ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে, ভয়োদ্দীপনের পক্ষে ইহা অতি যৎসামান্য এবং সত্যের সমাগমে উহা তিষ্ঠিতে পারিবে না।

"আমরা ইহা অনেক সময়ে স্বাধীন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, ব্রাহ্মগণ যদিও মতে মূলবিশ্বাসে একমত, তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের ভয়ে বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করেন না। তবে কি আমাদিগকে এই বলিতে হইবে যে, এই সকল ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা উৎসাহী, এ দুইয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন করিয়া উৎসাহিগণের গতিরোধ করত একত্র সমঞ্জস ভাবে থাকা হউক? এই ভিন্নতাকে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের আলোকে দেখিয়া আমরা কি কোন প্রকারে একটা নিষ্পত্তি করিয়া

ফেলা উচিত বলিব? কথনই নহে। ইহা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে ভিন্নতা, যাঁহাদের একদল যাহা স্বীকার করেন, তদনুসারে কার্য্য করেন, আর একদল কেবল স্বীকারমাত্র করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথম দল অগ্রসর হইবে এবং শ্রেষ্ঠগণের নিকটে দ্বিতীয় দলের শিক্ষা করা উচিত, এবং শিক্ষা করিয়া ভিন্নতা দূর করা তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সহব্যবস্থানসম্বন্ধে এইরূপে মীমাংসা হইতে পারে,—সমাজকে দুই বিভাগে বিভক্ত করা হউক, এক বিভাগে ট্রষ্টিগণ উপাসনাব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে বিশেষ দান পাইবেন, তদ্দ্বারা ট্রষ্ট সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন; আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সভা ধর্ম্মবিস্তারের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, সেই অর্থ প্রকাশ্যে মনোনীত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা তৎকার্য্যে ব্যয়, এবং ইহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন। এইরূপে দুই বিভাগ নিজ নিজ অর্থ ও কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে পৃথক্ থাকিবে।

"ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, উহাতে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এবং যে কিছু ঈর্ষা, ব্যক্তিগত মনোবেদনা এবং দলাদলির ভাব আছে, সাধারণের কল্যাণ ও কার্য্যের একতায় ঐ সকল গ্রস্ত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এখন একটি শক্তি হইয়াছে, এবং উহা শীঘ্রই ভারতের জাতীয় মণ্ডলী হইতেছে এবং এ কথা বলা অধিকন্তু যে, যাহারা ইহার শক্তি খর্ব্ব অথবা ইহার উন্নতি অবরোধ করিতে উদ্যত হইবে, তাহাদিগকে অবমাননাজনক পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।"

প্রতিনিধিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন

আমরা এই লেখাতে দেখিতে পাই, ভাবী বিচ্ছেদনিবারণজন্য কেশবচন্দ্র একমাত্র উপায় স্থির করেন যে, ট্রষ্টীগণ সম্পত্তি রক্ষা, এবং ব্রাহ্মসাধারণ তাঁহাদিগের মনোনীত ব্যক্তিগণযোগে ধর্ম্মবিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন রক্ষা করেন। তিনি এই লক্ষ্য করিয়াই 'ব্রাহ্ম-প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করেন এবং তাহার কার্য্য দৃঢ়তার সহিত চালাইতে থাকেন। প্রথম প্রতিনিধিসভায় আগামী সভাতে নিয়ম উপনিয়ম সকল স্থির হইবার কথা ছিল, তদনুসারে ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৬ শক; ২৭শে নবেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ) রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তলগৃহে

প্রতিনিধিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং উহাতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্থিরীকৃত হয়। (১)

১। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

২। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা এই সভার সভ্য হইবেন।

৩। যে ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং যে সমাজসম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পাঁচজন ও অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস না থাকিলে ও অন্যূন বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে, কেহ প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

৭। কার্ত্তিক, মাঘ, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা তিন ঘণ্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবেক। কার্ত্তিক মাসের সভাতে সম্পাদক গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ সভ্যদিগকে অবগত করিবেন এবং সভ্যেরা আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন।

৮। প্রতিনিধি না হইলে কেহ সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না।

৯। সভাস্থ সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য্য হইবেক; সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে, যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন, সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

১০। দশটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি একত্র না হইলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবেক না।

১১। ন্যূন কল্পে দশজন সভ্যের মত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন।

১২। সভ্যব্যতীত ব্রাহ্মমাত্রেই সভাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু

(১) ১৭৮৬ শকের, অগ্রহায়ণ মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অন্য-ধর্ম্মালম্বীরা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

১৩। এক সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক, তাহার পর সভায় উহা বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক।

১৪। ধর্ম্মবিষয়ক মত লইয়া এ সভাতে তর্ক হইবেক না।

অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে এই প্রকারে 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা' নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়া সুদৃঢ় ভূমিতে স্থিরতা লাভ করিলে, ট্রষ্টিগণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত ট্রষ্ট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করিলেন; কেশবচন্দ্র অগত্যা সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। কেশবচন্দ্রের পদত্যাগনিবন্ধন অধ্যক্ষ-সভা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক ও প্রচারের তত্ত্বাবধানাদি কার্য্যে নিয়োগ করেন। এই সকল যে ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্য হইতে লাগিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধিবেশন ও সংগ্রামের সূত্রপাত

২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৮৬৫ খৃঃ) (১৬ই ফাল্গুন, ১৭৮৬ শক) ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। বলিতে হইবে, এই অধিবেশন সংগ্রামের সূত্র-পাত। সভার অধিবেশনজন্য কলিকাতা সমাজের নিম্নতল গৃহ ট্রষ্টিগণের নিকটে প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা গৃহ দিতে অসম্মত হন। অগত্যা চিৎপুর রোডে ভূতপূর্ব্ব হিন্দুমিট্রোপলিটনকলেজগৃহে উহা আহূত হয়। সভার সভাপতিত্ব শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করাতে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মসাধারণের অনুমতি ব্যতিরেকে ট্রষ্টিগণের হস্তে কেন কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, তাহার হেতু প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতে সমাজের সহব্যবস্থান কি হইবে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত সভা আহ্বান করিবার জন্য, কলিকাতাস্থ ত্রিশজন ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদককে পত্র লেখেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন। অনন্তর প্রভাকর, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, এবং ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে বর্ত্তমান সভার আহ্বানবিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা পঠিত হইয়া উপস্থিত সভ্যগণকে কার্য্যারম্ভ

করিতে বলা হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাকে অবগত করিলেন, সভাপতি সভার আহ্বানার্থ যে পত্র পাঠ করিলেন, উহার মূল পত্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নিম্নতল গৃহ সভার অধিবেশননিমিত্ত ব্যবহার করিবার প্রার্থনায়, ট্রষ্টিগণের নিকটে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সম্পাদকের নিকট হইতে তাঁহার পত্রের এই উত্তর পাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজগৃহ ঈদৃশ সভার উপযোগী নয়, এবং সমাজের সহব্যবস্থান নির্ণয় করিবার জন্য ব্রাহ্মগণের কোন অধিকার নাই। বাবু ঠাকুরদাস সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধারণ যাঁহাদিগকে অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সম্পত্তিসম্পর্কীয় কার্য্যনির্ব্বাহজন্য যথাবিধি ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণকে না জানাইয়া কেন আপনারা তাড়াতাড়ি সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন। সভাপতি স্বয়ং এক জন অধ্যক্ষ। তিনি ইহার এই উত্তর দিলেন যে, অধ্যক্ষগণ সমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের নিকটে তাঁহাদিগের দায়িত্ব-বোধ বিলক্ষণ আছে, এবং তাঁহারা প্রচারবিভাগের কার্য্য এখনও করিতেছেন। যে সম্পত্তি ও ধনে ট্রষ্টিগণের অধিকার, তাহা ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহাদিগের কোন দোষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন গাত্রোত্থান করিয়া, কলিকাতা সমাজের সংস্থাপন-কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার কি প্রকার সহব্যবস্থান ছিল, বিস্তৃতরূপে তৎসম্পর্কীয় বিবরণ সভাকে এই জন্য অবগত করিলেন যে, তাঁহারা উহা অবগত হইয়া প্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে পারেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই,—কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোক একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা করিবেন, এজন্য ১৭৫১ শকে (১৮৩০ খৃঃ) রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ স্থাপন করেন, এবং বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমাপ্রসাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে ট্রষ্টী নিয়োগ করেন। যদিও শেষে উহার নাম কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, ট্রষ্টডীড অনুসারে ব্রাহ্মসাধারণ সহ এই সমাজকে একীভূত করিবার কোন হেতু নাই; কেন না সমাজগঠন অনেক পরে হইয়াছে। অধিকন্তু প্রথমতঃ যে সকল ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক জনও ব্রাহ্ম নহেন।

বস্তুতঃ রামমোহন রায় যে সমাজ স্থাপন করিয়া যান, তাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকেরই পূজা করিবার অধিকার ছিল। ইহা এত উদার যে, কোন এক দলের নিজস্ব হইতে পারে না। সময়ে তত্ত্ববোধিনীসভা স্থাপিত হইল, এবং এই সভাই ব্রাহ্মদল সংগঠন করেন। ইঁহাদিগের মতপ্রচারজন্য তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রচারিত এবং মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইঁহাদিগেরই তত্ত্বাবধানসময়ে রামমোহন রায়ের সমাজের নাম ব্রাহ্মসমাজ হয় এবং ইহাতে ব্রাহ্মসমষ্টি বুঝায়। যখন তত্ত্ববোধিনীসভা উঠিয়া যায়, তখন ইহার সমুদায় সম্পত্তি সমাজগৃহের ট্রষ্টিগণের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৭৮১ শকের (১৮৫৯ খৃঃ) বিশেষ সভায় যে নির্দ্ধারণ দ্বারা এই সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, সেই নির্দ্ধারণ কেশবচন্দ্র পাঠ করিলেন। সেই সময় হইতে কোন একটী সভা দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদিগের বার্ষিক সভায় যে অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন, তাঁহারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, উপাসনাস্থান, অধ্যক্ষ, আচার্য্য, ধন সম্পত্তি লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজ, সে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসাধারণ বুঝাইত। এইরূপে সমাজের কার্য্য কুশলে অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং দিন দিন উহার উন্নতি হইতেছিল; ইতিমধ্যে ট্রষ্টিগণ হঠাৎ সমাজের সমুদায় সম্পত্তি হাতে লইলেন, এবং সাধারণের অধিকার অস্বীকার করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহার্থ আপনারা কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। বর্ত্তমানের জন্য তত নয়, ইহার ভবিষ্যৎফলের জন্য কেশবচন্দ্র চিন্তিত। রামমোহনরায়কৃত ট্রষ্টডীডে ট্রষ্টী ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। এমতস্থলে ব্রাহ্মসাধারণকে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে না দিয়া, ট্রষ্টিগণের সমগ্র ভার গ্রহণ কেবল যে ফলে মন্দ তাহা নয়, উহা অন্যায়। অপিচ ইহা ভাবিতেও তাঁহার বিবেকে ও হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমাজের সভ্যগণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল যে, তাঁহাদিগের বিবেকানুযায়ী তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবেন। অন্য দিকে ট্রষ্টিগণের হস্তে যে সম্পত্তি ন্যস্ত আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকারে কার্য্যনির্ব্বাহ করা ভাল মনে করেন করিবেন। যদি ট্রষ্টিগণ সমাজের সম্পত্তিবিষয়ক শাসনসম্বন্ধে ব্রাহ্মসাধারণকে কোন অংশে অধিকার না দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা

হইলে তাঁহার এই মত যে, ব্রাহ্মসাধারণ ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্যের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া, ট্রষ্টসম্পত্তি ট্রষ্টিগণের হাতে ছাড়িয়া দেন। যে মর্ম্মচ্ছেদকর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা তাঁহার বিবেচনায় ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, উহার এক বিভাগে ট্রষ্ট সম্পত্তি, অন্য বিভাগে ব্রাহ্মসাধারণ এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ অর্থ ও দান। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন :—

যেহেতুক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টসম্পত্তির ট্রষ্টিগণ তাঁহাদিগের নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম-সাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলষণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভ্যগণ সমবেত হয়েন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন।

এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, সমাজ-গৃহ এবং সমাজ বা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এক বলিয়া গ্রহণ করা, এবং ব্রাহ্মসাধারণের অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া সমাজের সমুদায় কার্য্যের শাসন সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা, ট্রষ্টিগণের উচিত হইয়াছে কি না? শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রসেন তখন উপস্থিত সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ বলিতে কোন একটি গৃহ না বুঝিয়া, তাঁহারা কি এমন একটী মণ্ডলী বুঝেন, যাহার তাঁহারা সভ্য, সুতরাং তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদিগেরই উপর? সকলে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপে প্রশ্নের উত্তর দান করিলে, তিনি বলিলেন, তবে আর বৃথা বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণ হয়, সকলে তাহারই উপায় চিন্তা করুন। ট্রষ্টিগণ ট্রষ্টসম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহ করুন; তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া স্বাধীনভাবে ভবিষ্যতে যাহাতে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উত্থাপিত প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইলে, সত্তর জন এই নির্দ্ধারণানুসারে সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইবার জন্য আপনাদিগের নাম অর্পণ করেন। অবশেষে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি যথানিয়ম নির্দ্ধারিত হয় :—

১। যে সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক অন্যূন ছয় টাকা করিয়া এই সভায় দান করিতে হইবে।

২। যাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সম্পাদকের নিকটে তদ্বিষয়ে আবেদন প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা বৎসরে অন্যূন এক টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবেন, তাঁহারা সভ্য হইতে পারিবেন।

৩। প্রতিনিধিসভার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পাঁচ জন অধ্যক্ষ এবং একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

৪। প্রত্যেক বৎসরের বৈশাখ মাসে একটী সাধারণ সভা হইবে, যাহাতে আগামী বর্ষের জন্য অধিকাংশের মতে কর্ম্মচারিনিয়োগ হইবে।

৫। যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, অধ্যক্ষগণের মতানুসারে সম্পাদক প্রকাশ্য পত্রিকায় বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য বিজ্ঞাপন দিবেন।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন।

৭। আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত বিএ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরিয়া ঘাটার)

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত বলিলেন, সভার কার্য্যের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সভ্যগণের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য সভাস্থাপনও তিনি সমুচিত মনে করেন; কিন্তু তিনি এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না যে, সমাজ ট্রষ্টিগণের নিকটে কত ঋণী এবং শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবসায় উৎসাহ ব্যতিরেকে ব্রাহ্মসমাজ

বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা কখনই লাভ করিতে পারিত না। এ কথার উত্তর এই প্রদত্ত হয় যে, ট্রষ্টিগণ কেবল সম্পত্তিরক্ষক, তাঁহাদিগের নিকটে সমাজ কোন বিষয়ে ঋণী নহেন। প্রধানাচার্য্যকে সকল ব্রাহ্মই ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন, এবং সমাজের কল্যাণার্থ তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন ও অধ্যবসায়ের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত ট্রষ্টী এবং প্রধানাচার্য্য উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ট্রষ্টী রাজবিধি অনুসারে নিযুক্ত লোক, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেষ্টা। এ সভা ট্রষ্টিগণের আধিপত্য অস্বীকার করিলেও, আচার্য্যের প্রতি কোন প্রকারে বাধ্যতা অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলিয়া কার্য্যে দোষারোপ করিলেন যে, তিনি মনে করেন, এই সভায় অনেক জ্ঞানী ব্রাহ্ম উপযুক্তরূপ বিজ্ঞাপন না পাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অতএব তিনি এই প্রস্তাব করেন যে ঃ—

যেহেতুক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না হওয়াতে বর্ত্তমান সভা অপূর্ণ; অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচার্য্যকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করেন।

এই প্রস্তাব পোষকতানন্তর অধিকাংশের প্রতিরোধজন্য নির্দ্ধারণে পরিণত হয় না। বর্ত্তমানসভার উপযুক্তমত প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া যখন সমুদয় সভ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে, তখন কয়েকজন জ্ঞানী প্রাচীন ব্রাহ্ম উপস্থিত হয়েন নাই বলিয়া সভার কার্য্য অস্বীকার করা যাইতে পারে না, অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে এইরূপ বলেন,—বিরোধের সময় হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, সভায় বিতর্ককালে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত। তবে তিনি এ সকলের জন্য প্রস্তুত আছেন। তিনি সভাকে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার যে কোন ন্যূনতা থাকুক, তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তিনি যে অবস্থায় অবস্থাপিত, তাহাতে তাঁহার ভূতকালের পরিশ্রমসম্পর্কে বিবেকের অনুমোদনই যথেষ্ট পুরস্কার। অনন্তর তিনি সভাকে অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া

সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তিনি সামান্য প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তিনি আপনার যাহা যথার্থ কার্য্য মনে করেন, তাহা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের বিনীত ভৃত্য হইয়া স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করিবেন। যেরূপ অনুপযুক্ত কেন তিনি হউন না, দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবেন, কৃপাময় ঈশ্বর সে পরিশ্রম আশীর্যুক্ত করিবেন, এবং সত্যের পক্ষসমর্থনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে তাঁহার সহায় হইবেন।

ব্রাহ্মবন্ধুসভার বিশেষ অধিবেশন

এপ্রেল মাসের (১৮৬৫ খৃঃ) প্রথম দিবসে শনিবারে কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর অনুরোধে ব্রাহ্মবন্ধুসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভার কার্য্য ইংরাজী ভাষায় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ইহাতে (১) প্রার্থনা, (২) হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রবচন-পাঠ, (৩) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ, (৪) ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব; মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ববিষয়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক উপদেশ, (৫) সঙ্গীত—পোপকৃত বৈশ্বজনীন প্রার্থনা—হয়। এই সঙ্গীতে উপস্থিত ইউরোপীয়গণ সাহায্য করেন। এই সভায় কয়েক জন ইউরোপীয়, এক জন মান্দ্রাজী এবং অনেকগুলি বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশে সকলের চিত্ত ভ্রাতৃত্বের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল।

প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন

২৬শে বৈশাখ (১৭৮৭ শক; রবিবার; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ) ব্রাহ্মদিগের সাধারণ প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন হয়। * এ অধিবেশনও 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে স্থানদানে অসম্মত হওয়াতে কলিকাতা কলেজের তৃতীয়তল গৃহে' হয়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির পদে বৃত হন। সভার ত্রয়োদশ নিয়মানুসারে পূর্ব্ব সভার প্রস্তাব সকল বিচারিত ও ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে, সম্পাদক যে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিনিধিসভায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন,

* ১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের "ধর্ম্মতত্ত্বে" চতুর্থ অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের নাম ও বার্ষিক দানের সংখ্যা সভ্যদিগকে অবগত করেন। ভাগলপুর প্রভৃতি পঞ্চদশটি সমাজ বার্ষিক যে দান করিতে স্বীকার করেন, তাহাতে পাঁচ শত আটত্রিশ টাকা প্রচারে আয় দৃষ্ট হয়; এতদ্ব্যতীত আরও চারিটি সমাজ দান করিতে স্বীকার করিয়া অর্থসংখ্যা প্রকাশ করেন নাই। এই সভায় পূর্ব্ব সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব রহিত হয়, চতুর্থ প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থির হয়;— "সভ্যগণের মতানুসারে সম্পাদক ও তাঁহার সহকারী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" এই সভায় এই দুইটি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ হয়ঃ—

১। ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধিসভার সম্বন্ধ এই, সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক প্রতিনিধিসভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রচারের কার্য্যবিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ যে কোন ব্রাহ্মসমাজ যাহা কিছু দান করিবেন, তাহা প্রতিনিধিসভায় জমা হইবে এবং ঐ টাকা প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন

বেলা ৪॥০টায় এই সভা (প্রতিনিধিসভা) ভঙ্গ হইয়া, তৎপর সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। উহাতে বার্ষিক প্রচারবিবরণ ও আয়ব্যয়বিবরণ পঠিত হয় এবং পূর্ব্ববর্ষের কর্ম্মচারিগণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী স্থিরতর থাকেন। "সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আগামী বর্ষে আরও অধিক যত্নের সহিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, এ বৎসর সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, যাহাতে আগামী বর্ষে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই মনোযোগী হইবেন। পরে তিনি প্রচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের চরিত্রগত দোষ থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে। তাঁহারা চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই সযত্ন থাকিবেন। যেন তাঁহাদের চরিত্রে কেহ কণামাত্রও দোষ দেখিতে না পায়। তিনি এখনও বলিতে পারেন না, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন; তাঁহারা আরও ত্যাগস্বীকার করুন। পরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কহিলেন, তাঁহারা যেন কখন বিস্মৃত

না হন যে, তাঁহারা প্রচারকদিগের নিকট কর্ত্তব্য ঋণে আবদ্ধ। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য শরীর মন প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারেরা যদি অন্নাভাবে ক্লেশ পান, তাহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর নাই।(১) অতএব সাধারণ ব্রাহ্মেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগের অভাব সকল মোচন করিতে চেষ্টা করুন। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিনিমিত্ত সভাপতি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ যত্ন ও প্রাণপণ পরিশ্রমের জন্য সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন এবং রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল"।(২)

প্রধানাচার্য্যের নিকট আবেদনপত্র

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধর্ম্মতত্ত্বে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয়;—

"৯ই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক) রবিবার (২৩শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সিন্দুরিয়াপটিস্থ মৃত গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে (৭৭ সংখ্যা) শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে' তদ্বিষয়ে এক ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন।

সম্পাদক।"

এই প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে মহাপরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হয়, এই সকল পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসাধারণকে স্বাধীনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্রমান্বয় যতই যত্ন হইতে লাগিল, চারি দিকের ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া পত্রাদি আসিতে লাগিল, এবং প্রচারে দানসংখ্যা ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিল (৩), ততই ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের

(১) আমরা এই সকল এবং পরবর্ত্তী সভার বিবরণে দেখিতে পাই, প্রচারকবর্গের সহিত মণ্ডলীর এবং মণ্ডলীর সহিত প্রচারকবর্গের কি প্রকার সম্বন্ধ, কেশবচন্দ্র নিয়ত অনুভব করিতেন। তিনি প্রচারকবর্গের জন্য অকুণ্ঠিতভাবে আপনি ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত লিখিতেছি, এই সময়ে প্রচারকসংখ্যা যদিও অধিক ছিল না, তাঁহাদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ, অধ্যবসায় এবং প্রচারে পরিশ্রম চিরদিন প্রসিদ্ধ থাকিবে।

(২) ১৭৮৭ শকের আষাঢ় মাসের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

(৩) আমরা ১লা জুলাইয়ের (১৮৬৫ খৃঃ মিররে দেখিতে পাই, আট শত সাতচল্লিশ টাকা দান স্বীকৃত হইয়াছে।

চিত্ত ক্রমে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমাজের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন, তদভাবে স্বতন্ত্র দিনে উপাসনা করিতে দেওয়ার প্রার্থনা করিয়া, ১৭৮৭ শকের ১৯শে আষাঢ় (২রা জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ নিম্নলিখিত আবেদনপত্র ট্রষ্টী ও প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন;—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

"বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন,

"কয়েক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিয়াছে, তদ্দর্শনে ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্বরের করুণা ও সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। এই উন্নতি সমগ্র ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ, নর নারী, নির্ধন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকল প্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ষ, সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্যমান। কিন্তু আপনার নিকট এ বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা অনাবশ্যক। আপনি স্বয়ং যেরূপ অপ্রতিহত অনুরাগ ও যত্নসহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আমি আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি।'

"এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই

অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন মতেই বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। পরিবর্ত্তনের সময় এরূপ বিবাদ বিসংবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর-প্রসাদে সত্যের জয় এবং প্রকৃত কল্যাণের অভ্যুদয় হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের যেরূপ বিরাগ ও অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তাহা কেবল এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি সামাজিক, কি গৃহসম্বন্ধীয়, সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাসানুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনা-প্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলহ কোন বৈষয়িক ব্যাপারসম্ভূত নহে, ইহা স্বার্থপরতানিবন্ধন বৈরভাবমূলক নহে; ইহা ধর্ম্মোন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম—ইহা নব্য ব্রাহ্মদিগের হৃদিস্থিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ।

"সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া, জনসমাজের নূতন ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে, ইহা অগ্রগামী লোক-দিগের অনুরাগবিরহিত হইয়া স্বীয় মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল করা কর্ত্তব্য।

"এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে অদ্য আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর অর্পণ করিতেছি। আপনি যথাবিহিত বিধান করিবেন।

"১। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

"২। সাধু সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

"৩। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

"৪। যদ্যপি উপাসনাসম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে, এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব-সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপন-বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

নিতান্ত বশংবদ—

কলিকাতা,
১৯শে আষাঢ়,
শকাব্দ ১৭৮৭।
(২রা জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।"

"আগামী ২১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ১টার সময়, এই আবেদন-পত্রের প্রতিলিপি লইয়া আমরা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ বিষয়ে সম্মতি-প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।"

প্রধানাচার্য্যের প্রত্যুত্তর

প্রধানাচার্য্য মহাশয় এই আবেদনের প্রত্যুত্তর এইরূপ প্রদান করেন ঃ—

ওঁ তৎসৎ

"প্রীতিভাজন

"শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমীপেষু—

"সাদর নিবেদন।

"১। তোমাদের ১৯শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমাদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কাল-সহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্ত্ত সহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে, এবং এক্ষণও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে।

"২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের ফললাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকলক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত তোমরা একত্র হইয়া

যে তিনটি (চারিটি) প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"৩। তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।' জাতিবিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যে সকল উপাধি, সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদসূচক দীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয়, তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদসূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"৪। অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারা দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানপ্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে, ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য্য

অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেই, এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক্ হইয়া সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এত কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার এবং প্রীতিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাহার আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহাদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বনবিষয়ে তোমাদের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

"৫। দ্বিতীয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভব মত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

"৬। তোমরা লিখিয়াছ যে, 'যদ্যপি উপাসনাসম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।' ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তোমরা যে কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটীকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ; বাস্তবিক তোমাদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমাদের ও তাঁহাদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম

বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহাদের জন্য অপর দিন উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্য। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্য। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের—সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনামণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

"৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্য আর একটী দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে, 'ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাবসঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।' আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাহা হওয়াও সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন; ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটী পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নির্দ্ধার্য্য হইত। এইরূপ নিয়মে একবার উপাসনা-কার্য্যও চলিয়াছিল, এবং কয়েক বার তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমাদের অভিরুচি না হওয়ায়, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। এক্ষণ পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

"৮। তোমাদের শেষ কথা এই যে, আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে, এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎ পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের উপাসনাবিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেই

সমাজের উপাসনাসময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবহৃত করিবে।

"৯। উপরি উক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমাদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা
২৩শে আষাঢ়, ১৭৮৭ শক।
(৬ই জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ)

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ" (১)

(১) ১৭৮৭ শকের শ্রাবণ মাসের "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা" দ্রষ্টব্য।

২০

যত্ন-বৈফল্য

কেশবচন্দ্রের "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার ভারগ্রহণ

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবেদন করিয়া উপাসনাসম্বন্ধে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না, উপাসনার্থ সমাজগৃহে একটি স্বতন্ত্র দিনও পাইলেন না, প্রত্যুত প্রধানাচার্য্য তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র সমাজ করিতে এক প্রকার অনুমতি দান করিলেন। ভিন্নতা বিচ্ছেদ এত দূর অগ্রসর হইলেও, কেশবচন্দ্র মিলিত থাকিবার জন্য যত্ন শিথিল করিলেন না; যাহাতে এখনও একত্র থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট রহিলেন। এক বার যে বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সহস্র চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করা সহজ নহে। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পাইতেছিল, সে সকল পৌত্তলিকতাসংস্কৃত ব্রাহ্মগণের পক্ষে কিছুতেই অনুকূল ছিল না। ট্রষ্টিগণ যাই সমাজের সমস্ত সম্পত্তি হস্তে লইলেন, অমনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন; অভিপ্রায় এই যে, তাঁহাদিগের সাহায্য না পাইয়া পত্রিকা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে! কেশবচন্দ্র আপনি যাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপায়ে তাহার অপায় হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? পত্রিকার কার্য্য অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতাসমাজের মুদ্রাযন্ত্রসহকারে উহার শেষ বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হইল। ১লা জুলাই (১৮৬৫ খৃঃ) (১৮ই আষাঢ়, ১৭৮৭ শক) তারিখের পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজকে সঙ্কীর্ণ হিন্দুসমাজমধ্যে অবরুদ্ধ রাখা সংস্থাপকের অভিপ্রেত ছিল না, এই কথা লিখিত হয়; ২৩শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) প্রধানাচার্য্য আবেদন-পত্রের প্রার্থিতব্য বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যুত্তর দান করেন। এ দুই ঘটনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইবে? এই প্রত্যুত্তর আনিবার পর, এক জন বন্ধু (ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু) সমাজের ক্রমোন্নতিবিষয়ক একখানি পত্র পত্রিকাস্থ করিবার জন্য সম্পাদকের

নিকটে প্রেরণ করেন। পত্রিকা মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইল। প্রতিপক্ষগণ পত্রিকাখানি লইয়া গিয়া প্রধানাচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি পত্রিকা পাঠ করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ দ্বারা এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, ভবিষ্যতে মিরারে যে কোন লেখা যাইবে, তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া উহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইবে না। ঈদৃশ আদেশের প্রতিবাদ হইল, এবং কেশবচন্দ্র মিরারসম্পর্কীয় কাগজপত্র আপনার গৃহে তুলিয়া আনিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায় নামক এক ব্যক্তিকে মিরারের সম্পত্তির অধিকারিরূপে দাঁড় করাইয়া, তাঁহার দ্বারা সমাজের কর্তৃপক্ষ এইরূপ পত্র লিখাইলেন যে, পত্রিকা তাঁহার সম্পত্তি; এত দিন কেশবচন্দ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বতন্ত্র কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে, তিনি সমুদায় কাগজ পত্র হিসাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিন। এই পত্রের প্রত্যুত্তরে কেশবচন্দ্র লিখিলেন, পত্রিকার তিনি অনন্য অধিকারী। যদি কেহ উহাতে আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চান, তবে তৎসম্বন্ধে প্রতিরোধ হইবে, সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকুন। কি জানি বা গোপনে গোপনে পত্রিকাসম্বন্ধে কোন লেখা পড়া হইয়া থাকে, ইহা অবগত হইবার জন্য হোম আফিসে অনুসন্ধান করিয়া কেশবচন্দ্র জানিতে পাইলেন যে, এরূপ কোন লেখা পড়া নাই, এবং মিরার নামে পাঁচখানা পত্রিকা প্রকাশ হইলেও রাজবিধিতে কিছু বাধে না। এইরূপে অবশ্যকর্ত্তব্য অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ করিয়া মিরার পত্রিকাকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের অক্ষুণ্ণ উৎসাহের নিকটে কোন বাধা প্রতিবন্ধক দাঁড়াইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রাঙ্কণযন্ত্র তাঁহাদের প্রতিকূল, অমনি অন্য মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা হইল। এই মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ পত্রিকা মুদ্রিত করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কি জানি বা পত্রিকা লইয়া কোন আইন আদালত উপস্থিত হয়, এই ভয়ে প্রকাশক হইতে স্বীকার করিলেন না। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ মধ্যে এক জন (মহেন্দ্রনাথ বসু) প্রকাশক হইলেন।

মিরারে "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ

এই প্রথম মুদ্রিত মিরার হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের লিখিত আত্মপরিচয়ের প্রবন্ধটি, এবং যে পত্রিকাখানি লইয়া পত্রিকাসম্বন্ধে বিরোধ হয়, তাহার কতক

অংশ আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছিঃ—

"সংবাদপত্রের কর্ত্তব্যসম্পাদনে আমাদের আর কোন ত্রুটি ও দোষ থাকুক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষপাত ও সত্তা বিষয়ে আমরা যে বিশ্বাসযোগ্য, অন্ততঃ ইহা আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিরারের সূচনা পত্রে ছিল, 'যেখানে প্রশংসার বিষয় আছে, আহ্লাদের সহিত প্রশংসা করিবে, যেখানে নিন্দার বিষয় আছে, যদি নিন্দা করা একান্ত কর্ত্তব্য হয়, দুঃখের সহিত নিন্দা করিবে এবং যে দলস্থ ব্যক্তিগণ যাহা পাইবার যোগ্য, তৎপ্রতি সম্মান-সহকারে অথচ যে কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে নির্ভয়ে সকল বিষয়ে সাহস-সহকারে ইহার মতামত প্রকাশ করিবে;—সংক্ষেপতঃ সত্তায় আরম্ভ, সত্তায় কার্য্যপরিচালন এবং যখন দৈব ইচ্ছা হয়, সত্তায় শেষ করিতে ইণ্ডিয়ান মিরার যথাসাধ্য যত্ন করিবে।' ইণ্ডিয়ান মিরার আরম্ভ হইতে এই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের দৃঢ় যত্ন করিয়াছে। যে কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইয়াছে, আমরা নামানুরূপ যথাযথ তাহার প্রতিচ্ছবি অর্পণ করিতে যত্ন করিয়াছি এবং ভয় বা প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া সত্যকে গ্রহণীয় আহ্লাদকর আকারে উপস্থিত করিয়াছি এবং যাহা অকল্যাণ, তাহার কুৎসিতভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছি। আমরা কোন দিন কোন দলের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হই নাই, সত্য ও মানবহিতার্থ আমরা দলপক্ষপাত পরিহার করিয়াছি। দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয়, জমিদার কিম্বা প্রজা, খ্রীষ্টান কিম্বা হিন্দু, কাহারও আমরা পক্ষপাতী, এ অপবাদগ্রস্ত আমরা কখন আমাদিগকে করি নাই। আমরা প্রত্যেকের দোষ দুঃখের সহিত দেখাইয়াছি, এবং আহ্লাদের সহিত গুণের প্রশংসা করিয়াছি। আমাদিগের পাঠকগণের সকলেরই অবগতি আছে, আমরা সময়ে সময়ে আমাদের দেশীয়গণের পাপ ও কুসংস্কার কেমন কঠোরতা সহকারে নিন্দা করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মসম্পর্কীয় জীবনের লক্ষ্যস্থলেও ব্রাহ্মমণ্ডলী যখন ভৎর্সনা ও শাসনার্হ হইয়াছেন, তখন আমরা ভৎর্সনা ও শাসনবাক্য উচ্চারণ করিতে ত্রুটি করি নাই। স্বদেশীয়েতে হউক, খ্রীষ্টানেতে হউক, ব্রাহ্মেতে হউক, পাপ যাহা তাহা পাপ এবং পাপের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার সমুচিত, সেই প্রকার ব্যবহারই কর্ত্তব্য

এবং কোন প্রকার চক্ষুর্লজ্জায় সাহস সহকারে উহার বিরুদ্ধে না বলিয়া বা উহার দোষ প্রদর্শন না করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ সংবাদপত্রের কার্য্য হইতে বিরত থাকা কখন উচিত নয়। এই সংস্কারেই প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে আমরা এই পত্রিকায় 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, যাহাতে অনৈকান্তী ব্রাহ্মগণের ভীরুতা, কপটতা, অসারল্য আমরা যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দা করিয়াছি, নামধারী অনুযায়িবর্গের দোষ হইতে আমাদিগের মণ্ডলীকে বিমুক্ত করিয়াছি, এবং যাঁহারা মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্পণ করিয়াছি; আমরা কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানে, এবং উৎকৃষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছি। পৌত্তলিকতার সহিত সন্ধিনিবন্ধনে নিরুৎসাহ এবং সৎসাহসে উৎসাহ দেওয়াই এরূপ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের অতি প্রগাঢ় শত্রুও আমাদিগের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারে না যে, সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে তন্মধ্যে কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু হায়! ঐ প্রবন্ধ স্থানবিশেষে গোলার মত গিয়া পড়িল, এবং উহাতে দুঃখ ও অনুতাপ উৎপাদন না করিয়া ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্দীপন করিল। পৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ যাহা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদিগকে তাহা অর্পণ করাতে এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের মণ্ডলীর কলঙ্ক বলাতে, আমরা ধন্যবাদ না পাইয়া নিন্দা পাইলাম। মিরার যখন সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর মুখপাত্র পত্রিকা, তখন অনৈকান্তী ব্রাহ্মগণের দোষ ঘোষণা করিয়া অল্পসংখ্যকের সঙ্গে মিলিত হওয়া কি তাহার পক্ষে সমুচিত, এই যুক্তি প্রদর্শিত হইল। এরূপ যুক্তির অর্থ এই, ধার্ম্মিক হউন, অধার্ম্মিক হউন, বিশ্বাসী হউন বা নামমাত্র ব্রাহ্ম হউন, আমরা যেন সকল প্রকার ব্রাহ্মের পক্ষসমর্থনে দোষক্ষালনে প্রতিজ্ঞারূঢ়? আমাদিগের সত্তার জন্য যে কেবল এই একবার দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, তাহা নহে।

"যেমন পূর্ব্বে, তেমনি চিরকালই আমরা ব্রাহ্ম নীতি ও ধর্ম্মের উচ্চ সুদৃঢ় মূলসূত্রসকলের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছি, এবং ব্রাহ্মসমাজের অগ্রসর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে অসবর্ণবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি দেশসংস্কারের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহাতে উৎসাহ দান করিয়া আসিতেছি। সংস্কৃত, বিশ্বস্ত ব্রাহ্মগণের পক্ষ হইয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের পক্ষ পোষণ করাতে, আমাদিগের

সাহসিকতা এবং সত্তায় যাঁহারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রোধ, ঘৃণা ও আমাদিগের প্রতি দোষারোপ আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়িল; অন্য দিকে যাঁহারা উন্নতির পক্ষপাতী, আমাদিগের এই আচরণে তাঁহাদিগের সহানুভূতি আমাদিগের প্রতি দৃঢ় হইল। এজন্যই অল্প দিন হইল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে ট্রষ্টিগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিরারকে ট্রষ্টিগণের কার্য্যবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া, উহার নিজ তত্ত্বাবধানে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি প্রধান। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে, আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষণ বিনা উহা ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে। অনুকূল দৈবকে ধন্যবাদ, সেই দুর্ভাগ্যের দিন হইতে আজপর্য্যন্ত মিরার বাঁচিয়া রহিয়াছে; অধিকন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নির্ভয়ে সত্তার পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ট্রষ্টী এবং সমাজের সভ্যগণের বিবাদের কারণ কি, তাহার আমূল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়া উহা সকলকে অবগত করান হয়। অনন্তর ১লা জুলাইয়ের (১৮৬৫ খৃঃ) পত্রিকায় রামমোহন রায়ের মণ্ডলীর হিন্দুভাবাপন্নতার বিপক্ষে কিছু বলা হয়। আমরা যে সৎ ও নির্ভীক থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা জানিবার জন্য, গূঢ় বিরুদ্ধাচরণকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিবার জন্যই যেন আর একটি প্রমাণের প্রতীক্ষা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের ক্রমপরিবর্ত্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরকের একখানি পত্র আসিল—যাহা অদ্যকার পত্রিকায় মুদ্রিত করা গেল—এবং আমরা যেমন পূর্ব্বেও করিতাম, তেমনি মুদ্রিত করিবার জন্য দিলাম। 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ' দ্বারা একটি নিষ্পেষক আদেশ বাহির হইল যে, ভবিষ্যতে মিরারে যে কোন লেখা যাইবে, তাহা অগ্রে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লইতে হইবে। অবশ্য আমরা ইহার সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিলাম, এবং সুস্পষ্ট বাক্যে বলিলাম যে, আমরা আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতি এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের কখন আনুগত্য স্বীকার করিব না। আমরা ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারি? কোন প্রবন্ধ তাঁহাদিগের ভাববিরুদ্ধ ও চিত্তের উদ্বেগকর হইলে, উহা তাঁহারা তাঁহাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে না পারেন, বন্ধুভাবে সারল্য সহকারে

ভদ্রতাসহ আমাদিগকে উহা অবগত না করিয়া একেবারে অন্যায় প্রভুতা প্রদর্শন করিলেন, এবং মুখ চাপিয়া ধরার আইনের (Gagging Act) মত আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমাদিগের অবাধ্য আত্মাকে বশে আনিবার জন্য একেবারে আদেশ প্রচার করিলেন। কি দুঃখাবহ ভ্রম! যাঁহাদিগের হস্তে ট্রষ্টিগণ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের মুখের কথায় সত্যকে বন্দী করিলেন, সত্তাকে দাস করিলেন। ব্রাহ্মেতে পৌত্তলিকতা আমরা কোন দিন ঠিক বলিব না, বলিতে পারি না, কপটতাকে আমরা কখন সহ্য করিব না, করিতে পারি না, এই আমাদিগের বিবেকানুমোদিত প্রতিজ্ঞা এবং কোন রাজাজ্ঞাও আমাদিগকে উহা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন প্রকার ভয়প্রদর্শন আমাদিগকে সত্তা পরিহার করাইতে পারে না, যাহা আমরা অন্যায় অধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, আমাদিগের লেখনীকে তাহার পক্ষসমর্থনে নিয়োগ করিতে পারি না। সত্যসমর্থন আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, এবং যে কোন প্রকার আপৎ সমুপস্থিত হউক, আমরা সত্য সমর্থন করিতে প্রস্তুত। আমরা আমাদিগের পাঠক ও সহবর্ত্তিগণকে আহ্লাদের সহিত সাহস দান করিতেছি যে, যদিও আমরা অন্যায় ব্যবহার পাইয়াছি, এবং মিরারকে অন্য যন্ত্রালয়ে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোনরূপে আমাদের ক্ষতি না হইয়া আমাদিগের সত্তা ও কর্ম্মণ্যতা কেবল সুদৃঢ় হইয়াছে।"

গোলযোগের "পত্রিকার" কতক অংশের মর্ম্ম এবং কতক অংশের বঙ্গানুবাদ

যে পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ লইয়া এত গোলযোগ উপস্থিত, উহা অতি সুদীর্ঘ। এই পত্রিকায় ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞানপ্রধান সময় ও ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবপ্রধান সময়ের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া, তৃতীয়াবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনপ্রধান ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবনের প্রাধান্য সময়ে কপটতা, বঞ্চনা, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, জাতি ও কৌলীন্যপ্রথার প্রতি ঘৃণা, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি প্রীতি, কার্য্যতঃ সকলের সেবা, কেবল ভাবেতে ঈশ্বরের পূজা নহে, জ্ঞানে, ভাবে ও ক্রিয়াতে তাঁহার সহিত যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ নহে, অথবা

বেদ যখন লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ের জন্য নহে; কিন্তু স্বীয় উদারতায় সমগ্র পৃথিবী উহার বাসভূমি, সমুদায় মানবজাতির উহা ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখেন, বেদ বাইবেল কোরাণ যাহাতেই সত্য আছে, তাঁহার নিকটে সমান মান্য। ভারতের হউক, ইংলণ্ডের হউক, বা আমেরিকার হউক, পাপ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বলিয়া ঘৃণ্য। বেদ বা ঋষিগণের প্রতি পক্ষপাতিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন পরিহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন ইনি সমুদায় সাম্প্রদায়িকতা ও পক্ষপাতিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখক ত্রিবিধ যুগের ত্রিবিধ ভাবের বৈষম্য হইতে বিরোধ উপস্থিত, ইহাই দেখাইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের উপরে তিনি তাঁহার পত্রিকার এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন:—"যথার্থ কারণ অবগত না থাকাতে অনেকে এই বিচ্ছেদের ব্যাপারে অভিপ্রায়ান্তর আরোপ করিবেন; কিন্তু আমার নিকটে প্রতীত হয় যে, কেবল সত্য ও সাধারণের কল্যাণের প্রতি অনুরাগবশতঃ নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ে উহা ঘটিয়াছে। ইটি বলিতে গেলে দুটি ভাবের সংগ্রাম। ইহাতে মনুষ্যজাতিমধ্যে শান্তি ও কল্যাণ আনয়ন করিবে। ইহা উন্নতির জন্য সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফল; ভারতবর্ষ, এমন কি সমুদায় পৃথিবীর উন্নতির জন্য ইহা প্রয়োজন—অধিক কি, ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত। উপরে যে দ্বিতীয় যুগের উল্লেখ হইয়াছে—যাহাতে বৈদিক এবং ব্রাহ্মণভাবের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া সঙ্কীর্ণ হিন্দুসমাজে উহাকে বদ্ধ রাখিবার জন্য যত্ন,—তাহার প্রাচীন রহস্যবাদপ্রাধান্য ও রক্ষণশীলতা, এবং নূতন ভাব—যাহা এই কথা বলে, কেবল জ্ঞান ও হৃদয় ধর্ম্মের স্থান নয়, সমগ্র জীবন, যাহা পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকারের অকল্যাণ বিনষ্ট না করিয়া শান্ত হয় না, যাহা উচ্চৈঃস্বরে বলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিরোধী, এবং কেবল বেদ, বাইবেল বা কোরাণে বদ্ধ নহে—এই উভয়মধ্যে বিবাদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায় মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, সমুদায় সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত বাড়াইয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মকে সেই জীবনপ্রদ বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে বায়ু পৃথিবীর সমুদায় অংশে সমভাবে জীবন বিতরণ করে। এই নূতন ভাব ব্রাহ্মসমাজরূপ গৃহমধ্যে লালিত পালিত হইয়া বল লাভ করিয়াছে, এবং পূর্ব্ব সময়ে যে প্রাচীনভাবের স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই ভাবের

সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। এই জন্যই সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান বিচ্ছেদ উপস্থিত, এবং এই বিচ্ছেদমধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

"ধর্ম্মসম্পর্কীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা

জ্যৈষ্ঠমাসের (১৭৮৭ শক) ধর্ম্মতত্ত্বে 'ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে' তদ্বিষয়ে কেশবচন্দ্র ৯ই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক) রবিবার (২৩শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, এই সময়ে সেই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই বক্তৃতাসম্বন্ধে ১লা আগষ্টের (১৮৬৫ খৃঃ) ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিত আছে, "২৩শে জুলাই (১৮৬৫ খৃঃ) রবিবার 'ধর্ম্মসম্পর্কীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি' বিষয়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাস্থলে সাতশত ব্যক্তির অধিক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্রাহ্মগণ ব্যতিরেকে রেভারেণ্ড কে এস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ডাক্তার ডব্‌লিউ রব্‌সন, বেরিগ্‌নি, শ্রীযুক্ত এস, লব, শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি এবং অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। বক্তৃতা প্রায় তিন ঘটিকাব্যাপী হয় এবং সকলেই অতি মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিবাদের মূল ও প্রকৃতি তিনি যাহা বিবেচনা করেন, বক্তা তাহা সকলের নিকটে বিবৃত করিলেন। তাঁহার মতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। উহার এক পক্ষ কোন প্রকারে ব্যতিক্রম না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর এক পক্ষ উহার সেই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা উপাসনামাত্রে পর্য্যবসন্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসম্বন্ধে কোন প্রকার বিভক্তভাব নাই, কোন মূলতত্ত্বের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না, এ সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ বলিলেন। কোন সামাজিক দণ্ডের ভয়ে ভীত অথবা সাংসারিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া, অবিচলিত বিশ্বস্ততা সহকারে ঈশ্বরের সেবায় প্রবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মগণকে এতৎসম্বন্ধে প্রোৎসাহিত করিলেন। অধিকাংশ শ্রোতৃবৃন্দ অতি উচ্চধ্বনিতে করতালি দান করিতেছিলেন এবং এইরূপে বক্তার ভাব ও মতে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ব্যক্ত করিতেছিলেন।"

২১

মণ্ডলীবন্ধনে যত্ন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সহ কুশলে একত্রবাস ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিলেও, এখনও তাহার সহিত সম্যক্ সম্বন্ধচ্ছেদন হয় নাই। তৎসহ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই মণ্ডলীবন্ধনে যত্ন হইতে লাগিল। সাধারণ প্রতিনিধি সভায় ক্রমিক যে সকল অধিবেশন হয়, তাহা হইতে আমরা এই যত্নের বিশেষপ্রণালী অবগত হই। এ সময়ে যে দুইটি সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন

১৬ই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক; ৩০শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে সাধারণ প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন হয়।* সভায় প্রচারবৃত্তান্ত পাঠাদির পর সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচার করার প্রস্তাব হয়। এতৎসম্বন্ধে যে পত্র ও প্রশ্ন প্রেরিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"সবিনয় নিবেদন,

"কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, সাধারণ প্রতিনিধিসভাতে ধার্য্য হইয়াছে যে, সম্পাদক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া আগামী কার্ত্তিকমাসে উক্ত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনদিবসে সভ্যদিগের হাতে অর্পণ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া, ১০ই আশ্বিনের (১৭৮৭ শক; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ খৃঃ) পূর্ব্বে আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

সাধারণ প্রতিনিধিসভা,
১০ই ভাদ্র ১৭৮৭ শক।
(২৫শে আগষ্ট, ১৮৬৫ খৃঃ)

(স্বা) শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক।

---

* ১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

"১। সংস্থাপকের নাম।

২। সংস্থাপনের দিবস।

৩। উপাসনার স্বতন্ত্র গৃহ আছে কি না?

৪। উপাসনার সময় ও দিবস।

৫। সভ্যসংখ্যা এবং উপাসনাকালে কতগুলি লোক উপস্থিত হন?

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। প্রতিনিধির নাম।

৮। প্রচারের জন্য প্রতিনিধিসভাকে দান।

৯। সমাজ কর্তৃক কোন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন কি না? তাঁহার নাম, নিয়োগের দিবস ও সংক্ষেপ প্রচারবৃত্তান্ত।

১০। সমাজসংক্রান্ত যদি কোন ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকে, তাহার নিয়মাদি, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষাপ্রণালী ও উপদেষ্টাদিগের নাম।

১১। ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক যে যে পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, তাহার তালিকা ও তৎপ্রণেতাদিগের নাম।

১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষসময়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছে কি না? বক্তাদিগের নাম ও বক্তৃতার বিষয়।

১৩। সমাজসম্বন্ধে বালক অথবা বালিকাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য কোন বিদ্যালয় আছে কি না? তাহার নিয়মাদি ও ছাত্র অথবা ছাত্রীসংখ্যা।

১৪। চরিত্রশুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞানলাভের জন্য সমাজসংক্রান্ত কোন সভা আছে কি না? তাহার নাম ও নিয়মাদি।

১৫। দেশীয় কুপ্রথাবিরুদ্ধে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না?"

প্রতিনিধিসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন

৬ই কার্ত্তিক (১৭৮৭ শক; ২১শে অক্টোবর, ১৮৬৫ খৃঃ) সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়।* সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু সভাপতিপদে বৃত হন। কার্য্যবিবরণাদি পাঠানন্তর কলিকাতা, মেদিনীপুর, পূর্ব্ববাঙ্গালা ও যশোহর এই চারিটি প্রচারবিভাগ স্থিরীকৃত হইল। প্রচারকগণ সভার অধীন থাকিয়া প্রচার করিবেন, প্রচারবৃত্তান্তাদি দিতে বাধ্য হইবেন, সভাপতি এরূপ

* ১৭৮৭ শকের কার্ত্তিকমাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রচারকগণ কোন মানুষ বা মনুষ্যকৃত সভার অধীন নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করিলেন যে, "সাংসারিক প্রণালীতে ধর্ম্মপ্রচারের ভাব আমাদিগের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। ধর্ম্মপ্রচারের প্রথমাবস্থায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুরাগ ও ত্যাগস্বীকারের ভাব না থাকিয়া যদি সাংসারিক ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের মূলেই দোষ রহিল। অর্থাদি দ্বারা জগতে প্রথমাবস্থায় কোন ধর্ম্মই প্রচার হয় নাই। আমাদের এই ক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের প্রচারকদিগের মনে বৈষয়িক ভাব বা অধীনতার ভাব সঞ্চারিত না হয়, তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন করা আশুই বিধেয় হইতেছে। প্রচারকগণ অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের সহিত সাংসারিক অবস্থার প্রতিকূলে প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, আমরা যেন তাঁহাদের সাংসারিক ভাব উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করি। তাঁহারা প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করুন এবং আমরা যেন গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহাদের পরিবারের প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করি; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে সংসারসূত্রে আবদ্ধ করা অনুচিত। বেতনশব্দ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারসীমা হইতে বহির্ভূত করিয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রচারকেরা অবিভক্তচিত্তে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকুন এবং প্রতিনিধিসভা তাঁহাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন।"

এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, সাংসারিক ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ শব্দের উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইল, প্রায় সকলেই সংজ্ঞা লইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন কহিলেন, "সংজ্ঞা লইয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই, অর্থ গ্রহণ করাতেই যে পাপ, তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে ভাব লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রচারকেরা যদি মনে করেন যে, অর্থসাহায্য পাইতেছেন বলিয়া তাঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঐ সাহায্য না পাইলেই তাঁহারা এ কার্য্য বন্ধ করিবেন, পক্ষান্তরে দাতৃগণ

যদি জ্ঞান করেন যে, প্রচারকেরা তাঁহাদিগের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের অধীন, তাহা হইলে বন্ধুভাব ও কার্য্য উভয়ই নিষ্ফল হইবে। প্রচারকেরা নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কার্য্য করিবেন, ফল সেই ফলদাতার হস্তে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, প্রতিনিধিসভা তাঁহাদের পরিবারের পালনভার গ্রহণ করুন। বস্তুতঃ সাধারণ লোকে ধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অক্ষমপ্রযুক্ত এবং প্রচারকদিগের আত্মার উন্নত বিশুদ্ধ মহান্ লক্ষ্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থহেতু, প্রচারকার্য্য সামান্য বিষয়কার্য্যের ন্যায় জগতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই গুরুতর দোষ বশতঃ প্রচাররাজ্যে অপ্রশস্ত বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহার মূল অংশকে একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্য অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য নিতান্ত সাংসারিক কার্য্যের ন্যায় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। প্রচারকেরাও সাংসারিক সুখ ও অর্থলালসায় দিন দিন নিমগ্ন হইয়া আপনার উচ্চ লক্ষ্য ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে থাকেন, অবশেষে তাঁহারা প্রচার-কার্য্য সামান্য বিষয়কার্য্য মনে করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন। তখন তাঁহারা মনুষ্যের অনুরোধে বিশুদ্ধ জ্ঞান, ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও বিবেককে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। আপনার মহত্ত্ব ও স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, ক্ষুদ্রতা ও অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। বিষয়ঘটিত সুখ, বিষয়ঘটিত মান মর্য্যাদা মনুষ্যকে অনেক সময়ে দুর্ব্বলতায় নিক্ষেপ করে। প্রচারকদিগের ঐ সুখ ও মান মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলেই তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া সাংসারিক ভাবে পরিণত হইতে পারেন, তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার মহৎ স্বাধীন ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ, তখন প্রচারকদিগের মনে অপ্রশস্ত নীচ অধীন ও বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভয়ানক দুরবস্থা হইবেই হইবে। প্রচারকেরা ঈশ্বরের দাস, তাঁহারা মনুষ্য বা সমাজের দাস নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিয়া, প্রচারক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনের মধ্যবিন্দু জানিয়া, হৃদয় মন আত্মা কেবল সেই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। অতএব শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করা যেরূপ, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া প্রচার করাও সেইরূপ, যেন কেহ এরূপ মনে না করেন।

প্রচারের গুরুভাব কাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যেন ক্ষুদ্র সাংসারিক ভাব প্রবেশ না করে এবং প্রচারকদিগকে যেন বৈষয়িক ভাবে গণনা করা না হয়।”

প্রচারকপরিবারের প্রতিপালন জন্য দানসংগ্রহ

এই সময় প্রচারকগণ সংসারের সমুদায় বিষয়কর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি চারি দিকে বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ব্রাহ্মসাধারণও তেমনি তাঁহাদিগের পরিবারপ্রতিপালনের জন্য অকাতরে দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়ে মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজসকল প্রচারের জন্য বর্ষে বর্ষে কি প্রকার দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, আমরা তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিরারে দানপ্রাপ্তিস্বীকারে আমরা দেখিতে পাই, জুলাই মাসে আট শত চল্লিশ টাকা দান স্বীকৃত হইয়াছে। এক এক জন ব্রাহ্ম যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা যায়, প্রচারবিষয়ে তাঁহাদিগের কি প্রকার অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছিল। এ কথা বলা অতিরিক্ত যে, এই অনুরাগ উদ্দীপন কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে প্রচারকদিগের জন্য ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ১৭৮৭ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাসে আমরা আট শত পঁচাত্তর টাকা সোওয়া চৌদ্দ আনা আয় দেখিতে পাই।(১) পূর্ব্বের স্থিতি নব্বুই টাকা সাড়ে দশ আনা লইয়া নয় শত ছষট্টি টাকা পৌনে নয় আনা হয়। এরূপ আয় এবং তদনুরূপ ব্যয় (২) তৎকালীনকার অল্প উৎসাহব্যঞ্জক নহে।

(১) ১৭৮৭ শকের পৌষ মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

(২) আয়ের সঙ্গে ব্যয়ও ৯৮০।০ আনা এই পৌষের "ধর্ম্মতত্ত্বে" দৃষ্ট হয়।

২২

প্রধানাচার্য্যের মহত্ত্বস্বীকারে সম্যক্‌দৃষ্টি

উপস্থিত ঘোর আন্দোলনের মধ্যে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে মিরারে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই আন্দোলনে প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি যে একটুও হ্রাস হয় নাই, ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না। প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের জীবনের নিয়তি তিনি সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মন কোন কারণে বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রবন্ধে প্রধানাচার্য্যসম্বন্ধে তিনি যাহা(১) লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম; এই অনুবাদ পাঠ করিয়া সকলে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্রের সম্যক্ দৃষ্টি কোন কারণে আচ্ছন্ন হইত না। রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মণ্ডলীর হীনাবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"যে মণ্ডলীমধ্যে ভারতবর্ষের নবজীবনের বীজ নিহিত আছে, তাহার এরূপ দুর্গতিসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই অবস্থা সেই সকল ব্যক্তির স্বার্থপ্রণোদিত ঔদাসীন্যের বিষয় ভেরীনিনাদে প্রচার করে, যাঁহারা উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে রামমোহন রায়ের সহকারী হইয়াও দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহার মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে, এবং অনেক সময়ে অনপেক্ষিত নিগূঢ় প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হয়। সমাজের পুনরুদ্দীপনের হেতু অন্যত্র তখনই কার্য্য করিতেছিল। যাঁহাদিগের সকলের সমবেত শক্তি সমাজের পুনর্জ্জীবন সম্পন্ন করিবে, সেই এক দল যুবক বিধাতার পরিচালনায় এবং এক জন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীসভা এই দল এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ব্যক্তি। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এই সভা ব্রাহ্মসমাজ এবং বঙ্গদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন

(১) Indian Mirror দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে এবং উহা এই জাতির চিরকৃতজ্ঞতাভাজন। এই সভার উত্থান ও উন্নতির বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের লিখিবার প্রণালী অনুসারে সংস্থাপকের যে বিশেষ ধর্ম্মভাবে এই অন্তর্ব্যবস্থানটি গঠিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উহা বিশেষ করিয়া বুঝা প্রয়োজন। তিনি আজও আমাদিগের মধ্যে জীবিত আছেন,তাঁহার ধর্ম্মসম্পর্কীয় চরিত্র অনেকটা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের তাঁহার হইয়া সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়োজন অল্প। এক্ষণ আমরা তাঁহার চরিত্রের সাধারণ দিক্ বিচার করিতে চাই না। রাজার মৃত্যুর পর যে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃত্ব করিবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের উপরে ঈশ্বরনিয়োগে যে গম্ভীর আদর্শ মুদ্রিত করিয়া দেওয়া তাঁহার নিয়তি ও অধিকার ছিল, আমাদের বর্ত্তমান অনুসন্ধান সেই নিয়তিঘটিত। এই নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার সমগ্র জীবন ও চরিত্র বুঝিবার পক্ষে কেবল আলোক নহে, কিন্তু তাঁহার সময় ও দেশসম্পর্কে তাঁহার যে কি যথার্থ নিয়তি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সামর্থ্য দান করে। আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অনেকে তাঁহার প্রতি অবিচার করেন, এবং তাঁহার যে মহত্ত্ব আছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করেন। সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে সত্য হইলেও, যে সকল ব্যক্তি অসাধারণগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ সত্য এই যে, তাঁহাদিগের জীবনের নিয়ামক মূলতত্ত্বগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে না বুঝিয়া, কেবল বাহিরের জীবনের ঘটনা হইতে তাঁহাদিগের চরিত্রের ঠিক তথ্যে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। তাহারা যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে আশা করে এবং যে সকল লক্ষণ বড় বড় দেশসংস্কারকগণ সমধিক পরিমাণে প্রদর্শন করেন, সেই সকল তাঁহার ভিতরে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, ইহা তাহাদের অত্যন্ত ভুল এবং তাঁহার প্রতি অবিচার। তাঁহার আত্মার যে নিগূঢ় স্বাভাবিক মহত্ত্বের নিকটে সমগ্র দেশ সমধিক ঋণী, তাঁহার কোন দোষ বা অপূর্ণতা দর্শন করত তাহা স্বীকার না করিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অতীব অন্যায় ব্যবহার করে। মহাপরিবর্ত্তনসাধক দেশসংস্কারকের স্বাভাবিক

প্রতিভার ন্যায় তাঁহাতে কিছু আছে, এ অভিমান তাঁহার নাই, এবং দেশসংস্কারকের উচ্চ উপাধিও তিনি চান না; অথচ তাঁহার ভিতরে যে মহান্‌ গুণ আছে, পৃথিবীকে তাহা এক দিন বুঝিয়া প্রশংসা করিতে হইবে, এবং সমুদায় ভারত গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার নাম পোষণ করিবে। অপূর্ণতা তাঁহার আছে—কোন্‌ মানুষেরই বা অপূর্ণতা নাই? কিন্তু ভগবান্‌ যে তাঁহাকে এ দেশের ইতিহাসে একটি মহৎ কার্য্য-সাধনের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মতে একটুও সংশয় নাই, এবং তজ্জন্য তিনি যে অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সহকারে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনের মহত্ত্বের লক্ষণ। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনা। ইহারই জন্য তিনি জীবন ধারণ করেন, ইহারই জন্য তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম মূল্যবান্‌ এবং আমাদিগের চিত্তাকর্ষক। ঈশ্বরের দাসরূপে ইহাতেই তিনি মহত্ত্ব প্রকাশ করেন, এবং ইহাই তাঁহার সমগ্রজীবনব্যাপী দায়িত্বের কার্য্য। তাঁহার চরিত্রের অবশিষ্ট যাহা কিছু ব্যক্তিগত দোষ গুণ, তাহা তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য বিশেষরূপে আমাদের ভারতের ও সমগ্র মনুষ্য জাতির। তাঁহাকে বুঝিতে গিয়া আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত দোষগুণ তাঁহার জীবনের কার্য্যে বিস্মৃত হইয়া যাই, যেমন সাধারণ মানুষকে ইতিহাসের মানুষে, ব্যক্তিগত বিষয়কে সার্ব্বজনীন বিষয়ে, অনিত্য নিত্যেতে বিস্মৃত হইয়া থাকি।

"এই ভাবের প্রকৃতিই এই যে, ইহা গণ্ডগোল এবং আড়ম্বর দূরে পরিহার করে। মহাগণ্ডগোলপূর্ণ সংগ্রাম এবং মহাপরিবর্ত্তনের ব্যাপারের মধ্যে নহে, কিন্তু নির্জ্জন জীবনের গণ্ডগোলবিরহিত শান্ত উপদেশাদি মধ্যে উহা আত্মপ্রকাশ করে। কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবীর সম্মুখে, দুপ্রহরের সূর্য্যালোক মধ্যে উহা কিরণজাল বিস্তার করে না, উহার সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ। যে সকল লোক ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ও পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূরে প্রস্থান করিয়াছে, তাহারা নির্জ্জনে প্রশান্তভাবে উহার আলোক অনুভব করে। আমাদিগের বৃথা আশা যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দেশসংস্কারে সংগ্রামক্ষেত্রের সম্মুখ-ভাগ অধিকার করিবেন, অযুক্ত ব্যবহার ও অন্তর্ব্ব্যবস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন, একাকী সবলে প্রাচীন ভ্রমদুর্গ ভগ্নাবশেষ করিবেন, এবং কঠোর

আত্মবলিদানে জয় ক্রয় করিবেন। তাঁহার ভাব এবং শান্ত জীবনের কার্য্যের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মুখে সংগ্রাম নহে, শান্তি এই শব্দ, ক্রিয়া নহে, ধ্যান। তিনি আমাদিগকে সামাজিক সংগ্রামের উৎসাহকর উচ্চমার্থ আহ্বান করেন না, কিন্তু আমাদিগকে নির্জ্জনকুটীরে ও বেদীসন্নিধানে লইয়া যান, এবং আমাদিগকে আত্মোপরি নিক্ষেপ করেন যে, আমরা আমাদিগের আন্তরিক প্রকৃতি দর্শন করিতে পারি, এবং আধ্যাত্মিক সাধনে ঈশ্বরধ্যান ও ঈশ্বরের যোগসমাধান করিতে সমর্থ হই। তিনি বাহিরে সংসার হইতে আমাদিগের চক্ষু অবরুদ্ধ করিয়া অন্তররাজ্যের সারতম সত্যের দিকে উহা খুলিয়া দেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য বাহবিষয়সম্পর্কে নহে, অদৃশ্য আত্মসম্পর্কে, আধ্যাত্মিক সত্য, আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রেমসম্পর্কে। তাঁহার উপদেষ্টৃত্ব ক্রমান্বয়ে আত্মার পক্ষসমর্থন করে, এবং তাঁহার জীবন আধ্যাত্মিক সত্যের একটী সুমহান্ দৃষ্টান্ত। যে সময় হইতে তাঁহার আত্মাতে ধর্ম্মভাব সমুদ্রিক্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে তাঁহার প্রধান স্থিরপ্রতিজ্ঞা, তাঁহার একমাত্র উচ্চ অভিলাষ এই যে, তিনি হৃদয়ের গভীরতম স্থানে জীবন্ত সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন, এবং তাঁহাকে এরূপ প্রীতি ও তাঁহার লোকাতীত সৌন্দর্য্য ও স্নেহসম্ভোগ করিবেন যে, এখানে এবং পরলোকে সমগ্র জীবন তিনি ঈশ্বরেতে যাপন করিতে পারেন, ঈশ্বরেতে বিচরণ করিতে পারেন; যে বেদান্তমধ্যে অধ্যাত্ম অদ্বৈতবাদ প্রধান, সেই বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহার প্রাথমিক অধ্যাত্মজীবনোন্মেষের সাহায্য করিয়াছিল। নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যানযোগে তিনি ঈশ্বরেতে হৃদয় স্থাপন ও সমাধান করিতে শিক্ষা করেন। তিনি শুষ্ক ধর্ম্মবিজ্ঞানের ঈশ্বরের অনুসরণ করেন নাই, অথবা গূঢ়কল্পনাজনিত আনন্দবাদের অস্থায়ী আনন্দ-বিকারের রাজ্যে উত্থান করেন নাই। তাঁহার অধ্যাত্ম ক্রমিকোন্নতি ধর্ম্মসম্পর্কীণ। প্রার্থনা তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিল, বিনীত সোৎসাহ প্রার্থনা তাঁহাকে পরম পুরুষের নিকটবর্ত্তী করিয়াছিল, এবং অদ্বৈতবাদ, রহস্যবাদ এবং আত্মবাদের সিকতাভূমিতে তাঁহার আত্মার বিনাশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। ঈশ্বরকে যে তিনি কেবল মহান্ সৎপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু হৃদয়ে তিনি তাঁহার অনন্ত প্রীতিপূর্ণ দয়া অনুভব করিয়াছিলেন,

তাঁহার প্রেমের সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পিতামাতা, বন্ধু এবং রক্ষকরূপে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে ঈশ্বর তাঁহার জীবন ও প্রেম, এবং সাংসারিক প্রলোভন ও দুঃখের মধ্যে আশ্রয় ও সান্ত্বনা হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আপনার এবং দেশীয়গণের কল্যাণার্থ বিশ্বাস ও প্রীতিতে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক মত, উহা হৃদয়কে চরিতার্থ করিতে পারে না, শান্তি বা সান্ত্বনা অর্পণ করিতে সমর্থ নহে, এ জীবন তাঁহাদিগের এ অনুমানের চিরপ্রতিবাদ, তাঁহাদিগের মূলশূন্য অনুমানের জীবন্ত খণ্ডন। এই জীবন দেখাইয়া দেয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের কি প্রভাব, উহার কি জীবন্ত ভাব, এবং উহার কি আনন্দ। সত্যধর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়, উহাতে আপ্তবাক্য, অলৌকিক ক্রিয়া, দৃশ্য দেবতা, সংস্পৃশ্য অনুষ্ঠানসমূহের বাহ্য সাহায্য না থাকে, তাহাতেই বা কি? বিশ্বাস কি অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ নহে? উহা কি আপনার সুদৃঢ় অবিচলিত মূলোপরি আপনি দাঁড়াইতে সমর্থ নহে? সহজ শান্ত সুমিষ্ট, অথচ সবল ও জীবন্ত বিশ্বাস বাবু দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দৃঢ় মূল স্থাপন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে তিনি রক্তমাংসের প্রলোভন পরাজয় করিয়াছেন এবং জীবনেতে সত্যের জয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দেহ যে প্রকার ভক্তি-উদ্দীপক এবং প্রভাবযুক্ত, তাঁহার আত্মাও সেই প্রকার উন্নত এবং গম্ভীর। তাঁহার প্রতিদিনের আলাপ ও ব্যবহার, গৃহকার্য্য এবং সামাজিক ক্রিয়া, চিন্তা এবং অনুষ্ঠান, তাঁহার বিশ্বাসের অতুল্য আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শন করে। তিনি পূর্ব্বাপর সঙ্গতি সহকারে নিজের বিশ্বাস প্রচার ও অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য উহাতে পূর্ণ। তিনি সত্য সত্যই অধ্যাত্মরাজ্যে বাস করেন, এবং উহাই ভালবাসেন। এ কথা সত্য যে, তিনি সাধারণ লোকদিগের ন্যায় সংসারের কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু সান্ত্বনা ও আনন্দ, শক্তি ও শান্তি তিনি অন্তরে অন্বেষণ করেন। তাঁহার জীবনের গূঢ় দেশে আমরা যতই প্রবেশ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা কি প্রকার গভীর ভাবরসপূর্ণ; উহার আশা ও আহ্লাদের প্রভাব তিনি কেমন সম্যক্ প্রকারে অনুভব করেন। বলিতে পারা যায়,

ধ্যান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; ধ্যান ব্যতিরেকে সমুদায় পৃথিবীর সুখ ও ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া যাইবেন। উত্তেজিত হইলে, সন্দেহে উদ্বিগ্ন হইলে, বিপদে ক্লিষ্ট হইলে, নিরাশায় অবসন্ন হইলে, সংসার যে শান্তি দিতে পারে না, সে শান্তি অন্বেষণার্থ তিনি তাঁহার এই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এজন্যই তিনি প্রায় সর্ব্বদা ধ্যানাবস্থায় থাকেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে; যে সময়ে সাংসারিক কার্য্যে উদ্বেগ ও বিষাদ উপস্থিত হয়। অনেক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে গভীর ঈশ্বরানুচিন্তনে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেখা যায়। কখন কখন সমুদায় পূর্ব্বাহ্ণ বা অপরাহ্ণ নির্জ্জনে অতিবাহিত করেন। লোকের গোলমাল অপেক্ষা নির্জ্জন, জনসংসর্গের আমোদ অপেক্ষা নির্জ্জনাবাসের আমোদ তিনি অধিক ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত নগরের গোলমাল ছাড়িয়া ক্লান্ত আত্মার বিশ্রাম ও নির্জ্জনতার সুখসম্ভোগের জন্য পল্লীগ্রামস্থ নির্জ্জনাবাসে বার বার গমনাগমন যখন বিবেচনা করি, তখন দেখিতে পাই, ইঁহার মধ্যে এমন একটা কিছু অসদৃশ উন্নত ভাব আছে যে, ইঁহার মনের অতুল্য আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠতা আছে, এ কথা বলিতে আমাদের মন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এতদপেক্ষা তাঁহার অধ্যাত্ম অদ্ভুত সাধনের বাহ্য প্রকাশ আরও আছে। ভারতের রাজবিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে, ১৮৫৭ খৃঃ তাঁহার জীবনের পরীক্ষায় এত দূর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘ শ্রান্তিকর ভ্রমণক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি সিমলা পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে নির্জ্জনে জনশূন্যাবাসে অবিভক্তচিত্তে সোৎসাহ অভিনিবেশে জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরচিন্তনানুধ্যানে দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা দূরে থাকুক, মনে করাই কি অত্যধিক নয়? মনে রাখিও, বাবু দেবেন্দ্রনাথ 'ভারতের কুবেরের' পুত্র, অসম্ভব ধনসম্পদ এবং রাজোচিত ভোগ মধ্যে লালিত পালিত, আপনি অনেকগুলি সন্তানের পিতা, বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী, এবং তাহার পর মনে করিয়া দেখ, ঈদৃশ লক্ষপতি, পরিবারের ও ধনসম্পদের আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া দুই বৎসর কাল হিমালয়ে প্রার্থনা চিন্তন এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিলেন। এই ঘটনাই তাঁহার অদ্ভুত অধ্যাত্ম উন্নত ভাব প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করে,

এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শান্তি ও আনন্দের যথেষ্ট মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য যে তিনি একজন মহাজন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈদৃশ মানুষের হস্তে ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ কি আকার ধারণ করিবে, ইঁহার মনের আদর্শে তাহা সহজে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যে বেদান্তশাস্ত্র গোঁড়া পণ্ডিতদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্য গুরুতর প্রামাণিক প্রবচনরূপে সমাজে ব্যবহার করিতেন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ উহাকে উচ্চাভিপ্রায়সাধনের জন্য নিয়োগ করিলেন। সে উচ্চাভিপ্রায়—উপাসকগণের চিত্তকে গভীর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনুভূতি, জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তিতে উপনীত করা। তিনি ঈদৃশ প্রার্থনা, প্রাণদ ব্যাখ্যান প্রচলিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগতসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাতে যোগানন্দ, অধ্যাত্মরাজ্যের শোভা, আত্মসমর্পণের শান্তি, মানবজাতির পিতা মাতা, পাপীর পরিত্রাতা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং গৌরব, যে স্বর্গে শোক নাই, কেবল আনন্দের সাম্রাজ্য—সেই স্বর্গে ঈশ্বরের নিত্য সুখকর সঙ্গ—ভাবোদ্দীপক বাগ্মিতায় চিত্রিত করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলি অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় এবং কোন প্রতিবাদের ভয় না রাখিয়া আমরা বলিতে পারি, কি ইউরোপে, কি এ দেশে ঈদৃশ বিষয়ে যত ব্যাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের সকলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চিন্তার গাম্ভীর্য্যে, ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের সৌন্দর্য্যে ইহারা অতি উৎকৃষ্ট, এবং আমরা সম্ভবতঃ লিখিয়া যাহা চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে আশা করিতে পারি, তদপেক্ষা উহারা বিশিষ্টরূপে অসংখ্য ভাবী বংশধরগণের নিকটে সেই মহৎ আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবে, যাহা হইতে এই সকল বিনিঃসৃত। ভগবানের পরীক্ষিত দাসের জীবনকে যেন সমসাময়িক লোকে ভক্তি করিতে পারে। সত্যের জন্য দীর্ঘ কাল তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহার দেশের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে পুরস্কৃত করুক।"

২৩

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার *

ফরিদপুর হইয়া ঢাকা গমন

১৭৮৭ শকের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৮৬৫খৃঃ) সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা করেন। তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম ছিল। তাঁহারা বাষ্পীয় শকটারোহণে কুষ্টিয়ায় যাইয়া, নৌকাযোগে প্রথমতঃ ফরিদপুরে গমন করেন। ১২ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) ফরিদপুরে উপস্থিত হন। ১৪ই রবিবার (২৯শে অক্টোবর) প্রাতঃকালে ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজগৃহে, উপাসনান্তে আচার্য্য "ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সে দিন অপরাহ্লে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু আসিয়া আচার্য্যের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার মুখে সদুত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তোষ সহকারে তাঁহার প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশ করেন। ১৫ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর) তাঁহারা ফরিদপুর হইতে ঢাকায় যাত্রা করেন। ১৯শে কার্ত্তিক (৩রা নবেম্বর) ঢাকা নগরে উপস্থিত হন। নৌকাতেই দুই বেলা তাঁহাদের রন্ধন ভোজন হইত, তিন জনে মিলিয়া রন্ধন করিতেন। প্রসিদ্ধ "ট্রুফেথ" (True Faith) পুস্তক নৌকা-যোগে পূর্ব্ব বঙ্গে ভ্রমণকালে বিরচিত হয়। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ও প্রধান নগর। এ নগরে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত কিছুকাল ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

পরলোকগত ডিপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণী টোলাস্থ ভবনের একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে তখন সামাজিক উপাসনার কার্য্য হইত। সেই সময়ে ঢাকা নগরে রীতিমত ব্রাহ্মমণ্ডলী সংগঠিত হয় নাই। সমাজে অনেক লোকের সমাগম হইত বটে, কিন্তু দৈনিক উপাসনা করেন, এরূপ

* এই অধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী এক প্রেরিত ভ্রাতার স্মৃতিলিপি।

লোক বিরল ছিল। যিনি ব্রাহ্মণের মস্তকে চরণ ও শালগ্রাম শিলার উপর পাদুকাস্থাপনে সাহস প্রকাশ করিতেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বলিয়া তখন গণ্য হইতেন। সাধু অঘোরনাথের চরিত্রের প্রভাব ও সদৃষ্টান্তে অনেকের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছিল।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ বাঙ্গলাবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী জীবন বাবুর বহির্বাটীতে অবস্থিতি করেন। এক বৈরাগীর আখড়াতে তাঁহার জন্য সামান্যরূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, বেলা দ্বিতীয় প্রহরান্তে এক জন ভৃত্য উহা বহন করিয়া লইয়া আসিত। আহারে প্রতিদিন তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছিল। কড়কড় ভাত ও ঠাণ্ডা ব্যঞ্জনে তিনি কোনরূপে বন্ধুসহ উদরপূর্ত্তি করিতেন কয়েক দিন পরে ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়ীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এ যাত্রায় তিনি ঢাকা নগরে প্রায় একমাস কাল স্থিতি করেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে উপদেশদান ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার মুখে সুমধুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য কখন কখন শতাধিক লোক উপস্থিত হইত। ভ্রাতৃভাব ও প্রার্থনা বিষয়ে যে দুইটি মহান্ উপদেশ দান করেন, তাহাতে অনেকের জীবনে সুপ্রভাত হয়। প্রতি রবিবার তাঁহার উপদেশ-শ্রবণের জন্য পাঁচ, ছয় শত লোক উপস্থিত হইত। তিনি ঢাকাব্রাহ্মসমাজ, লালবাগব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গালাবাজার ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকাস্থ এই তিন সমাজেই উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিতেন। কেশবচন্দ্র জীবন বাবুর নাট্যমন্দিরে Faith (বিশ্বাস), Love (প্রেম), Revelation (আপ্তবাক্য), Catholicism (উদারতা), এই চারিটি বিষয়ে চারিদিন বক্তৃতা করেন। নগরের কৃতবিদ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ এরূপ মনোহারিণী বক্তৃতা পূর্ব্বে সে দেশের কোন লোক কখন শ্রবণ করেন নাই। বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, অনেক মদ্যপায়ী দুরাচার লোকের নয়ন হইতে অনুতাপাশ্রু বর্ষিত হয়, তাহারা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পাপাচারে নিবৃত্ত থাকে। ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ধর্ম্মানুরাগী প্রিন্‌সিপাল ব্রেণেণ্ড সাহেব আচার্য্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

তিনি যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ব্রেণেণ্ড সাহেব আপনার ছাত্রদিগকে বলেন, কেশব বাবু যেরূপ ইংরাজী বলেন, তোমরা সেইরূপ লিখিতে সমর্থ হইলে সাহিত্যে এম্ এ পাস করিতে পার। কেশবচন্দ্র "ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা" এই দুই বিষয়ে বঙ্গ ভাষায় দুই দিন বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি পূর্ব্বে কখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ্য মৌখিক বক্তৃতা দান করেন নাই, ঢাকাতেই তাঁহার প্রথম মৌখিক বাঙ্গালা বক্তৃতা প্রদান। এই বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকেই প্রেমে বিগলিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, একটি ভক্ত বৈষ্ণবের মহাভাব হইয়াছিল। "তুই ব্রহ্মজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলি ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলি" বলিয়া পরে মহন্ত তাঁহাকে শাসন করেন। এ যাত্রায় আচার্য্য যে কয় দিন ঢাকায় ছিলেন, তিনি সামাজিক উপাসনায় প্রার্থনামাত্র করিতেন, উদ্বোধন আরাধনাদির ভার অন্যের প্রতি অর্পিত ছিল।

ময়মনসিংহে গমন

এই সময়ে ময়মনসিংহ হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তথায় যাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। তখন ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে ৫।৬ দিনে নৌকাযোগে যাইতে হইত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া, একটি এক দাঁড়ের ক্ষুদ্রনৌকা আরোহণে ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। সেই ক্ষুদ্র নৌকায় রন্ধন, ভোজন ও শয়নোপবেশন হইত। রন্ধনকালে ধূমে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেন, অনেক সময় কেবল বেগুন পোড়া ও বেগুন ভাতে ও আলুভাতে ভোজ্যোপকরণ হইত। সঙ্গে বিছানা বালিশ ছিল না, এক খানা লেপ মাত্র ছিল, তাহাই দুইজনে গায়ে জড়াইয়া নিশা-কালের শীত নিবারণ করিতেন। ময়মনসিংহ হইতে প্রত্যাগমন কালে ময়মনসিংহস্থ এক জন বন্ধু * নিজের শয্যা ও উপাধান প্রদান করিয়া তাঁহাদের শয্যাকষ্ট নিবারণ করেন। আচার্য্য যখন ময়মনসিংহে উপনীত হন, তখন তথায় মহাঘটায় কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্জ সবডিভিজনের তদানীন্তন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন রায় বাহাদুর মেলার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ইনি তৎকালে ময়মনসিংহে স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন।

ছিলেন। আচার্য্য পঁহুছিবা মাত্র তিনি যাইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। পথে কোন কারণে আচার্য্য নৌকা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তিনি ও সাধু অঘোরনাথ দুই জনের পূর্ব্ব নৌকায় স্ব স্ব বিনামা ভুলিয়া রাখিয়া আসেন। উভয়কে শূন্যপদ দেখিয়া রামশঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে জুতা খরিদ করিয়া আনিয়া দেন। তাঁহারা নব পাদুকা পরিধান করিয়া সেই নৌকা হইতে অবতরণ করেন। কেশব-বাবুকে স্থান দান করিলে বা জাতিচ্যুতি হয়, এই ভয়ে ময়মনসিংহনগরস্থ কোন ব্রাহ্ম স্বীয় আবাসে স্থান দিয়া তাঁহার আতিথ্য সংকার করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার অবস্থানের জন্য সমাজগৃহের পার্শ্বে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছিল। এক জন ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য স্বীয় ভৃত্যকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে খুব ভাল রাঁধিত বলিয়া তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছেন। তখন ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম-সমাজে অনেক বড় বড় লোক যোগদান করিতেন। কাহারও জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সমাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছিল না, এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সমাজের কার্য্য হইত। অনেক সময় উপাচার্য্য সুরারক্তিমনেত্রে চেয়ারে বসিয়া আদিসমাজের নিবদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি-পুস্তক পাঠ করিতেন ও ব্যাখ্যান পড়িতেন। এইরূপ উপাসনার পরে অনেকে মিলিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন করিতেন। এক দিন এক জন বক্তা সুরামত্ত হইয়া আসিয়া বক্তৃতা-দানে প্রবৃত্ত হন, কিছু বলার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান, তখন শবাকারে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই ঘটনার পর কোন কোন সভ্য সমাজে যোগ দান করিতে সঙ্কুচিত হন। আচার্য্য যখন ময়মনসিংহে উপস্থিত হন, তখন ব্রাহ্মসমাজের এরূপ যথেচ্ছাচারের অনেকটা তিরোভাব হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত উপাচার্য্য স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীদিগেরও কথঞ্চিৎ ভাবান্তর প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু উপাসনা-শীলতা ও ধর্ম্মস্পৃহা কাহারও ছিল না। আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহারা ভদ্রতার আলাপ ও বিষয়প্রসঙ্গই করিতেন, ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। সৎপ্রসঙ্গের মধ্যে এই হইয়াছিল যে,

বক্তৃতা কেমন করিয়া দিতে হয়। তিনি উত্তর করেন, নির্লজ্জ হইলেই বক্তৃতা দেওয়া যায়। ময়মনসিংহের ভ্রাতারা ভাল খাওয়াইয়াছেন, আচার্য্য অনেক সময় শুদ্ধ এই কথাই বলিতেন।

তখন মেলা উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের কমিশনর বক্‌লাণ্ড সাহেব ও নানা স্থান হইতে ধনী, জমিদার ও ইয়ুরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কেশবচন্দ্র সেন আসিয়াছেন শুনিয়া, সাহেব বিবিরা মেলাস্থলে তাঁহার বক্তৃতা হয়, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মেলাক্ষেত্রে এক জন বড় সাহেব এক জন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীকে অপমান করেন, তজ্জন্য হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হয়, এই কারণে তথায় আর বক্তৃতা হইতে পারে নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। রবিবার প্রাতঃকালে সাধু অঘোরনাথ উপাসনা ও আচার্য্য উপদেশ দান করেন। নগরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক সেই বক্তৃতায় ও উপাসনায় যোগ দেন। আচার্য্য ময়মনসিংহে চার, পাঁচ দিনের অধিক ছিলেন না। সেই সময়ে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল, সেই ফটোগ্রাফ এক্ষণও কাহার কাহার নিকটে বিদ্যমান আছে। তখন তিনি অত্যন্ত কৃশাঙ্গ ছিলেন।

ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন, অসুস্থতা ও কলিকাতা প্রত্যাগমন

ময়মনসিংহ হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আচার্য্য অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন ব্রজসুন্দর বাবু কুমিল্লা নগরে ডিপুটী কলেক্‌টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আচার্য্যকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়াতে আচার্য্যের আর কুমিল্লা যাওয়া হয় নাই। ঢাকায় আসিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু কাল ব্যয় করেন, পরে সুস্থ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। অঘোর বাবু তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া যান, গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় থাকিয়া চিকিৎসা-কার্য্য ও প্রচার করিতে থাকেন। আচার্য্য সপরিবারে ঢাকায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া প্রচার করিবেন, এরূপ বাসনা করিয়াছিলেন; কার্য্যতঃ তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তিনি চলিয়া গেলে পর ঢাকা নগরীস্থ হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মদিগকে উৎপীড়ন ও তাঁহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবার জন্য এক সভাস্থাপন ও পত্রিকা প্রচার করেন।

দ্বিতীয়বার ঢাকায় গমন

মুঙ্গেরের ভক্তির আন্দোলনের অব্যবহিত পর সময়ে, ঢাকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বিশেষ আহ্বানানুসারে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র পুনর্ব্বার ১৭৯০ শকে ২৪শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ) ঢাকায় গমন করেন। এই দ্বিতীয়বার* পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার প্রচারার্থ ঢাকায় যাত্রা। এই যাত্রায় সঙ্গীত-প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটে যাইয়া, তথা হইতে বাষ্পীয় পোতে ঢাকায় উপনীত হন। তিনি বাষ্পীয় পোত হইতে অবতীর্ণ হইবা মাত্র, বহু লোকে আসিয়া তাঁহাকে আবেষ্টন করে। প্রথমতঃ আচার্য্য ব্রজসুন্দর বাবুর আরমাণীটোলাস্থ বাটীতে অবস্থিতি করেন, পরে সেই বাসায় গুরুতর সংক্রামকপীড়ার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া, বালিয়াটির জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের বংশীবাজারস্থ ভবনে বাস করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে আচার্য্য ঢাকা নগরে ধর্ম্মের অভিনব স্রোত দেখিতে পাইলেন। তখন উপাসনাশীল একটী যুবক-ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় কিয়দ্দিন আচার্য্য ও সাধু অঘোরনাথের সহবাসে থাকিয়া, তাঁহাদের উপাসনা ও উপদেশ এবং পবিত্র জীবনের প্রভাবে ধর্ম্মজীবনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে প্রচুর উৎসাহ ও একাগ্রতা এবং নেতা হইয়া যুবক ও বালকদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করার আগ্রহ ছিল। কলিকাতার সঙ্গত-সভার আদর্শানুসারে যুবকদিগকে লইয়া তিনি এক সঙ্গতসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কোন দিন সেই সঙ্গতসভার আলোচনাসঙ্গীতপ্রার্থনাদিতে রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। এক এক দিন ভাবোন্মত্ত যুবকগণ এরূপ উচ্চ প্রার্থনা ও ক্রন্দন চীৎকার করিতেন যে, প্রতিবেশীদিগের নিশানিদ্রার ব্যাঘাত হইত। এবার উৎসাহের সহিত এই যুবকদল আচার্য্যকে গ্রহণ করেন, আচার্য্যও তাঁহাদিগকে পাইয়া সুখী হন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সকল ভাবকে একান্ত বাহ্যিক বুঝিতে পারিয়া, তিনি তৎপ্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়কেও এ বিষয় জানাইয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে সতর্ক

* দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের প্রচারযাত্রা পরবর্ত্তী সময়ে হইলেও, বোধ-সৌকর্য্যার্থ একই স্থলে প্রদত্ত হইল।

করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কিয়ৎকাল পরে সেই সকল যুবকের অধিকাংশই ঘোর সংসারপারাবারে নিমগ্ন হন, কয়েকজন প্রায়শ্চিত্ত করেন, কাহার কাহার চরিত্র একান্ত কলুষিত হইয়া যায়। বোধ করি, এক্ষণ তাঁহাদের একজনও ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযাত্রিরূপে নাই। আচার্য্য ঢাকায় যাইয়া অবস্থিতি করিলে পর, প্রতিদিন তাঁহার নিকট বহু লোকের সমারোহ হইতে লাগিল। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত হইত। প্রথম রাত্রিতে পঞ্চাশ, ষাট জন, পর দিন প্রায় তুইশত জন, তৎপর দিন প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর আবাসে ৯ই চৈত্র (১৭৯০ শক) (২১শে মার্চ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ) রবিবার আচার্য্য সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ব্রহ্মোৎসব করেন। ঢাকায় এই প্রথম ব্রহ্মোৎসব। আচার্য্য স্বহস্তে পুষ্পমালা দ্বারা উৎসবগৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন। এবার ঢাকায় সুমধুর ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে দিনের উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, সঙ্গীত, সংপ্রসঙ্গাদি অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। অনেক তাপিত আত্মা শীতল হয়, অনেক পাপীর পরিত্রাণের পথ মুক্ত হয়। প্রাতঃকালে ছয়টার সময় উৎসব আরম্ভ হইয়া, রাত্রি দশটার সময় সমাপ্ত হয়। আচার্য্য উৎসবের সমুদায় কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সঙ্গীতের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচশত লোক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ৬ই চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর নবাব আবতুল গণির নূতন প্রাসাদে আচার্য্য 'Brahmo Samaj is a power' এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের বিস্তীর্ণ হলে লোকের সমাবেশ হইয়া উঠে নাই। বহুলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইয়ুরোপীয় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হর্ষেল, ব্রেণেণ্ড, গ্রেহাম্ ও কেম্প্ সাহেব ছিলেন। এই যাত্রায়ও কেশবচন্দ্র বহুদিন ঢাকায় অবস্থানপূর্ব্বক লোকদিগকে শিক্ষা দান করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

তৃতীয় বার ঢাকায় গমন ও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা

১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ভাই অমৃতলাল বসু ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশকে সঙ্গে করিয়া, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২০শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ)

ঢাকানগরে সমাগত হন। এই তাঁহার তৃতীয় বার পূর্ব্ববঙ্গে গমন। এবারই পূর্ব্ববঙ্গে শেষ প্রচার-যাত্রা। ২১শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) রবিবার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয়। তদুপলক্ষে ২১শে ও ২২শে দুই দিন উৎসব হয়। সেই উৎসবে ঢাকার নবাব ও বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের বোধগম্য হয়, এই উদ্দেশ্যে এক দিন কতক কার্য্য ইংরাজিতে হইয়াছিল। ২৩শে (৭ই ডিসেম্বর) সোমবার মন্দিরে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি ছত্রিশ জন ভদ্র যুবা যথারীতি ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হন। এই বার মন্দিরে ইংরাজিতে বক্তৃতা ও ভক্তিবিষয়ে বাঙ্গালায় উপদেশ হইয়াছিল। নূতনগ্রহ-আবিষ্কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ হর্ষেল সাহেবের বংশধর হর্ষেল ঢাকার তদানীন্তন জজ ছিলেন। তিনি আচার্য্যের প্রতি বিশেষ আদর সম্মান প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে ইংলণ্ডে যাইতে সঙ্কল্প রাখেন, এবিষয়ে আচার্য্য ঢাকাতেই প্রথম বিজ্ঞাপন করেন। (১) এ যাত্রায় তিনি অত্যল্প দিন ঢাকায় স্থিতি করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

ঢাকার ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব-বৃত্তান্ত

ঢাকার মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব-বৃত্তান্ত তদানীন্তন ধর্ম্মতত্ত্বে (২) প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"এত দিনের পর দয়াময় কৃপা করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন ঢাকা নগরের দুঃখী ভ্রাতাদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য, একটি উপযুক্ত উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন! প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ছিল; কেবল ত্রিশ, চল্লিশ জন ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়া নির্জ্জীব ভাবে ব্রহ্মোপাসনা মাত্র করিতেন, পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রচারকগণ তৎপ্রদেশে গমন করিতে আরম্ভ করা অবধি তথায় সজীব ভাবের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে তথায় অনেকগুলি সহৃদয়, সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম আছেন; তদ্ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-পরিবারও সঙ্গঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহৃদয় মুসলমান যুবা

(১) ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯১ শক (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

(২) ১৭৯১ শকের ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

এই পরিবারভুক্ত হইয়াছেন; তাঁহার সহিত অপরাপর সহৃদয় ব্রাহ্ম যুবারা যে প্রকার জাতিনির্ব্বিশেষে উদারভাবে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির একটি বিশেষ চিহ্ন। বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ (১৭৯১ শক) (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) দিবসে নূতন গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহের বহির্ভাগের কোন কোন অংশের নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। গৃহটি প্রায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় হইয়াছে; ইহার ভিতরে একদিকে একটি ব্রাহ্মিকাদিগের বসিবার জন্য, অপর দিকে গায়কদিগের নিমিত্ত, দুই দিকে দুইটি বারাণ্ডা হইয়াছে। প্রচারক ও আচার্য্যদিগের জন্য স্বতন্ত্র একটি গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্ম্মাণ জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সুযোগক্রমে গৃহ নির্ম্মাণ হইবে।

"ঢাকা নগরের ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দ ও আগ্রহের সহিত গত ২০শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) দিবসে তথায় উপনীত হন। পর দিবস প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক হইতে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ হইয়া দলে দলে পুরাতন সমাজগৃহে উপস্থিত হইয়া, 'বল আনন্দবদনে ব্রহ্মনাম' এইটি সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে, সকলেরই হৃদয় পবিত্র ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সকলে অবধারিত সময়ে পুরাতন সমাজগৃহের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সজলনয়নে দয়াময় পিতার নিকট সংক্ষেপে একটি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে, খোল করতাল লইয়া বাদ্য করিতে করিতে, সকলে মধুরস্বরে 'তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান' এই সুবিখ্যাত সংকীর্ত্তনটি গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই দুটি সত্য দুইটী পতাকায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া বায়ুতে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে মুসলমান ভ্রাতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একটি পতাকা ও অপরটি তত্রস্থ একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কৃষক হস্তে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন; পশ্চাতে শত শত ব্রাহ্ম ও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান, ধনী দরিদ্র, মূর্খ ও কৃতবিদ্য

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নব ব্রহ্ম-মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য অসংখ্য দর্শক অবাক্ হইয়া সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে এত লোক সমাগত হইয়াছিল যে, যখন ব্রাহ্মগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, স্থানাভাব-প্রযুক্ত তাঁহাদের যথেষ্ট কষ্টের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। ইত্যবসরে কয়েকজন ভদ্রপরিবারস্থ ব্রাহ্মিকা ভিতরের একদিকের বারাণ্ডায় যবনিকামধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন। পরে সকলে স্থির হইলে, গৃহনির্ম্মাণসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস গৃহের উদ্দেশ্য কি, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে যে প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তিনি উপাসনান্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা' বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। বেলা পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার পর সমাজ ভঙ্গ হইল। অনন্তর প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দরিদ্র, অন্ধ, রুগ্ন ও অনাথদিগকে শীত বস্ত্র ও কিছু কিছু অর্থ প্রদত্ত হইল। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার পর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' পুস্তক হইতে কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তাহার পর চারিটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া, প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামান্তে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে সায়ংকালের উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 'ঈশ্বরের বিশেষ করুণা' বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া, প্রায় রাত্রি দশটার সময় সে দিনের উৎসব পরিসমাপ্ত হইল।

"পর দিন, ২২শে অগ্রহায়ণ, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা এবং 'সংসার ও ধর্ম্ম' বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। পর দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি 'প্রকৃত জীবন' বিষয়ে ইংরাজিতে একটি বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালী মুসলমান প্রভৃতি ঢাকাস্থ প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত লোকই উপস্থিত হন। ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) ছয়ত্রিশ জন উৎসাহী ব্রাহ্ম প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে এই ব্যাপার ব্রহ্মমন্দির মধ্যে হইবার পক্ষে

কিছু ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় সেই সমস্ত বিঘ্ন তিরোহিত হইয়া যায়, এবং ব্রাহ্মগণ পবিত্র শান্তি ও উৎসাহের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে প্রায় বেলা দুইটা পর্য্যন্ত দয়াময়ের উপাসনা ও তাঁহার নাম গান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় 'আধ্যাত্মিক পরিবার' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।"

২৪

প্রচারোদ্যম

বাধা প্রতিবন্ধকের ভিতরে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ উদ্যম দ্বিগুণতর হইত। কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল, চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচার ও মণ্ডলীবন্ধন করিবার যত্ন ও উৎসাহ তত বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সঙ্গে প্রচারের কার্য্যের বিস্তৃতি ও সাধারণসভায় সকলের যোগ কি প্রকার হইয়াছিল, তৎকালীনকার "ইণ্ডিয়ান মিরার" (১৮৬৬ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী) হইতে তৎসম্বন্ধীয় কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "প্রতিনিধিসভাসংস্থাপনের কাল হইতে প্রচারের কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতেছে। বৎসরের আরম্ভে এই সভার কার্য্য এবং এ দেশে প্রচারের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা ও আলোচনা করা অপেক্ষা আর কোন চিত্তাকর্ষক গ্রহণোপযোগী বিষয়ে আমরা নিযুক্ত হইতে পারি না। এক বৎসরের অধিক কাল হইল, এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন ইহা দ্বারা যে কোন কার্য্য হইবে বা ইহার কোন গুরুত্ব আছে, তৎসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যাহা দেখা বা শুনা হইয়াছে, তাহাতে ইহা বিলক্ষণ স্থির হইয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের মণ্ডলীর উন্নতির কর্ম্মণ্যতাপরিবৃদ্ধির জন্য নিয়মপূর্ব্বক প্রচারের ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং প্রচারসম্পর্কীয় অন্তর্ব্যবস্থান নূতন প্রণালীর হইলেও উহা যে উচ্চতম অভিপ্রায়-সাধনের :উপযোগী, ইহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পঞ্চাশতের অধিক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের ছায়ামাত্রও নাই, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ-নিবন্ধনেরও উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজ অন্য কোন সমাজ হইতে সাহায্য বা উৎসাহ পাইবার কোন আশা না রাখিয়া, একা একা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, অনেকগুলি সমাজ ক্রমে ক্রমে

অসাড়, জীবনশূন্য ও অনেক প্রকার দুঃখাবহ অভাব ও দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি পরস্পরের মিলিত ভাবের কার্য্য হইতে পরস্পর সাহায্য লাভ করিত, তাহা হইলে এ প্রকার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে কোন কোন সমাজ অনুকূল অবস্থা বশতঃ, কয়েক বৎসর হইল, দ্রুতপদে উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়া থাকিলেও, সাধারণতঃ সকলের উন্নতির কিছুই হয় নাই। এই অকল্যাণ-নিবারণ জন্য, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সাধারণ প্রতিনিধিসভা সংস্থাপিত হয়। উহার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজসকলের কল্যাণ বর্দ্ধিত হয় এবং সকলের সমানলক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপূজা প্রচারিত হয়। এই অভিপ্রায়সাধনের জন্য এই সভাকে সাধারণসভা করা হইয়াছিল। সকল সমাজেরই প্রতিনিধি ইহাতে এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ সমাজের উন্নতি ও দুর্গতির বিষয় বলিতে পারিবেন, এবং সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের পরামর্শে এবং অভিজ্ঞতায় কি কি সহজ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সাধারণ কল্যাণ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। গত অক্টোবর মাসের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশনে যে প্রকার কার্য্য হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, সভার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সফল হইয়াছে। দুই একটি সমাজ ছাড়া আর সকলেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সভার ধনভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন, সকল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রস্তুত হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপায় অবধারিত হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; একটি উপযুক্ত প্রচারকমণ্ডলী সংসৃষ্ট হইয়াছে, এবং বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগের কার্য্য মধ্যে প্রধান প্রধান সকল কার্য্যই অন্তর্ভূত, যথা—পর্য্যবেক্ষণ জন্য ভ্রমণ, আচার্য্যকার্য্য, পুস্তকপ্রণয়ন, প্রকাশ্য বক্তৃতা, অপ্রকাশ্য সভা ইত্যাদি। এই সকল কার্য্য অভূতপূর্ব্ব বল, উৎসাহ এবং আত্মত্যাগ সহকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে।" *

* এই প্রবন্ধে অনেকগুলি তাৎকালিক বৃত্তান্ত জানিতে পাওয়া যায়। যেমন—তৎকালে এই সকল স্থানে চুয়ান্নটি সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল।—(১) কলিকাতা ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী (২) বহুবাজার, (৩) যোড়াসাঁকো [দৈনিক সমাজ], (৪) সিন্দুরিয়াপটী, (৫) পটলডাঙ্গা,

ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব

এই সময়ে (১১ই মাঘ, ১৭৮৭ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৬খৃঃ) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক। কলিকাতা সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষার এই শেষ বর্ষ উপস্থিত। এই উৎসবে ব্রাহ্মিকাগণকে লইয়া

---

(৬) শ্যামবাজার; (৭) ভবানীপুর, (৮) বেহালা, (৯) মুদিয়ালী, (১০) হাবড়া, (১১) সাঁতরাগাছি, (১২) বোলুহাটী, (১৩) কোন্নগর, (১৪) বৈদ্যবাটী, (১৫) শ্রীরামপুর, (১৬) চন্দননগর, (১৭) চুঁচড়া, (১৮) ভান্ডাড়া, (১৯) বর্দ্ধমান, (২০) বহরমপুর, (২১) ভাগলপুর, (২২) নিবাধই, (২৩) দত্তপুকুর, (২৪) টাকী, (২৫) বাগআঁচড়া, (২৬) কৃষ্ণনগর, (২৭) শান্তিপুর, (২৮) নড়াইল, (২৯) গৌরনগর, (৩০) গোবিন্দপুর, (৩১) অমৃতবাজার, (৩২) কুষ্টিয়া, (৩৩) কুমারখালি, (৩৪) বোয়ালিয়া, (৩৫) বগুড়া, (৩৬) ফরিদপুর, (৩৭) গোবিন্দপুর, (৩৮) ঢাকা, তদন্তর্বর্ত্তী (৩৯) বাঙ্গালাবাজার, (৪০) লালবাগ; (৪১) ত্রিপুরা, (৪২) ত্রিপুরা শাখাসমাজ, (৪৩) ব্রাহ্মণবেড়িয়া, (৪৪) ময়মনসিংহ, (৪৫) সেরপুর, (৪৬) বরিশাল, (৪৭) চট্টগ্রাম, (৪৮) মেদিনীপুর, (৪৯) বালেশ্বর, (৫০) কটক, (৫১) এলাহাবাদ, (৫২) বেরিলি, (৫৩) লাহোর, (৫৪) মান্দ্রাজ। এই সকল সমাজের মধ্যে কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও মেদিনীপুরের সমাজ প্রাচীন। ঢাকা ও মেদিনীপুরের সমাজ ১৮৪৭ সনে এবং কৃষ্ণনগর সমাজ উহার এক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। কলিকাতা ভবানীপুর, বেহালা, চন্দননগর, চুঁচড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও বরিশালে স্বতন্ত্র সমাজগৃহ আছে। কলিকাতা, বহুবাজার, কৃষ্ণনগর, নিবাধই, বগুড়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, এই সকল সমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয়, এবং কলিকাতা কলেজ ছাড়া চন্দননগর, ভান্ডাড়া, গৌরনগর এবং কোন্নগরে বালক ও বালিকা-বিদ্যালয়, লাহোর, বর্দ্ধমান বেহালা, বেরিলি এবং নিবাধইয়ে বালক-বিদ্যালয় এবং বরিশালে বালিকা-বিদ্যালয় আছে। ইহার অনেকগুলিতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য থাকিলেও ব্রাহ্মগণের তত্ত্বাবধানাধীন। এ সময় সাতখানি পত্রিকা ছিল—(১) তত্ত্ববোধিনী, (২) ধর্ম্মতত্ত্ব, (৩) সত্যান্বেষণ (বহুবাজার সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত), (৪) সত্যজ্ঞানপ্রদায়িনী (যোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত), (৫) ধর্ম্মপ্রচারিণী (বেহালা সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত), (৬) ইণ্ডিয়ান মিরার, (৭) ন্যাশন্যাল পেপার। এতদ্ব্যতীত ঢাকা হইতে 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'বিজ্ঞাপনী' ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। এ সময়ে আট জন প্রচারের কার্য্য করিতেন—তিন জন কলিকাতায়, এক জন তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, এক জন মেদিনীপুরে, দুই জন পূর্ব্ববঙ্গে, এক জন রাজসাহী ও যশোহরে। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ কড়ালরবাসী এক জন যুবা শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব কলিকাতাসমাজে নিষ্পন্ন হয়। আমরা এই সময়ের তত্ত্ববোধিনীর উৎসব-বৃত্তান্তে(১) দেখিতে পাই, "অন্য দিন দিবাকর নিদ্রিত প্রজাগণকে জাগরিত করেন, অদ্য এগারই মাঘে তিনি যেন ব্রাহ্মগণের আহ্বানে জাগরিত হইয়া অধিকতর মধুরোজ্জ্বল বেশে দৃষ্টি-দেশে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মিকাসমাজ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজগৃহে পবিত্র বেদীর পূর্ব্বভাগে যবনিকার অন্তরালে অনন্তদেবের পূজা-প্রতীক্ষায় সমাসীন হইলেন, ব্রাহ্মগণ দ্বারা গৃহের অবশিষ্ট ভাগ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর আমাদের প্রধান আচার্য্য দক্ষিণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ও বামে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া বেদীতে উপবেশন করিলে, সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা সমারব্ধ হইল।"

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দের শেষ উপদেশ

এই সাংবৎসরিকে কেশবচন্দ্র বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই তাঁহার শেষ উপদেশ। এই উপদেশে প্রথমতঃ অনন্ত ঈশ্বর সহ যোগ সমাধান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে;—"বহির্জগতের সমুদায় পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়-কামনার নিকট বিদায় লই। সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অন্তর্হিত হইল—যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর, সকলই অদৃশ্য হইল। আমরা অনন্তের রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনন্তের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে।" "আমরা কোথায় রহিয়াছি? অনন্তরাজ্যে, যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কাল ঈশ্বরেতে ওতপ্রোতভাবে স্থিতি করিতেছে। অনন্ত ঈশ্বর দেদীপ্যমান, সম্মুখে অনন্ত জীবন প্রসারিত; এখানে কেবলই অনন্ত।" উৎসব এই অনন্ত দেবের পূজা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। "অধ্যাত্মযোগসমন্বিত উপাসনাই অনন্তদেবের প্রকৃত পূজা।" এই যোগ-সাধনের উপায় কি? "এ যোগ-সাধনের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—বিবেক ও বৈরাগ্য।" "বিবেক ও বৈরাগ্য অমৃতের সেতুস্বরূপ। বিবেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলন সাধন করে, বৈরাগ্য মনুষ্যকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য মৃত্যুকে অতিক্রম

(১) ১৭৮৭ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

করে। বিবেক অসত্য হইতে আত্মাকে সত্যস্বরূপে লইয়া যায়। বৈরাগ্য মৃত্যু হইতে আত্মাকে অমৃতেতে লইয়া যায়।" যে বৈরাগ্যে মনুষ্য অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, সে বৈরাগ্য কি? "গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান অথবা সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কেবল ধ্যানে নিমগ্ন থাকাও বৈরাগ্য নহে।" "নিষ্কাম হইয়া—ফল-ভোগের কামনাবিহীন হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই বৈরাগ্য।"

মান্দ্রাজে শ্রীধরস্বামী নাইডুকে প্রচারার্থ প্রেরণ

মান্দ্রাজে প্রচার করিবার উদ্দেশে, কডালরবাসী শ্রীধরস্বামী নাইডু আট মাস যাবং কলিকাতায় অবস্থান করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বাদি শিক্ষা করেন। তিনি এখন মান্দ্রাজে প্রচারার্থে গমন করিতে প্রস্তুত হন। ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৬ খৃঃ) তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মসমাজপ্রচারকার্য্যালয়ে সভা হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র নবীন প্রচারককে যেরূপ প্রোৎসাহিত করেন, তাহা পাঠ করিয়া, প্রচারবিষয়ে তাঁহার যে কি প্রকার অক্ষুণ্ণ উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল, তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। আমরা এই বক্তৃতার সারমাত্র এ স্থলে দিতেছি:—আপনি মান্দ্রাজে গমন করিতে উদ্যত, আপনার ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাব আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। আপনি আমাদিগের সঙ্গে আট মাস মাত্র অবস্থিতি করিয়া হঠাৎ দেশে চলিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই সন্তপ্ত হইয়াছি। আপনার বিনম্র স্বভাব, বালকের ন্যায় সহজ ভাব, সত্য ও ঈশ্বরের জন্য ত্যাগস্বীকার আপনাকে আমাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় করিয়াছে। আপনার সঙ্গে আমাদিগের বিচ্ছেদ ক্লেশকর হইলেও, আপনি উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছেন বলিয়া, এই ক্লেশের সঙ্গে আহ্লাদ সংযুক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এবং উহার মূলতত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য আপনি এদেশে আসিয়াছিলেন। আপনি সেই সকল আপনার স্বদেশে প্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন। আমাদিগের পক্ষে এ অতি আহ্লাদের ব্যাপার যে, আমাদিগের প্রচারকার্য্য দূরবর্ত্তী মান্দ্রাজপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইতে চলিল। প্রচারাপেক্ষা আমাদিগের নিকটে প্রিয় সামগ্রী আর কি আছে? এই আধ্যাত্মিক দুরবস্থার সময় সমুদায় দেশে প্রচারকার্য্য ব্যাপ্ত হয়, ইহা অপেক্ষা

আর কি আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? ভারতের এক কোণ হইতে অপর কোণ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথার অন্ধকারে পূর্ণ, শিক্ষাপ্রভাবে অনেকের মন প্রশস্ত হইয়াছে, নূতন ভাবের আধার হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কপটতা অসন্তুষ্টি প্রভৃতি দোষেরই আধিক্য উপস্থিত। ঈদৃশ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণের যে কত প্রয়োজন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমাদিগের দেশের সকল অংশেই তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহাদিগকে চাহিতেছেন। এ সময়ে যদি তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ আমরা অল্প কিছুও করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। এ সময়ে আপনি যে আমাদিগের অল্পসংখ্যক প্রচারকমণ্ডলীর সহিত যোগ দান করিলেন, ইহাতে আমরা সমূহ আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। বিশেষতঃ ইহা কত আনন্দকর যে, সেই প্রদেশে আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যেখানে প্রচারের অতীব প্রয়োজন। মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীগণ বঙ্গদেশের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে আবদ্ধ হন, ইহা আমাদিগের বড়ই অভিলাষ। সে দিনের জন্য আমরা কত উদ্বিগ্ন, যে দিন দুই প্রদেশ মিলিত হইয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করিবে। ঈশ্বরপ্রসাদে আপনার প্রচার মহৎফলযুক্ত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ কুসংস্কারের অভেদ্য দুর্গ, কিন্তু সত্যের সম্মুখে উহা কখন তিষ্ঠিতে পারে না। আপনার জাতীয় ভাব, আমরা আশা করি, আপনার কৃতকার্য্যতার হেতু হইবে। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, আপনি বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, আপনি সমাজে উচ্চপদস্থ; কিন্তু আপনার বিনয় ও সাধুতা, স্বজাতির প্রতি ও দেশের প্রতি অনুরাগ আছে, প্রচারকের উপযোগিতাসম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট এবং এই গুণ থাকিলেই তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। আপনি কিরূপে প্রচার করিবেন, আমরা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে চাই না। যাহা থাকিলে প্রচারক হওয়া যায়, তাহার অনুসরণ করিলেই আপনি সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিবেন। বৃথা লোকের মনে আপনি বিরোধী ভাব উদ্দীপন করিবেন না, কিন্তু যখন কোন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইবে, সে সময়ে সকল প্রকারের ত্যাগস্বীকার করিয়া উহাকে রক্ষা করিবেন, কোন

প্রকার অন্যায় সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা উদ্দীপন করিয়া দিয়া, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কডালর প্রদেশ হইতে আপনার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় দান করিয়াছেন, আপনার হৃদয়ে প্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, আপনি সর্ব্ববিষয়ে সেই বিধাতার উপরে নির্ভর করিবেন। তিনিই আপনাকে সঙ্গে করিয়া মান্দ্রাজে লইয়া যাইতেছেন, তিনি আপনার প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহার পবিত্র বিদ্যমানতা আপনার পথের আলোক হইবে, পরীক্ষা বিপদের মধ্যে তাঁহার বল আপনার বর্ম্ম হইবে। আমরা তাঁহারই হাতে আপনাকে অর্পণ করিতেছি, তাঁহারই হস্তের যন্ত্র হইয়া আপনি বিনীতভাবে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করুন। আমরা আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে বম্বে, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি প্রচার-ব্রতে জীবন অর্পণ করিবেন। এইরূপে অল্পসংখ্যক প্রচারকের সাহায্যে, আমরা আশা করি, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ এবং বিবিধ প্রকারের ক্লেশকর বিষয় তিরোহিত হইয়া, চারিদিকে বিশ্বাস, প্রেম এবং আনন্দ বিস্তৃত হইবে।

ব্রাহ্মিকাসমাজের প্রথম মহিলাসম্মিলনসভা

কেশবচন্দ্র এই সময়ে (১৮৬৫ খৃঃ) ব্রাহ্মিকাসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, এ কথা কথার উদ্ঘাতে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমাজে কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপদেশ দিতেন এবং একজন ইউরোপীয় মহিলা ব্রাহ্মিকাগণকে শিল্পাদি শিখাইতেন। এই শিক্ষাসম্পর্কে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৬ খৃঃ) মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন সাহেবের গৃহে মহিলাগণের সম্মিলনসভা হয়। এই প্রথম মহিলা-সম্মিলনসভা। ইহাতে প্রথমতঃ ম্যাজিক লাণ্টারণ, তৎপর বায়ুশোষণযন্ত্রের ক্রিয়া, বায়ুবিজ্ঞানের স্থূল স্থূল মূলতত্ত্ববিষয়ক দৃষ্টান্ত এবং অম্লজন, ফস্ফরস্ ও গন্ধকঘটিত আমোদকর প্রদর্শন প্রদর্শিত হয়। কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়া সঙ্গীতাদি করেন। রাত্রি দশটার পর সম্মিলনসভা ভঙ্গ হয়।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা

১০ই বৈশাখ ১৭৮৮ শকে (রবিবার, ২২শে এপ্রিল, ১৮৬৬ খৃঃ) অপরাহ্ণ পাঁচ

ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যালয়ে ব্রাহ্মদিগের সাধারণসভা হয়।* সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা হইতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন† পাঠ করেন। অনন্তর পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যবিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিলেন :—

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারসম্বন্ধীয় কার্য্য কতদূর পূর্ব্ব বৎসরে সম্পন্ন হইয়াছে এবং আগামী বর্ষে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে, এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য অদ্যকার সভা। গত বর্ষের কার্য্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, প্রথমতঃ আয় ব্যয়, দ্বিতীয়তঃ স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ, তৃতীয়তঃ পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন, চতুর্থতঃ ব্রাহ্মিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীসংস্থাপন, পঞ্চমতঃ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকদিগকে উপদেশ প্রদান।

(১) আয় ব্যয়।—সভ্যসংখ্যাসংবর্দ্ধনবিষয়ে বিগত সাধারণ সভায় যে অভিলাষ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ বর্ষে তাহার সম্যক্ ফল লাভ করিয়াছি। গত বৎসর বৈশাখ মাসে সভ্যসংখ্যা ৫৯ জন ছিল, বর্ত্তমান বৈশাখে তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়া ৯৮ জনে পরিণত হইয়াছে। গতবর্ষে যাঁহারা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয়স্থাননিবাসী। এ বৎসরে যাঁহারা সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা বিবিধ স্থানে বাস করেন। পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অবধি, পশ্চিমদিকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, উত্তরদিকে বেরিলী অবধি, দক্ষিণদিকে মৈসূর পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে আমাদিগের সভ্যশ্রেণী সংবর্দ্ধিত হইতেছে, এতন্নিবন্ধন: ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের আয়েরও অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইবে। গত বৎসরে পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসে আয় ৪৭৯৷৷০ মাত্র ছিল। এ বৎসর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত, ২,০১১৷৷৫ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা এ বৎসরে আয় প্রায় দেড় গুণ অধিক হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, ব্রাহ্ম-দিগের অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিবারের ভরণপোষণ ও রোগের সময় ঔষধ ক্রয় করিবারও সকলের সামর্থ্য নাই। এবম্প্রকার

* ১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

† ১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের "ধর্ম্মতত্ত্বে" সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

সাংসারিক অনাটন সত্ত্বেও যে তাঁহারা প্রচারকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত এত প্রচুর সাহায্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিঃস্ব লোকদিগের অর্থ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের সুখাসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, প্রাণপণে ক্রমাগত তাঁহার ইচ্ছার অনুগমন করি, তাঁহার সত্য প্রচার করি।

(২) স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ।—এই দেশের নানা স্থানে প্রচারকপ্রেরণ প্রচারকার্য্যের একটি সর্ব্বপ্রধান উপায় স্বীকার করিতে হইবে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, গতবর্ষে আমরা এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, কি অকৃতকার্য্য হই নাই। আমাদিগের প্রচারকসংখ্যা সাত জন ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বিগত কার্ত্তিকমাসে ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন; ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে তাঁহার দ্বারা বহু উপকার সংসাধিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারবৃত্তান্ত গতবারের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, * এক্ষণে তাহার পুনরালোচনা আবশ্যক বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে প্রচার করিবার মানসে বাহিরে গমন করিয়াছেন। গতবর্ষের অধিকাংশকাল তিনি প্রচারকার্য্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া, সকল বিষয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত পীড়িত, এই পীড়িত শরীরে তিনি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা

* ১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু যশোহর ও নড়াল অঞ্চলে প্রচারমানসে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাবৎ স্থানে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া একটি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, অন্যূন চারিমাস কাল শয্যাগত থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। রোগের কিঞ্চিৎ সমতা হইলেই তিনি প্রচার-কার্য্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ ও কলিকাতাকালেজস্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপিও রোগমুক্ত হয়েন নাই, তাঁহার সেই অপ্রতিবিধেয় রোগের হস্ত হইতে বোধ হয় কখনই তিনি নিস্তার পাইবেন না। তিনি আর গৃহে ও কলিকাতায় অবরুদ্ধ না থাকিয়া, কঠোর রোগ লইয়া বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার মানসে গমন করিয়াছেন; ভাগলপুর, পাটনা, বারানসী প্রভৃতি স্থান আপাততঃ তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মহচ্চরিত্র, স্বর্গীয় উৎসাহ, পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রবল নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আশাতে আত্মা পূর্ণ হয়; তাঁহা দ্বারা যে এই হতভাগ্য দেশের মঙ্গল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্ব-পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্য যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারও শরীর ভয়ানক রুগ্ন। সাংসারিক অবস্থাও যেরূপ, শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ; কত সময় তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জীবনাশাপর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বহু কষ্ট অত্যাচার সহ্য করিয়া যে সামান্য বিষয়কার্য্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তৎসমুদায় পরিত্যাগ করত প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যালয়ে ও কলিকাতাকালেজে শিক্ষাপ্রদানের ভার এক্ষণে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় গতবর্ষে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসর ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উক্ত স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। ঢাকা হইতে তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচার করিয়াছেন এবং বাগআঁচড়া, যশোহর ভ্রমণ করিয়া রামপুর বোয়ালিয়া হইয়া বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। সপ্তজন প্রচারকের গতবর্ষের এইরূপ সংক্ষেপ

কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, বসন্তকুমার দত্ত ও অপর কেহ কেহ কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে প্রচারকার্য্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিও আমাদিগের ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত রুগ্নশরীর ও সাংসারিক দুর্দ্দশাপন্ন। কিন্তু যতই তাঁহাদিগের দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

(৩) পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন। গত বৎসরে (১৮৬৫ খৃঃ) প্রচারকার্য্যালয় হইতে চারিখানি পুস্তক * মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে দুইখানি পুস্তক ইংরেজী ভাষায় এবং দুইখানি বাঙ্গালাভাষায় বিরচিত। পুস্তকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

ইংরাজী	বাঙ্গালা
An Appeal to Young India.	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।
True Faith.	বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতিরেকে ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদপত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র আমাদিগের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেক বিষয়ে সাধারণে আমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে উৎসুক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্র দ্বারা কতদূর সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। যদি প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একখানি সংবাদপত্র প্রয়োজন হয়, এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র দ্বারা যদি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে 'ইণ্ডিয়ান মিররকে' প্রচার-কার্য্যালয়ের অন্তর্গত করা উচিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের ব্যয়ে† চলিতেছে। আমার মতে

* চারিখানির প্রথম তিনখানি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত। চতুর্থ পুস্তকখানি কাহার প্রণীত, উল্লেখ নাই; তবে ১৭৮৭ শকের পৌষ মাসের "ধর্ম্মতত্ত্বে" তাহার সমালোচনা আছে।

† শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের নিজব্যয়ে মিরার চলিয়াছে, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কলিকাতাকলেজসম্বন্ধেও এই কথা।

সাধারণের জন্য এক জনকে দায়ী করা উচিত নহে। অতএব আমার প্রস্তাব যে, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রের আয় ব্যয়ের ভার অদ্যাবধি প্রচারকার্য্যালয় গ্রহণ করেন।

(৪) ব্রাহ্মিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন। গতবর্ষের (১৮৬৫ খৃঃ) কার্য্য মধ্যে এই একটি কার্য্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এতদিন পর্য্যন্ত দেশোন্নতির যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হয় না। উপাসনামন্দিরস্থাপন, কি ব্রহ্মবিদ্যালয়, কি সঙ্গত, স্ত্রীলোদিগের জন্য এতন্মধ্যে কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। যে দেশে স্ত্রীলোকদিগের অনুন্নতি, সে দেশের কখন মঙ্গল নাই। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা, দাসীত্ব, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, সেখানে অমঙ্গল অধঃপতন শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। এ দেশের কল্যাণসাধন করা যদি ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা এক্ষণে যেরূপ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন, এরূপ আর থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকদিগের এই দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য গতবর্ষে ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কতকগুলি ব্রাহ্মিকা একত্র হইয়া উপাসনা করেন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। কোন একটী ভদ্রবংশীয়া ইউরোপীয় মহিলা এখানে ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা ও শিল্পবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মিকাসমাজ এক্ষণ যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা যদি আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, তবে ভিন্ন প্রণালীতে আর একটি ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপন করুন; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলবিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। তাহারা কেবল আমাদিগের শারীরিক সুখের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই, দাসীত্ব করিবার জন্যও জন্ম গ্রহণ করে নাই; যে জন্য পরম পিতা তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়, তৎপ্রতি যেন কোন ব্যাঘাত না হয়, কারণ সেরূপ ব্যাঘাত দেওয়া ঘোর পাপ।

(৫) সাধারণ বিদ্যালয়ে উপদেশ ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবেশ না করিলে অনেক অপকারের সম্ভাবনা। ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই জ্ঞানশিক্ষাপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; এই

জন্য লক্ষিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে যে যে ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয় আছে, যথায় বালকদিগকে সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অসত্য হইতে সত্যের দিকে আনিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। যাহারা এক্ষণে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে, কতক দিন পরে তাহারাই পরিবার ও দেশোন্নতির ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের হৃদয় এখনও কোমল আছে, তাহাদিগের উপদেশদানবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। এই জন্যই প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কলিকাতা-কলেজে শিক্ষাদানে সযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান মিররের' ন্যায় এই কলিকাতাকলেজেরও ভার এক জন প্রচারকের হস্তে আছে। প্রচারকার্য্যের জন্য যদি একটি বিদ্যালয় আপনাদিগের আবশ্যক বোধ হয়, বালক-দিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দান এবং সদ্দৃষ্টান্তপ্রদর্শন কর্ত্তব্য হয়, এবং কলিকাতাকলেজের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতক সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য এক জন প্রচারকের শোণিত শোষণ না করিয়া, তাহার আয় ব্যয় আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করুন।

উপসংহারকালে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করা উচিত যে, বিগত বর্ষে আমাদিগের যতদূর সাধ্য, ততদূর প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার প্রসাদে দৃঢ়তর চেষ্টা হইবে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের অন্তরে অধিকতর উৎসাহ, নির্ভর, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা প্রেরণ করুন।

তদনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইলঃ—

১। অধ্যক্ষসভা রহিত করিয়া এক জন সম্পাদক ও এক জন সহকারী সম্পাদকের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেনঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন	তত্ত্বাবধায়ক।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	সহকারী সম্পাদক।

৩। সম্পাদক স্বীয় কার্য্যবিবরণে যে যে প্রচারকের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারাই এই সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪। প্রচারকদিগের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে এ সভার কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন; কেবল চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদিগকে এ সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৫। প্রচারকগণ স্ব স্ব কার্য্যবিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মিকাসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন।

৮। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের আয় ব্যয় এই সভা হইতে নির্ব্বাহ হইবে।

৯। কৃতবিদ্য যুবকদের ধর্ম্মালোচনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকাসম্পাদনে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করিয়া, রাত্রি অনুমান নয় ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

"যিশুখ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া" বিষয়ে বক্তৃতা

২৩শে বৈশাখ (১৭৮৮ শক) (৫ই মে, ১৮৬৬ খৃঃ) কলিকাতাস্থ মেডিকেল কালেজের থিয়েটারগৃহে কেশবচন্দ্র "যিশু খ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা যথোপযুক্তসময়ে প্রদত্ত হয়। বণিগ্ব্যবসায়ী আর্ স্কট মন্‌ক্রীফ সাহেব এদেশীয়গণের চরিত্রের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাতে পুরুষগণের প্রতি মিথ্যাবাদিত্ব প্রভৃতি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিয়া, তিনি দেশীয় মহিলাগণের প্রতি পর্য্যন্ত কুৎসিত ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার এইরূপ মিথ্যাদোষারোপে দেশীয়গণের মন নিতান্ত উত্তেজিত এবং উভয় জাতির সদ্ভাবভঙ্গের উপক্রম হয়। এই ঘোর উত্তেজনার সময়ে "যিশুখ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া" জ্বলন্ত হুতাশনে শান্তিবারি বর্ষণ করে। এই বক্তৃতা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে—এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডে ঈশা-প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তৃতি; দ্বিতীয়ভাগে—এশিয়া ও

ইউরোপখণ্ডনিবাসীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এবং এতদুভয়জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ ও ভ্রাতৃভাব সংবর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে সময়ের ধর্ম্মতত্ত্বে (১) দ্বিতীয় অংশসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, এই বক্তৃতার প্রথম ভাগের সার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশে যাহা কথিত হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য উভয় জাতির মধ্যে শান্তি-প্রত্যানয়ন। আর্ স্কট মন্‌ক্রীফ যে প্রকার কুরুচি প্রদর্শন করিয়া দেশীয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়াও, এমনই ভাবে উভয় জাতির চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া উভয় জাতির মনে সাম্যভাব উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি উভয় জাতির চরিত্রের দোষ এইরূপে একত্র উপস্থিত করিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দেশীয়গণকে কেবল সমগ্র হৃদয়ে ঘৃণা করেন তাহা নহে, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করাতে তাঁহাদের আহ্লাদ হয়। এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে আছেন, তৎসম্বন্ধে কেহ সংশয় করিতে পারেন না। তাঁহারা দেশীয়গণকে পৃথিবী মধ্যে নীচতম জাতি বলিয়া গণ্য করেন এবং মনে করেন যে, তাহারা সেই সমুদায় ঘোরতর পাপে মগ্ন, যে সকল পাপে মনুষ্যজাতি পশুমধ্যে পরিগণিত হয়। দেশীয়গণের সঙ্গে একত্র হওয়া তাঁহারা নীচতা মনে করেন। দেশীয়গণের ভাব, রুচি, আচার, ব্যবহার তাঁহাদিগের নিকট অতি নীচ ও ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়, এবং তাহাদিগের চরিত্র মিথ্যাবাদিত্বে এবং দুষ্টতায় মানবজাতির নীচতম আদর্শ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। তাঁহাদিগের চক্ষে প্রত্যেক দেশীয় লোক বংশপরম্পরাক্রমে মিথ্যাবাদী এবং সমগ্রজাতি অনৃতপরায়ণ; এমন কি, মিথ্যার প্রতি অনুরাগ তাহাদিগের জাতীয় স্বভাব। কি জ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি গৃহ, সকল সম্পর্কীয় ব্যাপারে তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা না হয়, তবুও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, দেশীয়গণকে এরূপ মনে করা নিতান্ত অনুদারতার কার্য্য। আমি বিশ্বাস করি, এবং এ কথা সাহসের সহিত বলিব যে, ইউরোপীয় বা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অপেক্ষা দেশীয়গণের হৃদয় স্বভাবতঃ সমধিক পাপপ্রবণ নয়।

(১) ১৭৮৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

মিথ্যা বলা দেশীয়গণের স্বভাবসিদ্ধ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মিথ্যাবাদী, এরূপ তাহাদিগের চরিত্রে দোষ দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। কতকগুলি লোককে মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি দিয়া, আর কতকগুলি লোককে নির্দ্দোষ পবিত্র ভাব দিয়া ঈশ্বর সৃজন করিলেন, এরূপ মনে করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। যথার্থ কথা এই যে, সর্ব্বত্র মানবস্বভাব একই; স্থানীয় অবস্থা, ধর্ম্ম ও ব্যবহার নানা আকারে উহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। দেশীয়গণকে উপযুক্ত শিক্ষা দান কর, দেখিতে পাইবে, ইউরোপীয়গণের ন্যায় তাহারাও উন্নতি ও উচ্চতা-লাভে সমর্থ। বস্তুতঃ কথা যাহাই হউক, যে সকল ইউরোপীয় দেশীয়গণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের চরিত্রে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাবাদিত্ব অসৎতা আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে দেশীয়গণ অতি দুষ্টজাতি। তাঁহারা দেশীয়গণকে শৃগালের সঙ্গে তুলনা করেন; তাহারা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত, নীচ ও প্রবঞ্চনাপরায়ণ, বিবিধ প্রকারের শঠতায় পরিপূর্ণ; জন্মে শৃগাল, শিক্ষায় শৃগাল, চিরকাল শৃগাল থাকিবে, শৃগালত্বে জীবন শেষ করিবে। এদেশের এক জন লোক ব্যবহারে সারল্য ও শাঠ্যহীনতা কি, তাহা জানে না; তাহার সকল প্রকারের কার্য্যপ্রণালীই শঠতা ও বঞ্চনায় পূর্ণ। কেবল অনিষ্টসাধনেই তাহার যত্ন, এবং অনিষ্টসাধনার্থ শৃগালে যে উপায় অবলম্বন করে, সেও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও চাতুর্য্যে সে পরাজয় করে, এবং অতিনিপুণতা সহকারে ভিতরকার অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে। সে ষড়্যন্ত্র ভালবাসে, প্রচ্ছন্নভাবে চলে, এবং যাহাতে তাহার স্বার্থ চরিতার্থ হয়, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহার নিজের শক্তিহীনতা সে জানে, সুতরাং শক্তিতে যাহা পারে না, তাহা নীচতম বঞ্চনা দ্বারা সাধন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। এক জন এদেশীয়কে শৃগালের ন্যায় অবিশ্বাস ও ঘৃণা করা সমুচিত; তাহার সঙ্গে ব্যবহারে, শৃগালের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। দেশীয়গণের চরিত্রসম্বন্ধে ভারতবর্ষস্থ অনেক ইউরোপীয়ের এইরূপ মত। অনেক এদেশীয় লোকও ইউরোপীয়গণকে ব্যাঘ্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। একজন ইউরোপীয় ব্যাঘ্রের মত হিংস্র, ক্রোধন, ভীষণ ও শোণিতপিপাসু। জন্মে ব্যাঘ্র, শিক্ষায় ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের মত সে সমগ্র জীবন যাপন ও ব্যাঘ্রের মত জীবন

শেষ করিবে। বিনয়, সহিষ্ণুতা, দয়া কি, সে তাহা জানে না। অল্পমাত্র উত্তেজনাতেই তাহার স্বভাব আলোড়িত হয়, ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, এবং তখনই হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। একবার স্বভাব বিচ্যুত হইলে সে কত কি বলে, এবং তাহার ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার শত্রুকে কঠোর যন্ত্রণা দান করে, এবং অনেক সময়ে এরূপ অধৈর্য্য হইয়া পড়ে যে, তাহাকে বধ পর্য্যন্ত করে। সে অপমান সহ্য করিতে পারে না, সে তাহার শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না। ভীষণ উষ্ণমস্তিষ্ক হইয়া অত্যাচারে সে আনন্দিত হয়, এবং অনেক সময়ে বিনা কারণে সে এরূপ করিয়া থাকে। তাহার সামরিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল এবং একবার যাহারা তাহার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছে, তাহারা আর তাহাদের জীবন নিরাপদ মনে করে না। অতএব ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে ভয় করিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গ পরিহার করিতে হইবে। এমন কি, অনেক দেশীয় লোক একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে এক বাষ্পীয় শকটে গমনাগমন করিতে ভয় করিয়া থাকেন। এ ভয় তাঁহার প্রকৃতির মহত্ত্বের প্রতি ভয় নয়, কিন্তু তাঁহার পশুসমুচিত ভীষণতার প্রতি। এইরূপে ইউরোপীয়গণ যেমন দেশীয়গণকে ধূর্ত্ত শৃগাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, দেশীয়গণও তেমনি তাঁহাদিগকে ভীষণ ব্যাঘ্রসদৃশ জানিয়া ভয় করেন।"

এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তৎকালে খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের অনুরাগের পাত্র হইবেন, এমন কি, তিনি শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, এরূপ আশা তাঁহাদিগের অনেকের মনে উদ্দীপন করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু অপর দিকে অনেক লঘুচিত্ত ব্রাহ্মের মনে আশঙ্কা উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার প্রতি বিরাগ উৎপাদনের জন্য একটি মহান্ উপায় তাঁহার বিরোধিগণের হস্তগত হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু তৎপ্রতি অযথা সংশয় প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; কেন না, তিনি এ সময়ে জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হওয়াতে, তাঁহার ও পরিবারের উপকারসাধনের জন্য কয়েক দিন মিণ্টের দেওয়ানীপদ স্বীকার করিয়াছিলেন। পাদরী রবসন সাহেব বক্তৃতা আপনি 'রিপোর্ট' করিয়া, তৎসহ আর একটি বক্তৃতা সংযুক্ত করত মুদ্রাঙ্কণ ও বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাতে খ্রীষ্টের

ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত ছিল। অভিপ্রায় এই, এই বক্তৃতার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা সংযুক্ত থাকাতে, শেষোক্ত বক্তৃতার মতে কেশবচন্দ্রের সায় আছে, সকল লোকে এরূপ বুঝিয়া লইবেন। খ্রীষ্টবিষয়ক এই বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের নূতন অবস্থা সমুপস্থিত হইল, দেশের রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স উহা পাঠ করিয়া আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক সিমলা পর্ব্বত হইতে কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। কেশবচন্দ্র উভয় জাতির চরিত্রের যে দোষ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে অতীব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হইবেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। আজ পর্য্যন্ত কলিকাতাসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াও ছিন্ন হয় নাই, এখন সম্যক্ প্রকারে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইল। এই সম্বন্ধচ্ছেদনের মধ্যে বিধাতার হস্ত বিদ্যমান। আর অধিক দিন একত্র থাকিলে ধর্ম্মের নবীন স্ফূর্ত্তিলাভ পদে পদে অবরুদ্ধ হইত। কলিকাতাসমাজের সংস্থাপক রাজা রামমোহন খ্রীষ্টের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্; তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াও, কলিকাতাসমাজ এ সম্বন্ধে সংস্থাপক হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র হইয়া, খ্রীষ্টবিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তিপ্রদর্শক বক্তৃতা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিচ্ছেদের কারণ না হইলেও, উহা যে বিচ্ছেদানলে প্রচ্ছন্ন ভাবে আহুতি দান করিয়া উহাকে প্রদীপ্তশিখ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই *।

* এ সময়ের তত্ত্ববোধিনীতে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৮ শক) আমরা দেখিতে পাই:—"আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এখানকার কেহ কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রাইষ্টের যেরূপ চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে, বোধ হয়, সেইরূপ চরিত্র ইঁহারা ভালবাসেন বলিয়া ক্রাইষ্টের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন। বাইবেলে ক্রাইষ্টের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার অধিকাংশই অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট ভাগ কত দূর নির্দ্দোষ, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যদিও সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি মহম্মদ, নানক ও চৈতন্য অপেক্ষা ক্রাইষ্টকে অধিক সম্মান করিতে গেলেই পক্ষপাত হইয়া উঠে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে যতগুলি ধর্ম্মসংস্কারকের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই চারি জন অধিক প্রসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে শ্রেণীর লোক, ইঁহারদিগকে সে শ্রেণীতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইঁহারদের হৃদয়ে ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় ভক্তিভাব ছিল বটে, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে ইঁহারা

"মহাজনগণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা

খ্রীষ্টসম্পর্কীয় বক্তৃতাদানের পর (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) মহাজনগণ-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ইহাতে কথা উঠিল, খ্রীষ্টের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি প্রকাশ করাতে যে অপবাদ হয়, তন্নিবারণের জন্য এই বক্তৃতা টাউন হলে প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক। ফল কথা এই যে, এ সময়ে মহাজনসম্পর্কীয় মত লইয়া সঙ্গতাদিতে ক্রমিক আলোচনা চলিয়াছিল। এ বিষয়ের প্রমাণার্থ আমরা ১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সঙ্গতসভার কার্য্যবিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"মহদ্ব্যক্তিগণ এক একটী আদর্শ লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জনসমাজের উন্নতি সাধন করেন এবং জনসমাজকে সেই আদর্শের অনুরূপ করিয়া লয়েন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যত উন্নত, তাঁহার আদর্শ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে। যাহার এইরূপ কোন আদর্শ নাই, সে মহৎ নহে। জগতে যত মহদ্ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল ও তাঁহারা যে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, তত্তাবতেই সেই আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে, ইহা মহৎ লোকদের একটী প্রবল লক্ষণ। অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া

অতি সামান্য লোক ছিলেন। রামমোহন রায় আবার আর এক শ্রেণীর লোক, যে শ্রেণীর উচ্চ পদবীতে পূর্ব্বকালের সক্রেটিস, প্লেটো, তলবকার ও শঙ্করাচার্য্য ছিলেন, এবং এক্ষণকার নিউমেন, পার্কর, মহাত্মা কুন্সন ও ব্রহ্মবাদিনী কবকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যেমন উপনিষদের মহাবাক্যে শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনি ক্রাইষ্টেরও উপদেশ ভালবাসিতেন; কিন্তু বাইবেল-সম্মত তাহার অলৌকিক ঐশী শক্তি অস্বীকার করিতেন না, তাহার সকল চরিত্রকেও বিশুদ্ধ বলিতেন না এবং তাহাকে পুণ্যপাপবিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন—নিষ্পাপ বলিয়া জানিতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য কলিকাতাতে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।" ক্রাইষ্টকে এখানে এরূপ ক্ষুদ্র লোক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তাঁহার নামে 'তিনি' বা 'তাঁহার' প্রয়োগ করিতেও তত্ত্ববোধিনী কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তত্ত্ববোধিনীমতে "রোমান ক্যাথলিকেরাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। যিশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যেই তাহা অধিকতররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।" এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী অনেকগুলি উদ্ধৃত ও লিখিত প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।

মহদ্ব্যক্তিদের অন্যতর লক্ষণ। মহদ্ব্যক্তিরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেনই করিবেন। এক ব্যক্তি নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলেন না,—অবস্থা আরও অনুকূল হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এরূপ লোককে মহৎ বলা যাইতে পারে না। মহদ্ব্যক্তির অপর লক্ষণ এই যে, আবশ্যক হইলেই তাঁহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ জগতে মহৎ লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন ; তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অপিচ মহৎ লোকেরা আপনাদের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন না; আপনার, কি স্বীয় পরিবারের, অথবা কেবল স্বদেশের মঙ্গলের জন্যও তাঁহাদের কার্য্য বদ্ধ থাকে না, সমুদায় জগতের জন্য তাঁহারা কার্য্য করেন। লোকে তাঁহাদের কার্য্য গ্রহণ অথবা স্বীকার করুক, বা না করুক, তাঁহারা স্ব স্ব আদর্শানুসারে কার্য্য করিবেনই এবং সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তাঁহারা জগতে আর নিষ্ফল থাকিতে ইচ্ছা করেন না ; তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন, মৃত্যুও তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অবসর প্রদান করে। যেমন অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, সেইরূপ তাহা সুসিদ্ধ হইলে তাঁহারা আর ইহলোকে অবস্থিতি করেন না।”

২৫

ছিন্নপ্রায় বন্ধন সম্যক্ ছেদন

কলিকাতাসমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য যত্ন এখন প্রায় দুইবর্ষকালব্যাপী হইয়া উঠিল। এখন সেই ছিন্নপ্রায় বন্ধন অচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা বিফল হইল। যে সমাজবন্ধনজন্য আয়াস ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, এখন তাহার বিশেষ আকার ধারণ করিবার সময় উপস্থিত। কোন একটি নূতন সঙ্গঠন দান করিতে হইলে, জনসমাজের নিকট তাহার বিশিষ্ট কারণ সমুপস্থিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশে ১৫ই জুলাই, ১লা আগষ্ট এবং ১৫ই আগষ্টের (১৮৬৬ খৃঃ) মিরারে এতৎসম্বন্ধে ক্রমিক তিনটি প্রবন্ধ আমরা দেখিতে পাই। এ সমুদায় প্রবন্ধ কেশবচন্দ্রের তৎকালীনকার ভাব ও কার্য্যের গতি প্রকাশ করে বলিয়া আমরা ঐ সকলের সার নিম্নে দিতেছি।

সহস্যবস্থানের বিসংবাদিতা বিষয়ে মিরারে প্রথম প্রবন্ধ (১৫ই জুলাই, ১৮৬৬ খৃঃ)

"কলিকাতা সমাজের ট্রষ্টিগণ যখন অধ্যক্ষসভাভঙ্গ করিয়া, উপাসকগণের সমাজশাসনে যেটুকু অধিকার ছিল, তাহা অস্বীকার করিলেন এবং সমুদায় ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সংস্কারকদলের প্রতি বিরুদ্ধভাববশতঃ তাঁহারা যে উপহাসাস্পদ এবং অসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—যে কার্য্য তাঁহাদিগের আপনাদের পক্ষেই অনিষ্টকর হইবে—তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপাসকগণকে সমাজগৃহের সঙ্গে, মানুষের বিবেককে অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে এক করিয়া, আপনারা কর্ত্তা হইয়া উপাসকগণের আনুগত্য চাহিলেন। এরূপে মানুষ এবং বিবেককে রূপান্তরিত করা অতি ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু এই উপায়ে একাধিপত্য স্থাপন করিবার যত্ন আরও ভয়ানক। এই সকল দেখিয়া, যাঁহারা বিবেকী এবং সৎ এবং এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে যে, বুঝিতে পারেন, তাঁহারা 'বস্তু' নহেন, 'ব্যক্তি', তাঁহারা সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দিয়া, ঈশ্বরের প্রাপ্য আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য রক্ষা করিয়া, দলশুদ্ধ বাহির হইয়া আসিলেন।

"দুই বৎসর হইয়া গেল, এই বিচ্ছেদ হইয়াছে। এখন ইহা সুস্পষ্ট বুঝা

যাইতেছে যে, যে সকল সমাজের সভ্যগণ কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে ছল করিয়া বাহির করিয়া দিয়া, সহব্যবস্থান উপলক্ষ্য করিয়া ট্রষ্টিগণ আধ্যাত্মিক একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। বাহিরে দেখিতে তাঁহারা সমাজগৃহের ট্রষ্টী, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক। মানবাত্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্য তাঁহারা রাজবিধিঘটিত কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট অতি উদ্বেগকর। অপিচ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর বাহিরের দ্বৈধভাব, চাঞ্চল্য এবং পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পক্ষে এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইনি যাহা বলেন, তদপেক্ষা কার্য্যে অধিক করেন। ইনি মুখে বলেন, কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাসাদি ব্যাখ্যান করিয়া পুস্তক পুস্তিকা এবং মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইনি বলিয়া থাকেন যে, এখানে সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন; কিন্তু কার্য্যতঃ ইনি একটি ব্রাহ্মমণ্ডলী, যে মণ্ডলীতে ব্রাহ্ম উপাসকগণের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার করেন, ইনি কেবল ধর্ম্মসম্পর্কীয় অন্তর্ব্যবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্ত্তৃত্ব সহকারে সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ট্রষ্টিগণের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ উহা যেন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা, এইরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। এইরূপে মৌখিক কথায় এবং কার্য্যতঃ এই প্রতিপন্ন হয় যে, ট্রষ্টিগণ যদিও সমাজগৃহকে সাপ্তাহিক উপাসনার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তথাপি সকলেই উহাকে ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিশ্বাস করেন; কেননা উহাতে বক্তৃতা দেওয়া হয়, পুস্তকালয়ে পুস্তক বিক্রয় হয়, যন্ত্রালয়ে মতপ্রচার জন্য পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রাঙ্কিত হয়, এবং উহার সঙ্গে সম্বদ্ধ অনেকগুলি মফঃস্বলে এমন শাখাসমাজ আছে, যে সকল সমাজ মূলসমাজরূপে উহাকে গ্রহণ করে, এবং অবিচারে উহার মতাদি অনুসরণ করিয়া থাকে।

"সমাজের এই প্রকার বিসংবাদিতা বুদ্ধির জড়তার জন্য নহে, কিন্তু

সুবিধার জন্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সাধারণে আর এরূপ ভাব এখন সহ্য করিতে পারে না। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বুঝান প্রয়োজন হইয়াছে যে, কলিকাতাসমাজ বর্ত্তমানাবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ করে না, উহা এখন জনকয়েক ব্যক্তির মাত্র। যে অস্ত্রে উহা আপনাকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে, সেই অস্ত্রেই আমরা এখন উহাকে ভগ্ন করিব। ট্রষ্টিগণ যে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, উহাই উহার বিনাশসাধক। তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনের সহজভাবে অর্থ করিলে ইহাই বুঝায় যে, কলিকাতাসমাজ কেবল একটি উপাসনার স্থান, উহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাধারণের কোন অধিকার নাই; ট্রষ্টিগণ কেবল একটি সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহক, তাঁহারা আধ্যাত্মিক শাসনের যে ক্ষমতা প্রকাশ করেন, উহা তাঁহাদিগের অধিকারবহির্ভূত। কলিকাতাসমাজ এক সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন আমাদিগকে এক দিকে দুঃখের সহিত উহার বিসংবাদিতার কথা বলিতে হইতেছে, আর এক দিকে আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, এই বিসংবাদিতাই উহার বার্দ্ধক্য ও জীর্ণাবস্থার সময়ে উহাকে ব্রাহ্মমণ্ডলীর শাসনকার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; সুতরাং উহার চাঞ্চল্যে ও জ্ঞানদৌর্ব্বল্যে মণ্ডলীকে আর কলঙ্কিত হইতে হইল না। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতাসমাজ পূর্ণ প্রভুতা গ্রহণ করাতে, মণ্ডলীর পক্ষে কল্যাণই হইয়াছে। এক পক্ষের একাধিপত্য অন্য পক্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে।

"ট্রষ্টিগণ বলিয়া থাকেন, সমাজের কোন বিধিপূর্ব্বক গঠিত সভ্যশ্রেণী নাই, মণ্ডলী নাই, সহব্যবস্থান নাই। সাধারণে এখন সেই কথায় বিশ্বাস করুন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর এ সময়ে এই সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য আমরা কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মকে অগৌণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার ভূমিতে মণ্ডলীবন্ধনের উপায় স্থির করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। সমাজের সহব্যবস্থানে, যদিও যে সকল মূল মত নহে, তাহাতে বিবিধ প্রকারের মতভেদ থাকিতে দেওয়া হইবে, তথাপি কোন প্রকার দ্বৈধভাব বা ভয়নিবন্ধন সন্ধি-বন্ধনের অবকাশ থাকিবে না। সকল সভ্য পূর্ণ স্বাধীন হইয়া বিশ্বাস, ভক্তি ও ভ্রাতৃত্বে একত্র বদ্ধ হইবেন।"

ধর্ম্মমতের বিসংবাদিতা বিষয়ে মিরারে দ্বিতীয় প্রবন্ধ (১লা আগষ্ট, ১৮৬৬ খৃঃ)

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ধর্ম্মমতসম্বন্ধে বিসংবাদিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাঃ— (১) এই ধর্ম্ম কোন বিষয়ে গ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না, যে কোন গ্রন্থে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাকেই গ্রহণ করে। কার্য্যতঃ ইহা হিন্দু শাস্ত্র বিনা অন্য কোন শাস্ত্র স্পর্শ করে না; শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে গ্রহণ করে এবং ক্রাইষ্ট পল প্রভৃতিকে ঘৃণা করে এবং অবমাননাসূচক কথায় আক্রমণ করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে অদ্বৈতবাদাদি আছে, সে গুলির অর্থান্তর করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়া খণ্ডিত বাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (২) ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, সকল নরনারীই ঈশ্বরের সন্তান, সমুদায় পৃথিবী ব্রহ্মের গৃহ, সমুদায় মনুষ্য ভ্রাতা। এ মত যে কথার কথা, তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন। সমাজের বেদীতে বা ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানাদিতে ব্রাহ্মণগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং ঠিক ব্রাহ্মণগণ যেমন, তেমনি স্বচ্ছন্দে দানাদি গ্রহণ করেন। অন্য দিকে আবার শূদ্রের সঙ্গে একাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণের অখাদ্য-ভোজনেও ইহারা কুণ্ঠিত নহেন। প্রধানাচার্য্য এই কপটাচার চলিতে দিবেন, তাহা তাঁহার প্রত্যুত্তরপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩) পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিবার জন্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিহার করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিবেন, আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এ ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য নয়, অপরের জন্য। সমাজের আচার্য্যগণ গৃহে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন, সমাজে আসিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ তাঁহাদিগের এই কপটতা, ভীরুতা ও অসারল্য অনায়াসে সমাজ সহ্য করেন, উৎসাহ দেন। কলিকাতাসমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্ম্মকে সংসারের ধর্ম্ম করিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির উদারধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম করিয়াছেন, বিবেকের স্থলে ফলাফলচিন্তা, বীরত্ব ও ঐকান্তিকতার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন, সত্যকে সংসারের দাস করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্মানার্থ বেদী স্থাপন

করিয়াছেন। কলিকাতাসমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা সমুচিত, অন্যথা মহাবিপ্লব ঘটিবে। সত্যকে কখনও কেহ দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সমুদায় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীন হইবেই হইবে। সকল ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মসমাজকে কপটতা, ভীরুতা, সাম্প্রদায়িক দ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের যথার্থ উদার মণ্ডলী করেন।

সমাজের পুনর্গঠনসম্বন্ধে মিররে তৃতীয় প্রবন্ধ (১৫ই আগষ্ট ১৮৬৬ খৃঃ)

সমাজের পুনর্গঠন জন্য তৃতীয় প্রবন্ধ লিখিত। এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:—"কলিকাতা সমাজের সহব্যবস্থান এবং ধর্ম্মমতের বিসংবাদিতা বিষয়ে আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ মধ্যে হুলুস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের আশা এই, উহা উপযুক্ত বাহ্য আকার ধারণ করিবে। মনের কতকগুলি ভাব বলিয়া ফেলা বা সাময়িক উত্তেজনা উৎপাদন করা আমাদের লেখার উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা আমাদের সমাজের দোষ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছি; আমরা আশা করি, ব্রাহ্মমণ্ডলী সেই দোষ অপসারিত করিয়া, তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা সাধন করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকট ইহাই চাই। আমরা যে রোগ দেখাইয়া দিয়াছি, সে রোগ কি তাঁহাদিগের নিকটে সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, এবং আমরা রোগ যতদূর কঠিন বলিয়াছি, ততদূর কি রোগ কঠিন? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদিগের সত্বর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা সমুচিত। যাঁহারা এই সকল অনিষ্টের পক্ষসমর্থন করেন, অথবা যাঁহারা জানিয়াও প্রতিরোধ করিতে সাহস করেন না, আমরা কেবল তাঁহাদিগকে এই কথা কহিব,—আপনারা সেই পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন, যে পর্য্যন্ত আপনারা বিবেকের আলোক এবং বিশ্বাসের বল ঈশ্বর হইতে না পান। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্ম বর্ত্তমান সঙ্কটাবস্থায় সত্যের পক্ষসমর্থন আপনাদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করেন, তাঁহারা এ সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অগৌণে উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের মণ্ডলীর সংশোধনে প্রবৃত্ত হউন। আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাংসারিকতা, এই দুইটি প্রধান দোষ অপসারিত করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার জন্য আমাদের বৈশ্বজনীন ধর্ম্মকে একটি সামান্য

সম্প্রদায় করিয়া ফেলা হইয়াছে, যে সম্প্রদায়ে সত্যের প্রতি আদর নাই, মনুষ্যজাতির প্রতি উদার প্রেম নাই। সাংসারিকতার জন্য পৃথিবী অসত্যের নিকটে ঈশ্বরের সত্যকে হীন করিয়া একটি সুবিধার ধর্ম্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে, যে সুবিধার ধর্ম্মে বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সৎতা এবং ঋজুতাকে সাংসারিক বুদ্ধির বেদীসন্নিধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে। এখন আমরা প্রত্যেক বিবেকী ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মের ঈদৃশ বিকার সহ্য করিবেন কি না, অনুমোদন করিবেন কি না, উৎসাহ দান করিবেন কি না? আমাদিগের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধন জন্য, আমাদের মণ্ডলীর গৌরব এবং দেশের কল্যাণের জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও সাংসারিকতার শৃঙ্খল ছেদন করিবেন কি না, এবং বাক্যে ও কার্য্যে ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত হইবেন কি না? যদি ঈশ্বর আমাদিগের মণ্ডলীর নেতা হন, সত্য আমাদিগের ধর্ম্মমত হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। আমাদের কি করিতে হইবে, তাহা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, সত্যকে দোষনির্ম্মুক্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজকে সাম্প্রদায়িকতা এবং সাংসারিকতার অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে, ঈশ্বর এবং সত্যের মণ্ডলী করিতে হইবে; ইহাতে কোনরূপ ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন এই জন্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। উহা কিরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, উহার প্রকৃষ্ট উপায় কি, ব্রাহ্মসাধারণের ইহা স্থির করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কলিকাতাসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শন জন্য আমরা বন্ধুর সৎপরামর্শের আকারে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাঁহারা আপনাদের দায়িত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রার্থিভাবে ঈশ্বরে আশ্বস্ততা রাখিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা অতি পবিত্র; উহা নিষ্পাদন জন্য ঈশ্বরকে তাঁহাদিগের নেতা ও বল করিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট যত্নও বিফল হইবে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলে, কেবল মনুষ্যের বলে ঈদৃশ মহৎ লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এ কার্য্য সম্যক্ প্রকারে পরিবর্ত্তন সাধন করিবে, কেন না ইহাতে কতক পরিমাণে কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে,

সমুদায় ভারতবর্ষ ও সমগ্র হিন্দুজাতির মূল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইবে। কারণ সত্য যদি বিশ্বস্ততা সহকারে নির্ভয়ে প্রচার করা যায়, তবে উহা জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ। কলিকাতাসমাজ হইতে যাঁহারা বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সেখানে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' উচ্চারণ করিতে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করিলেন; সেখানে বাস্তবিক শান্তি নাই। তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞায় হস্তে শাণিত তরবারি ধারণ করিবেন যে, যাহা কিছু পাপ অকল্যাণ, তাহা নিতান্ত প্রিয় হইলেও, বহুদিনের প্রাচীন ব্যবহার বলিয়া নিতান্ত আদরের হইলেও, উহার মৃত্যুসাধক আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সকল প্রকারের পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, সাংসারিকতা এবং পাপের তাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন এবং নীতি বা সমাজঘটিত কুৎসিতাচারের দুর্গসমূহ ভগ্ন করিবেন। ইহাতে বিলক্ষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকিয়া তাঁহারা এইরূপে বিনাশের কার্য্য সাধন করিবেন। কিন্তু সংস্কারের কার্য্য যেমন এক দিকে বিনাশ করে, তেমনি অন্য দিকে গঠন করে; তাঁহারা এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কর্ণিকা ধারণ করিবেন। তাঁহারা যেমন পাপ অকল্যাণ বিনাশ করিবেন, তেমনি যথার্থ মণ্ডলী গঠন করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের নূতন সহব্যবস্থান স্থির করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, তাঁহারা এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিতে গিয়া অন্য প্রকারের সাম্প্রদায়িকতাতে নিপতিত না হন; তাঁহারা আর একটি সংস্কৃত সঙ্কীর্ণ দল না হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান সমাজের মূল ঈদৃশ প্রশস্ত করা তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইবে যে, উহা সর্ব্ব প্রকারে অতি উদার অন্তর্ব্ব্যবস্থান হইবে, অনন্ত সত্য এবং সার্ব্বজনীন প্রেম উহার মূলতত্ত্ব হইবে। সকল সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ উদার করিতে হইবে যে, উহা সর্ব্বত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারে, সকল জাতির মহাজনগণকে সম্মান করিতে পারে এবং সমুদায় মনুষ্যজাতির প্রতি প্রীতি অর্পণ করিতে পারে। নূতন সহব্যবস্থান মধ্যে এমন কিছু থাকিবে না, যাহাতে কলিকাতাসমাজের যে সকল ব্যক্তি কপটতা, সাংসারিকতা, পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি অবলম্বন করিয়া চলিবেন, তাঁহাদিগকেও বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যে বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগকেই

গ্রহণ করা হইবে, এবং যত দিন কেহ বিবেকের নিদেশ ভগ্ন করাকে পাপ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তত দিন তাঁহারা যদি নীতিসম্পর্কে কার্য্যতঃ বিবেকের অনুসরণ না করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে গ্রহণের অনুপযোগী মনে করা হইবে না। এইরূপে সত্য এবং উদারতার মিলন হইবে, সকলে বিশ্বাসে এক হইবেন; দুর্ব্বল সংসারী, পাপকারীও অনুতাপ, প্রার্থনা এবং সামাজিক শাসনে উদ্ধার অল্পে অল্পে পাইবে, এবং সমুদায় মণ্ডলী বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপে সকলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধ মতভেদজনিত নহে, দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের বিদ্বেষজনিত নহে; কিন্তু সকলে সত্যের যে সকল উদার মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন, অথচ অনগ্রসর ব্রাহ্মগণ কার্য্যতঃ ভঙ্গ করেন, সেই উদার মূলতত্ত্বনিচয়োপরি সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীকে গঠন করিবার জন্য এইটী অগ্রসর ব্রাহ্মদলের মহাপরিবর্ত্তনসাধক ক্রিয়ামাত্র।

"কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন দলকে আমরা সর্ব্বোপরি এই পরামর্শ দি যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত বিষয়ের বিচার এবং স্বার্থপ্রণোদিত ভাব দূরে পরিহার করুন। তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, সুতরাং এই কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করুন। অকৃতজ্ঞতা বা অপ্রীতিতে যেন কোন প্রকার বিদ্বেষের হলাহলে তাঁহাদিগের হৃদয় বিষাক্ত না হয়। যেন তাঁহারা সত্যের জন্য সংগ্রামকে নীচ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং অশ্রাব্য কটূক্তির বিনিময়ে পরিণত না করেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য কি প্রকার মহৎ ও উচ্চ এবং তাঁহারা অবিশ্বাসের বিরোধে যে সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি প্রকার শুদ্ধপ্রকৃতি, ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। অসত্য ও ভ্রম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করুন, কিন্তু যে স্থলে সম্মান প্রাপ্য, সে স্থলে সম্মান অর্পিত হউক। অনগ্রসর ব্রাহ্মগণের দোষও আছে, গুণও আছে। নিন্দিত অন্ধ-বিদ্বেষের অধীন হইয়া যেন তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, একেবারে আগাগোড়া দোষারোপ করা না হয়। কলিকাতা সমাজের সংসারের সহিত সন্ধিবন্ধনের কৌশলকে ধিক্কার দান করা হউক, কিন্তু আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্র ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করুক। সকল ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহার নিকটে অশোধ্য

ঋণপাশে আবদ্ধ, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আজ ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল হইতে তিনি ভক্তি, সাধুতা, সোৎসাহ নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; তাঁহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সম্পন্ন হইয়াছে; ঈদৃশ বন্ধু এবং উপকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে বলিতেছি, অক্ষম্য অপরাধ। আমরা বিশ্বাস করি, কলিকাতাব্রাহ্মসমাজের দূষণীয় চাতুর্য্যের প্রতিকূলে কর্ত্তব্যানুরোধে প্রতিবাদ করিতে হইলেও, তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞতাতে কাহারও হৃদয় দূষিত হইবে না।

"উপসংহারকালে আমরা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে জড়তা ও আলস্য দূরে পরিহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা এই গুরুতর বিষয় সকল গাম্ভীর্য্য সহকারে বিবেচনা করুন। ব্রাহ্মসমাজ যে ভয়ঙ্কর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত, তাহাতে তাঁহাদিগের এবং সমগ্র দেশের কুশল বিপদাপন্ন। যখন তাঁহারা ব্রাহ্ম এবং দেশহিতৈষী, তখন তাঁহাদিগের এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি—এখনই তরবারি হস্তে গ্রহণ করুন।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

মধ্যবিবরণ

১

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থাপন

কেশবচন্দ্র কখন কোন কার্য্য ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন করিতেন না। তিনি যেমন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতেন, তেমনি বন্ধুবর্গের ভিতরে তাঁহার ক্রিয়া অবলোকন করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার আত্মার সহিত মণ্ডলীর সমবেত আত্মা একতার সংযোগে চিরসংযুক্ত। যখনই তাঁহার আত্মার তারে কোন একটী ঈশ্বরের কথা ধ্বনিত হইত, অমনি উহা সমুদায় মণ্ডলীর আত্মার তারে বাজিয়া উঠিত। এইরূপ সুদৃঢ় যোগ থাকাতে অসময়ে তিনি কোন কার্য্য করিলেন, ইহা কখন কেহ দেখিতে পায় নাই। কলিকাতা-সমাজের সঙ্গে দুই বৎসর যাবৎ বিচ্ছেদের ব্যাপার চলিতেছে; সকল ব্রাহ্মের মন যেমন এ সময়ে উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি অতি প্রথমেই নূতন সমাজ গঠন করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্রের অব্যগ্রচিত্ত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে একান্ত সমর্থ ছিল; দুবৎসর কাল মণ্ডলীর মন নূতনসমাজগঠনে প্রস্তুতার্থ অতিবাহিত হইল। যখন তিনি সময় উপস্থিত দেখিলেন, তখন ব্রাহ্মসাধারণকে নূতন সমাজের পত্তন দেওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি কি বলিয়া সকলকে ডাকিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। তাঁহার আহ্বান সকলের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল, এবং যথাসময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

সকল শাস্ত্র হইতে সত্যসংগ্রহ

আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি, অন্যান্য দোষের মধ্যে এই একটি সুমহান্ দোষ কলিকাতাসমাজের উপরে অর্পিত হইয়াছে যে, তাঁহারা মতে প্রকাশ করেন, তাঁহারা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শাস্ত্রের পক্ষপাতী নহেন, যেখানে সত্য আছে, সেখান হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, অথচ কার্য্যতঃ হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র স্পর্শ করেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের পূর্ব্বে এমন একখানি গ্রন্থসংগ্রহের জন্য যত্ন হইতে লাগিল, যে গ্রন্থে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত সত্য একত্র নিবদ্ধ থাকিবে। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণের সাহায্য লইয়া এই কার্য্যে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু খ্রীষ্ট শাস্ত্রের, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও গৌরগোবিন্দ রায় * হিন্দুশাস্ত্রের, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কোরাণ শাস্ত্রের, এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবচন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল প্রবচন অপরাপর সকলে মনোনীত করিতেন, কেশবচন্দ্র সেগুলি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; যেগুলি গ্রহীতব্য, গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক প্রবচনের অনুবাদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সহ মিলিত হইয়া স্বয়ং কেশবচন্দ্র সংশোধন করিতেন। গ্রন্থসংগ্রহকালে শ্লোকবিরচনজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাদ্যোতক ভাব লিখিয়া দেন এবং সেই ভাব হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক বিরচিত হয়ঃ—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥ †

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থাপন (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের জন্য এক শত বিংশতি জন ব্রাহ্ম আবেদন করেন। এই আবেদন অনুসারে ১লা নবেম্বরের (১৮৬৬ খৃঃ) মিরারে বিজ্ঞাপন

* এই সময়ে ইনি আসিয়া যোগ দিয়াছেন।

† উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। পরবর্ত্তী "স্মৃতিলিপি" অধ্যায়ের শেষভাগ দেখুন।

এই বাহির হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে নূতন সংগঠন করিবার জন্য, ১৫ই নবেম্বর (১৮৬৬ খৃঃ) বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময়, ৩০০ সংখ্যক চিৎপুররোড প্রচারভবনে সভা হইবে। রবিবার ভিন্ন সকল ব্রাহ্মের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না বলিয়া, ১১ই নবেম্বর (১৮৬৬ খৃঃ) (২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৮৮ শক) রবিবার অপরাহ্ণে সভা আহূত হইয়া, চিৎপুররোডের গৃহপ্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপের নিম্নে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। এ দিবস ঘোর ঘটায় জল-বর্ষণ হইয়া চিৎপুররোড জলে প্লাবিত হইয়া যায়, অথচ দুই শতাধিক উৎসাহী ব্রাহ্মগণ হাঁটু পর্য্যন্ত জল ভাঙ্গিয়া গিয়া সভায় উপস্থিত হন। এই সভায় তিন জন ইউরোপীয় দর্শক ছিলেন। সভার আরম্ভের পূর্ব্বে বাবু নবগোপাল মিত্র সভা হইবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "এ সভা কে আহ্বান করিল? মেডিকেল কালেজের থিয়েটারে ভারত-বর্ষীয় বা পৃথিবীর ব্রাহ্মসমাজ নামে আর কোন একটা সভা কি হইতে পারে না?" সেই জন্য তাঁহার প্রস্তাব যে, এ সভায় কোন সভাপতি নিয়োগ না করিয়া, এখনি এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়া যাউক, যেন কোন সভা আহূত হয় নাই। তাঁহার প্রস্তাব সভায় অর্পিত হইবা মাত্র অত্যধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা-পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক এবং চীনদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল পঠিত হইলে, উপস্থিত সভার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া একটি সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করতঃ, তিনি সভার কার্য্যারম্ভ করেন।

কেশবচন্দ্র প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন :—বন্ধুগণ, অতি গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য অদ্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই কর্ত্তব্যের জন্য আমরা নিজের নিকট, সমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মমণ্ডলীকে একত্র করাই অদ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য। এমন প্রেমবন্ধনে ব্রাহ্মদিগকে বাঁধিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতি দ্বারাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের মঙ্গল এবং সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। এই জন্যই ভগবান্ অদ্য আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমাদিগকে এই কার্য্যসাধনে সমর্থ করুন। এই

প্রকার ভ্রাতৃভাব যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই কার্য্য-সাধনের জন্য সাহায্য দান করিতে হস্ত প্রসারণ করিবেন। আমার প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা শ্রবণে আপনারা আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইবেন, বা ইহার মীমাংসা করিবার জন্য বাগ্‌বিতণ্ডা উত্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মহৃদয় নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে স্বতঃ অনুমোদন করিবেন। আমরা কোন নূতন ব্যাপার করিতে যাইতেছি না, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপাদান আছে, তাহার আকার দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে সেই একমাত্র মঙ্গলময়ের পূজা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শত শত লোক এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে পুস্তক পুস্তিকা সকল প্রকাশিত হইতেছে; এই সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন করে, তজ্জন্য উঁহাদিগকে প্রণালীবদ্ধ করাই অদ্যকার সভার প্রধান প্রয়োজন। যাঁহারা এক ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এক দেহ হইয়া তাঁহাদের একত্র কার্য্য করা উচিত; এক্ষণকার মত পরস্পরের প্রতি উদাসীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা কখনই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমাদের যত দূর সামর্থ্য, আমরা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করিব। আমরা সেই ভ্রাতৃমণ্ডলী, সেই ঈশ্বরের পরিবার, সেই ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করিব, ঈশ্বর যাহার পিতা, ঈশ্বর যাহার নেতা, ঈশ্বর যাহার চিরন্তন রাজা। এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি প্রস্তাব করিতেছি ঃ—

"যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিজ মঙ্গলসাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা-প্রচারোদ্দেশে তাঁহারা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে সমাজবদ্ধ হউন।"

বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত অতি সুযুক্তিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্তৃতা করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে এক জন ব্রাহ্ম একটী লেখা পাঠ করিলেন। তিনি আপনাকে কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় না দিয়া বলিলেন,

"যখন ব্রাহ্মসমাজের কোন আচার্য্য এখানে উপস্থিত নাই, তখন এ সভা সম্পূর্ণ অবৈধ। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের দ্বারা একটী সভা আহ্বান করাইয়া, সমাজের ধর্ম্মমত সকল স্থির করা আবশ্যক; তাহা হইলে যে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া, খ্রীষ্ট চৈতন্য মহম্মদ প্রভৃতির কথা সমাজের নামে প্রচার করিতে পারিবেন না।" প্রস্তাবলেখক যাহা বলিলেন, কেশবচন্দ্রের প্রথম বক্তৃতাতেই তাহার সদুত্তর থাকায়, এ প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইল না। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া, যাহাতে প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয়, তৎপক্ষ সমর্থন করিয়া, সভা এবং কেশবচন্দ্রকে অতি রূঢ় ও কদর্য্যভাবে অযথা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র নবগোপাল বাবুর ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিনীতভাবে নবগোপাল বাবুকে এই শুভ অনুষ্ঠানে এ প্রকার ভাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। নবগোপাল বাবু কান্তি বাবুকে উপহাস করিয়া, অধিকতর উত্তেজনার সহিত আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাবু নীলমণি ধর বক্তাকে বলিলেন যে, "এ প্রকার বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া এমন কিছু প্রস্তাব করুন, যাহাতে সহজে আপনার মনের ভাব সকলে বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যেরা উপস্থিত হন নাই বলিয়া আপনি যে আপত্তি করিতেছেন, তাহা অযৌক্তিক। কারণ ইহা প্রকাশ্য সভা, এখানে কাহারও আসিবার বাধা ছিল না, তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসে এখানে আসিতে পারিতেন।" নীলমণি বাবুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বক্তা এই সভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু এই সভায় নবগোপাল বাবু সর্ব্বাগ্রেই এই প্রস্তাব করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার আর উহা সভা গ্রহণ করিলেন না। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল। এক শত বিংশতি জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপনের জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তৎপরে নিম্নস্থ প্রস্তাব সকল ধার্য্য হইল।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু প্রসন্নকুমার সেনের পোষকতায় ধার্য্য হইল যেঃ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাধ্যমত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর পোষকতায় ধার্য্য হইল:—যে সকল নরনারী ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

বাবু হরলাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে:—বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হউক।

এই প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যখন আমাদের ঘরের ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কেন আমরা কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি হইতে সত্য ধার করিতে যাইব? যদি ইহা কেবল লোককে দেখাইবার জন্য করা হয় হউক, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে লোক দেখাইবার জন্য কিছু করা উচিত নয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিলে কি আর ক্ষুধা থাকে, না, সম্মুখে আহার দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়? আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে যখন সত্য লাভ করিয়াছি, তখন অপর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই।

সভাপতি সভাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যের জন্য ক্ষুধিত নন, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব শোধন করিতে চান। প্রস্তাবে "যদি প্রয়োজন হয়" এই কথা সংযুক্ত করা হউক।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উঠিয়া নবগোপাল বাবুর মত খণ্ডনপূর্ব্বক বলিলেন, যদি আমরা অন্য শাস্ত্র দর্শন না করি, তাহা হইলে কিরূপেই বা বুঝিতে পারিব যে, অন্যত্র আমাদের আত্মার জন্য সত্যান্ন আছে, কি না? সুতরাং এই কারণেই অপরাপর শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন-দেশীয় বিভিন্নধর্ম্মী নরনারীর বাসস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্ম্মমত এবং শাস্ত্র সম্মানিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। আমরা সেই সকল শাস্ত্র দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ তন্মধ্যে যথেষ্ট

পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিবৃত আছে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা কেবল মাত্র একদেশদর্শীর ন্যায় একটি ধর্ম্মের শাস্ত্রে সম্মান প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ আত্মার বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব। সেই জন্য আমরা যখন ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজবদ্ধ হইতেছি, তখন কোন ধর্ম্মকে, কোন শাস্ত্রকে বা কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না।

বাবু অমৃতলাল বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সমর্থনে ধার্য্য হইল যে, এত দিন কলিকাতা সমাজের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ যত্ন, একাগ্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।

রাত্রি নয় ঘটিকার পর পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য সভাপতি প্রার্থনা করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অদ্যকার কার্য্যের বিশেষ গাম্ভীর্য্য উপস্থিত সকলের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

স্মৃতিলিপি

ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের পর ও তৎপূর্ব্ব অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইতে পারে, এজন্য এক জন বন্ধুর স্মৃতিলিপি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়াকারে প্রদত্ত হইল। এই স্মৃতিলিপি হইতে, বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের কি প্রকার সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল, সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কিছু দিন অত্যন্ত কষ্ট ও দুরবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথবা গৃহহীন মনুষ্যের ন্যায় কিছু দিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে বন্ধু সকলের সঙ্গে সমবেত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান ছিল না। ৩০০ নং চিৎপুররোডস্থ ভবন—যেখানে আমাদিগের কলিকাতা কালেজের কার্য্য হইত, সেই ভবনটি আমাদিগের একমাত্র প্রকাশ্য স্থান ছিল। প্রকাশ্য সভা করিতে হইলে প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটাইয়া করিতে হইত। কোন ক্ষুদ্র সভা করিতে হইলে ঐ গৃহের উপরকার একটি ক্ষুদ্র ঘরে হইত। যখন প্রচার-কার্য্যালয় প্রথম সংগঠিত হইল, তখন তাহারই একটি ক্ষুদ্র ঘরে উহার কার্য্যালয় হইল। সকলে বসিয়া এক দিন স্থির হইল যে, প্রতি রবিবারে প্রাতে এই স্থানে প্রকাশ্য উপাসনা হইবে। প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ঐ স্থানটি এরূপ প্রশস্ত ছিল না, যাহাতে রীতিমত অধিক লোক লইয়া উপাসনা করা যাইতে পারে; সুতরাং কেবল মাত্র আমাদের খুব নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব লইয়া এখানে উপাসনা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। ইহাকে রীতিমত আমাদিগের প্রকাশ্য স্থান বলা যাইতে পারিত না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এ উপাসনায় যাইতেন না, এক এক জন প্রচারক এখানকার উপাসনা করিতেন। অতি অল্প লোকেই এই উপাসনায় যোগ দান করিতেন, এমন কি কখন কখন চারি জন, কখন কখন পাঁচ ছয় জন মাত্র উপস্থিত হইতেন। উপাসনার সময়েরও বড় স্থিরতা ছিল না। এরূপও কয়েক বার হইয়াছিল যে, দুই তিন জন এক বার

উপাসনা করিয়া চলিয়া গেলে, তাহার পর আবার দুই এক জন আসিয়া উপাসনা করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে যত দিন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের গৃহে দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা হয় নাই, তত দিন আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ক্রমে এই দুর্দ্দশা এত দূর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকেরই মনে সূক্ষ্মভাবে অবিশ্বাস ও সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের এবং অপরাপর সকলেরই আশঙ্কার কারণ হইল। বন্ধুবিশেষের নিরাশাসূচক অনুযোগে সময়ে সময়ে কেশবচন্দ্রের যে প্রকার বিষাদ উপস্থিত হইত, তাহা স্মরণ করিলে আজও ক্লেশ হয়। এমন কি, এই বিষাদে তাঁহার গৌর দেহ বিবর্ণ হইত। ইণ্ডিয়ান মিরার তৎকালে আমাদিগের সংবাদপত্র ছিল, এই মিরারের স্তম্ভে পর্য্যন্ত সংশয় ও অবিশ্বাসের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। যেমন নিদারুণ গ্রীষ্মের যন্ত্রণা বর্ষাকালের বৃষ্টিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগবানের অপূর্ব্ব কৌশলে কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা আসিয়া সমস্ত শুষ্কতা ও সংশয় অপনীত করিয়াছিল। সে যাহা হউক, এই দুরবস্থার মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নির্ভরের স্থান ছিলেন। তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া, আমরা সকল পরীক্ষা দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেশবচন্দ্রেরও ভাব আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আদিসমাজের সহিত যোগ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারের কার্য্য ছাড়িয়া প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার উপজীবিকার জন্য যেরূপে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সে সময়ে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য লইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিবার এমন একটি উৎসাহ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে, প্রচারক-জীবনের উপজীবিকাসম্বন্ধে বিষম অনিশ্চিততা দেখিয়াও, ভাই উমানাথ ও আর এক জন* যুবক ভগবানের আদেশে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে এই দুই জন যুবা তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্য এক দিনে ত্যাগ করিয়া প্রচারকব্রতে ব্রতী হইলেন। এই ঘটনাতে কেশবচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, "ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহারা স্ত্রী পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক পরলোক পরিত্যাগ করিয়া

* ভাই মহেন্দ্রনাথ—এ স্মৃতিলিপি তাঁহারই।

আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি।" আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেবল ভগবান্ নহেন, তাঁহার ভক্তেরও ঐরূপ মনের ভাব। যে কয় জন যুবা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহারা ভক্ত কেশবচন্দ্রের নিজ স্ত্রী পুত্র, বিত্ত ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কার্য্যালয় হইতে বিদায় পাইবার পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র উপরি উক্ত জনৈক প্রচারককে বলিলেন, তুমি শীঘ্র কার্য্যালয় হইতে বিদায় লইয়া এস। আমার সহিত তোমায় পাঞ্জাবে যাইতে হইবে। তোমার ও আমার জন্য গৈরিক বস্ত্র প্রস্তুত কর, এ বার গুরু নানকের প্রদেশে যাইব। গৈরিকবস্ত্র প্রস্তুত হইল। উক্ত যুবা বিদায় লইবার জন্য এইরূপ স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার গৃহ হইতে তাঁহাকে লইয়া প্রস্তাবিত প্রচারক্ষেত্রে যাইবেন; কিন্তু অকস্মাৎ কেশবচন্দ্রের পীড়া হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। উপরি উক্ত দুই জন প্রচারকের মধ্যে এক জনের মনে হইল যে, তিনি নিজে ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইয়া যে আনন্দ ও অমৃত সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পত্নীকে তাহার সহভাগিনী না করা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আপন পত্নীকে গৃহ হইতে আনিয়া, তাঁহার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে রক্ষা করিলেন। মেডিকেল কালেজের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিয়া এক জন বন্ধু সহ তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। এই পরিবারের প্রতি কেশবচন্দ্রের স্নেহ ও সুকোমল ভাব বর্ণনাতীত। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অন্যান্য কার্য্য হইতে বিদায় লইয়া, এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন, নানাপ্রকার সৎপ্রসঙ্গ করিতেন এবং বিবিধ-বিষয়ক কথাবার্ত্তা ও প্রেমসম্ভাষণ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এইখানে আহার করিতেন, সময়ে সময়ে চাহিয়া খাইতেন, তাঁহার গৃহে সুখাদ্য আহার্য্যসামগ্রীর অপচয় হইত। নিজ গৃহে আহার করিতেন না বলিয়া, তাঁহার আত্মীয়গণ সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। এই গৃহের শাকান্ন তাঁহার নিকট অত্যন্ত সুমিষ্ট বোধ হইত। প্রীতির সহিত আহার করিলে

অতি জঘন্য বস্তুও সুমিষ্ট বোধ হয়, খুদও অমৃততুল্য হয়, চণ্ডালের আতিথ্যও রাজপ্রাসাদের সমাদর অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ হয়, এই সত্যের প্রমাণ কেশবচন্দ্রের জীবনে কিরূপ সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, আমরা তাহার সাক্ষী। সে সময়ে এই নিরাশ্রয় পরিবারে অর্থের অত্যন্ত অভাব ছিল। অতি সামান্য আহার, এমন কি সময়ে সময়ে বাস্তবিক শাকান্নই প্রস্তুত হইত। এই সামান্য আহার্য্য কেশবচন্দ্র যে তাঁহার অট্টালিকা-স্থিত বহুব্যঞ্জনসংসৃষ্ট অন্ন অপেক্ষা সমধিক অনুরাগ ও তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পক্ষে পলাণ্ডু অত্যন্ত অসাত্ত্বিক ভোজ্যসামগ্রী জ্ঞান করিতেন। ইহা ভোজনে পাপ; এরূপ না হউক, আপনার পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ ও নিতান্ত অনুপযোগী, মনে করিতেন। এই পলাণ্ডুর প্রতি কেশবচন্দ্রের যে এরূপ ভাব ছিল, তাহা উক্ত গৃহস্থ তখন অবগত ছিলেন না। গৃহস্থের রুচি স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। তিনি পলাণ্ডুকে অতি সুখাদ্য ও সুমিষ্ট সামগ্রী জ্ঞান করিতেন, এবং প্রিয়তম আচার্য্যকে আহার করাইবার জন্য পলাণ্ডু অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট পদার্থ খুঁজিয়া পাইতেন না। পলাণ্ডু দিয়া খিচুড়ী প্রায় তাঁহার জন্য প্রস্তুত করিতেন, এবং অত্যন্ত অনুরাগ, প্রেম ও ভক্তির সহিত তাহা আহার করিতে দিতেন। কেশবচন্দ্র অন্ন অপেক্ষা প্রেম ভক্তিকে অধিকতর মূল্যবান্ মনে করিতেন। তিনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া পলাণ্ডুর পলাণ্ডুত্ব ভুলিয়া যাইতেন এবং মুখে একটী কথা অথবা বিঘ্নসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া, অম্লানবদনে সেই আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। এক দিন মুখে ব্যঙ্গ করিয়া আহারের পূর্ব্বে কেবল এই কথা বলিয়া দিলেন যে, ইহাতে বুঝি পয়জার * আছে। সরলহৃদয় গৃহস্থ এই কথার বিশেষ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। পলাণ্ডু যে কেশবচন্দ্রের পক্ষে বিঘ্নকর সামগ্রী, অল্প দিন পরেই গৃহস্থ অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপের সহিত কেশবচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি সুকোমল ও সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যমুখে কেবল এই কথা বলিয়া উঠিলেন যে, আমি খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছি, তুমি আমাকে খুব আহার করাইও। তিনি সেই গৃহের নারীদিগকে কন্যার মত ভালবাসিতেন। এক দিন

* পেয়াজ পয়জার—এই দুই শব্দ ঘৃণাসূচকরূপে একত্র ব্যবহৃত হয়।

কেশবচন্দ্র সেই গৃহস্থের পত্নীকে বলিলেন যে, আমি যাহা ভালবাসি, তাহা কি আহার করাইতে পারিবে? সে সামগ্রী খাইলে কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা, তুমি মনে বুঝিয়া তাহা প্রস্তুত কর। উক্ত গৃহস্থ ওলভক্ত ছিলেন। ওলের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেওয়াতে কেশবচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, আমার মনের কথা বুঝিয়াই বুঝি আজ এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছ। ফলাফল বিচার ত্যাগ করিয়া খুব অনুরাগের সহিত কেশবচন্দ্র সেই ওলের ব্যঞ্জন আহার করিলেন। এই ব্যঞ্জনে সে দিন তাঁহার মুখ এমনি কুটকুট করিয়াছিল যে, তাহার যন্ত্রণায় ঠোঁট ফুলিয়া উঠিয়াছিল। গৃহস্থ অত্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হইয়া, ব্যস্ততা সহ তেঁতুল ও গুড় আনিয়া ব্যথার উপশম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাছে গৃহস্থের মনে কষ্ট বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া কেশবচন্দ্র সমস্ত কষ্ট সংবরণ করিয়া, কৌতুক সহকারে গৃহস্থের মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনার দুই দিন পর পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে ব্যথা ছিল ও ওষ্ঠাধর স্ফীত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র লোকের মনের কষ্ট-নিবারণ জন্য যে কিরূপ নিজ কষ্ট গোপন করিতে পারিতেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া যদি ঘটনা-বশতঃ কখন কখন তাঁহাকে কষ্টে ফেলিতেন, সে কষ্ট ভুলিয়া গিয়া কষ্টদাতার মনের ক্লেশ তিনি নিবারণ করিতেন। উক্ত গৃহস্থ কেশবচন্দ্রের গভীর ভাব বুঝিতে পারিতেন না। গৃহস্থ তাঁহার সম্বন্ধে কখন কি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি আপনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার গৃহে কেশবচন্দ্র যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কখন ভুলিবার বিষয় ছিল না। ঢাকা ও ময়মনসিংহ নগরে তিনি এই সময় প্রচার করিতে যান। পথ হইতে সেই গৃহস্থকে এই ভাবে পত্র লেখেন যে, 'তোমার গৃহে আমি যে সুমিষ্ট সামগ্রী সকল আহার করিতাম, তোমাদের বাটীতে আমি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেম সম্ভোগ করিতাম, তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। আমি এ জীবনে সে সমস্ত কখন ভুলিব না।' এক দিন এক জন বন্ধু কলুটোলাস্থ দ্বিতল গৃহের সোপান দিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া সেই দিকে কেশবচন্দ্র তাকাইয়া-ছিলেন এবং সেই বন্ধুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ভাবিতেছি,

তুমিই আসিতেছ। তাহাতে সে বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি আসিতেছি, তাহা আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন?' ইহাতে কেশবচন্দ্র এই উত্তর দিলেন যে, 'আমার কি তোমাদের ব্যতীত আর ভাবিবার বিষয় কেহ আছে? আমি দিবানিশি কেবল তোমাদের বিষয়ই ভাবি; আমি তোমাদের শরীর দেখি না, আত্মা দেখি। পাখীর পায়ে রজ্জু বন্ধন করিয়া শিকারী যেরূপ উহাকে ধরিয়া থাকে, তেমনি তোমাদের আত্মাকে বদ্ধ করিয়া আমি আমার হাতে ধরিয়া রাখিয়াছি।'

"আমাদিগের বন্ধু ভাই অমৃতলাল বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়া একটী বাসায় কয়েক জন ব্রাহ্মের সহিত কয়েক দিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। তখন আমাদের ভ্রাতা প্রচারব্রত গ্রহণ করেন নাই। বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের যেরূপ প্রেম ছিল, তাহা বর্ণনাতীত; বিশেষতঃ যে কয় জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের সহিত তাঁহার যেন একটি অনুপম অব্যক্ত আন্তরিক যোগ ছিল। তাঁহার সহিত গূঢ় আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ, এরূপ এক ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন, এ কথা যেন তীক্ষ্ণ বাণরূপে তাঁহার অন্তরের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিদিন খুব প্রাতে সেই বাসায় আসিয়া নিপীড়িত বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ করিতেন এবং এরূপ প্রেমে তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন যে, এই বন্ধনই প্রেমরাজ্যের প্রতি ভ্রাতা অমৃত-লালের আত্মার একটি দৃঢ় বন্ধন হইয়াছিল।

"কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলিতে গেলে সেই সময়ের অবস্থা কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনায় কয়েক বার মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মহিলাদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য প্রকাশ্যভাবে কোন বিশেষ উপায় এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মিকাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে এক জন ব্রাহ্মের ভবনে প্রতিসপ্তাহে তাহার অধিবেশন হইত। কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' নামে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি কেশবচন্দ্র নিজে রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। স্ত্রীজাতির যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়, সেজন্য তিনি

বিশেষ মনোযোগী হইলেন। পবিত্রাত্মার বিশেষ আবির্ভাবের উপযোগী এই সময় ছিল।

"এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই কেশবচন্দ্রের নিজের মনের ভাব এবং তাঁহার সহিত তাঁহার বন্ধুগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার আভাস কিছু বুঝা যায়। কথিত আছে, কোন দেশ বা সমাজের মহাপুরুষদিগের ইতিহাসই সেই দেশ বা সমাজের ইতিহাস। বস্তুতঃ এই সময়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আর কেশবচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত স্বতন্ত্র নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত বা যে ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহা কেশবচন্দ্রের কার্য্য ও ভাব। আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া স্বাধীন ভাবে কেশবচন্দ্র এই সময়ে কার্য্যারম্ভ করিলেন। যে সমস্ত ভাব প্রত্যাদেশ দ্বারা তাঁহার মনে উদিত হইত, তাহা এই সময়ে তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আবির্ভূত ছিলেন। সুতরাং অসম্ভবও সম্ভব হইতে লাগিল। কি খ্রীষ্টীয় বিধান, কি বৈষ্ণব বিধান, কি বৌদ্ধ বিধান, সকল বিধানেই দেখা যায় যে, বিধানের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইবার প্রথমেই বিধানপ্রচারকগণ আহূত হইয়া থাকেন। এ বিধানেও তাহাই হইয়াছিল। প্রচারকগণের আগমনের জন্য সময় এমনি পূর্ণ হইয়াছিল যে, এক জনের পর আর এক জন প্রচারক ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, নানা স্থান হইতে প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেরণায় ব্যাঙ্কের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া আদিসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রচারকজীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি প্রথমে আপনাকে প্রচারক বলিতে কুণ্ঠিত ও অসম্মত হইতেন। ভাই অমৃতলাল প্রচারকজীবনের ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে চালিত হইয়া, কেশবচন্দ্রের কলিকাতাকালেজনামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; যথাসময়ে তিনি অন্যবিধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রচারব্রতে ব্রতী হইলেন। সাধু অঘোরনাথ সংস্কৃত কালেজের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া, প্রচারকভাবে চালিত হইয়া ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। তিনিও যথাসময়ে পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত হইয়া, উক্ত কার্য্য ত্যাগ করতঃ কলিকাতায় আসিয়া প্রচারকদলভুক্ত হইলেন।

"কলিকাতা এই সময়ে যে কেবল বিশ্বাসিদলের দুর্গ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিল। দিবানিশি সংপ্রসঙ্গ, সদালাপ ও সংকার্য্য হইতে লাগিল, ধর্ম্মের অগ্নি দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। বৈরাগ্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সকল প্রকারের আধ্যাত্মিক ভাব জ্বলন্তরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্যত্র হইতে যে ব্যক্তি কলিকাতায় আসিতেন, বিশেষরূপে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সঙ্গতের সময়ে যে জমাট ছিল, তাহা শৈশবভাবপ্রধান; এ সময়ে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। শৈশবকালের সহিত বাল্যকালের যেরূপ সম্বন্ধ, সে সময়ের সহিত এ সময়েরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। যদিও এ সময়ে প্রচারকার্য্যালয় সংগঠিত হইয়াছিল, তথাপি প্রচারকদিগের এক জন বিশেষভাবে অভিভাবক বিনা তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চলিত না। ৩০০ নং চিৎপররোড ভবনে ইহার আপিস ছিল এবং আদিসমাজের পরিত্যক্ত এক জন কর্ম্মচারী ইহার সরকারের কার্য্য করিত। এক এক জন প্রচারক সুবিধা মত ইহার তত্ত্বাবধানের কার্য্য করিতেন। কেশবচন্দ্রের ভবনে সকলে সর্ব্বদা একত্র হওয়াতে এমনি একটী আকর্ষণী শক্তি সঞ্চারিত হইত যে, সে স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতা কালেজে, প্রচার আপিসে কার্য্যোপলক্ষে গমন করা সকলেরই পক্ষে ত্যাগস্বীকারের বিষয় ছিল। সুতরাং প্রচারকার্য্যালয়ের কার্য্য ভালরূপে চলিত না, অর্থেরও ভালরূপ সমাগম হইত না।

"এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রচারের দানের উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহারা কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্র রাধানাথ মল্লিকের গলীর একটী বাটীতে বাস করিতেন। এই বাসাটী ব্রাহ্মদিগের মধ্যবিন্দুস্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদেশ হইতে কোন ব্রাহ্ম আসিলে এই স্থানেই আশ্রয় পাইতেন, এবং সময়ে সময়ে এখানে এত জনতা হইত যে, উপরের একটি ঘরে স্ত্রীলোকেরা বাস করিতেন এবং অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের আবাসস্থান হইত। বিশ্বাসিগণ সকলেই প্রায় সকল সময়ে কেশবচন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়া, সদালাপ, সংপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতেন। সময়ে সময়ে

রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। প্রায় রজনীর শেষভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, আবার গাত্রোত্থান ও স্নানাদি করিয়া, উপাসনার জন্য কেশবচন্দ্রের ভবনে গমন করিতেন। বাস্তবিক অন্ন অপেক্ষা ভগবদর্চ্চনা, বস্ত্র অপেক্ষা পুণ্য ও ধর্ম্ম এবং শরীর অপেক্ষা আত্মা যে অধিকতর মূল্যবান্, এ সময়ে এ দলের নরনারী সকলের নিকট তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইত। তখনকার প্রকৃত বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না, আপনাপনি বিকশিত হইয়াছিল। প্রতিদিনের আহার্য্যসামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। কয়েক জন প্রচারের জন্য চাঁদাদাতা ছিলেন। আমাদিগের বন্ধু আনন্দমোহন বসু তন্মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন। তিনি তখন কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। সময়ে সময়ে দুই তিন জন প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া, বিশেষ অভাবের কথা বলিয়া, তাঁহাদিগের দেয় দান চারি আনা বা আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং তদ্দ্বারা চাউল কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন। কখন কখন কেশবচন্দ্রের নিকট 'আমাদিগের অদ্য আহারের কিছু নাই' বলিয়া তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইতেন। কেশবচন্দ্রের একটি বাক্স ছিল, ইণ্ডিয়ানমিরার বা প্রচারের অথবা অন্য কোন হিসাবে যখন যে টাকা আসিত, ভিন্ন ভিন্ন মোড়ক করিয়া তাহা তিনি তন্মধ্যে রাখিতেন। প্রায়ই কোন বিশেষ হিসাব থাকিত না। প্রচারকগণ একটি টাকা চাহিলে, হয় দুইটি, না হয় তিনটী টাকা পাঠাইয়া দিতেন। কখন কখন এরূপ হইত যে, বিশ্বাসিগণ কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া, গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইবা মাত্র তথাকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া, আহারের কথা এককালে ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রি ২টা অথবা ৩টার সময় যখন ফিরিয়া আসিতেন, আহারের কথা স্মরণ হইলে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ লইয়া, তদ্দ্বারা কাষ্ঠ এবং চাউল প্রভৃতি সেই গভীর রাত্রিতে অনেক কষ্টে আহরণ করিয়া আনিতেন। বাসায় আসিয়া দেখিতেন যে, মহিলাগণ প্রত্যাশিত অর্থের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, তাহা আসিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া অবশেষে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ভক্তগণ সেই শেষ রাত্রিতে আসিয়া নিদ্রিত নারীগণকে

কষ্ট দিয়া আর জাগ্রত করিতেন না। নিকটস্থ গোলদীঘি হইতে আপনাদিগের মধ্যে এক জন (সাধু অঘোরনাথ) স্কন্ধে করিয়া কলসী ভরিয়া জল আনিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিতেন, এবং কোন প্রকারে সিদ্ধপক্ক করিয়া লইতেন; আহারকালে এক এক দিন প্রভাত হইয়া যাইত। অনেক সময়ে কেবল মাত্র অন্ন হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন, অন্নদাতাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা আহার করিতেন। তখন এমনই প্রকৃত বৈরাগ্যের বায়ু বহিত যে, মহিলারাও কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না; কষ্টেতে ও দীনতাতে, অন্নহীনতা ও বস্ত্রহীনতাতে আনন্দ করিতেন; সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্তে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেন। অনেক সময় কাঁটা নোটের শাক—যাহা প্রাঙ্গণ মধ্যে বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইত—তাহা আহরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে নারীগণ তাহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। এমন দিনও হইয়াছে যে, অন্নের সঙ্গে কোন প্রকার উপকরণ না থাকাতে, কেবল হলুদ মিশাইয়া উহাকে খেচরান্ন করা হইয়াছে এবং উপকরণস্বরূপ প্রাঙ্গণস্থ দোপাটী ফুল ভাজিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বৈরাগ্যের অন্ন অতি সুমিষ্ট লাগিত। রাজপ্রাসাদের রাজভোগ অপেক্ষা তাহা উপাদেয় বোধ হইত। কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে এই পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। যদিও এ সময়ে এত অন্নকষ্ট ছিল, তথাপি সাংসারিক বিষয় অপেক্ষা ভাব যে অধিকতর বলবান্, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই কষ্টসত্ত্বেও প্রচারকসঙ্খ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে ভাই গৌরগোবিন্দের অন্তরকে ভগবান্ গোপনে প্রস্তুত করিতেছিলেন। সাধু অঘোরনাথ যখন রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচার করিতে যান, তখন তিনি কলিকাতায় আগমন করিতে প্রস্তুত হন। তিনি সাধুর আগমনের পর শান্তিপুর হইয়া কলিকাতায় আইসেন। তিনি যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই আকর্ষণ তাঁহার চিত্তকে এমনই জীবন্ত ভাবে অভিভূত করিল যে, তিনি গৃহে আর ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। যে দিন কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিন মহাপুরুষসম্বন্ধীয় বক্তৃতাবিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ হিন্দুশাস্ত্রের একটি শ্লোক পাঠ করিয়া, ঐ মত অতি প্রাচীন বলিবামাত্র, কেশবচন্দ্র তাঁহার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টি তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ক্রয়

করিয়া লইল। কেশবচন্দ্র সেই সময় হইতে তাঁহার অপরাপর বন্ধুর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাঁহার প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্" এ শ্লোক (১) তিনিই নিবদ্ধ করেন। এইরূপে তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের কার্য্যের সূত্রপাত তখনই হয়। তিনি প্রচারকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথও এই সময়ে আহূত হন। তিনি আসিয়া যোগ দেওয়ার পর হইতে সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের নিগূঢ় কৌশল কে বুঝিতে পারে? তিনি একজন ব্যবসায়ীর নিকট সামান্য কার্য্য করিতেন; নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিতেন। পরম চক্রী ভগবান্ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও, তাঁহাকে উচ্চতর কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা সে আহ্বানধ্বনি অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার নূতন কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। ভাই কান্তিচন্দ্রকেও বিধাতা এই সময়ে তাঁহার দলে দলভুক্ত করেন। তাঁহার হাবড়ার বাসায় কয়েকজন ব্রাহ্মিকা গমন করিয়া উপাসনা করাতে, সে বাসা হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত হইতে হয়। প্রচারক মহাশয়দিগের যে বাসার কথা উপরে উল্লেখ করা গেল, স্ত্রীলোকদিগের একটি উৎসবের দিন তিনি আপনার পত্নী ও ভ্রাতৃবধূসহ তথায় আগমন করেন। ভগবান্ এমনি আশ্চর্য্য কৌশল করিলেন যে, তাঁহার আর গৃহে প্রত্যাগমন করা হইল না। সেই বাসায় অধিক লোক হওয়ায়, কলিকাতা মলঙ্গায় একটি স্বতন্ত্র বাসা করা হইল; কিন্তু সে সময়ে সেই পল্লীতে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সপ্তাহ মধ্যে ভাই কান্তিচন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ ও পত্নীকে বিধাতা পরলোকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বিষ হইতে যিনি অমৃত উদ্ভাবন করেন, সেই ভগবান্ই এই সুগম্ভীর ঘটনাযোগে সমস্ত পৃথিবীকে, বিশেষতঃ নিরাশ্রয় প্রচারকদিগকে আপন বৃহৎ পরিবার করিয়া লইবার জন্য, পৃথিবী হইতে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারকে অন্তর্হিত করিলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র সেই পর্য্যন্ত আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া, প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। যেমন কামান হইতে গোলা সকল প্রবলবেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, তেমনি কেশবচন্দ্রের হৃদয়স্থিত

(১) ৩২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পবিত্রাত্মা কর্তৃক উত্তেজিত ভাবাগ্নি পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানা আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যে তাঁহারই আত্মবিকাশ। তিনি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহারই বিধান প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া, অপার আনন্দ উপলব্ধি করিলেন।"

৩

মিস মেরি কার্পেণ্টার

স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য ভারতে পদার্পণ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি সমাজসংস্কার, সকল বিষয়ে নূতনতর উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই বৎসরের (১৮৬৬ খৃঃ) শেষ ভাগে নবেম্বর মাসে, জনহিতৈষিণী ইংরাজ রমণী মিস্ মেরী কার্পেণ্টার এদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনার্থ ভারতে পদার্পণ করেন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়-সংস্থাপন তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। মান্দ্রাজ ও বম্বাই প্রদেশে এ সম্বন্ধে সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া, তিনি কলিকাতায় উহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য উপনীত হন। হিন্দুমহিলাগণের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য, তিনি গবর্ণমেণ্টে তদ্বিষয়ে আবেদন-করণার্থ সভা করিবার উদ্দেশ্যে, দেশহিতৈষী বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উহার সভা করিতে চান; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন না। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে, জষ্টিস ফিয়রের সমক্ষে শ্রীযুক্ত প্যারিচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এ সম্বন্ধে যে সভা হয়, তাহাতে সভাপতির নিরুৎসাহ-জনক বাক্যেই সমুদায় যত্ন নিষ্ফল হইয়া যায়। ফলতঃ কলিকাতায় এসম্বন্ধে কে আর তাঁহার সহিত তেমন সহানুভূতি করিবেন? সুতরাং কেশবচন্দ্র তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় হইলেন। বড়লাটের ভবনে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, এবং সেই রাজভবন হইতে পদব্রজে সর্ব্বদা তিনি কেশবচন্দ্রের কলুটোলার ভবনে যাতায়াত করিতেন। মিস্ কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক আন্দোলনের ফলস্বরূপ, পরসময়ে কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয় এদেশীয় স্ত্রীলোকগণের উচ্চতর শিক্ষার সূত্রপাত করে। এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ এখন দেশের শিক্ষিতা নারীদিগের মধ্যে রত্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

মিস্ কার্পেন্টারকে ব্রাহ্মিকাসমাজে অভিনন্দনদান এবং 'ইভিনিং পার্টিতে' মহিলাগণের প্রথম যোগদান

২৪শে নবেম্বর (১৮৬৬ খৃঃ) শনিবার ব্রাহ্মিকাগণ ব্রাহ্মিকাসমাজে মিস্ কার্পেন্টারকে নিমন্ত্রণ করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনপত্র দেন। একদিন ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে মিস্ কার্পেন্টারের সম্মান-রক্ষার জন্য 'ইভিনিং পার্টি' হয়। এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, বিশেষ দুই চারি জন পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষ এখানে থাকিবেন না। কেশবচন্দ্র তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধু ও ব্রাহ্মিকা ভগিনী-দিগকে লইয়া এই সভায় উপস্থিত হন। দুই চারিগণ বিশেষ পরিচিত ইংরাজ পাদরী ও ভদ্রলোক এবং কয়েক জন ইংরাজ রমণী এই সভায় উপস্থিত থাকেন। পরস্পরের সহিত যেরূপ সদালাপ ও সদ্ভাবের বিনিময় হইল, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার গুণবতী কন্যা যেরূপ সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এ দেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের ইংরাজী 'ইভিনিং পার্টিতে' (সায়ংসমিতিতে) গমন করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

ব্রাহ্মমহিলাগণের ইংরেজরমণীর অনুকরণ ও তাহাতে কেশবচন্দ্রের অসহানুভূতি

খ্রীষ্টের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) উপলক্ষে মিস্ কার্পেন্টারের ইচ্ছামত একটী সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্ম উপস্থিত হন। মিস্ কার্পেন্টার বাইবেল হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে চা প্রভৃতি আহার হয়। সভা ভঙ্গ হইলে মিস্ কার্পেন্টার এবং কেশবচন্দ্র সপরিবারে চলিয়া গেলে, অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এখানে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করেন। ইংরাজ 'ইভিনিং পার্টিতে' গমন করিয়া এবং ইংরাজদিগের নরনারীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা সরলচিত্তব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাজ নারীগণ যেমন পুরুষ-দিগের সহিত স্বাধীন ভাবে সম্মিলিত হন, তাঁহাদেরও স্ত্রী ও ভগিনীগণ সেইরূপ পুরুষদিগের সহিত একত্রিত হইবেন। এই মনে করিয়া ব্রাহ্মগণ আপন আপন বন্ধুদিগকে লইয়া নিজ নিজ পত্নী ও ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন এবং কথা কহিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই দলে যে সমস্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই অন্তঃপুরবাসিনী, অন্য পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহা তাঁহাদের তত অভ্যাস ছিল না। সুতরাং স্বামী অথবা ভ্রাতার নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কুলবধূর ন্যায় মৃদুস্বরে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দুই একটী কথা কহিলেন। দৃশ্যটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক হইয়া উঠিল। সরলমতি ব্রাহ্মযুবকগণ মনে করিলেন যে, আজ একটি বিশেষ সদনুষ্ঠান হইল, স্ত্রীজাতির বন্ধনমুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল। সভা ভঙ্গ হইলে পর, কয়েক জন যুবা অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন যে, তিনি খুব সুখ্যাতি করিবেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী তথায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র হঠাৎ কাহারও মনে আঘাত বা কষ্ট দিবার লোক ছিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি নাই। স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক বা অনুরোধ করিয়া স্বাধীন করা, তিনি অত্যন্ত অনিষ্টকর কার্য্য মনে করেন। তিনি বলিলেন যে, আজ যিনি অন্তঃপুরে দিবানিশি অবরুদ্ধ থাকেন, সূর্য্যও যাঁহার মুখ দেখিতে পায় না, তিন দিনের মধ্যে তিনি তাঁহাকে মেম সাজাইয়া, মেমের পোষাক পরাইয়া, লাট সাহেবের বাটিতে সভা সমিতিতে লইয়া গিয়া, সকল সাহেব ও বাঙ্গালীর সহিত শেকহাণ্ড করাইতে পারেন এবং খোলা গাড়ীতে প্রতিদিন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া আনিতে পারেন। তিনি আরও বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, এরূপ করিলে স্ত্রী স্বাধীনা হয়েন না, স্ত্রীলোকদিগকে আরও দাসত্বে বদ্ধ করা হয়। ভিতরে পরিবর্ত্তন হইল না, অথচ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিলে, এদেশীয় রমণীদিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহারা বাহিরের বিষয় দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকে থাকুক, আমার কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হয় না। আমি আত্মার স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা জ্ঞান করি। আমাদিগের মহিলাগণ পুণ্যের পথে ও ধর্ম্মের পথে গিয়া আত্মাকে স্বাধীন করেন এবং জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা মনকে স্বাধীন করেন, ইহাই আমার সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছা। মন স্বাধীন হইলে তাঁহাদের শরীর আপনাপনি স্বাধীন হইবে, এই আমি জানি। আমি অনুরোধ দ্বারা কোন মহিলাকে কোন প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করাইতে প্রস্তুত নহি।

কেশবচন্দ্রের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুগণ অপ্রতিভ হইলেন এবং বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন।

ইউরোপীয়গণকে লইয়া কেশবের গৃহে উপাসনা ও "Ragged School" প্রতিষ্ঠা

মিস্ কার্পেণ্টার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ছিলেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে তাঁহার এবং অপরাপর ইউরোপীয়গণকে উপাসনার্থ আহ্বান করা হয়। এই উপাসনায় মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ব্যতীত জে বি নাইট, মেস্তর ফিপসন্, স্মিথ ও তাঁহাদিগের পত্নী, জে বি গিলন, গ্যারিক, ডাক্তার বেরেগ্নি ও অন্যান্য ইউরোপীয়, উপস্থিত সমস্ত প্রচারকবর্গ ও প্রায় পঞ্চাশৎ অপর শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হন। উপাসনাকার্য্য কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয় তলস্থ বারাণ্ডায় নিষ্পন্ন হয়। প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র সেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা-পুস্তক (Theist's Prayer Book) হইতে একটী ইংরেজী প্রার্থনা পাঠ করেন। ইহার পর পোপকৃত "বিশ্বজনীন প্রার্থনা" ইউরোপীয়গণ কর্তৃক গীত হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র একটী প্রার্থনা করিবার পর, কেশবচন্দ্র হিন্দু ও খ্রীষ্ট শাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ করেন। অনন্তর জে·বি গিলন ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বনিবন্ধন হইবার জন্য একটী সুন্দর প্রার্থনা করিলে, কেশবচন্দ্র "দ্বিজত্বলাভ না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য কেহ দেখিতে পায় না" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। এই উপদেশে অনেক গভীর সত্য তিনি সহজ ভাবে ব্যক্ত করেন এবং উপদেশ মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেণ্ট জনের এই উক্তিটির উল্লেখ করেন, "যদি কোন মনুষ্য বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, অথচ তাহার ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। কেননা যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে ভালবাসে না, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারে।" অনন্তর পোপের প্রার্থনার শেষাংশ গীত হয়। এই উপাসনায় ইউরোপীয়গণ নিতান্ত আহ্লাদিত হন, এবং মিস্ কার্পেণ্টার বলেন, ব্রাহ্মগণ এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। মিস্ কার্পেণ্টারের এদেশে আগমনের স্মরণচিহ্নস্বরূপ কেশবচন্দ্রের সাহায্যে দীন দুঃখী বালকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় (Ragged School) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার

(ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ—এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও মূলসত্যপ্রচার ও বরিশালে প্রচারকগণের গমন

এই সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিবার উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল, যাহাকে প্রত্যক্ষ স্বর্গরাজ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করা হইল, সেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আধিপত্য দেশে বিদেশে স্থাপন করিবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষরূপে যত্নবান হইলেন। এই সময়ের সঙ্গীত,(১) প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গরাজ্যের প্রতিচ্ছবি। ঈশ্বর সকলের পিতা, ঈশ্বর সকলের নেতা, ঈশ্বর সকলের চিরন্তন রাজা, সমুদায় মানব তাঁহারই পরিবার, তাঁহারই প্রজা, তাঁহারই রাজ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য

---

(১) "কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা আগমন॥
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার, মঙ্গলজলধিজলে হতেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণস্বরে, ডাকেন ভারতমাতা পরি উজ্জ্বল বসন।
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম, কালরাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে, বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন ;
নরনারী সমুদায়ে, এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ হতে পেলে এ দিন।"
(প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিরচিত)

"এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখরজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর, পাঠা'লেন স্বর্গরাজ্য মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে, ছিন্ন করি পাপপাশ বীরপরাক্রমে ;
উর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি, জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি।"
(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত)

তাঁহাদিগেরই সত্য, এই ভাব সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য প্রচারকগণ মহা উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। কয়েকখানি পুস্তক প্রস্তত হইল। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপ পুণ্যের জন্য আত্মার দায়িত্বে বিশ্বাস, প্রার্থনায় বিশ্বাস, ঈশ্বরের পিতৃত্বে এবং মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস, এই কয়টি মূলসত্যলিখিত একখানি ক্ষুদ্র কাগজ এই কয়খানি পুস্তকে সংসৃষ্ট হইল; এবং স্থির হইল যে, এই রাজ্যে প্রবেশের দ্বার এরূপ প্রশস্ত হইবে যে, কেহই যেন সে রাজ্যে প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত না হন। যাঁহার যেরূপ বিশেষ মত থাকে থাকুক, কিন্তু এই কয়েকটী মূল সত্যে যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এবং প্রতি বর্ষে ন্যূনতঃ এক টাকা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে দান করিতে স্বীকার করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। প্রচারকদিগের হস্তে এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক প্রদত্ত হইল এবং কেশবচন্দ্র বলিলেন, তোমরা যাও, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি দিক্ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংগ্রহ কর। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং সাধু (১) অঘোরনাথ, এই সময়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বরিশাল যাত্রা করিলেন। তথাকার উৎসাহী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস তাঁহাদিগের জন্য নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ এখান হইতে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা জ্বলন্ত ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব ত্যাগ কর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা কর, জাতিভেদ পরিহারপূর্ব্বক মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সৎকার্য্য কর, ইহাই সকল উপদেশের সার ছিল। যেখানে প্রচারকগণ পদার্পণ করিতে লাগিলেন, সেখানেই ব্রাহ্মণ যুবকগণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলভুক্ত হইতে লাগিলেন। চারি দিকে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অত্যাচার নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। বরিশালে আমাদিগের প্রচারকগণের অবস্থিতিতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান ফলস্বরূপ

(১) সাধু বা ভাই আখ্যা এ সময়ে কোন প্রচারকের নামের আদিতে সংযুক্ত হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল বলিয়া প্রচলিত আখ্যা নামের অগ্রে সংযুক্ত হইল। (অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের পর আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সাধু" আখ্যা দান করেন।)

একটি উচ্চ বংশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে অতি সমারোহের সহিত বিবাহ হয়।

কেশবচন্দ্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা এবং কৃষ্ণনগর হইয়া বর্দ্ধমানগমন

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার যে কয়েক জন বন্ধু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সমস্ত দিবস এবং রাত্রির অধিকাংশ কাল সমাজসম্পর্কীয় কথার আন্দোলনে চলিত। এক দিন দ্বিপ্রহরের গভীর রজনীতে খুব উৎসাহের সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে এইরূপ স্থির হইল যে, দলবদ্ধ হইয়া সকলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিতে যাইতে হইবে, চারি দিকে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হইবে। মিস্ কার্পেণ্টারকে লইয়া কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগর যাত্রা করিতে হইল। তিনি এই যাত্রাই তাঁহার প্রস্তাবিত প্রচারযাত্রা করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে ভাই উমানাথ এবং অমৃতলাল গমন করিলেন। শারীরিক অসুস্থতা জন্য ভাই প্রতাপচন্দ্র এই দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এইরূপ প্রথমে স্থির হয়। কেশবচন্দ্রের সংস্থাপিত কলিকাতাকালেজসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যানুরোধে ভাই মহেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর যাইতে অসমর্থ হওয়ায় স্থির হইল যে, তিনি বর্দ্ধমানে এই দলের সহিত মিলিত হইবেন। কৃষ্ণনগরে প্রকাশ্য ইংরেজী বক্তৃতা, বাঙ্গালা বক্তৃতা ও উপাসনাদি দ্বারা প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। (১) অনেকে নামস্বাক্ষরপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন। কৃষ্ণনগর হইতে এই দল বর্দ্ধমান গমন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক এই সময়ে মুদ্রিত হয়। ভাই মহেন্দ্রনাথ কলিকাতাকালেজসম্পর্কীয় কার্য্য শেষ করিয়া, শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে লইয়া, যখন যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পীড়াসত্বেও থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত একত্র গমন করিলেন। একমাত্র ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাতায় রহিলেন এবং তাঁহার উপরে কলিকাতার সমস্ত ভার পড়িল। প্রচারকদলের সমাগমে বর্দ্ধমানে (২) মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উচ্চতম উদ্দেশ্য

---

(১) ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ একটী, ৩০শে ডিসেম্বর দুইটী ও ১লা জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ একটি, এই চারিটী বক্তৃতা কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে দান করেন।

(২) বর্দ্ধমানে কেশবচন্দ্র ৫ই ও ৭ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ, দুইটি বক্তৃতা দান করেন।

শ্রবণ করিয়া পদস্থ লোক হইতে বিদ্যালয়ের সামান্য ছাত্র পর্য্যন্ত দলে দলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে একটি বিশেষ বিধি অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমরা সকলে প্রচারক, সকলেরই প্রচারকার্য্য করিতে সমান অধিকার। তবে ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রচারসম্বন্ধে আমাদের সকলের কিছু কিছু করিতে হইবে। আমি একাকী সকল করিব, আর তোমরা সকলে চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা বিধিবিরুদ্ধ। যে পাচ জন প্রচারক একত্র বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র ইংরাজীতে বক্তৃতার ভার লইলেন; ভাই উমানাথ, অমৃতলাল ও মহেন্দ্রনাথ পালাক্রমে উপাসনা ও সংপ্রসঙ্গ করিতেন। কেশবচন্দ্র উপাসনার মধ্যে উপদেশ দিয়া ও প্রার্থনা করিয়া এবং সংপ্রসঙ্গের শেষ মীমাংসা করিয়া দিয়া সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিতেন।

ভাগলপুর

ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহার সহপ্রচারকদিগকে বলিলেন, আমি ঘোষণাকারী হইয়া তোমাদের সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া, প্রতিস্থানে তোমাদের বৃত্তান্ত ও আগমনসংবাদ ঘোষণা করিব। এই ভাবেই তিনি অন্যান্য ভ্রাতাকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া, তাঁহাদের সে স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিনে, ভাগলপুরে যাত্রা করিলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় তিনি প্রকাশ্য স্থানে উৎসাহ ও ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময়ে কেশবচন্দ্র সদলে অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, স্বর্গীয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, বাষ্পীয় শকটে ভাগলপুরে উপনীত হইলেন। যেখানে ভাই প্রতাপচন্দ্র বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই স্থানে তাঁহারা একেবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখ দেখিবামাত্র, বক্তা প্রতাপ-চন্দ্রের উৎসাহাগ্নি শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ, যাঁহাদের কথা আমি বলিতেছি, তাঁহারা সমাগত। উঁহারা কল্যকার জন্য চিন্তা করেন না। উঁহাদের চাল চলন অদ্ভুত প্রকারের।" এই সকল কথা এমনি জ্বলন্তভাবে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, তচ্ছ্রবণে শ্রোতা-দিগের মধ্যে যেন একটী তাড়িতশক্তি সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। ভাগলপুরে

কেশবচন্দ্রের দুইটী ইংরাজী বক্তৃতা (১) হইল। প্রতিদিন সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনা হইত, তাহাতে নগরের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন। অনেকে ব্রাহ্মসমাজের মূলসত্যে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের তালিকা-পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিয়া, ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই স্থান হইতে ভাই উমানাথ আপন পিতার কঠিন পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বাঁকিপুর

ভাগলপুর হইতে বাঁকিপুর প্রচারকদলের গম্যস্থান ছিল। তাঁহাদের এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব দিনে ভাই প্রতাপচন্দ্র বাঁকিপুর যাত্রা করিয়া, পরদিন ইংরাজীতে বক্তৃতা দ্বারা দলের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন। সেই দিন ইঁহারা বাঁকিপুর উপনীত হন। এখানেও উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ ও কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা (২) দ্বারা প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন ভাই প্রতাপচন্দ্র বাঁকিপুর হইতে এই দল ছাড়িয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভাই অমৃতলাল ও মহেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমভিব্যাহারে এখান হইতে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব গমন করেন। বাঁকিপুর হইতে তাঁহাদের প্রথম গম্য স্থান এলাহাবাদ ছিল।

এলাহাবাদে গমন, ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক টিংলিং সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ব্রহ্মোৎসব

এলাহাবাদে তখন যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, মৃত নীলকমল মিত্র তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকমল বাবুর গৃহে প্রচারকগণ প্রথমে উপনীত হন। তাঁহাদের প্রতি গৃহস্থের যত্ন ও সমাদরের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। এখানেও কেশবচন্দ্রের দুইটী (৩) প্রকাশ্য ইংরাজী বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতায় নগরের অধিকাংশ ইংরাজ ও এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হন। টিংলিং

(১) ভাগলপুরে ১০ই ও ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ, দুইটী বক্তৃতা দান করেন।

(২) কেশবচন্দ্র বাঁকিপুরে ১৫ই ও ১৯শে জানুয়ারী (১৮৬৭ খৃঃ) দুইটী বক্তৃতা দান করেন।

(৩) অধ্যায়শেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণের অনুবাদ দৃষ্টে দেখা যায়, এলাহাবাদে ২৩শে জানুয়ারী বাঙ্গলায় একটী এবং ২৪শে, ২৬শে ও ২৮শে জানুয়ারী (১৮৬৭ খৃঃ) ইংরাজিতে তিনটী বক্তৃতা দেন।

সাহেব নামক জনৈক ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদিগের নেতা সহ সদলে একেবারে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন আশায়, ভারতবর্ষে উপনীত হন। কলিকাতায় তিনি দুই একটি বক্তৃতা করেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রকে তথায় দেখিতে না পাইয়া এককালে এলাহাবাদে আসিয়া উপনীত হন। এলাহাবাদে তিনি একটী গির্জ্জায় ইংরাজী বক্তৃতা করেন। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ বক্তৃতা শুনিতে তথায় যান। কিন্তু বক্তার অসার নির্জীব কথা শুনিয়া এবং বক্তৃতাকালীন নাট্যশালার অভিনেতাদিগের মত অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া, নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে প্রত্যাগমন করেন। টিংলিং সাহেব এক দিন কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তিনি কখন খ্রীষ্টান হইবার নহেন দেখিয়া, নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও নিরাশচিত্তে আপনার এত ব্যয় ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষে আসা বৃথা জানিয়া চলিয়া যান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ্য উপাসনাগৃহ হইতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বহিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহারা পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই অবস্থা তাঁহারা এলাহাবাদে যেমন বুঝিতে পারিলেন, এমন আর কোথাও নহে। নীলকমল বাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করা সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায়, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দুইজন বন্ধু এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে ১১ই মাঘের উৎসব উপস্থিত হয়। কোথায় সেই যোড়াশাঁকো ব্রাহ্মসমাজে মহাসমারোহ সহকারে ব্রহ্মোৎসব করা, আর কোথায় সেই দূরদেশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিতি করত তথায় ব্রহ্মোৎসবের উপাসনা করা, এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্তই কষ্টকর হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সমাজগৃহে ১১ই মাঘ দিবসে (১৭৮৮ শক) (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ) দুই বেলা ব্রহ্মোপাসনা হইল। যে প্রণালীতে কেশবচন্দ্র প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সুতরাং ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভাই অমৃতলালকে প্রচারকার্য্যের সহযোগী করিলেন। প্রচারসম্বন্ধীয় কোন কোন কার্য্য তাঁহারা করিতেন এবং কোন কোন কার্য্য তিনি করিতেন। এলাহাবাদে অনেক ভদ্রলোক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রচারযাত্রার ব্যয়সংগ্রহ

এ সময়ে প্রচারযাত্রার ব্যয় অতি আশ্চর্য্যরূপে সংগৃহীত হইত। কেশবচন্দ্র নিয়মপূর্ব্বক রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন। সুতরাং তাঁহার যাতায়াতের ব্যয় তত অধিক হইত না। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেখানে এমনি আধ্যাত্মিক প্রভা চারিদিকে বিস্তার করিতেন যে, তত্রত্য লোকের মনে এমনি একটি উচ্চ ভাব উপস্থিত হইত যে, যে কোন প্রকারে তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলে, আপনাকে তাঁহারা কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। প্রস্থানকালে পাথেয়স্বরূপ যিনি যাহা পারিতেন, আপনাপনি ভক্তির সহিত আনয়ন করিয়া, তাঁহার সম্মুখে উপনীত করিতেন। এরূপে বিনা চেষ্টা ও চিন্তায় স্বাভাবিক ভাবে প্রচারসম্বন্ধীয় সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া যাইত।

কাণপুর

এলাহাবাদ হইতে কাণপুরে প্রচারকদল উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিন জন উৎসাহী সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্ম যুবা তখন অবস্থিতি করিতেন। প্রচারকদিগকে, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের প্রিয়তম আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পাইয়া, তাঁহারা যে কি প্রকার সুখী হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। যুবক তিন জন ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহার কাহার অভিভাবক তাঁহাদিগের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এক জন যুবার গৃহের নিম্নতলস্থ একটি ক্ষুদ্র সামান্য গৃহে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দুই জন বন্ধুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই যুবার পুত্রের তখন নামকরণের সময় উপস্থিত। যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মমতে পুত্রের নামকরণ করিবেন, ইহার আভাস তাঁহার অভিভাবক বুঝিতে পারিয়া, প্রচারকদিগের প্রতি উৎপীড়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এক দিন দ্বিপ্রহর রজনীতে তাঁহাদের শরীরের প্রতি আক্রমণের আশঙ্কা হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মযুবকগণ প্রচারকদিগকে সেই রাত্রিতেই স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সঙ্গের জিনিষ পত্র তাঁহারা আপনারা মস্তকে বহন করিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র কাণপুরে একটী ইংরাজী বক্তৃতা (১)

(১) অধ্যায়শেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায়, ৩১শে জানুয়ারী ও ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৮৬৭ খৃঃ) দুইটী বক্তৃতা দান করেন।

করেন, তাহাতে স্থানীয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী অনেকে উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। যে ব্রাহ্মযুবকের পুত্রের নামকরণের কথা উল্লেখ করা গেল, তাঁহার প্রতি এমন অত্যাচার হইল যে, তাঁহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, একটী বাসা করিয়া, তথায় সপরিবারে বাস করিতে হইল। এই স্থানেই তাঁহার পুত্রের নামকরণ হইয়া গেল এবং এই ঘটনায় নগর মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল।

দিল্লি হইয়া লাহোরযাত্রা

কাণপুর হইতে প্রচারকদল একেবারে লাহোর যাত্রা করিলেন। দিল্লি পর্য্যন্ত তখন রেলরাস্তা খুলিয়াছিল। এখান হইতে লাহোর প্রায় ৭৫ ক্রোশ। এই পথ ঘোড়ার ডাক গাড়ীতে যাইতে হইত; যাইতে প্রায় তিন দিন তিন রাত্রি সময় লাগিত। যে প্রকার ভাবে লাহোর যাত্রা করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে কাহার মনে আনন্দ না হয়? পঞ্জাবপ্রদেশ মহাপুরুষ গুরু নানকের দেশ, ইহা অতি পুন্যভূমি। কেশবচন্দ্রের হৃদ্গত বিশ্বাস ছিল যে, এখানে নানকের প্রভাব আজও জীবন্তভাবে বর্ত্তমান। পঞ্জাবিগণ নানকের কৃপায় নবধর্ম্মের বিশেষ অধিকারী, এই বিশ্বাসনিবন্ধন তিনি পঞ্জাবগমনের জন্য বিশেষরূপে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি অচিরে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লি মুসলমান সম্রাটদিগের আবাসস্থান ছিল। ইহার পূর্ব্বকার গৌরব এখন আর নাই। এখানে আসিয়া ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের মনে সংসারের অসারতার ভাব দৃঢ় মুদ্রিত হইল। পঞ্জাবের প্রতি কেশবচন্দ্রের মন যেরূপ আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহাতে নূতন নূতন স্থানের বিশেষ বিশেষ ব্যাপার সকল দেখিবার জন্য তাঁহার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল সত্ত্বেও, তিনি এখানে থাকিয়া আর সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না। এক জন বন্ধুর গৃহে উঠিয়া ডাক গাড়ী ঠিক করিতে যতক্ষণ প্রয়োজন, ততক্ষণই এখানে ব্যয় করিলেন।

পথক্লেশের বর্ণনা, কেশবচন্দ্রের দীনতা ও বৈরাগ্য

বিশ্বরাজ ভগবানের সেনা হইয়া এই ক্ষুদ্র প্রচারকদল পঞ্জাব প্রদেশে ভগবানের নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে গমন করিতেছিলেন। এস্থলে এই সেনাগণের বেশ ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তিনখানি

ছিন্ন মলিন বালাপোষ মাত্র তিন জনের সম্বল ছিল। তাঁহারা এই কয়খানি অঙ্গবস্ত্র দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের ভয়ঙ্কর শীত নিবারণ করিতেন। এই তিনখানি বালাপোষের মধ্যে একখানি পথে একেবারে ছিন্ন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছিল। কাণপুরের ভক্তগণ তাহা দেখিয়া, কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্ণৌ ছিটের একখানি নূতন বালাপোষ প্রস্তুত করিয়া দেন। এইখানি কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং ইহা সেই পরিত্যক্ত গাত্রবস্ত্রখানির স্থান পূর্ণ করিল। একখানি সঙ্কীর্ণ ডাক গাড়ীতে তিন জনের তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করা নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের দুই জন বন্ধু এইরূপ স্থির করিলেন যে, দিবাভাগ কোন প্রকারে তাঁহারা অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু রাত্রিতে গাড়ীর এক ভাগ তাঁহাদের প্রিয়তম বন্ধু ব্যবহার করিবেন এবং অপরভাগে তাঁহারা দুই জনে অবস্থিতি করিবেন। অর্দ্ধভাগে দুই জনের শয়নকার্য্য সম্পন্ন হয় না, এই জন্য এইরূপ নির্দ্ধারণ হইল যে, তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে এক জন করিয়া রাত্রির অর্দ্ধভাগ বসিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া অপর ব্যক্তি নিদ্রা যাইবেন। দিল্লি হইতে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত সোরাহী ও একটি পিতলের গেলাস ক্রয় করা হইল। গেলাসে তিন জন পথে জল পান করিতেন এবং সোরাহী তাঁহাদের ঘড়া, ঘটী ও গাড়ুর কাজ করিতে লাগিল। এই সোরাহী দ্বারা তাঁহাদের শৌচকার্য্য, হস্তপদ-প্রক্ষালন প্রভৃতি তাবৎ কার্য্যই হইত। গাড়ী যাইতে যাইতে স্নানের সময়ে কোন একটি কূপের নিকট উপনীত হইলে, সেখানেই গাড়ী থামাইয়া স্নানকার্য্য সম্পন্ন হইত। স্নানের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা অভ্যাস ছিল। তাঁহার সহযাত্রী বন্ধু দুই জন ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত তৈলমর্দ্দনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং সেই সোরাহী কূপজলে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রিয়তম বন্ধুকে স্নান করাইতেন, তাঁহার বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া দিতেন, এবং সেই সোরাহী পূর্ণ করিয়া পান করিবার জন্য জল রাখিতেন। এইরূপে স্নান করিয়া তিন জন সর্ব্বান্তঃকরণে উপাসনা করিয়া লইতেন। আহারের ব্যবস্থাও এইরূপ বৈরাগ্যে পূর্ণ ছিল। পথে যাইতে যাইতে স্থানে স্থানে পান্থশালা পাওয়া যায়, এই সকল পান্থশালায় প্রায় রন্ধন ও আহারাদি হইত; কিন্তু যখন পান্থশালার নিকটে প্রাতঃকালেই ডাকগাড়ী আসিত এবং

পরবর্ত্তী পান্থশালায় অপরাহ্ণে উপনীত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, তখন সেই প্রাতঃকালেই অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া, অথবা মুসলমান পান্থশালার রক্ষককে কিছু পয়সা দিয়া তৎকর্ত্তৃক অন্ন প্রস্তুত করাইয়া লওয়া হইত। এই অন্ন ব্যঞ্জন যে পাত্রে রন্ধন হইত, সেই পাত্র সহ গাড়ীর মধ্যে আনয়ন করা হইত এবং যথাসময়ে তিন জন একত্র হইয়া, ইহা হইতে ভোজন করিতেন। কখন কখন এরূপ হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্র ক্ষুধার স্বল্পতাজন্য বিলম্বে আহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ যথাসময়ে আহার করিয়া, অবশিষ্ট অন্ন সেই পাত্রেই তাঁহাদের প্রিয়তমের জন্য রাখিয়া দিতেন। সে বাল্যভাবপ্রধান কালে উচ্ছিষ্টের বিচার ছিল না, অকৃত্রিম সরল প্রেমেই অন্য সকল ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। কেশবচন্দ্র রাজপ্রাসাদবাসী কলিকাতার এক জন ধনিসন্তান। রাজপুত্রগণ যে প্রকার বিলাস ও সুখের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তিনিও সেইরূপ বিলাস ও সুখের মধ্যে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের নামে এ প্রকার দীনতা ও কষ্ট অতীব আনন্দের সহিত বহন করা সামান্য বৈরাগ্য নহে।

অমৃতসহরে উপস্থিতি, হোলি উৎসব ও পঞ্জাবীদের ধর্ম্মভাব

তিন দিন তিন রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর শীতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, অমৃত-সহরে ডাকের গাড়ী উপনীত হইল। এখানে পণ্ডিত বসন্তরাম নামক জনৈক এদেশীয় ব্রাহ্ম বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র সদলে এইখানেই উপনীত হইলেন। এই সময়ে হিন্দুদিগের দোলযাত্রা ও শিখদিগের হোলি উৎসবের একটি বিশেষ সময় ছিল। গুরুদরবার লোকে লোকারণ্য, প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। পথে ঘাটে সর্ব্বত্র যাত্রিগণ পরস্পরের গাত্রে আবীর ও রং দিতেছিল। আকাশ আবীরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সর্ব্বত্র রঙ্গের ছড়াছড়ি। অমৃতসরোবরে দলে দলে লোক সকল স্নান করিতেছে, গুরুদরবারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বুঙ্গা নামক অট্টালিকা এবং গুরুর বাগ নামক উদ্যান লোকে পরিপূর্ণ। সাধু সন্তগণ দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া, হরি-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ও অমৃতসরোবরের চারিদিকে দলে দলে বসিয়া, সৎপ্রসঙ্গ, গ্রন্থসাহেব পাঠ, কীর্ত্তন ও কথকতা করিতেছেন; চারিদিক হইতে ধর্ম্মের রোল উঠিতেছে। এই সমস্ত দৃশ্য কেশবচন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত চিত্তমুগ্ধকর

হইয়াছিল। অষ্টপ্রহর গুরুদরবারে যে হরিসঙ্কীর্ত্তন হয় এবং দরবারসাহেবে যে সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচর্চ্চা হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই আকর্ষণের বিষয় ছিল। পঞ্জাবের ধর্ম্মভাবসম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে যাহা কথায় শুনিয়াছিলেন, তাহা এখন স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। এ সময়ে গুরুদরবারে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত ধর্ম্মালাপ ব্যতীত, আর কোন বিশেষ প্রচারকার্য্য হয় নাই। শিখদিগের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, সুদীর্ঘ স্থূল শরীর, বিকশিত নেত্র, দীর্ঘ শ্মশ্রু, বিনীত ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন। শিখগণ এখন গুরু নানকের উপদেশ ত্যাগ করিয়া প্রায় পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং যাহাতে তাহারা আবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের পূজার অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য শরীর মন দিয়া যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

লাহোরে উপস্থিতি, পঞ্জাবীদের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধুভক্তি

তিনি এককালে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে চলিয়া আসিলেন। অমৃত-সহর হইতে লাহোর পর্য্যন্ত রেলরাস্তা হইয়াছিল। একদিন মাত্র অমৃতসহরে অবস্থিতি করিয়া, রেল গাড়ীতে লাহোরে উপনীত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ভাই মহেন্দ্রনাথ পঞ্জাবে প্রচার করিয়া যান। এদেশ ও এখানকার লোকসম্বন্ধে তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তিনি এবার কেশবচন্দ্রের অনুযায়ী হইয়া আসিলেন। এই প্রচারকদল প্রথমে পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় নামক তৎকালীন জনৈক খুব উৎসাহশীল ব্রাহ্মের ভবনে উপনীত হন। পরে লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের গৃহে ইঁহারা অবস্থিতি করেন। এই গৃহে তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র লাহোরে আসিয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে দ্রুতবেগে প্রচারিত হইল; আর দলে দলে পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত এক বার কথোপকথন করিতেন, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও মুগ্ধকর ভাব দেখিতেন, তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য উপাসনা ও উপদেশ হইতে লাগিল; সমাজগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ভাই অমৃতলাল দুই চারি দিন লাহোরে থাকিয়াই রাওয়ালপিণ্ডি

প্রদেশে প্রচারোদ্দেশে গমন করিলে, কেশবচন্দ্র ও ভাই মহেন্দ্রনাথ লাহোরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা বাজারে ও নগর মধ্যে দেশীয় লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে বহির্গত হইতেন। গ্রামবাসীরা যে প্রকার ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শুনিত, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পঞ্জাবে ধর্ম্মভাবের কিছুই অপ্রতুল নাই। কি বেদান্তশাস্ত্র, কি ভক্তিশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রের শিক্ষা এখানকার সামান্য লোকদিগের মন পর্য্যন্ত দৃঢ় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। একজন ইক্ষুখণ্ডবিক্রেতা নিরক্ষর ব্যক্তি বাজার মধ্যে তাঁহাদের নিকট বেদান্তধর্ম্মের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া 'আমি ব্রহ্ম' বলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র অবাক্ হইলেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ এই নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট পরাস্ত হন। সাধুভক্তি পঞ্জাবীদিগের মনে অত্যন্ত প্রবল। তাঁহাদের এমনি উদারভাব যে, যে দেশীয়, যে ধর্ম্মাক্রান্ত সাধু হউন না কেন, সাধু দেখিলেই তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইয়া যায়। সাধুসেবা ব্যতীত ঈশ্বরের নিকট মনুষ্যের অগ্রসর হইবার অধিকার নাই, পঞ্জাবীদিগের এটি হৃদগত বিশ্বাস

লাহোরে জনৈক স্বর্ণকারের দোকানে ধর্ম্মালাপ ও স্বর্ণকারের ভক্তির সহিত "পঞ্জিগ্রন্থী" দান

কেশবচন্দ্র এক দিন তাঁহার অনুযায়ী সহ পঞ্জাবীদিগকে ধর্ম্মরত্ন প্রদান করিবার জন্য, লাহোর বাজারের বোজাজহাটি নামক স্থানে এক জন স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া উপনীত হইলেন। স্বর্ণকার এই অপূর্ব্ব সাধুকে দোকানে দেখিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং আস্তে ব্যস্তে সম্মান জন্য আপনার গাত্রবস্ত্র আসনরূপে পরিণত করিয়া, সম্মুখে তাহা বিস্তারিত করিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিসহকারে প্রচারকদিগকে তদুপরি উপবিষ্ট করাইলেন। কেশবচন্দ্রের কথা শুনিতে চারি দিক হইতে সামান্য লোক সকল ধাবিত হইল, সে স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। যে অল্প কয়েকটী কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে ধন্য ধন্য বলিতে বলিতে, তাহা লইয়া পরস্পর মহা আন্দোলন করিতে লাগিল। যে স্বর্ণকারের গৃহে কেশবচন্দ্র বসিয়াছিলেন, তিনি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রকে একখানি 'পঞ্জিগ্রন্থী' অর্থাৎ শিখগ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ-সঙ্কলিত পুস্তক দেখাইলেন। পুস্তকখানি কাল ও লাল দুই প্রকারের কালীতে অতি সুন্দররূপে লিখিত এবং অনেকগুলি

মূল্যবান্ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। কেশবচন্দ্র এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া আসিবার সময়, দোকানী যত্নপূর্ব্বক পুস্তকখানি যথাবিহিতরূপে উক্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া, ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কেশবচন্দ্র এরূপ দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দোকানী হাত যোড় করিয়া ভক্তির সহিত বিনীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রহণ করিয়া পাপীকে কৃতার্থ করুন। আমি শুনিয়াছি যে, গৃহস্থের যে বস্তুর প্রতি সাধুসন্ত প্রসন্ন হন, সে বস্তু আর গৃহস্থের নয়, তাহা সেই সাধুর সম্পত্তি; অতএব এ গ্রন্থখানি আপনারই, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" কেশবচন্দ্র এই কথায় পরাস্ত ও নিরুত্তর হইলেন এবং যে কিছু আহার্য্যসামগ্রী দোকানী তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন, তাহার কিছু আহার করিলেন। দোকানী অবশিষ্ট আহার্য্য প্রসাদ বলিয়া আপনি ভক্ষণ করত, বন্ধুবান্ধবদিগকে উহা ভাগ করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র সেই গ্রন্থখানি লইয়া, তাহাদের ভাবে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া, প্রায় সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

"শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের অবস্থা ও দায়িত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা

অল্পদিন পরে কেশবচন্দ্র লাহোরস্থ 'শিক্ষাসভা' নামক প্রকাশ্য স্থানে 'শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের অবস্থা ও দায়িত্ব' সম্বন্ধে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ) একটী প্রকাশ্য ইংরাজী বক্তৃতা দান করেন। (১) বক্তৃতাস্থলে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী এবং কয়েক জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। স্থানটি ইংরাজদিগের বাসস্থান হইতে বহুদূরে, এদেশীয় লোকদিগের আবাসস্থানের মধ্যস্থিত; এজন্য এই সভায় অধিক ইংরাজের সমাগম হয় নাই।

পঞ্জাবে নূতন প্রচারপ্রণালী ও পঞ্জাবীদিগের ভক্তিলাভ

পঞ্জাব প্রদেশে কেশবচন্দ্র নূতনতর প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। সেণ্টপল যেমন যখন যে দেশে যাইতেন, তখন সেই দেশীয়দিগের সহিত এক হইয়া, তাহাদের ভাব ও ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন-পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, কেশবচন্দ্রও সেইরূপ করিলেন। তিনি পঞ্জাবে পঞ্জাবীদিগের সহিত ভাবে এক

(১) অধ্যায়শেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায়, লাহোরে কেশবচন্দ্র ১৩ই, ১৭ই, ২০শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী এবং ১০ই ও ১৭ই মার্চ্চ (১৮৬৭ খৃঃ) ছয়টী বক্তৃতা দান করেন।

হইয়া গেলেন। গুরুনানকের ও শিখগুরুদিগের ভাব যেন তাঁহার অন্তরে জাগ্রদ্রূপে আবির্ভূত হইল। তাঁহার মুখ দিয়া নানকের কথা ও গভীর ভাব বাহির হইতে লাগিল। পঞ্জাবিগণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান বা মুসলমান প্রচারকদিগের ন্যায় বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, তিনি তাঁহাদেরই পৈতৃক ধর্ম্ম ও পৈতৃক হরিধন প্রদান করিতে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত। কেশবচন্দ্রকে আপনাদিগেরই সাধু বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতি করিতে লাগিলেন, এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা-শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বর যে এক, জাতিভেদ যে নাই, সকল মনুষ্য যে ভ্রাতা, ব্রাহ্মণের প্রকৃত উপবীত যে বাহ্যিক সূত্র নহে, এ সকল বিষয় এবং অন্তরের ধর্ম্মভাব, সৎকার্য্য এবং যোগ ভক্তি বিনয় ও সাধুভক্তিসম্বন্ধীয় শিক্ষা—যাহা শিখধর্ম্মশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে—তাহা তিনি সেই শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। যে দিক দিয়া কেশবচন্দ্র চলিয়া যাইতেন, দলে দলে লোক সকল তাঁহাকে প্রণাম এবং তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধন্য ধন্য করিত। ইহার পর আর এক বার যখন কেশবচন্দ্র পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, তখন এরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সহজে তিনি রাস্তায় বহির্গত হইতে পারিতেন না! তাঁহাকে দেখিলেই লোক দলে দলে তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিত এবং তাঁহার গতিরোধ হইয়া যাইত। সাধুদর্শনে পুণ্য হয়, পঞ্জাবীদিগের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। রুগ্ন এবং আবালবৃদ্ধবনিতা কত যে পঞ্জাবী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তাহার আর সংখ্যা ছিল না।

পঞ্জাবের ছোটলাটের ও ব্রিটিশ রাজদূত মন্‌ফুলের আতিথ্যলাভ

এক দিন তত্রত্য 'লরেন্স হল' নামক প্রকাশ্য স্থানে কেশবচন্দ্রের (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ, 'দ্বিজত্ব' সম্বন্ধে) ইংরাজী বক্তৃতা হয়। সেখানকার ছোটলাট সার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড সাহেব ও নগরের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এদেশীয় লোক, এই সভায় উপস্থিত থাকেন। বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। শ্রোতৃবর্গ শুনিতে শুনিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বক্তৃতান্তে ছোটলাট সাহেব তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই বক্তৃতার পর এক দিন কেশবচন্দ্র ছোটলাটের গৃহে ভোজন করিবার জন্য

নিমন্ত্রিত হন। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী ছিলেন, সুতরাং সেরূপ ভোজে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার এরূপ ভোজন-প্রণালী দেখিয়া, তদুপযোগী বিশেষ আহার্য্য প্রস্তুত ছিল না বলিয়া, লাটসাহেব অপ্রতিভ হন। কেশবচন্দ্র পাউরুটি মাখন প্রভৃতি আহার করিয়া এবং লাট সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই রাত্রিতে প্রায় একটার সময় বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়া, তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তি করা হয়।

লাহোরস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজদূত পণ্ডিত মনফুল কেশবচন্দ্রের সহিত কথাবর্ত্তা কহিয়া, তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হন। তিনি শিখদিগের প্রসিদ্ধ মহারাজা রণজিৎসিংহের ও তাঁহার পরিবারবর্গের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্রের নিকট আসিয়া, তিনি তৎসম্বন্ধে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী, সুতরাং নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক স্থানে তাঁহার কষ্ট পাইতে হয় শুনিয়া, তিনি একদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। প্রায় চল্লিশ প্রকারের আচার ও মোরব্বা এবং বহুবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জনের আয়োজন করিয়া, তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত আহার করাইয়াছিলেন। পর সময়ে কেশবচন্দ্র সর্ব্বদাই এই ভোজের বিষয় উল্লেখ করিতেন।

লাহোরের মিয়ান্‌মির নগরে প্রদর্শনীদর্শন ও লাটসাহেবের সঙ্গে আলাপ

এক দিন কেশবচন্দ্র তাঁহার দুই জন সঙ্গী সহ লাহোরের সন্নিকটস্থ মিয়ান্‌মির নগরে ইংরাজ সৈনিকপুরুষদিগের হিতার্থ অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য ছোটলাট ম্যাক্‌লিয়ড সাহেব মেলা দেখিতে যান। মেলাস্থান সাহেব ও বিবিতে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র, চোগা চাপকানে ও তাঁহার সঙ্গী দুই জন অতি মলিন ছিন্নবালাপোষ দুই খানিতে অবৃতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহাদের তথায় উপস্থিতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গিগণ যেরূপ সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সে স্থানে প্রবেশের নিতান্ত অনুপযুক্ত; কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ঈদৃশ পরিচ্ছদসত্ত্বেও সকলের সম্মান আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব দূর হইতে কেশবচন্দ্রকে

দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহার সহিত "শেকহ্যাণ্ড" করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বস্থিত সেই অতিদীন ও সামান্যবেশধারী সঙ্গীদিগের হস্তমর্দ্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ ঈদৃশ সম্মানের নিতান্ত অনুপযুক্ত জানিয়া, দূরে পলায়ন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই দীন ব্যক্তিদিগের পশ্চাৎ ধাবিত এবং তাঁহারা তাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করিতেছেন, এ দৃশ্য কিঞ্চিৎ কৌতূহলের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অল্প ক্ষণ পরেই লাট সাহেব তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, কেশবচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গীদিগের প্রতি এক এক বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

লাহোর হইতে অমৃতসহর, দিল্লি, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

কেশবচন্দ্রকে লাহোরস্থ বন্ধুগণ এবং কোন কোন ইংরাজ কিছু দিন লাহোরে অবস্থিতি করিয়া, পঞ্জাবের কল্যাণ সাধন করিতে অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্র পঞ্জাবীদিগের ধর্ম্মভাব, বিনয়, সরলতা ও ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধা ও পিপাসা দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন। কোথায় কলিকাতার পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংগ্রাম, কোথায় তথা হইতে তাড়িত হইয়া বিবিধ প্রকারের কষ্টভোগ, আর কোথায় পঞ্জাবে প্রকৃষ্টতম প্রচারক্ষেত্রে আনন্দ উৎসাহ, এ দুইটি ব্যাপার তুলনা করিয়া কেশবচন্দ্রের পঞ্জাবে দুই এক বৎসর থাকিবার জন্য প্রলোভন হইতে লাগিল এবং সপরিবারে তথায় থাকিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া তত্রস্থ বন্ধুগণ তাঁহার অবস্থান জন্য বাটী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার নিকট মানুষের সকল প্রস্তাব পরাস্ত হইয়া যায়। যদি কেশবচন্দ্র তখন পঞ্জাবকে প্রচারক্ষেত্র করিতেন, তাহা হইলে কে আর কলিকাতায় ধর্ম্মসংগ্রাম দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অযথা রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার প্রতিবাদ করিয়া সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিত? এক মাস কাল কেশবচন্দ্র লাহোরে অবস্থিতি করিয়া, বন্ধু দুই জন সহ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। আসিবার সময় অমৃতসহরে একটি ইংরাজি বক্তৃতা (১৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৭খৃঃ) ও দেশীয় লোকদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিয়া, সকলের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অমৃতসহর হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রীতিতে ডাক গাড়ীতে আগমন করিলেন। এখানে দিল্লি ইন্‌ষ্টিটিউট

গৃহে একটী ইংরাজি বক্তৃতা (২৭শে মার্চ্চ, ১৮৬৭ খৃঃ) হয়। প্রচারকার্য্য এক প্রকার শেষ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে দিল্লি ও আগ্রা নগরের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া, কাণপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুই এক দিন অবস্থানপূর্ব্বক দেখিলেন যে, যে বীজ সে সমস্ত স্থানে রোপিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। কলিকাতার সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। যতই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই উঁহার চিন্তা এবং তত্রত্য প্রচারসম্বন্ধে কি প্রকার উপায় অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার মনে আন্দোলন উপস্থিত হইল। মুঙ্গেরের স্কুল গৃহে একটী ইংরাজি বক্তৃতা (৫ই এপ্রেল, ১৮৬৭ খৃঃ) দিয়া, ভগবানের আদেশে তিনি নূতন উদ্যম উৎসাহ সহকারে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন।

বক্তৃতাসম্বন্ধে এলাহাবাদ ও লাহোরের ইংরাজী পত্রিকার মন্তব্য

এই সময়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাসম্বন্ধে তৎকালীনকার এলাহাবাদ ও লাহোরের ইংরাজীপত্রিকাসকলেতে যাহা লিখিত হয়, আমরা তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিতেছি।

'সাদারণ ক্রশ' নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "যে সকল বক্তার বক্তৃতা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, বাবু কেশবচন্দ্র তন্মধ্যে এক জন অতি অসাধারণ বক্তা। মেস্তর টিংলিঙ্গের * ন্যায় ইঁহার বলিবার প্রণালী নিরতিশয় উৎসাহপূর্ণ। তবে ইঁহার বক্তৃতা গভীর চিন্তা, ভাষা ও দৃষ্টান্তের পরিষ্কারতা এবং যুক্তিযুক্ততার

---

* মেস্তর টিংলিং সম্বন্ধে ঐ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "মেস্তর টিংলিং বাইবেলের একটি প্রবচন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিলেন, কিন্তু উপদেশটিতে আমাদিগের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল না। যে সকল দেশীয় লোক শুনিতে আসিয়াছিলেন, আমাদের মনে করা সমুচিত, তাঁহাদিগের উহা অল্পই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্দ্ধন করিয়াছে। তিনি খুব দ্রুত বলিতে পারেন, কিন্তু দ্রুত বলিবার সমতুল্য তাঁহার অপর ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে কিছুই নূতন বা যাহা মনে লাগে, এমন কিছু ছিল না। খ্রীষ্টীয় নিবন্ধনপত্রীর বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের পরিত্রাণের আশা বিষয়ে বাইবেল দেখিয়া যাহা মনে হয়, তদপেক্ষা তিনি সমধিক নিরাশ। ... ... মেস্তর টিংলিঙ্গের উৎসাহ আছে, ... কিন্তু যে সকল লোকের মন ভক্তি ও যুক্তি উভয়েতে নিপুণ, ... তাঁহাদিগের নিকটে উহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাই।"

নিমিত্ত অতি প্রশংসনীয়। বক্তৃতামধ্যে অত্যুক্তি নাই। প্রত্যেক বাক্য লক্ষ্যের অনুরূপ এবং যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার নিষ্কর্ষস্বরূপ। ইঁহার একটি বাক্যও কবিকল্পনায় আচ্ছন্ন বা দুর্ব্বল হয় নাই। আমাদের ভাষার উপরে ইঁহার অধিকার অতি অদ্ভুত। ঠিক যেখানে যে শব্দটি চাই, সেই শব্দটি যেন ইনি বাছিয়া লন। ইঁহার অধিকৃত ভূমি সত্য সত্যই অতিমহৎ। আপনি সমধিক পরিমাণে আলোক লাভ করত, ইনি স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্ম, সত্য ও নীতির পক্ষ সমর্থন করেন। ইনি স্পষ্ট দেখিতেছেন, 'সত্যযুগের সমাগম' হইয়াছে; সুতরাং স্বদেশীয়গণকে জাগ্রৎ হইয়া, আর সুসময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, এখনই কুসংস্কার ও দেশীয় কুপ্রথা পরিহার করিতে এবং সত্য ও উন্নতির সপক্ষ হইতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, বিধাতার যে সাধারণ মঙ্গলকর বিধি আছে, ভারত তাহার বহির্ভূত নহে। অন্যজাতি যখন ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সভ্যতা ও জীবনের সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তখন ভারতও আরোহণ করিবে। এখন ভারতসন্ততিগণ ভারতের পক্ষাশ্রয় করিলেই হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর, এই সকল সত্যধর্ম্মের সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। পাপপ্রবৃত্তি, দেশীয় কুরীতি বিশ্বাসস্থাপনের পরম শত্রু। ইহাদিগকে ধর্ম্মোৎসাহ দ্বারা পরাজিত করিতে হইবে। এই ধর্ম্মোৎ-সাহে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেরিতগণ, সকল দেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ নিজ নিজ কুসংস্কার ও পাপ নির্জ্জিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বিশ্বাসযোগে আপন দ্বিজত্ব সাধন করিয়াছেন। কেন না ব্যক্তিগত দ্বিজত্বসাধনের পর জাতিগত দ্বিজত্ব সাধিত হয়। ব্যক্তিগত দ্বিজত্বসাধনের পর তাঁহারা সহস্র সহস্র লোককে ধর্ম্মোৎসাহে জাগ্রৎ করিয়াছেন। বক্তা পুনঃ পুনঃ নিউটেষ্টমেণ্ট হইতে প্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি তিনি 'ধর্ম্মোৎসাহ' স্থলে 'খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস' এই কথা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রিয়াকারিত্ববিষয়ে আমরা যে সকল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি, তদনুরূপ তাঁহার ব্যাখ্যা অতীব শ্রেষ্ঠ হইত। তিনি উপসংহারে বলিলেন, ভারতের নবজীবনলাভ জন্য এই উচ্চতমমতবিশ্বাসী বাঙ্গালিগণকে বিধাতা ভারতের নানা স্থানে প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিশেষ বিশেষ পদে স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল

ব্যক্তিকে বক্তা, আত্মত্যাগ এবং পার্থিব জীবনের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া, এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও উৎসাহাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কেন না, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি বহু শতাব্দী হইতে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও পাপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিদ্যুদগ্নিস্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।"

লাহোর 'শিক্ষাসভাতে' কেশবচন্দ্র ('শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের অবস্থা ও দায়িত্ব' বিষয়ে) যে প্রথম বক্তৃতা দেন, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, "লাহোর ক্রণিকল" এইরূপে নিজমত ব্যক্ত করেন :—"অনেক ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তি বক্তার সমগ্র বক্তৃতা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষা এমন বিশুদ্ধ, সতেজস্কভাবে অবাধে বলেন যে, এক জন বিদেশীয়ের পক্ষে ইহা সত্যসত্যই অদ্ভুত। যদি সময়ে সময়ে প্রাচ্যদেশসমুচিত উৎসাহ ও অত্যুক্তি না থাকিত, তাহা হইলে এ বক্তৃতা যে এক জন বিদেশীয়ের, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। ইনি অতি উচ্চ লক্ষ্য, অপ্রতিহত অনুভূতি এবং উৎসাহপূর্ণ প্রকৃতির লোক। ইঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম মতপ্রধান নহে, সদসদ্বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবনিচয়—যাহা সকল ধর্ম্মে, সকল দেশে, সকল কালে মানবজাতির সার্ব্বভৌমিক বিশ্বাস এবং সামাজিক গৃহধর্ম্মের প্রথমাঙ্কুর—উহাই আশ্রয় করিয়া তিনি সকলের হৃদয় উদ্দীপ্ত করিতে যত্ন করেন। যদি তিনি এই সকল ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন এবং দেশের নবীন বংশীয়গণের জীবনে নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ অর্পণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি দেশহিতৈষিসমুচিত কার্য্য করিলেন বলিয়া অভিমান করিতে পারেন! এ বিষয়ে আমাদের যত ভরসা থাকুক বা না থাকুক, আমরা তাঁহার লক্ষ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না এবং তাঁহার এই দেশহিতকর কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হউন, হৃদয়ের সহিত আমরা এই অভিলাষ প্রকাশ করি।"

"ইণ্ডিয়ান্ পাবলিক ওপিনিয়ন এণ্ড পঞ্জাব টাইমস্" পত্রিকায় এই বক্তৃতার বিষয়ে সুদীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়া, অন্তিমভাগে এইরূপ অনুরোধ করেন, যাহাতে ইউরোপীয়গণ তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত হইতে পারেন, এজন্য "লরেন্স হলে" বক্তৃতা হয়। প্রবন্ধ এই কয়েকটী কথায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, "আমরা আশা

করি, যদি তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়গণকে বক্তৃতা শ্রবণ করাইয়া অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে আশা যে, তাঁহার যে বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্য-ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি প্রধান স্থান অধিকার করিবে, তিনি সেই বিশ্বাস বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিবেন। প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বাবু কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, উহার বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক।"

এই সময়ে পঞ্জাব হইতে প্রচারের কথাসম্বলিত একখানি পত্রিকা আইসে, তাহার কিয়দংশ মিরার পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হয়। পত্রিকার ঐ অংশ আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"লাহোরে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অনেকটা কার্য্য করিয়াছেন। ১৩ই, ১৭ই, ২০শে, ২৩শে (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ) এই চারি দিনে চারিটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই সকল বক্তৃতার বিষয় 'ভারতবর্ষের যুবকগণের অবস্থা ও দায়িত্ব', 'প্রকৃত বিশ্বাস', 'প্রার্থনা' এবং 'দ্বিজত্বলাভ'। শেষ বক্তৃতাটি 'লরেন্স হলে' হয় এবং শতাধিক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হন। পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব বাহাদুরও বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গুটিকয়েক উপযোগী কথায়, বক্তা যে সমুদায় ভাব অভিব্যক্ত করিলেন, তাহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিলেন, এবং পঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকগণ 'ধর্ম্মোৎসাহের' ভাব আত্মস্থ করিবেন, এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। মাননবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বক্তাকে এরূপ প্রশংসা করা কি দয়া ও অবনতি-স্বীকার নহে? ব্রাহ্মধর্ম্মের কি হৃদয়াকর্ষী উদার ভাব! মতে যাঁহারা বিরোধী, কেমন গূঢ়ভাবে তাঁহাদেরও সহানুভূতি ইনি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য অনেক অপ্রকাশ্য সভা হইয়াছে। এই সকল সভায় অনেক বোদ্ধা পঞ্জাবী আসিয়া থাকেন। ইঁহারা বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত আপনাদের সংশয়ের মীমাংসা জন্য বিতর্ক করেন। চারি দিকে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। এমন কি, লোকে বলে, হাটে বাজারে এ আন্দোলন চলিতেছে। এক জন পঞ্জাবী বন্ধু আমায় বলিলেন, বাজারের লোকদিগের মধ্যে এই কথা উঠিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়াছেন, তিনি একটি প্রকাশ্য স্থানে, যেখানে অনেকগুলি ইউরোপীয়

উপস্থিত থাকিবেন, দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং সেই সভায় তিনি এই প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করিবেন, 'হয় আমায় বিচারে পরাজয় কর, না হয় এখনি, যে সকল পুতুল তোমরা পূজা কর, তাহা দূরে নিক্ষেপ কর।' শিক্ষিত পঞ্জাবিগণ ব্যবহারে পৌত্তলিক হইলেও, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইঁহারা জ্ঞানে এই সকল মূল সত্য ঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন। ইঁহারা বড়ই বিচার ভাল-বাসেন, কিন্তু এটি তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় যে, যখন বুঝিতে পারেন, তখন ভ্রম স্বীকার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, নানকের প্রকৃত শিষ্য অতি অল্প লোকই আছেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিসত্ত্বেও শিখধর্ম্ম পৌত্তলিকতাবিমিশ্র হইয়া গিয়াছে। এখানকার লোকদিগের চরিত্র এবং মত যে প্রকার হউক না কেন, এখানে কিছু করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে আশা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অনুরোধ করিয়াছেন যে, প্রচারকগণ এখানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। মান্যবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হইতে অপরাপর ইউরোপীয়গণের এই প্রকার অভিলাষ দেখা যায়।"

কেশবচন্দ্র সেন লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলে, "ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন" লিখেন:—"বাবু কেশবচন্দ্র অদ্য প্রাতে লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন, উপাসনাকার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার উৎসাহ, উদ্যম, সারল্যের বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিতে পারা যায় না। নমধিক পরিমাণে লোকের বিরাগ উৎপাদন, অভেদ্য কুসংস্কারসমূহের বিপক্ষে সংগ্রাম, কুসংস্কারাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ শ্রোতৃবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিপ্রায়ে অসদর্থ সংঘটন, এ সকল পরীক্ষা তিনি অর্থের জন্য নহে, বিবেকের জন্য স্বীকার করিয়াছেন। সার ডোনাল্ড ম্যাক্‌লিয়ড—যাঁহাতে গভীর ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাস এবং তদ্বিপরীত মতসহিষ্ণুতা একত্র আশ্চর্য্য প্রকারে সম্মিলিত—গত বৃহস্পতিবার (১) তাঁহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন

(১) এই অধ্যায়ের পরিশেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণ হইতে দেখা যায়, ১৭ই মার্চ্চ (১৮৬৭ খৃঃ) রবিবার, কেশবচন্দ্র বিদায়গ্রহণের বক্তৃতা দান করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১৯শে মার্চ্চ, অমৃতসহরে বক্তৃতা দেন। সুতরাং মনে হয়, ১৭ই মার্চ্চের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার, ১৪ই মার্চ্চ, গবর্ণমেণ্টগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এবং সেই সময়ে লাহোরের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। নিমন্ত্রয়িতা এবং নিমন্ত্রিত উভয়েই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করাতে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন; কেন না এক জন প্রসিদ্ধ দেশীয় প্রচারককে গবর্ণমেণ্টগৃহে সামাজিক অভ্যর্থনা অর্পণ করিলেন, আর এক জন অহিন্দুর সহিত একত্র এক টেবিলে ভোজন করিলেন।" অনন্তর ঐ পত্রিকা, বিদায়কালে তিনি যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, এই কয়েকটী কথায় প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, "বাবু কেশবচন্দ্রের বিদায়কালীন বক্তৃতা অতি আনন্দধ্বনিতে পরিগৃহীত হইয়াছিল, বিশেষতঃ পঞ্জাববাসিগণ আনন্দধ্বনিতে সমধিক উচ্ছ্বাস সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, যদিও শ্রোতৃবর্গ তাঁহার মতে সায় না দিন, কিন্তু এই বঙ্গদেশীয় পরিদর্শক যে সরল ও স্বার্থশূন্য, এ প্রতীতি লইয়া তাঁহারা বক্তৃতা-স্থল হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন।"

কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার মন্তব্য

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, মিরার পত্রিকায় (১৫ এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃঃ) এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ—"বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর দুই জন প্রচারক, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে পঞ্জাবে গিয়াছিলেন, প্রচারযাত্রা শেষ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। লাহোরবাসী ইউরোপীয়গণ এবং প্রায় সমস্ত মাননীয় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত উদার সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছেন। সার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড—যাঁহার রাজ্যশাসনে দক্ষতা সহকারে বিশ্বাসের দার্ঢ্য এবং বিশুদ্ধতা সংযুক্ত—মেস্তর কনিঙ্ঘাম, ডাক্তার লিটনার, মেস্তর রিপেল গ্রিফিন এবং অপরাপর পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, বাবু কেশবচন্দ্রকে অতি যত্নসহকারে 'সামাজিক অভ্যর্থনা' অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বাবু কেশবচন্দ্রের নিকট স্থানীয় এবং অন্যস্থানের গুরুতর গুরুতর মতামত ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছানুসারে একটী সংলাপ-সমিতি হয়। এই সমিতিতে পঞ্জাবিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারা রাজপুরুষগণের সহিত মিলিত হন এবং চা ও জলপানীয় পান ভোজন করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের

বোখারার রাজদূত পণ্ডিত মন্‌ফুল উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার দেশীয়গণের নিকট বাবু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত বুঝাইয়া দেন। আমাদিগের প্রচারকগণ পঞ্জাবকে অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র মনে করেন। সেই দেশের উদারপ্রকৃতি লোকদিগের উৎকর্ষসাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সমধিক প্রযত্ন সমুচিত।"

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচারের দৈনন্দিন বিবরণ আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

দৈনন্দিন বিবরণ

কৃষ্ণনগর।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ	ব্রাহ্মসমাজ গৃহ	বিশ্বাস।
৩০শে " "	" "	জীবনের লক্ষ্য (বাঙ্গালায়)।
৩০শে " সায়ঙ্কালে	বারোয়ারী গৃহ	চৈতন্য এবং ভক্তিসম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রতি উপদেশ।
১লা জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ	ব্রাহ্মসমাজ গৃহ	উদার মণ্ডলী, এবং উহার সভ্য ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান।

৫ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ	সমাজগৃহে	প্রকৃত জীবন।
৭ই " "	ডিস্‌পেন্‌সারী গৃহ	যথার্থ মণ্ডলী।

ভাগলপুর।

১০ই জানুয়ারী	গবর্ণমেণ্ট কলেজ	বিবেক।
১২ই জানুয়ারী	মিশন স্কুল	ধর্ম্মোৎসাহ।

বাঁকিপুর (পাটনা)।

১৫ই জানুয়ারী	গবর্ণমেণ্ট কলেজ	ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?
১৯শে "	" "	ধর্ম্মোৎসাহ ও দ্বিজত্ব।

এলাহাবাদ।

২০শে জানুয়ারী	ব্রাহ্মসমাজ গৃহ	জীবনের লক্ষ্য (বাঙ্গালায়)
২৪শে "	রেলওয়ে লোকোমোটিব গৃহ	নীতিসাধনের আবশ্যকতা
২৬শে "	" "	যথার্থ মণ্ডলী।
২৮শে "	আসেম্বেলী রুম	জাতীয় এবং ব্যক্তিগত দ্বিজত্বলাভ।

কাণপুর।

৩১শে জানুয়ারী	থিয়েটার রুম	প্রকৃত মনুষ্যত্ব।
৩রা ফেব্রুয়ারী	সেখ বিলায়েত আলীর গৃহ	দ্বিজত্ব।

লাহোর।

১৩ই ফেব্রুয়ারী	শিক্ষাসভাগৃহ	ভারতবর্ষের যুবকগণের অবস্থা
১৭ই "	"	প্রকৃত বিশ্বাস।
২০শে "	"	প্রার্থনা।
২৩শে "	লরেন্স হল	দ্বিজত্ব।
১০ই মার্চ্চ	শিক্ষাসভাগৃহ	ব্রাহ্মসমাজ।
১৭ই "	"	বিদায়গ্রহণের বক্তৃতা।

অমৃতসহর।

১৯শে মার্চ্চ	গবর্ণমেণ্ট স্কুল	ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য।

দিল্লী।

২৭শে মার্চ্চ	দিল্লী ইন্‌ষ্টিটিউট	দেশীয় সমাজসংস্কার।

মুঙ্গের।

৫ই এপ্রেল	গবর্ণমেণ্ট স্কুল	নীতিসম্পর্কীয় উদ্যম।

৫

ভক্তিসঞ্চার

ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পরে, কেশবচন্দ্র মে মাসের (১৮৬৭ খৃঃ) প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করেন। পটোলডাঙ্গাস্থ ট্রেণিং ইন্‌ষ্টিটিউশনে বিদ্যালয়ের অধিবেশনারম্ভ হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিবার জন্য আহূত হন। মহর্ষি প্রিয় কেশবচন্দ্রের আহ্বানে, পূর্ব্বে যে প্রকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দিতেন, সেই প্রকার উপদেশ দিতে সম্মত হন। নবীন বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র যখন সকল প্রকার বিরোধ বিস্মৃত হইয়া দক্ষিণে বামে উপবেশন করিলেন, তখন সকলের মনে যে কি প্রকার উৎসাহ আহ্লাদ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। প্রতিদিন প্রার্থনান্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। প্রথমতঃ মহর্ষি বাঙ্গালাভাষায় উপদেশ দিতেন, তদনন্তর কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। এ সময়ের ধর্ম্মতত্ত্বে (১) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হয়ঃ—"বিগত ২৩শে বৈশাখ (১৭৮৯ শক) (৫ই মে, ১৮৬৭ খৃঃ) রবিবার হইতে সংস্কৃত কলেজের দক্ষিণভাগে ট্রেণিং ইন্‌ষ্টিটিউশনের গৃহে কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে বাঙ্গালাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে উপদেশ দান করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব এবং নীতি বিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার পর বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে।" বরিশাল গমনোপলক্ষে (২) এই বিদ্যালয় চারি সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ যত দিন কলিকাতায় ছিলেন, বিদ্যালয়ে আসিতেন; তাঁহার বিদেশগমনে কেশবচন্দ্র একাই দর্শনাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

(১) ১৭৮৯ শকের ২৪ সংখ্যা (সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসের) ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

(২) একটী শুভবিবাহে কেশবচন্দ্র বরিশালে গমন করেন। ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপনের পর একদিকে উন্নতির লক্ষণ, অপর দিকে সংশয় ও শুষ্কতা

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপনের পর প্রচারকবর্গ যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে অতি সুমহৎ ফল নয়নগোচর হইল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা পঁয়ষট্টি, ইহার মধ্যে চারিটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তিনটি পঞ্জাবে, পাঁচটি মান্দ্রাজে এবং একটি বম্বেতে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অতি অল্প দিন হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে উহার পাঁচ শত সভ্যসংখ্যা হইল। এই পাঁচ শত সভ্যের মধ্যে পঁচিশ জন মহিলা। বার্ষিক দানও অল্প নহে, তের শত মুদ্রা। ব্রাহ্মধর্ম্মমতে উনিশটি বিবাহ হয়। ইহার আটটি অসবর্ণ বিবাহ। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য এইরূপে দিন দিন উন্নতির লক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিল, অপর দিকে ইহার কোন কোন সভ্যের মনে ঘোর সংশয় ও শুষ্কতা লুক্কায়িত ভাবে প্রবিষ্ট হইল। এখনও একত্র উপাসনা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। একা একা একটী একটী প্রার্থনা করা এ সময়ে ব্যক্তিগত নিত্য উপাসনা ছিল। ঈদৃশ অবস্থায় যে আধ্যাত্মিক সংশয় ও শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? প্রচারকবর্গের মধ্যে যাঁহার মন চারি দিকে কেবলই শুষ্কতা ও জীবনহীনতা দর্শন করিতে লাগিল এবং নেতার জীবনের কার্য্যসম্বন্ধে যাঁহার চিত্ত সন্দিহান হইয়া পড়িল, তিনি আত্মজীবনের দুরবস্থায় অতীব অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি এক এক দিবস 'যদি শান্তি দিতে না পারিবে, তবে কেন এ পথে আনিলে' ইত্যাদি বলিয়া কেশবচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিতেন, এবং শান্তি না দিতে পারিলে, ধর্ম্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেন। এই সকল কথায় কেশবচন্দ্রের গৌর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত, মুখশ্রী বিষাদে মগ্ন হইত; সে দৃশ্য এখনও আমাদের নয়নসন্নিধানে জাগ্রৎ রহিয়াছে। আমাদিগের এই বন্ধুর হৃদয়ের অবস্থা তৎকালীনকার মিরারে (১লা জুলাই, ১৮৬৭ খৃঃ) বাহির হয়। উহার কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—

"ইহা কি সম্ভব যে, আমাদের আত্মা যে গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, আমাদিগের ধর্ম্মজীবনে যে বিপরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা যে পশ্চাদগমন

করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা গোপন করিয়া রাখিব। আমাদের বিশ্বাস কমিয়া আসিয়াছে, আমরা ভাবশূন্য হইয়া পড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকতা ও ঔদাসীন্যের আমরা এত নিন্দা করি, তাহাতেই আমরা নিমগ্ন হইতেছি। কি জানি বা আমাদের পতন হয়, কি জানি বা আমরা যে ধর্ম্মের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছি, তাহার কলঙ্ক হই, এই ভয় আমাদিগের মধ্যে বাড়িতেছে! যেখানে শান্তি নাই, সেখানে 'শান্তি' 'শান্তি' বলিয়া চীৎকার করা নিষ্ফল। আমাদের মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের দেশের যে আমরা কোন উপকার সাধন করিতে পারিব, তাহা অসম্ভব। আমরা এইরূপ অনুভব করিতেছি, এবং হৃদয়ের শূন্যতা বৃথা বাহ্যভাব দ্বারা আচ্ছাদন করা, অথবা উহার ঘোর মালিন্য বলপূর্ব্বক ভাবুকতা উদ্দীপন করিয়া তদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত করা, নির্ব্বিঘ্ন মনে করি না। বিশ্বাস এবং করুণার নূতনতর প্রবাহ আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা পুনরায় উত্থান করিয়া গম্যপথে অগ্রসর হইতে পারি। ঈশ্বরের করুণার হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ক্ষণিক উদ্দীপ্ত ভাবের সান্ত্বনা আমরা চাহি না, কল্পনাশক্তির অস্বাভাবিক পরিবৃদ্ধিতে আমাদের প্রয়োজন নাই, রহস্যবাদের উচ্চ শিখরে অপরিপক্ক বুদ্ধি উত্থান করিয়া যে আপনাকে উন্নত মনে করে, উহাও আমরা দূরে পরিহার করি। এ সকল স্থলবিশেষে ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমরা এখন উহাদিগকে চাহি না।"

নিরাশার মধ্যে কেশবের আশার বাক্য

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে কোন দিন নিরাশার সঞ্চার হয় নাই, তাঁহার বিশ্বাস চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। এই প্রকার সংশয় ও নিরাশার কথা পত্রিকায় বাহির হওয়াতে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইলেন। বিশ্বাসের অভাব তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক বলিয়া জানিতেন। এক বিশ্বাস থাকিলে, সকল প্রকার পরীক্ষা হইতে মানব রক্ষা পায়; এ জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে সর্ব্বদা বিশ্বাসের অক্ষুণ্ণতা দেখিতে অভিলাষ করিতেন। কি জানি বা তাঁহার বন্ধুর লেখা অপর বন্ধুবর্গের বিশ্বাস হরণ করে, এজন্য তিনি উপায় না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি সপরিবারে তাঁহার বন্ধুগণ সহ লাকুটিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায়ের ভগিনী শ্রীমতী দিনতারিণীর সহিত আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

বিবাহ (১) দিবার জন্য বরিশালে গমন করেন। পথ হইতে কেশবচন্দ্র একটী প্রবন্ধ মিরারে প্রেরণ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মগণের জীবনের পরীক্ষা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া, নিরাশ হইবার যে কোন কারণ নাই, তাহা প্রদর্শন করেন। জীবনে ঘোর পরীক্ষা বিপদ অন্ধকার যখন মহর্ষিগণের জীবনে পর্য্যন্তও উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহারা উহা বিশ্বাসবলে অতিক্রম করিয়াছেন, তখন আমাদিগের জীবনে যে উহা আসিবে, তাহা আর অসম্ভব কি? ঈদৃশ পরীক্ষা বিনাশের জন্য নহে, জীবনকে উন্নত করিয়া দেওয়ার জন্য সমাগত হয়। এইরূপ আশাবাক্য বলিয়া, প্রবন্ধটি এই কথাগুলিতে শেষ করা হইয়াছে:—"আমরা ব্যক্তিবিশেষে ভয় করিলেও, বস্তুতঃ তবে কোন ভয়ের কারণ নাই। আমরা পক্ষান্তরে এই বলিয়া আহ্লাদ করি, আমরা যে প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতেছি, ইটি ঠিক এবং বৈশ্বজনীন প্রণালী। এই পরীক্ষায় কাহারও কাহারও পতন হইবে, ইহা বুঝিতেছি। 'পরীক্ষাব্যজন' অসার তুষ উড়াইয়া লইবে, যে শস্যবীজ অবশেষে থাকিবে, উহা ঝটিকা বৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। কেবল আমাদের ঈশ্বরেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকুক, তাঁহার প্রেম ও করুণার বারংবার অঙ্গীকারে বিশ্বাস থাকুক। পাপ ও স্বার্থ-পরতাকে যেন আমরা ঘৃণা করি, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবিশ্বাসকে যেন আরও ভয় ও ঘৃণা করি। দুর্ব্বলতা, হৃৎকম্প ও শোকের ক্ষতব্রণ ও ক্লেদে পূর্ণ হইয়া আমাদিগের এরূপ মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতা যে, আমাদের নিজ বলে অথবা নিজগুণে আমরা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে হৃদ্গত বিনীত আস্থা আমাদিগের আত্মাকে এখনও নবীভূত করিবে, বল দান করিবে। অপিচ আমাদিগের দুর্ব্বলতার ভিতর হইতে বল বর্দ্ধিত হইবে এবং পবিত্রচিত্ততা, আনন্দ, শান্তি এবং নিত্যকালের সুখ ঈশ্বর ও সত্যের মহিমা-বর্দ্ধনার্থ অপবিত্রভাবের স্থান অধিকার করিবে।"

সংশয়রোগের প্রতীকারকল্পে বন্ধুগণের মধ্যে জীবন্ত দৈনন্দিন উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা

কেশবচন্দ্র বরিশাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বর্ত্তমান রোগের প্রতীকারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুগণের মধ্যে জীবন্ত দৈনন্দিন

---

(১) ১৩ই শ্রাবণ (১৭৮৯ শক) (২৮শে জুলাই, ১৮৬৭ খৃঃ, রবিবার) এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৭৮৯ শকের ২৭ সংখ্যা "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, অবিশ্বাস ও শুষ্কতা আসিয়া অল্পে অল্পে সকলের হৃদয় অধিকার করিবে। সকলের হৃদয়কে উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য এই সময়ে মিরারপত্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ লিখেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"ঈশ্বরের গৃহে এত আর্ত্তনাদ কেন? চারি দিকে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, অথচ তন্মধ্যে বিলাপের ধ্বনি কেন? সাঁয়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে পবিত্র এবং পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যে বপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের মণ্ডলী দেশের দূরতম বিভাগে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং পরিব্রাজক প্রচারকগণের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে, সুলভ মূল্যের সাধারণ লোকের উপযোগী পুস্তিকাপ্রচারে এবং প্রধান প্রধান মধ্যবর্ত্তী স্থানে সামাজিক উপাসনা-প্রবর্ত্তনে, আমাদিগের ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি অধিক পরিমাণে আমাদের দেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তির জ্ঞান ও চরিত্র গঠন করিতেছে, এবং হিন্দু সমাজের মূল পর্য্যন্তও সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত—ভারতের সমাজ ও নীতি-সম্পর্কীয় নবজীবনদানার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্বের ইতিবৃত্ত। সমাজ আজ পর্য্যন্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, কেবল তজ্জন্যই যে ইনি আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন, তাহা নহে; ইনি আমাদিগের মনে আশা ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় ভবিষ্যতে এ দেশ আরও উন্নত ও সংস্কৃত হইবে। যদি সমাজ বর্ষে বর্ষে পরিপুষ্ট এবং তৎসহকারে ভারত উন্নত হয়, তাহা হইলে এখানে ওখানে উহার কোন কোন সভ্য তাঁহাদিগের সাংসারিকতা, দুষ্টতা, আত্মসংস্কারসম্বন্ধে যত্নের বৈফল্য বিষয়ে কেন আক্ষেপ প্রকাশ করেন? এরূপ গৌরবকর সাধারণ উন্নতির জীবনপ্রদ বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া, কোন কোন ব্যক্তির হৃদয় কেন দুঃখভারাবনত এবং অবসন্ন? এক দিকে উন্নতি, আর এক দিকে আক্ষেপ, এই উভয় অবস্থার বিপরীত ভাব দয়া উদ্রেক করে। যাঁহারা এই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁহাদিগের এবং সমুদায় ব্রাহ্মগণের উপকারার্থ ইহার অর্থ কি, বুঝান আবশ্যক। অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের ন্যায় আমরা আজ পর্য্যন্ত আমাদের মতের গৌরব করিয়াছি, নিয়মবদ্ধ উপাসনাদির অনুসরণ করিয়াছি, এবং আমাদিগের পরিত্রাণ, দ্বিজত্ব এবং করুণা সম্পর্কীয় মতের

প্রামাণিকতাবিষয়ে প্রচুর প্রমাণে দার্শনিক চিন্তায় নিরত রহিয়াছি; কিন্তু আমাদের মতকে জীবনের ধর্ম্ম করিতে অল্পই যত্ন করিয়াছি। অনন্ত কালের লাভবিষয়ে আমাদিগের যথার্থ যত্ন হয় নাই, এজন্য আমাদিগের মধ্যে বাহ্যিক প্রলোভন এবং গূঢ় পাপের সঙ্গে সংগ্রামনামের উপযোগী সংগ্রাম কদাপি ঘটিয়াছে। পরিত্রাণপদ ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকার বিবেকানুমোদিত, কঠিন আপৎসঙ্কুল পবিত্রতার পথ অনুসরণ করিতে বলে, সে প্রকার প্রতিজন যে অনুসরণ করেন, তাহা মনে হয় না; কিন্তু প্রতিজনই আপনার আপনার মত ও সংস্কারকে সংসারের প্রয়োজন ও রিপুগণের সঙ্গে মিলাইয়া চলেন। আমাদের সমাজ—আমরা অবশ্য তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা এ কথার অতীত—মনে হয়, দ্বিজত্বসাধকবিশ্বাসের (Regenerating faith) প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই, প্রকৃতি বুঝা অপেক্ষা উহার ভাবগ্রহণ আরও অল্পই করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঈদৃশ বিশ্বাসের সকল সময়েই প্রয়োজন ছিল, বিশেষতঃ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাতে তো আরও প্রয়োজন। কারণ এ সময়ে ধর্ম্মের উন্নতিসম্বন্ধে যে সাধারণ বিঘ্ন আছে, তাহা ছাড়া দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনকালে ভয়ানক পরীক্ষা এবং প্রলোভনের আধিক্য হইয়াছে। যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস ভিন্ন ইহা কিছুতেই অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। এজন্যই যাহারা এ সংগ্রামের সমকক্ষ আপনাদিগকে মনে না করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রাম পরিহার করে, এবং বাহিরে ধর্ম্মের প্রণালী ঠিক রাখিয়া আস্তে আস্তে সাংসারিক সুখ ও সুবিধার জীবনে স্থির হইয়া বসে। এ কথা সত্য যে, তাহাদের মতগত বিশ্বাস ঠিক রাখে; কিন্তু ঈদৃশ বিশ্বাস জীবনহীন, বলশূন্য এবং জ্ঞানে স্বীকার মাত্র, জীবন্ত পবিত্রতাপ্রদ হৃদয়ের গভীর সংস্কার নহে। এরূপ বিশ্বাস অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে পারে, কোন কোন স্থলে চলিয়াও যায়। বিশ্বাসের এরূপে তিরোধান কেবল এজন্য নয় যে, হৃদয় অগ্রসর হইতে না পারিয়া পশ্চাদ্গামী হইল; কিন্তু এই জন্য যে, সাংসারিকতার জীবন অবশেষে জ্ঞানকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া ফেলিল, এবং সংসার ও পাপের সেবা করিতে গিয়া বিবেকের আদেশ পুনঃ পুনঃ উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ইহাতে এই হয় যে, ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মে। আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত অবগত আছি যে, ব্রাহ্মগণ সংশয় ও অবিশ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের কতকগুলি

এত দূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, অসংতা এবং উচ্ছৃঙ্খলাচার তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কত যুবক ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রথম যোগের সময়ে জ্বলন্ত উৎসাহ এবং নৈতিক সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সে সময়ে তাঁহাদিগের নিকটে সকলই নবীন, এবং নব্যভাবের ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ ছিল। কিন্তু হায়! অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ তিরোহিত হইয়া গেল, তাঁহাদের চক্ষে সমাজের চিত্তমুগ্ধকরত্বশক্তি অন্তর্হিত হইল, এবং তাঁহাদের হৃদয়ের উপরে আর উহার কোন সামর্থ্য রহিল না; কতকগুলি লোক সংশয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া জড়বাদ এবং কুমতিবাদে গিয়া পড়িলেন, আর কতকগুলি লোক নৈতিক শাসনে আবদ্ধ না হওয়ায় সময়ের প্রচলিত পাপের সিকতায় জীবনতরী ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এ সকল লোক কেন পথ হারাইল, 'পথভ্রান্ত মেষযূথ' কেমন করিয়া উদ্ধার হইবে, আবার পুনরায় মেষাবাসে প্রত্যানীত হইবে, তাহা আমাদিগের সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। এ চিন্তা—যাহারা পতিত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধে নহে—তাঁহাদিগের সম্বন্ধে, যাঁহারা দণ্ডায়মান আছেন; কেন না, কি জানি বা পতন হয়, এজন্য তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদিগের মতে কেবল ব্রাহ্মগণের মধ্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আত্মার পতন ও অবনতির প্রধান কারণ জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব। প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের সাধারণ ও বিশেষ আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও ঐ কারণ প্রবলরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির জীবন্ত করুণাময় ঈশ্বরেতে জীবন্ত বিশ্বাস নাই, আমাদিগের মণ্ডলীর ইতিহাসে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্বের প্রকাশ যত জ্বলন্ত জীবন্ত হউক না কেন, উহার দ্বারা কোন প্রকারে তাহার উজ্জীবিত অথবা উহার প্রভাবাধীন হওয়ার পক্ষে উপযোগিতা নাই। অধিক কি, অল্পবিশ্বাসী লোকদিগের নিকটে ঈদৃশ প্রকাশ অবোধ্য। এজন্যই ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় ব্রাহ্মসমাজ ক্রমিক অগ্রসর হইতেছেন, অথচ মণ্ডলীর সাধারণ উন্নতি দেখিয়া, সাহসিক হইবার কারণ সত্ত্বেও, কোন কোন ব্রাহ্ম অধ্যাত্ম অবনতি, ভাবশূন্যতা, সাংসারিকতার পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন।

"হয়তো অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, এ সকল ব্যক্তি তো বিশ্বাস ও সাধুত্ব-বর্দ্ধনের জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, অথচ কৃতার্থ

হন নাই; তাঁহারা যে এ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও ছাড়িয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া, নিরাশ হইয়া। ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মেতে যে কত কাঠিন্য আছে, তাহা তাঁহারা যথাযথ পরিমাণ করেন নাই, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন বালুকাময় পত্তনভূমির উপরে স্থাপন করিয়াছেন; তাই যখন পরীক্ষা সমুপস্থিত, তখন একেবারে সমস্তই ধৌত হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ছেলে খেলা নহে; পরিত্রাণের জন্য প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নাই। শরীরের জন্য, আত্মার জন্য আহার্য্যসংগ্রহ—সমধিক ত্যাগস্বীকার, প্রভূত পরিশ্রম ও ধৈর্য্যসহকারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—অর্জ্জন করিতে হইবে। এক ঘণ্টা কালের ক্ষণিক উত্তেজিত ভাবে অনন্তকালের প্রাপ্য বিষয় সাধিত হয় না, অথবা কেবল প্রণালীগত প্রার্থনা—যতবারই কেন নিয়মপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হউক না—হৃদয়ের গভীরতম স্থানে যে অপবিত্রতা আছে, তাহা ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে না। আমাদের সংস্কার এই, এবং পৃথিবীর পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, বিনীত ব্যাকুল প্রার্থনা এবং প্রলোভনের সঙ্গে নিরন্তর সহিষ্ণুতার সহিত সংগ্রাম, ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সহিত সম্মিলিত না হইলে, মনুষ্যের হৃদয় সে অবস্থায় উত্থিত হয় না, যাহাতে ঈশ্বরের করুণা উহার দ্বিজত্ব সাধন করে। ইহা ছাড়া যাহা কিছু, সে সকলই বাহ্যিক, প্রণালীবদ্ধ, এবং যদি ইহার অধিক কিছু হয়, তাহা হইলে ক্ষণিক উন্নতি এবং সাংসারিক ধর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু উহাতে যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না, বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সংগ্রাম বিনা পাপ হইতে মুক্তি হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস ঈদৃশ গভীর এবং অচঞ্চল, দৃঢ় এবং সবল হওয়া সমুচিত যে, কি জ্ঞানসম্পর্কীয়, কি নীতিসম্পর্কীয়, কোন পরীক্ষায় উহা টলিবে না। বিশ্বাস পবিত্র হৃদয়ের পুরস্কার নহে, ইটি প্রথম সোপান, যাহার মধ্য দিয়া ঘোর পতিত পাপিগণ পরিত্রাতা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, এবং আর সকল উপায় যখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তখন উহা শেষ অবলম্বন। দ্বিতীয়তঃ পাপী সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে এবং তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ কৃপার জন্য প্রার্থনা করিবে; কেননা কৃপার সহায়তা বিনা মনুষ্যের যত্নে কোন ফলোদয় নাই। আশা, ধৈর্য্য ও ব্যাকুলতা সহকারে সে নিয়ত প্রার্থনা করিবে, এবং যদি ঈদৃশ প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাহায্য না পায়,

তবু ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিতে থাকিবে। তৃতীয়তঃ আমরা যে জন্য প্রার্থনা করি, তদনুরূপ জীবন নির্ব্বাহ করিতে যত্ন করিব। যে স্থলে আমাদের অভ্যস্ত পাপে আমোদ আছে, তৎপ্রতি হৃদয়ের অভিলাষ আছে, সে স্থলে প্রতিদিন কতক ক্ষণ প্রণালীবদ্ধ প্রার্থনা উচ্চারণ করিলে হইবে না। যখন গোপনে গোপনে পাপ পোষণ করিবার ইচ্ছা আছে এবং তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য যে প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা কার্য্যতঃ আমরা প্রতিরোধ করি, তখন ঈশ্বরের নিকটে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করা উপহাসের ব্যাপার। আমাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি, কথা ও কার্য্যের সহিত নিয়ত সংগ্রাম, এবং প্রতিবার পতনের সঙ্গে উত্থান করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনায় কৃতার্থ হইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যদি পরিত্রাণের এই তিনটি অবশ্যাবলম্বনীয় অবস্থা আমরা লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে যে প্রণালীর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের কৃপা আমাদিগের আত্মার উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কৃপানিধান পিতা পাপবন্ধনমুক্তির সহায়তা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি যে অবস্থাধীন হইলে অধ্যাত্ম আশীষ দান করিয়া থাকেন, সেই অবস্থাধীন হইতে হইবে। আমাদের ন্যায় পাপী সন্তানগণের জন্য তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ করুণার ভাণ্ডার সর্ব্বদা প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি কেবল এই চান যে, দ্বার খোলা হয়, এজন্য বিনীত ভক্তিভাবে আমরা দ্বারে আঘাত করিব। 'অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে'; যদি আমরা অন্বেষণ না করি, তবে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? এ কথা সত্য যে, মনুষ্যের উচ্চতম ইচ্ছার ক্রিয়াতেও পরিত্রাণ হয় না; ইহাও আবার সেইরূপ সত্য এবং ধর্ম্মের উচ্চতম উপযোগিতার সঙ্গে সুসঙ্গত যে, মানুষ না চাহিলে, তাহার বিনয় ও ব্যাকুলতা না থাকিলে, যে পাপে সে আবদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সরলভাবে ব্যস্ত না হইলে, ঈশ্বর তাঁহার আশীষ দান করেন না। আমরা নামে ব্রাহ্ম হইয়াছি, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালীমতে উপাসনা করিতে শিখিয়াছি, ইহা প্রচুর নহে; আমাদের ভাবে ব্রাহ্ম হওয়া সমুচিত এবং ভাবে ও সত্যে পূজা ও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের সেই জীবন্ত বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যাহাতে আত্মা পবিত্র হয়, উন্নত হয়, সম্পূর্ণ নূতন জীবন উৎপন্ন হয়, এবং যে বিশ্বাস পাপদুর্ব্বলতার প্রতিকূলে আমাদিগকে নিয়ত জাগ্রৎ করে এবং

অধ্যাত্ম উন্নতির নিমিত্ত অক্ষুণ্ণ উৎসাহপূর্ণ যত্ন করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত রাখে। ঈদৃশ বিশ্বাসলাভের পক্ষে ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করুন। যে সকল লোক উঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শোধন এবং দেশের পরিত্রাণের জন্য, ঈশ্বর তাঁহার বিধাতৃত্বের অধীনে ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমিক সম্পন্ন করুন।"

বরিশালে ও মেদিনীপুরে দুইটী ব্রাহ্মবিবাহ

কেশবচন্দ্র মিরারে এই প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, তিনি নিজগৃহে বন্ধুবর্গকে লইয়া, নিত্য উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, এস্থলে সংক্ষেপে বরিশালগমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি, বরিশালে প্রচারকগণের অবস্থিতিতে "একটি উচ্চবংশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি (১) অনুসারে অতি সমারোহের সহিত বিবাহ হয়।" ফলতঃ এ সময় এ বিবাহটি একটি বিশেষ ঘটনা, কেন না এই বিবাহোপলক্ষে নূতনপ্রণালীর বিবাহপদ্ধতির প্রথম অভ্যুদয়। এ বিবাহ যে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কন্যার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং কলিকাতায় আগমন করেন। তিন খানি বৃহন্নৌকায় কেশবচন্দ্র, তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং পাত্র কলিকাতা হইতে বরিশাল যাত্রা করেন; নৌকাপথে বিশিষ্ট প্রকারের আহারাদির আয়োজনে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র এবং ভাই মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সপরিবারে নৌকারূঢ় হইয়াছিলেন। এক জন সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে যখন বিবাহোৎসব, তখন বিবিধ প্রকারের বাহ্য আয়োজন প্রচুর পরিমাণে হইবে, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ সকল ব্যাপারাপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে একটি ধনীর গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্যক্ অধিকার-স্থাপন, একটি মহানন্দের ব্যাপার ছিল। সে দেশীয় লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে যে কতকগুলি অযুক্ত সংস্কার ছিল, তাহা অপনয়ন করিবার পক্ষে এ বিবাহ অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসিগণের মধ্যে কেমন একটি গূঢ় অসদ্ভাব অনেক দিন হইতে আছে, এক অপরের আচার, ব্যবহার, ভাষার দোষানুসন্ধান

(১) এই ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি ধর্ম্মতত্ত্বের ২৭ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিতে প্রবৃত্ত; এই বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সে ভাবের স্রোত অবরুদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইল। এই বিবাহ ১৭৮৯ শকের ১৩ই শ্রাবণ (১৮৬৭ খৃঃ ২৮শে জুলাই) রবিবার সম্পন্ন হয়। বরিশালে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লোকের মধ্যে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্র অতি পুণ্যাত্মা, রাজা রামমোহন রায়ের সমকালের লোক, অথচ একটি কেশও পক্ক হয় নাই, দেহে এখনও যৌবনের ছবি বিদ্যমান; তবে কেবল বয়সে চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ জনশ্রুতি চারিদিকে বিস্তৃত হওয়াতে, দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। বাস্তবিক এটি একটি তৎকালে কৌতূহল-জনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। সে যাহা হউক, বিবাহান্তে পূর্ব্ববৎ সকলে বর কন্যা সহ সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা স্বর্ণলতা বসুজার সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষের যখন বিবাহ হয়, তখনও সমারোহপূর্ব্বক কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ মেদিনীপুরে গমন করেন। সেখানে ইংরাজীতে "ঈশ্বর-প্রেম" বিষয়ে বক্তৃতা এবং গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা হয়।

দৈনিক উপাসনারম্ভ, "দ্বিতীয় পুরুষে" আরাধনা, আরাধনায় 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌' সংযোগ

ভাদ্র মাসের (১৭৮৯ শক) (আগষ্ট, ১৮৬৭ খৃঃ) প্রথম হইতে প্রতিদিন প্রাতে একত্র উপাসনা আরম্ভ হইল। কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয়তলে কেশবচন্দ্রের শয়নোপবেশনগৃহে, প্রথমতঃ "গৃহবেদী" (Altar At Home) গ্রন্থ হইতে এক একটী প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া পঠিত হইত; কেশবচন্দ্র তদনন্তর একটী প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ প্রতিদিনের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আরাধনা হইতে আরাধনার সুমহৎ পার্থক্য হইতে লাগিল। আদিব্রাহ্মসমাজের আরাধনা প্রথম (তৃতীয়) পুরুষে, কেশবচন্দ্রের আরাধনা মধ্যম (দ্বিতীয়) পুরুষে আরম্ভ হইল। কেবল এই পর্য্যন্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইল না। আরাধনার প্রথমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি যে স্বরূপবাচক বেদান্তবাক্য উচ্চারিত হইত, তৎসঙ্গে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌" এই বেদান্তবাক্যটি সংযুক্ত হইল। এই বেদান্তবাক্যটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কেশবচন্দ্র প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মদর্শনলালসা, তদর্থে উপদেশজন্য মহর্ষির নিকট গমন

এ সময়ে ঈশ্বরদর্শন জন্য কেশবচন্দ্রের বন্ধুবর্গ অত্যন্ত লালায়িত হইলেন।

তাঁহারা অনেক সময়ে আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া, তৃতীয়তল গৃহে প্রায় সমগ্র দিন ধ্যানাবস্থায় উপবেশন করিয়া থাকিতেন। এক দিন সকলে কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরদর্শনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, ব্রহ্মদর্শন জন্য ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঋষি আত্মা, তাঁহার নিকটে এ সম্বন্ধে সকলের উপদেশ-গ্রহণ কর্ত্তব্য। এত বিচ্ছেদ বিরোধের মধ্যেও, কেশবচন্দ্র মহর্ষির জীবনের বিশেষত্ব বিস্মৃত হন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ মহর্ষির সঙ্গে উপদেশ-গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন, এবং বন্ধুবর্গেকে লইয়া কলিকাতা সমাজে গেলেন। তথায় তৃতীয়তল গৃহের শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত চত্বরোপরি সকলে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের সকলের সঙ্গে উপবেশন করত, ব্রহ্মদর্শন কি প্রকার সহজ ব্যাপার, তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মদর্শনের উপদেশশ্রবণ জন্য কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না; কি অদ্ভুত কথা, আজও তোমরা ব্রহ্মকে দেখ নাই?' যখন কেহ কেহ বলিলেন, 'মহাশয়, আমরা তো ব্রহ্মকে দেখি নাই,' তখন তিনি বলিলেন, 'হাঁ, যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখেন নাই, কিন্তু দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহারাও ব্রাহ্ম।' মহর্ষি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'এই তো চারি দিকে ব্রহ্ম, ব্রহ্মদর্শন যে অতি সহজ; আমরা নিয়ত সূর্য্যালোকের ভিতরে বাস করিতেছি, অথচ আমরা তো আর নিরন্তর বলি না, এই সূর্য্য, এই সূর্য্য।' তাঁহার এই প্রকার স্বাভাবিক ব্রহ্মদর্শনের ভাব দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন।

এক দিন তাঁহার সঙ্গে কথা হইল যে, আরাধনা মধ্যে যে সমুদায় ব্রহ্মস্বরূপ আছে, তন্মধ্যে পুণ্যস্বরূপ নিবিষ্ট নাই; সে স্বরূপসম্বন্ধে কি কোন বেদান্তবাক্য নাই? মহর্ষি অমনি বলিয়া উঠিলেন, কেন আছে বৈকি— "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই কথার পর হইতেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বাক্যটি আরাধনায় সংযুক্ত হইল।

কলুটোলায় সাপ্তাহিক উপাসনা

এই সময়ে কলুটোলাস্থ ঐ তৃতীয়তল গৃহেই সাপ্তাহিক উপাসনা ও উপদেশ হইত। সে সময়ে কেহ উপদেশ তত্তৎসময়েই লিপিবদ্ধ করিতেন না। ভাই

গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনান্তে, কখন কখন কয়েক দিন পরে, উহা লিখিয়া কেশবচন্দ্রকে শুনাইতেন, এবং সময়ে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতেন। মিরারের যে প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদনুরূপ এই সময়ে যে একটি উপদেশ ("বিশ্বাস" বিষয়ে) প্রদত্ত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

বিশ্বাস (১)

"ঈশ্বরের রাজ্য শব্দেতে নয়, কিন্তু শক্তিতে"

"বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিনে দিনে ব্রাহ্মসমাজ হইতেছে, ব্রহ্মোপাসনা ও স্তোত্র পঠিত হইতেছে, প্রার্থনা ও সঙ্গীত উচ্চারিত হইতেছে, অথচ হৃদয় সেইরূপ পাপাসক্তই রহিয়াছে। সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানও হইতেছে, কিন্তু আত্মার আর প্রকৃত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। কখন উৎসাহ, কখন শীতল ভাব, কখন আশা উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া সামাজিক, পারিবারিক ও নিজের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, কখন নিরাশ ও অনুদ্যমে নিমগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ শিথিলতা; কখন অবস্থার অনুকূলতানিবন্ধন হর্ষে সবীর্য্যভাবে ধর্ম্মের জন্য বলবতী ইচ্ছা, কখন অত্যাচার ভয় বিঘ্ন বিপত্তি এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ ভগ্ন ও অবসন্ন হৃদয়ে সম্পূর্ণ পতন। সাধারণ ব্রাহ্মদিগের ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এইরূপ। কোন স্বর্গীয় অবিচলিত, অচিন্তিত ও অসাধারণ ভাবের অভাবে, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আলোক অন্ধকার, হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ, সন্তোষ বিরাগ, উদ্যম শীতলতা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হইতেছে। জগতের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরের শাসন নাই, প্রকৃতির উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব নাই, আত্মা অবস্থার দাস এবং সুখের স্রোতেই সর্ব্বদা ভাসমান! কেন এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইল? সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া ধর্ম্মপালন করিতে গেলেই, ঐরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয়। রোগ সকল স্থানেই এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকেই এ বিষম রোগে উৎপীড়িত হইতেছে, অথচ সংসারের অধিকাংশ নরনারীই এই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার

---

(১) **ধর্ম্মতত্ত্বের ২৭শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।** এই উপদেশ **"বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ"** নামে পুস্তিকাকারে, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

জন্য উদাসীন; বিশেষতঃ অনেকের নিকট এ রোগ রোগ বলিয়াই প্রতীত হয় না। এ অবস্থায় বিবেককে কেবলই সুখ দুঃখেরই অনুবর্ত্তী হইতে হয়, সত্যকে ফলাফলের সহচর হইতে হয়। যাহা সুখজনক, তাহা কর্ত্তব্য, যাহা দুঃখের নিদান, তাহা অকর্ত্তব্য; এইরূপে সুখদুঃখানুরোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। স্বর্গীয় বিবেকের কিছুমাত্র আদর ও স্বাধীনতা নাই, অথচ কপট ও শূন্যগর্ভ বাক্যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের জন্য সত্য নয়, সত্যের জন্য সত্য নয়, ও পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্যও সত্য নয়; কেবল আমার সাংসারিক লাভ ও সমৃদ্ধি, আমার সুখ শান্তি, আমার সমাজের সহিত যোগ ও পরিবারবর্গের সহিত মিলন, ইহারই জন্য সত্য। যে উপায়ে এই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়। সুতরাং ঈশ্বর আমার সুখ শান্তির অধীন ও সাংসারিক লাভের অধীন, ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। এইরূপ বিকৃতাত্মা মনুষ্য সংসারের সহিত ধর্ম্মের কেমন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বিষয়াসক্তি ও পাপ কি প্রকারে গূঢ়রূপে আত্মাতে কার্য্য করে, সকলেই প্রতীতি করিতে পারেন।

"মনুষ্য সুখাসক্ত হৃদয় লইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই, তিনি কদাপি আর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে পারেন না। কেহ মনে করেন যে, আমি কেবল এইরূপ সত্য পালন করিব, যাহাতে সমাজের নিকট পরিত্যক্ত ও নিন্দিত হইতে না হয়; কেহ বা এইরূপ স্থিরবিশ্বাস করেন যে, যাহাতে পিতা মাতার নিকটে অসন্তোষভাজন হইতে না হয় ও তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে না হয়, এমন ধর্ম্মের আদেশ সকল প্রতিপালন করিব; কিন্তু যে সকল সত্যের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে হয় তাহা আমি চাহি না। যদি ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া এমন অবস্থাতে পতিত হই, যে অবস্থায় অতি সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয় এবং সামান্য গৃহে বাস করিতে ও বন্ধু বান্ধবের সাহায্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তবে আমি ধর্ম্মের সে অঙ্গ সাধন করিতে পারিব না। দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি এমন সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহাতে হয়তো আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে, তবে আমার কি হইবে? নিতান্ত ফকিরের মত হইয়া আমি চলিতে পারি না; অবশ্য এরূপ দান

করিব, যাহাতে আমার নিজের কোন কষ্ট হইতে না পারে। স্ত্রীকে প্রেম ও ভরণ পোষণ করিতে হইবে, ইহাতো ধর্ম্মেরই আদেশ; কিন্তু বিশ্বাস ও ভক্তি সহ প্রতিদিন ঈশ্বরের পূজা করিতে গেলে ও স্বীয় জীবনকে যথার্থরূপে পবিত্র করিতে হইলে, অনেক সময় আমাকে এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সুখের ব্যাঘাত হইতে পারে, অতএব আমি এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। হয়তো স্ত্রীর পাপ দেখিয়া তাহা উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার সহিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ হয়, কেবল বাহ্যিক বন্ধনমাত্র থাকে, সুতরাং সে সকল পাপকে অনুমোদন করিতেও হইবে। এইরূপে মনুষ্য বিষয়াসক্তি ও স্বার্থপরতার সহিত ধর্ম্মের মিলন করিতে গিয়া কেবল পাপহ্রদেই দিন দিন নিমগ্ন হন। সুখাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা কেবল সুবিধা অন্বেষণ করে এবং এইরূপ স্থির করিয়া রাখে যে, যত দিন পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকেন, অথবা অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকে, ততদিন আমরা কতক বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিব; অবশ্যই করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগের অবস্থা জানিয়া দয়া করিবেন, কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। ইহা যে কপটতা, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ধর্ম্ম পার্থিব, মানবীয় ধর্ম্ম, ইহার নাম কল্পিত ধর্ম্ম। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেই এই কল্পিত পার্থিব নীচ ধর্ম্ম দেদীপ্যমান রহিয়াছে; কি খৃষ্টিয়ান, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলের সামাজিক ও পারিবারিক উভয়বিধ জীবন এই কল্পিত ধর্ম্মানুসারে অতিবাহিত হইতেছে। এরূপ ভাব হইতে ব্রাহ্মেরাও নিষ্কৃতি পান নাই; কিন্তু ইহাকে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যায় না, ইহা কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের উপাস্য দেবতাও কল্পিত। যিনি জীবন্ত পূর্ণ পবিত্র ও সকলের পরিত্রাতা, তাঁহার নিকট প্রতিসপ্তাহে সমাজে বা প্রতিদিন গৃহে অনেকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, 'তুমি পাপ হইতে ও কপটতার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' শুদ্ধ এরূপ প্রার্থনা দ্বারা কি জীবন পবিত্র ও আত্মা কপটতাশূন্য হইতে পারে? যখন হৃদয়ে পাপ ও কপটতা আচরণ করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা রহিয়াছে, তখন যে সে প্রার্থনা বিফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বাহিরের পবিত্রতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মা অদ্য যে পাপী, কল্যও সেই পাপী। অনেকে প্রথমতঃ

এই কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। মতের ধর্ম্ম, যুক্তির ধর্ম্ম বলিয়া তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বিত হইয়াছিল। স্বার্থপরতা, আসক্তি ও সুখ যেখানে উপাস্য দেবতা, সেখানে কি কখন আত্মার পরিবর্ত্তন হইতে পারে? ধর্ম্মেতে সন্ধি স্থাপন করা, আর সংসারের উপাসক হওয়া একই। এ রোগের মূল কোথায় অবস্থিতি করিতেছে? আত্মার গভীরতম প্রদেশে অন্বেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, একটি উৎকট ব্যাধি গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সমুদয় অঙ্গকে জীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সে ব্যাধির নাম অবিশ্বাস, ইহাই আত্মার ভয়ানক দুর্গতি সাধন করিতেছে। ইহার উপশমের জন্য বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিলে হইবে না। জ্ঞানও এ রোগকে দূর করিতে পারে না, অনুষ্ঠানেরও কিছুমাত্র শক্তি নাই, শূন্য উপাসনাও কিছু করিতে পারে না; কেবল সেই ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ অনুগ্রহ ও দয়াই এই রোগকে উন্মূলন করিতে পারে, যাঁহার করুণায় পাষাণেও বীজ অঙ্কুরিত হয়, মরুভূমিও সরস হয়। তিনি বিশ্বাস প্রেরণ করিয়া হৃদয়ের সমুদায় বিকার দূর করেন! আমরা ইহাকে বিশ্বাস শব্দে ব্যাখ্যা করিতেছি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে অর্থে ইহা প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরলোক, পাপপুণ্য, দণ্ড পুরস্কার, মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতি কতকগুলিন শুষ্ক জ্ঞান বিশ্বাস নহে; ইহার প্রকৃতি অন্য প্রকার লক্ষণ দ্বারা বিবৃত হইতেছে।

"বিশ্বাস জ্ঞানও নহে, বুদ্ধি বা যুক্তির ফলও নহে, হৃদয়ের দৃঢ় ভাবও নহে; ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার, যে দ্বার উদ্ঘাটন করিলে সেই রাজ্যের রাজার সহিত অবাধে সাক্ষাৎ হয়। ইহা আত্মার চক্ষু, যাহা উন্মীলন করিলে তাঁহাকে জীবন্ত চৈতন্য ও সদ্-রূপে দর্শন করা যায়। ইহা আত্মার উপজীবিকা ও বল। 'ইহা প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ ও অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ।' ইহাতে শরীরের মৃত্যু, আত্মার জীবন; একের বলবীর্য্যক্ষয়, অপরের পূর্ণ বৃদ্ধি; একের অবসন্নভাব, অপরের প্রফুল্লতা; একের নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অপরের সজীব আশা ও সদা আনন্দ। ইহা আত্মার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি। ইহার ঈশ্বর বুদ্ধিরও নহেন, যুক্তিরও নহেন, বিজ্ঞানেরও নহেন, তর্কেরও নহেন, পুরাণেরও নহেন, ইতিহাসেরও নহেন; ইহার ঈশ্বর জীবনের ঈশ্বর ও হৃদয়ের

ঈশ্বর, যিনি পূর্ণ চৈতন্য, 'কালে সদা এখন, স্থানে সদা এখানে', যিনি জীবন্ত, জলন্ত ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। বিশ্বাসের উপাসনা চিন্তা বা আকস্মিক ভাবের উপাসনা নহে, যুক্তিসম্ভূত নির্জীব উপাসনাও নহে, কিন্তু জীবন্ত দেবতার সহিত সাক্ষাৎ অব্যবহিত সজীব সম্মিলনের উপাসনা; ইহাতে অপূর্ণ ক্ষুদ্র আত্মা অনন্ত সাগরে নিমগ্ন হয়, হৃদয় অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের সহিত সমস্বরে একীভূত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হয়। যেমন বীণাযন্ত্রের সহিত অঙ্গুলির সংস্পর্শ হইলেই তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃত উপাসনাতে আত্মার সহিত তাঁহার যোগ হইলে, ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদায় উপাসনাকে সজীব, সরস, স্থায়ী ও মধুর করে। বিশ্বাসের এই সাধারণ ভাব।

"বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব সম্পাদন করে, তৎকালে তাঁহার সহিত প্রকৃত মিলন হয়, বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাব চলিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা আত্মার ইচ্ছা, তাঁহার প্রেম হৃদয়ের প্রেম, তাঁহার সত্য আত্মার জ্ঞান, তাঁহার ন্যায় আত্মার বিবেক একীভূত হইয়া যায়। সাধকের ইচ্ছা, প্রেম ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ ইচ্ছা, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ সত্যের অধীন হয়; তখন অন্তরে আর বিরোধ থাকে না, ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য এক হয়, প্রেম ও পবিত্রতা এক হয়, জ্ঞান, ভাব, প্রেম ও ইচ্ছা, পরস্পর সকলের মিলন হয়। ইহাই আত্মার নির্ব্বিরোধ ও শান্তির অবস্থা। মনুষ্যহৃদয়ের যে স্বর্গীয় উচ্চতম শান্তি স্পৃহণীয়, তাহা এইরূপ বিশ্বাসের অবস্থাতেই সংসাধিত হয়। এখানে আসিলে আর বিচ্যুতি নাই, মতভেদ একেবারে থাকে না। ইহাই ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগে উদারতার জন্ম হয়। এই খানেই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান ব্রাহ্ম সকলেই এক ভাবে ও এক অবস্থায় হস্তে হস্তে স্কন্ধে স্কন্ধে সম্মিলিত হন। বাহিরে ঘোরতর বিরোধ ও অশান্তি, মত লইয়া, ভাব লইয়া ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা চলিতেছে; কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ নূতন রাজ্য প্রতি দিনই নূতন, উপাসনা পুরাতন হয় না, সত্য পুরাতন হয় না, ঈশ্বরের নামও পুরাতন হয় না; কিন্তু দিন দিন নূতনত্বেরই আধিক্য হয়। এই অবস্থাই আন্তরিক আদর্শ-ব্রাহ্মসমাজ, এতদনুরূপ বাহিরের ব্যাপার স্বরূপতঃ ব্রাহ্মসমাজ। মিলনের অবস্থাতে উপাস্য উপাসকের ইচ্ছার একত্ব হয়, এজন্য ভক্তিভাজন মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা একই'।

"বিশ্বাস আত্মাকে ঈশ্বরেতে জীবিত রাখে। জল বায়ু ও আহারে শরীর সজীব থাকে, আত্মা ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতাতে জীবিত থাকে। জল বায়ু আহারাভাবে কি শরীর পূতিগন্ধি হয় না? ভক্তি আত্মাকে সজীব করিয়া ঈশ্বরের জন্য প্রতিনিয়ত উন্মুখ রাখে; তখনই সাধকের 'প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন' এই বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে অধিকার হয়। এই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি চৈতন্য যখন ভক্তি ও প্রেমের অভাব উপলব্ধি করিতেন, তখন হস্ত পদ আস্ফালন করিয়া লম্ফঝম্পসহ মৃত্যুর জন্য উদ্যত হইতেন; কখন বা সাগরে ঝম্পপ্রদান, কখন ভূতলে পদাঘাত, কখন হাহাকার করিয়া ক্রন্দন, কখন বা চীৎকার করিতেন। এই অবস্থাতেই শারীরিক মৃত্যু হয়, বাহ্য কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখন প্রলোভন সাধুবল বিধান করে, ভক্তি আহার, পবিত্রতা নিঃশ্বাস ও প্রেম রক্তসঞ্চালনক্রিয়া হয়। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের অবস্থা। আত্মা নিয়ত অন্তর্জ্জগতে বাস করে, কার্য্যের জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ করে। এ সময়ে হৃদয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে, আবার প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত্ত হয়। এ অবস্থায় অসত্যের সহিত সন্ধি থাকেনা, সুখের সহিত কি সংসারের সহিত, অর্থের সহিত কি মনুষ্যের সহিত, কাহারো সহিত আর সন্ধিবন্ধন হয় না। এক স্থানে নিয়ত অবস্থিতি করিতে আত্মার আর ইচ্ছা হয় না, কারণ এইরূপ অবস্থিতিই আত্মার বিনাশ। 'স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও' এই সত্য অনুসারে জীবন সর্ব্বদা কার্য্য করে। সত্য তখন আত্মার প্রকৃতি হইয়া পড়ে, ইহা আর পৃথক ভাবে থাকিতে চাহে না। এইরূপে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ও ভক্তি হইতে আত্মা আর বিচ্ছিন্ন হয় না। উন্নতিই এ অবস্থার প্রাণ হয়। সম্মুখে অনন্তসাগর বিস্তীর্ণ, ঈশ্বরের অতুল করুণা সাধকের হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া, তাঁহার দিকে অধিক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দেয়। কতকগুলিন সীমাবদ্ধ ভাবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, কিন্তু সত্যের অসীম পথে দিন দিন অগ্রসর হন।

"বিশ্বাস স্বার্থপরতাকে বিনাশ করে। আপনার আর স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই আমার ইচ্ছা হইবে। আমি স্বয়ং আমার নই, দেহ মন আত্মা সকলই তাঁহার। 'স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং,' তখন সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিনাশ পাইয়া হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য স্থাপিত হয়। মৃত্যুচিন্তা

সংসারত্যাগ প্রভৃতি যে সকল কল্পিত বৈরাগ্য, তাহা বিলুপ্ত হয়। আত্মা আপনাকে পরমাত্মাতে উৎসর্গ করে ও অধীনসত্ত্ব হয়। আপনার ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য আর প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাই সম্পূর্ণ তাঁহার অধীনতার অবস্থা। এই সময়েই দুই পরস্পর বিরোধী স্বাধীনতা ও অধীনতা একত্র বাস করে। ইহারই নাম প্রকৃত বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য জ্ঞানালোচনা বা বিদ্যাভ্যাসের ফল নহে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ভাবের ফল, যাহা ভক্তি প্রেমের রূপান্তর মাত্র। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি,'—'ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন,' তখন সুখ দুঃখ এক হইয়া যায়। সুখে যেমন তাঁহার করুণা, বিপদ দুঃখ যন্ত্রণায়ও সেই রূপ তাঁহার করুণা; এই বিপরীত অবস্থার কিছুই পার্থক্য নাই। তৎকালে সাধক শত শত সাধুগুণের জন্য প্রশংসা ঈশ্বরেরই গৌরব-প্রচার মনে করেন; তিনি জানেন যে, বহুমূল্য দানের জন্য কি লোকে গ্রহীতাকে প্রশংসা করে, না দাতাকে প্রশংসা করে? সে প্রশংসাতে তাঁহার কিছু মাত্র অধিকার নাই। এই অবস্থাতেই দুঃখ সুখে, শোক আনন্দে, বিপদ সম্পদে, কণ্টকশয্যা পুষ্পশয্যায়, শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়। এইরূপ বৈরাগীর আত্মা ঈশ্বরের জন্য রাশি রাশি অত্যাচার আনন্দসহকারে বহন করেন, অবশেষে তজ্জন্য প্রাণ দিবার সময়ে এই স্বর্গীয় বাক্যে প্রার্থনা করেন, 'আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক'। এই জন্য মহর্ষি ঈশা মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐরূপ বাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সময়েই সাধক প্রকৃত বিনয়ী হন। বৈরাগ্য না হইলে, আপনাকে অস্বীকার করিতে না পারিলে, স্বর্গীয় বিনয়ের সম্ভাবনা নাই। এই বৈরাগ্য আত্মাকে নিয়ত পরলোকে অধিবাস করায়। এ সময়ে পরলোক আর প্রহেলিকা বোধ হয় না, উহা হৃদিস্থিত পূর্ণ আদর্শের সহিত অনুস্যূত হয়। তখন পরলোক হৃদয়ে, বাহিরে নয়; স্থানবিশেষ বা অবস্থাবিশেষ পরলোক নহে, কিন্তু অনন্ত জীবন-লাভই ইহার অবস্থা। সময়ের ব্যবচ্ছেদ চলিয়া যায়, ইহলোক পরলোকের বিভিন্নতা থাকে না। জীবনের ভার আর নিজের উপর থাকে না, সেই জীবন-দাতার উপরেই অর্পিত হয়; সুতরাং কি আহার করিব, কি পান করিব বলিয়া তাঁহাকে আর চিন্তিত হইতে হয় না। এরূপ গণনা অবিশ্বাসীদিগের। তাঁহার

নিকট একাহার বা অনাহার উভয়ই মঙ্গলের ব্যাপার; তিনি জানেন, বিশ্বাধিপের সন্তান হইয়া আমার আবার আহারের ভাবনা? যখন এইরূপ বিশ্বাস হয়, তখন আত্মা ঈশ্বরকে পূর্ণপুরুষভাবে দর্শন করে, কেবল জ্ঞান ও প্রেমের আধার জ্ঞান করে না। এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে, এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় চমৎকৃত ও উন্মত্ত হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নিয়ত বিদ্যমানতারূপ অগ্নিপ্রভাবে আত্মার সমস্ত পাপ দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া যায় ও তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্ত আবির্ভাবে ইহা পুনর্জীবিত হয়। তিনি তখন সাধকের আত্মাতে আবির্ভূত ও অবতীর্ণ হয়েন। ইহাই আত্মার পরিবর্ত্তন, ইহাই আত্মার নবজীবন, ইহাই আত্মার দ্বিজাত্মা হওয়া, ইহাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ। তখন পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু হয়। আলোক উত্তাপ একত্রিত হইয়া আত্মাকে আলোকিত ও উষ্ণ করে। তখন কখন আলোক কখন অন্ধকার, কখন উষ্ণতা কখন শীতলতা, কখন বিষণ্ণ ভাব কখন প্রফুল্লতা, কখন শোক কখন আনন্দ, কখন নিরাশা কখন আশা, এ প্রকার অবস্থা চলিয়া যায়; নিয়তই আলোক, নিয়তই উষ্ণতা, নিয়তই প্রফুল্লতা, নিয়তই আনন্দ ও নিয়তই আশা। ইহাই প্রকৃত মিলন, ইহাই অধ্যাত্মযোগ। প্রতিক্ষণে আত্মা ধর্ম্মোন্মত্ত, প্রতিক্ষণে স্বর্গীয় উৎসাহে উৎসাহী। এই সময়ে হৃদয় প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের আসন, বিশাল বিশ্ব তাঁহার মন্দির, সমস্ত মানবজাতি তাঁহার সন্তান এবং তিনি এই বিশ্বগৃহের পিতা। তখনই আত্মা বলে, 'আমি তোমাতে ও তুমি আমাতে'। এই সময়ে আত্মা ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় সরল নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্কস্বভাব হয় ও ধর্ম্ম স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। সেই স্থায়ী উন্মত্ততাই সাধকের স্বাস্থ্যের অবস্থা, ইহাই তাঁহার বল ও সৌন্দর্য্য, জীবন ও জ্যোতি। রাজার মস্তক তাঁহার পদানত হয়, বীরের বল তাঁহার নিকট পরাস্ত হয়, শত শত মনুষ্য তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়া উন্মত্তভাবে তাঁহার সেবক হয়। এই উন্মত্ততাই তাঁহার সমুদয় জয়ের কারণ। এ বল পৃথিবীর নয়, কিন্তু স্বর্গের। স্বর্গীয় ধর্ম্মোন্মত্ততাবলে তাঁহার হৃদিস্থিত স্বর্গীয় আদর্শ অব্যাহতরূপে সম্পন্ন হয়, বিঘ্ন অত্যাচার নিন্দা অপমান বা মৃত্যু সেই আদর্শকে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করে। বিদ্যাবল, ধনবল, জ্ঞানবল, রাজবল, দেহবল, সকল বল তাঁহার নিকট চূর্ণ হইয়া যায়, সত্য স্বীয়প্রভাবে উদিত হইয়া সকলের উপর জ্যোতি

বিকীর্ণ করে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেব পুরুষসকল ঈশ্বরেরই আদেশে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করত, এইরূপে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া, উপযুক্ত সময়ে এই পৃথিবী হইতে অবসৃত হন। মৃত্যু তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করে, তাঁহাদের ভাব আর গোপন থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে যে অপমান বা নিন্দা করিয়াছিল, সে প্রশংসা করিতে বাধ্য হয়; যে অত্যাচার করিয়াছিল, সে ভক্ত হয়; যে প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে শিষ্য হয়। 'বিশ্বাস মনুষ্যের জ্ঞানে অবস্থিতি করে না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে অবস্থিতি করে', এই সত্য প্রকাশিত ও সফল হয়। 'বাক্যে ঈশ্বরের রাজ্য নাই, কিন্তু শক্তিতেই ইহা বিদ্যমান থাকে', এই সত্য মস্তকে বহন করিয়া মনুষ্য স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হন।

"যদি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি সম্পূর্ণরূপে সেই একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের উপাসক ও সেবক হইতে অভিলাষ হয়, তবে এইরূপে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসই মনুষ্যকে নবজীবন প্রদান করে। কে অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে চাহেন? কে ভক্তির ধর্ম্ম ও পরিত্রাণের ধর্ম্ম লাভ করিতে চাহেন? যদি কেহ চাহিতেন, তবে কি ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম-দিগের এ প্রকার অবস্থা হইতে পারিত? হে ব্রাহ্মগণ, কল্পিত ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট হইতে কি এখনও ইচ্ছা হয়? ব্রাহ্মধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম নহে; কিন্তু ভক্তি, প্রেম ও পরিত্রাণের ধর্ম্ম। হৃদয়ের স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য সকলকে তাঁহার করুণাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হইবে। 'অবিশ্বাসী ব্যতীত কেহই তাঁহার করুণায় নিরাশ হয় না।' তাঁহার দয়াতে অবিশ্বাসই আত্মার মৃত্যু। বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, ভক্তি বল আনন্দ ও আশা সকলই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। কারণ 'যাঁহারা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবার নহেন।' তাঁহার নিকট প্রার্থী হও, তিনি দান করিবেন; প্রার্থনাদ্বারা হৃদয়ের সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বাক্য অলঙ্কার নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। যিনি পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পাইয়াছেন ও ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রার্থনারূপ এই স্বর্গের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাকে ভক্তি ও পবিত্রতা দিতে পারেন না, এই বলিয়া যিনি অবিশ্বাস করেন, তিনিই ধর্ম্মের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করেন। হে অবিশ্বাসি আত্মন্, যিনি ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে সকলের হৃদয় চাহিতেছেন,

যাঁহার করুণার বিশ্রাম নাই, রোগে শোকে বিপদে দুঃখে ও নিদ্রায় সকল অবস্থাতে যাঁহার করুণা, এই সমস্ত জীবন যাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের দান, তাঁহাকে কি তুমি সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না! প্রত্যুত কঠোরভাবে কি তাঁহাকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিবে! যদি কেহ পরিত্রাণ চাও, তবে অগ্রে তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ 'মনুষ্য বিশ্বাস দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করেন'।"

দৈনিক উপাসনায় পূর্ব্বাবস্থার বিপরিবর্ত্তন ও ভক্তির সঞ্চার

এই সময়ে প্রাত্যহিক উপাসনা দ্বারা কি প্রকার বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, প্রদর্শন করিতে গেলে পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্বাবস্থা তাঁহার পত্রে যে প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তৎপরে তিনি এ সময়ের অবস্থা দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ দুই পার্শাপার্শি স্থাপন করিলে, সকলে অবস্থার পরিবর্ত্তন বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতএব ভাই প্রতাপচন্দ্রের পত্র, কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত পত্রের উত্তর, * এবং পরবর্ত্তী অবস্থা-দর্শনে ভাই প্রতাপচন্দ্রের তদুপরি মন্তব্য আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"প্রিয় কেশব,

"আমার নিকট হইতে পত্র পাইবার তোমার অধিকার আছে, কিন্তু জানি না, আমার এ পত্র তোমার কি উপকারে আসিবে। আমি এখানে তোমার উদ্যানে বাস করিতেছি, এবং তুমি যে আমায় উদ্যানে বাস করিতে দিয়াছ, এজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দি। যে কোন স্থানে আমি থাকি না কেন, আমার নিকট সব সমান। রোদন আবেদনে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এজন্য আমায় লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু হৃদয়ের পূর্ণতা হইতে মুখ কথা কয়। মনে হয়, সর্ব্বথা বিনাশ বা উদ্ধার বিনা আর কিছুতেই আমার উপকার সাধন করিতে পারে না। ইহাকে অধৈর্য্য বলা যাইতে পারে। ভাল কার্য্যে ধৈর্য্য ভাল, মন্দ কার্য্যে ধৈর্য্য কি ভাল? ধৈর্য্যাপেক্ষা অধৈর্য্য কি কোন সময়ে ভাল নয়? আমার এই দুরাত্মা আত্মার সঙ্গে আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে

* From 'The Faith and Progress of the Brahmo Somaj'—by P. C. Mozumdar. PP 102—104. (2nd Edn. 1934)

পারি না। মৃত্যু, আমার বলা উচিত সর্ব্বথা বিনাশ, ইহা অপেক্ষা ভাল। কার সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ? নিজের সঙ্গে আমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে পারি, তাহার অর্থ এই যে, আমার দুরবস্থাপন্ন নিন্দিত পাপাবস্থায় যত দিন ইচ্ছা, তত দিন থাকিতে পারি। ঈশ্বর কঠোরহৃদয় বিদ্রোহীর মাথা তখন তখনি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করেন না। আমি ধৈর্য্যের ভাণ করিতে পারি এবং এ অবস্থায় আমার নিজের নিকটে পর্য্যন্ত আমার অনুপযুক্ত জীবনের আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং অকর্ম্মণ্যতা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া, অপরের নিকটে মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে পারি—ধৈর্য্য, ধৈর্য্য, ধৈর্য্য; কিন্তু ঈদৃশ নির্লজ্জ মূঢ়তার দোষক্ষালন কিসে করিবে? আমি আমার প্রতি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমার প্রতি কে ধৈর্য্য ধারণ করিবে? তুমি কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, ভাইয়েরা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, জীবন ও মৃত্যু কি আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে? এত কার্য্য বাকি রহিয়াছে, এত কর্ত্তব্য অনিষ্পন্ন রহিয়াছে, যথার্থ জীবন আজও আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সময় বহিয়া যাইতেছে—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। সে কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে, যে মৃত্যুমুখে নিপতিত? এক দিনের শ্রমের উপরে অনন্তকাল ঝুলিতেছে। তবু আমি নিদ্রিত, তবু আমি যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব, হয় এখন, নয় আর কখন নয়। আমাকে মুক্ত কর, কোথায় এবং কিসে মুক্তি, আমায় বল। জীবনের সমগ্র কাজ সম্মুখে লইয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই দুঃখভারগ্রস্ত অধঃপতিত পাপীকে ঈশ্বর করুণা করুন।”

“তোমার স্নেহের
শ্রী——— ”

কলিকাতা, কোলুটোলা, ৮ই জুন ১৮৬৭ খৃঃ

“প্রিয়—,

“আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু আমার সন্দেহ, তোমার বর্ত্তমান চিত্তের অস্থিরতার অবস্থায় আমি যাহা বলিব, তাহাতে

তোমার সন্তুষ্টি হইবে কি না? তোমার অন্তরের সংগ্রাম ও প্রলোভনের যথার্থই অতি ক্লেশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়াছ, এবং এ ছবি এমন ঠিক জীবন্ত যে, প্রতিসমপাপীর সহানুভূতি উদ্দীপন না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন হইতেছে, এ বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর এবং ক্লেশকর; বিপৎ ও ক্লেশ আরও বাড়ে, যখন পরিত্রাণের বিষয়াণ্বেষণে নিরাশা উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমি কি জান না, ঈশ্বরের স্নেহ অনন্ত এবং অতি অধম পাপীকেও তিনি পরিত্রাণ করেন? তাঁহার করুণার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস কর, অবসন্ন হইও না; তুমি সে করুণাকে অস্বীকার করিতে পার না, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপদ শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ, "অধঃপতিত হইতেছি," ইহা দ্বারা তুমি পাকতঃ স্বীকার করিতেছ, ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমায় এক সময়ে উন্নতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ কিছু কাল তোমায় সে অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি এ কথা সত্য হয় যে, তুমি এখন যেমন অনুভব করিতেছ, এমন আর পূর্ব্বে কখনও অনুভব কর নাই, বল কোন্ উপায় তোমায় ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের কয়েক বৎসর ভাল অবস্থা অনুভব করাইয়াছিল! এ কথার উত্তর আমি দিতে চাই না, তুমিই দেবে। ঈশ্বর এক সময়ে তোমায় সাহায্য করিয়াছেন, এখন কেন তিনি তোমায় সাহায্য করিতেছেন না? যে একটী মনের অবস্থায় তিনি তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন, উহা বিশ্বাস অথবা বাধ্যতা। আমাদের পাপ ও দুষ্টতা যত বড় কেন হউক না, যদি আমরা কেবল তাঁহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করি, যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, সকলই তিনি দিবেন। কিন্তু যখন অহঙ্কার উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়; বিশ্বাস নীচ-লোককে উন্নত করে, অহঙ্কার উচ্চতমকে নিম্নে নিক্ষেপ করে। তুমি বলিতে পার যে, আমি আমার অহঙ্কারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধূলিতে প্রণত করিয়া ফেলা এবং তদনন্তর উত্থাপন করিয়া নবজীবন দান করা ঈশ্বরের কার্য্য। আমি স্বীকার করি যে, কোন কোন সময়ে এমন ঘটে যে, একটী ঘটনা—যাহাকে আমরা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বলি—পাপীর হৃদয়ের অহঙ্কার বিদূরিত করে, তাহাকে বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের সমধিক প্রয়াস বিনা তাহাকে বিশোধিত করে। কিন্তু তোমার এ কথা স্মরণে রাখা

উচিত যে, আরম্ভই শেষ নহে। ঈশ্বরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিতে গেলে, সংশোধিত পাপীর ক্রমান্বয়ে ক্রিয়াশীলতা, জাগ্রদবস্থা, যত্ন এবং সংগ্রামের প্রয়োজন। যদি কখন অহঙ্কার আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং ঈশ্বর হইতে চিত্তকে দূরে লইয়া যায়, সে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক হারাইয়াছে, তাহাকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অনেকের সম্বন্ধে কি এইরূপ নহে? ঈশ্বর তাঁহার করুণাধিক্যবশতঃ আমাদিগকে অনেক দান দিয়াছিলেন, কিন্তু অহঙ্কার-পূর্ব্বক আমরা কেন সে সকল অগ্রাহ্য করিলাম? নিশ্চয়ই আমাদিগকে এ জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এবং হারান সম্পৎ পুনরায় লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অপিচ আমাদিগের হৃদয়কে পুনর্ব্বার ঈশ্বরের শ্বসিত এবং প্রভাবের অধীন করিতে হইবে। অনেকের ধর্ম্মজীবন ক্লেশকাঠিন্যে আরব্ধ হয়। তাঁহারা যখন ঈশ্বরের সাহায্য পান, তখন তাঁহারা উহার মূল্য বোঝেন, এবং যত দূর পারেন, উহা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে যত্ন করেন। আমাদের পক্ষে, আমায় বলিতে হইতেছে, ঈশ্বরের সাহায্যকে লঘু করিবার প্রলোভন আছে, এবং আমরা অল্প বিস্তর সেই প্রলোভনের বশ হইয়াছি। অহঙ্কার মানুষের মনের সংস্কারের উপরে অসৎ প্রভাব বিস্তার করে, উহাই অহঙ্কারের কলুষিত করিবার ভয়ঙ্কর সামর্থ্য। এতদ্দ্বারা হৃদয়ের দূষিত ভাব মস্তিষ্কে গিয়া বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। এই অসৎ প্রভাব অপরিহার্য্য। আমার ভয় হয়, এই অসৎ প্রভাব আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্থনা, সৎসঙ্গ, উপদেশ, ইতিহাসে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্ব, এ সকলের ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসকে আমরা পূর্ব্বে বহুমূল্য মনে করিতাম; এখন মনে হইতেছে, সে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদ একবার হৃদয়ের প্রভু হইলে, অহঙ্কারে যে ভয়ঙ্কর কলুষিত ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, অতি সত্বর তাহার চূড়ান্ত সীমা উপস্থিত হইবে। পাঁচটা বাজিয়া গেল, আমি আর অধিক লিখিব না। প্রিয় বন্ধু, প্রতিদিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাস ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত কর; এক দিন ঈশ্বর এমন আত্মপ্রকাশ করিবেন, যেমন আর কখনও করেন নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশা নাই।

তাঁহার করুণাসোপান পাপের গভীরতম নিম্নদেশে পর্য্যন্ত গিয়া শান্তি ও পুণ্যনিলয়ে পাপীকেও আরোহণ করিতে সমর্থ করে।"

"তোমার স্নেহের—
কেশবচন্দ্র সেন।"

এই পত্রিকা যে তখন হৃদয়ে শান্তি ও বিশ্বাস প্রত্যানয়ন করিতে পারে নাই, তাহা মিরারের ক্রমিক প্রবন্ধ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করে। কেশবচন্দ্র পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে এরূপ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছিল, "একটি নূতন বিধান উপস্থিত না হইলে সমাজ আর বাঁচিতে পারে না। সকলকে একত্র রাখিবার জন্য আর একটি নূতন বল উপস্থিত না হইলে, যাঁহারা দেবেন্দ্রবাবু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্ম নামে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আর একটি বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে, এবং পূর্ব্বে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তদপেক্ষা ইটি আরও গুরুতর হইবে।"* দৈনিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়া সমুদায় পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভাই প্রতাপ এ সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলে পরিবর্ত্তন সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "আহা! তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) প্রার্থনার কি স্বর্গীয় ভাব! আমি এরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। আমি উত্তর পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। উপাসনা মধ্যে যে স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া গিয়াছিলাম, আমার অবর্ত্তমান সময়ে তাহা আরও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে। যথার্থই বিধানের আরম্ভ।······নিরন্তর প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপবাস, ধ্যান চলিয়াছে। যাহা আমি দেখিলাম, তাহাতে পবিত্র হইলাম, আনন্দিত হইলাম। বিশ্বাস ও প্রেমের স্বর্গীয় ভাব দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমরা প্রতিজনই নবজীবনের অভ্যুদয় অনুভব করিতেছি। কোন একটি পবিত্র মহান্ বিষয়ের ইটি প্রারম্ভ। চতুর্দ্দিকের অন্ধকার ও নিরাশার মধ্য দিয়া যথাসময়ে ভগবানের শুভসংবাদের আলোক ঠিক প্রণালীর ভিতর দিয়া অবতরণ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা সরল প্রার্থনার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম প্রার্থনা একটি শুষ্ক কর্ত্তব্য মাত্র ছিল,

* See P. 105 of "The Faith and Progress of the Brahmo Somaj" by P. C. Mozumdar. (2nd Edn. 1934)

কখন কখন হৃদয়ের আবেগরূপে উহা প্রকাশ পাইত; এখন প্রার্থনা যে পাপী অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর অভাব হইতে সমুত্থিত হয়, উহা গভীর স্থায়ী গাঢ়তম প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ইহা সকলে বুঝিয়াছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।" * এ সময়ে সকল রোদন আবেদন নিবৃত্ত হইল, মনে মনে বিচ্ছিন্ন হৃদয়ও সকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়িল; ঈশ্বর-প্রেমে মন আর সকল বিষয় ভুলিয়া গেল; দৈনিক একত্র উপাসনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্দ্র যে জীবনবেদে উল্লেখ করিয়াছেন,—"ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা।" "এই আমার ছিল না, আমি পাইয়াছি; আমি এই খানে ছিলাম না, আসিয়াছি," †—তাহা প্রমাণিত হইল। প্রার্থনাযোগে কেশবচন্দ্রে ভক্তিসঞ্চার হইয়া উহা ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দৈনন্দিন উপাসনা ক্রমে মধুর হইতে মধুর হইতে লাগিল। বহুকালের শুষ্ক মরুতুল্য ভূমিতে অজস্রধারে আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হইবে, অথবা বহুশাখাবিশিষ্ট স্রোতস্বতী উহার বক্ষ বিদারণ করিয়া চারি দিকে ধাবিত হইলে, উহা যেমন অচিরে আপনার শুষ্কত্ব অনুর্ব্বরত্ব পরিহার করিয়া হরিদ্বর্ণ শস্যরাজিতে পরিশোভিত হয়, ফল ফুলে আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তেমন বিচারকর্কশ কঠোর নীতির শাসনে কঠিনপ্রকৃতি, আত্মজয়ার্থ সংগ্রাম করিতে করিতে বিলুপ্তমধুরভাব ব্রাহ্মগণ প্রতিদিনের উপাসনায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিতহৃদয় হইলেন। তাঁহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও মুখশ্রী সুকোমল ভাবের পরিচয় দিতে লাগিল, তাঁহাদের পূর্ব্ব উদ্ধত ভাব বিলুপ্ত হইল, বিনয় ও দীনতা দিন দিন তাঁহাদিগের জীবনে আপন অধিকার বিস্তার করিল। যে চক্ষুতে কখন এক বিন্দু অশ্রুপাত হইত না, এখন ঈশ্বরের করুণাস্মরণে তাহা হইতে অজস্রধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মগণের ভিতরে ঈদৃশ বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল কেন? কেশবচন্দ্রের জীবনে নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া।

---

* See P. 106 of "The Faith and Progress of the Brahmo Somaj" (2nd. Edn.)

† "জীবনবেদের" "প্রার্থনা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৫ ও ৬ পৃঃ—৭ম সং)

কেশবচন্দ্র আত্মজীবনের ছবি বন্ধুবর্গের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া দিতেন, সেই ছবি অনুসারে বাহিরে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। এখন সে জীবনের ছবি যখন বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইল, তখন তাঁহার বন্ধুগণের জীবনে যে উহা প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া 'জীবনবেদে' কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব', স্মরণের পক্ষে সুযোগ। তিন লইয়া সাধক জীবনক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল। যখন সময় হইল, আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করা হইল।......হৃদয়ে তখন কবিত্বের ভাব ছিল না। অবশেষে মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরূপে, আশ্চর্য্য! তখন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, সে কালে ব্রাহ্মদের সকলেই বিবেকপ্রধান ছিলেন। এক চরিত্র পুনরুৎপন্ন হইয়া অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল। পাঁচ জন, দশ জন, এক শত জন যুবার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শ্রীহরির নাম শোনা যায় নাই, শ্রীহরিকে ডাকিতে শিখি নাই, শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। শ্রীনাথ শ্রীপতি প্রভৃতি নাম তখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তখন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই।...... মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল; কত দিন এরূপ চলিবে? তখন বুঝিলাম, এত ঠিক নয়; অনেক দিন এইরূপে কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিনিতে হইবে! যত দিন অন্তরে তত বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে, কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে এক জন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্ত্তন হইল, বুঝিলাম, যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারি না, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক, আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক, সুখ অধিক কি কঠোর ধর্ম্মসাধন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম।" (১)

(১) জীবনবেদের "ভক্তিসঞ্চার" অধ্যায়ের ৫৬, ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন ও খোলের আগমন

ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন ও খোলের আগমন এক নূতন ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন ভক্তিভাব বৈষ্ণবভাব সঞ্চারিত হইল, তখন তাঁহার হৃদয় এই ভাবোপযোগী উপকরণের জন্য ব্যাকুল হইল; সঙ্কীর্ত্তন ও খোলের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অনুকূল ছিলেন না, তাঁহাদের শাক্তভাবপ্রধান জীবন খোল করতাল উপহাসের দৃষ্টিতে দর্শন করিত। ভগবৎকৃপায় কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন যে ভাবের সঞ্চার হইত, সেই ভাব অলক্ষিতভাবে বন্ধুগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত; সুতরাং তিনি প্রতিকূলাবস্থার উপরে দৃষ্টি করিয়া, ভাবানুরূপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তক এক জন বৈষ্ণবকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন বন্ধুকে (ভাই মহেন্দ্রনাথকে) নিয়োগ করিলেন। পটলডাঙ্গার দ্বারকানাথ মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাসে গোবিন্দদাসনামা এক জন সঙ্কীর্ত্তনীয়াকে আনা হইল। তিনি মৃদঙ্গযোগে প্রথমতঃ এই গানটি করিলেন, "প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন"। এই গানে কেশবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। আর দুই এক বার বৈষ্ণবমুখে গান শ্রবণ করিয়াই, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুকে একটি মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। সাধু অঘোরনাথ এই বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া মাণিকতলায় মৃদঙ্গ ক্রয় করিতে গেলেন। তাঁহারা তখন কেশবচন্দ্রের ভাবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হন নাই, অথচ গূঢ়রূপে তাঁহার ভাব তাড়িত-সঞ্চারের ন্যায় তাঁহাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; তাই মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়াই, লজ্জাপরিহারপূর্ব্বক পথে বাজাইতে বাজাইতে, দ্বারকানাথ মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাসে উহা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। খোল আসিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের মন তখন খোলের জন্য প্রস্তুত নহে। উপাসনাকালে খোল বাজিলে কাহারও কাহারও উপাসনার ব্যাঘাত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হওয়াতে স্থির হইল যে, উপাসনা শেষ হইলে যাঁহারা থাকিবার তাঁহারা থাকিয়া যাইবেন, যাঁহাদের যাইবার চলিয়া যাইবেন; তদনন্তর খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। ২০শে আশ্বিন (১৭৮৯ শক) (৫ই অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃঃ) কীর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয়। গোস্বামিসন্তান বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবতঃ বৈষ্ণবভাব, তিনি তৎকালে

সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান সহায় হইলেন, এবং নিম্নলিখিত দু'টি সঙ্কীর্ত্তনগীত প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন। প্রথম সঙ্গীতটি গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক গীত "প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন" এই সুরে গ্রথিত।

"পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়া লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসারপাথারে,
পতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব করো না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিতে লই গে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।"

"পতিতপাবন, ভকত-জীবন, অখিলতারণ, বল্‌রে সবাই।
বল্‌রে বল্‌রে বল্‌রে সবাই।
(যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে)
(যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে)
(ওরে এমন নাম আর পাবি নারে)"

প্রথমতঃ মৃদঙ্গের শব্দে যাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারা অল্পে অল্পে মৃদঙ্গপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। উপাসনার পর পূর্ব্বে যাঁহারা চলিয়া যাইতেন, তাঁহারা কীর্ত্তনের প্রতীক্ষায় উপাসনার পর অতিরিক্ত সময় উপাসনাস্থলে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গের শব্দ শুনিলে যাঁহাদের পূর্ব্বে হাস্য উদ্রিক্ত হইত, এখন তাঁহারা পূর্ব্ব ভাবের জন্য একান্ত লজ্জিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, যে ত্রিতলগৃহে সেতার বীণা প্রভৃতির আদর ছিল, যেখানে কখন কোন কালে মৃদঙ্গ স্থান পায় নাই, গৃহের প্রাঙ্গণে ঠাকুর ঘরের সম্মুখে মাত্র যাহার আদর ছিল, সেই মৃদঙ্গ আজ গৃহের ঊর্দ্ধতম স্থান অধিকার করিয়া বসিল! সঙ্কীর্ত্তনের প্রারম্ভ হইতে ভক্তির আবেগে সকলের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বহু কালের পর বর্ষার জলধারা প্রাপ্ত হইয়া সকলের চিত্তভূমি সিক্ত হইল। যে সময়ে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সে সময়ের উপযোগী

লোক সকল আসিয়াও অযাচিতভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজগোপাল গোস্বামী এই সময় কলিকাতা আসিলেন। কনিষ্ঠ বিজয় সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত, ইহাতে তাঁহার অতীব আনন্দোদয় হইল। তিনি কলুটোলা ভবনে ত্রিতলগৃহে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। "হৃদয়-পরশমণি তুমি আমার, ভূষণ বাকি কি আছে রে", এই কীর্ত্তনের গানটি গান করিয়া সকলের হৃদয় আর্দ্র করিলেন। কেশবচন্দ্র নিজের ভাবানুরূপ কীর্ত্তনে একান্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির বন্যা ছুটিল। এই বন্যায় শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ প্লাবিত হইবেন, তাহার উপক্রম হইল। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, এই সময়ের মধ্যে যে অন্যান্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই।

৬

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ

১৩ই আশ্বিন, ১৭৮৯ শকের ২৭ সংখ্যক 'ধর্ম্মতত্ত্বে' (১৮৬৭ খৃঃ, ১লা অক্টোবরের মিরারে) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ঃ—

"আগামী ৪ কার্ত্তিক, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইবেক; নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি ও অন্যান্য বিষয় তথায় বিচারিত ও অবধারিত হইবেক।

১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান।

২। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাহুল্যরূপে প্রচার।

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিনিয়োগ।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধনবিষয়ে সম্বন্ধনিরূপণ।

৫। কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগসংস্থাপনের উপায় অবধারণ।

৬। রাজনিয়মসম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতানিরাকরণের উপায় অবধারণ।

৭। ব্রাহ্মবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত

সভাপতি।"

এই বিজ্ঞাপনানুসারে ৪ঠা কার্ত্তিক (১৭৮৯ শক) (২০শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃঃ) ৩০০ সংখ্যক চিৎপুররোডস্থ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। এ দিন ঘোর ঘনঘটায় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে

উপস্থিত হইতে পারেন নাই; (১) একশতসংখ্যকমাত্র সভ্য উপস্থিত হন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কানপুর, এলাহাবাদ, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বাঘআঁচড়া এবং বরাহনগর, এই কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এই সভা উপলক্ষ্য করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনান্তে, গত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পোষকতায়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতিত্বপদে বৃত হইলেন। সভাপতি সভার কার্য্য আরম্ভ হউক বলিলে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর (২) প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের পোষকতায় প্রস্তাবিত হইল :—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই সমাজের বিগত অধিবেশনে যে অভিনন্দনপত্র-প্রদানের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়, তাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৫ই কার্ত্তিক (১৭৮৯ শক) (২১শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃঃ) সোমবার তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু
,, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	,, গৌরগোবিন্দ রায়
,, উমানাথ গুপ্ত	,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
,, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	,, কান্তিচন্দ্র মিত্র
,, অঘোরনাথ গুপ্ত	,, হেমচন্দ্র সিংহ
,, অমৃতলাল বসু	,, আনন্দমোহন বসু

অনন্তর বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিনন্দনপত্রী দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এক

---

(১) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের দিনে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহা বিস্মৃতিনিবন্ধন। সেখানে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই অধিবেশনদিনসম্পর্কে সংলগ্ন, সে অধিবেশনদিনের পক্ষে নহে। (৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(২) ১৭৮৯ শকের ২৮ সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনের বিবরণস্থলে, "শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর" নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চৌধুরী" নাম দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রশংসা করিবার জন্য নহে। আজ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইতেছে ; কে জানে যে, আর এক দিন বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং শিবচন্দ্র দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে না ? যদি এই প্রণালীতে সমাজের কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যে পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে।

সভাপতি এ কথার উত্তর এই দিলেন যে, যখন গত অধিবেশনে (২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৮৮ শক ; ১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) এ সম্বন্ধে বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তখন আর এ অধিবেশনে সে সম্বন্ধে কোন কথা হইতে পারে না। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাহারই ফল। অতএব যদি তাঁহাকে এ সভার সভ্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমধিক সম্মাননার কারণ হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করিতেছেনঃ—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মল্লিক (১) প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, এবং সর্ব্বসম্মতিতে উহা ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বি এর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল :—

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) ৪র্থ প্রস্তাবানুসারে বিবিধ শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে আরও অধিক শ্লোকসন্নিবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার সংস্করণ (২) করত তাহা বাহুল্যরূপে প্রচার করা হয়।

(১) ১৭৮৯ শকের ২৮ সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বে "শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মল্লিক" নামের স্থলে "শ্রীযুক্ত নৃপালচন্দ্র মল্লিক" নাম দৃষ্ট হয়।

(২) ১৭৮৯ শকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল যে :—

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কখন সভাপতি থাকিবেক না। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার অধিপতি।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ পোষকতা করিলেন যে :—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহের ভার এক জন সম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অর্পিত হয়। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সহকারী সম্পাদক হয়েন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরলাল রায় বি এ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হরলাল রায় পদগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কি প্রকারে একতা সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়া, নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রস্তাব করিলেন :—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজের যোগস্থাপন জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি উপায় অবলম্বিত হয়। যথা—

১। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যসকলসম্বন্ধে একতাসংবর্দ্ধন।

২। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজসমূহের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচারক মহাশয়গণের তত্তৎস্থানে গমন।

৩। সকল ব্রাহ্মসমাজে একটী সাধারণ উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত করণ।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষয়ে কোন সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সাধ্যানুসারে অর্থানুকূল্য করণ।

৫। কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন পুস্তকাদি প্রচারিত

করিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার এক এক খণ্ড ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

৬। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে, মফঃস্বলস্থ সভ্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বলিলেন, সমুদায় সমাজের জন্য একটী স্থিরতর উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে, উপাসকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। স্বাধীনভাবে উপাসনা করাই প্রকৃত উপাসনা। যদি ভাবানুরূপ উপাসনা না হয়, তাহা হইলে উপাসনা জীবনশূন্য এবং প্রণালীগত হইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উত্তর দিলেন, তিনি কাহারও স্বাধীনতা প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন না। তিনি এমন একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন, যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, ঈশ্বরের নিকট তাঁহার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন প্রণালী না থাকাতে মফঃস্বলে রীতিমত উপাসনা হয় না। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, একটি নিয়মিত প্রণালীর নিতান্ত প্রয়োজন। যদি প্রতিব্যক্তি আপনার ব্যক্তিগত ভাব উপাসনায় ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাহাতে সকলের সন্তুষ্টি হইবার পক্ষে সন্দেহ। ইহাতে অনেকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইবে। সভাপতি বলিলেন, একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী থাকিবে এবং তন্মধ্যে বিশেষ প্রার্থনার আদর থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচারকগণের গিয়া অবস্থিতি প্রয়োজন; কেন না তিনি সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের সমাজ সকল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, তত্তৎস্থলে এক জন প্রচারক দীর্ঘকাল থাকিলে প্রভূত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, উপস্থিত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে এ প্রস্তাবটি সংযুক্ত হয়। ইহাতে সভাপতি বলিলেন যে, তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব করুন। প্রস্তাবক এ সম্বন্ধে সম্মত হওয়াতে, পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলি নির্দ্ধারণে পরিণত হইল।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ

গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে:—

যে সকল ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সম্পাদক অতিরিক্ত 'রেজিষ্ট্রার' নিযুক্ত হন।

ব্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া পরিশেষে প্রস্তাবটি বিচারার্থ উপস্থিত করা হউক, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এইরূপ বলিলে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, যে কোন বিবাহ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই তাঁহার মতে ব্রাহ্মবিবাহ। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এই কথায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এ প্রস্তাবটি নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী প্রস্তাবটি বিবেচিত হউক। সভাপতি বলিলেন, পরবর্ত্তী প্রস্তাবের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সকল বিবাহ হইয়াছে বা হইবে, তাহা লিপিবদ্ধমাত্র করা হইবে যে, যে কোন ব্যক্তি উহার সংখ্যা জানিতে পারেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহের যে প্রণালী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, দুই বিবাহ বা বহু বিবাহ তদনুসারে হইলে, ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ কি না? শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উত্তর দিলেন, এরূপ ঘটনা বাস্তবিক হইতে পারে না, কেবল মনে করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইল, আর সায়ংকালে বিবাহ সময়ে পুতুল উপস্থিত করা হইল। সভাপতি বলিলেন, এরূপ অনেক প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এমন কি স্থলবিশেষে বহু বিবাহও যে ঘটিতে না পারে, তাহা নহে। মনে কর, এক জন ব্রাহ্মের প্রথম পত্নী পৌত্তলিক। স্বামী ইংলণ্ডে গেলেন এবং সেখান হইতে আসিবার পর জাত্যন্তর হইলেন। পত্নী তাঁহার নিকট আসিতে অস্বীকৃত হইলেন, এরূপ স্থলে যদি তিনি অন্য দার পরিগ্রহ করেন, আর এই বিবাহ যদি ব্রাহ্মপ্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়, উহা ব্রাহ্ম বিবাহ কি না? যখন সমগ্র বিষয়টি বিচারিত হইবে, তখন এ সমুদায় প্রশ্ন বিচারিত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ নাই ও এ প্রস্তাব কেবল বিবাহগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য। এই প্রস্তাবের সঙ্গে বিবাহের প্রণালীটী সংযুক্ত হয়, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালানবীস প্রস্তাব করিলেন। নিম্নলিখিত আকারে প্রস্তাবটী নির্দ্ধারিত হইল:—ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের

মতানুসারে যে সমুদায় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার অতিরিক্ত "রেজিষ্ট্রার" নিযুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইল, তাহাও তৎসহ লিপিবদ্ধ থাকে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিলেনঃ—

হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন।
,, কেশবচন্দ্র সেন।	,, দুর্গামোহন দাস।
,, ব্রজসুন্দর মিত্র।	,, গুরুপ্রসাদ সেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ কি? ইহাও ঐ সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "আইন না হইলে * ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম

* ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আডবোকেট জেনেরলের নিকটে ব্রাহ্মবিবাহ রাজবিধিসঙ্গত কি না, এতৎসম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়। তৃতীয় প্রশ্নে গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে কি করিবেন বা করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত তিনি অর্পণ করেন নাই। তিনি তৎকালে ইংলণ্ডে গমন করেন বলিয়া উত্তর দিতে গৌণ হয়। তিনি যে উত্তর দেন, উহার উত্তরাংশ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মিরারে প্রকাশিত হয়, প্রশ্ন ও উত্তর ১৫ই আগষ্টের (১৮৬৬ খৃঃ) মিরারে প্রদত্ত হয়। আডবোকেট জেনরেলের উত্তর এইঃ—

(ক) ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় যে কোন ধর্ম্মসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থা অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই, অথচ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন নিবদ্ধ হয় নাই, সে বিবাহ আমার মতে অসিদ্ধ।

(খ) সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, আইনের বর্ত্তমানাবস্থায়, এরূপ বিবাহে বর কন্যা বদ্ধ নহেন। স্বামী যদি পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে রাজবিধির শরণাপন্ন হইতে পারেন না; এ বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা আইনের চক্ষে সিদ্ধ নহে এবং দায় প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে পিতামাতা উইলের দ্বারা সম্পত্তি দিয়া যাইতে পারেন।

(গ) এইরূপ উইল দ্বারা যে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অন্যান্য দায়াধিকারী

এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইসে। এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম অণুমাত্র রাজার সাহায্য চান না। রাজা যদি আমাদের ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; যদি পৃথিবীর আইন অধর্ম্ম অনীতির প্রবর্ত্তক হয়, তবে আমরা উহাকে পদদ্বারা দলন করি। রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে, তৎপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন না করেন।" সভাপতি বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন করা। ধর্ম্মতঃ যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে উহা সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের, যত দূর সামর্থ্য, যত্ন করা সমুচিত। গবর্ণমেণ্টকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা সকলেই জানি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার কারণ নাই। প্রত্যুত যদি আমাদের কোন বিষয়ে বাধা থাকে, গবর্ণমেণ্ট আহ্লাদের সহিত উহা অপনীত করিবেন। এরূপ অবস্থায় দেশীয় ব্যবহারে যদি আমাদের বিবাহ প্রণালীসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে রাজবিধি দ্বারা উহা সিদ্ধ করিয়া লওয়া সমুচিত।" শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বিজয় বাবু যাহা বলিলেন,

---

অপেক্ষা পুত্রেরই স্বত্ব বর্ত্তিবে। উইলদ্বারা যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইবে, তাহা বঙ্গদেশে পৈতৃক সম্পত্তির অংশে এবং স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সম্বন্ধে খাটিবে।

আডবোকেট জেনেরল এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন—হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান যে নিয়মে করিলে সিদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন কোন্ বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে আইন মত বিবাহ সিদ্ধ হয়, এ প্রশ্ন (আমার বিবেচনায় বর্ত্তমানে এ বিষয়টি বড়ই অস্পষ্ট) কোন রাজকীয় প্রামাণিক নিষ্পত্তি দ্বারা ব্রাহ্মগণের স্থির করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ স্থলে আমার এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন সমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিবাহ দেন, উহাতে আইনানুসারে কোন স্বত্ব না বর্ত্তিলেও, নীতিসম্পর্কে বরকন্যা উভয়ে তদ্দ্বারা বদ্ধ।

তাহার ভাব তিনি বিলক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-সম্বন্ধে যে প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "তাঁহার এরূপ বলিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এই উদ্দেশ্য ছিল যে, পার্থিব বিধি অপেক্ষা ঈশ্বরের নৈতিক বিধি শ্রেষ্ঠ।" শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রস্তাবে যাহা সংযুক্ত করিতে বলিলেন, তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম, এ, পোষকতা করিলেন যেঃ—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রচারকগণ যেমন বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থভাবে এবং কোন ব্যক্তি বা সমাজের সাহায্যাপেক্ষা না করিয়া প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সমাজ তাঁহাদের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেন। যদিও তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এই সমাজের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু কর্ত্তব্যের আদেশে সমাজ সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জীবনোপায় বিধান করিতে চেষ্টা করিবেন; প্রচারকগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

সভাপতি বলিলেন, "অদ্য সায়ংকালে যে সকল প্রস্তাব বিবেচ্য, তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এ প্রস্তাবটির সঙ্গে এমন সকল কথা আছে, যাহা সাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। প্রচারকেরা আজ পর্য্যন্ত যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া প্রচারকার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবানুরূপ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্যপ্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা, এখন ঐ ধর্ম্মের ভাবের বিরোধী। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমাজের সহিত প্রচারকগণের কি প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বিবেচ্য। প্রচারকগণ অর্থের জন্য নহে, প্রেমের জন্য দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন পান না, মাসে কুড়ি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বন্ধুগণ সময়ে সময়ে যে অনিয়মিত দান করেন, তাহাই তাঁহারা এ যাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন।

বেতনের অর্থ—অর্থের বিনিময়ে শ্রম। সুতরাং বেতন বন্ধ হইলে প্রচারও বন্ধ হয়, আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত। যদি কেহ কিছু ইঁহাদিগকে দান করেন, ইঁহারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু উহা তাঁহারা পরিশ্রমের বিনিময় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি টাকা না পান, তাহা হইলে যে তাঁহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন, তাহাও নহে। তাঁহাদিগকে কত পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং কত প্রকারের অবস্থা তাঁহাদের ঘটে, এ সকল বিবেচনা করিয়া সাধ্যমত আমাদের তাঁহাদিগকে সাহায্য করা উচিত। আমরা সাহায্য করিয়া দানের বিনিময়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা করিব না, তাঁহারা আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, আমরা ইহাই মনে করিব। যাঁহারা এই ভাবে দান করিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রচারকার্য্যালয়ে দান প্রেরণ করিবেন।" অনন্তর সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পোষকতা করিলেন :—

সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যালয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য প্রার্থনা করা যায়।

সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

অনন্তর সভাপতি পাটনা, বেরিলী এবং দেরাদূন হইতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ উর্দ্দুতে প্রকাশ করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র আসিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন। এতৎসম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইল, উহা তত্তৎ সমাজে অবগত করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইল। "এক এক জন প্রচারক সেই সেই স্থানে গিয়া অধিবাসী হয়েন", এই প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, প্রচারকগণ এ বিষয় আপনারা বিবেচনা করিবেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

সভার নির্দ্ধারণানুসারে অভিনন্দনপত্র (৫ই কার্ত্তিক না দিয়া) এক মাসের পর প্রদত্ত হয়। ব্রাহ্মগণের নাম স্বাক্ষরার্থ এই এক মাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়াছিল। অভিনন্দনপত্র (১) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ১৭৮৯ শকের ২৫ সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

অভিনন্দনপত্র

ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য,—যে দিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে, তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থভাবে ও অপরাজিতচিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ হইয়াছি।

যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে (২১শে আশ্বিন) (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯ খৃঃ) তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; (১) তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে (১লা ভাদ্র) (১৮৪৩ খৃঃ) সুবিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের

---

(১) ১৭৬১ শকে, ২১শে আশ্বিন শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "তত্ত্ববোধিনীসভার" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৩ শকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এই ১৭৬৩ শকে "তত্ত্ববোধিনীসভার" সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ হয়।

প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতিস্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপ্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী নির্ব্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত, তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমাজসংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয়-বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃতলাভে শীতল হইয়াছি; কত দিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তচ্ছ্রবণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশে বিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকারে সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্নেহপাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া, চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত, তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া, আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-সূচক এই অভিনন্দনপত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

ধর্ম্মপিতা শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অভিনন্দনপত্রের যে প্রত্যুত্তর দান করেন, তাহার মূল অংশ আদি বিবরণে "ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ" আখ্যাত অধ্যায়ে ২৫—৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহা আর এ স্থলে সমগ্রাকারে পুনঃ প্রদত্ত হইল না।

৭

ব্রহ্মোৎসব-প্রবর্ত্তন

উপাসনার ঘনীভূতরূপ ব্রহ্মোৎসব এবং মিরারে উৎসবের বিজ্ঞাপন

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস যতই দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ততই উহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দৈনিক উপাসনার ভিতর দিয়া ভক্তির সমাগম হইল। উপাসনা ঘনীভূত হইয়া উহা দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া উঠিল। দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়াও যখন তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, তখন উহা ব্রহ্মোৎসবের আকার ধারণ করিল। ৯ই অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক (২৪শে নবেম্বর, ১৮৬৭ খৃঃ) প্রথম ব্রহ্মোৎসব (কলুটোলা ভবনে) প্রবর্ত্তিত হয়। ১৫ই নবেম্বরের (১৮৬৭ খৃঃ) মিরারে এই প্রকারে উৎসবের বিষয় সকলকে অবগত করা হয়, "২৪শে তারিখ (নবেম্বর) রবিবারে ব্রাহ্মগণের একটী সভা হইবে। এ সভা সম্পূর্ণ উপাসনা-সভা। সঙ্গীত, প্রার্থনা, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ এবং ধ্যান, এ সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবে। ঊষার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সভা আরম্ভ হইয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিবে। প্রণালীমধ্যে বিবিধ প্রকারের বিষয় আছে, আশা করা যাইতে পারে, উহা ক্লান্তিকর হইবে না। মধ্যাহ্নকালে দু ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য সময় থাকিবে, যে সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ বিবেচনা অনুসারে যাপন করিতে পারেন। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের নিকটে নিমন্ত্রণপত্রী প্রেরিত হইবে। যাঁহাদের সমুদায় দিন যোগ দেওয়ার সুবিধা হইবে না, তাঁহারা উহার কার্য্যের কোন অংশে যোগ দিতে পারেন। সকলের পিতা ঈশ্বরের উপাসনা উপলক্ষে, নগরে এবং উপনগরে এক এক স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্ম অপর স্থানের ব্রাহ্মগণ সহ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে একত্রিত করা এই সভার উদ্দেশ্য।"

"ইণ্ডিয়ান মিরারে" উৎসবের বিবরণ

উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে, ১লা ডিসেম্বরের (১৮৬৭ খৃঃ) পত্রিকায় (ইণ্ডিয়ান মিরারে) এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "বিগত রবিবারে (২৪শে নবেম্বর)

ব্ৰাহ্মগণের উপাসনাসভা অথবা ঠিক বলিলে ব্রহ্মোৎসব, আমরা যত দূর আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যদিও সর্ব্বথা উপাসনাঘটিত ব্যাপার, তথাপি সমুদায় দিন সমান উৎসাহ ছিল। দুই শতের অধিক ব্যক্তি ইহার বিবিধ কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন। তিন বার নিয়মিত উপাসনা হয়, প্রাতে ৭টায়, অপরাহ্ণে ১॥ টায় এবং সন্ধ্যায় ৭ টার সময়। প্রত্যুষে ৬টা হইতে ৭টা, সায়ংকালে ৫টা হইতে ৭টা, এই তিন ঘণ্টা সময়ে কতকগুলি নূতন রচিত গান গীত হইয়াছিল। ধৰ্ম্মসম্বন্ধে কথা, বিশেষতঃ প্রার্থনাসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, ১২টা হইতে ১॥ টা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা কাল হয়। মধ্যাহ্নের উপাসনার পর এক ঘণ্টা কাল উপনিষৎ ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ এবং শিখদিগের গ্রন্থ হইতে প্রবচন পাঠ ও ব্যাখ্যা। ইহার পর অৰ্দ্ধ ঘণ্টা উপাসকবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে ধ্যানে অতিবাহিত করেন। সমুদায় দিনের কার্য্য কিরূপ জীবন্তভাবে উৎসাহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। এ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রামের জন্য ছিল, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এমনই উপাসনার ভাবে নিমগ্ন যে, সে সময় বিশ্রামার্থ অতিবাহিত করেন নাই এবং যখন রাত্রি দশটার সময় উপাসনা ভাঙ্গিল, তখনও সকলের সমান উৎসাহ ও জীবন্তভাব বিদ্যমান ছিল। এ দৃশ্য অতি সুগম্ভীর যে, এতগুলি ঈশ্বরসন্ততি সত্যেতে, ভাবেতে, আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের করুণাময় পিতার পূজায় নিযুক্ত এবং প্রায় ষোল ঘণ্টা একত্র তাঁহার পবিত্র নামের মহিমাগানে নিরত। এরূপ জীবন্ত উপাসনা আত্মাকে উন্নত করে, পবিত্র করে, ঈশ্বরের সন্নিহিত করে; যাঁহারা উৎসবে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা আশা করি, এই উৎসবের প্রভাব প্রতি ব্রাহ্মসমাজের উপরে বিস্তীর্ণ হইবে; এবং সমাজের সজন নির্জ্জন উপাসনাতে জীবন ও ভাব সংসৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্ম কেবল জীবন্ত উপাসনা দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্তি এবং নবজীবন লাভ করিতে পারেন, এবং ভারতের নবজীবন-সঞ্চারার্থ জীবন্ত শক্তি ঈদৃশ উপাসনাই।"

উপাসনাপ্রণালীর বিপরিবর্ত্তন

এই উৎসব সময়ে, যে প্রণালীতে উপাসনা হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতদ্দ্বারা তৎকালে উপাসনার প্রণালী কিরূপ বিপরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

উদ্বোধন

দিনমণির উদয় না হইতে হইতে, এই উৎসব-ক্ষেত্রে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। আমরা কোন লোকের অনুরোধে এখানে উপস্থিত হই নাই। আমরা যাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি আমাদের পিতা পরিত্রাতা। বিশেষ ভক্তি দ্বারা তাঁহার চরণ সেবা করিব, আজ সমস্ত দিবস অবিশ্রান্তরূপে তাঁহার পূজা করিব, এই অভিপ্রায়ে আমরা উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছি। অনন্তকাল যে প্রেমময়ের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আজ বিশেষ আনন্দের সহিত নিশান্তে দিনান্তে সকলে তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন করিব। ব্রাহ্মভ্রাতারা আমার ভবনে আসিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ। তাঁহাদের নিকট আমার নিতান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা অদ্যকার লক্ষ্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে যত্নবান্ হন। যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, তিনি আমার নিজের রক্ষক ও প্রতিপালক; যিনি জগতের জীবন, তিনি আমার জীবন। এইরূপে প্রত্যেকে তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা সকলে অবধারণ করুন, এবং বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করুন। অদ্য যেন কাহারও মন বিক্ষিপ্ত না হয়। পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সেই পরমাত্মাকে সকলে আত্মসমর্পণ করুন। ঈশ্বর আমাদিগের শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করুন। সমস্ত দিবস যে তাঁহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে পারিব, নিজের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ আশা করিতে পারি না; অতএব সেই পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আজ সমস্ত দিন আমাদের অন্তরে বাহিরে থাকিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন।

আরাধনা

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,
শান্তং শিবমদ্বৈতম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, তুমি সকলের রক্ষক ও আশ্রয়স্থান, তোমাতেই সমুদায় জগৎ স্থিতি করিতেছে, তুমি সকল শক্তির মূলশক্তি, তুমি জীবনের জীবন। হে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! তুমি জ্ঞান-স্বরূপ ও সর্ব্বসাক্ষী, তোমার আশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তুমি স্বয়ং জ্ঞানরূপে এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছ, এবং আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক ভাব সকল দেখিতেছ; তোমার উজ্জ্বল জ্ঞানদৃষ্টির আলোকে সকলই প্রকাশিত হইয়াছে। হে সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! তুমি অনন্ত অনাদি, তোমার জ্ঞান শক্তির সীমা নাই, তোমার প্রেম ও পবিত্রতার অন্ত নাই, বাক্য মন তোমাকে ধারণ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়, তুমি এমনি মহান্; তুমি অসীমরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, তুমি অগম্য অপার। হে অনন্তদেব, তোমাকে নমস্কার! তুমি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, শান্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমার আনন্দ সমুদায় জগৎকে প্রতিক্ষণ অনুরঞ্জিত করিতেছে এবং প্রাণীদিগকে নানা সুখে সুখী করিতেছে; তুমি স্বয়ং আনন্দের আধার, তুমি অমৃতের অনন্ত উৎস, তুমি শান্তিনিকেতন; তোমার নিকটে থাকিলে শোক সন্তাপ মোহকোলাহল সকলই চলিয়া যায়, এবং আত্মা বিমল আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে। হে আনন্দস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার! তুমি মঙ্গলস্বরূপ, তুমি দয়াময়, তোমা হইতে দেহ মন প্রাণ লাভ করিয়াছি এবং তোমা হইতেই আমাদের সুখ সৌভাগ্য; তুমি আমাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম দিয়াছ এবং তোমারি প্রসাদে তোমার উপাসনারূপ অমূল্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমার দয়ার সীমা নাই, আমরা অনুপযুক্ত হইয়াও প্রতি নিমেষে তোমার স্নেহে সুরক্ষিত হইতেছি; তোমার দৃষ্টির মঙ্গল জ্যোতিঃ এখনি আমাদের উপর নিপতিত রহিয়াছে। হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার! তুমি অদ্বিতীয়, তুমি সকলের অধিপতি ও সকলের নিয়ন্তা; সমস্ত জগৎ কেবল তোমারই নাম কীর্ত্তন করিতেছে; একাকী তুমি আমাদিগকে সৃজন করিলে, একাকী তুমি আমাদিগকে পালন করিতেছ এবং আমাদের আশ্রয় হইয়া স্থিতি করিতেছ; তুমি আমাদের ধর্ম্মপথের একমাত্র নেতা, একাকী তুমি অসংখ্য জীবের প্রার্থনা শ্রবণ কর, তুমি একমাত্র সকলের পরিত্রাতা। তুমি একমেবা-দ্বিতীয়ং, তোমাকে নমস্কার! তুমি শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, পাপ তোমাকে স্পর্শ

করিতে পারে না, তুমি অপাপবিদ্ধ ও নির্ম্মলস্বভাব; তুমি এমনি পবিত্র যে, তোমার পবিত্র আলোকের একটি কিরণ লাভ করিলে, চিরসঞ্চিত পাপান্ধকার তিরোহিত হয়; তুমি নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, তুমিই সকলের সম্ভজনীয়, তুমিই সকলের স্তবনীয় ও উপাস্য দেবতা। হে পবিত্রস্বরূপ মুক্তিদাতা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি!

ধ্যান

আমরা যাঁহার আরাধনা করিলাম, এখন তাঁহাকে ধ্যান করি। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে ধারণ করিতে যত্নবান্ হই। সর্ব্বত্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ; তাঁহার পবিত্র সহবাস আমাদের প্রত্যেকের জন্য এখানে প্রসারিত। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই জন্য তাঁহার সহবাস উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার সেই পবিত্র সহবাস অন্তরে অনুভব করি, এবং তাঁহার সহিত যোগ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি।

সকলে নিমীলিতনয়নে কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া, সমস্বরে এই প্রার্থনা করিলেন :—

প্রার্থনা

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি;
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহাদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

উপদেশ

প্রাতঃকালের উপাসনা-কালে "প্রাণস্য প্রাণমুতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই উপদেশে প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কি প্রকার নূতন ভাবের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কেন না বাহিরের জগতে ব্রহ্মের বিচিত্র ক্রিয়া দর্শন করিয়া তৎস্রষ্টার অবধারণ, অথবা নানাবিধ করুণার চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহার দয়া

চিন্তন, এ সকলেতে ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় না, পরিমিত ভাবে গৃহীত হন, উপদেশে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। "সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই জ্ঞান, সেই উপাসনা, যে জ্ঞানে হৃদয়ে এবং বাহিরে ঈশ্বর প্রকাশিত হন, যখন যে উপাসনাতে ঈশ্বর অনতিক্রমণীয় ভাবে হৃদয়কে ধারণ করেন।" জ্ঞান বলিয়া দিল, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে অসমর্থ, সমুদায় দেহ তাঁহারই শক্তির অধিষ্ঠানে পূর্ণ, তখন হৃদয় বলিতে লাগিল, "সেই যে মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে তুমি জানিলে, তাঁহাকে আমি লাভ করিতে চাই; তুমি কেবল তাঁহাকে জানিয়া রহিলে, কিন্তু আমার তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি জানিলে যে, তাঁহাকে ছাড়িলে ভৌতিক মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলে আমার যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইবে।" হৃদয় কোন মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এই জন্য সে সর্ব্বদা ব্যাকুল। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অনুভব করিতে না পারিলে, উহা আর স্থির থাকিতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হইয়া, হৃদয় তাঁহাকে প্রাণরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করত কৃতার্থ হয়। স্বয়ং ভগবান্ তাহার নিকটে তখন "চক্ষুতে চক্ষুর চক্ষুরূপে, শ্রোত্রেতে শ্রোত্রের শ্রোত্ররূপে, মনোমধ্যে মনের মনোরূপে" আপনাকে প্রকাশ করেন। সমস্ত শরীর মন তখন পবিত্র ব্রহ্মমন্দির হয়, সমুদায় জীবন তাঁহার আবাসস্থান হয়। তখন তাঁহার দর্শন চক্ষুর ভূষণ, তাঁহার নামশ্রবণ কর্ণের ভূষণ, তাঁহার চরণ-সেবন হস্তের ভূষণ হয়।

মধ্যাহ্নে উপাসনা

মধ্যাহ্নকালে "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ হয়। এই উপদেশে, ঈশ্বর যে আমাদিগের কত নিকটে, তিনি যে কোন কারণে আমাদিগের হইতে দূরে প্রস্থান করেন না, ইহা সবিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের সহস্র অপরাধেও তাঁহার নৈকট্যের হ্রাস হয় না। আমাদের পুণ্যে যেমন তিনি আকৃষ্ট হন না, পাপ দেখিয়া সেইরূপ তিনি দূরে গমন করেন না; তাঁহার সন্নিকর্ষ আমাদের অবস্থার উপর অথবা ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তাঁহাকে চাই বা না চাই, ধার্ম্মিক হই বা পাপী হই, দয়াময় ঈশ্বর কখন

আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। "মনের সহিত বিশ্বাস করিলে তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সকলের পরিত্রাণের জন্য প্রতিজনের পশ্চাতে সম্মুখে দক্ষিণে উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্বাস তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া মনে মনে কৃতার্থ হয়, তাঁহার সহবাসে শরীর আত্মা বিশুদ্ধ হয়। সাধক চিরদিন তাঁহারই নিকটে থাকিয়া পাপ তাপ হইতে রক্ষা পান এবং সুনির্ম্মল শান্তি সম্ভোগ করেন।"

অপরাহ্নে পাঠাদির পর সন্ধ্যায় ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হইয়া মহর্ষির উপাসনা

অপরাহ্নে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া দিবাবসান হয়। সন্ধ্যার সময় শতাধিক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান হইয়া মৃদঙ্গ সহকারে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা-স্থলে আগমন করেন। তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। মহর্ষি ভাবে পূর্ণ হইয়া সায়ঙ্কালীন উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। রাত্রি দশঘটিকার সময় উৎসব শেষ হয়।

এই উৎসবে নবভাব ও নবজীবনলাভ এবং নবযুগের রেখাপাত

এই উৎসব ব্রাহ্মগণের জীবনে একটি নূতন অবস্থা আনিয়া উপস্থিত করিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ভগবদারাধনা বন্দনা ধ্যান ধারণায় কেমন সমস্ত দিন আনন্দ ও শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে। ঈদৃশ উৎসব সংসারের সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, সকল প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, সকল প্রকারের দুঃখ ক্লেশ অনায়াসে অপনয়ন করে, হৃদয় মনকে এক সুখের রাজ্যে লইয়া যায়, ব্রাহ্মগণের ইহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইল। ৯ই অগ্রহায়ণের (১৭৮৯ শক) উৎসব নববিধ উৎসবের ব্যাপার প্রবর্ত্তিত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে নবভাব নবজীবন দান করিল। কেশবচন্দ্রের জীবনের কার্য্য মধ্যে এই উৎসব নব যুগের রেখাপাত বলিয়া চিরদিন গণ্য হইবে।

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ

(২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃঃ)

"শিখজাতির ইতিহাস ও জীবনের কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা এবং আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের" পত্র

সাংবৎসরিক উৎসবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে দুইটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। একটি বেথুন সোসাইটীতে "শিখজাতির ইতিহাস ও জীবনের কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা, আর একটি আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের" (Free Religious Association) পত্র। বক্তৃতাতে ভারতবর্ষীয় চারি জাতির চারিপ্রকার চরিত্র ও উপযোগিতা বিষয় বর্ণিত হয়। (১) বম্বে-নিবাসী, (২) মান্দ্রাজবাসী, (৩) বঙ্গদেশী, (৪) পঞ্জাবী। বম্বেবাসিগণ নিয়ত কার্য্যশীল, সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত, স্বাধীনচেতা। ইউরোপীয়গণের এই সকল গুণ ইঁহাদিগেতে প্রতিফলিত। সাংসারিকতা, সময়ে সময়ে বিবেক-বিমূঢ়তা, মানসিক অগভীরতা, ঔদাসীন্য, এই সকল তাঁহাদিগের দোষ। মান্দ্রাজিগণ জ্ঞানসম্বন্ধে হীন হইলেও, সহজভাব, শিক্ষাগ্রহণোপযোগিতা, দেশীয় ভাব, রুচি ও সংস্কার, সময়ে সময়ে কার্য্যশীলতা ও সাহসিকতা তাঁহাদিগের আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকর অনুকরণ ইঁহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। দোষের দিকে ইঁহারা অত্যন্ত রক্ষণশীল, নীতি সম্পর্কে সাহসহীন, সঙ্কুচিতহৃদয়, কথঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি! বাঙ্গালা দেশীয়গণের দোষ গুণের বিষয় অনেক উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা সকলেই স্বীকার করেন। পঞ্জাবিগণের ধর্ম্মজীবন ধর্ম্মোৎসাহ জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যত্র ধর্ম্মজীবন মৃত্যুগ্রস্ত দৃষ্ট হয়; ভক্তি, বিশ্বাস ও উৎসাহ সকল পঞ্জাবীর মুখে প্রতিবিম্বিত।

আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের" সম্পাদক রেবারেণ্ড জে, পটাব সাহেব, ভারতের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও সংস্কারক এই সম্বোধনে কেশবচন্দ্রকে পত্র লেখেন। *

* ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পত্রখান লিখিত হয়।

এক অনন্ত পরমাত্মার সন্তান বলিয়া একত্ব অনুভব করত, ইনি এদেশের সংস্কারে প্রবৃত্ত কেশবচন্দ্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই পত্রে তত্রত্য ধর্ম্মসম্বন্ধে কি প্রকার স্বাধীন ভাব উপস্থিত, তাহা বিশেষরূপে ইনি অবগত করেন। সাত মাস পরে (২৮শে ও ২৯শে মে, ১৮৬৮ খৃঃ) 'স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের' অধিবেশন হইবে, এই অধিবেশনে অত্রত্য ধর্ম্ম ও সংস্কারাদি-সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অবগত করিতে অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষা জানেন, সম্পাদক অবগত ছিলেন না; সুতরাং অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র ইংরাজীতে লেখান হয়, কেন না সে দেশে কেহ এ দেশীয় ভাষা অবগত নহেন।

অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব, নগরে প্রথম ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ আমরা তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্ব (১) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"যে দিনে (১১ই মাঘ) মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে ঈশ্বর-প্রসাদে বঙ্গ-দেশের মঙ্গলের অভ্যুদয় হয়, সেই শুভ দিনে (১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক; শুক্রবার; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃঃ) সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য, নগরে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিবার ব্যগ্রতায় এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবার উৎসাহে, অন্যূন চারি শত ব্রাহ্ম দিনমণির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে একত্রিত হইলে পর, ব্রহ্মোপাসনাপূর্ব্বক তিনটী পতাকা হস্তে করিয়া, সকলে এই ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে বহির্গত হইলেন। পতাকাত্রয়ে পর্য্যায়ক্রমে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই তিনটি সত্য অঙ্কিত ছিল।

সংকীর্ত্তন

"তোরা আয়রে ভাই! এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম;

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন, পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ, খুলে মুক্তির দ্বার

(১) ১৭৮৯ শকের ১৫ই চৈত্রের ২৯ সংখ্যক "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

সকলেরে করেন আবাহন; সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার; যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল, কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধুপার; তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ, হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাবে ব্রহ্মধাম।

"সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি-স্থাপন জন্য ভিত্তিভূমিতে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মগণ গভীর ও নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল।

উদ্বোধন

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত সাধারণ উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই; তাঁহাকে প্রণাম করি।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,
শান্তং শিবমদ্বৈতম্,
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

"যাহাতে পাপীদিগের পরিত্রাণ হয়, সত্যধর্ম্ম লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি হয়, যাহাতে সকলে জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া সেই পরমদেবতার উপাসনা করিতে পারে, এই জন্য এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। কিসে পাপীর পরিত্রাণ হইবে, কেবল এই জন্য নিয়মিতরূপে তাঁহার পবিত্র উপাসনা হইবে। অনেক দিনের পর

আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, অনেক কষ্ট অতিক্রম করিয়া সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক। সমস্ত বঙ্গদেশে তাঁহার 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নাম পরিকীর্ত্তিত হউক। সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় আমরা সকলে প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন উপাসনার সময় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার জীবদিগকে শোকসন্তাপ হইতে মুক্ত করেন।

ভিত্তি-স্থাপন

"ঈশ্বরপ্রসাদে অদ্য ১১ই মাঘে, ১৭৮৯ শকাব্দে, শুক্রবারে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত উপাসনামন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

"By the Grace of God, to-day the 24th of January, 1868, Friday, is laid the foundation stone of the house of worship of the Brahmo Somaj of India.

প্রার্থনা

"হে মঙ্গলস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর, অদ্য তোমার প্রসাদে তোমার জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি তুমি অদ্য সংস্থাপন করিলে, সেই পবিত্র মন্দিরের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশা ভরসা সকলই তুমি, তোমারই চরণে আমরা এই মন্দির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যে, এখানকার হৃদয়ভেদী উপদেশে নির্জীব হৃদয়সকলও যেন বিগলিত হয়। ভূলোকে দ্যুলোকে তোমার মহিমা; সমুদায় আকাশে তুমি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছ। সেই যে তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা, তোমারই পবিত্র নামে এই ভিত্তি সংস্থাপিত হইল; এই জন্য যে, তুমি সকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। হে পরমেশ্বর, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না, তোমারই কৃপায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবর্ষ তোমার নাম ঘোষণা করিবে, এইরূপে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে। ভূলোকে যে নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, তাহা দ্যুলোকে প্রতিধ্বনিত হইবে। তুমি এক দিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ করিবে। ভবিষ্যতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্থিচর্ম্ম দ্বারা যে এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থাপিত

হইল, তাহা আমার সম্বন্ধে পরম আনন্দের বিষয়। তজ্জন্য আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।"

ব্রহ্মমন্দিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান

প্রথমে যখন কলিকাতাসমাজ হইতে বাহির হওয়া হয়, তখন এক দিন সঙ্গতসভায় কথা হইল যে, সামান্য একখানি খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া উপাসনাস্থান প্রস্তুত হয়। সেই সভাতেই সভ্যগণ প্রতিজন এক এক মাসের বেতন স্বাক্ষর করেন; ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৫০০৲ টাকা ও ভাস্তারার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। তখন ঐ চাঁদা-পুস্তকে 'বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য' লেখা ছিল। এই সামান্য চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজের দায়িত্বে মেছুয়াবাজার রোডের (১) উপর ছয় কাঠা একখণ্ড জমী উকীল শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সোমের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সেই জমীর উপরেই এখন ভিত্তিস্থাপন হইল।

মধ্যাহ্নকালের উপাসনা

চিৎপুররোডস্থ গোপাল মল্লিকের প্রাচীন বৃহৎ অট্টালিকা—যে স্থানে পূর্ব্বে হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজ স্থাপিত হয়—এ দিনের অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই গৃহ পুষ্প ও পত্রাদিতে অতি উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন নূতন ব্যাপার, সুতরাং প্রাতঃকালে সঙ্কীর্ত্তন যখন পথ দিয়া বাহির হয়, তখন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; উপাসনা চিরকালের ব্যাপার হইলেও, এত বড় প্রকাণ্ড গৃহও লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। মধ্যাহ্ন কালে কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" এই বেদান্তবাক্য অবলম্বন করিয়া প্রার্থনাসম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপদেশ সে সময়ের পক্ষে একান্ত উপযোগী ছিল। সরল যথার্থ প্রার্থনা ব্রাহ্মগণের মনে ভক্তির বন্যা যখন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তখন ব্রাহ্মগণের যথোচিত ভাব সহকারে প্রার্থনাশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল; এজন্যই আমরা উপদেশের প্রারম্ভেই এইরূপ কথা উল্লেখ করিতে দেখিতে পাই, "যদি তোমরা দশবৎসর কাল প্রার্থনা করিয়া থাক তবে

(১) বর্ত্তমানে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট" হইয়াছে।

গভীরভাবে সেই প্রশ্ন আসিতেছে, কি জন্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পাও নাই? ভিক্ষা করিবামাত্র ক্ষুধা শান্তি হয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও হৃদয় পবিত্র হয় না, ইহার কারণ কি? বাচনিক প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বর লব্ধ হয়েন না। বহু আলোচনার পর স্বীকার করিয়া যে প্রার্থনা করা যায়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।······যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা কেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারের জঞ্জাল কেন থাকে? সে অন্ধকার, সে জঞ্জাল দূর করিবার উপায় এক মাত্র প্রার্থনা, অথচ প্রার্থনা করিয়াও জঞ্জাল নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, সকলে তাঁহাকে সেরূপ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরূপে ঈশ্বর তাঁহাদের সম্মুখীন হন। প্রার্থনার অর্থ 'চাওয়া'। যদি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত চাও, তাহা হইলে তিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।······দয়াময় ঈশ্বর কেবল এই কথাটি বলেন, 'তুমি আমাকে চাও, আমি তোমারই হইব'। 'মেধা সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এক বার বল, আমি অমৃতকে চাই, ইহা বলিবামাত্র ঈশ্বরকে পাইবে'— তাঁহার স্বর্গরাজ্যের দ্বারে এই কথাটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।" (১)

আপরাহ্নিক কার্য্য

মধ্যাহ্ন উপাসনার পর লাহোরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় হিন্দি ভাষায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই উপাসনায় কয়েক জন শিখ ও হিন্দুস্থানী উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর চারিটার সময় ধ্যান ও ধ্যানানন্তর সায়ংকালে অতীব উৎসাহ সহকারে সঙ্কীর্ত্তন হয়।

"Regenerating Faith" বিষয়ে উপদেশ; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃঃ

সন্ধ্যাকালের উপাসনা (২) ৮ ঘটিকায় নিঃশেষ হইলে, কেশবচন্দ্র ইংরাজিতে উপদেশ দেন। সায়ঙ্কাল হইতে লোকের সমাগম হইয়া গৃহ সহস্রাধিক লোকে পূর্ণ হইয়া যায়। গৃহের চতুর্দ্দিকের বারাণ্ডাতে গাত্রে গাত্রে সংলগ্ন হইয়া লোক দাঁড়ায়। এত লোক ক্রমান্বয়ে স্থান পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া হঠতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স, তৎপত্নী ও কন্যাদ্বয়কে অতি কষ্টে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। সার উইলিয়ম মিয়র, সার

(১) ১৭৮৯ শকের ১৫ই চৈত্রের ২৯ সংখ্যক "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

(২) সায়ংকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার করেন।

রিচার্ডটেম্পেল, ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ড, ডাক্তার মরিমিচেল, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল হাইড এবং মালিসন, অনারেবল মেস্তর জষ্টিস্ ফিয়র ও তৎপত্নী এবং অন্যান্য ইউরোপীয়গণ উপদেশশ্রবণের জন্য উপস্থিত হন। ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ড শ্রীমতী মহারাণীর (ভিক্টোরিয়ার) স্কটল্যাণ্ডের চ্যাপলেন। তিনি এবং মেজর মালিসন সাহেবের আসিতে কিছু গৌণ হওয়াতে, তাঁহাদিগকে লোকের ভিড়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ঈদৃশ জনতা হইবে, ইহা কেহ পূর্ব্বে মনে করেন নাই। আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রাচীন গৃহ বা জনতায় ভগ্ন হইয়া পড়ে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" উচ্চারণপূর্ব্বক একটি বাঙ্গালা সঙ্গীত গীত হইল। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্মিকা মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সঙ্গীতের পর, মেস্তর জে বি গিলনের অনুসরণ করিয়া ইংরেজী সঙ্গীত হয়। একটী ইংরেজী প্রার্থনার পর, কেশবচন্দ্রের "পুনর্জীবনপ্রদ বিশ্বাস" (Regenerating Faith *) নামক উপদেশ হয়। এই উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :—

ধর্ম্ম দ্বিবিধ—সাংসারিক বা মনুষ্যকৃত, এবং আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বরকৃত। সংসারের সুখ ও সুবিধার সঙ্গে মিল রাখিয়া, সংসার প্রতিপালন করিতে লোকে যত্ন করে; আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম তাদৃশ নহে। ইহা সর্ব্বথা সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করে। ইহা দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় সাধককে উত্তোলন করিয়া থাকে। পরিত্রাণের জন্য মনুষ্যকৃত ধর্ম্ম দূরে পরিহার করিয়া, ঈশ্বরকৃত ধর্ম্মের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরকৃত ধর্ম্মের অনুসরণ না করিলে নবজীবন হয় না, পাপ সর্ব্বথা নির্জ্জিত হয় না; বাহিরে পাপ নিবৃত্ত হইলেও, সম্ভাবনারূপে থাকিয়া যায়। পশুজীবন পরিহার করিয়া, নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার পথ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস, সাধারণ লোকে যাহাকে বিশ্বাস বলে, তাহা নহে। ইহা সাক্ষাৎ দর্শন, ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসযোগে কেবল অদৃশ্য পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাঁহাতে বাস হয়, সাক্ষী ও শাস্তৃরূপে দেখিয়া তৎপ্রতি ভয় সমুপস্থিত হয়, পিতৃরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম

* "Regenerating Faith" এই নাম পরে প্রদত্ত হয়, "The Faith that regenerates individuals and nations" এই নাম পূর্ব্বে ছিল।

সঞ্চারিত হয়, এমন কি শয়নোপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন অক্ষুণ্ণ থাকে। মতে মানুষকে নবজীবন দান করিতে পারে না, এই বিশ্বাস নবজীবন দান করে। কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধে নহে, পরলোকসম্বন্ধে, সত্যসম্বন্ধে নবজীবনার্থ এই বিশ্বাস অতীব প্রয়োজন। কেননা এই বিশ্বাসের সন্নিধানে পর্ব্বতসম বিঘ্নবাধা দাঁড়াইতে পারে না। বিশ্বাস উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অনুতাপ উপস্থিত হয়, অনুতাপবিশোধিত হৃদয়ে বিশ্বাসের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। অনুতাপের তীব্রাঘাতে অভিমান অহঙ্কার বিদূরিত না হইলে, পাপীর মস্তক ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া না পড়িলে, আপনাকে অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরের করুণার উপরে একান্ত বিশ্বাসবান্ না হইলে, কখন নবজীবনের সমাগম হয় না। নবজীবন উপস্থিত হইলে, লোভাদি সমুদায় তিরোহিত হয়। সহস্র প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত হইলেও, আর নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রলুব্ধ হন না। এ সময়ে ইনি নিয়ত ঈশ্বরে বাস করেন, ঠিক ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় হন। যখন বিশ্বাস হইতে ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গরাজ্যের সমাগম হয়।

এই বক্তৃতা গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতি সকলেই অতি মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ড এবং মরিমিচেল প্রকাশ্য সভায় এই বক্তৃতাসম্বন্ধে অতীব প্রশংসা করিয়াছিলেন। মরিমিচেল বলিয়াছিলেন, "গত রজনীতে যখন আমি সেই বিখ্যাত লোকটির বক্তৃতা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছিলাম, তখন আমার মনে হইতেছিল, ভারতের জন্য অতি মহতী নিয়তি বিদ্যমান রহিয়াছে।" ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ড বলিয়াছিলেন, "আমি বক্তৃতাটীর দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এই কথা বলিতে পারি, বক্তৃতা মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিক এমন কতকগুলি ভাব— এমন কতকগুলি বীজ আছে, যাহা হইতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জাতীয়-মণ্ডলী উৎপন্ন হইতে পারে।"

উৎসবের সফলতা

অষ্টাত্রিংশ ব্রহ্মোৎসব সকলের হৃদয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিলক্ষণ উৎসাহ উদ্দীপন করিয়া দিল। উৎসবের প্রারম্ভে কত ব্যক্তির মনে কত প্রকারের সংশয় ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পথে বাহির হইলে লোকের নিকটে কেবল উপহসিত হইতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা সঙ্কুচিতচিত্ত

ছিলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের দিনে ইহার বিপরীত ঘটিল। কলুটোলাস্থ গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। জনতার মধ্য দিয়া গৃহ হইতে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইতে বিলক্ষণ কষ্ট হইল, পথে ক্রমে লোকসংখ্যা এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, বহু দূর পর্য্যন্ত লোকের মস্তক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। লোকের জনতাবশতঃ গাড়ী চলিবার পথ অবরুদ্ধ, সুতরাং পথপার্শ্বে গাড়ীগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান, গৃহের ছাদে লোক সকল উঠিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল দেখিবার জন্য ব্যস্ত, যাঁহারা বিদ্বান্ সুশিক্ষিত, তাঁহারা পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপদে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, অগ্রসর, এ দৃশ্য সকলেরই মন অপহরণ করিয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনের অন্যতর সময়ে উপাসনাদিতে যে প্রকার লোক-সমাগম হইয়াছিল, তাহাও আশার অতিরিক্ত। এই উৎসব, হইতেই সামান্য লোক ও ধনী বিদ্বান্‌দিগের একত্র সমাগম এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের বক্তৃতাশ্রবণজন্য ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিতির সূত্রপাত হইল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোৎসব ব্যাপার এই নূতন। সুতরাং আরম্ভেই ঈদৃশ আশাতীত ফল-লাভ যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাসম্ভূত, ইহা সকলের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইল। সুতরাং যে ভক্তিস্রোত ও যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহিত হইতেছিল, এই উৎসব হইতে তাহার বেগ দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইল।

৯

ভক্তিপ্রচার

(১৮৬৮ খৃঃ)

ভক্তির প্লাবনে ইংলণ্ডে আশার সংবাদ

ভারত ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত হইতে চলিল। ইহার তরঙ্গের প্রতিঘাতে কেবল ভারত কম্পিত হইল, তাহা নহে; দূরবর্ত্তী সমুদ্রপারস্থ ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে উহা আশার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল। যে সমুদায় হৃদয় সংশয়জালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা-বশতঃ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রতি সংশয়যুক্ত হইয়াছে, জগতে ধর্ম্ম শান্তি ও কল্যাণ বিস্তার করিবে, এ সম্বন্ধে আশাশূন্য হইয়াছে, সেই সমুদয় হৃদয় সেই শুভ সংবাদে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তাদৃশ হৃদয়নিচয়ের প্রতিনিধি হইয়া এক জন * এই সময়ে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যখন আমি সেরূপ সুদৃঢ় ভক্তিবিশ্বাসের সংবাদ পাইলাম, তখন কি আর আমি সংসারে পড়িয়া থাকিতে পারি? আমি কি আর উত্থান করিয়া আমাতে এবং অন্যত্র ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দর্শন করিব না? হে উদারান্তঃকরণ ব্রাহ্মগণ, আপনারা হৃদয় ও করযোগে ব্যগ্রভাবে যে মহত্তমকার্য্যসাধনে আয়াস স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে কেবল আপনাদের বা আপনাদের দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা মনে করিবেন না। আপনারা কি করিতেছেন, যাই আমি শ্রবণ করি, অমনি আমার আত্মা আবার লব্ধবল হইয়া উঠে; আমি তো বিশ্বাস করিবই, আপনারাও বিশ্বাস করুন যে, সমুদ্রের পূর্ব্বকূল হইতে আমার নিকট পরিত্রাণ আসিয়া সমুপস্থিত।" সত্যই সমুদ্রের পূর্ব্বকূল হইতে পরিত্রাণের শুভ সংবাদ পাশ্চাত্য সমুদ্রের কূলে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহা সংশয়মেঘ অপনয়ন করিয়া সে দেশে সত্য-সূর্য্যের প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিল। লেখক ঠিক কলিয়াছেন, "আপনারা

* ইনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি অনেক অধ্যাত্মতত্ত্বের গ্রন্থ প্রচার করিয়া ইংলণ্ডকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা করিতেছেন, কালের ভিতর দিয়া উহার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকিবে, এবং যাহা কিছু সত্য ও পবিত্র, তৎসহকারে উহা চিরকাল সংযুক্ত থাকিবে।"

ভক্তিপ্রচারে ঘোর আন্দোলনোপস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ ম্যাক্‌লিয়ডের ভবিষ্যদুক্তি

এমন অনুকূল সময়ে কেশবচন্দ্র কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভক্তি যাহাতে ভারতের চারি দিকে নরনারীর হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, তজ্জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাকুলতা হইতে ভবিষ্যতে যে কি ঘোর পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা জানিয়াই যেন ডাক্তার নরম্যান ম্যাক্‌লিয়ড (১) (যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেবল ঈশ্বরকে লইয়া একা দাঁড়ান কি, তাহা আমি জানি। এক সময়ে লোকে আমায় ঘৃণা করিয়াছে এবং আমায় অবিশ্বাসী বলিয়াছে। কিন্তু আমি জানিতাম, আমি কোথায় দাঁড়াইয়াছি। এ সংসারে আমি কেবল দুজনের ব্যক্তিত্ব মানি, এক আমার ব্যক্তিত্ব, আর এক আমার ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব। যেমন আমি আপনাকে দেখিতেছি, তেমনি যদি ঈশ্বরকে না দেখি, তবে আমার বিশ্বাস কিছুই নয়। আপনি যে বিশ্বাসের কথা (আর এক দিন) বলিলেন, ঈশ্বরেতে আপনার সেই দৃঢ় বিশ্বাস চির দিন থাকুক। আমি বুঝিতে পারিতেছি, অতি শীঘ্রই আপনার বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইবে।" ভক্তিপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদুক্তি সপ্রমাণিত হইল। কিন্তু সে কথা পরের কথা, এখন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

শান্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতা

এবার ভক্তিপ্রচারের আরম্ভে আমরা শান্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতার প্রথম উল্লেখ করিতে পারি। কেশবচন্দ্র প্রচারে বহির্গত হইয়া শান্তিপুরে প্রিয় অনুগামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। গোস্বামিপরিবারের নরনারীগণ কর্ত্তৃক তিনি কি প্রকার সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা আজও আমাদিগের স্মৃতিপথে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার সুদীর্ঘ গৌরকান্তি সুন্দর দেহ

(১) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী, চিৎপুর রোডস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে, "Regenerating Faith" উপদেশে ইনি উপস্থিত ছিলেন। (৪৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দর্শন করিয়া নারীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতার পর শান্তিপুরের ভাগবতরসজ্ঞ গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পর আবার বঙ্গে ভক্তির পুনরভ্যুদয় উপস্থিত। গোস্বামীদিগের অগ্রণী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান অনুগামী ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা রূপগোস্বামীর জীবনস্বরূপ জীব গোস্বামী নিরাকারব্রহ্মবাদিগণকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্তু সেই ব্রহ্মবাদিগণের ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া, আজ সমগ্র শান্তিপুর মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যের অচ্ছেদ্য যোগ, শ্রীচৈতন্যকে পরিহার করিয়া ভক্তি গ্রহণ অসম্ভব। এই ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতাতে শ্রীচৈতন্য যে প্রধানতঃ উল্লিখিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বক্তৃতা (১) তৎসময়ে অপূর্ণাকারে লিখিত হইয়া অপূর্ণাকারেই মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যের অচ্ছেদ্য যোগ সেকালে কি প্রকার অনুভূত হইয়াছিল, ইহা হইতে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

"প্রায় তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে মহাত্মা চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই শান্তিপুরে তাঁহার পবিত্র পদধূলি পতিত হইয়াছিল। যখন পাপ, পানাসক্তি ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাবে এদেশ অচৈতন্য প্রায় হইয়াছিল, তখন চৈতন্য উপস্থিত হইলেন। তৎকালে হয় কঠোর ধ্যানে শরীর শুষ্ক, নয় পাপাসক্তি, এই দুয়ের মধ্যে চৈতন্য আসিলেন। এক দিকে শুষ্ক জ্ঞান, ভক্তির নামমাত্র নাই, যেমন মৃত শরীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রাণ নাই; অপর দিকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কিন্তু হৃদয় শুষ্ক। ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যকে জ্বালাতন

---

(১) সম্ভবতঃ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথম খণ্ডে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" হইতেই বক্তৃতাটী উদ্ধৃত হইয়াছিল। "আচার্য্যের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ডে বক্তৃতাটী পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় গণেশ প্রসাদ তৎকর্ত্তৃক ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "আচার্য্যের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যে বই দেখিয়া উপাধ্যায় মহাশয় 'আচার্য্য কেশবচন্দ্রে' খানিকটা তুলিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক সেই বইখানিই এত দিন পরে পাইয়াছি। * * এবার সমস্ত বক্তৃতা মুদ্রিত হইল।"

করিতেছে, সত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এমন সময়ে এই প্রদেশে সাধুচরিত্র কোমলহৃদয় চৈতন্য উদিত হইলেন। হায়! কোথায় কল্যাণ, কোথায় ধর্ম্ম! তিনি দেখিলেন, চারিদিকে শুষ্ক জ্ঞানকাণ্ড। এ দুর্দ্দশা তিনি দেখিতে পারিলেন না; অমনি পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞানে তিনি পণ্ডিতপরাস্তকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাহাতে হইবে না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কেবল হাহাকার শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ শান্তিপুরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। কেন? বঙ্গদেশের পরিত্রাণের নিমিত্ত, আপনাদের এবং আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত। তাঁহার পুত্রবৎসলা মাতা সচীর নিকট, রূপবতী নির্দ্দোষা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট, ধন মানের নিকট, সংসারের সকল সুখের নিকট তিনি বিদায় লইলেন। কোন তর্ক করিলেন না; চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। এক বার মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এক বার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; একবার জীবের দশা দেখিয়া কাতর হইলেন, এক বার ঈশ্বরের প্রেমমুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মব্রত পালন করিতে সংকল্প করিলেন। জীবের ক্রন্দন শুনিয়া তদনুসরণে তিনি বাহির হইলেন। জীবের দুর্দ্দশা থাকিবে না, কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রাদুর্ভাব হইবে না, এখন পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইল, এই বলিয়া নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে ভক্তিসুধা যাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যশ্রবণে শত শত ব্যক্তি পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া, সহস্র সহস্র বালক বৃদ্ধ সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিল। কেন? তিনি কি ধন বিতরণ করিবেন? তিনি কি বলিলেন, 'আমি ধন দিতেছি, নরনারি, সকলে এস।' শান্তিপুর চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ধনের আশায় তাঁহার নিকট আগমন করে নাই। তিনি সকলকে বলিলেন, 'হে নর নারীগণ, আইস, ধর্ম্ম লও, আর দুর্দ্দশা সহে না। এস, পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভক্তিরস আনিয়াছি; এই ভক্তিরস পান করিয়া হৃদয়কে শীতল কর।' যাঁহারা ইন্দ্রিয়-উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াও লইলেন না, ঐ অমৃত পান করিয়া শীতল হইলেন না, তাঁহাদের তখন মৃত্যু হইল। কিন্তু যাঁহারা লইলেন, কারাবাসীর কারান্ধকার হইতে মুক্তি হইলে যেমন আনন্দ, রোগী সুস্থ হইলে যেমন আহ্লাদিত হয়, তাঁহারা তেমনি

আনন্দিত হইলেন। চৈতন্যের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলিলেন, তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। আর পুস্তক পাঠ করিও না;—করিব না। আর ধন লইও না;—লইব না। ঐ শিষ্যগণের মধ্যে যদিও অনেকে এক্ষণ পতিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো জীবিত আছে! চৈতন্যের শিষ্য অনুশিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কি বলে? দেখ, তাহাদের কি প্রকার অবস্থা। দেখ, কত লোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কল্য কি আহার করিবে, তাহার সংস্থান নাই। কে তাহাদিগকে আশা দিতেছে? তাহারা দরিদ্র, রক্ষা করিবার কেহ নাই, নিরাশ্রয় হইয়া ভক্তিপথে আসিয়া পড়িয়াছে। নির্ধনের দশা অধিকার করিয়াও মনে দুঃখ নাই। কে এ সকল করিতে পারে? জ্ঞান পারে? না, ভক্তি। সকল দুর্দ্দশার মধ্যে প্রফুল্লমুখ! ভক্তির কি আশ্চর্য্য শক্তি! বিদ্যা ধন মান কিছুই নাই, সুসভ্যেরা ঘৃণা করে; সেখানে ভক্তি। যেখানে ধন, মান, বিষয়, বিভব, জ্ঞান, সভ্যতা, সেখানে কি? শুষ্কতা, নিরাশা, কষ্ট, যন্ত্রণা। ভক্তি কি?—আশা। ভক্তি কি?—মুক্তি। ছিন্নবস্ত্রে কত শত লোক চৈতন্যের নাম শ্রবণ করিয়া চৈতন্যের অনুসরণ করে। চৈতন্য যে ভারতবর্ষে ভক্তিকে আনিলেন, আমরা সেই ভারতবর্ষের লোক। যে শান্তিপুরে তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল, সেখানে কি ভক্তি অধিক হইবে না? যে হিমালয় হইতে গঙ্গা বহির্গতা হইলেন, তাহাই কি শুষ্ক হইবে? যে সেই ভক্তি লাভ করিল, সে কি পাইল? কিছুই না, অথচ সর্ব্বস্ব! লোকের চক্ষুতে ধূলি দেওয়া তাঁহার অভিসন্ধি ছিল না। তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না।"

ভাগলপুরে সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন ও মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথকে পত্র

এই সময়ে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র তথায় গমন করিলেন। এবার (২২শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৮৬৮ খৃঃ) তাঁহার পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন। সাম্বৎসরিক দিবসে প্রাতঃকালে তিনি উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয় 'ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম।' এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ

মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাকে কেশবচন্দ্র যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভাগলপুর ২৯।২।৬৮

প্রিয় অঘোর!

তোমরা যেখানে থাক, ঈশ্বরেতে থাক, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। তোমরা দেশ বিদেশে দীনহীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার নাম প্রচার কর, ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধর্ম্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল তাঁহাতে, যিনি শান্তিস্বরূপ। সংসারের নীচ কিম্বা উচ্চ পথ, যেখানে থাকি না কেন, কখন পতন, কখন উন্নতি, কিন্তু শান্তি লাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত করা যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শান্তির নিগূঢ় যোগ, একটি ছাড়িয়া আরটি পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি, সকল শোক সন্তাপ চলিয়া যাইবে, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশ্বরের নিকট থাকিলে তাঁহার পবিত্রতারূপ জ্যোৎস্না মনকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি স্নিগ্ধ করে। অতএব তাঁহার নিকট থাকিতে বাসনা কর, এবং তাঁহাকে নিজের ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কবে আমরা তাঁহাকে সাধারণভাবে শূন্যহৃদয়ে উপাসনা না করিয়া, পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট থাকিবেনই থাকিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গেরে সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন ও মুঙ্গের হইতে প্রচারযাত্রা

এই সময়ে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক, সুতরাং এখান হইতে তিনি তথায় গমন করেন। তথায় প্রাতঃকালের উপাসনান্তে "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তোমরা ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা করিতে পার না" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। সাম্বৎসরিকের পর সেখানে আরও দুই দিন সকলকে লইয়া উপাসনা হয়। মুঙ্গের ভক্তিতে প্লাবিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ অভূতপূর্ব্ব ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শন করিবে, তাহার সূত্রপাত এই সময়ে হইল।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, ৯ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৯ শক ; ২৪শে নবেম্বর, ১৮৬৭ খৃঃ) মহানগরীতে যে ব্রহ্মোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মোৎসব হইতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। মুঙ্গেরের উপরে সেই ব্রহ্মোৎসবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; এবং তত্রত্য শুষ্কপ্রায়হৃদয় ব্রাহ্মগণের মধ্যে নবভাবের সঞ্চারের প্রক্রম হইয়াছিল। শুভযোগে কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগমনে ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে লুক্কায়িত ভাববীজ উপাসনা-প্রার্থনাজলসিক্ত হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনোন্মুখ হইল। কেশবচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন, অথচ অত্যল্প সময়ের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তিনি মুঙ্গের হইতে পাটনা, পাটনা হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর, জব্বলপুর হইতে বম্বে, আবার বম্বে হইতে প্রত্যাগমনকালে জব্বলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া মুঙ্গেরে আইসেন। আমরা নিম্নে কেশবচন্দ্রের প্রচারবৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

ভাগলপুর।

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৬৮ খৃঃ)	শনিবার	ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক। প্রাতঃকালে বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা; সায়ংকালে ইংরাজী ভাষায় উপাসনা; "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, মানবের প্রতি প্রেম" বিষয়ে উপদেশ।

মুঙ্গের।

১লা মার্চ্চ,	রবিবার	মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক। প্রাতঃকালে বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা। "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তোমরা ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা করিতে পার না" বিষয়ে উপদেশ।
৫ই "	বৃহস্পতিবার	উপাসনা।
৬ই "	শুক্রবার	উপাসনা।

পাটনা।

৭ই মার্চ্চ (১৮৬৮ খৃঃ)		শনিবার	উপাসনা।
৮ই ,,	,,	রবিবার	জাতকর্ম্মোপলক্ষে প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ঙ্কালে পাটনা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। "বিশ্বাস ও পবিত্রতা" বিষয়ে উপদেশ।
৯ই ,,	,,	সোমবার	উপাসনা।

এলাহাবাদ।

১০ই ,,	,,	মঙ্গলবার	এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা। "জ্ঞান ও বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ।
১১ই ,,	,,	বুধবার	ব্রাহ্মসমাজে "বিশ্বাস ও পবিত্রতা" বিষয়ে উপদেশ।
১২ই ,,	,,	বৃহস্পতিবার	উপাসনা।

জব্বলপুর।

১৪ই ,,	,,	শনিবার	জব্বলপুর লিটারারি এণ্ড ডিবেটিং ক্লবে "সত্যানুরাগ" বিষয়ে বক্তৃতা।

বম্বে।

১৯শে ,,	,,	বৃহস্পতিবার	প্রার্থনাসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিকোপলক্ষে বম্বেস্থ ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎকার।
২২শে ,,	,,	রবিবার	প্রার্থনাসমাজে "বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ।
২৪শে ,,	,,	মঙ্গলবার	টাউনহলে "ধর্ম্ম ও সমাজসম্পর্কীয় সংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা।
২৬শে ,,	,,	বৃহস্পতিবার	প্রার্থনাসমাজে "প্রার্থনা" বিষয়ে উপদেশ।
২৯শে ,,	,,	রবিবার	প্রার্থনাসমাজে "ব্রাহ্মসমাজের উত্থান ও উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা।

জব্বলপুর।

৬ই এপ্রিল (১৮৬৮ খৃঃ) সোমবার		জব্বলপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যারম্ভ। "ধর্ম্মের গুরুত্ব" বিষয়ে প্রারম্ভসূচক উপদেশ।
৭ই ,, ,,	মঙ্গলবার	জব্বলপুর লিটারারি এণ্ড ডিবেটিং ক্লবে 'ভারতে ব্রাহ্মমণ্ডলী' বিষয়ে বক্তৃতা।

এলাহাবাদ।

১০ই ,, ,,	শুক্রবার	উপাসনা।
১১ই ,, ,,	শনিবার	আসেম্ব্লি রুমে "মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা।
১২ই ,, ,,	রবিবার	বাঙ্গালা বর্ষের প্রথম দিন। প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা।

বম্বের প্রচারবৃত্তান্ত

মুঙ্গেরের বিষয় পুনরায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বম্বের প্রচারবৃত্তান্তবিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৬৪ খৃঃ (৮ই মার্চ্চ) কেশবচন্দ্র প্রথমে বম্বে গমন করেন; আমরা সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (১) এবার ইঁহার দ্বিতীয় বার এখানে পদার্পণ। এ সময়ে বম্বেগমনে অনেক অসুবিধা ছিল। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ইঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা জব্বলপুর হইতে ডাকগাড়ীতে নাগপুর পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা হইতে অতি সঙ্কীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করত, সমুদায় পথে অনিদ্রা, অনাহার, সামান্য লোকদিগের বিমর্দ্দন সত্ত্বেও, বিনা বাঙ্‌নিষ্পত্তিতে গম্য স্থানে গিয়া কেশবচন্দ্র উপনীত হইলেন। তিনি আপনি গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমবার অপেক্ষা এবার যে তিনি আরও সমধিক আদরের সহিত বম্বেবাসিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, এ কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এক বৎসর পূর্ব্বে বম্বেতে প্রার্থনাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে; প্রার্থনাসমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ না করিলেও, উহার উদ্দেশ্য

(১) বর্ত্তমান সংস্করণের ২১৭—২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একই। সুতরাং বলিতে হইবে, বম্বের ব্রাহ্মবন্ধুগণ কর্ত্তৃক তিনি সমাদৃত হইলেন। যে দিন তিনি তত্রত্য বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সে দিন (১৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ) প্রথম সাম্বৎসরিক উপাসনা। সেখানকার প্রধানোৎসাহী ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের গৃহে সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। তাৎকালিক তত্রত্য আচার্য্য বৃদ্ধ বিকোভা একটি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রার্থনার পর সঙ্গীত হয়, সঙ্গীতে নারীগণ প্রাধান্য গ্রহণ করেন। "আশা" বিষয়ে উপদেশ হইয়া, দুইটি সঙ্গীত ও প্রার্থনায় কার্য্য শেষ হয়। সমুদায় উপাসনাকার্য্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কার্য্য শেষ করিয়া সকলে সাদরে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গী ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে গ্রহণ করিলেন, পরস্পরের মধ্যে প্রিয় সম্ভাষণ হইল। কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় এবং বাঙ্গালা সঙ্গীত হইয়া রাত্রি নয়টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বম্বে যে দুইটি উপদেশ হয়, উহা তৎকালে 'বম্বে গেজেটে' মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার মর্ম্ম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) প্রথমোপদেশ 'বিশ্বাস' (২২শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ)।—এই উপদেশে অর্জ্জিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞান কদাপি যথেষ্ট নহে। ঈশ্বর আছেন, অথচ তাঁহার উপরে যদি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা ও চিরসঙ্গী বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তাঁহাতেই নিত্যকাল জীবিত, তাঁহাতেই নিত্যকাল অবস্থিত, এরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞানে কি ফল? ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিলে, জ্ঞান কিছুই নহে। আলোক আছে, এ জ্ঞান, আর আলোক-দর্শন, এ দুই কি একই নহে? ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বর-দর্শন, এ দুই কেন তবে এক হইবে না? ঈশ্বর-বিশ্বাসী যেখানে সেখানে ঈশ্বর দর্শন করেন। প্রার্থনাসমাজ ঈশ্বরে বিশ্বাস বিনা সহস্র প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল-লাভ করিবেন না; কেবল বৃথা বাক্যব্যয়, বলক্ষয়, জ্ঞানক্ষয়মাত্র সার হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন প্রয়োজন, পরলোকে বিশ্বাসও তেমনি প্রয়োজন। পরলোকসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস না হইলে, আত্মা অমর, এ জ্ঞান জীবনকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিবে না। পৃথিবীর জীবন অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নহে। যাহার পরলোকে

সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেই কেবল এ পৃথিবীর প্রলোভনরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কেন না এ পৃথিবীর জীবন কয়েক দিনের নিমিত্ত, অনন্ত জীবনের নিকট উহা কিছুই নহে। পৃথিবীর কয়েক দিনের তুচ্ছ বিষয়-সুখের জন্য কে সেই পরলোকে আপনাকে দণ্ডভাগী করিবে? পাপ করিলে নিশ্চয় দণ্ড আছে, এ বিশ্বাস পাপ হইতে বিরত করিবেই করিবে। ঈশ্বর ও পরলোক, এ দুইয়েতে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস আবশ্যক। বিবেক যখন ভাল মন্দ দেখাইয়া দিবেন, ভাল মন্দের জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি ভাল মন্দ জানিয়া, মন্দ পরিহার করিয়া পবিত্র হওয়া না গেল, তবে সে জ্ঞান নিষ্ফল। যেখানে পবিত্রতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম নামমাত্র, তাদৃশ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তি পুণ্যসম্বন্ধে, সত্যসম্বন্ধে কখন সংশয়চিত্ত নহেন। তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, সত্যরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণদান করেন। (২) দ্বিতীয় উপদেশের বিষয় 'প্রার্থনা' (২৮শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ)।—ঈশ্বরকে যখন সমুদায় বিশ্বের অধীশ্বর মানবমাত্রের শাস্তা বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল, অমনি তাঁহার পূজা অর্চ্চনা বন্দনা স্বাভাবিক হইল। রাজার প্রতি ভক্তি কাহার না স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়? আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ দুটি কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রার্থনা প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত। প্রতিক্ষণ পাপ ও পরীক্ষায় নিপীড়িত মানুষ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রার্থনা করিব কি না, করা উচিত কি না, এ সকল বিচার কখন দাঁড়াইতে পারে না। দুর্ব্বল মানুষকে প্রার্থনা করিতেই হইবে। নিজের ধর্ম্মজীবন কি প্রকার প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া বক্তা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, যাহা আমি আমার বিষয়ে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি, সকল মানুষের সম্বন্ধে আমি তাহা সত্য বলি। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, প্রার্থনাকেই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ বলিয়া মনে করা উচিত; উহাই স্বর্গরাজ্যের কুঞ্চিকা। সেই কুঞ্চিকা পাইলে ঈশ্বরের করুণাসম্পৎ হস্তগত করিবার উপায় হইল। তোমরা কি পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান চাও?—এস, প্রার্থনা কর; কোন সংশয় বিদূরিত করিতে চাও?—এস, প্রার্থনা কর; দৌর্ব্বল্য দূর করিতে অভিলাষ করিতেছ?—এস, প্রার্থনা কর; পাপ পরিহার করিতে

অভিলাষী?—এস, প্রার্থনা কর; পবিত্রতা চাও?—এস, প্রার্থনা কর। যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে সত্যান্বেষী হইয়া আসিয়াছে, আমি তাহার প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছি, 'অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর'; ভবিষ্যতে যে কেহ আমার নিকটে পরামর্শ লইতে আসিবে, পূর্ব্ববৎ আমি একই উত্তর দিব।" অধ্যাত্ম জ্ঞান, অধ্যাত্ম শক্তি, অধ্যাত্ম পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, সংসারের কোন বিষয়ের জন্য নহে। প্রার্থনা আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা, কথাতে প্রকাশিত হউক, আর না হউক, উহা প্রার্থনা। প্রার্থনা যখন আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা, তখন উহা হৃদয় হইতে উত্থিত হওয়া চাই। সুতরাং প্রার্থনা করিতে গিয়া সমুদায় চিন্তা, সমুদায় ভাব, সমুদায় অভিলাষ একেবারে ঈশ্বরেতে অভিনিবিষ্ট হইব। এরূপ হইলে, তবে অভীপ্সিত বিষয় লাভ হইবে। প্রার্থনা একাকী যেমন করা উচিত, তেমনি স্ত্রী পুত্র পরিবারকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করা উচিত; প্রকাশ্যে সকলকে লইয়া প্রার্থনা করাও তেমনি উচিত। প্রার্থনা বিনা কাহারও উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় নাই, প্রার্থনা বিনা ভারত কখন উদ্ধার পাইবে না। এইরূপে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিনীতভাবে প্রার্থনা আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিয়া উপদেশ পরিসমাপ্ত করেন।

বম্বে টাউনহলে (২৪শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ) 'ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার' * বিষয়ে যে বক্তৃতা হয়, উহা এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন। কেশবচন্দ্র বম্বে পদার্পণ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বম্বে বাণিজ্যসম্বন্ধে বিষম বিপৎপাত উপস্থিত হয়। এই বিপৎপাত অসাবধানতা, অসাধুতা এবং দূরদৃষ্টির অভাবের ফল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এই বাণিজ্যসম্পর্কীয় বিপৎপাত আমি বিধাতার বিধানদৃষ্টিতে অবলোকন করি; ইটি বম্বেবাসিগণের পক্ষে একটি বিশেষ ঈশ্বরানুশাসনের প্রকাশ, ইটি একটি বাগ্মিতাপূর্ণ উপদেশ, যে উপদেশ ধনপূজার অকল্যাণ এবং ঈশ্বরপূজার একান্ত প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছে।······আমার মনে হয়, ঈশ্বর এই গভীর হৃদয়ভেদী উপদেশ দ্বারা আমাদের সকলকে বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের আত্মা এবং তোমাদের দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মার বিষয় ভাব। আমি আশা করি, আলোচ্য

* See Lectures in India—"Religious and Social Reformation."

বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার পক্ষে দারিদ্র্য তোমাদের মনকে বিশেষরূপে অবনত করিয়াছে।" দেশসংস্কারসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতকে রেলরোড, টেলিগ্রাফ বা অন্যান্য পার্থিব, মানসিক, এমন কি সামাজিক সৌভাগ্য দান করিবার পূর্ব্বে তাহাকে জীবন দান কর। এ সকল সৌভাগ্য কে ভোগ করিবে—ইহাই প্রশ্ন। ভারত মৃত, প্রায় মৃত, ভূমিশায়ী, অধ্যাত্মভাবে একান্ত দারিদ্র্যদশাপ্রাপ্ত, ইহার সম্মুখে এই সকল প্রচুর পরিমাণ সুখ সৌভাগ্য অর্পিত হইয়াছে; কিন্তু সে সমুদায় ভোগ করিবার নিমিত্ত উত্থান করিতে ইহার সামর্থ্য নাই, ইহার হৃদয় নাই, ইহার দৈহিক বল নাই।" সুতরাং অধ্যাত্মশৃঙ্খল-বিমোচন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "কে বলিতে পারে যে, এক দিন এ দেশের ছিন্ন ভিন্ন সমাজ একটি বৃহত্তম সমাজে পরিণত হইবে না? সমাজের প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিবে, প্রত্যেক প্রভু এবং দাস একত্র হইয়া সত্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। সকল ভেদ ছিন্ন হইবে, সকল ভেদ বিনষ্ট হইবে—(সকলে মিলিত হইয়া) এক পরিবার হইবে। কে বলিতে পারে যে, ভারত তখন নবজীবন লাভ করিয়া, নবজীবনপ্রাপ্ত ইংলণ্ডের সহিত, নবজীবনপ্রাপ্ত ইউরোপের সহিত, নবজীবনপ্রাপ্ত আমেরিকার সহিত করমর্দ্দন করিবে না? তোমরা কি বলিতে পার যে, সে সময় আসিবে না?"

বম্বের বক্তৃতার প্রতিভা ইংলণ্ডে বিস্তার

কেশবচন্দ্র এখানে যে সকল বক্তৃতা দেন, উহার প্রতিভা ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ এই সকল বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত প্রভাবের বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইয়াছে, এবং উহাই যে এক দিন সমুদায় ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করিবে, উহার নিকটে কোন বাধা দাঁড়াইতে পারিবে না, ইহা এই পত্রিকা নিশ্চয়াত্মক বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের স্থূলাংশ এ দেশের লোক গ্রহণ করিবে না, কিন্তু বেদের বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদের সহিত খ্রীষ্টের জীবন, তাঁহার আত্মত্যাগ, এবং তাঁহার বিশুদ্ধ নীতি মিলিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে মহত্তম কার্য্য সাধন করিয়াছেন, উহার প্রভাব এ দেশে বিস্তৃত হইবেই হইবে, ইহার আলোকের নিকটে অন্য কোন আলোক

দাঁড়াইতে পারিবে না, এই পত্রিকা অকুণ্ঠিতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বম্বে হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জব্বলপুরে ব্রহ্মসমাজ-স্থাপন

কেশবচন্দ্র বম্বে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনি কোন দিন কল্যকার জন্য ভাবেন নাই, চিন্তা করেন নাই, সঞ্চয় করেন নাই, সহৃদয় কর্শনদাস মাধবদাস ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গীর প্রত্যাগমনের সমুদায় ভার তিনি আপনি বহন করিলেন। প্রত্যাগমন কালে জব্বলপুরে কয়েকটি উৎসাহী বিশ্বাসীকে লইয়া কেশবচন্দ্র তথায় ব্রাহ্মসমাজ (৬ই এপ্রিল, ১৮৬৮ খৃঃ) স্থাপন করেন। বম্বে হইতে ভাই দীননাথ মজুমদারকে কেশবচন্দ্র যে পত্র লিখেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

বম্বে হইতে ভাই দীননাথ মজুমদারকে পত্র

বম্বে, মালাবার হিল,
২৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ (রবিবার)।

প্রিয় দীননাথ,

তুমি পূর্ব্বে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু উপস্থিত পত্রপাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং হৃদয়ের সহিত তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদ অর্পণ করিতেছি। তোমরা যত দিন আমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, তত দিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা, মঙ্গল প্রার্থনা ও মঙ্গল চিন্তা করিতেছি। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, নিশ্চয় জানিও, হৃদয় মধ্যে যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমরা সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দূরে থাকিলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। যে জন্য এই সম্বন্ধ পরস্পর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। তিনি সর্ব্বসাক্ষিরূপে সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে; এবং পরস্পরকে পাপের নিবারক ও শাস্তা এবং ধর্ম্মপথে সহায় মনে করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যে যোগ, তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পরস্পর হইতে

বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনম্র ও জীবন্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর; পবিত্র উৎসাহসাগরে পাপের নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইবে।

তোমাদের মঙ্গল হউক। অদ্য এখানকার শেষ বক্তৃতা হইবে,—অতএব এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রথম বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এক খণ্ড পাঠাইয়াছি, বোধ করি, পাইয়া থাকিবে। এখানকার সমুদায় বক্তৃতাগুলি (১) সংবাদপত্রে প্রকটিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্টগুলি হয়তো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বুধবারে (১লা এপ্রিল, ১৮৬৮ খৃঃ) যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গেরে পুনঃ আগমন এবং প্রথম ব্রহ্মোৎসবে ভক্তির উচ্ছ্বাস

জব্বলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে পুনরায় আগমন করেন। এখানে তাঁহার পরিবারবর্গ এবং সাধু অঘোরনাথ সপরিবারে কতক দিন পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মুঙ্গেরে ভক্তির উচ্ছ্বাসবর্দ্ধনে প্রধান সহায় সাধু অঘোরনাথ। ইনি এখানে পূর্ব্ব হইতে ভক্তিসমাগমের জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইনি সকলের গৃহে গৃহে গমন করিতেন, যাহাতে সকলের মন ভগবানের দিকে সবিশেষ আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরের বিশ্বাসিমণ্ডলী মধ্যে পুনরায় আগমন করিলেন, সেখানে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার আগমনের সপ্তাহ মধ্যে ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন হইল। ১৯শে এপ্রেল (১৮৬৮ খৃঃ) এখানে প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। মুঙ্গেরে গড়ের মধ্যে গির্জ্জার পার্শ্বে যে প্রশস্ত গৃহে কেশবচন্দ্র সপরিবারে স্থিতি করিতেছিলেন, সেই গৃহ পুষ্পপত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল। এই স্থলে প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত, ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন উপাসনা, ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত পাঠ, ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নোপাসনা, ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সৎপ্রসঙ্গ, ৪টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত ধ্যান, ৪॥০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সায়ংকালীন উপাসনা হয়। এই

---

(১) ৪৪০ পৃষ্ঠায় প্রচার-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

উৎসবে মুঙ্গেরের ভাবান্তর সমুপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্রের উপদেশে উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভক্তির আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে অনেকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রতিদিন তাঁহার গৃহে মিলিত হইতে লাগিলেন। বিষয়কার্য্যের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া কতক্ষণে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এজন্য তাঁহারা সমস্ত দিন সোৎকণ্ঠচিত্ত থাকিতেন। কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর তাঁহাদের পদ কেশবচন্দ্রের গৃহাভিমুখে ভিন্ন অন্য দিকে আর অগ্রসর হইত না। অনুরাগের তাড়িতসঞ্চারে তাঁহাদিগের সকলের মন এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সময়ে এমন সকল লোক আসিয়া মিলিত হইলেন, যাঁহাদিগের চরিত্রে পূর্ব্বে বিবিধ প্রকারের কুৎসিত পাপসংস্রব ছিল। বহু সাধন তপস্যায় যে সকল পাপ দূরে পরিহার করা যায় না, সে সকল পাপের অভিলাষ এক সঙ্গগুণে অন্তর্হিত হইল। এক জন ব্যক্তির অলৌকিক প্রভাবে ধর্ম্মজগতে কি প্রকার অসম্ভব ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়, মুঙ্গের উহা পৃথিবীকে দেখাইতে লাগিল। যে সকল লোকাতীত ঘটনা ধর্ম্মের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সে সকল কি জন্য কি কারণে উপস্থিত হয়, তাহার মর্ম্ম অনেকের পরিগ্রহ হইল। এ সকল কথা বিস্তৃতরূপে বলিবার পূর্ব্বে, আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঁকিপুর উৎসবে গমন ও রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে ব্রাহ্মবিবাহবিধি সম্বন্ধে আলাপ

এই সময়ে ২৫শে এপ্রেল (১৮৬৮ খৃঃ) জামালপুর থিয়েটর হলে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভা হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দ্বারা সকলের মন সেই শুভানুষ্ঠানে নিয়োগ করেন। ব্রাহ্মগণের বিবাহ রাজবিধি অনুসারে সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যত্ন ছিল, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে এতৎসম্বন্ধে রাজবিধি-স্থাপনের নিমিত্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তৎকালীনকার রাজপ্রতিনিধি সার জন লরেন্সের সহিত কেশবচন্দ্রের কি প্রকার ভাব ছিল, পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই সকলে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সার জন লরেন্স সিমলা গমনার্থ, (১লা মে, ১৮৬৮ খৃঃ) কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পথে বাঁকিপুরে অবতরণ করেন। কেশবচন্দ্র মুঙ্গের হইতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করত

ব্রাহ্মবিবাহবিধিসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সার জন লরেন্স কেবল বিবাহবিধি নিবদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা নহে; সিমলায় সপরিবারে গমন করত তাঁহাকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন। বাঁকিপুরে এই সময়ে (২৩শে মে, ১৮৬৮ খৃঃ) ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উৎসবে প্রচারকগণ এবং মুঙ্গেরের অনেকগুলি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও উপাসনা; তৎপরে অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সৎপ্রসঙ্গ, সঙ্কীর্ত্তন, উর্দ্দুতে ও ইংরাজীতে উপাসনা হয়। বাঁকিপুর আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানে মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বীকার করিয়াছিলেন, হৃদয়ের সহিত অতি অল্পই যোগ ছিল। এখন বাঁকিপুরস্থ ব্রাহ্মগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসন্ন নহে, ইহাতে হৃদয়ের প্রাধান্য আছে। প্রার্থনাতে ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ, পাপ জন্য প্রগাঢ় অনুতাপ ভিন্ন ধর্ম্মজীবন দৃঢ়মূল হয় না, ঈশ্বর একমাত্র পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, এ সকল সত্য তত্রত্য ব্রাহ্মগণের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইল। উৎসবের পর কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার কিছু গৌণ আছে, এমন সময়ে রেলওয়ে প্লাটফরমে লাট সাহেবের এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেশবচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীতে গতায়াত করেন, বেশ ভূষা নিতান্ত দরিদ্রের মত; যখন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার গাত্রে একটি মলিন অঙ্গাবরণ মাত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বিন্দুমাত্র ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না, সাহেবের হস্ত মর্দ্দন পূর্ব্বক দু চারি কথা কহিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। ঈশ্বরের জন্য যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ধনসঞ্চয়ের পথ দূরে পরিহার করিয়াছেন, ঈশ্বরের কার্য্যে যিনি দীনতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার ঈদৃশ ভাব সহজেই শোভা পায় এবং উহাতে গৌরব খর্ব্ব না করিয়া গৌরব বর্দ্ধিতই করিয়া থাকে।

কেশবের প্রত্যাবর্ত্তনে মুঙ্গেরে অলৌকিক ব্যাপার

মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইল। প্রতি-দিনের উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশে কত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস বিদূরিত হইল, কত কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল, কত পাপীর পাপস্পৃহা তিরোহিত হইল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ লোকের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মিল, কেশবচন্দ্রের নিকট একবার যে গমন করিয়াছে, তাহার আর সংসারে ফিরিবার সামর্থ্য থাকে না। এই বিশ্বাসে অনেকে নিজ নিজ বন্ধুগণকে তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের নিষেধের এই যুক্তি ছিল যে, তাঁহার নিকটে গেলে লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, মানুষের মন অলৌকিকবিষয়দর্শনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাকে মনের দৌর্ব্বল্য বলিয়া ধিক্কার করাতে কোন লাভ নাই। কেন না এরূপ ধিক্কার কেবল এই দেখাইয়া দেয় যে, তুমি আমি তাদৃশ উৎকট ভাবের অধীন হই নাই, শুষ্ক মলিনহৃদয় হইয়া কেবল দোষদর্শনে প্রবৃত্ত। একজন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে বলেন, মুঙ্গেরে বর্ত্তমানে যে প্রকার ভাব সমুপস্থিত, ইহাতে কুসংস্কারের আগমনের সম্ভাবনা। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, "হইতে দাও।" এ কথার ভাব এই যে, শুষ্ক নীরস কঠোরভাব হইতে কুসংস্কারও ভাল। বহু দিনের শুষ্ক কঠোর জ্ঞানের পর ভক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাতে ভাবের আতিশয্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু সময়ে আতিশয্য চলিয়া গিয়া সারবস্তু থাকিয়া যাইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। তবে কোন কোন ব্যক্তিতে এই ভাবোচ্ছ্বাস হইতে ভাবী সময়ে কুসংস্কার আসিতে পারে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না তিনি পরসময়ে বলিয়াছিলেন, "মুঙ্গেরে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে শীঘ্রই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উপস্থিত হইবে।" ফলতঃ বলপূর্ব্বক ভাবস্রোত অবরোধ করা, তিনি ভগবানের ক্রিয়া অবরুদ্ধ করা এবং ভক্তিকে কুণ্ঠিত করা মনে করিতেন। সুতরাং কোন বাধা না পাইয়া ক্রমেই ভক্তির আতিশয্য দেখা দিল, পরস্পরের চরণে অবলুণ্ঠন করিয়া তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, পরিশেষে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দ্বারা আর্দ্রপদ শুষ্ক করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত চলিল। এস্থলে এ কথা বলা সমুচিত যে, শেষোক্ত ব্যাপার কেবল কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, অপর কোন কোন প্রচারকসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবহার হইয়াছিল। ভক্তগণের চরণধারণ, ভক্তগণের ভোজনাবশিষ্ট গলবস্ত্র হইয়া যাচ্ঞাপূর্ব্বক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিল। এত দূর পর্য্যন্ত হইয়াই নিবৃত্ত রহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট

কেশবচন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, ব্যক্তিবিশেষ এরূপও প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এক দিন এক জন বন্ধু (ইনি এখনও জীবিত আছেন) (১) কেশবচন্দ্রের গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে শরীর অবসন্ন বোধ হওয়াতে, নিজ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্যত হন; এমন সময়ে দেখিতে পান, সম্মুখে কেশবচন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক, তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। তিনি যানারোহণে আগমন করিতেন, সে দিন পদব্রজে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, আজ এরূপ অবস্থায় আগমন কেন? ইহাতে তিনি উত্তর করেন, "আপনি যেন কিছুই জানেন না! এই তো আমি যাই গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলাম, নিষেধ করা হইল; এখন আবার জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এরূপ অবস্থায় আসা হইল কেন?" কেশবচন্দ্র একটু হাসিলেন, হাসিয়া নিরুত্তর হইলেন।

ভাবোচ্ছ্বাসবশতঃ অনৈসর্গিকভাবে বিশ্বাস অপর সকলের চিত্তে সংক্রামিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের চিত্তে ইহা স্থান পাইয়াছিল কি না, এ প্রশ্ন সহজে অনেকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসের অধীন হইয়াও, দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি কখন অতিক্রম করে নাই, ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। তবে এই সময়ে এমন একটী ঘটনা হয়, যাহাতে আপাততঃ মনে হয়, যেন তিনি অন্ততঃ সে কালের জন্যও দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। ঘটনাটী এই:—একজন চলচিত্ত বন্ধু আত্মীয় জনের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই আত্মীয়ের নেতা কেশবচন্দ্রের প্রাণবধ করিবেন স্থিরকরত, লগুড় হস্তে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইসেন। কেশবচন্দ্র সর্ব্বদা বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, সুতরাং তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিলেন না। এই বন্ধুটির যেমন প্রচণ্ড ক্রোধ তেমনই ক্রোধাপগমে তীব্র অনুতাপও হইয়া থাকে। সুতরাং ইনি অনুতপ্ত হইয়া, কেশবচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন, এবং জীবনের অন্যতর পাপে আরো বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া, একেবারে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হৃদয় এই বন্ধুর

(১) গ্রন্থরচনাকালে জীবিত ছিলেন।

জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়ে, এবং এক দিন বন্ধুগণ মধ্যে বসিয়া মৃদঙ্গের বামাতে তিনটি চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, "অমুক এই শব্দ শ্রবণ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে।" তৎপরেই সেই বন্ধু মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্রের আকুল চিত্তে এরূপ প্রেরণানুভব যে মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। *

ভূতকালের ইতিহাসের মর্ম্মোদ্ঘাটন, এবং এ সময়ে মুঙ্গেরবাসিগণের মন কি প্রকার ধর্ম্মোন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা দেখাইবার জন্য এস্থলে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তগুলি লিপিবদ্ধ হইল। যেখানে ঈদৃশ ধর্ম্মোন্মত্ততা উপস্থিত, সেখানে ব্রহ্মোৎসবের পর ব্রহ্মোৎসব হইবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। প্রতিসপ্তাহে রবিবারে কেশবচন্দ্রের গৃহে সমগ্র দিন ব্যাপিয়া যে উপাসনা, উপদেশ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গাদি হইত, তাহাই এক একটি প্রকৃত পক্ষে উৎসব ছিল। সিমলায় যাইবার পূর্ব্বে একটি ব্রহ্মোৎসবের উদ্যোগ হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র ভাই গৌরগোবিন্দকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন।

---

* তৎকালে সংঘটিত একটি ঘটনা হইতে আমরা এটিকে মনোবিজ্ঞানসঙ্গত বলিতেছি। যখন এই বন্ধুটি আলিগড়াভিমুখে গমন করেন, তখন পথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদে একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে ইনি উপস্থিত হন। সে সময়ে সেখানে একজন প্রচারক বন্ধু ছিলেন, তিনি অনৈসর্গিকভাবের অণুমাত্র পক্ষপাতী নহেন। তিনি ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষকর কোন উত্তর পান না। ইহাতে তাঁহার চিত্ত আকুল হয়। ইঁহাকে লইয়া তিনি উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন। উপাসনাকালে এই বন্ধুটির গূঢ় গুপ্ত পাপের কথা তাঁহার হৃদয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার প্রতিভাত হয়, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি অত্যন্ত ধিক্কার দান করেন। পর দিন বন্ধুটি সহানুভূতিলাভে আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার নিকটে যখন আত্মপাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, তখন তিনি এই বলিয়া অবাক্ হন, তাঁহার হৃদয়ে সে পাপ কি প্রকারে পূর্ব্ব দিন উপাসনাকালে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রচারক বন্ধু, ইটি মনোবিজ্ঞানসঙ্গত নিয়মে আত্মাতে প্রতিভাত ঘটনা ভিন্ন, তখন ইহাকে আর কোন ভাবে গ্রহণ করেন নাই, এখনও গ্রহণ করেন না। কেন না ভগবৎপ্রেরণা তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্য দিয়া হয়। কেশবচন্দ্র যে তাদৃশ আন্তরিক প্রেরণায় মৃদঙ্গে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বাপর কার্য্য, আচরণ ও কথা অনুসরণে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়। "বিজ্ঞান ও বিবেক (Science and Conscience) ভগবৎপ্রেরণার ভূমি" কেশবচন্দ্রের ইহাই বিশেষ মত।

ভাই গৌরগোবিন্দকে পত্র

মুঙ্গের,

৩রা জুন, ১৮৬৮ খৃঃ

প্রিয় গৌরগোবিন্দ,

তোমার কয়েকখানি পত্র যথাসময় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচার-বার্ত্তাপাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আত্মোন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, যেরূপ বিশেষ করুণা করিতেছেন, তদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগের জীবন তাঁহার রাজ্যবিস্তারের জন্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তোমাদের বল বুদ্ধি শরীর সকলই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়াছে; তাহার উপর আর তোমাদিগের অধিকার নাই, এই মনে করিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে তোমরা তাঁহার অনুগত দাস হইয়া, তাঁহার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া, নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন কর, ইহাই আমার হৃদয়ের ইচ্ছা, ইহা দেখিলে আমি কৃতার্থ হই। যাহা লিখিয়াছিলে, * তাহা পাঠ মাত্র অমূলক মনে করিয়াছিলাম; আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল, আনন্দের বিষয়। এবার চাঁদাসম্বন্ধে কাণপুরের কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বর সকলই করিতেছেন। বোধ করি, উমানাথ বাবু সপরিবারে তথায় আছেন। এখানে আগামী রবিবারে আর একটী উৎসব হইবার কথা। তথাকার ভ্রাতারা কি আসিতে পারিবেন? সকলকে নমস্কার জানাইবে, রাজনারায়ণ বাবুকেও নমস্কার জানাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব

৭ই জুন (১৮৬৮ খৃঃ) রবিবার মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইল। এই উৎসবে ভ্রাতা দীননাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে দীক্ষিত হন; অনেকগুলি নূতন সঙ্গীত গীত হয়। "যদি তরাবে জগজ্জনে দিয়া দয়ালনামে" ইত্যাদি সঙ্গীত এই সময়ের। ৯ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৯ শক) কলিকাতায় প্রথম ব্রহ্মোৎসব

* একটি বন্ধুর পশ্চাদ্গমনের সংবাদ।

প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সঙ্গে গণনা করিলে এইটি তৃতীয় ব্রহ্মোৎসব। উৎসবান্তে এক দিন (৯ই আষাঢ়, রবিবার, ১৭৯০ শক) (২১শে জুন, ১৮৬৮ খৃঃ) সায়ংকালে গঙ্গাতটে বসিয়া কেশবচন্দ্র পরলোকসম্বন্ধে যে একটি উপদেশ দেন, (১) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সম্ভবতঃ এই উপদেশটী সাধু অঘোরনাথ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়:

"পরলোক"

"এই যে সম্মুখে প্রশস্ত ও প্রশান্ত নদী দেখিতেছ, ইহা ভবনদী; ইহার পরপারে অনন্তলোক ধূ ধূ করিতেছে। আমরা এই নদীতটে সকলে উপবিষ্ট রহিয়াছি। দিবাবসানে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, জনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল, সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই শান্ত এবং গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তিদিগের নিকট, অবিশ্বাসী পাপীদিগের নিকট এই নদী কেমন ভয়ানক; ইহার তরঙ্গরাজিমধ্যে মগ্নপ্রায় হইয়া তাহারা কেমন কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে! কিন্তু ধন্য সেই সাধক, যিনি জীবনের সন্ধ্যাকালে এই প্রকার শান্তভাবে এই প্রশান্ত নদী পার হইয়া পরলোকে গমন করেন। হায়! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমরা শেষ দিনে তটস্থ বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট অকাতরে বিদায় লইব। প্রশান্তহৃদয়ে দয়াময়ের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, সুখে এই সুস্থির নদী পার হইয়া যাইব! কিছু কিছু সাধুতা লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম পালন করত লোকের নিকট ধাম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া সহজ; কিন্তু মরিবার সময় সে বাহ্যিক ধর্ম্ম কি শান্তি দিতে পারে? এক দিকে সংসার ছাড়িবার কষ্ট, অপর দিকে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা, ইহা হইতে ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই শেষ দিনে মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রাণ ভক্তেরাই কেবল মৃত্যুতে শান্তি লাভ করেন। মৃত্যুভয় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বাস্তবিক মৃত্যু কেবল পরলোকের দ্বারমাত্র। মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, আত্মার কি হইবে, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কোন্

(১) ১৭৯০ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের ৩০ সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

অন্ধকারকূপে পড়িতে হইবে, এই ভয়ই মনুষ্যকে ব্যাকুল করে। ইহাই মৃত্যু; মৃত্যুতো মৃত্যু নহে, মৃত্যুর ভয় যথার্থ মৃত্যু।

"ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাওয়া, ইহাতে আশঙ্কার কারণ কি আছে? ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশমাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘরমাত্র। এখানেই থাকি, আর সেখানেই যাই, সেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকি। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? পরলোককে একটি বহুদূরস্থ অপরিচিত অন্ধকার স্থান মনে করা কল্পনামাত্র। এ কল্পনা তোমরা পরিত্যাগ কর, যাহা সত্য, তাহা ধারণ কর। যে সকল ভ্রাতা ভগিনী ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন, ইহা আলোচনা করিয়া ভীত হওয়া বা ক্রন্দন করা বৃথা। এই ভবনদী পার হইলেই পরলোক। আমরা যেমন এ পারে জীবিত রহিয়াছি, মৃত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মা সকল সেইরূপ পরপারে জীবিত রহিয়াছেন; মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান। আমরা যত লোককে এখান হইতে বিদায় দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাঁহারাও জানাইতেছেন যে, আমরা সকলে এ পারে বসিয়া আছি। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ পাই না, তাহাতে কি? পিতা এখানে আমাদের নিকটে আছেন, সেখানেও তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তবে কেবল এপার হইতে ওপারে যাইবার নাম যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আমরা কেন ভীত হইব? পিতার রাজ্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে, কেন আমরা ভয় করিব, ব্যাকুল হইব? ঈশ্বরভক্তি না থাকাই আমাদের মৃত্যুভয়ের কারণ। আমরা যদি পিতাকে মনের সহিত ভক্তি করিতে পারিতাম, তবে সংসার ছাড়িতে কিছু মাত্র ভয় বা কষ্ট হইত না, বরং সুখ শান্তি সহকারে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতাম। ভক্তি না থাকাতে আমাদের কত চেষ্টা বিফল হইতেছে, কত যন্ত্রণা ক্ষোভ সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা কি আমরা স্মরণ করিব না?

"যাহারা জ্ঞানতরীতে আরোহণ করিয়া গর্ব্বিতভাবে পার হইতে-ছিল, সামান্য তুফানে সেই তরী ভগ্ন হইয়া জলসাৎ হইয়া গেল, তাহাদের শাস্ত্র যুক্তি তর্ক মীমাংসা সকলই একেবারে নিমগ্ন হইল,

এবং তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া তরঙ্গের আন্দোলনে মহাকষ্ট পাইতে পাইতে অবশেষে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা নানাবিধ সদনুষ্ঠান লইয়া মহা আড়ম্বর করিয়া যাইতেছিল, তাহারাও প্রবল বাতাসের আঘাতে জলমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে আবার তটে ফিরিয়া আসিল। যাহা কিছু সম্বল ছিল, সকলই গেল; বিদ্যা বুদ্ধি বল পরাক্রম সম্পদ ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম সকলই ডুবিল। দেখ, পরলোকের যাত্রীদিগের কি দুর্দ্দশা! যে ঘাটে যাই, সেই ঘাটেই লোকেদের এইরূপ দুরবস্থা। অর্থবিহীন, সম্বলবিহীন হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কখন রৌদ্রে, কখন বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছে, দুঃখ দেখিয়া কেহ দয়াও করে না। কেহ কেহ অশান্তি-নিবারণের জন্য বিষয়মদ পান করিতেছে; কেহ কেহ একেবারে অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া, পারের উপায় নাই বলিয়া দিবারাত্রি হাহাকার করিতেছে। বন্ধুগণ, বাস্তবিক কি উপায় নাই? হে পরলোকের যাত্রিগণ, তোমরা কেন নিরাশ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছ? ঘাটে পড়িয়া কেন বিলাপ করিতেছ? আর এ ঘাট ও ঘাট করিও না। এ সকল ঘাটের প্রতারক নাবিকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে, তাই এত দুর্দ্দশা। রোদন করিও না, ভয় নাই, আশা আছে। ঐ দেখ, ঐ দিকের ঘাটে তোমাদের ন্যায় কতিপয় দুঃখী ব্যক্তি আগ্রহের সহিত দৌড়িতেছে। ওখানে চল, আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে।

"ভবনদীপারের একটিমাত্র খেয়াঘাট আছে। উহার নাম ভক্তি ঘাট। ঐ ঘাটে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার চরণতরীতে অসহায় দুঃখী-দিগকে বিনা মূল্যে পার করেন। যাহারা একান্তমনে তাঁহার নিকটে যাইয়া কাঁদিয়া পড়ে, সেই দয়াল ভবকাণ্ডারী অমনি তাঁহার চরণ দিয়া তাহাদিগকে ভবপারে লইয়া যান। ঐ দেখ, ভক্তিঘাটের কতকগুলি ভক্ত সেই তরীতে কেমন সুন্দরভাবে ভবনদী পার হইতেছেন! এত যে তুফান, সে নৌকা কিছুতেই আন্দোলিত হইতেছে না; ভীষণ তরঙ্গ সকল আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু দয়াময় নাবিক মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া অভয় দান করত, চরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে কেমন অটলভাবে লইয়া যাইতেছেন। আহা! তাঁহারাই বা কেমন শান্তভাবে, আনন্দমনে আশ্রয়দাতা কাণ্ডারীর গুণসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন! এ দৃশ্য দেখিলেও চক্ষু মন জুড়ায়, এ সুসংবাদ

শুনিলেও দুঃখ নিরাশা দূর হয়। আর বিলম্বে কাজ নাই; এমন ঘাট থাকিতে, এমন তরণী থাকিতে, এমন কর্ণধার থাকিতে, আর কেন বৃথা রোদন কর? চল ভাই, সবে মিলে শীঘ্র ঐ ঘাটে যাই; আমাদের তো আর উপায় নাই, সম্বলও কিছু নাই। চল, সকলে সেই দয়াল ঈশ্বরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আমাদের দুর্দ্দশা জানাই, আর বলি—'দয়াময়, বড় কষ্টে পড়িয়াছি, পারে যাবার কড়ি নাই; যদি দয়া করে বিনা মূল্যে তোমার চরণতরিতে আশ্রয় দেও, তবেইতো বাঁচিতে পারি, নতুবা আর ভরসা নাই।' সেই প্রেমময় অনন্যগতি দুঃখী দেখিলে দয়া করিবেনই করিবেন। তিনি পরপারে লইয়া গিয়া তাঁহার শান্তিনিকেতনে তোমাদিগকে স্থান দিবেন এবং অনেক সম্পদ ঐশ্বর্য্য দিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আর বিলম্ব করিও না, এমন দয়াময়ের শরণ লইতে আর বিলম্ব করিও না।"

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও তৎসময়ের "মিরারে" "চিন্তা ও প্রার্থনা" প্রকাশ

কয়েক দিন মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া, ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের (৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃঃ) যে অধিবেশন হইবে, তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি যে "চিন্তা ও প্রার্থনা" তৎসময়ের 'মিরার পত্রিকায়' প্রকাশ করেন, উহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি; এতৎপাঠে তাঁহার তৎকালের অধ্যাত্মাবস্থা সকলে অবগত হইবেন।

"চিন্তা ও প্রার্থনা"

"হে ঈশ্বর, আমি একটি বিষয় তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, আমি যেন তোমায় দেখিতে পাই এবং নিত্যকাল তোমায় ভালবাসি।

"আমি যশ, সম্পৎ বা দৈহিক সুখ অন্বেষণ করি না; কিন্তু হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি চিরদিন আমার নিকট থাক এবং আমার প্রিয় হও।

"আমি যেন প্রার্থনাকালে মঙ্গলময় পিতা মনে করিয়া তোমার নিকটে কথা কহিতে পারি, এবং তোমার সহবাসে নিত্যকাল আনন্দ লাভ করিতে পারি।

"হে ঈশ্বর, তোমার উপাসক অনেক, সমুদায় বিশ্ব তোমার স্তব করে, তোমায় মহিমান্বিত করে।

"সেই সাধারণ স্তবধ্বনি মধ্যে আমি আমার দুর্ব্বল কণ্ঠস্বর হারাইয়া ফেলিব না, অথবা দূরে রাখিয়া তোমায় অর্চ্চনা করিব না।

"আমি আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাতা মনে করিয়া, আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তোমার নিকটে খুলিয়া দিব এবং গোপনে তোমার সঙ্গে কথা কহিব।

"দিবারজনী আমি তোমার গৃহে বাস করিব, এবং পিতা হইয়া তুমি আমার সম্বন্ধে কি বিধান কর, আহ্লাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব।

"আমি এখন একজন তোমার দীন উপাসক; ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমার ক্রীত দাস হই, এবং চিরদিন তোমার চরণ আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকি।

"অহো, তুমি তোমার পরিত্রাণপ্রদ করুণায় আমাকে এবং আমার যাহা কিছু কিনিয়া লও এবং প্রকাশ করিয়া বল যে, আমি এখন এবং চিরদিনের জন্য তোমার ক্রীতদাস। অপিচ তোমার সেবা হইতে আমার পলায়ন করিবার ক্ষমতা তুমি হরণ করিয়া লও।

"তাহারা ধন্য, যাহারা প্রভু পরমেশ্বরেতে শান্তি পাইয়াছে।

"সেই প্রণতগণ ধন্য, যাহারা প্রভু পরমেশ্বরের চরণের ধূলি হইয়াছে।

"সেই দীনগণ ধন্য, যাহাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই, যাহারা সকলই, এমন কি আপনাদিগকে পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

"সেই ব্যক্তি ধন্য, যে সকল ছাড়িয়া সকলই পায়।

"সেই ব্যক্তি ধন্য, যাহার বিবেক নির্ম্মল।

"তাহারা ধন্য, যাহারা প্রভু পরমেশ্বরকে তাহাদের অন্ন পান, তাহাদের আলোক ও আনন্দ করিয়াছে।

"সেই সন্তানই ধন্য, যে বলিতে পারে, পিতা, আমি তোমার, তুমি আমার।

"সেই ব্যক্তি ধন্য, যাহাকে ঈশ্বর বলেন, আমি আমার দাসের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট।

"তাহারা ধন্য, যাহারা সকল বিষয়ে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, যাহাদিগকে তিনি আহার ও পরিচ্ছদ, বল ও মন্ত্রণা, শান্তি ও পরিত্রাণ দান করেন।

"তাহারা ধন্য, যাহারা ঈশ্বরেতে আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিদ্র্য এবং মৃত্যু ভুলিয়া যায়।

"সেই ব্যক্তি ধন্য, যাহাকে প্রভু পরমেশ্বর বলেন, ভয় করিও না, কাঁদিও না, কারণ আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে।

"তাহারা ধন্য, যাহারা সেই সকল লোককে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, যাঁহারা আপনাদিগকে পিতার চরণের ধূলি করিয়াছেন।

"সেই ব্যক্তি ধন্য, যে অন্যে সম্পন্ন হয় এ জন্য আপনি দারিদ্র্য, অন্যে সম্মানিত হয় এ জন্য আপনি অবমাননা, অন্যে অনন্তজীবন লাভ করে এজন্য আপনি মৃত্যুক্লেশ বহন করে।

"এক জন মানুষ তাহার পার্শ্বে তাহার সন্তানগণকে ডাকিয়া একত্র করিল এবং নিজ হস্তে তাহাদিগকে বিবিধ বস্ত্র দান করিল। তাহারা আহ্লাদিত হইয়া চলিয়া গেল এবং যখন তাহারা পিতার প্রেমের বিশেষ নিদর্শন কি কি পাইয়াছে পরস্পরকে দেখাইল, তখন তাহাদের আহ্লাদ পরিমাণাতিরিক্ত হইল। এইরূপ তাহারাও পরস্পরে সহানুভূতিতে অতিমাত্রায় আহ্লাদ করে, যাহারা পুণ্যময় পিতার হস্ত হইতে আধ্যাত্মিক ভাল ভাল বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

"এক জন ব্যক্তির বৃহৎ ভূসম্পত্তি ছিল, এবং তাহার ধনের জন্য অভিমান ছিল। সে ব্যক্তি দূরদেশে গেল এবং সেখানে গিয়া ক্ষুধিত হইল, কিন্তু হায়! আহার্য্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না; সুতরাং তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইল। গ্রন্থ, মানুষ বা বাহিরের বস্তুর উপরে যাহাদের ধর্ম্ম নির্ভর করে, তাহাদের দশাও এই ব্যক্তির মত; কেন না, এই সকল যখন থাকে না, তখন নিতান্ত দরিদ্র হয় এবং উপবাসে মরে।

"ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহার সঙ্গে তাহার পুতুলের ঠাকুর লইয়া যায়। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে ব্যক্তি জীবনসমরক্ষেত্রে সত্য ঈশ্বরকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে।"

১০

বিবাহের বিধি-প্রবর্ত্তনে উদ্যোগ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন, ৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃঃ

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা বিধেয় কিনা, তদ্বিষয়ে বিবেচনা জন্য, ১৫ই জুনের (১৮৬৮ খৃঃ) মিরারে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছিল; তদনুসারে ৫ই জুলাই (১৮৬৮ খৃঃ) ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোডে প্রচারালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত ২০শে অক্টোবর (১৮৬৭ খৃঃ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে তিনটি বিষয় আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিবার জন্য একটী সভা হয় এবং এই সভায় সাত জন সভ্য * মনোনীত হন। ইঁহারা পরস্পর দূরে দূরে বাস করেন বলিয়া, সভাপতি কেশবচন্দ্র অগত্যা তাঁহাদিগের লিখিত মত চাহিয়া পাঠান। সাত জন সভ্যের একজন সভার সভাপদ ত্যাগ করেন, দুই ব্যক্তি তাঁহাদের মত প্রেরণ করেন নাই। তিনজন যে মত দিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই জন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমত বিধিসিদ্ধ নয়; অবশিষ্ট একজন বলিয়াছেন, দেশীয়শাস্ত্রে বদ্ধ না রাখিয়া প্রশস্ত রাজবিধির অনুসরণ করিলে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজবিধি এমনই অস্পষ্ট যে, সন্দিগ্ধ স্থল।

কেশবচন্দ্রের মত

সভাপতির এ সম্বন্ধে মত দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যখন সভায় স্বয়ং সমুপস্থিত, তখন লিখিত কোন মত দিবার প্রয়োজন করে না; এই

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র, শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন এই সাতজনের উপর ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণের ভার অর্পিত হয়। (৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলিয়া সভার সন্নিধানে আপনার যে মত অভিব্যক্ত করেন, নিম্নে তাহার সার প্রদত্ত হইল। (১) ব্রাহ্মবিবাহ কি? (২) প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না? (৩) যদি সিদ্ধ না হয়, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? এই তিনটী প্রশ্ন সম্বন্ধে যথাক্রমে তিনি আত্মমত অভিব্যক্ত করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ কি?

প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে তিনি বলেন, ব্রাহ্মবিবাহ কিরূপ হওয়া সমুচিত, তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, বর্ত্তমানে যে সকল ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াছে, তাহার প্রণালীবিচারপূর্ব্বক, ব্রাহ্মবিবাহ কি, তিনি নির্দ্ধারণ করিবেন। বর্ত্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে, তদনুসারে—ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক সত্য ঈশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে যে বিবাহ করেন—তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কিনা?

হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কেন না এ সম্বন্ধে আডভোকেট জেনরেলের যে মত লওয়া হয়, তাহাতে তিনি তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় মত দিতে না পারিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে কোন একটি স্পষ্টবিধি করিয়া লওয়া শ্রেয়স্কর। বিবেকের অনুরোধে প্রচলিত প্রণালীতে বিবাহ করিতে না পারিলে, সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লওয়া সমুচিত, এ যুক্তির উপরে তিনি ভর দিতে চাহেন না; কেন না ইটি একটী আনুমানিক ব্যাপার, এবং রাজবিধির সাধারণ মূলতত্ত্বের বিচারমাত্র। তবে বর্ত্তমানে যে কিছু বিবাহসম্পর্কে বিধি আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে সংলগ্ন হইবার পক্ষে অতীব সন্দেহ। হিন্দুশাস্ত্রে যে অষ্ট প্রকারের বিবাহ আছে, তাহার কোনটিই ব্রাহ্মবিবাহের অনুরূপ নয়। উহার কতকগুলি জাতিবিশেষে বদ্ধ, যেটি সকলের সম্বন্ধে প্রচলিত, তাহাতে নান্দী শ্রাদ্ধ এবং কুশণ্ডিকা অতীব প্রয়োজন। এ দুটি অনুষ্ঠান অতীব কুসংস্কারপূর্ণ। বিশেষতঃ সকল প্রকারের বিবাহেই অগ্নিসাক্ষী করা প্রয়োজন। যখন হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ কোন প্রকার বিবাহের অনুষ্ঠিত অঙ্গ ব্রাহ্মবিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না,

তখন ব্রাহ্মবিবাহ কি প্রকারে হিন্দুবিবাহরূপে সিদ্ধ হইবে? সকলেই জানেন, কলিযুগে সঙ্করবিবাহ নিষিদ্ধ; ব্রাহ্মবিবাহে যখন সঙ্করবিবাহ আছে, এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিলে হিন্দুব্যতিরিক্ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইতে পারে, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া কি প্রকারে গণ্য হইবে? যদি এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন বচনের অর্থান্তর ঘটাইয়া ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেও রাজবিধি করিয়া লওয়া প্রয়োজন; কেন না শাস্ত্রমতে যাঁহারা বিধবাবিবাহ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তৎসম্বন্ধে রাজবিধি করিয়া লইতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে যখন স্পষ্ট কোন রাজবিধি নাই, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুব্যবস্থামতে সিদ্ধ, ইহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী সভ্যগণ এক মত বলিয়া তিনি আহ্লাদিত।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য রাজবিধির আশ্রয়-গ্রহণ আবশ্যক

তৃতীয় প্রশ্নসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন। সভার দুই জন সভ্যও ইহাই স্থির করিয়াছেন, যিনি (বাবু দীননাথ সেন) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত, তাঁহার সহিত তিনি একমত হইতে পারেন না, কেন না বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর; বিশেষতঃ সাধারণের এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত; কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না—সংশয়ী হউন, বুদ্ধিবাদী হউন, ফলাফলবাদী হউন বা অদ্বৈতবাদী হউন, কি যে কোন বাদী হউন—সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি রাজবিধি করিবার জন্য যত্ন করা উচিত। কেন না, সকলেরই ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। শেষোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত দিতে পারেন না। প্রথমতঃ এ সকল বিষয়ে কোন একটি আনুমানিক ঘটনা ধরিয়া কার্য্য করা উচিত নহে। বাস্তবিক ঘটনা কি? আজ পর্য্যন্ত প্রায় বিশটির অধিক ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের অনুরোধে সর্ব্বথা পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। এই সকল বিবাহে সামাজিক অধিকার ও দায়সম্বন্ধে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া,

ব্রাহ্মগণই রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ধর্ম্মানুরোধে যখন তাঁহাদিগকে রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের অধিকার আছে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন। যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মব্যতিরিক্ত অন্য লোকের জন্য কেন গবর্ণমেণ্টকে বলা হউক না; তাহা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, সে সকল লোক কোথায়, যাঁহারা রাজবিধির আশ্রয় চান? কৈ কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কাহাকেও তো দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ব্রাহ্মগণই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত। যে উপকার ব্রাহ্মগণ চাহিতেছেন, যাঁহারা চাহিতেছেন না, তাঁহাদিগের উপরে উহা কিরূপে চাপাইয়া দেওয়া হইবে? অনুমানে চলিবে না, যদি এরূপ ব্যক্তিগণ থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে অবগত করুন। এরূপ লোক থাকিলেও তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মগণ যোগ দিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের আবেদন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; কেন না এরূপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের ভূমি পরিহার করিয়া সামাজিক ভূমি আশ্রয় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্রাহ্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের জন্য যে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই জন্য করিবেন। অপিচ বিবিধ ভাবের লোক লইয়া কার্য্য করিতে গেলে, কি প্রকার সংস্করণের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে একমত হওয়া দুর্ঘট। অধিকন্তু ব্রাহ্মগণ এরূপে কার্য্য করিলে সংশয় ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নির্দ্ধারণ

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাহ্মসংখ্যাকে সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ না রাখিয়া, প্রত্যেক হিন্দুকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্ধকারাবৃত ছিল, সে সময়ে এ দেশীয়গণই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কি হইলে ব্রাহ্ম হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা যখন সুকঠিন, তখন কাহারা ব্রাহ্ম, আর কতগুলি লোকই বা আপনা-দিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, ইহা সাধারণকে অবগত করা আবশ্যক।

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাহ্মগণের বিবেক ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উপহাস করিয়া সমুদায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মদলের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে বলাতে, সভাপতি তাঁহার উপহাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বাবু কালীমোহন দাসের যদি উপস্থিত প্রস্তাব সংশোধন করিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহাই তিনি সভাতে উপস্থিত করুন।

ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনার্থ কিছু বলিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে আবেদনকারিগণের দলভুক্ত হইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি এইটি দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি, তাহা ভাল করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ, বাবু কালীমোহন দাসের কথাগুলি খণ্ডন করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহূত হইয়াছে, তখন সাধারণে যদি এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তবে উহা তাঁহাদিগেরই দোষ, সভার নহে। অপিচ এ কথা কে বলিল যে, যতগুলি লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তদ্ব্যতীত ভারতে আর ব্রাহ্ম নাই।

অনন্তর বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এর প্রস্তাবে এবং বাবু হরলাল রায়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইল:—এই সভার অভিমত এই যে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা অভিলষণীয়।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল, উপযুক্তরূপ কিছু বলিয়া এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

বাবু নবগোপাল মিত্র দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করাতে, তিনি বলিলেন, অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন না করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে, প্রশ্ন করিতে পারেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আডভোকেট জেনেরলের মত জানিয়া তাঁহার নিকটে যে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সমাজ কর্ত্তৃক, না কোন এক জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক?

সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন, ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়, কে মত চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে; কেন না কোন এক সভাই মত চাউন, আর কোন এক ব্যক্তিই মত চাউন, আডভোকেট জেনেরলের মত যাহা, তাহা আডভোকেট জেনেরলেরই মত।

বাবু নবগোপাল মিত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ করিবেন, উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে তাঁহারা কোন্ ব্যবস্থার অনুসরণ করিবেন?

এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ জন্য যখন স্বতন্ত্র সভা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তখন সভাপতি এ বিষয়ের উত্তর দান বিধেয় মনে করিলেন না।

পরিশেষে প্রস্তাবটি নিবদ্ধ হইবার জন্য সভার নিকটে উপস্থিত করাতে, অধিকাংশের মতে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল।

অনন্তর নবগোপাল মিত্র বলিলেন, যে সভা হইবে, সে সভাতে তাঁহার যদি কিছু মন্তব্য থাকে, তাহা গ্রাহ্য করিবেন কি না?

সভাপতির মতে এই স্থির হইল যে, সভা হইবার যে প্রস্তাব হইবে, তন্মধ্যে সাধারণ ভাবে মন্তব্য বিচার করিবার কথা উল্লিখিত থাকিবে।

অনন্তর বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব হয়ঃ—

পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সভা হয়। ইঁহারা, এ বিষয়ে কি কি করিতে হইবে, স্থির করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মত অবগত হন এবং সেই সকল বিচার করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন
„ „ গুরুপ্রসাদ সেন
„ „ দুর্গামোহন দাস
„ „ দীননাথ সেন

এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থির হইল। বাবু কালীমোহন দাস উঠিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার কথা যদি কাহার হৃদয়ে লাগিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন।

সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক হইয়া মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের নিকটে বিধিব্যবস্থাপনবিষয়ে মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ব্রাহ্মবিবাহসম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্নের উপরে মতপ্রকাশজন্য যে সভা হয়, সেই সভার সভ্যগণ তৎসম্বন্ধে যে অমূল্য মত দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১১

সিমলায় গমন

কলিকাতা হইতে মুঙ্গের হইয়া সিমলায় গমন

সভার কার্য্য (৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃঃ) সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইল দেখিয়া, তিনি মুঙ্গেরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, তথা হইতে সপরিবারে কয়েক জন বন্ধুসহ সিমলাভিমুখে গমন করিলেন। এ সময়ে সিমলা পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলে নাই। দিল্লী হইতে অম্বালা পর্য্যন্ত ডাকের গাড়ীতে এবং তথা হইতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত গোযানে যাইতে হইত। যাইবার বেলা ত্রিতল গোযানে কাল্‌কা পর্য্যন্ত গিয়া, অবশিষ্ট পথ ঝাপান ও ডুলীতে যাওয়া হয়। সিমলায় উপস্থিত হইয়া রাজ-প্রতিনিধিনির্দ্দিষ্ট বইলোয়াগঞ্জস্থ আবাসগৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে সপরিবারে তিনি তথায় স্থিতি করেন। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি পাথেয় ও তত্রত্য ব্যয়ের জন্য পাঁচশত মুদ্রা দান করেন।

মদ্যপান-নিবারণে বক্তৃতা

এখানে ২৫শে আগষ্ট (১৮৬৮ খৃঃ) "মদ্যপাননিবারণী সভা" সংস্থাপনার্থ প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রাজপ্রতিনিধি এবং শতাধিক ইউরোপীয় নরনারী উপস্থিত হন। রেবারেণ্ড বেলি সাহেব সভাপতিত্বের কার্য্য করেন এবং কেশবচন্দ্র উপযুক্ত বক্তৃতা দ্বারা, ভারতে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোভাবে মদ্যপাননিবারণ যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রতিপাদন করেন। এই সভায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তবিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, আগামীতে তদ্বিষয়ে বলিবেন, প্রতিশ্রুত হন।

ব্যবস্থাপক সভায় মান্যবর মেন সাহেবের "দেশীয়গণের বিবাহবিধির" পাণ্ডুলিপি

অনন্তর ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আবেদন কেশবচন্দ্র রাজপ্রতিনিধির সভায় উপস্থিত করেন, এবং এই আবেদন উপলক্ষ্য করিয়া, ১০ই সেপ্টেম্বর (১৮৬৮ খৃঃ) মান্যবর মেন সাহেব ব্যবস্থাপকসভায় "বিবাহবিধির পাণ্ডুলিপি" উপস্থিত করেন। "দেশীয়গণের বিবাহবিধি" বলিয়া এই পাণ্ডুলিপি আখ্যাত

হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতিরিক্ত, যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, পার্সি বা য়িহুদী ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিতে অসম্মত হইবেন, তিনি এই বিধির অনুসরণপূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারিবেন, "দেশীয়গণের বিবাহ-বিধির" এই অভিপ্রায়। মান্যবর মেন সাহেব এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার সময়ে বলেন, ব্রাহ্মগণের জন্য এই বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইল, কিন্তু ভারতে যখন সামাজিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত, তখন ভবিষ্যতে এমন অনেক লোক হইবেন, যাঁহারা ব্রাহ্মগণের ন্যায় বিবেকের অনুরোধে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাদির অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে অসমর্থ হইবেন; অতএব ব্রাহ্মগণের বিবেকানুরোধ রক্ষার জন্য, যদিও এই বিবাহবিধি ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থিত করা হইল, তথাপি ভবিষ্যতে আর আর ব্যক্তিগণেরও সঙ্কট অপনয়ন জন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপি সাধারণ নামে অভিহিত করিলেন। ধর্ম্মের সংস্রব পরিহার করিয়া বিবাহ বিবাহই নয়, সুতরাং ব্রাহ্মগণ কখন তাদৃশ বিধি অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না; তবে বিবাহানুষ্ঠানের অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুসরণপূর্ব্বক রেজিষ্ট্রারী করাতে কোন দোষসংস্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাণ্ডুলিপির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয় না। প্রথমাবস্থায় পাণ্ডুলিপির সর্ব্বথা ধর্ম্মহীনতাদোষ এই কয়েকটি কথায় অপনীত হইয়াছিল, "আমি অমুক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্নিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে, অমুক, তোমায় আমি বৈধ পত্নীত্বে (পতিত্বে) গ্রহণ করিতেছি।" এই পাণ্ডুলিপিতে কাহারা পরস্পর অবিবাহ্য, তাহা অতিসুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। উহার দ্বিতীয় ধারায় ২ ছেদে যে "অবিবাহিত" (unmarried) শব্দ আছে, উহা অতি অস্পষ্ট। ঐ শব্দ স্থলে "যদি উভয় পক্ষের স্বামী ও স্ত্রী বিদ্যমান না থাকে" এইরূপে শব্দ পরিবর্ত্তন, এবং "চতুর্দ্দশ" বর্ষ স্থলে ত্রয়োদশ বর্ষ নির্দ্ধারণ, রেজিষ্ট্রারের আফিসে গমন না করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন ইত্যাদি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব হয়। পর সময়ে মান্যবর মেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় এ সকল বিষয়ে, এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি এই বক্তৃতায় "অবিবাহিত" শব্দের অর্থ অবিশদ, ইহা অস্বীকার করেন; কেন না বিচারালয়ে ঐ শব্দ কোন্ অর্থে গৃহীত হইবে, তাহাতে তাঁহার সংশয় নাই। স্বামী বা পত্নীত্যাগের বিষয়ে

তিনি বলেন, কোন মুসলমান যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে অধিকার না দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার হয়; তবে এতদ্দ্বারা হিন্দুগণকে স্বামী বা পত্নীত্যাগে বাধ্য করা হইতেছে না। রেজিষ্ট্রারের বিবাহ-সভায় উপস্থিতিসম্বন্ধে তিনি বলেন, রেজিষ্ট্রারের বিবাহস্থলে গমনে কোন বাধা নাই, এরূপ স্থলে ফি কিছু বাড়াইয়া দিলেই হইতে পারে। মেন সাহেবের মতে লর্ড ডেলহাউসীর সময়ে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের লেক্স লোসাই নামক যে ২১ আইন * হয়, তন্মধ্যেই এই বিবাহবিধি অন্তর্ভূত ছিল; কেন না ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারিগণের বিবাহবিধি সিদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কোন অর্থ নাই। তবে সে সময়ে মন যে বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিল, তাহাতেই আবদ্ধ থাকাতে, এই স্পষ্ট ভ্রম আইনকর্ত্তৃগণ দেখিতে পান নাই।

---

* ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের লেক্স লোসাই ২১ আইন এই:—Sect. 1.- So much of any law or usage now in force within the territories subject to the Government of the East India Company, as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right inheritance, by reason of his or her renouncing, or having been excluded from the communion of any religion, or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in the Courts of the East India Company and in the Courts established by Royal Charter within the said territories.

১২

সিমলা হইতে অবতরণ

সিমলা ও লক্ষ্ণৌতে বক্তৃতা

পূর্ব্ব অনুরোধ অনুসারে কেশবচন্দ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৮৬৮ খৃঃ) সিমলায় "ব্রাহ্মসমাজের উত্থান ও উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে মেস্তর জে, ভি, গর্ডন সি, এস, আই, প্রাইভেট সেক্রেটারী, প্রধান সেনাধ্যক্ষ বাহাদুর, লেডি মান্‌সফিল্ড এবং মান্যবর মেম্বর টেলার সাহেব সহকারে মহামান্য গবর্ণর জেনারল বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা ব্যতিরিক্ত এখানে "অপরিমিতাচারী সন্তান" বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লক্ষ্ণৌতে কেশবচন্দ্র দুই বক্তৃতা দেন। প্রথমটি কর্পূরতলার রাজোদ্যানগৃহে—"শিক্ষিত ব্যক্তি—তাঁহার পদ ও দায়িত্ব" বিষয়ে, দ্বিতীয়টী—কৈশোর বাগস্থ বারোদুয়ারীতে—"পরিত্রাণের জন্য আমি কি করিব ?" বিষয়ে।

কাশীতে "হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু একেশ্বরবিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা

লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুর হইয়া কেশবচন্দ্র কাশীতে আগমন করেন। এখানে "হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু একেশ্বরবিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কাশীস্থ হিন্দুগণ অতীব উদ্বিগ্নচিত্ত হন। কেশবচন্দ্রের তীব্র বক্তৃতায় কাশীর প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপরে ভীষণ আঘাত পড়িবে, এই মনে করিয়া যাহাতে বক্তৃতা না হইতে পারে, এজন্য অনেকে উদ্যোগী হয়েন। বলিবার প্রয়োজন করে না যে, এ উদ্যোগে তাঁহারা কৃতকৃত্য হন নাই। প্রতিরোধে উদ্যোগী ব্যক্তিগণের এ কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, কেশবচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন কখন হইতে পারে না। তিনি বৃথা নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? যাহা হউক, বিনা বাধায় ১৫ই অক্টোবর (১৮৬৮ খৃঃ) বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় বক্তার জনচিত্তদর্শিতা, উদারভাব, এবং

বাগ্মিতা সকলই প্রকাশ পাইল। হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করা দূরে থাকুক উহার প্রশংসা করিয়া তিনি বক্তৃতার বিষয় আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে বৈশ্বজনীন ভাব আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবমাত্রের ভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত হয়, ইহা দেখাইয়া হিন্দুগণের চরিত্রশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহজ ভাব এবং অব্যসনিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি এরূপ প্রশংসা করিয়া, পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি ও দোষের বিষয় উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পৌত্তলিকতা যে প্রাচীন ঋষিগণের ধর্ম্ম নহে, ইহা পরবর্ত্তী সময়ের যাজকগণের স্বার্থপ্রণোদিত এবং এই স্বার্থপ্রণোদিত কুধর্ম্মে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান এ দেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এ কথা শত শত উপস্থিত হিন্দুগণসমক্ষে নির্ভীক-চিত্তে তিনি উল্লেখ করিলেন। যে জাতিভেদপ্রথায় এ দেশের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের আন্তরিক উদার ভাবের বিনাশ সাধন করিতেছে, উহাও যে পরবর্ত্তী সময়সম্ভূত, তাহা তিনি অতি সুস্পষ্ট বাক্যে বলিলেন। যদিও স্বার্থসাধনজন্য পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ সংসৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার, তাহা কখন বিনষ্ট হইবার নহে। ভারতের ভবিষ্যদ্ধর্ম্মমণ্ডলীর মূলে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের একত্ব ও পিতৃত্ব এবং মানববর্গের ভ্রাতৃত্ব ও সমত্ব এবং জীবনের শুদ্ধি থাকিবে। বলিতে হইবে, ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; কেন না ব্রাহ্মসমাজ এই দেশের আধ্যাত্মিকতার ফল এবং উহারই সমুন্নতাবস্থা। ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ভাব, ভারতের চরিত্রশুদ্ধি উহার মূল। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সময়ের নিমিত্ত যাহা উপযোগী, তাহা করিতে প্রবৃত্ত; কেন না উহা জাতি-ভেদের প্রতিবাদ করে, এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ দেয়, বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেয় এবং সর্ব্বোপরি উপাসনা সাধন ভজন অতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে করে। এই সকল কার্য্য উহা বৈদেশিক ভাবে সম্পাদন করে না। দেশীয়-গণের আন্তরিক ধর্ম্মভাব হইতে যাহা সহজে নিষ্পন্ন হয়, উহা তাহারই অনুসরণ করে। এদেশের যাহা কিছু ভাল, বিনা দণ্ডভোগে কেহ যে তাহা পরিহার করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ভারতের ভবিষ্যদ্ধর্ম্মমণ্ডলী ভাবী বংশের গ্রহণের নিমিত্ত, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক সত্য অতি পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততা সহকারে সংগ্রহ করিবে, এ দিক্ দিয়া দেখিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশানুরাগী ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণে হিন্দুধর্ম্মের অধিকার আছে। যে সকল হিন্দু

পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষায় শ্রদ্ধা, চরিত্রশুদ্ধি এবং দৃঢ়তা সহকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারা ভক্তিভাজন; কিন্তু যে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করেন না, কপটাচারী, গোপনে গোপনে উহার সমুদয় নিয়ম বিধি ভঙ্গ করেন, তাঁহারা অতীব নিন্দার পাত্র। ইংরাজী শিখিয়া এ দেশে যেমন অনেক ভাল বিষয়ের আগম হইয়াছে, তেমনি মন্দ বিষয়ও আসিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার মন্দ ফল আপনাদিগের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা যাহাতে অনিষ্টপাত হয়, তাহাও করিয়া যাইতেছেন। এই সকল ব্যক্তি দেশের আচার ব্যবহারাদিতে যাহা কিছু ভাল, তাহা বিনষ্ট করিতেছেন এবং ইংরাজী শিক্ষামধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহা পরিহার করিয়া, পাপ, কপটতা ও ভীরুতা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। ঈশ্বরের যে মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকলকে তিনি প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতা তিনি এই বলিয়া পরিসমাপ্ত করিলেন, "সময় আসিতেছে, সমুদয় বারাণসীর সকল প্রকার পাপ মলিনতা ধৌত হইয়া যাইবে, নগরমধ্যে যে সমুদয় উচ্চতম মন্দির আছে, ঐ সকলের মধ্যে এক অদ্বিতীয়, সমুদয় বিশ্বের অধিপতি সত্য ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা হইবে, নরনারী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানববর্গের ভ্রাতৃত্ববিষয়ক স্তোত্র সমস্বরে গান করিবে; সেই স্তোত্রের ধ্বনি দেশ হইতে দেশান্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

মুঙ্গেরের প্রতি হৃদয়ের একান্ত আর্দ্রভাব

কেশবচন্দ্র যতই মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তৎপ্রতি তাঁহার গতি সত্বর হইতে লাগিল। তিনি মুঙ্গেরকে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মুঙ্গেরের নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সমুদয় লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি চির দিন তৎপ্রতি হৃদয়ের একান্ত আর্দ্রভাব পোষণ করিয়াছেন। পর সময়ে ভক্তির দৃষ্টান্তসম্বন্ধে মুঙ্গেরের নাম উল্লেখ করিতে, তিনি কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি অত্যুৎসাহের সহিত মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কি ভয়ানক পরীক্ষা সেখানে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি তিনি অবগত ছিলেন? তিনি কি ইহার অণুমাত্র আভাস পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই? অবশ্য পাইয়াছিলেন,

কেন না তাঁহার বন্ধুগণ মধ্যে যাঁহাদিগের হইতে এই পরীক্ষা সমুত্থিত হইবে, তাঁহাদিগকে তিনি অগ্রেই চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে কি না ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি পরীক্ষা ভাবিয়া কখন ব্যাকুল হয়েন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "তাহারা ধন্য, যাহারা আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিদ্র্য এবং মৃত্যু ভুলিয়া যায়।" (১) তাঁহার এই হৃদ্গত প্রার্থনা ছিল, "দিবা রজনী আমি তোমার গৃহে বাস করিব, এবং পিতা হইয়া তুমি আমার সম্বন্ধে কি বিধান কর, আহ্লাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব।" (২) সে যাহা হউক, মুঙ্গেরে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, হিমালয়ে স্থিতিকালে, তৎসহ তাঁহার কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

---

(১) (২) ৪৫৮ পৃষ্ঠায় "চিন্তা ও প্রার্থনা" দ্রষ্টব্য।

১৩

সিমলায় অবস্থিতিকালে মুঙ্গেরের সহিত সম্বন্ধ

মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথ

মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্র যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া সিমলায় গমন করিলেন, সে স্রোত মন্দীভূত না হইয়া, ক্রমে আরও স্ফীত হইতে লাগিল। এখানে ভক্তি যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা চিরদিন পৃথিবীতে নিদর্শন-স্বরূপ থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভক্তি ও ভক্তির আভাস কাহাকে বলে, এ উভয়ই মুঙ্গেরের ভক্তির বিকাশ পাঠ করিলে, ভক্ত্যর্থিমাত্রে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত এখানে পূর্ব্ব হইতে ছিলেন, মুঙ্গেরের অধ্যাত্মভার তিনি সর্ব্বথা নিজ মস্তকে বহন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র সাধন ভজন সংপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তিনি সাধনে এমনই প্রমত্ত হইলেন যে, এক এক সময়ে দুই তিন দিন অনাহারে বনে পর্ব্বতে একাকী বাস করিতেন।

মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে সাধু অঘোরনাথের প্রমত্ত সম্বন্ধ ও সাধন ভজনে প্রমত্ততা

মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার সঙ্গে প্রমত্তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। ইঁহারা প্রায় অনেকেই রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করিতেন, প্রতিদিন মুঙ্গের হইতে কার্য্যার্থ জামালপুরে গমন করিতেন। তাঁহাদের যখন কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় হইত, সে সময়ে সাধু অঘোরনাথ রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। গাড়ি আসিবামাত্র সকলে যুগপৎ অবরোহণ করিতেন এবং সে সময়ে এক মহা হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইত। কে কাহার পদধূলি গ্রহণ করে, কাহার পায়ে কে পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই। এ সম্বন্ধে কোন লজ্জা সম্ভ্রম ছিল না, কেহ দেখিয়া উপহাস করিতেছে কি না, তদ্বিষয়ে দৃক্‌পাত ছিল না; যাঁহারা তাঁহাদের প্রমত্তভাব দেখিতেন, অবাক্ হইয়া যেখানকার সেখানে দাঁড়াইয়া

থাকিতেন, নড়িতে পারিতেন না। কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগমনের পরে সংপ্রসঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনা প্রভৃতিতে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত; কোন কোন সময়ে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সমুদায় রাত্রি অনিদ্রার পর নিয়মিত উপাসনান্তে সকলে কার্য্যালয়ে গমন করিতেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও অনেক সময়ে আর নিদ্রা যাইবার অবসর হইত না। ঈশ্বরভক্তিতে চিত্ত প্রমত্ত থাকিলে কত দূর শারীরিক অনিয়ম সহ্য হয়, সে সময়ে ইহার নিদর্শন অনেক দেখা গিয়াছে। এক দিন প্রমত্তসঙ্কীর্ত্তনসময়ে এক জনকে একটি বৃশ্চিক দংশন করে, তাহাতে অঙ্গুলিতে শোণিতপাত হয়, অথচ তিনি ক্ষত স্থান ভক্তগণের পদধূলিতে রঞ্জিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। এরূপ স্থলে ভাবাবেগে ক্ষুত্তৃষ্ণাদির আবেগ ইঁহারা যে সহজে অতিক্রম করিবেন, ইহা তো আর বলিবারই অপেক্ষা রাখে না।

পীরপাহাড়ে সাধন

যে দিবস কার্য্যালয় বন্ধ থাকিত, সে দিন সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সাধন ভজন কীর্ত্তনাদি ব্যাপার অতিমাত্রায় চলিত। মুঙ্গেরের পীরপাহাড় ইঁহাদিগের প্রিয় সাধনভূমি ছিল। প্রাতঃকালে এক স্থানে সকলে মিলিত হইয়া ধীর গম্ভীর মৌনভাবে নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেন। পাহাড়ে উঠিয়া উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত, নির্জ্জনধ্যানধারণা, সংপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইত। কোন কোন দিন সমুদায় রজনী সেই পীর পাহাড়েই কেহ কেহ অতিবাহিত করিতেন। ঈদৃশ প্রমত্ততা মধ্যে ইঁহাদের কার্য্য-পরায়ণতার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই। সমস্ত রজনী সাধনে অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যূষে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন, নিয়মিত সময়ে গিয়া কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, সেখানে রজনীজাগরণজন্য কার্য্যকালে তন্দ্রাসঞ্চারও হইল না, যথাবিহিত কার্য্য সমাধা করিয়া আবার সকলে আসিয়া সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত।

পরস্পরের পদধূলিগ্রহণ

প্রতি রবিবার প্রাতে ও রজনীতে উপাসনার পর যে ব্যাপার উপস্থিত হইত, তাহা আজও কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মন্দির হইতে পথে আসিয়াই ভক্তগণের পদধূলি লইবার জন্য কাড়াকাড়ি

উপস্থিত হইত, অতি এক জন সামান্য সাধকও পদধূলি না দিয়া হাত এড়াইয়া যাইতে পারিতেন না। পথে ধূলায় লুটপুটি দেখিয়া কে কি বলিবে, তৎপ্রতি কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না। এক দিন এক বিদেশী ব্রাহ্মবন্ধু মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ মুঙ্গের হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন, সেখানে প্রসঙ্গাদির পর রজনী অধিক হইয়াছে, সকলেই ক্ষুধিত; বিদেশ হইতে আগত বন্ধু দোকান হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া পড়িল। সকলে তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য ছুটিলেন, তিনিও "আমি, বাবা, মহাপাপী, আমি মারা যাব, আমার সর্ব্বনাশ করিও না," এই বলিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন। কে তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনে, পদধূলি লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। যাহা হউক, কথঞ্চিৎ প্রকারে সকলকে সে সময়ে এককালেই সাম্য মূর্ত্তিতে আনয়ন করিলেন, বিদেশী বন্ধুও সে দায় হইতে রক্ষা পাইলেন।

ভক্তির অনুরোধে লোকচরিত্র ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের সাহায্য-গ্রহণ

এই সকল এবং অন্য নানাবিধ ভক্তির বিকাশ সে সময়ে যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখন উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সে সময়ে কয়েক দল বাবাজী (ইহারা কোন অপরাধের জন্য পুলীসের দৃষ্ট্যধীনে মুঙ্গেরে থাকিতেন) আসিয়া ভক্তগণসহ মিশিলেন। "এমন মধুমাখা দয়াল নাম কেন নিলি নারে মন" "প্রকাশ যদি হৃদি-কন্দরে" ইত্যাদি সঙ্গীত তাঁহাদিগের হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বাবাজী সকলের প্রতি মুঙ্গেরের ভক্তগণের ভক্তি কেবল ভক্তির অনুরোধেই ঘটিয়াছিল। ভক্তির অনুরোধে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থা বা বর্ত্তমান চরিত্র ভুলিয়া যাওয়া বা জানিয়াও উপেক্ষা করাতে, মুঙ্গেরের ভক্তদলের কোন অনিষ্ট হয় নাই; কেন না তাঁহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, মণ্ডলীসম্বন্ধে কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কেবল ভক্তিবর্দ্ধনার্থ তাঁহারা যত টুকু সাহায্য করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের হইতে মুঙ্গেরের ভক্তগণ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তির বিকার ও স্বপ্নদর্শন

এই ভক্তির প্রমত্ততার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে অযুক্ত বিষয় আসিয়া যে উপস্থিত হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। ভক্ত্যবতার

শ্রীচৈতন্তের পার্ষদবর্গ ভক্তির বিকার কি, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রুতিস্মৃতিবিহীনানাং পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

"বৈষ্ণবগণ শ্রুত্যুক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত আচরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যদি পাঞ্চরাত্রের (বৈষ্ণব শাস্ত্রের) বিধি অনুসরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐকান্তিক হরিভক্তি উৎপাতের জন্য হয়।" মুঙ্গেরের কোন কোন ভক্তসম্বন্ধে এই দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তির প্রমত্ততার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের মনে কোন কোন অযুক্ত মত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অযুক্তমতনিবন্ধন ইঁহারা স্বপ্নদর্শীর ন্যায় ঈশা চৈতন্যকে হাত ধরাধরি করিয়া অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কপোতের অবতরণও ইঁহারা দেখিতেন। সম্মুখে কোন জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলে, 'ইনি' উনি' 'তিনি' (ঈশা, গৌর, কেশব) এই রূপ ইঙ্গিতে তাঁহাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিত। এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, এক জন এ সময়ে নিজ গৃহে রোগ উপস্থিত হইলে, চিকিৎসা না করাইয়া উপবাস ও বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করাইতেন। কোন ব্যক্তি সযৌক্তিক কোন কথা কহিলে, "ছি ছি জ্ঞানের কথা, ছি ছি জ্ঞানের কথা" বলিয়া ইনি তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিতেন। পাঠকগণের জানা উচিত যে, পর সময়ে ইনি সর্ব্বাগ্রে কেশবচন্দ্রকে আর এক জন বন্ধু সহ (এ বন্ধুর অবতরণসম্বন্ধে অযুক্ত বিশ্বাস ছিল) বঞ্চক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সিমলায় অবস্থানকালে মুঙ্গেরের বন্ধুগণকে পত্র

এখন এ সকল কথা থাকুক, সিমলায় অবস্থানকালে কেশবচন্দ্রের মুঙ্গেরের সঙ্গে কি প্রকার সম্বন্ধ চলিতেছিল, তাহা তাঁহার সে সময়ে লিখিত পত্রগুলিতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। সেই পত্রগুলির মধ্যে তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

সিমলা, হিমালয় পর্ব্বত,
৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রাণাধিক অঘোর!

তোমার পত্রপাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে

বসিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি কথা পাঠাইলে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে না; কোথায় রাখিব? অবাক্ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে, বলিতে পারি না। "ব্রহ্মনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)", ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয়, একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক; মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া, দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি, একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে। ঈশ্বরের ঘরে কেবল ভিকারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও; ভাল, দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাক, দেখিবে, নিশ্চয় বলিতেছি, দেখিবে, ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না শরীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন; দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল সুমধুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জ্বালা নিবৃত্তি হয়, সকল দুঃখ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তাঁর কটাক্ষে কি না হয়? অঘোর, আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক, সকল কামনা পূর্ণ হইবে। যিনি আবেদনপত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও, এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব। প্রিয় জগদ্বন্ধুকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন, আমি জানি; দীনবন্ধু তাঁহাকে চরণের ধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রসন্ন কেমন আছেন? মৈত্রেয় মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না, বড় দুঃখ হয়, পিতার সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সে দিন প্রাত্যহিক উপাসনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? তাঁহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে আছেন। অন্নদার পত্র পাইয়াছি। গত কল্য অক্ষয় তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখর সকল দূর হইতে

দেখিলাম ; নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্ব্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্ ভূমা, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা।

মুঙ্গের কি 'যদি' কথাটি ছাড়িয়াছেন ? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে; 'যদি'বিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের ! তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সিমলা, হিমালয়।
১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় জগদ্বন্ধু !

ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক্ হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্রগুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বা না থাকুক, যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই ; কেন না, ভক্তি মুক্তির দ্বার। এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর, যাহা চাও, সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি ; কেন ? কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অনুসারে সমুচিত ঔষধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জন্য আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে, তখন তাহা পালন করিতে হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন, বিনীতভাবে সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে, কোথায় যাব, ভক্তদিগের

এ বিষয় আলোচনা করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চ্চা, ইহা অবিশ্বাস। তাঁর চরণে মাথা রাখ, তিনি টানিয়া লইয়া যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না, প্রভু, কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর, প্রভু নিজে বলিতেছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এই সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে "দয়াময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমরাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহস্র বার বলিতে চাই, পিতার চরণে লুটাইয়া পড়; কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন, এখনকার রোগের এই ঔষধ। যদি বল, আর কোন উপায় বলিয়া দিন, এই উপায় কার্য্যকর হইতেছে না, আমি এ কথা এখন শুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব, যখন পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত হইবে, তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই। পাপের জন্য ঘৃণা, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক্ অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই, তাহা আমি জানি; কিন্তু পরিত্রাণের জন্য এ সমুদায় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না; প্রতিদিন আনন্দের সহিত ব্রহ্মপূজা করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শান্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কাঁদিতে হইবে, শস্যসংগ্রহের সময় হাসিবে; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে। তাই বলি, এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব ঘৃণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খুব কাঁদ। এখন যত কান্না, তখন তত হাসি; এখন যত ভক্তি, তখন তত মুক্তি। পরে যে লাভ হইবে, তাহার জন্য কি সন্দেহ হয়? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশ্বাস হয় না? আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম? পিতা এ সকল জানিয়া তোমাদিগকে

ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহা কি অস্বীকার করিতে পার? কি ছিল, কি হইল। আবার মনে কর, কি হইতে পারিবে। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে কোন্ পাপহ্রদে ডুবিতে, কত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে। যদি দুষ্প্রবৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে, এত দিনে কি হইত!!! দয়াময় তোমাদের ঢের করেছেন, অনেক দিয়াছেন, তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তাঁর পবিত্র সন্নিধানে এক দিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা কি পাপীদের পরম সৌভাগ্য নয়? এই সৌভাগ্য যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে, তেমনি কিছু শান্তিও হৃদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় এই মহাপাপীর জন্য এত করিলেন! যে স্বেচ্ছানুগত হইয়া গভীর পাপকূপে ডুবিয়া থাকিত, সেই জঘন্য ঘৃণিত ব্যক্তিকে তিনি পদতলে স্থান দিলেন। আমার কি সৌভাগ্য, আমার কতই না আশা হইতে পারে; হা, মনে হইলে প্রাণ শীতল হয়। জগদ্বন্ধু, বল দেখি, প্রাণ শীতল হয় কি না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। এই শান্তি সেই বিমলানন্দের প্রাতঃকাল, যাহা নবজীবনে অনুভূত হবে। এই শান্তি অমূল্য, ইহা দেখাইয়া দেয় যে, পিতা কেমন ভবিষ্যতে আনন্দ দিবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না, তাই অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এখনই কিছু কিছু নগদ দেন। পিতার তো ইচ্ছা যে, একেবারে খুব আনন্দ দেন; কিন্তু সন্তানেরা যে পাপের জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায়, এস সকলে মিলে তাই করি; পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয়, এখন ততই ভাল। সেই সংগ্রামে তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এবং তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু জগদ্বন্ধু, কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে, এ সকল যে তিনি দিতেছেন, পাপ-মোচনের জন্য। তিনিই পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মস্তকের উপর দিয়া চলিবে, তত দিন যেন মস্তক হেট করিয়া তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার। যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে, কেবলই শান্তির জ্যোৎস্না। এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া থাক, পরে

আনন্দস্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন কর, তাতে আমার তত ভয় হয় না। পাছে দীননাথের চরণ ছাড়, এই আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড় না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং তোমাদিগকেও সেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি, "দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে"। ভয় কি, দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, সুদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয়, তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়, সিমলা।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় দীন!

সেইত ধরা দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেষে পরাস্ত হতেই হইবে, তবে কেন তাঁহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। ঐ দেখ, যত বার তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন, আর কেন পালাও অবাধ্য সন্তানেরা, ধরা দেও। আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তাঁর দয়াত সামান্য নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? এস, সকলে মিলে বলি, পিতা, তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জানিতাম না, তোমার এত দয়া। পাপী জনে এত করুণা, এ মূর্খ পামরেরা জানিত না। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে মুঙ্গেরধামে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তোমরা এ সকল চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ, তাহা মনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর, প্রত্যেক ঘটনা সেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী শ্লোক, প্রত্যেক দিনের ব্যাপার এক একটী পরিচ্ছেদ, সমুদায়ের মধ্যেই নিগূঢ় যোগ আছে, সমুদায়টী অভ্রান্ত সত্য, মুক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে তবে পরিত্রাণ হইবে।

অগ্রে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বিশ্বাস, পরে মুক্তি। সমুদায় ঘটনাগুলিকে তাঁহার পবিত্র চরণের সহিত গাঁথিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার আশীর্ব্বাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয় হইতে সমগ্র মণ্ডলীকে পত্র

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সমগ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া হিমালয় হইতে যে এক খানি ইংরাজীতে পত্র লিখেন, তাহার অনুবাদ হইয়া পরসময়ে ধর্ম্মতত্ত্বে (১) প্রকাশিত হয়। আমরা সেই অনুবাদিত পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"হে ভারতের পুত্রকন্যাগণ, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃবৃন্দ, উত্থান কর, জাগ্রৎ হও, তোমাদের পরিত্রাণের শুভ উষা আগমন করিয়াছে। আমাদের করুণাময় পিতা, মহান্ পরমেশ্বর, তাঁহার মুক্তিপ্রদ কৃপারত্ন হস্তে লইয়া তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে উত্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। অতএব বিলম্ব করিও না, ত্বরায় তাঁহার পবিত্র আদেশ পালন কর। মৃতবৎ নিদ্রা হইতে উত্থান কর, তোমাদের কর্ণ পরিত্রাণের উল্লাসকর ধ্বনি শ্রবণ করুক, তোমাদের চক্ষু নব দিবসের মধুময় আলোক পান করুক, তোমাদের রসনা মুক্তিদাতার নাম কীর্ত্তন করুক, তোমাদের হস্ত তাঁহার পবিত্র চরণ সেবা করুক। বহুকাল তোমরা পৌত্তলিকতা ও পাপশয্যায় শয়ান ছিলে; বহুকাল তোমরা হস্তপদবদ্ধ হইয়া কুসংস্কারের তমসাচ্ছন্ন কারাগারমধ্যে ধর্ম্মযাজকদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারসকল বহন করিয়াছ; বহুকাল তোমরা কঠোর মানসিক ব্যাধি ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য সহ্য করিয়াছ। তোমাদের দুঃখাধার পূর্ণ হইয়াছে। তোমাদের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। উহা যখন মনুষ্যচক্ষু হইতে অশ্রুবারি আকর্ষণ করে, তখন করুণার আধার পরমেশ্বর কি উহা ঔদাস্য ও উপেক্ষার সহিত দর্শন করিবেন? না, তাহা হইতে পারে না। তোমাদের রোদন ও বিলাপধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং ঐ বিলাপকারীদিগকে আশ্রয় ও মুক্তি দান করিবার

(১) ১৭৯০ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত।

জন্য তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়াছেন। প্রিয়ভারতভূমি, তোমার অন্ধকার ও দুঃখের রজনী অবসান হইল। ঐ দেখ! পূর্ব্বদিকে সত্যরূপ স্বর্গীয়দূত পক্ষদ্বয়ে জ্যোতি ও স্বাধীনতা ধারণ করিয়া উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তোমাকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিবেন, এবং ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইবেন।

"পিতার আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া এখনি কেহ কেহ সত্যের পবিত্র পতাকার নিম্নে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। পাপভারে আক্রান্ত, দুর্ব্বল, অনাহারে জীর্ণ ও কাতর হইয়া, তাহারা পরিত্রাণ-লাভের জন্য আগ্রহ ও অধৈর্য্য সহকারে আসিয়াছে। দেখ! তাহারা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাহাদের পিতার পূজার জন্য সমবেত হইয়াছে। বিশ্বাস ও বিনয়ের সহিত তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা করিতেছে, এবং তাঁহার কৃপাবলে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঐ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ দিয়া, ঐ সত্য-মন্দিরে প্রবেশ কর; তোমরা অক্ষয়শান্তি লাভ করিবে। তোমাদের পাপ স্বীকার কর, অহঙ্কার ত্যাগ কর, নম্র বিনয়ী হও, এবং একাগ্রচিত্তে অবিশ্রান্ত তাঁহার উপাসনা কর, ব্রাহ্মের সহজধর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং তাঁহার বিনীত উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন কর। অনন্ত দয়া ও পবিত্রতার আধার সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি ও নির্ভর স্থাপন কর, এবং বিশ্বাস কর যে, তাঁহার উপাসনা ও সেবা করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালে পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করিবে। এইরূপে তাঁহাকে প্রার্থনা কর,—'প্রভো, এই দীনহীন পাপীর প্রতি কৃপা কর, আমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, এবং তোমার দয়াগুণে আমাকে পবিত্রতা ও শান্তি দান কর।' ভ্রাতৃগণ, এইরূপ ভক্তি ও প্রার্থনা তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। যদিও তোমরা অত্যন্ত পাপী ও দুরাচার হইয়া থাক, তথাপি তাঁহার উপর বিনীতভাবে নির্ভর করিলে তিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য ব্যক্তিদিগের জন্যও স্বর্গে যথেষ্ট দয়া সঞ্চিত আছে। আমাদের পিতা দয়া ও প্রেমে পূর্ণ। যদিও তোমরা বারংবার তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ এবং তাঁহার কৃপার বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছ, তথাপি তিনি এখনো তোমাদের দয়াময় পিতা। যদিও তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং তিনি তাঁহার কুপুত্রকে পুনরায় গ্রহণ

করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। দয়াল মেষপালের ন্যায় তিনি তাঁহার হৃত বিপথগামী মেষের অন্বেষণ করেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদিত হন। অতএব নিরাশ হইও না, এমন দয়াময় পিতার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হও, তিনি তোমাকে উত্তোলন করিবেন; অনুতাপ কর, তিনি তোমাকে আনন্দিত করিবেন। নিরাশ্রয় ভ্রাতৃগণ, আর সংসারের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষময় পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না; কিন্তু তোমাদের পিতার করুণার আনন্দকর সংবাদ শ্রবণ করত, তিনি তোমাদের জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, তথায় শীঘ্র গমন কর। তথায় তিনি তোমাদের জন্য অমূল্য ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় তোমরা তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিবে, এবং তিনি স্বহস্তে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে মুক্তি বিতরণ করিবেন। তথায় তিনি তোমাদিগকে ধর্ম্মান্ন দিয়া পোষণ করিবেন, পবিত্রতাবসনে আচ্ছাদিত করিবেন, এবং তোমাদিগকে প্রচুর ধন ও আনন্দ বিধান করিবেন।

"অতএব, হে পাপগ্রস্ত সন্তপ্ত দেশীয় নরনারীগণ, আমার পিতার নিকট আগমন কর। তোমাদের পাপী বিনীত ভ্রাতা ও ভৃত্য তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছে—আমার দয়াল পিতার গৃহে তোমরা এস। হে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, কৃতাঞ্জলিপুটে আমি তোমাদিগকে আসিবার জন্য মিনতি করিতেছি; ভারতভূমির সকল স্থান হইতে আইস; পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ হইতে আইস; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী সকলে আইস; যে কেহ পাপ ও দুঃখভারাক্রান্ত, সকলে বিনীত ও প্রার্থী ভাবে পিতার শান্তিনিকেতনে আইস। তাঁহার মুক্তিপ্রদ কৃপাগুণে দরিদ্র ধনী হইবে, দুর্ব্বল সবল হইবে, অন্ধ চক্ষু পাইবে, বোবা কথা কহিবে, মৃত পুনর্জ্জীবিত হইবে।

"ভারতবর্ষীয় সমুদায় নরনারী, পিতার দয়া গান কর। গিরিপর্ব্বত, নদনদী, কানন নিম্নভূমি, নগর গ্রাম, তোমরা সকলে গান কর। আকাশের বায়ু সকল, তোমরা তাঁহার করুণার সমাচার সকল দিকে বহন কর। তিনি আমার বিনীত আহ্বানের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়কে অনুকূল করুন। ধন্য পবিত্র দয়াময় ঈশ্বর!"

"যদি" কথা ত্যাগ

মুঙ্গেরের বন্ধুগণের নিকটে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের চিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তির কত দূর উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি 'যদি' কথা পরিত্যাগের চিরদিনই পক্ষপাতী ছিলেন, এ সময়ে বন্ধুগণের মধ্যে ঐ কথা পরিহার করিতে অনুরোধ করিবার বিশেষ অবসর পাইলেন। মুঙ্গের এই 'যদি' কথা নিজ জীবনের অভিধান হইতে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিলেন। যদি মত ও বিশ্বাসের গোল থাকিয়া 'যদি' কথা উড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যেখানে মত ও বিশ্বাসে গোল নাই, সেখানে এই 'যদি' কথা উড়াইলে, অতীব মঙ্গলফল উৎপন্ন হইবেই হইবে। "মুঙ্গের কি 'যদি' কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, 'যদি'বিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে।"(১) এই কথাগুলি তীব্রবাণের মত মুঙ্গেরের ভক্তগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, পাত্রভেদে এই সকল কথা নানা আকার ধারণ করিল। ইহার সঙ্গে এই কয়েকটী কথা সংযুক্ত হইয়া, আরও তাঁহাদিগের এক এক জনের মনে রুচি, সংস্কার ও শিক্ষানুসারে এক একটি আবেদ্য বিষয় দৃঢ়মূল হইল:—"যিনি আবেদনপত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও, এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে।"(২) কেশবচন্দ্রের হিমালয় হইতে অবতরণ করিবার সময় সমুপস্থিত হইল। যতই তিনি মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই মুঙ্গেরের ভাবোচ্ছ্বাস বাড়িয়া চলিল। আমরা বলিয়াছি, পাত্রভেদে তাঁহার কথাগুলি অর্থান্তরে পরিণত হইল; এই অর্থান্তর কি, পরবর্ত্তী অধ্যায়পাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

---

(১) ৪৭৯ পৃঃ ও (২) ৪৭৮ পৃঃ সাধু অঘোরনাথকে লিখিত পত্রে দ্রষ্টব্য।

১৪

মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা

সিমলা হইতে কেশবচন্দ্রের মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন

যে দিন সংবাদ আসিল, আগামী কল্য (২৫শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খৃঃ) তারিখে প্রাতে কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে আসিয়া ভক্তদলের সহিত মিলিত হইবেন, সে দিন এই সংবাদ ভক্তগণমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইল। কথা উঠিল, অদ্য প্রভাত হইবামাত্র স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিবে, যিনি যাহা চাহিবেন, তাহা পাইবেন, পরিত্রাণলাভ নিশ্চয়। এ কথার উপরে "যদি" শব্দ উচ্চারণ করে, কাহার সামর্থ্য? ভক্তগণ প্রমত্ততার চরমসীমায় আরোহণ করিলেন। আজ সমগ্র নিশা জাগরণ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনার মহাধূম। প্রভাত হইতে না হইতে শঙ্খ, কাঁশর, ঘণ্টার ধ্বনিতে দশ দিক্ পূর্ণ। সমুদায় মুঙ্গেরকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সকলে মহাব্যস্ত। সকলেরই মন আশায় উৎফুল্ল। প্রাভাতিক বায়ু বহিল, আঁধারে আলোকের রেখা প্রবেশ করিয়া উহাকে বিরল করিল, ক্রমে পূর্ব্ব দিক্ প্রকাশ হইয়া উঠিল। প্রমত্ত ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন। বাজার হইতে ষ্টেশনে যাইবার পথ অর্দ্ধহস্তপরিমিত ধূলিতে পূর্ণ। এই পথে প্রেমভরে ভক্তগণ গাইতে গাইতে চলিলেন, ধূলিতে চারি দিক্ আচ্ছন্ন হইল। এ দিকে কেশবচন্দ্র সপরিবারে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের (সে সময়ে ইনি রেলওয়ে কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেন) গৃহে অবতরণ করিয়াছেন, দূর হইতে তাঁহার কর্ণে সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ যতই প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নানের উদ্যোগ হইয়াছিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে, প্রসন্ন, ইহারা আসিলেন।" কোন প্রকারে স্নান করিয়া লইলেন। দৌড়াদৌড়ী পথে আসিয়া বাহির হইলেন।

মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রের প্রতি ভক্তগণের ভাবোচ্ছ্বাস

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাঁহাকে আবেষ্টন করিলেন, প্রকাণ্ড হুড়াহুড়ি উপস্থিত; কে আগে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারেন, এই

জন্য ইঁহারা ব্যস্ত। কেশবচন্দ্র ঊর্দ্ধমুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, দুই হাত বক্ষে রাখিয়া, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান ; কে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতেছে, পদধুলি গ্রহণ করিতেছে, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেছেন না। এ ব্যাপার বাহিরের অনেক লোকে দেখিল, দেখিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিতে লাগিল। এক জন রোমাণ কাথলিক্ সাহেব ইহা দেখিলেন, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন; কেন না, ধর্ম্মযাজকের পদধারণ তাঁহাদিগের মধ্যে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার নয়। কেশবচন্দ্রকে বেড়িয়া কীর্ত্তনের রোল উঠিল। মৃদুমন্দপদে ভক্তগণ বাজারস্থ উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। যেখানে যেখানে দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, সেখানে কেশবচন্দ্রের পায়ে পড়িবার জন্য হুড়াহুড়ি। নব সূর্য্য উদিত হইয়াছে, কেশবের গৌর মুখে আলোকচ্ছটা নিপতিত, উহা অতীব আরক্তিম বেশ ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত, কাতরোচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ গলদেশ স্ফীত, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, হস্তদ্বয় কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ উপরি স্থাপিত, প্রস্তরবৎ অচল অটল হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। এইরূপে আস্তে আস্তে কীর্ত্তনীয়া দল উপাসনাগৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কীর্ত্তন থামিল, উপাসনা আরম্ভ হইল। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল।

কেশবচন্দ্রের সে দিনের উপদেশ ও তাহার ফল

উপাসনার প্রথমাংশ শেষ করিয়া যখন কেশবচন্দ্র উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সমুদয় পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যখন তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ তোমরা এ কি করিলে, পিতার প্রাপ্য সামগ্রী কেন আমায় দিয়া অপরাধী করিলে। আমি তোমাদের সেবক হইয়া সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে সেবক বিনা অন্য কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিও না।" আর যখন তিনি উপাসনান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন, তখন যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ইনি আজ আমাদিগকে পরিত্রাণ দিয়া কৃতার্থ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে গূঢ় ভাবে সংশয় প্রবেশ করিল। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি আত্মগোপন? না, আপনাকে

অস্বীকার? যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় অদ্যকার সমুদায় আচরণের প্রতিবাদ হইল, তাহাতে আর আত্মগোপনাদির কথা উঠিতে পারে না; তবে কি না পূর্ব্বাপর এইরূপই হইয়া আসিতেছে। তাই চৈতন্য যখন আপনার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিলেন, ভক্তগণ তাহা মানিলেন না, আরো দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিলেন।

মিশনারিস্কুলে শিক্ষিত দুই এক জনের প্রচারিত মত

এখানে একথা স্পষ্ট করিয়া বলা সমুচিত যে, মুঙ্গেরের ভক্তগণ মধ্যে কেহই কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। যাঁহারা মিশনারিস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না করিয়াও, তাঁহার পরিত্রাতৃত্বে এ সময়ে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই এই প্রকার বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রে চৈতন্য ও ঈশা যুগপৎ অবতরণ করিয়াছেন। ইঁহাদেরই এক জন পূর্ব্ব রজনীতে বাইবেল উদ্ঘাটন করিয়া প্রথমতঃ যে অংশ পাইলেন, তাহাতে এই লেখা দেখিলেন, "Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek"*। এই প্রবচনটি দেখিয়া তিনি নিকটস্থ বন্ধুকে বলিলেন, দেখ, বাইবেল কেমন স্পষ্ট কথায়, কেশবচন্দ্র যে যিশুর অবতার, তাহা প্রতিপন্ন করিল। যাহা হউক, ইঁহার এবং ইঁহার সঙ্গীর মনে সংশয় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তখনও উহা পূর্ণাকার ধারণ করিল না, চিত্তাকাশে একটী কালিমার রেখাপাত করিয়া চলিয়া গেল। উপাসনা শেষ হইল, সকলেই গৃহে গিয়া কিঞ্চিৎ ভোজনান্তে আস্তে ব্যস্তে আসিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতিবাদ

দিবাকর অস্তগমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ষ্টেশনের প্লাটফরমে এক খানি চৌকিতে উপবিষ্ট। কতিপয় বন্ধুগণ তাঁহার এ

* ইটি ডাবিডের ১১০ সামের চতুর্থ শ্লোক। হিব্রুগণের নিকটে সেন্টপললিখিত পত্রের প্রথম অধ্যায়ে খ্রীষ্টের প্রধান যাজকত্বের প্রমাণস্বরূপ এই প্রবচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং উপরিউক্ত বন্ধু বাইবেল খুলিবামাত্র তাঁহার মনের মতন এই প্রবচনটি পাইয়া যে, ইঁহার সম্বন্ধেও তাদৃশ বিশ্বাস প্রকাশ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

পার্শ্বে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন; এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কেশবচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছেন, লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার এই দুশ্চেষ্টা শীঘ্র তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন, ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিলেন।

কেশবচন্দ্রের শান্তভাব

কেশবচন্দ্র স্থিরভাবে কথাগুলি শুনিলেন এবং মৃদুভাষায় বলিলেন, "বিজয়, অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?" তাঁহার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, তিনি ক্রোধভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সায়ংকালীন উপাসনার জন্য গড়ের মধ্য দিয়া উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জন পথে সেই সকল দুর্ব্বাক্য স্মরণ করিয়া কেহ চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কেহ পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এই করুণভাব বিদ্যুৎসঞ্চারের ন্যায় সকলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কেহ কেহ লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, ভক্তের অপমান! এই দক্ষিণ হস্ত পাষণ্ডগণের সকল দুশ্চেষ্টা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে! সে দিনের মত তাড়িত বেগ আর আমাদের জীবনে কখন অনুভূত হয় নাই। এরূপ দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াও কেশবচন্দ্রের হৃদয় ধীর প্রশান্ত। আকাশে বাণ বিদ্ধ করিলে উহা যেমন কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ সে সকল কঠোর ভর্ৎসনা যেন কেশবের হৃদয়ে অণুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই।

সে দিনের সায়ংকালীন উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন

সায়ংকালের উপাসনা উপদেশে সকলের তাপিত হৃদয় সুশীতল হইল। উপাসনান্তে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত। নৃত্যের দাপটে গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল। সে দিন ভক্তগণের হৃদয়ে অবিশ্বাসের যে তীব্রাঘাত নিপতিত হইয়াছিল, তাহাতেই অন্তরের প্রদীপ্তহুতাশনসদৃশ ব্রহ্মতেজ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কর্ত্তালে মৃদঙ্গে বাস্তবিকই অগ্নিকণা বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

ভাই অমৃতলাল বসুর ভাবোচ্ছ্বাস

এ দিনের ব্যাপার দর্শনে ভাই অমৃতলাল বসু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তগণের পদে লুটাইবার তাঁহার বড় সাধ হইল, কিন্তু কেহ তাঁহাকে সহজে পদস্পর্শ করিতে দিবেন না জানিয়া, তিনি সত্বর সর্ব্বাগ্রে সিঁড়ির নীচে গিয়া বসিলেন। যিনিই অবতরণ করিতেছিলেন, তাঁহারই পদ ধারণ করিয়া তিনি লুটাইতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা এমনই জ্বলন্ত যে, আজও তাহার ছবি, যাঁহারা উহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

কেশবের ভাবাবেশ-সংবরণ

নরপূজাপবাদরটনার কথা লিখিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা এখানে একান্ত প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র চিরকাল ভাবাবেশ সংবরণ করিয়া শান্ত এবং স্থির থাকিতেন। তাঁহার অন্তরে যে পরিমাণ ভাবাবেশ হইত, তাহার দশাংশের একাংশও বাহিরে প্রকাশ পাইত না। মুঙ্গেরে কতই ভক্তির বাহ্য বিকাশ! কত লোক হাসিতেছেন, কান্দিতেছেন, নাচিতেছেন, গাহিতেছেন; কিন্তু তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র অটল অচল স্থির ধীর। ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ইচ্ছা, তাঁহারা যেমন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচেন, তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেন; কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবে কি প্রকারে? এক দিন কেশবচন্দ্রের বাসার সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন হইতেছে, সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন এবং গাহিতেছেন, তিনি স্থিরভাবে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; এই সময়ে একবার তাঁহার পদের অঙ্গুলি কয়েকটী নড়িয়া উঠিল। এক ব্যক্তি তাঁহার পায়ের দিকে, পা নড়ে কি না দেখিবার জন্য, তাকাইয়া ছিলেন এবং কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছিলেন; তিনি পার্শ্বস্থ বন্ধুর কাণে কাণে আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "আজ কর্ত্তার পা নাচিয়াছে।" এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইনি পর সময়ে বিশ্বস্ত ছিলেন না, কীর্ত্তন দ্বারা ভাবোচ্ছ্বাস অপরের চিত্তে উত্থাপন করা অনেকটা ইঁহার লক্ষ্য ছিল

ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরুদ্ধ আন্দোলনের আরম্ভ

ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ক্রোধভরে কলিকাতায়

চলিয়া আসিলেন। ইঁহারা দুইজনে মিলিত হইয়া প্রথমে (২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খৃঃ) "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে", তৎপর "সোমপ্রকাশে" নরপূজাশীর্ষক পত্র বাহির করিলেন। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকের ঝড়ের ন্যায় অতি শীঘ্র ঐ পত্র চারিদিকে তুমুল তুফান তুলিল। কেশবচন্দ্রের বিপক্ষগণ মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহার গ্লানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এত দিনে ভিতরকার উচ্চাভিলাষ জনসমাজের নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাঁহারা পূর্ব্বে যে ভবিষ্যৎ কাহিনী কহিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল, ইহা মনে করিয়া আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। এই গ্লানির সংবাদ সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ছড়িয়া পড়িল। মহা-হুলস্থুলব্যাপার সমুপস্থিত। এক ব্যক্তির কথা লইয়া সমুদায় পৃথিবীতে একটা গণ্ডগোল পড়িয়া যায়, ইহা দেখিয়া 'সে লোক কি', এ সম্বন্ধে সকলের চৈতন্যোদয় হওয়া সমুচিত ছিল; কিন্তু সে প্রকার পরিষ্কৃত দৃষ্টি কোথায়? সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে করিলেন, এইবার কেশবকে পৃথিবী বিদায় করিয়া দিল, আর তাঁহাকে কখন কেহ পুতুলের মত যত্ন করিবে না। ঈশ্বরের দাসের বিপৎ সম্পদ্বৃদ্ধির জন্য, ইহা প্রমাণিত হইবার জন্যই এই সকল আন্দোলন; সুতরাং উহাতে কেশবের ভয় কি, ভাবনা কি? এ সময়ে কেশবচন্দ্র আন্দোলনকারী প্রচারকদ্বয়কে যে পত্র লিখেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহাতেই সকলে তৎকালীনকার তাঁহার মনের ভাব বুঝিবেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথের নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র

"মুঙ্গের,
১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯০ শক।
(২৯শে অক্টোবর, ১৮৬৮খৃঃ)

"প্রিয় বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ,

"সত্যের জয় হইবেই হইবে, সে জন্য ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে, এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে

তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতেই অমঙ্গল না হয়, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর, কিন্তু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন-সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করুক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

তাঁহাদের মনে নরপূজান্দোলনে উত্তেজনার কারণ

প্রচারকদ্বয় অসরলহৃদয়ে এই আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, এ কথা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মুঙ্গের হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। এক জন সিমলা পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। এ সময়ে ভক্তিসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের চিত্তে পাপের জন্য অনুতাপানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনুতাপবিশোধিত হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র ভক্তির উদ্গম হয় না, এজন্য ভক্তিসমাগমের সহবর্ত্তিরূপে অনুতাপের উদয়, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। পাপভারনিপীড়িতচিত্ত ব্যাকুলভাবে জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় তৃণগাছটা ধরিয়াও প্রাণ বাঁচাইতে যত্ন করে। ঈদৃশ যত্ন যাঁহারা স্বভাবের প্রেরণাসম্ভূত জানেন, তাঁহারা তজ্জন্য, সময়ে সময়ে যে আতিশয্য প্রকাশ পায়, তৎপ্রতি তীব্র আক্রমণ করেন না; কেন না তাঁহারা জানেন, সময়ে সে আবেগ যখন মন্দীভূত হইবে, তখন অযুক্ত বাহ্য বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেশবচন্দ্র যেখানেই যাইতে আরম্ভ করিলেন, সেখানেই ভক্তগণ তাঁহার চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন; পায়ে ধরিয়া ব্যাকুলবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সিমলা পর্য্যন্ত গিয়া, কে কি বলিতেছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনের বড়ই ম্লানাবস্থা। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও আর এক জন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে "দয়াল প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন; এবং এক দিন কেশবচন্দ্র বারাণ্ডায় পদচালনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাই প্রতাপচন্দ্র আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হন। এই সকল

ঘটনায় ভ্রাতার চিত্ত বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র এ সকল বলপূর্ব্বক কেন নিবারণ করিতেছেন না, ইহা চিত্তমধ্যে আন্দোলন করিয়া প্রচারকদ্বয় সন্দিগ্ধমনা হইলেন। মুঙ্গেরে শেষ সময়ে তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বসংশয় আরও দৃঢ়মূল হইল এবং ভাবিলেন, অতি সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন। ইঁহারা উত্তেজিতাবস্থায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, উভয়ে মিলিত হইয়া, নরপূজার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতায় আন্দোলন, মুঙ্গেরে কিন্তু আহত ভক্তদলে ভাবাবেশবৃদ্ধি ও অখণ্ড দলভাব

কলিকাতায় আন্দোলন চলিতে লাগিল, উহার ঢেউ মুঙ্গেরে পঁহুছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না; বরং দিন দিন ধর্ম্মের প্রমত্ততা বাড়িতে লাগিল। তবে দু একটি হৃদয়ে যে সংশয়ের বীজ প্রবিষ্ট হইবার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, উহা এ সময়ে বাহিরে প্রকাশ পাইল না, হৃদয়ের গভীর নিভৃত অন্ধকারপ্রদেশে অনাতপপ্রদেশজাত গুল্মবিশেষের ন্যায় চক্ষুর অগোচরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সময়ে ভক্তির স্রোতে কেবল পুরুষগণ ভাসিতে লাগিলেন তাহা নহে, নারীগণের অন্তরেও ঐ স্রোত অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইল। এক জন নারী এই সময়ে ভাবোচ্ছ্বাসে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলি এখন ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে চিরদিনের জন্য অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেশবচন্দ্র ঘোরতর পরীক্ষায় পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ হইল, অথচ তিনি অবসন্ন হইলেন না। মধুচক্রে আঘাত করিলে যেমন তাহা হইতে মধুবিন্দু ক্ষরিতে থাকে, তেমনি তাঁহার আহত হৃদয় হইতে অমৃতময় সুমিষ্ট উপাসনা প্রার্থনা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ও আহত হইয়া নবভাব ধারণ করিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, চারি দিকে ঘোর অবিশ্বাসের অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই অনল মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কি জানি বা এই অনলে কাহারও জীবন বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে সকলে আপনাদিগকে হৃদয়ে হৃদয়ে আরও বান্ধিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা ভক্তগণের ভাবাবেশ আরও বাড়িল। যাঁহারা পূর্ব্বে একটু একটু আপনাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিতেন, তাঁহারা আর এই বিপদের সময়ে আপনাদিগকে

স্বতন্ত্র রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। সুতরাং মুঙ্গেরের দলটি এ সময়ে একটি অখণ্ড দল হইল।

কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও তাঁহার মনের ভাব

কয়েক দিন ভক্তগণ সঙ্গে মুঙ্গেরে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনরসে মগ্ন থাকিয়া, কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সপরিবারে (নবেম্বরের প্রথমভাগে) কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তিনি কলিকাতায় ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে গিয়া পড়িবেন, ইহা বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার মুখ ক্ষীণ ম্লান বা বিষাদচিহ্নে আবৃত, কেহ কখন দেখিতে পান নাই। ব্যাকুলপ্রার্থনা-কালে তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিত, এবং সে মুখ দেখিয়া কেহ যে বিষণ্ণমনা থাকিবেন, তাহার আর সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "আমি অল্প পাগল হইয়াছি, আরও পাগল হই। এমন পাগলের ভাব, ভক্তির ভাব আমার হউক, যাহাতে পৃথিবীর অত্যন্ত অপছন্দ হয়। যাতে পৃথিবী আরও গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চর্য্য ভাব শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হউক।" (১) ভক্তিতে প্রমত্ততাবশতঃ যাঁহার মন এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে পরীক্ষা বিপদ্ কি করিবে? তিনি সংসারে একজন পদস্থ ব্যক্তি। রাজপ্রতিনিধি হইতে যত যত উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা সম্মানিত। যে অপবাদ তাঁহার নামে রটিত হইল, তাহাতে লজ্জা গ্লানিতে তাঁহার অবসন্ন হইবার কথা; কিন্তু কেশবচন্দ্র অতি স্বাধীনচেতা, তিনি অন্তরের দিকে তাকাইতেন, আর যদি সেখানে আপনাকে নির্দ্দোষ দেখিতেন, ভিতরে প্রসন্ন বাণী শ্রবণ করিতেন, বাহিরের শত প্রতিকূল ব্যাপারের দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কেশবচন্দ্র কখন ভাবনা চিন্তা বা বুদ্ধির পথে চলেন নাই, কেবল হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে উত্থিত বাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যেখানে আপনার বুদ্ধি দেখাইতেছে, দৈন্য, অসুস্থতা, গঞ্জনা ও অপমান, সেইখানে অপর দিকে কেবল একটি লোক বলিতেছে, 'কুছ পরওয়া নেহি'।" (২)

(১) জীবনবেদের "ভক্তিসঞ্চার" অধ্যায়ের ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) জীবনবেদের "বিবেক" অধ্যায়ের ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুঙ্গের হইতে প্রচারকগণের বিদায় দিনের মহাপ্লাব

কেশবচন্দ্র (নবেম্বরের প্রথমভাগে) কলিকাতায় প্রস্থান করিলে, তাঁহার দু এক জন প্রচারক বন্ধু, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গমন করেন নাই, যাইতে উদ্যোগী হইলেন। কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় গমনেও মুঙ্গেরের ভক্তির হাট ভাঙ্গা হাট হয় নাই। বিদায়দিনের উপাসনার মহাব্যাপার আজও আমাদের মনে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত আছে। প্রকাশ্য উপাসনার জন্য যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, উহা দ্বিতল। ঐ দ্বিতলে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন প্রবৃত্ত হইল, ভক্তগণের পদভরে গৃহের ছাদ কাঁপিতে লাগিল। সে দিনের আর্ত্তি দেখে কে? মুঙ্গের ছাড়িয়া কলিকাতায় অবিশ্বাসঝঞ্ঝাবিতাড়িত প্রজ্বলিত পরীক্ষানলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে, সে অগ্নিতে বা হৃদয় দগ্ধমরুভূমিসদৃশ হয়, এই ভয়ে আতঙ্কে বিদায়গ্রহণকারিগণ আকুল। তাঁহারা সকলের পায় ধরিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু কেহ কি আর তাঁহাদিগকে পদস্পর্শ করিতে দিতে প্রস্তুত? প্রকাশ্যে পদধারণে ইঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন না, হঠকারিতাতেও কিছু করিয়া উঠিবার উপায় নাই; যাই যিনি নীচে আসিবেন, অমনি তাঁহার পদ ধারণ করিবেন মনে ভাবিয়া, সোপানের নিম্নে গিয়া ইঁহারা বসিয়া রহিলেন। এক বার ভাই অমৃতলাল ঐরূপ করাতে এ দিকে সকলে সাবধান হইয়াছেন, তাই নিঃশব্দে চোরের মতন এক এক জন নামিতেছেন, আস্তে আস্তে পাদুকা গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু এত সাবধান হইয়াও এড়াইবার উপায় নাই, পা ধরাধরির একটা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। পা লইয়া কাড়াকাড়ীর খেলা যেন মুঙ্গেরের একটা নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অবাক্ হইয়াছেন। এই সকল ধারাবাহিক ব্যাপার দেখিয়া কাহারও মনে যদি চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতরণ মনে হইয়া থাকে, সে আর একটা আশ্চর্য্য কথা কি? মুঙ্গেরের সে ভাব মনে করিয়া, আজও হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে ভাবোচ্ছ্বাসের উদয় হয়।

১৫

ভক্তিবিরোধী আন্দোলন

আন্দোলনকারীদের দীনতার ও অকিঞ্চনতার প্রতি আক্রমণ এবং বিশ্বাসের নিদর্শনকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রতিপাদন

শুষ্কমরুভূমিসদৃশ ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা কেন আসিল, যাঁহারা তাহার কারণানুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা সে সময়ের লেখা সমুদায় পাঠ করিয়া দেখুন; দেখিতে পাইবেন, পাপের তীব্র যাতনায় যে অবিরল অশ্রুপাত হইয়াছিল, সেই অশ্রুই ভক্তির বন্যারূপে পরিণত হইয়াছিল। এ সময়ে পরিত্রাণার্থীর সংখ্যা স্ফীত হইয়া উঠিল, এবং দীনতা ও অকিঞ্চনতার ভাব তাঁহাদিগের জীবনে অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। 'দয়াময়' নাম ভক্তগণের মহাসম্বল হইল। এ সময়ে এ নাম ভিন্ন অন্য নাম অতি অল্পই উচ্চারিত হইত। বন্যা আসিয়া 'ড্যাঙ্গা ডহর' এক করিলেও, দু একটি অস্থিকঙ্কালাবৃত শিলোচ্চয় যেমন শির উন্নত করিয়া থাকে, আশে পাশে সকল স্থান সরস হইলেও উহার নীরসত্ব কিছুতেই যেমন ঘোচে না, এ সময়ে আন্দোলনকারী দুজন বন্ধুর সেই দশা উপস্থিত। তাঁহারা এ ভাবের সহিত অণুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া, আপনারা উহার বিরোধী হইলেন, অপরেরও অন্তশ্চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিরোধী করিয়া তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দীনতা এবং অকিঞ্চনতা বিদ্বিষ্ট বৈরাগিগণের নিকৃষ্ট ভাব, উহা ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ ধর্মের কখন উপযোগী নহে, এই বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহারা আক্রমণ করিলেন; এবং যে সমুদায় বিশ্বাসের নিদর্শন ভক্তগণেতে প্রকাশ পাইয়াছিল, ঐ সকলকে কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন পাইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথের মতে নরপূজাপ্রতিপাদক পাঁচটী ব্যবহার

প্রচারকদ্বয়ের নরপূজার আন্দোলনবিষয়ক পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হয়, এবং ঐ পত্র ২৮শে অক্টোবর (১৮৬৮ খৃঃ)

বাহির হইবার পর, এই প্রবন্ধটি ১লা নবেম্বরের (১৮৬৮ খৃঃ) মিরারে প্রকাশ পায়। এতদ্দর্শনে ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী শান্তিপুর হইতে ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। এই পত্রে নরপূজা-প্রতিপাদক নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় তাঁহারা বিন্যস্ত করেনঃ—

১। কোন কোন ব্রাহ্ম কেশব বাবুর নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হইলে তাঁহার মধ্য দিয়া উহা করেন।

২। সেই সকল ব্রাহ্ম বলিয়াছেন, তাঁহার চরণাশ্রয় বিনা গতি নাই।

৩। তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্রাণকর্ত্তা ও দয়াল প্রভু বলিয়া থাকেন।

৪। তাঁহারা তাঁহার পদতলে অবলুণ্ঠিত হন এবং তাঁহার পদধূলি অবলেহন করেন।

৫। যাঁহারা এই সকল করিতে অস্বীকার করেন, ঐ সকল ব্রাহ্ম তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী এবং অহঙ্কারী মনে করেন।

তাঁহাদের দ্বারা ঘরে ঘরে আন্দোলন, এদিকে কলুটোলায় শান্ত ও স্থিরভাবে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন

প্রচারকদ্বয় এই সকল বিষয় লইয়া ঘরে ঘরে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ দিকে কেশবচন্দ্র শান্ত ও স্থির, লেখনী ও রসনা উভয়কে তিনি বিরুদ্ধভাষণে সংযত করিলেন, এবং বন্ধুগণকেও সংযতভাবে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি মুঙ্গের হইতে আসিয়া এখানে যাহাতে ভক্তিস্রোত অবরুদ্ধ না হইয়া যায়, তাহারই জন্য যত্নশীল হইলেন। প্রথম দিনে কলুটোলাস্থ ত্রিতলগৃহের বারাণ্ডায় যে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহাতেই কলিকাতার নির্জ্জীবভাব অপনীত হইল। এই উপাসনাকালে তিনি ঈশ্বরের গৌরবাপহারী বলিয়া জনসমাজে মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইলেন, এজন্য সমূহ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এ অপেক্ষা আমার গলায় সকলে জুতার মালা পরাইয়া দিন, তাহাই আমার পক্ষে ভাল। উপাসনা কীর্ত্তন ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল; বন্ধুগণ দল বান্ধিয়া আসিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহাদের মনেও বা কিঞ্চিৎ সংশয় উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এই উপায়ে তাঁহাদের মন হইতে উহা অপনীত হইল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দুঃখপ্রকাশ

[কেশবচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মুঙ্গেরে ভাই দীননাথকে একখানি পত্র (১) লেখেন। সেই পত্রে আন্দোলন সম্পর্কে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দুঃখপ্রকাশ ও মনোভাবপরিবর্ত্তনের নিদর্শন পাওয়া যায়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

কলিকাতা, কলুটোলা।
১৩ই নবেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় দীননাথ,

তোমার শরীর মন পবিত্র হউক, ঈশ্বরপ্রেমে সদা শান্তিলাভ করুক। আসিবার সময় তোমাকে দেখিতে পাই নাই, এজন্য দুঃখিত হইয়াছিলাম, প্রসন্ন ঘোষের জন্যও ব্যাকুল হইয়াছিলাম। অবরুদ্ধ ভক্তিস্রোত আবার প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে শুনিয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এবার সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে; পরীক্ষার সময় ব্যাকুলতা ও ভয় বাড়ে কেবল ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য, পরীক্ষার আর অন্য অর্থ নাই। পিতার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে। যদি তিনি তোমাদিগকে অপরাধী জানিয়াও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তবে তোমরা কি বলিয়া অপরকে পরিত্যাগ করিবে। তাঁর ক্ষমায় বাঁচিয়া আছি, তাঁর দয়া আমাদের প্রাণ; তাঁর চরণ মস্তকে রাখিলে অবশ্যই তাঁর মঙ্গল ভাব কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। বিজয়কৃষ্ণ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন, আমার প্রতি কোন দোষারোপ করেন নাই, আমার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা আছে। তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন, প্রকাশ পাইতেছে। "নরাধম জুডাস্ ইস্কেরিয়ট্ তুল্য" এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে আসিলেই আমি কৃতার্থ হই।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। প্রিয় অঘোরনাথের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(১) এই পত্রখানি পূর্ব্বসংস্করণে যথাস্থানে অর্থাৎ "ভক্তিবিরোধী আন্দোলন" অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। "ইংলণ্ডে কেশবের কার্য্য" অধ্যায়ে ৩৯৯ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে প্রদত্ত হইয়াছিল। তারিখ অনুযায়ী এবার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

মিথ্যাপবাদ অপনয়নের চেষ্টামূলক উমেশচন্দ্রপ্রমুখ কয়েকজনের পত্র

অবশেষে এই মিথ্যাপবাদ যাহাতে সাধারণের মন হইতে অপনীত হয়, তজ্জন্য কয়েক জন বন্ধু কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি (১) প্রচারকত্রয়কে লিখেন।

"শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

" উমানাথ গুপ্ত

" মহেন্দ্রনাথ বসু

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়গণসমীপেষু।

"ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কয়েকজন ব্রাহ্মের অযথা ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া, সংবাদপত্র সকলে যে ঘোর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণের মনে নানাবিধ কুসংস্কারের সঞ্চার দেখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছে। মহাশয়েরা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইবেন; অতএব নিবেদন, এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
শ্রীকালীনাথ দত্ত।
শ্রীহরনাথ বসু।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীবসন্তকুমার দত্ত।"

প্রতাপচন্দ্র, উমানাথ ও মহেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর

ইহার প্রত্যুত্তর (২) নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপুরঃসর নিবেদন।

"আমাদিগের ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সংবাদপত্রে কতকগুলি ব্রাহ্মের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা যাহা জানি, তাহা আপনাদিগের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিতেছি;

(১) (২) ১৭৯০ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ৩১ সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

এতৎপ্রচারে যদি সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর মঙ্গলসম্ভাবনা থাকে, আপনারা ইহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবেন।

"যে সকল ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে লইয়া গোলযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেকে আমাদের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য আছে; কিন্তু সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে ঐকমত্য নাই, এবং তাহা আশা করা যাইতেও পারে না। অতএব আমরা কেবল আমাদের ও তাঁহাদের সাধারণ মত ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা বদ্ধমূল ও প্রচার করিবার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, ইহারা তিন জন 'ঈশ্বরপ্রেরিত'। তন্মধ্যে শেষোক্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। তাঁহারই দ্বারা আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাঁহারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে আমরা উন্নতিলাভ করিতেছি; প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় তিনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং সাংসারিক বিপদ ও দুঃখের সময় সান্ত্বনা দান করেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে গুরু, আচার্য্য, বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করি, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাতা; তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই প্রকাণ্ড বিশ্ব, সাধুজীবন ও আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশ, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা পাপীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা যেমন অন্যান্য উপায়গুলি গ্রহণ করি, সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য ও ভ্রাতা কেশব বাবুর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আমাদের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া স্বীকার করি। তাঁহার বা অপর কোন মনুষ্যের পূজা বা উপাসনা করা আমরা পাপ জ্ঞান করি, ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের উপাস্য আর কেহ নাই। দেশীয় প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকটে আমরা অবনতমস্তকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরণার্থ তাঁহাকে কখন কখন প্রণাম করিয়া থাকি, এবং ব্যাকুলতার সময়—আমাদের উপায় করিয়া দিন, ঈশ্বরের দিকে যাইতে সাহায্য দিন—এবম্প্রকার শব্দে তাঁহাকে পত্র লিখি, কিংবা মুখে বলি। সময়ে সময়ে আমরা তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদও যাচ্ঞা করি এবং ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা

করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু প্রথম ব্যবহারটি 'পূজা' নহে, দ্বিতীয়টি 'প্রার্থনা' নহে, তৃতীয়টি 'মধ্যবর্ত্তী করণ' নহে। সাধুসম্মান এবং উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের জন্য গুরুজনের নিকট যাচ্ঞা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত এবং স্বভাবসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যবহার যে কেবল আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাভাজন কেশব বাবুর সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাহা নহে, অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাদিগের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করা হয়; তাঁহাদের পদতলে প্রণত হওয়া, পদধূলি গ্রহণ করা, এ সমুদায় ব্যাপার নিকৃষ্ট জ্ঞানে যিনি যত ঘৃণার চক্ষুতে দর্শন করুন না, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে গোপনে এবং কখন কখন প্রকাশ্য স্থানে, অনেক দিন হইতে এক প্রকার অসঙ্কুচিতভাবে সঙ্ঘটিত হইয়া আসিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাধু উপকারী বন্ধুমাত্রই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন, তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা আমাদের মঙ্গলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কেশব বাবুকে আমরা অধিক পরিমাণে ভক্তি করিয়া থাকি, তাহা কেবল এই কারণেই যে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আমাদিগকে পরম পিতার পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা একান্তমনে অনুসরণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের এবং সকলের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং এই জন্যই আমরা অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে এত আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকটে আসিতে অনুরোধ করিয়া থাকি। উল্লিখিত ব্যবহারে যে বিজয় বাবু ও যদু বাবু এত বিরক্ত কেন হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারাও কেশব বাবুর প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের বড় অনৈক্য ছিল না, তবে ভাব-প্রকাশের পরিমাণ অল্পাধিক হইতে পারে। তাঁহারাও কেশব বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সময়ে সময়ে প্রণাম করিয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার নিকটে মুক্তির পথে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কয়েক মাস হইল ভ্রাতা যদুবাবু কেশব বাবুকে এক পত্র লেখেন, তন্মধ্যস্থিত নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশপাঠে তাঁহার ও আমাদিগের ভাব আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন :—

"আপনি 'প্রিয় যদুনাথ' বলিলে আমার মনে বড় একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কিন্তু আমিত ঐরূপে 'পূজনীয় মহাশয়' বলিতে পারি না।

ঐরূপ শ্রদ্ধা হইলেও অনেক দিন দুর্দ্দশা দূর হইত। আপনার সহবাসের অমূল্য ও আশ্চর্য্য গুণ ! তাহাতে বঞ্চিত হওয়া বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। ভ্রাতা-দিগের মধ্যে যিনি অধিক ঈশ্বর-প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত, তিনিই ধন্য। যিনি কনিষ্ঠদিগকে স্নেহগুণে পরমপিতার পথে আনয়ন করেন, তিনি ধন্য। অতএব দুর্ব্বল কনিষ্ঠদিগের উপায় করিয়া দিন, আমি অত্যন্ত কাতরেই বলিলাম। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

"ইহার শেষভাগে যেরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে, আমরা ঠিক তাহাই করিয়া থাকি।

"ভ্রাতা বিজয় বাবুর বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পত্রে এইরূপ লিখিত হয়ঃ—

"দয়াময় ঈশ্বর সময়ে সময়ে একজন মাত্র ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাকে প্রেরণ করেন, এক সময়ে দুই জনকে দেখা যায় না; যিনি যখন প্রেরিত হন, তিনিই তখন পৃথিবীর সমুদায় ভার মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক জীবের পাপনাশের জন্য দিবানিশি ক্রন্দন করেন। আপনি যে ভার লইয়া আগমন করিয়াছেন, তাহাতে অবকাশ নাই,"ইত্যাদি।

"উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যদু বাবুর একপত্রে এই কয়েকটি কথা দৃষ্ট হইবে ঃ—

"যাহাদের মন ঈশ্বর হইতে এত বিচ্ছিন্ন, তাহারা কি কার্য্য করিতে পারে? আপনি বলিয়াছেন, আপনার কার্য্যভার আমাদিগকে লইতে হইবে; ঈশ্বর আপনার উপযুক্ত সময়ে লোক আনয়ন করিয়া দিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস, এখন পর্য্যন্ত সে সময় হয় নাই। চেষ্টা করিয়া কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।"

"কেশব বাবু ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের উপরি উক্ত ব্যবহারের অনুমোদন করেন বলিয়া যে তাঁহার বিরুদ্ধে দোষোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অমূলক। আমরা তাঁহার প্রতি যেরূপ বাহ্যিক ব্যবহার দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাহা তিনি বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাভাজন দেবেন্দ্র বাবু যখন সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া সকলের শ্রদ্ধেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাহাতে সায় দেন নাই ও অদ্যাপি

তাহা গ্রহণে অসম্মত। অনেক দিন হইল, বিজয়বাবু 'প্রভুদয়াল সাধুমুখে আমি শুনেছি', যখন প্রথমে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, কেশব বাবু উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার বারণ মানিলেন না। সম্প্রতি এলাহাবাদে তিনি বিজয় বাবুর এক পত্র উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ তাঁহাকে 'পূজনীয়' লেখেন, কিন্তু তাহা অনুচিত ব্যবহার। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, যদি সকলের মত হয়, তাঁহার প্রতি তাঁহার বন্ধুদিগের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা নিয়মবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা প্রণামাদি বারণ করিতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তাহাতে সায় দি নাই। আমাদের নিকট তিনি অনেক বার উক্ত প্রকার ব্যবহারের সময় অমত ও সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমুদায় আমরা তাঁহার অনভিপ্রেত জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, কেন না তাঁহার প্রতি ইহা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বোধ হয়। যিনি উপকার করেন, তিনি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা চান না, বরং তাহা গ্রহণে কুণ্ঠিত ও লজ্জিতই হন; কিন্তু যাহারা উপকার পাইল, তাহারা শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা না দিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আমরা যদি তাঁহার উপদেশ পালন করি, তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হন। কেশব বাবু আপনাকে কিরূপ মনে করেন, তাহা ইহাতেই প্রতীত হইবে যে, তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—'হে ঈশ্বর, এই মহাপাপীকে পরিত্রাণ কর'; এবং এই সঙ্গীত গান করেন, 'মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর?' আমরা কোন মনুষ্যকে মুক্তিদাতা বলি কি না, তাহাও আমাদের এই সকল সঙ্গীতে প্রতিপন্ন হইবে—'আমি জেনেছি হে পাপীতাপীর তোমা বিনা গতি নাই'; 'আমার আর কেহ নাই তোমা বিনা এ সংসারে'; 'তোমা বিনা বল আর কে করিবে নিস্তার?' 'নাহি দেখি নাথ এ জগতে আর যে করে মোচন আমার এই হৃদয়েরই ভার;' 'এবার নাহি কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।'

"উপসংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজয় বাবু ও যদু বাবু যাহা সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বলচিত্ত এবং যাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের সবিশেষ অবগত নহেন,

তাঁহাদের অনিষ্ট হইতে পারে ও হইতেছে। বিজয় বাবু ও যদু বাবুরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা। ইহা স্মরণ করিয়া আমরা হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকি। কিন্তু আশা করি, তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য স্থির হইলে, এবং আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলে, তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিবেন এবং ভক্তির সহিত পুনরায় প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিবেন। আমাদিগকে তাঁহারা পৌত্তলিকতা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়া যেরূপ সাধারণের নিকট নীচ ও ঘৃণিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইলেও আমরা সে জন্য তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতে পারি না। তাঁহারা অবশ্য না বুঝিয়াই এরূপ কঠোর কথা কহিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা ভাই বলিয়া পরস্পরের অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা করি এবং শান্তভাবে উপদেশ দ্বারা পরস্পরকে ভাল পথে আনিতে চেষ্টা করি। কেশব বাবুর চরিত্র যে মিথ্যা দোষারোপে সাধারণের নিকট দূষিত হইবে, তাহার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার উপদেশের এক কণামাত্র সত্যও কোনপ্রকার অপবাদে বিলুপ্ত হইবে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই; এইরূপ স্থির বিশ্বাস ও আশা থাকাতেই আমরা সংবাদপত্রের উত্তর লিখিতে ধাবমান হই নাই, এবং ভবিষ্যতেও, বোধ করি, বিরত থাকিব। বিশেষতঃ সংবাদপত্রে এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ব্রাহ্মোচিত বোধ হয় না। আপনারা বন্ধুভাবে এবং কেবল ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে আমাদিগকে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়াই, এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিজয় বাবু ও যদু বাবুর নিকট বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন শান্তভাবে আমাদের এই পত্র পাঠ করেন এবং আমাদের স্থূল মত যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা যেন সরল ভাবে বিশ্বাস করেন। যদি কেহ কখন কোন অতিরিক্ত কথা বলিয়া থাকেন বা ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনা বলিয়া যেন তাঁহারা গ্রহণ করেন। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস কি, তাহা স্পষ্টরূপে বিবৃত হইল।

"অবশেষে দয়াময় পরমপিতার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, তিনি এই ঘোর পরীক্ষার সময় আমাদের সকলের আত্মাকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগকে কুসংস্কার ও ভ্রম হইতে এবং অহঙ্কার ও অবিশ্বাস হইতে দূরে

রাখুন, সামান্য মতভেদসত্ত্বেও তাঁহার চরণতলে আমাদিগকে ভ্রাতৃভাবসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখুন।

বশম্বদ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
„ উমানাথ গুপ্ত।
„ মহেন্দ্রনাথ বসু।

"পুনশ্চ।—বিজয় বাবু ও যদু বাবুর পত্রাংশ প্রকটন করিবার অনুমতি তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। বিজয় বাবু কেবল এই লিখিয়াছেন,—'কেশব বাবুর সম্বন্ধে আমার যে পূর্ব্বে সংস্কার ছিল, এক্ষণ তাহা নাই। পূর্ব্বে তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, ঈশ্বরপ্রসাদে এক্ষণে সে ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। কেশব বাবু একজন উন্নতচিত্ত ধাম্মিক, এক্ষণে আমার এই মাত্র বিশ্বাস।' "

১৬

আমেরিকার 'স্বাধীন ধর্ম্মসভা'

আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসভার" রিপোর্টে কেশবচন্দ্রের পত্রসম্বন্ধে অভিমত

আমেরিকার 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।(১) ২৮শে এবং ২৯শে মে (১৮৬৮ খৃঃ) বোষ্টন নগরে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের পত্র পঠিত হয়। এই সভার রিপোর্ট সভার সম্পাদক কেশবচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ রিপোর্টে কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্রিকার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত, দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"খ্রীষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন না করিয়া, ভারতের ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে পরিণত করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মধর্ম্মনামে প্রসিদ্ধ নীতি ও ধর্ম্মের সংস্কার ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া বিগত শরৎ ঋতুতে 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' পক্ষ হইতে সেই সংস্করণব্যাপারের প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে আপনাদের এই সভার সম্পাদক এক পত্র লেখেন। তাঁহার সেই পত্র ঐ খ্যাতনামা মহাত্মা আদরের সহিত, এমন কি অতি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই পত্রখানিকে বন্ধুতার দক্ষিণকরপ্রসারণ মনে করিয়া, অতি অনুরাগ-সহকারে ভ্রাতৃত্বের করস্পর্শ প্রতিদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নিকট হইতে ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর আসিয়াছে। প্রাশস্ত্য ও জ্ঞানপ্রাথর্য্য, ধর্ম্মোচ্ছ্বাস ও লক্ষ্যের বিশুদ্ধি, সারল্য ও সৎসাহস, মানবমাত্রের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমের হৃদয়বত্তা ও গাঢ় অনুরাগেতে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল প্রেরিতদিগের পত্র লিপিবদ্ধ আছে, সে গুলি ইহার সদৃশ নহে। এ সভা যদি আর কিছু না করিয়াও, পৃথিবীর যে সকল স্থানকে এ দেশীয়েরা ধর্ম্মবর্জ্জিত মনে করেন এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে নীতি ও আধ্যাত্মিকতায় উহারা চিরবিনষ্ট, সেই সকল স্থান হইতে

(১) ৪২৬ ও ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঈদৃশ পত্র আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সভ্য মানবমাত্রের প্রতি ভ্রাতৃভাববিস্তারবিষয়ে বিশেষ উপকার সাধন করিবেন।"

"স্বাধীন ধর্ম্মসভার" সম্পাদকের নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র

কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্রিকাখানি আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—

"শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড উইলিয়ম, জে, পটার,

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের 'স্বাধীনধর্ম্মসভার' সম্পাদক সমীপে।

"ভ্রাতঃ,

"বিগত ২৪শে অক্টোবরের (১৮৬৭ খৃঃ) আপনার স্বাগতসম্ভাষণপত্রিকায় যে সদয় স্নেহসম্ভাষণ, যথার্থ প্রীতি ও সহানুভূতিপ্রকাশ আছে, উহা আমি অতি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি। আমাদের মধ্যে যে দূরতা আছে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, এবং আধ্যাত্মিক বন্ধুতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের হৃদয় পরস্পরের অতি সন্নিকট অনুভব করিতেছি। পৃথিবীর এ অংশে সহস্র হৃদয়ে আপনাদের ভ্রাতৃত্বের আহ্বানবাক্য প্রতিবাক্য লাভ করিয়াছে, এবং সত্যধর্ম্মবিস্তারের কার্য্যে সহযোগী হইবার জন্য এক পিতার সন্তান হইয়া আমরা আমাদের হস্ত আপনাদের হস্তের সহিত অনুরাগসহকারে সম্মিলিত করিতেছি। কি সান্ত্বনাপ্রদ, কি উৎসাহপ্রদ এই চিন্তা যে, আজ পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল হইতে ভারতে আমরা বিনীতভাবে যে ধর্ম্মসংস্কারের মহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, সেই কার্য্য পৃথিবীর অন্যতম দিকৃস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী হইতে সহানুভূতি ও প্রতিপোষণ লাভ করিল, এবং ভারত ও আমেরিকা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া স্ফীত একতান-সঙ্গীতে সর্ব্বোচ্চ জগৎস্রষ্টার গৌরব গান করিবে।

"'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' অবগতির জন্য আপনার প্রার্থনানুসারে আমাদের মণ্ডলীর ক্রমিকোন্নতি, লক্ষ্য ও অনুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি নিম্নে অর্পণ করিতেছি।

"আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশীয়গণের মনে হিন্দুপৌত্তলিকতার ভ্রান্তি প্রতিভাত করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়—সম্ভব যে ইঁহার নাম আপনারা শুনিয়াছেন—ব্রাহ্মসমাজ বা ঈশ্বরার্চ্চনা-সভা নামে মহান্ পরমেশ্বরের

পূজার জন্য কলিকাতায় একটী মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। তাঁহার দেশীয় ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হন, এ বিষয়ে প্রবর্ত্তনা এই মণ্ডলীস্থাপনের সাক্ষাৎ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সফলতা সহকারে নিষ্পন্ন করিবার জন্য হিন্দুগণের আদিম শাস্ত্র বেদকে তিনি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্মশিক্ষার মূল করিলেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কীণ পূজা পুনরুদ্দীপন করা কেবল তাঁহার উদ্দেশ্য, এইটি তিনি সকলকে জানাইলেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তাঁহার অতি উচ্চ ও প্রশস্ত লক্ষ্য ছিল। সকল জাতির সাধারণ পিতা মহান্ ঈশ্বরের অর্চ্চনায় মিলিত হইবার নিমিত্ত, কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোককে তিনি আহ্বান করিলেন; এবং এই উদ্দেশেই তিনি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে যেমন হিন্দু শাস্ত্রের, তেমনি খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে বাইবেল ও কোরাণের প্রবচন প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম বস্তুতঃ একেশ্বর-বাদপ্রধান। এই জন্যই তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহার মণ্ডলীতে যে উপাসনা হইবে, তাহা এমন উদার ও প্রশস্ত হইবে যে, 'সমুদায় ধর্ম্মমতের লোক মধ্যে উহা একতাবন্ধন সুদৃঢ় করিবে।' কার্য্যতঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবল একটি হিন্দু একেশ্বরবাদিমণ্ডলী হইল এবং উল্লিখিত লক্ষ্য দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। উপাসকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়িতে লাগিল, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং সহযোগী বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে সমাজের ভার নিপতিত হইল। ইনি সমাজে নূতন জীবন দান করিলেন, এবং ইহার কার্য্য সমধিক পরিমাণে বাড়াইলেন। কতকগুলি মত ও বিশ্বাসে এবং জীবনের পবিত্রতাসাধন জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া, তিনি এই উপাসকদলকে বিশ্বাসিদলে পরিণত করিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা বাহির করিলেন, আচার্য্য নিয়োগ করিলেন, অনেকগুলি উপাসনা ও মত সম্পর্কীয় পুস্তিকা মুদ্রিত করিলেন, এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে শত শত ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত ও বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজা রামমোহনরায়স্থাপিত সমাজের আদর্শে শাখাসমাজ স্থাপিত করিলেন। এ কাল পর্য্যন্ত বেদকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সমাজের সভ্যগণ বেদান্তী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। প্রায় কুড়ি বৎসর গত হইল, বেদকে অভ্রান্তশাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখা নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং

প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্পর্কীণ মানবীয় সহজ জ্ঞান ঈশ্বরের-শাস্ত্রপ্রকাশস্থল, এই উদার অনবদ্য ধর্ম্মমূল উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। সেই হইতে ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমণ্ডলী হইয়াছে, এবং ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানিটির সহিত 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' যে সম্বন্ধ, উহারও প্রাচীন মত বিশ্বাসের সহিত এখন সেই সম্বন্ধ। উহার উন্নতি এখানেই স্থগিত হয় নাই। এ কথা সত্য যে, উহার মূল মত বিশ্বাস সেই সময়েই স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত উহা অপরিবর্ত্তিত আছে; কিন্তু ঐ গুলিকে জীবনে পরিণত এবং কার্য্যতঃ উদার ও বিশুদ্ধ ভাবের ক্রমোন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিলক্ষণ সংগ্রাম ও যত্ন চলিতেছে। হিন্দুগণের যে সকল সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের দোষের সংস্রব আছে, ইহা দেখিয়া সমাজ হইতে বিচ্যুত এবং অত্যাচরিত হইবার ভয় সত্ত্বেও, প্রত্যেক সত্যপ্রিয় সরল ব্রাহ্মের সেই সকল ব্যবহারের উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তব্য হইল। অধিকসংখ্যক এই সাহসিক কার্য্য হইতে দূরে রহিলেন, এবং ব্রাহ্মগণের সংস্কৃত সংস্কার ও হিন্দুগণের পৌত্তলিকতাসংসৃষ্ট সামাজিক জীবন এ দুইয়ের মধ্যে নির্ব্বিবাদ অথচ বিবেকের অননুমোদিত একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। পরিশেষে অতি অল্পসংখ্যক অগ্রসর হইলেন এবং যে সত্যধর্ম্ম বৎসরে বৎসরে উন্নত হইয়া জাতিভেদের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার-কার্য্য উপস্থিত করিল, সেই সত্য ধর্ম্মের মূলোপরি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থানসংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের মণ্ডলীকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ ভাব ও হিন্দু সামাজিক জীবনের দোষ হইতে বিমুক্ত, এবং সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য নিজের শাস্ত্র, সমুদায় দেশের ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে নিজের লোক, এবং সমগ্র সামাজিক জীবনকে বিবেকের নির্দ্দেশের অন্তর্গত করিয়া, উদার ও বিশুদ্ধ মূলোপরি সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ একটি সমাজে বদ্ধ হইয়াছেন। এই সমাজ ভারতবর্ষে যতগুলি ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে এবং সমুদায় দেশে নিয়মপূর্ব্বক বিস্তৃত ভাবে আমাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতে চান। আমাদিগের মণ্ডলী

সুতরাং একটি দলবদ্ধ ব্রাহ্মমণ্ডলী, ভারত ইহার উৎপত্তি ভূমি বটে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য সার্ব্বভৌমিক; কেন না পৌত্তলিকতা, অযুক্তসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতাবিনাশ, এক সত্য ঈশ্বরের পূজা ও এক সত্য ধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার এবং সমগ্র ব্যক্তি ও সমগ্র জাতির মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সংশোধনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের ধর্ম্ম করা উহার উদ্দেশ্য।

"আমাদিগের মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া বলিবার সম্ভাবনা নাই; কেন না আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দীক্ষাপ্রণালী নাই। এরূপ জ্ঞানপ্রধান আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে এরূপ অনুষ্ঠান সম্ভবও নয়, অভিলষণীয়ও নয়। উপরে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে বা তদপেক্ষা সহজবিশ্বাসব্যঞ্জক নিদর্শনে প্রায় দুই সহস্র লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যতীত আমাদিগের দেশে সহস্র সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা মনে মনে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না এবং আমাদিগের ধর্ম্মের মূল মতে আস্থাবান্, অথচ তাঁহারা কোন একটি বাহিরের নিয়ম অনুসরণপূর্ব্বক আমাদের মণ্ডলীর সভ্য হইতে চাহেন না। বস্তুতঃ কথা এই, আমি যেমন বিশ্বাস করি, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে ব্রহ্মনিষ্ঠতার দিকে কালপ্রভাবে চিত্তের গতি হইয়াছে, এখানেও ঠিক তেমনই: যাঁহারাই ভাল ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারাই সেই পৌত্তলিকতা পরিহার করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন, কেহ কেহ সংসারী হইয়া যান, অবশিষ্ট সকলে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কোন না কোন আকারে ব্রাহ্ম হন।

"ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং প্রদেশে এখন ষাট্‌টির অধিক ব্রাহ্মসমাজ আছে। এই সকল স্থানে ব্রাহ্মগণ সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একত্র হন। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্মে যিনি উন্নত, তাঁহাকে সকলে মনোনীত করেন, তিনিই সেই দেশের ভাষায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমাদিগের মণ্ডলীতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে সঙ্গীত, উপদেশ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং হিন্দু শাস্ত্র, কখন কখন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ইংরাজীতেও উপাসনা হইয়া থাকে।

"আমাদিগের ধর্ম্মের বিস্তৃত ভাবে প্রচার জন্য দেশীয় এবং ইংরাজী ভাষায়

দার্শনিক এবং জীবননিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। দেশের অনেক লোক এ সকলের গ্রাহক এবং পাঠক। আমাদিগের প্রচারের অঙ্গীভূত 'ইণ্ডিয়ানমিরার' নামক একখানি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা আছে ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় বারটী প্রচারক আছেন, যাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যাহা কিছু দান সংগৃহীত হয়, তদুপরি তাঁহাদিগের নির্ভর। এই দানে জীবনধারণার্থে যাহা কিছু প্রয়োজন, তন্মাত্র নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহারা দেশের নানাস্থানের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করেন, এবং শিক্ষিতগণের নিকটে—কোন কোন সময়ে নিম্নশ্রেণীর নিকটে—আমাদিগের ধর্ম্মের সত্য প্রচার করেন। দেশের নানা স্থানে যে সকল ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনরক্ষা ও সজীব করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবং ব্রাহ্মসংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য এই সকল প্রচারকগণের সোৎসাহ নিঃস্বার্থ যত্ন অতীব প্রবল জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

"আপনার নিকটে যে দুখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠাইয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগের ধর্ম্মমত কি, জানিতে পাইবেন। তবে আমি এস্থানে এই মাত্র বলি, যে ধর্ম্মে 'ঈশ্বর পিতা ও মানবমাত্র ভ্রাতা' এইটি মূলমত, এবং যে ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যগ্রহণ এবং সকল জাতির ঋষি মহর্ষিগণকে সম্মান করে, সেই ধর্ম্ম স্বীকারপূর্ব্বক আমরা আপনাকে ও 'স্বাধীনধর্ম্ম-সভার' অন্যান্য সভ্যগণকে সমবিশ্বাসী এবং একই পবিত্রকার্য্যের সহকারিরূপে গ্রহণ করিয়া, আমরা আমাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

"গভীর আহ্লাদ এবং ভ্রাতৃপ্রেমজনিত উৎসাহে আপনার প্রেরিত সংবাদ ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণের নামে আমি সাদরে গ্রহণ করিতেছি এবং 'স্বাধীনধর্ম্মসভা' যে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিসম্ভাষণ অর্পণ করিতেছি। বিশ্বাস করুন, এ কেবল ব্যাবহারিক সম্ভাষণবিনিময় নয়। এ সময়ে আমেরিকজাতির সহানুভূতি ভারতের পক্ষে অতীব অমূল্য, এবং ভারতীয় জাতি আনন্দোৎসাহে উহা গ্রহণ করিতেছে। অনেক বিপৎ কষ্টের সহিত সংগ্রাম এবং অসাধারণ বিঘ্ন বাধা

ও অত্যাচার বহন করিয়া, পৌত্তলিকতা এবং পাপাচারের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকের নিমিত্ত, আমরা অনেক কাল উদ্বিগ্নচিত্তে শ্রম ও প্রার্থনা করিয়াছি এবং একা করুণাময় ঈশ্বরই আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এখন তাঁহার প্রদত্ত আলোক লাভ করিয়া যেমন আমরা আনন্দ করিতেছি, তেমনি অন্যান্য দেশে ইহার আশিষ বিস্তারের জন্য গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেছি। ঈদৃশ সময়ে আমেরিকাতেও এইরূপ কার্য্যের নিমিত্ত উদ্যোগ চেষ্টা হইতেছে, আপনি এই আনন্দকর সংবাদ দিলেন; ইহাতে আমাদের হাতের বল এবং আমাদের আনন্দ, বিশ্বাস ও আশা শত গুণ বাড়িল। আমরা এখন অনুভব করিতেছি—এরূপ অনুভব আর কখনও করি নাই—ঈশ্বরের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা মত ও সম্প্রদায় বিনাশ করিয়া, সমুদায় জাতিকে এক বৈশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে মিলিত করিয়া, পৃথিবীর চারি দিকে বিস্তৃত হইবে; এবং ইহা আমাদিগের পক্ষে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের বিষয় যে, উন্নতমনা আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ধর্ম্মমণ্ডলীর পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আমাদের সহযোগী হইয়াছেন। এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার পক্ষে ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

"'স্বাধীনধর্ম্মসভার' কার্য্যের বিবরণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে অবগত রাখিবেন বিশ্বাস করিয়া এবং উহার কল্যাণ ও কৃতকৃত্যতার নিমিত্ত প্রার্থনা ও শুভাকাঙ্ক্ষা অর্পণ করিয়া, ব্রহ্মবাদিত্বের সত্যবন্ধনে হৃদয়ের সহিত আপনার হইয়া থাকি।

কেশবচন্দ্র সেন,

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।"

"স্বাধীনধর্ম্মসভার" সম্পাদকের প্রত্যুত্তর

'স্বাধীনধর্ম্মসভার' সম্পাদক জে, পটার ২৯শে অক্টোবর (১৮৬৮ খৃঃ) মাসাচুসেট হইতে এই পত্রিকার যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহার কিঞ্চিদংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"প্রিয় ভ্রাতঃ,

"পুনরায় আমি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি; কেবল আমার পক্ষ হইতে নহে, এদেশের 'স্বাধীনধর্ম্মসভার' পক্ষ হইতেও। আমরা অনুভব

করিতেছি যে, আমরা যে ভাব দ্বারা পরিচালিত, আপনারাও সেই ভাব দ্বারা পরিচালিত, আমাদিগের সঙ্গে আপনারা একই কার্য্যে নিযুক্ত, একই লক্ষ্য-সাধনে যত্নশীল। এক বর্ষ পূর্ব্বে আমি যে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, অতীব পরিষ্কার স্নেহপূর্ণ ভ্রাতৃত্বব্যঞ্জক পত্রে আপনি যে তাহার উত্তর দান করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দান করি। ঐ পত্র আমাদের সাধারণমানবভাবতন্ত্রী সংস্পর্শ করিয়াছে, এবং ভারতের ব্রাহ্মসমাজ ও আমেরিকার 'স্বাধীনধর্ম্মসভার' মধ্যে একেবারে সুদৃঢ় সহযোগিত্ববন্ধন স্থাপন করিয়াছে।·········ভারতে যে ব্রহ্মবাদপ্রচারের ব্যাপার চলিতেছে, আমেরিকার সাধারণজনসমাজের নিকটে এই পত্র তাহার প্রথম সুপরিষ্কার বিবরণ দান করিল, এবং খ্রীষ্টজগতের বহির্ভূত প্রদেশে জীবনোপরি যাদৃশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া অনুমান ছিল, তাদৃশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের জীবনোপরি ক্রিয়া অন্যত্র অর্জ্জিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিবার পক্ষে এই পত্র এ দেশের অনেক লোকের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবে।·········এই মহত্তম কার্য্যে আমরা ঈশ্বরের নিকটে ভিক্ষা করি যে, তিনি আপনাদিগকে উহার ফলদানে সত্বর হউন। সহানুভূতি ও অনুমোদনের কথায় আপনাদিগকে সাহায্য করা আমাদিগের পক্ষে অতিশ্লাঘার বিষয় মনে করি। আমি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মসম্পর্কীয় সৌভাগ্য অনল্প পরিমাণে আপনার হস্তস্থিত; আপনি কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছেন, যে কুঞ্চিকা দ্বারা সেই প্রাচ্য শ্রেষ্ঠ জাতির নিকটে—যে প্রাচ্য জাতির নিকটে পৃথিবী প্রাচীন ধর্ম্মের জন্য সমধিক পরিমাণে ঋণী, অথচ আজও উহা স্বীকার করে নাই—সেই জ্ঞানপূর্ণ নিত্যোন্নতিশীল ধর্ম্মের রাজ্য উদ্‌ঘাটিত করিবেন, যে ধর্ম্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার সামঞ্জস্য বিধান করিবে।"

১৭

ঊনচত্বারিংশ মাঘোৎসব ও ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা*

(১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃঃ)

সত্যের অমোঘ সামর্থ্য

কিছু কালের জন্য ভক্তিবিরোধী আন্দোলন পশ্চাতে রাখিয়া, আমরা উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে অগ্রসর হই। সত্যের অমোঘ সামর্থ্য যদি কেহ দেখিতে চান, তাহা হইলে তিনি এই উৎসবব্যাপারটি ভাল করিয়া আলোচনা করুন। ঈর্ষা ও অন্ধতা এক দিকে দোষদর্শনে প্রবৃত্ত, অপর দিকে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি পত্তনভূমি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উত্থিত। আজ পর্য্যন্ত ৬,৮৯৬ টাকা সংগৃহীত হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলালের অক্ষুণ্ণ পরিশ্রম ব্রহ্মমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে উহাকে প্রবেশোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে মন্দিরাভাবে অন্যত্র উৎসব করিতে হইল না। আন্দোলনকারিগণ লোকের মন কলুষিত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন করিলেন, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। বিদেশ হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসব করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন দিন যে কোন আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। সকলেই উৎসাহে পূর্ণ; প্রতিদিনের উপাসনা ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। ভক্তিবিরোধিগণের আক্রমণে ভক্তির স্রোত অণুমাত্র মন্দীভূত হয় নাই। সেই সঙ্কীর্ত্তন, সেই নৃত্য ব্রাহ্মগণকে প্রমত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কলুটোলা হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার্থ যাত্রা

উৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। ১১ই মাঘে (১৭৯০ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃঃ) নূতন গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, দিবাকরের

* ১৭৯০ শকের ১৫ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে ঊনচত্বারিংশ মাঘোৎসবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন তিন শত ব্রাহ্ম আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাসভবনের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে সমবেত হইলেন। সমবেতকণ্ঠে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—" উচ্চারিত হইয়া হৃদয়ভেদী প্রার্থনা হইল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মিকা এবং প্রাচীন অপ্রাচীন হিন্দু মহিলা উপরিতলের বারাণ্ডায় থাকিয়া উহাতে যোগ দিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য নবরচিত সঙ্কীর্ত্তন ধরিলেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশস্থ মুসলমান ভ্রাতা এবং হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" "সত্যমেব জয়তে" অঙ্কিত পতাকাত্রয় ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পথ জনতায় পূর্ণ, অথচ নিস্তব্ধ গভীর। নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটি গান করিতে করিতে শনৈঃপদসঞ্চালনে সঙ্কীর্ত্তনের দল নূতন গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল :—

"দয়াময় নাম, বল রসনা অবিশ্রাম, যুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।

জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে; বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে।

সেই দীননাথ, পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন, নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ; দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন, নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ; থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড়না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে, ডাকৃছেন মধুরস্বরে, স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে, পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন, এ নাম নগর-বাসি! ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে।"

ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ

সঙ্কীর্ত্তনের দল নূতন গৃহের দ্বারে উপস্থিত। গভীর ভাবোন্মত্ততার সহিত নিম্নলিখিত গানটি গাইতে গাইতে ব্রাহ্মগণ নবগৃহে প্রবেশ করিলেন :—

"চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।

শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া রে দুখী তাপী পাপী জনে।

কাঙ্গাল বলে দয়া করে কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে, আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।

দ্বারে গিয়ে কাতরস্বরে পিতা বলে ডাকি সঘনে, তিনি থাকিতে পারিবেন না কভু পাপীদের কান্না শুনে।

নিরাশ্রয় নিরুপায় যত নিতান্ত সম্বলবিহীনে, সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজগুণে।

দুর্ব্বল অসহায় দেখে কিছু ভয় কর না মনে, ওরে অনায়াসে তরে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।

চল সবে ত্বরায় করে কিছু সুখ আর নাই এখানে, একবার যুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয় লুটায়ে তাঁর চরণে।

অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে, পিতা অধমতারণ, বিলাচ্চেন ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে।"

ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা (১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃঃ)

গৃহের মধ্য, দ্বার, পার্শ্বভাগ বহু লোকে পূর্ণ হইল। যাঁহারা জনতা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন না, সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজবর্ত্ম পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সকল দিক্ নিস্তব্ধ হইল, গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মগণ উপবেশন করিলে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রণালীতে গৃহের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন:—

"একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আহ্বানে এবং আদেশে আমরা এখানে সম্মিলিত হইলাম। এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা জন্য, ভারতবর্ষের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য একমাত্র পরমেশ্বরের পূজা যাহাতে এখানে সংস্থাপিত হয়, এজন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি।

"সেই অদ্বিতীয়, জ্ঞানে অনন্ত, পবিত্রতায় অনন্ত এবং দয়ায় অনন্ত, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া পালন করিতেছেন, পাপী তাপীদিগের যিনি এক মাত্র পরিত্রাতা, যিনি এখানেই আছেন, সেই পরমেশ্বরের চরণে বারংবার প্রণাম করি।

"যত মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মাত্মা সকল প্রাচীন কালে আপন আপন দেশের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, নিজ নিজ দৃষ্টান্তে পৃথিবীর উপকার করিয়াছেন, সেই চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগের চরণে নমস্কার করি। দেশস্থ বা বিদেশস্থ যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সকলের চরণে নমস্কার করি।

"যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখিবার সহজ উপায়স্বরূপ এই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহাতে কলহ বিবাদ তিরোহিত হয়, জাত্যভিমান বিনষ্ট হয়, ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়, মনুষ্যগণ ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরিশেষে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে থাকেন, এজন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখানে এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। সৃষ্ট মনুষ্যের আরাধনা হইবে না, মনুষ্য বা জাতিবিশেষের পুস্তকের আরাধনা হইবে না; কিন্তু কেবল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার পূজা এখানে সম্পাদিত হইবে। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমান যে কোন জাতি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, সকলে আসিয়া সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। যে কেহ শান্তভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এস্থানে আহূত হইবেন। যেমন সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, তেমনি প্রেমের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে প্রচারিত হইবে। কিন্তু যেমন পবিত্রতা ও সত্যকে যত্নের সহিত রক্ষা করা হইবে, সেইরূপ যাহাতে শান্তি রক্ষা হয়, তাহার যত্ন হইবে। কোন ধর্ম্মের নামে অবমাননা এখানে হইবে না। সাধারণ্যে অসত্য বলিয়া নিন্দিত হইবে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা জাতি কাহার গ্লানি করা হইবে না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা সমাদর থাকিবে। সাহসপূর্ব্বক প্রত্যেক অসত্য দূরীকৃত করা হইবে, অথচ অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে বিদায় করিতে হইবে না। কোন প্রকার খোদিত বা চিত্রিত পদার্থ ব্যক্তিবিশেষের স্মরণার্থ এখানে রাখা হইবে না। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ধরিয়া পূজা বা আরাধনা হইবে না। যে সকল আচার্য্য এখানকার বেদী হইতে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে পাপী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিবে। তাঁহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয়, সাধারণমণ্ডলী হইতে

তাহা শান্তভাবে প্রতিপাদিত হইবে। যিনি বেদীর আসন গ্রহণ করিবেন, কিংবা ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে কেহ নির্ম্মল বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তাঁহাকে এই ভাবে দেখিবে যে, তিনি উপদেশ দিতে পারেন, এই জন্য সকলে মিলিয়া তাঁহার উপর তদ্বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের উপরে যে সকল নাম ও ভাষা আরোপ করা হয়, যাহাতে সেই নাম ও ভাষা মনুষ্যের উপর আরোপ করা না হয়, তাহার চেষ্টা হইবে। এক দিকে অসাধু পাপীকে আহ্বান করিয়া স্থান দিবে, আর একদিকে পাপী-দিগের পাপ ঘৃণা করিতে হইবে। অসত্য যত ক্ষণ পুস্তকে বা মতে থাকে, তাহাকে ঘৃণা করিতে হইবে, কিন্তু মনুষ্যকে ঘৃণা করা হইবে না; কেন না আমরা সকলেই পাপী।

"ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্ম ও অপরাপর ভ্রাতাদিগের সাহায্যে এই গৃহের সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশ্বর-করুণায় ভ্রাতাদিগের যত্নে ইহা সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। এই যে গৃহ সংস্থাপিত হইতেছে, সকলের গোচর করিতেছি, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থসাহায্যে হয় নাই। যাহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! যাঁহারা ইহার নির্ম্মাণে শারীরিক মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য!

"যদিও উল্লিখিত বিষয়সম্বন্ধে, উপাসনাসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম, যখন ভবিষ্যতে ইহার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইবে, তখন অন্য যাহা কথিত হইল, তাহার সকল বিধিবদ্ধ হইবে। এই উপাসনাগৃহ ভ্রাতাদিগের উপাসনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গৃহের ইষ্টক সকল যেমন একের উপর স্থাপিত, সেইরূপ ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের উপরে সংস্থাপিত হইবেন। পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হইয়া যেমন ইষ্টক সকল গৃহরূপে রহিয়াছে, একটি ইষ্টককে ভিন্ন হইতে দিলে গৃহ রক্ষা পায় না, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্ম কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। যদি এদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, অন্য দেশে ইহা সর্ব্বথা প্রকাশ হইবে; কিন্তু তথাপি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য, পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যাহাতে ইহা প্রচার ও এ দেশে সংরক্ষিত হয়, তাহা আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। এই এক মন্দির সকলের জন্য সংস্থাপিত হইতেছে। যাহাতে এ দেশ হইতে কুসংস্কার

তিরোহিত হয়, এদেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভ্রাতৃভাবে একত্র করিয়া ঈশ্বরের চরণে আনা হয়, এজন্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পাপ কি উপায়ে যায়, তাহার জন্য কে না চেষ্টা করে? শারীরিক ব্যাধি যাহাতে যায়, এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় আছে; কিন্তু পাপীদিগের আত্মার ব্যাধি-নিবারণের জন্য গৃহ কোথায়? ঈশ্বরের গৃহের নাম ব্রহ্মমন্দির। আমরা পাপী, এজন্য এখানে আসিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে ডাকিয়া, আমাদের পাপব্যাধি দূর করিয়া, পরস্পরের মনের সম্মিলন করিব। এই লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মমন্দির রক্ষণীয়, চিরদিন সকলে স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যাঁহাদের ধর্ম্মমত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, ঈশ্বর করুন, যেন তাঁহারা শুষ্কভাবে মৃত দেহের ন্যায় না থাকেন। এখানকার উপাসনা যেন জাগ্রৎ উপাসনা হয়। যাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা এক ঈশ্বরের উপাসনায় রত হন, এখানে যেন সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা হয়।

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে ধন্যবাদ করি। তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। সেই মহাত্মার চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে সংস্থাপিত হয়। তিনি সাংসারিক বহুবিধ বাধা প্রতিবন্ধকতায় ভীত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চির উপকার-ঋণে বদ্ধ। ধন্যবাদ মহাত্মা প্রধান আচার্য্যকে, যিনি ভ্রাতাদিগের জীবনস্বরূপ হইয়া কত উপকার করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। এই দুই মহাত্মার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কখন বিলীন না হয়। আর যিনি যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। এই যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা তাঁহাদিগের যত্নের ফল। তাঁহারা না হইলে, আমরা আজি যে এই ঈশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কখন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না। ঈশ্বরের কি করুণা! যখন তাঁহাকে এক বার স্মরণ করি, সেই উপায়কেও শ্রদ্ধা করি।

"যেমন সাধু দৃষ্টান্তে সকলের উপকার সাধিত হইতেছে, তেমনি এই গৃহে সাধারণ লোকে উপাসনা করিয়া শান্তি পাইবেন, ইহাই যেন ব্রহ্মমন্দিররক্ষকেরা স্মরণ রাখেন। উন্নতির বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। সত্যের এমনি প্রকৃতি যে, মনুষ্য অসত্যের বশীভূত হইয়া থাকিলেও, সত্য আত্মসত্য রক্ষা করে।

এজন্য অসত্য চলিয়া যাইতেছে, সত্যের স্রোত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের সাধ্য নাই, সে স্রোতকে বাধা দি। এই গৃহকে যেন সেই স্রোতের প্রতিবন্ধক না করি। বিজ্ঞানের উন্নতি, অপরাপর উন্নতি, সকল উন্নতির প্রতি এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রহিল। সকল প্রকার সত্য এই গৃহের দ্বার হইয়া থাকিবে। এই কয়েক কথা বিনীতভাবে সাধারণের গোচর করিয়া, ভ্রাতা ভগিনীদিগের জন্য এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করি। সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, শ্রদ্ধার সহিত সকলকে ডাকিতেছি, সকলে পিতাকে ডাকিয়া শরীর মন শীতল করি। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আমাদের পুত্রেরা এই গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে। এখানে পিতা বর্ত্তমান, চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবেন। এস্থলে আমরা তাঁহাকেই ডাকিব, অর্চ্চনা করিব। যদিও নিরাকার, তিনি জীবন্তভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। এস, সকলে মিলে প্রার্থনাপূর্ব্বক, ব্রহ্মোপাসনাগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই পিতাকে ডাকি, যিনি পাপীদিগের একমাত্র মুক্তিদাতা ও একমাত্র পরিত্রাতা।

"হে দয়াময়, তোমার উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তুমি আমাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া হৃদয়ের পাপতাপ দূর কর। আমরা যেন তোমাকে একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া, তোমার পূজা করিতে পারি। যে সকল প্রাণ তোমা হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে পূজা করিবে, এই আশা। এস, আশীর্ব্বাদ কর। এই যে, তুমি আমার জাগ্রৎ পিতা। প্রার্থনা শুনিয়া তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। এখানে তোমার উপাসক-গণ মিলিয়া উপাসনা করুন। অসত্য যাহাতে যায়, তাহার উপায় কর। প্রেমস্বরূপ, যাহাতে অপ্রণয় যায়, তাহা কর। ব্রহ্মগৃহকে তোমার পক্ষপুটে রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে, এস পাপীদিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সত্যনাম, আনন্দ নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়।"

"ভাবী ধর্ম্মসমাজ" (Future Church) বিষয়ে বক্তৃতা—২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃঃ

সায়ং নয় ঘটিকার সময়, কেশবচন্দ্র "টাউনহলে" "ভাবী ধর্ম্মসমাজ"

(Future Church) * বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় মান্যবর বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এবং বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত থাকেন। এই বক্তৃতার সারাংশ এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারেঃ—

(১) জগৎ, জীব ও ঈশ্বর, এই তিনটি পদার্থ কোন সময়ে কোন কালে অস্বীকৃত হইতে পারে না। ভূত কালের ইতিহাসে এই তিনটি পদার্থের কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া, অপর দুইটিকে পরিত্যাগ করাতে, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিকার সমুপস্থিত হইয়াছে। যখন মানুষের মন বাহ্য বিষয়ে একান্ত আকৃষ্ট ছিল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মহত্ত্ব দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন মানুষ প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সৃষ্ট বস্তুর আরাধনারূপ পৌত্তলিকতার অভ্যুদয় ইহা হইতেই হইয়াছে। পরিশেষে মানুষ যখন বাহ্য-বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহির হইতে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আত্মার ভিতরে ঈশ্বরের স্বরূপনিচয় আরও স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। বিবেকের ভিতরে ঈশ্বরকে শাস্তৃরূপে, 'ইচ্ছার' ভিতরে তাঁহাকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে এবং অধ্যাত্ম সহজভাবনিচয়ের ভিতরে সত্যের আকররূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, মানুষ আত্মাকেই সর্ব্বাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। উপাসনা সাধন ভজন প্রভৃতি সমুদায় আত্মার ক্রিয়া, সুতরাং বাহ্য প্রকৃতি হইতে আত্মার প্রাধান্য সহজেই স্থাপিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এ স্থলেও বিকার ঘটিয়াছে। আত্মার প্রতি বিমুগ্ধ চিত্ত আত্মাকেই ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছে এবং "আত্মাই ঈশ্বর" এই কুমতে পড়িয়া আত্মপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিজনের আত্মা অপেক্ষা এক এক জন মহাজনের আত্মার মহত্ত্ব গৌরব দর্শন করিয়া, সেই সেই মহাজনে লোকে আবদ্ধচিত্ত হইয়াছে। সত্য, ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেক বিপথগামী ব্যক্তি সৎপথে আগমন করিয়াছে, অনেক পাপী পাপ পরিহার করিয়া সাধু সজ্জন হইয়াছে, এবং কোন কালেই ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অসম্মানিত হইবার নহে; কিন্তু এই সকল মহাজন-গণকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়া মানুষ নরপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাবী ধর্ম্মসমাজে এই সকল বিকার কখন তিষ্ঠিতে পারিবে না, জগৎ, আত্মা ও মহাজন এই তিনেতে প্রকাশিত এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই সমাজে পূজিত হইবেন।

* See "Future Church" in "Lectures in India" by K. C. Sen.

পূর্ব্ব সময়ে যাহা লইয়া ধর্ম্মের বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এ সমাজে তিষ্ঠিতে পারিবে না, অথচ তন্মধ্যে যে সত্য ছিল বলিয়া লোকে তৎপ্রতি মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই প্রকারে একেরই বিবিধ প্রকাশরূপে সমাদৃত হইবে। যে অভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে পৌত্তলিক হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী হইয়াছে, মহাজনপূজক হইয়াছে, সে অভাব পরিপূরণ করিয়া এই সমাজ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। (২) ঈশ্বরের প্রতি ও মানবের প্রতি প্রীতি এই ধর্ম্মসমাজের প্রধান লক্ষণ হইবে। এই প্রীতিই এই সমাজের সর্ব্বোচ্চ মত। সমগ্র হৃদয়, সমগ্র মন, সমগ্র আত্মা, সমগ্র শক্তিতে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে, জ্ঞানে, ভাবে, বিশ্বাসে, জীবনে ঈশ্বরের সহিত অখণ্ড যোগ সমুপস্থিত হয়, এবং মানবের চরিত্রে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। ভাবী সমাজে ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ প্রীতিবশতঃ পবিত্রতা ও সাধুতা সমুপস্থিত হইবে, কোন প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে আর ক্লেশ থাকিবে না। মনুষ্যের প্রতি ঈদৃশ প্রীতিতে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং গৃহসম্পর্কীয় সমস্ত সম্বন্ধ ঠিক হইয়া আইসে, এবং সকল প্রকারের পাপ তিরোহিত হইয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়। ভাবী সমাজে মানবগণের প্রতি ঈদৃশ প্রেম সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইবে, এবং সমুদায় পৃথিবীতে শান্তি কুশল সংস্থাপিত হইবে। (৩) ঈশ্বরের অনন্ত করুণা এই ভাবী সমাজের শুভ সংবাদ। যিনি পুণ্যময়, তিনিই করুণাময় পিতা। তাঁহার পুণ্য যেমন অনন্ত, করুণাও তেমনি অনন্ত। মনুষ্য তাঁহার নিকটে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইতে পারে, পাপ প্রলোভনে একেবারে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত করুণাময় ঈশ্বর কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কখন তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। পতিতগণের উদ্ধারে তাঁহার আনন্দ, তিনি সেই পতিত সন্তানগুলির অন্বেষণে আপনি ব্যস্ত। অমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকা বস্তুতঃ পরিত্রাণের শুভ সংবাদ। ধর্ম্মমত, ধর্ম্মসাধনপ্রণালী মন্দ নহে, কিন্তু পতিত নিরাশ পাপিগণের সম্বন্ধে উহারা কিছুই কার্য্যকর নহে। ঈশ্বরের অনন্ত করুণার উপরে আস্থা ভিন্ন পাপীর আর কোন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং বিশ্বাস করিতে হইতেছে, ভাবী সমাজ পুস্তক, মানুষ, কি অনুষ্ঠানাদিমধ্যে লোকের পরিত্রাণ অন্বেষণ করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত সর্ব্ববিজয়ী করুণা উহার ও পরিত্রাণের শুভ সংবাদ হইবে।

এইরূপ কথায় বক্তৃতার উপসংহার হয়:—ভাবী সমাজে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মবিবাদ পরিহার করিয়া এক হইবে; হিন্দুগণের শান্তভাবে অনন্ত মহান্ ঈশ্বরে স্থিতি, এবং মুসলমানগণের জগতের শাস্তা প্রতাপশালী ঈশ্বরের আদেশপালনে উৎসাহ, এ দুই ইহাতে মিলিত হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব যে বিশিষ্টরূপে এই সমাজের উপরে কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাবী সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে। এ কথা সত্য, এই সমাজ সমুদায়পৃথিবীতে অধিকার বিস্তৃত করিবে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মজীবনের গভীরতম স্থান হইতে উহার অভ্যুত্থান হইবে। গতবর্ষে ডাক্তার ম্যাক্লিয়ড (১) বলিয়াছেন, এ দেশের সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে; তাঁহার মতাদির সঙ্গে এক মত না হইতে পারিলেও, এ কথা একান্ত সত্য। অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক হইয়া ভারত এক অনন্ত পবিত্র ঈশ্বরের পূজা করিবে, ঈশ্বর ও মানবজাতির প্রতি অনুরাগ ও সেবা ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং ঈশ্বরের অনন্ত করুণা পরিত্রাণের উপায় বলিয়া তদুপরি একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিবে; কিন্তু এ সকল সম্যক্ জাতীয় ভাবে নিষ্পন্ন হইবে। সমুদায় জাতি এক-ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, এক ঈশ্বরের পূজা করিবে, বিশ্বাস ও প্রেম সকলেরই হৃদয়ে সঞ্চরণ করিবে, সকল জাতি ঈশ্বরের গৃহে মিলিত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই ক্রিয়ার প্রণালী বিশেষ ও প্রমুক্ত থাকিবে। সংক্ষেপতঃ ভাবে একতা থাকিবে, প্রণালীতে ভিন্নতা হইবে; এক দেহ হইবে, কিন্তু তাহার অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। একটি প্রকাণ্ড জনসমাজ থাকিবে, কিন্তু তাহার সভ্যগণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে কার্য্য করিয়া, সেই সমাজের উন্নতি বর্দ্ধন করিবে। ভারত ভারতীয় স্বরে, আমেরিকা ইংলণ্ড এবং অন্যান্য জাতি তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ স্বরে সঙ্গীত করিবে; কিন্তু সমুদায়ের স্বর মিলিত হইয়া, একতানলয় সঙ্গীতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব প্রখ্যাত হইবে।

---

(১) ১৮৬৮ খৃঃ, ২৪শে জানুয়ারী "Regenerating Faith" বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ৪৩১ পৃষ্ঠায় ২২।২৩ লাইন দ্রষ্টব্য।

১৮

অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি

প্রধান আন্দোলনকারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্তি

আমরা বলিয়াছি, ব্রহ্মার্চ্চনা, সাধন, ভজন, ব্রহ্মোৎসবাদিতে প্রমত্ত ব্রাহ্মগণের নিকটে নরপূজার আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারে নাই। জনসাধারণের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল জন কয়েক মৎসর লোক বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক, যাহাতে কেশবচন্দ্র অপদস্থ হয়েন, তাহার জন্য যত্নশীল হইল। আন্দোলনকারী দুইজন প্রচারকের মধ্যে প্রধান আন্দোলনকারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী 'কল্যকার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ' পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঈদৃশ ব্রতত্যাগ অবলোকন করিয়া যখন মিরার পত্রিকা আক্ষেপ করিলেন, তখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণপোষণাদি কর্ত্তব্য বলিয়া, আপনার বিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্তি সমর্থন করিলেন, এবং বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচারব্রত রক্ষা করিতে পারা যায়, এই যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাকে তদবস্থাতে প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই আন্দোলনের পর্য্যবসান বলিবার পূর্ব্বে, তদ্দ্বারা কেশবচন্দ্রের কীর্ত্তির যে কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহার নিদর্শনস্বরূপ লোকের তৎপ্রতি আগ্রহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

কেশবচন্দ্রের অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ ঢাকা হইতে নিমন্ত্রণ

বিগত উৎসব সপ্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছে যে, সাধারণ জনগণসমীপে কেশবচন্দ্র অগ্রেও যেমন সমাদৃত ছিলেন. তেমনই সমাদৃত রহিয়াছেন। অন্দোলনের প্রথম প্রথম একটা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল, কেন না এ দেশের কোন এক জন কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির ঈদৃশ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাওয়া কিছু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে; কিন্তু তাঁহার ক্রমিক ব্যবহার ও চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাধারনের চিত্ত সাম্যাবস্থা ধারণ করিল। কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবার প্রধান নিদর্শন এই যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রধান নগর ঢাকা হইতে কেশবচন্দ্রের

তথায় যাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ-আসিল। এ কথা সকলেই জানেন যে, আন্দোলনকারী প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ব্ববঙ্গে সমধিক সমাদৃত। তাঁহার কথায় সেই দেশের লোকেরই সমধিক চিত্তচাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইবার কথা। প্রথমে যে তাহা হয় নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তত্রত্য ব্যক্তিগণের মন স্বস্থ হইয়া আন্দোলনের অসারতা যে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যথা ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিমন্ত্রণ আসিবার কথা ছিল না। এ স্থলে এ কথাও বলা সমুচিত যে, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চিত্ত শান্ত হইয়া যথার্থ তথ্যদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে কেশবচন্দ্রের শান্তিপুরে পদার্পণ, এই ভাবপরিবর্ত্তননিমিত্তই ঘটিয়াছিল।

ঢাকা যাইবার পূর্ব্বে হুগলীতে দুটী বক্তৃতা ও বরাহনগরে ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা

ঢাকা যাইবার পূর্ব্বে ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৯ খৃঃ) সোমবার হুগলীতে "যথার্থ বিদ্যাশিক্ষা" বিষয়ে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী সোমবার হুগলী ক্যানিং ইনষ্টিটিউটে "চরিত্রসংগঠন" বিষয়ে কেশবচন্দ্র তত্রত্য লোকের অনুরোধক্রমে ইংরাজীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। ১৮ই ফাল্গুন (১৭৯০ শক; রবিবার; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৯ খৃঃ) বরাহনগরে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, ২৪শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ) শনিবার ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে সঙ্গে লইয়া তিনি ঢাকায় গমন করেন। ঢাকার প্রচারবৃত্তান্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্মৃতিলিপিতে পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (১) আমরা এ স্থলে কেশবচন্দ্রের দৈনিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

দৈনিক বিবরণ

(ঢাকা)

৬ই মার্চ্চ (১৮৬৯ খৃঃ) শনিবার—কলিকাতা ত্যাগ।

৮ই " সোমবার—ঢাকায় উপস্থিতি

(১) "পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার" অধ্যায়ের ২৮৯–২৯৪ পৃষ্ঠায় ঢাকার এই দ্বিতীয় বারের প্রচার-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

৯ই মার্চ্চ (১৮৬৯ খৃঃ) মঙ্গলবার—"ঈশ্বরের সহিত সাধারণ ও বিশেষ সম্বন্ধ" বিষয়ে কথা।
১০ই „ বুধবার—"একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ কর" বিষয়ে কথা।
১১ই „ বৃহস্পতিবার—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা।
১২ই „ শুক্রবার—"ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অভাব" বিষয়ে কথা।
১৩ই „ শনিবার—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে উপদেশ।
১৪ই „ রবিবার—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। "বিনয়" বিষয়ে উপদেশ।
১৫ই „ সোমবার—ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ।
১৬ই „ মঙ্গলবার—'সাধারণ ও বিশেষ বিধাতৃত্ব বিষয়ে কথা।
১৭ই „ বুধবার—'কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়' তদ্বিষয়ে কথা।
১৮ই „ বৃহস্পতিবার—'ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।
১৯শে „ শুক্রবার—হার্সেল সাহেব এবং অপরাপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।
২০শে „ শনিবার—ব্রহ্মোৎসবের জন্য প্রস্তুতি।
২১শে „ রবিবার—প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা, অপরাহ্নে ১টা হইতে ১০টা (রাত্রি) পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব।
২২শে „ সোমবার—এক জন বন্ধুর মৃত্যুর দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উপলক্ষে রমণায় উপাসনা।
২৩শে „ মঙ্গলবার—কিঞ্চিৎ অসুস্থতা।
২৪শে „ বুধবার—"সমাজ-সংগঠনের আবশ্যকতা" বিষয়ে কথা।
২৫শে „ বৃহস্পতিবার—'পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ' বিষয়ে কয়েকটি নির্দ্ধারণ বিবেচনার্থ সভা।
২৬শে „ শুক্রবার—"ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা।
২৭শে „ শনিবার—নবাবপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা।
২৮শে „ রবিবার—অপরাহ্নে ব্রাহ্মিকাগণকে উপদেশ। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণকে একত্রীকরণ এবং 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ' নামে সভা-সংগঠন বিষয়ে সভা।
২৯শে „ সোমবার—নর্ম্মালবিদ্যালয়পরিদর্শন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ। সায়ংকালে একটি বন্ধুর গৃহে উপাসনা।
৩০শে „ মঙ্গলবার—স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় ও ঢাকাকালেজ পরিদর্শন। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সমাজের দ্বিতীয় সভা। বিদায়সূচক বক্তৃতা।
৩১শে „ বুধবার—ঢাকা ত্যাগ।
৪ঠা এপ্রিল রবিবার—শান্তিপুরে "ধর্ম্মশাসন" বিষয়ে বাঙ্গালায় বক্তৃতা।

ইংলণ্ড হইতে একেশ্বরবাদী নরনারীর পত্র

এই সময় লণ্ডন নগর হইতে একটী একেশ্বরবাদিনী নারী পত্র লেখেন। তাঁহার পত্র এই দেখাইয়া দেয় যে, এখানকার আন্দোলন অতি শীঘ্র সে দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেও, তাহাতে তত্রত্য নরনারীর মন বিচলিত হয় নাই। তিনি এইরূপ পত্র লিখেন, "আমার নিকট ব্রাহ্মসমাজ ব্যাপারটি যে বিশেষ অর্থসূচক, তাহা, বোধ হয়, আরও এই কারণে যে, সুসভ্য দেশমাত্রে যে একমাত্র ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রবল হইতেছে, তাহার সহিত ইহার ভাবের ঐক্য আছে, এবং ইহার অবলম্বিত পক্ষ আমাদেরই পক্ষ।......আমার অন্তর ইহাকে এত দূর আপনার বলিয়া স্বীকার করে যে, যদিও নামটি অপ্রচলিত বলিয়া আমরা তাহা এখানে ব্যবহার করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস যে, ভিতরের ভাব ধরিতে গেলে আমিও এক জন ব্রাহ্মিকা; ইউরোপে ঈশ্বরবাদী যাহাকে বলে, আমি মনে করি, ইহা কেবল তাহারই নামান্তর।" এই সময়ে আর একটী নারী "মহাজন" (Great Man) ও "নবজীবনপ্রদবিশ্বাস" (Regenerating Faith) বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়া, ভূয়সী প্রশংসা-সূচক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। অধিকন্তু তৎকালে ইংলণ্ডে ওয়েকফিল্ডে "ব্যাণ্ড অব ফেথ" নামে যে একমাত্র ঈশ্বরের অর্চ্চনাজন্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার সংস্থাপক লেখেন, "আমাদের চিন্তা ও কার্য্য এক, এবং এই দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত আমি আপনার হস্ত ধারণ করিতেছি।"

মুঙ্গেরে চতুর্থ উৎসবে কেশবচন্দ্রের গমন

আমরা প্রচারের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া, কেশবচন্দ্রের প্রিয় মুঙ্গেরের উৎসবের জন্য তথায় গমন এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ২৫শে এপ্রেল (১৮৬৯ খৃঃ)রবিবার মুঙ্গেরের চতুর্থ উৎসব। প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্বয়ং কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন। "ঈশ্বরের পরিবার" বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্ণে সৎপ্রসঙ্গ ও প্রার্থনা হইয়া, পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া, সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতটে গিয়া সকলে উপস্থিত হন। এখানে প্রমুক্ত আকাশের নিম্নে, সুকোমল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, ভক্তমণ্ডলী প্রার্থিভাবে দণ্ডায়মান। স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রথমতঃ একটি প্রার্থনা করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়া, সে দিনে উৎসবকার্য্য

সমাধা করিলেন। মুঙ্গের যেরূপ কেশবচন্দ্রের প্রিয়, কেশবচন্দ্রও তেমনি মুঙ্গেরের প্রিয়। এখানে গিয়া তিনি যে উৎসব করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? এবার ইঁহাকে এখানে এক পক্ষ অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই কালের মধ্যে কি কি কার্য্য হয়, নিম্নলিখিত অনুবাদিত দৈনিক বিবরণে সকলে অবগত হইবেন।

দৈনিক বিবরণ—(মুঙ্গের)

২৪শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খৃঃ শনিবার—'ঈশ্বরের বিদ্যমানতা' বিষয়ে কথোপকথন।

২৫শে „ রবিবার—প্রাতঃকালের উপদেশের বিষয়, "ঈশ্বরের পরিবার"। সায়ঙ্কালে সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক (গঙ্গাতটে) গমন।

২৬শে „ সোমবার—কথোপকথন। বিষয়—'ভ্রাতৃত্ব'।

২৭শে „ মঙ্গলবার—কথোপকথন। বিষয়—'উদার সম্মিলন'।

২৮শে „ বুধবার—ব্রাহ্মসমাজে (উপাসনা) উপদেশ. 'নিশ্চিত শান্তির পূর্ব্বাভাস'।

২৯শে „ বৃহস্পতিবার—'ত্রিত্ববাদ এবং আমিই পথ, এই খ্রীষ্টধর্ম্মের মতের অর্থ কি, এক জন দেশীয় খ্রীষ্টান জিজ্ঞাসা করাতে তাহার উত্তর দান।

৩০শে „ শুক্রবার – কথোপকথন। বিষয়—'হৃদয়ে খ্রীষ্টের ভাবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি'।

১লা মে শনিবার—কথোপকথন। বিষয়—'খ্রীষ্টেতে কি প্রকারে বাস করা যায়'।

২রা „ রবিবার—ব্রাহ্মসমাজে (উপাসনা), 'তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মে শান্তিলাভ করিবে, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার' এই বিষয়ে উপদেশ। সায়ংকালে জামালপুরে উপাসনাসভা। 'সংসারে ও ধর্ম্মে অহঙ্কার' বিষয়ে উপদেশ।

৩রা „ সোমবার—একজন প্রাচীন দেশীয় খৃষ্টানের জিজ্ঞাসার উত্তর।

৪ঠা „ মঙ্গলবার—দেশীয় খৃষ্টানগণের সভায় গমন।

৫ই „ বুধবার—কথোপকথন। বিষয়—'খৃষ্টের ভাব'।

৬ই „ বৃহস্পতিবার—ব্রাহ্মিকাগণের জন্য উপাসনা। 'সমাগ্র প্রার্থনা' বিষয়ে উপদেশ।

৭ই „ শুক্রবার—একটি বন্ধুর স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে প্রার্থনা।

মাঙ্গালোর হইতে তাড়িতসংবাদপ্রাপ্তি ও পত্রপ্রাপ্তি

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই একটি আনন্দজনক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত মালবর উপকূলস্থ মাঙ্গালোর

নগর হইতে, নিম্নে অনুবাদিত তাড়িতসংবাদ (১) ১১ই মে (১৮৬৯ খৃঃ) সায়ংকালে তাঁহার হস্তগত হয়।

"বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি।

"আমি এবং আমাদের জাতির পাঁচ সহস্রের অধিক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছি, কারণ আমরা শূদ্র জাতি এবং ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সুশিক্ষিত হিন্দুগণ আমাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিতে চাহেন না; সুতরাং বিদ্যা বা ধর্ম্ম বিনা আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে ও তদবস্থাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। আমাদিগের সাহায্যার্থ আপনি এ স্থানে আসুন, না হয়ত আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করুন। এজন্য যাহা ব্যয় হইবে, আমরা তাহা নির্ব্বাহ করিব। প্রত্যুত্তরের জন্য কুড়িটী কথার মূল্য অগ্রিম দিলাম।

বিল আরাসা।"

এই তাড়িতসংবাদ-প্রাপ্তির পর সেখান হইতে শিক্ষিতগণের মধ্য হইতে যে পত্র সমাগত হয়, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, তত্রত্য শূদ্রগণই যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে উৎসুক তাহা নহে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও এই স্পৃহা বলবতী হইয়াছে। পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গদেশের যুবকগণের যে অবস্থা, মাঙ্গালোরস্থ যুবকগণেরও সেই অবস্থা। পত্রপ্রেরক লেখেন, "ইংরেজী শিক্ষায় অত্রত্য অনেক হিন্দু যুবকের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, এবং হয় তাহারা সংসারী, না হয় কপটী হইয়া পড়িয়াছে।"

সঙ্গতসভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা

এ সময়ে সঙ্গতসভা (২) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার কার্য্য

(১) ১৭৯১ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে এই তাড়িতসংবাদ দ্রষ্টব্য।

(২) ১৭৯১ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দেখা যায়, ৯ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খৃঃ) মঙ্গলবার, আচার্য্যভবনে, কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা মিলিত হইয়া, আত্মার গূঢ় অভাব ও ধর্ম্মসাধনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকলের আলোচনার জন্য একটী বিশেষ সভা স্থাপন করেন। ১২ই বৈশাখ, (২৩শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খৃঃ) শুক্রবার হইতে প্রতি শুক্রবার আচার্য্যভবনে এই সভার অধিবেশন হইবে স্থির হয়। সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়া হয় নাই। এই সভাই সঙ্গত সভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বলিয়া মনে হয়। কেন না, অতঃপর সঙ্গতের অধিবেশন কিছুকাল প্রতি শুক্রবারই হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। বাহিরে দুচারি জন বিদ্বেষী লোকের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু ভিতরে ভগবানের কার্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভগবান্ যাঁহার গৌরবের মূল, তাঁহার গৌরব খর্ব্ব করে কে? কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণের সমাদর কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর গ্রামে প্রচার

জ্যৈষ্ঠের অন্তিম সপ্তাহে (১৭৯১ শক) (জুন, ১৮৬৯ খৃঃ) খাঁটুরা বন্ধুগণের আহ্বানে কেশবচন্দ্র কয়েক জন ব্রাহ্ম সহ তথায় গমন করেন। ভগিনী কুমুদিনী ধর্ম্মের জন্য তীব্র নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া, খাঁটুরা গ্রাম ব্রাহ্মজগতে প্রসিদ্ধ। কুমুদিনী স্বর্গগতা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মানুরাগে সে দেশ প্রচ্ছন্নরূপে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্বে (১) লিখিত আছে, "এক সময়ে যে গ্রামে যে বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনিলে লোকে খড়্গহস্ত হইত, যে বাটীতে পুত্র পিতার স্নেহ দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া ত্যাজ্য পুত্রের ন্যায় পৈতৃক সম্পত্তিতে নিরাশ হইয়াছিলেন, যে জনৈক গৃহস্বামী এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য বর্ত্তমান নারীকুলের অলঙ্কারস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মিকা কুমুদিনীর প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পরিবার মধ্যে অবাধে ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও নামের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সেইখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাইয়া আধিপত্য স্থাপন করিল।" প্রথম দিন খাঁটুরার ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের পৈতৃক ভবনে বক্তৃতা হয়। গ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ ভদ্র অভদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবা, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বক্তৃতার বিষয়—"প্রকৃত মনুষ্যত্ব।" প্রথম বক্তৃতার পর এক দিন উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন, আর এক দিন "নীতি"বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা হয়। ইছাপুর গ্রামে বাবু সুরনাথ চৌধুরী নামক এক জন শিক্ষিত জমীদারের বাটীতে "মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব, ঈশ্বরের পিতৃভাব" বিষয়ে বক্তৃতা এবং গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবু সারদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ীতে "সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা ও ইছাপুর

(১) ১৭৯১ শকের ১লা আষাঢ়ের "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি গ্রামসমূহের জমীদার ও অপর সাধারণ লোক কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ ও তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে, তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং ভ্রাতা বসন্তকুমার দত্তের বিশেষ আগ্রহ যত্নে, ঐ প্রদেশে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার হয়। কয়েক দিন তথায় থাকিয়া, কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

১৯

ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান

আন্দোলনের তীব্রবেগ মন্দীভূত

কেশবচন্দ্র সত্যের সামর্থ্যের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান্। বিরোধী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিন্দা গান করিতেছে, সংবাদপত্রে তাঁহার দোষ কীর্ত্তন চলিতেছে, "নরপূজা" "মনুষ্যপূজা" শিরোনামে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পুস্তিকা প্রকটিত হইতেছে, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি কোন কালে এই সকল কথার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই, প্রবন্ধ পুস্তিকাদি স্পর্শও করেন নাই। কেশবচন্দ্রের নামে কোন একটি অপবাদ ঘোষণা করিলে কলিকাতা সমাজের আহ্লাদ, সুতরাং "তত্ত্ববোধিনী" সে সময়ে দু এক কথা বিরুদ্ধে না বলিয়া কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকিবেন; গতিকেই "নরপূজা" নামক এক খানি গ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়া "মনুষ্যপূজা" শিরোনামে উহাতে প্রবন্ধ (১) বাহির হইল। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সেই প্রবন্ধ খণ্ডন (২) করিল। অসত্য কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? উহার তীব্র বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। যাঁহারা এই আন্দোলনের মূল, তাঁহারা যে যথার্থ ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা পাকতঃ ও স্পষ্টতঃ আপনারাই বলিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী স্পষ্ট কথায় তাঁহার নিজ আচরণের প্রতিবাদ না করুন, কিন্তু তিনি তাঁহার বিষয়কর্ম্মস্থল মুঙ্গের হইতে 'ধর্ম্মতত্ত্বের' প্রবন্ধের উত্তরে জ্যৈষ্ঠমাসে যে পত্র লেখেন, তাহাতে "নরপূজা" অপবাদ যে অতিরঞ্জিত ব্যাপারমাত্র, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার পত্রের আন্দোলন-সম্বন্ধের অংশ ও তদুপরি 'ধর্ম্মতত্ত্বের' মন্তব্য (৩) উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সুস্পষ্ট

(১) ১৭৯১ শকের বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

(২) ১৭৯১ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৭৯১ শকের ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে পত্রখানি ও তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

বুঝিতে পারিবেন, 'নরপূজার' আন্দোলন কেবল সংশয় ও সাময়িক উত্তেজনা সমুৎপন্ন অসদ্ভাবের প্রকাশমাত্র।

যদুবাবুর পত্রের আন্দোলনসম্বন্ধের অংশ এবং তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বের মন্তব্য

যদু বাবুর পত্র—"আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলন-সম্বন্ধে আপনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ইহা প্রকাশ হইতেছে যে, আপনিও কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতার আচরণকে অন্যায় জ্ঞান করেন। কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন, কোন ব্রাহ্ম এরূপ বাক্য উচ্চারণ দ্বারা ঈশ্বরাবমাননা করিতে পারেন না। কিন্তু যেমন ঘোর সাংসারিককে আমরা বলিয়া থাকি, সে সংসারের পূজা করে, সেই ভাবে যাঁহারা মনুষ্যকে অযথা ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অসত্য প্রচার হয় নাই।"

ধর্ম্মতত্ত্বের মন্তব্য—এত দিন অসত্য প্রচার হইয়াছিল, এখন নরপূজার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া সেই দোষ সংশোধন করা হইল। যে ভাবে সংসারীদিগকে সংসারপূজক বলা যায়, যদি কেবল সেই ভাবে কেশববাবুর অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি নরপূজার দোষ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দেতে ভিন্ন আর কিছুতেই বিবাদের কারণ রহিল না। যাহা হউক, পত্রপ্রেরক এখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে, ঈশ্বরপূজা অথবা প্রকৃত পূজা যাহাকে বলা যায়, সে ভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ নরপূজা করেন নাই। তিনি ইহা জানিয়াও কেন নরপূজা কথা ব্যবহার করিয়া মিথ্যা প্রচার করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আর একটু সরলতা ও সত্যানুরাগ থাকিলে, "মনুষ্যের প্রতি অযথা ভক্তি" অথবা "গুরুভক্তি" এই মাত্র তিনি বলিতেন।

পত্র—"আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে, যেরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায়, সে প্রণালীতে মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করা, মনুষ্যের পদতলে অবলুণ্ঠিত হওয়া, তাঁহাকে 'প্রভু' বা 'দয়াল প্রভু' বলা, এ গুলি দ্বারা তাঁহাকে মনুষ্য-সমুচিত অধিকারের অতিরিক্ত অর্পণ করা হয়। গুরুতে এরূপ অতিরিক্ত অর্থাৎ অযথা আনুরক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা বা উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক, তাহা আমরা

অস্বীকার করি না; তাঁহাদের নিকট এরূপ উপদেশ গ্রহণ করা অন্যায় নহে—'মহাশয়! আমি কিরূপে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, কি করিলে ঈশ্বরকে পাইব, আমাকে বলিয়া দিউন।' কিন্তু সভা করিয়া যেরূপে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা যায়, সেই প্রকার শব্দে, ভাবে ও অবস্থাতে মনুষ্যকে সাহায্য দিবার জন্য যাচ্ঞা করা অবিধেয়। অতএব আমরা এই অভিলাষ করি, যে প্রণালী ও যে সকল বিশেষ বিশেষ শব্দ ঈশ্বরের প্রতি আমরা প্রয়োগ করি, তাহা তাঁহারই জন্য রাখা আবশ্যক, মনুষ্যকে তাহার অধিকার বা অংশ দেওয়া উচিত নহে। কৃতাঞ্জলিপুটে দীনহীন যাচকের ন্যায় মনুষ্য-সম্মুখে উপবেশন করত, 'হে দয়াময়' 'প্রভো' 'পরিত্রাতা' প্রভৃতি শব্দ অপ্রয়োজ্য। বাহ্যিক সম্মানের চিহ্ন যে হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক নমস্কার, গ্রীবা নমিত করিয়া মর্যাদা প্রকাশ অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, আমাদের দেশে যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই যথেষ্ট। সাষ্টাঙ্গে অবলুণ্ঠন কার্য্যটি অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল দেবতা ও ঈশ্বরের নিকট করেন, আমরাও তৎসীমা অতিক্রম করিব না। আমাদের কোন কোন ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াই, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।"

মন্তব্য—পত্রপ্রেরক এত দিন যে সকল ব্যাপারকে দোষ বলিয়া কয়েক জন ভ্রাতাকে দোষী করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তিনি এখন তাঁহার নিজের মত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মের পথে সাহায্য-প্রার্থনা, অপরের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই তিনটীকে তিনি নরপূজা বলিয়া প্রতিবাদ ও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং এই তিনটী অনুমোদন করাতে কি তিনি নিজে পৌত্তলিক ও নরপূজক হইলেন? এখন উভয় পক্ষের মত ও ভাবসম্বন্ধে এক প্রকার ঐক্য হইল; কেবল সর্ব্বাঙ্গে অবলুণ্ঠন ও দুই একটী শব্দ ব্যবহারে তাঁহার আপত্তি রহিল। বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বরে আমাদেরও অমত; ইহা কেবল সাময়িক উত্তেজনার ফল বটে।

পত্র—"আপনারাও তৎকালে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এখনও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে তাহার ন্যায্যান্যায্য ব্যক্ত করেন নাই, এখন তাহা আতিশয্য-দোষে দূষিত স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট

হইলাম। যদি আপনারা পূর্ব্বে এইরূপ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত মনোবেদনা এবং কলহ বিতণ্ডা হইত না।"

মন্তব্য—আমরা পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহা বলিতেছি। পত্রপ্রেরক বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রারম্ভে যদি আমাদিগের পরামর্শ লইতেন, আমরা এখন যাহা বলিতেছি, তখন তাহাই তাঁহাকে বলিতাম। কিন্তু তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্বে' না লিখিয়া, দোষ-ঘোষণার জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলেন। ভক্তির আতিশয্য-দোষ হইয়াছে, আমরা কখন বলি না, তৎপ্রকাশে অতিরিক্ত সাময়িক আড়ম্বর আছে, এই মাত্র আমরা লোকবিশেষে দেখিতে পাই; কিন্তু মনুষ্যভক্তি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিক না হইয়া বরং অল্পই লক্ষিত হইতেছে। ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণে বৃদ্ধি করা উচিত।

পত্র—"আমরা কেবল এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আপনারা এ কার্য্য-গুলিকে নিবারণ করেন, অর্থাৎ তাহা যে অন্যায়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন; তাহাতে কর্ণপাত না করায় আমরা পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।" *

এখন সকলে দেখিতে পাইবেন, যিনি সর্ব্বপ্রধান আন্দোলনকারী, তিনি আসিয়া কোথায় দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সহযোগী আত্মদোষ স্বীকার করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, কলুটোলাবাসী প্রাচীন ভক্ত ব্রাহ্ম বণিক্‌শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্র এবং কেশবচন্দ্রের তদুত্তর আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি

কেশবচন্দ্রকে ঠাকুরদাস সেনের পত্র

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

মহাশয় সমীপেষু

সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

ব্রাহ্মমণ্ডলী যে আপনাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছেন, মহাশয়ের তাহা অবিদিত নাই। কেহ বা আপনাকে কোপদৃষ্টিতে

* মুঙ্গেরে সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যে প্রথম উপাসনা ও উপদেশ হয়, তাহার মধ্যেই এ সকল অযথা আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবাদ ছিল: মন উত্তেজিত থাকাতে এই প্রতিবাদ আন্দোলনকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। (৪৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষণ্ণবদনে আপনার দিকে চাহিয়া আছেন। আপনকার বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয়েই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক নিরপেক্ষ লোকেও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, আপনার দ্বারাই নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইল, আপনার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিল, আপনার দ্বারাই অনেক ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান হইয়া গেল, এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী নেড়া নেড়ীর দল হইয়া উঠিল; আপনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইতেছিল, সেইরূপ দুর্গতিও হইল। প্রায় বৎসরাবধি এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। আপনার মৌনাবলম্বনই ইহার প্রধানতম কারণ। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, আপনকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বলা হইতেছে, সকলই সত্য; নতুবা আপনি নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছেন কেন? সত্য বটে, উপাসনাকালে ঈশ্বরসমীপে সময়ে সময়ে আপনি মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী কয় জন ব্রাহ্ম শুনিতে পান। সাধারণ সমীপে এতাবৎকাল আপনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে যে সাধারণের আপনার প্রতি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যদি বলেন যে, এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্যের আমি কি উত্তর দিব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরত আমার মনের ভাব সকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার ক্ষতি কি? সে কথা বলিলে চলিবে না। আপনি যে কিরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি আপনি জানেন না? সকল ব্রাহ্মের চক্ষুঃ যে আপনার উপরে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দুর্গতি অধিক পরিমাণে যে আপনার মতের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ যদি না হইত, তবে এ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। অতএব এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরদানে উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে সুস্থির করিবেন। এতৎসম্বন্ধে যদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন। ইহা নিশ্চয় জানি যে, এই পত্র লিখিয়া আমি আপনার হৃদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কাঁদাইয়া ছাড়িলাম। কিন্তু কি করি, উপায়ান্তর নাই। সাধারণসমীপে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বিনীত ভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, আমি নিজের

সন্দেহভঞ্জনার্থ মহাশয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধিত করিতেছি। সরলহৃদয়ে বলিতেছি, মহাশয়ের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতেছি, তন্মধ্যে মহাশয়ের হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত হইলাম।

প্রথম প্রশ্ন—মনুষ্য স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা হইতে পারেন কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মনুষ্যকে ভক্তি করা কত দূর সঙ্গত?

তৃতীয় প্রশ্ন— আপনার কি এরূপ বিশ্বাস যে, আপনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয়?

চতুর্থ প্রশ্ন—কোন কোন ব্রাহ্ম আপনার প্রতি যে প্রণালীতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, আপনি কি তাহার অনুমোদন করেন? যদি না করেন, তবে উহা নিবারণ করেন না কেন?

এই চারিটী বিষাক্তবাণে আপনার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিলাম, ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা
৯ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক।
(২২শে জুন, ১৮৬৯ খৃঃ)

অনুগত
শ্রীঠাকুরদাস সেন।

কেশবচন্দ্রের উত্তর দান

কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর (১) প্রদান করেন।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন
মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না; সে দুঃখ সময়ে সময়ে ঈশ্বরের নিকট ও ভ্রাতাদিগের নিকট অশ্রুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, আমি বহু দিন

(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

হইতে যাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিলাম, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে একহৃদয় হইয়া যাঁহাদের সঙ্গে জীবনের সকল কার্য্যে সম্বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে মনের কথা ও হৃদয়ের প্রীতি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহারা আমাকে মহাভয়ানক ও সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। একমাত্র পরিত্রাতা ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত উপাসনা, যাহা আমার বিশ্বাস ও জীবনের লক্ষ্য, তাহা বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। নিকটস্থ বন্ধুরা আমাকে এত দিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রভুত্ব অপহারক, পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক ও আত্মপূজা-প্রচারক বলিয়া অভিযোগ করিলেন! ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক পাপে তাঁহারা আমার জীবনকে কলঙ্কিত করিতে পারেন? বন্ধুরা ইহা অপেক্ষা আর কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন? এস্থলে ইহার প্রতিবাদই বা কিরূপে করি? বন্ধুদিগের নিকট এই ভয়ানক দোষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি অহঙ্কারী নহি, পিতার গৌরব আমি অপহরণ করি না, কোন্ মুখে তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিব? আবার যখন স্মরণ করি যে, তাঁহারা আমাকে অবিশ্বাস করেন, এবং আমার প্রতিবাদ শুনিয়াও তাঁহাদের প্রত্যয় নাই, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চিন্তাতেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি ভ্রাতারা আমার মত ও চরিত্র বাস্তবিক উক্ত দোষে দূষিত মনে করেন, করুন; যদি সে দোষ ঘোষণা করিতে চান, করুন। ঈশ্বরের নিকটে আমি এ বিষয়ে নিরপরাধী আছি, এই আমার যথেষ্ট; তিনি যদি আমাকে দোষী না করেন, মনুষ্যের মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত ভ্রাতাদিগের নিকট আমার এইমাত্র অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে আমি রাগ বা ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না তাঁহারা যে আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, কিন্তু আমার মত ও চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ সরল বিশ্বাস; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, সরল বিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রাখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি

তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ; তৃতীয়তঃ তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের সেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটী বিশেষ নিগূঢ় সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে. তদ্বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে ঘৃণা বা ক্রোধ বশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

আপনি যে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহার সদুত্তর-প্রদানে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশ বৎসর কাল বক্তৃতা ও পুস্তক দ্বারা সাধারণের নিকট এবং বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি; এখন কি আমার নিজের আবার ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে? এমন কি কোন বন্ধু নাই, যিনি এত দিন আমার নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন? যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না, এবং কেবল সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে এবং বন্ধুভাবে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি উহার যথোচিত উত্তর লিখিতে বাধ্য হইলাম।

১। ঈশ্বর পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা। মনুষ্য এবং জড় জগৎ পরিত্রাণ-পথে সহায় হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সাধু ব্যক্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের মহোপকার করেন, ঈশ্বরের সাহায্যে অতিশয় জঘন্য লোকদিগকে সত্যের পথে আকর্ষণ করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন, তাঁহারা কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন না। অনন্ত পুণ্য, দয়া ও শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

২। সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞানে যত দূর ভক্তি করা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও সাধুসেবা কদাপি দূষণীয় নহে, বরং উহা স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মানুরাগের অনিবার্য্য ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা তাঁহার একমাত্র অভ্রান্ত অবতার-জ্ঞানে ভক্তি করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ।

৩। আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর যে আমার অনুরোধে বা আমার পুণ্যগুণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন, আমার কখন এরূপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরলভাবে পরস্পরের-মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের সকলেরই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এবং সে প্রার্থনা ভক্তিসম্ভূত হইলেই দয়াময় পিতা তাহা সুসিদ্ধ করেন। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবং অপরাপর বন্ধুদিগকে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের হিতের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে এবং প্রত্যেক পাপীকে তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে আসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার দান করে, সে ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত স্থান পায় না।

৪। যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন, আমি কখনই তাহা অনুমোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি উহার উপযুক্ত নহি। লোকে যেরূপ আমাকে সাধুবাদ করেন, আমার হৃদয় সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি। বন্ধুরা আমার নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব কিছুমাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ; কেন না তিনি সামান্য নিকৃষ্ট উপায় দ্বারা অনেক সময় জগতের হিত সাধন করেন। সুতরাং বন্ধুগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কেবল দয়াময় ঈশ্বরেরই প্রাপ্য; তাহাতে আমার অধিকার নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অযোগ্য মন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়। আমার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরভক্তি ও সাধুতা আমার অপেক্ষা অধিক, এবং আমার পরিত্রাণের একটি বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর আমার বিবেচনায় অন্যায় ও অনাবশ্যক। প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক, বাহ্যিক লক্ষণের হ্রাস হইলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা-প্রকাশের আতিশয্য হইলে, অপরের অনেক অনিষ্ট হইতে পারে; এ জন্য উহা যত পরিহার করা যায়, ততই ভাল।

উল্লিখিত সম্মানসম্বন্ধে আমার অমত ও সঙ্কোচ আমি বার বার বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু বোধ করি, হৃদয়ের উত্তেজনাবশতঃ তাঁহারা

আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই, এবং আমার অনিচ্ছা জানিয়াও, তাঁহাদের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি যে স্পষ্ট অনুজ্ঞা দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই, কিম্বা কঠোর শাসন দ্বারা তন্নিবারণের চেষ্টা করি নাই, ইহার গূঢ় কারণ আছে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, এরূপ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দীর্ঘ কাল থাকিবে না। উহা হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল, সুতরাং ঐ উত্তেজনা ক্রমে স্থির হইলেই বাহিরের আতিশয্য-দোষ পরিমিত হইবে। যদি উহাতে বিশ্বাসের দোষ থাকিত, যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে অবতার অথবা মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য ঐ রূপ বাহ্য সম্মান করিতেন, তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি কখনই এ দোষে তাঁহাদিগকে অপরাধী মনে করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা কেবল নবানুরাগের প্রথম উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বাহ্যানুষ্ঠানের আতিশয্য-দোষে দোষী হইয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে ঐ বেগ সুস্থির হইবে, সন্দেহ নাই। এখনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধুদিগকে অধীন করিয়া অনুরোধ ও আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা আমার প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে উন্নত হন এবং ধর্ম্মের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে সত্যের পথে অগ্রসর হন, এই আমার ইচ্ছা এবং ইহা আমার তাবৎ শিক্ষা ও শাসনের নিয়ম। "এই কার্য্য কর, এই কার্য্য করিও না" আমি বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না; কি সত্য, কি ঈশ্বরের আদিষ্ট, ইহা সাধারণরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি, কেন না তদ্দ্বারা সকল অবস্থাতে মনুষ্য আপনা আপনি কর্ত্তব্য জানিয়া স্বাধীনভাবে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। এ নিয়মের অন্যথা আমি করিতে পারি না। কেন না আমার অনুরোধে যদি কেহ কোন কার্য্য করেন, আমি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী; সুতরাং এ অপরাধ হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, এবং এই জন্যই দৃঢ়তা সহকারে আমি সকল সময়ে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি। ইহাতে বন্ধুরা কখন কখন অপ্রসন্ন ও বিরক্ত হন; কিন্তু কি করি, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন

করিতেই হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে আমি স্পষ্টরূপে নিষেধ করি নাই বলিয়া যে আমি নিশ্চিন্ত আছি, তাহা নহে; সাধারণ রূপে উহার দোষ গুণ বুঝাইতে এবং উভয় পক্ষকে সদুপদেশ দিতে আমি ত্রুটি করি নাই, এবং আমি আশা করি, তাঁহারা আপনারা ক্রমে সত্যাসত্য বুঝিয়া ঈশ্বরের আদেশে সত্য পথ অবলম্বন করিবেন। যদি বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া তদনুরূপ বিশ্বাস ও কার্য্য না করেন, আমি সে জন্য কঠোররূপে তাঁহাকে নির্য্যাতন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস থাকিলেই আমার নিকট সকলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত ও সমাদৃত হন; অতিরিক্ত বিষয়ে, কাহারও ভ্রম বা অবিশ্বাস থাকিলে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, বরং নিকটে রাখিয়া ক্রমে তাঁহাকে সত্যের পথে আনিতে হইবে। বিশেষতঃ নিতান্ত দীনভাবে যাঁহারা আমাকে ভাই বলিয়া অনেক দিন হইতে আমার আশ্রয় লইয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্রয় এবং নিরুপায়, যাঁহারা অনুতপ্ত ও ব্যাকুলহৃদয়ে ধর্ম্মের কঠোর সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিদায় করিতে পারি না; তাঁহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ও সামান্য ভ্রম দূর করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নির্দ্দয়রূপে এমন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব।

ঈশ্বরপ্রসাদে সকল ব্রাহ্মভ্রাতা সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সত্যের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রসর হউন এবং শান্তি সম্ভোগ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ভ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র

এখন আমরা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র (১) উদ্ধৃত করিয়া নরপূজা আন্দোলনের উপসংহার করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েক জন ব্রাহ্ম

(১) পত্রখানি ১৭৯১ শকের ১৬ই আষাঢ়ের "ধর্ম্মতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য।

ভ্রাতার ভক্তিপ্রকাশে আতিশয্যদর্শনে ব্যথিত হইয়া, তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে (১৭৯০ শক) উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহপূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কার বৃদ্ধি হইতেছে। এ সমুদায় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ, এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে; অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময়ে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলনসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বিনীতভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ বিবাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাবের বিস্তার হয়।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কি না, তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে মনুষ্য-উপাসনা-দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গের ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে, কেবল বাহ্যিক কার্য্য এবং শব্দে আতিশয্য-দোষ আছে। তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বর, অথবা মুক্তিদাতা, অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে কোন মানুষের নিকটে প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না, তথাপি আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে

ভক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয়, ততই ভাল, কেন না তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন, যদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।

কেবল মুঙ্গেরে খৃষ্টসম্বন্ধে যে দুইটি সংগীত হইয়াছিল, তাহা আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু আমি শুনিলাম, ব্রাহ্মসমাজে ঐ সংগীত গান করা হয় নাই; সুতরাং উহা লইয়া আন্দোলন করা অপ্রয়োজন।

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন, তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই, বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেক বার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে ঐ রূপ সম্মান-প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এই টুকু ত্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম; এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন; তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই, এখন নিরর্থক ভ্রাতাদিগের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এত কাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য, সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথা পরিমাণে সম্মান করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের মতসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না;

কারণ সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া, দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন এবং বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ না করেন, এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। আমার হৃদ্গত বিশ্বাসসূচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে প্রকার ভয়ানক শুষ্কতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি-বিস্তারে যত্নশীল হইয়া, আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৫ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক (২৮শে জুন, ১৮৬৯ খৃঃ) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

"নরপূজা" সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" প্রবন্ধ

ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হইবার পর, 'নরপূজা' সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি, কেন না এতদ্দ্বারা এ সম্বন্ধে প্রধান প্রতিবাদকারী এক কেশবচন্দ্রেরই জন্য ব্রাহ্মগণ মধ্যে যে নরপূজা কদাপি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"আমরা অপবাদদান ও অপবাদখণ্ডনের উল্লেখ করিলাম, এখন এ সম্বন্ধে আমাদের মত কি, লিখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরারকে সকলেই জানেন, ইনি সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী। আমরা যে কখন পৌত্তলিকতাতে প্রশ্রয় দিব, ইহা একান্ত অসম্ভব। কোন সৃষ্ট মনুষ্য বা বস্তুর পূজা আমাদের চক্ষে অতীব ঘৃণ্য। চৈতন্যেরই পূজা হউক, আর উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের নেতারই পূজা হউক, উভয়ই সমান ঘৃণার্হ। কেশবচন্দ্রের পূজা করাতেও যে লাভ, একটি কুকুর বা এক খণ্ড প্রস্তর পূজা করাতেও সেই লাভ। এক জন ব্রাহ্মের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে নিন্দনীয়, কেন না এতদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত অধর্ম্ম হয়। অতএব যদি এমন কোন

ব্রাহ্ম থাকেন, আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী এবং পৌত্তলিক বলিয়া গণ্য করি। মধ্যবর্ত্তিতা বা অপরের জন্য পাপক্ষমাপ্রার্থনা, এ সম্বন্ধেও আমাদিগের আপত্তি অতীব প্রবল। যদি ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, কেশব বাবুর পাপক্ষমার প্রার্থনা ব্যতীত কোন ব্রাহ্ম পরিত্রাণ লাভ করিবেন না, অথবা কেশবচন্দ্র মধ্যবর্ত্তী হইয়া না দাঁড়াইলে ঈশ্বর সে ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, তাহা হইলে ঈদৃশ বিশ্বাস অব্রাহ্মোচিত বলিয়া এবং ঈশ্বরের কৃপাসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বিশেষ ভাব আছে, তাহার বিরোধী বলিয়া আমরা উহার প্রতিবাদ করি। প্রত্যেক ব্রাহ্ম, যতই কেন তিনি পাপী হউন না, দয়াময় পিতার সাক্ষাৎ নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন; এবং অপরের জন্য পাপক্ষমার প্রার্থনা ব্রাহ্মধর্ম্মের একান্ত অবিষহ্য। যদি কোন ব্রাহ্মের পক্ষে কেশব বাবুকে পাপক্ষমাপ্রার্থনাকারী বলিয়া পূজা করা অন্যায় হয়, তাহা হইলে কেশববাবু যদি আপনাকে পাপীদিগের পাপক্ষমাপ্রার্থনাকারিরূপে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তাহাও অপরাধকর। ধিক্ তাঁহাকে, যদি তিনি এরূপ কখন করেন, অথবা তাঁহার মনে ঈদৃশ ভাব পোষণ করেন! খ্রীষ্ট—যাঁহার পাদুকা-বন্ধনী চুম্বন করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন—তাঁহার মত উদ্ধারকর্ত্তা হইবার নিমিত্ত তিনি যদি উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, তাহা হইলে হয় তিনি ভ্রান্ত নির্ব্বোধ, না হয় তিনি চূড়ান্ত কপটী ও প্রবঞ্চক। আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাই বিশিষ্টরূপে দেখাইতেছে যে, অপবাদদাতৃদ্বয়ের ন্যায় আমরা চির দিন মনুষ্যপূজা বা মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তিত্বের ভীষণ বিরোধী। ইঁহারা যে অপবাদ দিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই অকল্যাণের উচ্ছেদ জন্য আমরা নিজে আহ্লাদের সহিত ইঁহাদিগের পৃষ্টপোষণ করিতাম। সৌভাগ্য ক্রমে এই অপবাদ মিথ্যা এবং যদি অপবাদদাতৃদ্বয় অধীর এবং উত্তেজিত না হইতেন, তাহা হইলে এ অপবাদ কখন উঠিত না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিছু দিন হইল, যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার যে কোন মূল নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। মূল ঘটনা এই, মনুষ্যপূজা, মতবিকার বা পৌত্তলিকতা ঘটে নাই; কিন্তু ভক্তিপ্রকাশের বাহ্যপ্রণালী ও কথার আতিশয্য ঘটিয়াছে। কোন কোন ব্রাহ্ম বন্ধু কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের প্রতি বাহিরে সমধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমতঃ কুরুচি, দ্বিতীয়তঃ

বাহ্যানুষ্ঠানপ্রিয়তা, তৃতীয়তঃ এমন সকল কার্য্য যাহাতে অনিষ্ট সাধন বা লোকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ কার্য্য সকল করার দোষে আপনাদিগকে দোষী করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সে সকলের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত নহি। আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালী অযথোচিত, অনিষ্টকর এবং জ্ঞানশূন্য। এক জন মানুষ যতই কেন ধার্ম্মিক হউন না, তাঁহার প্রতি 'পূজনীয়' 'নিষ্কলঙ্ক' 'দয়ালপ্রভু' 'পাপীর গতি' এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা দূষণীয় এবং অধিকমাত্রায় বাহ্যানুষ্ঠানপ্রিয়তাও দূষণীয়। যত শীঘ্র এ সকল ব্যবহার অন্তর্হিত হয়, ততই ভাল। কিন্তু এ সকল ব্যবহার ও ভাষার যতই কেন আমরা বিরোধী না হই, হৃদয়ে কাহারও পৌত্তলিক ভাব আছে, ইহা আমরা সর্ব্বথা অস্বীকার করি। যাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়রূপে এরূপ অপবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ করা হইয়াছে, আমরা যত দূর জানি, তাঁহারা এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের উপাসক। তাঁহাদিগের হৃদয় ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ। মঙ্গলময় পিতার আরাধনাতে তাঁহারা অতীব উৎসাহান্বিত; তাঁহাদিগের জীবন উচ্চ আধ্যাত্মিক; বলিতে পারা যায়, তাঁহারা প্রার্থনা ও ধ্যানে জীবন অতিপাত করেন; এবং দয়াময় পিতার গুণকীর্ত্তন ও স্তবস্তুতিতেই তাঁহাদিগের আমোদ। কথা বা ব্যবহারের কিছু কিছু আতিশয্য ঘটিয়াছে, এজন্য এ সকল ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসসম্বন্ধে দোষ আনয়ন করিতে আমরা সাহস করি না। এ সকল ব্যক্তির ভাব বা দৃঢ়-সংস্কারের বিরুদ্ধে লিখিতে সাহসী হইলে, আমরা আমাদিগের হাত কলঙ্কিত করিয়া ফেলিব; যদি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমরা পৌত্তলিকতার মিথ্যা অপবাদ মনে মনেও পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় মলিন হইবে। যথার্থই এ কথা ভাবিতেও আমাদের ক্লেশ হয়, যে সকল ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুগত দাস, বিশ্বাসী বিনয়ী এবং প্রেমিক, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে গিয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল কুরুচি এবং আতিশয্যনিবন্ধন মনুষ্যপূজার অপবাদে তাঁহারা অপবাদগ্রস্ত হইবেন। যে ব্রাহ্মদল পাপী এবং দীন হইলেও বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত, সেই ব্রাহ্মদল কেবল কি এক অতিশয়োক্তিমূলক ভ্রম জন্য মনুষ্যপূজক বলিয়া ঘৃণিত, নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইবেন? এরূপ মিথ্যাপবাদ সমূলে বিনষ্ট হউক। আমরা

আমাদের যাহা কর্ত্তব্য করিলাম, এখন সাধারণের বিচার করিবার বিষয়। আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাসে আমাদের লেখনী সংযত করিলাম যে, সমুদায় নিরপেক্ষচিত্ত সল্লোক, যাঁহাদিগের উপরে দোষারোপ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দোষনির্ম্মুক্ত করিবেন এবং পুণ্যময় ঈশ্বর অত্যাচরিত ব্যক্তিগণকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

"আন্দোলন" বিষয়ে উপদেশ

(১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯১ শক; রবিবার; ৩০শে মে, ১৮৬৯ খৃঃ)

আন্দোলন সময়ে কেশবচন্দ্র এই আন্দোলনকে কোন্ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত কেশবচন্দ্রের উপদেশটি (১) বিশিষ্টরূপে তাহা প্রদর্শন করিবে।

"জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশেই সময়ে সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে জনসমাজে আন্দোলন হইয়া থাকে। যখন জনসমাজ নিদ্রিত থাকে, কিংবা মানবমণ্ডলী পাপে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন দয়াময় পিতা পদাঘাত করিয়া সকলকে সচেতন করিয়া দেন। সকল বিষয়ে তাঁহার দয়া যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সম্বন্ধেও তাঁহার দয়া উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পায়। কেবল অবিশ্বাসনেত্রে দেখিলেই হৃদয় ভয়ে আকুল হয়, নিরাশা আসিয়া মনকে আক্রমণ করে। মঙ্গলময়ের অনন্ত দয়ার উপর বিশ্বাস করিয়া যদি দেখা যায়, তবে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ আন্দোলনে পরিণামে জনসমাজে অশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মসমাজে সময়ে সময়ে যে সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কি ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত দেদীপ্যমান দেখা যায় না? যখনই কোন বিশেষ অভাব বা দোষ আমাদিগের অনিষ্ট করিয়াছে, তখনই তাহা দূর করিবার জন্য একটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যে আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম ভ্রাতার মন আলোড়িত হইয়াছে, তাহা যে আমাদের মঙ্গলের জন্য এবং উহাদ্বারা যে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কতকগুলি বিশেষ অভাব মোচন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কে না স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের উপাসনা শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অনুষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই অনেকে

(১) ১৭৯১ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত।

ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কলহ বিবাদ ব্রাহ্মদিগের অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল, অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আধিপত্য করিতেছিল, নিরাশা আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে মুহ্যমান করিতেছিল; এমন কি, কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া উপাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছিলেন! পুত্রদিগকে এইরূপ সঙ্কটে পতিত দেখিয়া দয়ার সাগর পিতা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি অমনি ভক্তির মধুময় পথ সন্তানদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনেকে ঐ পথ অবলম্বন করিয়া স্বদোষ-সংশোধনে যত্নবান্ হইলেন এবং অহঙ্কার, অবিশ্বাস ও নিরাশা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থিতি করত যাঁহারা মৃত্যুর সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, ভক্তির পথে আসিয়া অনেকে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। এটী কল্পিত কথা নহে। অনেকেই স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"ভ্রাতৃগণ, বিনীত ভাবে বলিতেছি, ভীত হইও না, নিরাশার হস্তে মনকে সমর্পণ করিও না। কিয়ৎকাল অটল ভাবে থাকিলেই দেখিতে পাইবে, এই আন্দোলনের নিম্নতম প্রদেশে কিরূপ সুধার প্রস্রবণ নিহিত রাহয়াছে। সময়ে যে তাহা শতধা হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিও না। শরীরের রক্ত বিনির্গমন হইবার আবশ্যকতা হইলেই শরীরে ক্ষত রোগ প্রকাশ পায়,। আবার ঐ ক্ষতদ্বারা সমুদায় বিকৃত রক্ত বিনির্গত হইবামাত্র শরীর সুস্থতা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে যে যে দোষ রহিয়াছে, সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার জন্যই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; তাহা সংশোধিত হইলেই সমাজ শান্ত ভাব ধারণ করিবে এবং সবল ও সুস্থকায় হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তত দিন এইরূপ আন্দোলন চলিবে, যত দিন ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে, যত দিন ব্রাহ্মেরা আপন অভাব মোচন করিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে হৃদয় মনকে পবিত্র, উন্নত এবং প্রশস্ত করিতে না পারিবেন।

"ব্রাহ্মগণ, এখন তোমাদের কি হইয়াছে? সংসারের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া কেবল এক এক বার উপাসনা করা ভিন্ন আর কি হয়? আমরা সংসারের পদতলে হৃদয় মন প্রাণকে উৎসর্গ করিয়া তাহারই দাসত্ব করিয়া রহিয়াছি। কেবল সকলে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকি।

পিতার নাম করিবামাত্র যে পাপ তাপ ধ্বংস হয়, কৈ এরূপ বিশ্বাস ত আজও হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। সমস্ত দিন তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার নামকীর্ত্তন করিয়া সুখী হইবার জন্য যথোচিত আগ্রহ এবং লালসা কোথায়? তাঁহার জন্য সকল সুখ পরিত্যাগ ও সকল দুঃখ বহন করা যায়, এরূপ দৃষ্টান্তত আজও তোমরা দেখাইতে পার নাই। ঈশ্বরের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই বা কি করা হইয়াছে? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা এত দিনে দেশের অতি সামান্য উপকার করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মহাপাপসাগরের বক্ষে ব্রাহ্মসমাজ এক খানি ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় ভাসিতেছে, ঘোর পাপ অন্ধকারের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত গৌরব এখনও এ দেশে সম্যক্ রূপে প্রকাশ পায় নাই।

"এখন এই আন্দোলন দেখিয়া যেন আমরা ভয়ে ভীত না হই। সমাজ পরিত্যাগ করিয়া যেন পলায়ন না করি। আমাদের ঈশ্বর এখনও জীবন্ত জাগ্রৎ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে কেন আমরা নেতৃহীনের ন্যায় হতাশ হইব, তবে কেন আমরা চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইব? পিতা আমাদের দুর্দ্দশা দেখিতেছেন। পুত্রের বিপদে তিনি কি উদাসীন থাকিতে পারেন? কখনই না। দয়ার সাগর আমাদের দুঃখে কখন নির্দ্দয় হইতে পারিবেন না। এ সময় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষার সময় যাহাতে তাঁহার প্রদর্শিত ভক্তির পথে অটল ভাবে থাকিতে পার, তজ্জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি বল দিবেন। এ সময়ে স্বার্থপরবশ হইয়া কেবল নিজে নিজে অটল ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইবে না; অন্য ভ্রাতারাও যাহাতে বিপদসাগর হইতে রক্ষা পাইয়া ভক্তি-ভূমিতে আসিতে পারেন, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। একাকী আমরা কিছুই করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজ বিপদের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, এখন সকলে মিলিয়া সেই সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে সকলেই বাঁচিতে পারিবে, পলায়ন করিয়া

একাকী বাঁচিবার উপায় নাই। এখন আপনার প্রতি যেমন, সাধারণের প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল আপনার দিকে দেখিলে চলিবে না। সকলকে এক পরিবারস্থ মনে করিতে হইবে। এক জন ব্রাহ্ম ভক্তির পথ ছাড়িয়া গেলে যে কেবল তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা মনে করিও না; তাহার সর্ব্বনাশে আমাদেরও সর্ব্বনাশ, তাহার মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু, এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহ-সহকারে সকলের সঙ্গে যোগ রাখিয়া উন্নত হইতে হইবে, তবেই মঙ্গল; নতুবা দুঃখের সীমা থাকিবে না। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় যেন কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ না করেন, দ্বেষ হিংসা চরিতার্থ করিবার মানসে যেন কেহ এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ না করেন। এরূপ করিলে তিনি ব্রাহ্মনামে কলঙ্ক আরোপ করিবেন, ব্রাহ্মনামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না, ঈশ্বরের নিকটও অপরাধী হইবেন। যাঁহাদিগের সঙ্গে মতের অনৈক্য হয়, অগ্রে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা কোনরূপেই উচিত নহে। ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রণালীতে পাপীদিগকে উদ্ধার করেন, আমাদিগকেও তাহার অনুকরণ করিতে হইবে। তিনি দোষ দেখিলে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু অল্পে অল্পে স্নেহ দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন। যদি ভ্রাতাকে ক্ষমা করিতে না পার, তবে কোন্ মুখে পিতার নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা কর? নিজে কাহাকেও ক্ষমা করিব না, কিন্তু রাশি রাশি অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। এইরূপ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি গূঢ়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রার্থনা করি বলিয়া, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না, প্রার্থনার ফল দেখিতে পাই না, নিরাশ হইয়া পড়ি, ক্রমে ক্রমে দয়াময়ের উদার দয়ার প্রতিও অবিশ্বাসী হই। যদি পাঁচজন এ সময়ে প্রকৃতরূপে ভক্তির এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, তবে এই সকল অসদ্ভাব ক্রমে চলিয়া যায়; ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইতে থাকে।

"যাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম, যাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের মতের অনৈক্য হইয়াছে মনে করিতেছ, তাঁহাদের দোষ ঘোষণা না করিয়া, তাঁহাদের ভ্রম অপনয়নের নিমিত্ত

পিতার নিকট প্রার্থনা কর, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার কথা শুনিতেন, তবে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এত হৃদয়বেদনা সহ্য করিতে হইত না। এক্ষণে বিদ্বেষানল, যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আরও হৃদয়বেদনা পাইতে হইবে। কিছুদিন অবিশ্বাসের স্রোত হয়ত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে, সাধুভক্তদিগের অপবাদ ঘোষিত হইবে, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার প্রতি অনেকের সন্দিহান হইতে হইবে। নিজের বলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর যাইবে, নিজেই ব্রাহ্ম হইয়াছি, নিজের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতেছি, ঈশ্বরের আবার বিশেষ দয়া কি, একজনের প্রার্থনাতে কি অপরের উপকার হইতে পারে? দিন দিন এইরূপ নিজের গৌরবই প্রচার হইবে, এবং অহঙ্কারের ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবে। বাস্তবিক যাঁহারা এ সময় ঈশ্বরভক্তি ও ভ্রাতৃভাব ছাড়িয়া শুষ্ক অহঙ্কারী মনে মতের অনৈক্য উপলক্ষে কেবল পরস্পরকে নির্য্যাতন করিবেন, তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে।

"এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার নিজের কথা আর বলিতে পারি না। দশবৎসরকাল ক্রমাগত তোমাদের নিকট আমার মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছি, তবু কি পর্য্যাপ্ত হইল না? আমার যাহা হয়, তাহাই হইবে। আর যেন আমাকে অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে না হয়। এত দিনের পরে কি আমি বলিব যে, আমি 'একমেবাদ্বিতীয়মের' উপাসক, তিনিই এক মাত্র পাপীর পরিত্রাতা, মধ্যে আর কেহই নাই? এটীও কি আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বরের প্রভুত্ব অপহরণ করি নাই, আমি তাঁহার পরিত্রাণের ক্ষমতা হরণ করি নাই? ব্রাহ্মগণ, আমি কত বার তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি নিজে পাপী, নিজের পাপের জন্যই ব্যস্ত, অন্যকে কিরূপে পরিত্রাণ করিব? এতাবৎকাল আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিলাম, মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। এ সময়ে কি তোমরা কিছুই বলিবে না? তোমরা কি জান না, আমার মত ও বিশ্বাস কি, আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করি? আমি কি বিনীতভাবে তোমাদিগকে এত দিন প্রভু বলিয়া সেবা করি নাই? আমাদের পিতা পরম দয়াময়, তিনি পাপী তাপী দীন দুঃখী সকলকে নিকটে আসিতে অধিকার দেন এবং অত্যন্ত ঘৃণিত জঘন্য সন্তানেরও

প্রার্থনা শ্রবণ করেন। ভ্রাতৃগণ, আমি বার বার তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই দয়াময়ের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর এবং তাঁহার পবিত্র সহবাস সম্ভোগ কর। আর কাহারও দ্বারে যাইতে হইবে না। সেই একমাত্র পাপীর গতিকে ডাক। তাঁহারই চরণে পড়িয়া মনের সকল দুঃখ তাঁহাকে জানাও, তিনি তাহা দূর করিবেন। পতিতপাবন অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। এত স্পষ্ট করিয়া বারবার তোমাদিগকে এই সকল কথা দশ বৎসর ক্রমাগত বলিলাম, অবশেষে যাহা কখন বলি নাই, ভাবি নাই, সেই দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল, এত দিনের পর আমাকে এই হৃদয়ভেদী ভয়ানক অপবাদ সহ্য করিতে হইল!

"হে অন্তর্য্যামী দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার নিকটে ত মনের কথা কিছুই গোপন নাই। তুমি সর্ব্বসাক্ষিরূপে সকলই দেখিতেছ। আমি যদি কোন সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছা বশতঃ তোমার প্রভুত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার দাম্ভিক মনকে চূর্ণ কর। মধ্যবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদিত হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ কর, এবং অমঙ্গলের স্রোত অবরোধ কর। পিতা, লোকে আমার নামে যে ভয়ানক অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, তাহা যেন পরীক্ষা জ্ঞান করিয়া আমি শান্তভাবে বহন করিতে পারি। আমার শরীর মনকে লৌহবৎ কর, যেন আমি বিনা কষ্টে বন্ধুদিগের এই সমস্ত প্রবল আঘাত সহ্য করিতে পারি। পিতা, যাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কুটিলতার জন্য নহে, কেবল না বুঝিতে পারিয়াই আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভ্রম শীঘ্র দূর করিয়া দাও।

"আমরা সংসারপাশে পড়িয়া সম্মুখে অন্ধকার দেখিতেছি, কোথা যাই, বল। পিতা, সম্মুখে দশটি পথ প্রসারিত দেখিতেছি, কিন্তু একটী পথ ভিন্নত তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। সেই বিশ্বাসের পথ, তোমার প্রতি অচলা ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও। বিপথে গিয়া যে কত লোকে প্রাণ হারাইয়াছে। পিতা, সেই দুর্দ্দশা যেন আমাদের কাহারও না ঘটে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল পথেই যেন আমরা দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি।

যে পথে নিরাশা নাই, শুষ্কতা নাই, যে পথে তোমার দয়াই কেবল পাপীর গতি, যে পথে প্রেম ভক্তি ও আনন্দ সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয়া তোমার উজ্জ্বল সন্নিধানে আমাদের সকলকে লইয়া যাও। সকলকে শান্তি দাও, সকলকে তোমার চরণে স্থান দিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর। আমাদের উপর দিয়া যত ঢেউ যায় যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দেখ, পিতা, শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।"

আন্দোলনের মধ্যে কেশবচন্দ্রের স্থিরচিত্ততা ও নির্ভর

সত্যের প্রবল বাত্যায় মিথ্যা আন্দোলন অপসারিত হইয়া গিয়া, মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় কেশবচন্দ্রের চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। ঘোরতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাস বশতঃ কি প্রকার স্থিরচিত্তে অটলভাবে থাকিতে হয়, কেশবচন্দ্র সংবৎসর কাল তাহার দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইলেন। একাল মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন ও প্রার্থনা এবং উপদেশ ভিন্ন তিনি কাহার প্রতি অভিযোগ, অনুযোগ বা কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই; পত্রে, পত্রিকায়, প্রবন্ধে কত লোকে কত প্রকার তীব্র ভর্ৎসনা ও অন্যায় দোষারোপ করিয়াছে, সে সকল পাঠ বা তজ্জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ বা অশান্ত ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই। বন্ধুবর্গের সহিত এ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিয়া হৃদয়ের আবেগ মিটাইতেও কখন তাঁহাকে দেখা যায় নাই। যিনি ঈশ্বরকে বিনা আর কাহারও নিকটে সান্ত্বনা ভিক্ষা করেন না, সকল কথা ঈশ্বরের নিকট জানান, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন, তৎপ্রতি একান্ত আস্থাবান্, তাঁহার ঈদৃশ নিরুদ্বেগ, ঈদৃশ তূষ্ণীম্ভাব, বা আপনাতে আপনি স্থিতি আর বিচিত্র ব্যাপার কি? প্রায় বৎসরব্যাপী আন্দোলন থামিল, নিন্দাকারী ব্যক্তিগণের মুখ বন্ধ হইল, সত্যের জয় হইল, সূর্য্যপ্রকাশে অন্ধকারের ন্যায় মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। এই আন্দোলন কেশবচন্দ্রের বন্ধুবর্গের হৃদয়ে একটিও রেখাপাত করিতে পারে নাই, বৃথাপবাদ অপনীত হইল দেখিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠা

(৭ই ভাদ্র, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

আন্দোলনের অবসান, বিজয়কৃষ্ণের দ্বারা কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা আসিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির কণ্টকও দেখা দিল। মানুষের সাধ্য কি, এ সমুদায় কণ্টক উন্মূলন করে? স্বয়ং ভগবান্ বিবিধ উপায়ে উহাদের উন্মূলনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কণ্টক-নিচয়ের মধ্যে মিথ্যাপবাদদান একটি বিষদিগ্ধ কণ্টক। এত শীঘ্র সে কণ্টক সমূলে উৎপাটিত হইবে, কাহার মনে ছিল? স্বয়ং ঈশ্বর যাঁহার সম্বন্ধে কণ্টকশয্যা পুষ্পশয্যায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আত্মা মিথ্যাপবাদ-কণ্টকের ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত থাকিবে কেন? ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন নিজ দোষ বুঝিলেন, তখন কেবল আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন, তাহা নহে, যাহাতে আত্মকৃত অনিষ্ট আপনি নিবারণ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ উদ্‌যুক্ত হইলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে প্রকার বৃথাপবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটিবার কথা। অন্ততঃ তৎপ্রতি সন্দিহানচিত্ত থাকিলে পৃথিবীর লোকে কেশবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিত। গোস্বামীর চলচিত্ততা কেশবচন্দ্র যে জানিতেন না, তাহা নহে, অথচ তিনি তৎপ্রতি বিশ্বাস অর্পণ করিতে কোন সময়ে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিক কি, যিনি তাঁহার বিরুদ্ধে মর্ম্মাহতকর অপবাদ দিলেন, তাঁহারই দ্বারা (৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯১ শক) (১৮ই জুলাই, ১৮৬৯ খৃঃ) তিনি নিজ দ্বিতীয় পুত্রের (নির্ম্মলচন্দ্রের) জাতকর্ম্ম ও নামকরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করাইলেন। এ সকল কথা থাকুক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

কলিকাতা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের অবস্থা

আজ ছয় বৎসর (১) হইল, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ গৃহহীন হইয়া পথে পথে

---

(১) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গ্রহণ করাতে, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ শেষ হয়। (২০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসনাস্থান নাই। যিনি যেখানে পারিতেন, সেখানেই উপাসনা করিতেন। তাঁহারা যূথভ্রষ্ট মৃগশাবকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত ছিলেন। এরূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থানে এই ফল হইল যে, তাঁহারা যে কারণে যে উদ্দেশে কলিকাতা-সমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাহা লোকের মন হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। সুতরাং অনেকে মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতাসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই; তাঁহারা এরূপ করিয়া আপনাদের নাম গন্ধ বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবেন, তাহারই পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কি জন্য স্বতন্ত্র হইলেন, তাহা লোকের মনে জাগ্রত রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু উপাসনাগৃহের অভাবে উহাতে তত দূর কৃতকার্য্য হইলেন না। সময়ে সময়ে সভা, বক্তৃতা, উৎসব করিয়া তাঁহাদিগের বিশেষভাব কতটুকু লোকের স্মৃতিপথে রক্ষা করিতে পারা যায়! তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে মধ্যে মধ্যে এত মিথ্যা কথা উঠিত, তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট উপাসনাস্থানের অভাব। তবে যে তাঁহারা বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, ক্রমে তাঁহাদিগের ভাব জয়লাভ করিতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, এমন কি অনেক লোক তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতেছিলেন, তাহার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহই উহার কারণ।

মণ্ডলীগঠনের উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বরকৃপায় মন্দিরলাভ

ইঁহারা কেহই সম্পন্ন ছিলেন না, অনেকেই দীন দরিদ্র, অথচ ইঁহাদিগেরই উদ্যোগে অতি মনোহর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইল। মন্দিরে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া অবশিষ্টনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত সেখানে আর আজ পর্য্যন্ত উপাসনা হয় নাই। সময় উপস্থিত, যে সময়ে মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহহীন হইয়া যে ছয় বৎসরকাল উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পথে পথে ভ্রমণ করিলেন, সে দীর্ঘ সময় বৃথা অতিবাহিত হয় নাই; উহা তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইল। যখন মণ্ডলীগঠনের সময় পূর্ণ হইল, তখনই ঈশ্বর কৃপা করিয়া গৃহ দিলেন।

মিরারে মন্দিরের সহব্যবস্থান সম্পর্কে কয়েকটী কথা

এই সময়ে মিরার পত্রিকায় মন্দিরের সহব্যবস্থান সম্পর্কে এই কয়েকটী কথার উল্লেখ করেন:—

"সর্ব্বোপরি বন্ধুগণের একটি বিষয় সমধিক পরিমাণে বিবেচনা করা উচিত, এটি উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান। যদি তাঁহারা বৈষয়িকভাবে সমুদায় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করেন, এবং বিষয়িগণের হাতে মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহ রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় কলিকাতাসমাজের ট্রষ্টীগণ যে ভুল করিয়াছেন, ইঁহারাও সেই ভুল করিবেন, এবং বিরোধ বিচ্ছেদের বীজ বপন করিবেন। কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয়িগণের সভার হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা যেন অর্পিত না হয়; কিন্তু মণ্ডলীর কার্য্য সেই উপাসকমণ্ডলীর হস্তে থাকুক, যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও সহানুভূতি বশতঃ উপাচার্য্যগণের সাহায্যে কার্য্য করিতে উপযুক্ত। আমাদের ইচ্ছা এই, মন্দিরের কোন কার্য্য পার্থিব বা বৈষয়িক রীতিতে করা না হয়, উহার সমুদায় কার্য্যে যেন আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়। যাঁহারা উপাসকসভার সভ্য হইবেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই কথা বলি, যেন তাঁহারা এরূপ উদার, তেজস্বী ও আধ্যাত্মিক ভাবে পরস্পর মিলিত হন যে, মণ্ডলীর উন্নতিসাধন, দৃঢ়তাসম্পাদন ও মঙ্গলবর্দ্ধক কার্য্যসকল হৃদয় ও মনের সহিত করিতে পারেন।"

৭ই ভাদ্র উপাসনাপ্রতিষ্ঠাদিবসের কার্য্যপ্রণালী

৭ই ভাদ্র (১৭৯১ শক; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠাকার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইবে স্থির হয়:—

	আরম্ভ	শেষ
ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ ও উপাসনার নিয়মাদি পাঠ	৬॥০	৭
প্রাতঃকালের উপাসনা	৭	১০
প্রার্থনা ও ধ্যান	১২	১
পাঠ	১	২
আলোচনা	২	৪

	আরম্ভ	শেষ
সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন	৫	৬॥০
ব্রাহ্মগণের মণ্ডলীতে প্রবেশ	৬॥০	৭
সায়ঙ্কালের উপাসনা	৭	১০

ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধে নিয়মাবলী

ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধে এই সকল নিয়ম হয়ঃ—যে সকল ব্যক্তি নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন থাকিবে। যে সকল নারী উপাসনায় যোগ দিতে অভিলাষী, তাঁহারা আচার্য্যের নিকটে তদ্বিষয়ে অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাদিগকে কার্ড প্রদত্ত হইবে; সেই কার্ড সোপানের নিম্নে, তাঁহাদিগকে যাঁহারা সঙ্গে লইয়া আসিবেন, তাঁহারা প্রদর্শন করিলে, তাঁহাদিগকে উত্তরদিকৃস্থ বারাণ্ডাতে (গ্যালারীতে) স্থান দেওয়া যাইবে। পশ্চিম দিকের বারাণ্ডা (গ্যালারী) গায়কগণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যে সকল সঙ্গীত গান করা হইবে, আচার্য্য তাহা মনোনীত করিয়া দিবেন। প্রত্যেক উপাসক এক এক খানি সঙ্গীতপুস্তক সঙ্গে আনয়ন করিবেন। প্রাতঃকালের উপাসনার পর মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হইবে।

উপাসকমণ্ডলীর সভা আহ্বান

মন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, ৫ই ভাদ্র (১৭৯১ শক; ২০শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) শুক্রবার ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার নিয়মাদি অবধারণ জন্য কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে উপাসকমণ্ডলীর সভা হয়। এই সভা যে উদ্দেশ্যে আহূত হয়, তাহা এই কয়েকটী কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে:—ব্রাহ্মসমাজ চল্লিশ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত একটী নিয়মিত মণ্ডলী সংগঠিত হয় নাই। স্থানে স্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সপ্তাহে সপ্তাহে ঐ সকল সমাজে নিয়মিতরূপে উপাসনাও হইয়া থাকে, এবং উপাসনায় অনেকে বিশেষ উপকারও লাভ করেন; কিন্তু একটী মণ্ডলী, একটী পরিবার, সকলের মঙ্গলে প্রতিজনের মঙ্গল, কাহাকেও ছাড়িয়া ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় নাই, আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণের মধ্যে এ সকল কথা উঠে নাই। এখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল,

উপাসকগণকে মণ্ডলীবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং যাহাতে সেই পরিবার ও মণ্ডলী সংস্থাপিত হয়, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণের জন্য এই সভা আহূত হয়।

মণ্ডলীগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে মিরারের উক্তি

এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি, লক্ষণ কি, তৎকালের মিরার এইরূপে তাহা ব্যক্ত করেন:—"উপাসকমণ্ডলীর প্রধান লক্ষণ কি, তৎসম্বন্ধে এই দুইটি বিষয় আমাদিগের বন্ধুগণকে আমরা ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি:—প্রথমতঃ, পরস্পরের দোষসংশোধন এবং বিশ্বাস, সাধুতা ও পবিত্রতা বর্দ্ধন ও পোষণ করিবার জন্য নীতি ও ধর্ম্মসাধনবিষয়ে সুদৃঢ় প্রণালী স্থাপন, এবং দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য এবং উপাসকমণ্ডলী, এ উভয় মধ্যে বিশ্বস্ততা সহকারে সেবাবিনিময়। সমাজমধ্যে ঈদৃশ নৈতিক শাসন এবং প্রবল সামাজিক মতামত প্রকাশ চাই যে, উহার সভ্যগণ, যত দূর সম্ভব, পরস্পরের শাসনবশতঃ শাঠ্য, মদ্যপায়িতা, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার, কপটতা, উপাসনাহীনতা, এবং সংসারিত্ব হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন; এবং পরস্পরের প্রেম, সহানুভূতি ও সম্ভ্রমে বিশ্বাস ও দেবভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারেন এবং সেই সুখী এবং সাধু পরিবার হইতে সমর্থ হন, যে পরিবার ঈশ্বরেতে নিত্য আনন্দিত এবং ভ্রাতৃপ্রেমের স্থায়ী পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ। তাঁহারা গৃহেই থাকুন, আর উপাসনা-ভবনেই থাকুন, সংসারের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুন, আর ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিষয়ের অনুসরণেই প্রবৃত্ত থাকুন, এক আধ্যাত্মিক শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ নিয়তকাল রক্ষা করিবেন। আচার্য্যের সম্বন্ধে কথা এই যে, উপাসকমণ্ডলীর সহিত তাঁহার প্রভুসম্বন্ধ হইবে না, সেবকসম্বন্ধ হইবে। যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে সেবা করা, তাঁহাদিগের অভাব মোচন করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার এ কথা বিশ্বাস করা উচিত যে, তিনি তাঁহার সেবাকার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জীবন দ্বারা তিনি উপাসকমণ্ডলীর উপরে এমন একটি প্রভাব বিস্তার করিবেন যে, তাঁহারা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে আকৃষ্ট হইবেন। যে পরিমাণ হউক না কেন, অহঙ্কার ও অভিমান তাঁহাকে পথপ্রদর্শকত্বপদের অনুপযুক্ত করিবে। তাঁহার কার্য্যভার থাকা না থাকা তাঁহার সেবকোচিত

বিনয়ের উপরে নির্ভর করে। যে পরিমাণে তাঁহাতে ভ্রাতৃপ্রেম আছে, এবং উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উদ্বেগ ও প্রাণগত যত্ন আছে, সেই পরিমাণে তিনি আপনার পদে ঠিক আছেন, সপ্রমাণ করিবেন। অহঙ্কার বশতঃ তাঁহাদিগকে তাঁহার বাহ্য ক্ষমতার অধীনতায় বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে তিনি যত্ন করিবেন না, কিন্তু বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের উপরে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবেন। তিনি আপনার সম্ভ্রম আত্মাবমাননামধ্যে অন্বেষণ করিবেন, এবং প্রেমের ক্ষমতা তাঁহার ক্ষমতা হইবে।"

কলুটোলা হইতে পদব্রজে গমন করিয়া নবীন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ

৭ই ভাদ্র (১৭৯১ শক ; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) (১) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্মভ্রাতা কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে সমবেত হইলেন। সেখানে একটী প্রার্থনা হইয়া, সকলে নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবে পদব্রজে নবীন ব্রহ্মমন্দিরাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চালনে চলিলেন। তাঁহারা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে গৃহ পূর্ণ। ক্রমে ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া স্বীয় স্থান পরিগ্রহ করিলেন। অদ্যকার পবিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই সোৎসুকনয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাসম্পর্কীয় নিয়ম

প্রথমতঃ "পিতঃ খোল দ্বার" এই সঙ্গীতটি হইল। পরিশেষে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, এবং রাধাগোবিন্দ দত্ত এই তিন জন পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও উর্দ্দু এই তিন ভাষাতে নিবদ্ধ নিম্নলিখিত ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাসম্পর্কীয় কয়েকটি নিয়ম পাঠ করিলেন :—

"অদ্য সপ্তদশ একনবতি শকাব্দে, ৭ই ভাদ্র, রবিবাসরে, এতদ্দ্বারা আমি সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, এই গৃহ ও এতৎসংক্রান্ত ভূমিখণ্ড, যাহার সীমা নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নামে আখ্যাত হইল :—যথা, দক্ষিণদিকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট (২) নামক রাজপথ, পূর্ব্বদিকে

(১) ৭ই ভাদ্রের উৎসবের বিবরণ ১৭৯১ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, "কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট" নাম হইয়াছে।

বিনয়ের উপরে নির্ভর করে। যে পরিমাণে তাঁহাতে ভ্রাতৃপ্রেম আছে, এবং উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উদ্বেগ ও প্রাণগত যত্ন আছে, সেই পরিমাণে তিনি আপনার পদে ঠিক আছেন, সপ্রমাণ করিবেন। অহঙ্কার বশতঃ তাঁহাদিগকে তাঁহার বাহ্য ক্ষমতার অধীনতায় বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে তিনি যত্ন করিবেন না, কিন্তু বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের উপরে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবেন। তিনি আপনার সম্ভ্রম আত্মাবমাননামধ্যে অন্বেষণ করিবেন, এবং প্রেমের ক্ষমতা তাঁহার ক্ষমতা হইবে।"

কলুটোলা হইতে পদব্রজে গমন করিয়া নবীন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ

৭ই ভাদ্র (১৭৯১ শক ; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) (১) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্মভ্রাতা কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে সমবেত হইলেন। সেখানে একটী প্রার্থনা হইয়া, সকলে নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবে পদব্রজে নবীন ব্রহ্মমন্দিরাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চালনে চলিলেন। তাঁহারা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে গৃহ পূর্ণ। ক্রমে ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া স্বীয় স্থান পরিগ্রহ করিলেন। অদ্যকার পবিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই সোৎসুকনয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাসম্পর্কীয় নিয়ম

প্রথমতঃ "পিতা খোল দ্বার" এই সঙ্গীতটি হইল। পরিশেষে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, এবং রাধাগোবিন্দ দত্ত এই তিন জন পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও উর্দ্দু এই তিন ভাষাতে নিবদ্ধ নিম্নলিখিত ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাসম্পর্কীয় কয়েকটি নিয়ম পাঠ করিলেন :—

"অদ্য সপ্তদশ একনবতি শকাব্দে, ৭ই ভাদ্র, রবিবাসরে, এতদ্দ্বারা আমি সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, এই গৃহ ও এতৎসংক্রান্ত ভূমিখণ্ড, যাহার সীমা নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নামে আখ্যাত হইল :—যথা, দক্ষিণদিকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট (২) নামক রাজপথ, পূর্ব্বদিকে

---

(১) ৭ই ভাদ্রের উৎসবের বিবরণ ১৭৯১ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, "কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট" নাম হইয়াছে।

শ্রীকালীচরণ সোম ও শ্রীমহেন্দ্রলাল সোমের ভূমি, উত্তর দিকে শ্রীভোলানাথ মিত্র ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ, এবং পশ্চিম দিকে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ। অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের ব্যবহারার্থ, এই গৃহে সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে, এই গৃহে একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ, ঈশ্বরজ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার-জ্ঞানে, এখানে পূজিত হইবে না; এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে প্রার্থনা স্তব বা সঙ্গীত হইবে না, কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন, যাহা সম্প্রদায়বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষঘটনাস্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না; এখানে আহার পান ও কোন প্রকার আমোদ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে, তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ, যাহা সম্প্রদায়বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে না; কিন্তু কোন পুস্তক, যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যান, কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিবে না। যদ্দ্বারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ ও অবস্থা-নির্ব্বিশেষে এক পরিবারে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকেরা আপনাদের ও সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে এখানে উপাসনা করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

নিয়মপাঠানন্তর উৎকৃষ্ট পার্চমেণ্টে লিখিত বঙ্গীয় নিয়মপত্রখানি কড়ির বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া গৃহের মেজের নিম্নে স্থাপিত হইল।

প্রাতঃকালীন উপাসনা

অনন্তর প্রাতঃকালীন উপাসনারম্ভ হয়। শ্বেত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কেশবচন্দ্র বেদীতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখশ্রী উৎসাহে পূর্ণ, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের করুণারসে আর্দ্র। উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবায়ু বহমান। আজ উপদেশে (১) অন্য কোন কথা নাই, কেবল পরম পিতার করুণার কথা। যত উপদেশ হইতে লাগিল, "তত বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদায় উপাসকের হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রবলতার সহিত প্রজ্বলিত হইয়া শতধা বিকীর্ণ হইতেছে। যখন কতকগুলি ভ্রাতা সেই সমুদায় হৃদয়ভেদী বাক্যে উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অনেকানেক ধীরপ্রকৃতি প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মেরাও অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে যখন অন্তরের পরিপূর্ণ ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যখন সম্মুখস্থ আচার্য্যের নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতামিশ্রিত আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উৎসাহপূর্ণ মুখশ্রীতে স্বর্গীয় উৎসাহের জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছিল, সে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, যেন কলিকাতা নগর ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তিতে—বিশাল বিক্রমে টলমল করিতেছে। বক্তৃতার অগ্নিময় বাক্য সকল যেন বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ঈশ্বরবিদ্রোহী মনুষ্য-দিগকে বিকম্পিত করিতেছিল।" (১৭৯১ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব) এ দিনকার উপাসনা উপদেশাদির আভাসও যাঁহাদিগের স্মরণে আছে, তাঁহারা এ সকল বাক্যকে কখন অত্যুক্তি মনে করিবেন না। কেশবচন্দ্রের মুখ-বিনিঃসৃত কথাগুলি যুবক বৃদ্ধের হৃদয় স্পর্শ করিয়া এমনই তাঁহাদিগের ভাবোচ্ছ্বাস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছিল যে, ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ভাদ্রের) ভালই বলিয়াছেন—"এক এক বার মনে হইতে লাগিল, যেন অদ্যই এই সকল নব্য যুবকেরা বজ্রনিনাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মন্দির হইতে উন্মত্ত ধর্ম্মবীরের ন্যায় বহির্গত হইবে।" বস্তুতঃ এ কথা সত্য, "তৎকালের ভাব লিখিতে

(১) অদ্যকার দুই বেলার উপদেশ উৎসবের বিবরণ মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্যের উপদেশেও নাই। বোধ হয়, তখন তাহা লিখিত হয় নাই।

এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে সময়ে অনেকানেক পাষাণতুল্য হৃদয় হইতেও ভক্তিরস উথলিয়া উঠিয়াছিল।" উপাসনান্তে সঙ্কীর্ত্তন ও দানসংগ্রহ হইল।

মধ্যাহ্নে কাঙ্গালিদিগকে বস্ত্র ও অর্থদান

বিশ্রামার্থ যে দুই ঘণ্টা কাল ছিল, তদবসরে দুঃখী বৃদ্ধ অন্ধ আতুর ও ভিক্ষুক ইত্যাদি তিন শতাধিক কাঙ্গালিকে নূতন বস্ত্র ও বহুসংখ্যককে পয়সা বিতরিত হয়।

লোকসংখ্যাধিক্যে মন্দিরের প্রশস্ত গৃহেও স্থানাভাব

উপাসনার জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মিত হইল, অথচ লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্থানাভাবে সকলকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। গাত্রে গাত্রে স্পর্শ করিয়া লোক দণ্ডায়মান হওয়াতে ঈদৃশ গ্রীষ্মতাপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তির সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া ক্ষণিক উপাসনা-কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছিল।

২১ জন যুবার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

ধ্যান প্রার্থনাদি সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে, সায়ঙ্কালীন উপাসনারম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ২১ জন যুবা (১) ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনাদের বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন:—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ	শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য
" " লালমোহন সেন	" " সারদাকান্ত হালদার
" " ভৈরবচন্দ্র দাস	" " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
" " অনাথবন্ধু গুহ	" " জগচ্চন্দ্র দাস বি,এ
" " শ্রীনাথ দত্ত	" " হরচন্দ্র রায়
" " বসন্তকুমার বসু	" " রজনীনাথ রায়
" " মহিমচন্দ্র দত্ত	" " কৃষ্ণবিহারী সেন, এম, এ
" " কালীকিশোর দাস	" " নন্দকুমার রায়
" " মোহিনীমোহন বসু	" " জগচ্চন্দ্র সরকার
" " হরমোহন বিশ্বাস	" " নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	

(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে যুবকগণের নাম দ্রষ্টব্য।

দুদিন পূর্ব্বে (৫ই ভাদ্র) কেশবচন্দ্রের গৃহে যে সভা হয়, তাহাতেই এরূপ স্থির হয় যে, উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইতে গেলে, তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

"আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলাম। করুণাময় ঈশ্বর আমার সহায় হউন।" ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশার্থ এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করা ঐ সভায় ব্যবস্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থানুসারে ২১টি উৎসাহী যুবা সভ্য হইলেন। কেশবচন্দ্র এই সকল যুবাকে, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কি, বিশিষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথা তাঁহাদিগের হৃদয়কে এমনই স্পর্শ করিল যে, তাঁহাদিগের এক জন অশ্রুপাত করিতে করিতে একটী প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দুইটি মহিলারও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

এই যুবকগণ ব্যতীত দুইটী মহিলা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েন।

সায়ংকালে উপাসনা

আজ প্রাতঃকাল হইতে সায়ঙ্কাল পর্য্যন্ত লোকসংখ্যার আধিক্য কিছুমাত্র অল্প হয় নাই। সায়ঙ্কালে সংখ্যা আরও স্ফীত হইয়া উঠিল। জনসমাবেশ অতি কষ্টকর হইলেও, অতিস্থিরভাবে সকলে উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থিত রহিলেন। প্রেম ও উদারতা বিষয়ে সায়ঙ্কালে উপদেশ হয়।

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলের আশা

আজ হইতে মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সকল সমাধা হয় নাই। উৎসবের ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে দিবা রজনী পরিশ্রম করিয়া উহার বহুল অবশিষ্ট কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, অথচ এখনও মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন জন্য অনেক কার্য্য করিতে হইবে। মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠাব্যাপারে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হইল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং 'ইংলিসম্যান' অতীব উদারভাবে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করিলেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইংলিসম্যান এ প্রকার আশা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে—এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতে একটী মণ্ডলী স্থাপিত হইল,

এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্য দিন দিন প্রকাশ পাইবার উপায় হইল। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" মতে—ব্রাহ্মগণ এত দিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদিগের মতগুলি অতি সুমিষ্ট ও বিশদ হইল, উপাসনাদি মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্দ্র বিগত আট নয় বর্ষ যাবৎ স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে যে পরিশ্রম করিলেন, তাহা সফল হইল।

২১

ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল; সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাকার্য্য চলিতে লাগিল। উৎসবসময়ে যে জনসমাগম হইয়াছিল, উহা অক্ষুণ্ণ রহিল। মেহগনিকাষ্ঠনির্ম্মিত অতি সুন্দর বেদী এবং আচার্য্যের পুস্তক রাখিবার নিমিত্ত এক খণ্ড প্রস্তর লাজারস্ কোম্পানী দান করেন। বেদীর উপরিস্থ কার্পেটের মনোহর আসনখানি সিন্দুরিয়াপটীর মল্লিক পরীবারস্থ একটী মহিলা স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রের সুদীর্ঘ সুন্দর গৌরতনু বেদীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া যখন আসনোপরি উপবিষ্ট হইত, তখন উহাই এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ দান করিতেন, আমরা তাহার কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি; ইহা দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য কি প্রকার যথাযথক্রমে আরম্ভ হইয়াছিল।

"ব্যাকুলতা"

(১৪ই ভাদ্র ১৭৯১ শক ; রবিবার; ২৯শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

৭ই ভাদ্র (১৭৯১ শক) রবিবার (২২ আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) মন্দিরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। পর রবিবার (১৪ই ভাদ্র) 'ব্যাকুলতা' বিষয়ে (১) উপদেশ হয়। ব্যাকুলতা ধর্ম্মচেষ্টার মূল, সুতরাং উহাই প্রথম উপদেশের বিষয় হইল। এই উপদেশের মর্ম্ম অল্প কথায় এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :—শরীরের যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত, কেহ অন্ন পানের জন্য যত্ন করিত না, সকলেই জড় ও অলস হইয়া জীবন অতিবাহিত করিত, কিন্তু দৈহিক ক্ষুধা

---

(১) ১৭৯১ শকের ১লা আশ্বিনের "ধর্ম্মতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য। ব্যাকুলতা, বিনয়, বিশ্বাস, ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর রাজা ঈশ্বর পরিত্রাতা পর পর এই ছয়টী উপদেশ হয়। এই উপদেশগুলি কেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেন তৎকালে লিপিবদ্ধ করেন

তৃষ্ণা আছে বলিয়া লোকে যত্ন করে, পরিশ্রম করে, জনসমাজের বিবিধ উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, আত্মারও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। যদি আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত, তাহা হইলে কেহই উপাসনা ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মালোচনা ধ্যান ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইত না। বুদ্ধি বিচার করিয়া কেহ শরীরপোষণের জন্য অন্ন পান গ্রহণ করে না, তর্ক বিচার যুক্তি করিয়া কেহ আত্মার পুষ্টিসাধনের উপায় অন্বেষণ করে না। কি শরীর, কি আত্মা, উভয়ই ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ অন্ন পান সংগ্রহ করে। শরীরের ক্ষুধামান্দ্য হইলে যে প্রকার উহা অসুস্থ হয়, অন্নপানগ্রহণে রুচি থাকে না, আত্মা বিকারগ্রস্ত হইলে সেইরূপ ধর্ম্মক্ষুধা মন্দ হইয়া থাকে। আত্মা বিকারগ্রস্ত হইলে তন্নিবারণ জন্য উপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে আত্মার অসাড়তা দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হয়, চৈতন্য হইলেই পাপের যন্ত্রণাবোধ হয়, এবং ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা অনুভূত হইয়া থাকে। এই ব্যাকুলতা হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ, ইহাই সমুদায় ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উত্তেজক। পরিত্রাণপথে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। সহস্র প্রকার সাধন ভজন করিলেও যদি ব্যাকুলতা না থাকে, কিছুই ফলোদয় হয় না। যদি ব্যাকুলতা থাকে, সহজে প্রার্থনা পূর্ণ হয়। যাহার ব্যাকুলতা আছে, সে কি কখন প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে? যত ক্ষণ না তাহার আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে, তত ক্ষণ সে ঈশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে। যাহারা সংসারভোগে মত্ত, তাহাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা মন্দ হইয়াছে; কিন্তু এক সময়ে বিপদ পরীক্ষা আসিয়া সে মত্ততার ঘোর ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং পরিশেষে যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া ব্যাকুলভাবে তাহারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়। ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে জীবদিগকে বলিতেছেন, "একবার ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিয়া দেখ, তোমাদের দুঃখ শেষ হয় কি না?" তাঁহার এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি শান্তি দিবেনই দিবেন। "যাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করে।" আজ অন্ধকার দেখিয়া ক্রন্দন করিলে, কল্য ঈশ্বরপ্রসাদে সুপ্রভাত দেখিবেই দেখিবে।

"বিনয়"

(২১শে ভাদ্র, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ)

ব্যাকুলতার পর 'বিনয়' উপদেশ (১) হয়। ধর্ম্মক্ষুধায় কাতর চিত্ত ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু যদি বিনয় না থাকে, সমুদায় যত্ন বিফল হইবে। যেখানে ব্যাকুলতা আছে, অভাব-বোধ আছে, হৃদয়ে পাপযন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে, সেখানে অহঙ্কার থাকিবে কি প্রকারে? সেখানে মানুষ স্বতই বিনয়ী হয় ; ব্যাকুলতা না হইলে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, বিনয় না থাকিলে সাধন ভজন সমুদায় বিফল হইয়া যায়। অহঙ্কার ধর্ম্মপথে পরম শত্রু। এ শত্রুর বেশ এমনই প্রচ্ছন্ন যে, ইহাকে ধরিয়া ফেলা সুকঠিন। ধনের অহঙ্কার, বলের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের অহঙ্কার মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে। ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুরাগ, উপাসনা, ধ্যান এবং সকল প্রকার সদ্গুণ সম্বন্ধে অহঙ্কার উপস্থিত হইতে পারে। আমি দয়ালু, আমি বিশ্বাসী ইত্যাদি মধ্যে বিবিধ আকারে অহঙ্কার রাজ্য করে ; এমন কি, বিনয়ের ভিতরেও অহঙ্কার লুক্কায়িত থাকে। আমি অতি বিনয়ী, এ ভাবনার ভিতরেও অহঙ্কার বাস করিতেছে। অহঙ্কারীর সম্বন্ধে স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ। যখন মানুষ বুঝিতে পারে, সে কিছুই নহে, তাহার বিন্দুমাত্র আপনার শক্তি নাই, সকল শক্তির মূলশক্তি বিনা সে কিছুই করিতে পারে না, তাঁহার কৃপা বিনা তাহার সাধন ভজনাদি সকলই বিফল, তখন তাহাতে যথার্থ বিনয় উপস্থিত হয়। এই বিনয় আসিলেই সে দেখিতে পায়, সে আপনার একটী সামান্য প্রবৃত্তিকেও জয় করিতে পারে না, একটী পরাজিত হইলে আর একটী আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং সে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুর্দ্দশা কেন উপস্থিত হইল, তাহার উত্তর, অহঙ্কার। অতএব জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য্য, সদ্গুণ প্রভৃতির অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। যে যত অবনত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে তত উন্নত করিবেন। যে ব্যক্তি যত বলিবে, তাহার কিছুই নাই, সে তত অধিক ঈশ্বরের নৈকট্য পাইবে। যে বলিবে, আমার কেহ নাই, ঈশ্বর তত তাহার আপনার হইবেন। সংক্ষেপতঃ বিনয়ী

(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই আশ্বিনের "ধর্ম্মতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য।

সন্তানের সকল দুঃখ দীনবন্ধু দূর করেন, এবং আপনাকে দিয়া তাহাকে পরম ধনে ধনী করেন।

"বিশ্বাস"

(২৮শে ভাদ্র, ১৭৯১ শক; রবিবার; ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ)

ব্যাকুলতা ও বিনয়ের সহিত ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে পরিত্রাণ হয়। অতএব 'ব্যাকুলতা' ও 'বিনয়ের' পর 'বিশ্বাস' উপদেশের বিষয় (১)। শরীরসম্বন্ধে চক্ষু যেরূপ, আত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশ্বাস। যাহার বিশ্বাসচক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সে ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম কিছুই দেখিতে পায় না, এ সমুদায় তাহার নিকটে অসৎ পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। সে কেবল জড় দেখে, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকটে কেবল শূন্য, কেবল অন্ধকার; সৃষ্টির কৌশলমধ্যে সে জ্ঞানময় দয়াময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। অবিশ্বাসীর নিকটে মৃত্যুর পর আর কিছুই নাই, সকলই তাহার নিকটে ফুরাইয়া যায়। বুদ্ধি ও শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বরকে জানিলে কি হইবে, বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া তাঁহার জীবন্ত সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যেমন তাঁহার সত্তা, তেমনি তাঁহার দয়া প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। বুঝি, না বুঝি, দুঃখ বিপদাদির মধ্যে মঙ্গল দেখিতে হইবে। পিতা নির্য্যাতন করেন শিক্ষার জন্য, বিষ দেন রোগ-প্রতীকারের জন্য, যাহার এরূপ বিশ্বাস আছে, সে কোন কালে অবসন্ন হয় না, বিপদ দুঃখে তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। বিশ্বাসী ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বর আশ্রিত জনের মঙ্গল করিবেনই করিবেন, এই বিশ্বাসে বিপদ্ সম্পদ্ হয়, দুঃখ সুখ হয়, মৃত্যুতে জীবন লাভ হয়। যখন চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, পৃথিবীর সহায় সম্পৎ একেবারে বিলুপ্ত, তখন বিশ্বাসী বলেন, "এই তুমি আছ", আর সমুদায় অন্ধকার দূর হয়, আত্মা উৎসাহ আনন্দে পূর্ণ হয়। বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, তাঁহার স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন, এবং তাঁহার সহবাসে বিমলানন্দ উপভোগ করেন। যেখানে বিশ্বাস, সেখানে ভক্তি, নিরাশা ও শুষ্কতার সেখানে

---

(১) "বিশ্বাস" উপদেশটী ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই। তৎকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথমখণ্ডে ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অবকাশ নাই। অত্যন্ত জঘন্য হইলেও ঈশ্বরের পতিতপাবনত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে, কেন না পাপীকেও তিনি কখন বঞ্চিত করেন না। ব্যাকুলতা, বিনয় ও বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের নিকট অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভাবিলে তিনি সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

"ঈশ্বর পিতা"

(১১ই আশ্বিন, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ)

'ঈশ্বর পিতা', 'ঈশ্বর রাজা', 'ঈশ্বর পরিত্রাতা' পর পর এই তিনটি উপদেশ (১) হয়। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া না জানিলে তাঁহার প্রতি কি প্রকারে অনুরাগের সঞ্চার হইবে? শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার নিকটে সকলে অপরিচিত। ক্রমে যখন সে পিতা মাতাকে চিনিতে পারে, তখন সে সকল প্রকার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। মানুষের যখন সামান্য ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন সে দেখিতে পায়, সংসারে কেহ আপনার নাই, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক জনকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। তিনি কে? তিনি আমাদিগের পরম পিতা। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমরা সৃষ্ট জীব, এরূপ সম্বন্ধে কদাপি হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। স্রষ্টাকে যখন পিতা বলিয়া জানি, তখন হৃদয়ে আহ্লাদ হয়। রোগ শোক বিপদ দুঃখের মধ্যে সেই এক করুণাময় পিতাকে দেখিয়াই সাধক সান্ত্বনা লাভ করেন। সকল সময়ে তিনি নিকটে থাকিয়া তাঁহার অভাব দূর করেন। পৃথিবীর পিতা মাতা বন্ধু সকলে পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। "ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।" আমরা যেন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করি, ভক্তি করি, চির দিন তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখি। পিতার অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। তাঁহার স্নেহগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার অধীন হইলে, সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে, ইহকাল পরকালে নিত্য শান্তি লাভ হইবে।

---

(১) এই তিনটী উপদেশও ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথমখণ্ডে "ঈশ্বর পিতা" ১৩৯ পৃষ্ঠায়, "ঈশ্বর রাজা" ১৪৭ পৃষ্ঠায় এবং "ঈশ্বর পরিত্রাতা" ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বর রাজা"

(১৮ই আশ্বিন, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ৩রা অক্টোবর, ১৮৬৯ খৃঃ)

ঈশ্বর যেমন আমাদের পিতা, তেমনি আমাদের রাজা। আমরা তাঁহার সন্তান ও প্রজা। যেমন তাঁহার স্নেহের নিদর্শন পাইয়া তাঁহাকে পিতা বলি, তেমনি চারি দিকে তাঁহার রাজশাসন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজা বলি। সর্ব্বত্র তাঁহার নিয়ম বিদ্যমান, কোথাও বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম নাই। 'তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা, দশ দিকে তাঁহার জয়ভেরী বাজিতেছে, তাঁহার প্রভুত্বের পতাকা অসীম আকাশে উড়িতেছে'। কি জড়জগৎ, কি ধর্ম্মরাজ্য, সকলই তাঁহার অখণ্ড্য নিয়মে নিয়মিত। বিশ্বপতির আজ্ঞা অতি সামান্য ব্যাপারে লঙ্ঘন করিলেও তিনি দণ্ড বিধান করেন। ধর্ম্মশাসনের আরম্ভ এখানে, পরলোকে ইহার পূর্ণতা; তাই অনেক সময়ে পুণ্যাত্মার দুঃখ দুর্দ্দশা এবং অসাধুর সুখ সম্পৎ আমরা এ সংসারে দেখিতে পাই। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত হইবেই হইবে। আমরা স্বাধীন বলিয়া পাপ করি এবং সে পাপের জন্য দণ্ড পাইতেই হইবে। তাঁহার দয়ার সঙ্গে ন্যায়কে মিলাইতে হইবে। এক দিকে পিতার স্নেহে মুগ্ধ, অপর দিকে গভীর রাজশাসনে স্তম্ভিত হইতে হইবে। ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিতে গিয়া তাঁহার ন্যায়ের প্রতি অন্ধ হইলে চলিবে না। ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব, মহিমা ও পূর্ণ পবিত্রতা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার রাজ্যে পুণ্যের পুরস্কার নাই, ঘোর অপরাধের দণ্ড নাই, এ কথা কোনরূপে বলা যাইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যে পাপ লইয়া ক্রীড়া করিবার সাধ্য নাই, নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। পাপসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার হইবে, উপযুক্ত দণ্ড হইবে। অতএব রাজার অনুগত প্রজা হইয়া, তাঁহার জয়পতাকা সকলকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার জয়ধ্বনিতে চারি দিক প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে।

"ঈশ্বর পরিত্রাতা"

(২৫শে আশ্বিন, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ১০ই অক্টোবর, ১৮৬৯ খৃঃ)

ঈশ্বর পিতা হইয়া পালন করিতেছেন, রাজা হইয়া শাসন করিতেছেন, আবার পরিত্রাতা হইয়া পাপীকে উদ্ধার করিতেছেন, ভক্তহৃদয়ে পুণ্য বিধান

করিতেছেন। তিনি পুত্রবৎসল পিতা, প্রজাবৎসল রাজা এবং ভক্তবৎসল পরিত্রাতা। ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি, পাপ করিয়া আমরা অপবিত্র ও জঘন্য হইয়াছি। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আমাদের হৃৎকম্প হয়। এই ভাব হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে আর এক নূতন সম্বন্ধ হয়, এই নূতন সম্বন্ধ পরিত্রাতৃসম্বন্ধ। পাপ করিয়া আমাদের তাঁহার দয়ার উপরে কোন অধিকার নাই, অথচ পাপী জানিয়াও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন; তিনি পাপীকে নিশ্চয় পরিত্রাণ দিবেন, এ জন্য আপনি পরিত্রাতা হইয়াছেন। পাপীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তিনি পিতৃভাবের অনন্ত দয়া এবং রাজভাবের অনন্ত ন্যায়, এ দুইকে একত্র মিলিত করিয়া মুক্তিদাতা হইলেন, পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া সংশোধন করিলেন, সংশোধন করিয়া তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিলেন। এইরূপে তাঁহার ন্যায় অকলঙ্কিত রহিল, অথচ পূর্ণ মঙ্গলভাব সিদ্ধ হইল। ঈশ্বরকে পরিত্রাতা জানিয়া, তাঁহার সেই নাম করিতে করিতে সকলে পরিত্রাণ লাভ করিবে।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা"

(৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯১ শক; রবিবার; ২৪শে অক্টোবর, ১৮৬৯ খৃঃ)

আমরা অপর অনেকগুলি উপদেশের মধ্যে ৯ই কার্ত্তিকের (১৭৯১ শক) 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা' বিষয়ক উপদেশটির সার (১) এস্থলে দিতেছি। প্রেম ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ, এই লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের কি প্রভেদ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রেম ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন; যাহা কিছু মনুষ্যকে ভিন্ন করে, যাহা কিছু ভ্রাতাকে ভ্রাতার শত্রু করে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। যাহা কিছু শত্রুকে মিত্র করে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার। ধর্ম্ম পৃথিবীতে শান্তি ও কুশল বিস্তার করিবার জন্য আগমন করেন, কিন্তু সেই ধর্ম্মের নামে অশান্তি বিদ্বেষ ঘৃণা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দোষ নিরাকৃত করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইহার দ্বারা সম্প্রদায়ে

---

(১) এই উপদেশটী ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই উপদেশটীর সার স্বর্গীয় গণেশ-প্রসাদ কর্ত্তৃক ১৯১৬খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথমখণ্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠার "সর্ব্বগ্রাসী প্রেম" শীর্ষক উপদেশটীর সারাংশ মনে হয়; কিন্তু উপদেশটীর তারিখ দেওয়া আছে, ১লা মাঘ, ১৭৯১ শক। এই বিষয়টী সুধীগণের বিবেচ্য।

সম্প্রদায়ে যে শত্রুতা আছে, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান, আবার ইহাদের মধ্যে কত সম্প্রদায়। ব্রাহ্মগণ ইহার কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিবেন না, কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতে পারেন না। ইঁহারা উহাদের সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। ইঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কোন শাস্ত্রকে ঘৃণা করিবেন না। ইঁহাদিগের নিকটে ধনী দরিদ্রের বিচার নাই, সকলের প্রতি ইঁহাদের সমান প্রেম। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের লোকের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে, অন্য দেশীয় লোকের প্রতি, অন্যদেশীয় ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিলে, প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুপযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে আসিয়া কেহ যেন ফিরিয়া না যায়। পাপী তাপী সকলেই যেন ইহার আশ্রয় লাভ করে। উদার ভাব পোষণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ। সকল প্রকার অনুদারতা দূরে পরিহার করিয়া, এক উদার প্রেমের রাজ্য সকলে বিস্তার করুন।

ব্রহ্মমন্দিরে মাসিক উপাসনার ব্যবস্থা

এত দিন কেবল (রবিবার) সায়ংকালে উপাসনা হইত। এক্ষণে প্রতি মাসের শেষ রবিবারে প্রাতঃকালে মাসিক উপাসনা ব্যবস্থাপিত হইল। এই নিয়মানুসারে ৩০শে কার্ত্তিক (১৭৯১ শক) রবিবার (১৪ই নবেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) প্রাতঃকালে আটটার সময় উপাসনা (১) আরম্ভ হয়। সাধারণ উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র বলিলেন,—"এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মেরা কেবল উপাসনাস্থানেই যোগ এবং উপাসনাকালেই জীবন পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদিগকে এক পরিবার ও এক শরীর হইতে হইবে। ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইবেন, আর প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহার অঙ্গস্বরূপ হইবেন। সকল সময়ে ইঁহাদিগকে পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে এবং যাহাতে সকল ভ্রাতা ভগিনীর চরিত্র পবিত্র হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণের জীবন যেন সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই পবিত্র পথে সঞ্চরণ করে।"

(১) এই মাসিক উপাসনার বিবরণ ১৭৯১ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

যে সকল ব্যক্তি সমগ্র জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মব্রতপালনে সমুৎসুক, তাঁহাদিগকে তিনি এই সকল কথা বলিয়া, দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। প্রায় এক শত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হওয়াতে, তিনি তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত আটটি উপদেশ (১) দিলেনঃ—

ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত

(১) প্রতিদিন একমাত্র পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

১। সৃষ্ট কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড়পদার্থের পূজা করিবে না।

২। পৌত্তলিকপূজাসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে যোগ দিবে না।

৩। পৌত্তলিকতাতে উৎসাহ দিবে না।

৪। যাহাতে পৌত্তলিকপূজা বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(২) সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া, সকল নরনারীকে ভ্রাতা ভগিনী নির্ব্বিশেষে প্রীতি করিবে।

১। অবস্থা, জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষে কাহাকেও ঘৃণা করিবে না।

২। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে না।

৩। জাতিভেদসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে যোগ বা উৎসাহ দিবে না।

৪। যাহাতে সকল জাতি এক পরিবারে সম্বন্ধ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৩) সত্যবাদী হইবে।

১। স্পষ্ট মিথ্যা কহিবে না এবং এ প্রকার বাক্‌চাতুরী করিবে না, যদ্দ্বারা অন্যের মনে মিথ্যাসংস্কার জন্মে।

২। মিথ্যা কহিতে ইচ্ছা করিবে না।

৩। কপটতা পরিত্যাগ করিবে।

৪। যাহাতে মিথ্যার বিনাশ ও সত্যের প্রকাশ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৪) পরোপকার করিবে।

১। কাহারও অনিষ্ট করিবে না।

২। পরের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা করিবে না এবং পরসুখে কাতর হইবে না।

---

(১) ১৭৯১ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

৩। সাধ্যানুসারে ক্ষুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, রোগীকে ঔষধ, দরিদ্রকে ধন, মূর্খকে জ্ঞান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ দিবে।

৪। যাহাতে জনসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৫) ন্যায় ব্যবহার করিবে।

১। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে না।

২। যাহাতে অপরের অধিকার আছে, তাহা বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিবে না।

৩। অপরের ধনহানি, সুখহানি, মানহানি করিবে না।

৪। অপরের অন্যায় হয়, এমত ইচ্ছা করিবে না।

(৬) ক্ষমাশীল হইবে।

১। অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও বৈরনির্য্যাতন করিবে না।

২। মনে মনে কাহারও প্রতিহিংসা করিবে না।

৩। যাহারা শত্রুতা করে, তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবে।

৪। যাহাতে বিবাদ মীমাংসা হয় এবং কুশল ও শান্তিবিস্তার হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৭) জিতেন্দ্রিয় হইবে।

১। বিবাহিতা ভার্য্যা ভিন্ন কোন নারীকে গ্রহণ করিবে না।

২। অপবিত্র দৃষ্টিতে কোন নারীকে দর্শন করিবে না।

৩। মনে মনে ব্যভিচার করিবে না।

৪। স্ত্রীজাতির প্রতি সর্ব্বদা হৃদয়ে পবিত্র প্রীতি ধারণ করিবে।

(৮) সংসারধর্ম্ম পালন করিবে।

১। শ্রদ্ধা সহকারে পিতা মাতার সেবা করিবে।

২। ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রীতি করিবে, এবং যত্নের সহিত পুত্রকন্যাদিগের শরীর ও আত্মাকে পোষণ করিবে।

৩। স্বামী স্ত্রী বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বদ্ধ হইয়া সংসার ও ধর্ম্মপথে পরস্পরের সহকারী হইবেক।

৪। সংসারের তাবৎ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশানুসারে সাধন করিবে।

উপাসকমণ্ডলীগঠনে দুইটী মূল নিয়ম

এই দিবস (৩০শে কার্ত্তিক, ১৭৯১ শক) অপরাহ্ণে ৬০।৭০ জন ব্রাহ্মভ্রাতা কেশবচন্দ্রের বাসভবনে সম্মিলিত হন। তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ,' 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' ও 'ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী' কি, তাহার অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। উপাসকমণ্ডলী গঠিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন,

তাহা প্রদর্শন করিয়া, এতৎসম্বন্ধে ছুইটি মূল নিয়মের উল্লেখ করিলেন। ১ম, উপাসকমণ্ডলী ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসে একমত হইয়া একত্র থাকিবেন ও অন্যান্য নিকৃষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মত লইয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন না। ২য়, তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মশাসন থাকিবে যে, সকলেই পরস্পরের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া, পরস্পরের চরিত্রসংশোধনে বিশেষ যত্নশীল হইবেন। উপস্থিত ব্রাহ্মগণের অধিকাংশ এই পরিবারের অঙ্গ হইতে স্বীকার করিয়া সভ্যশ্রেণীতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবার, উপাসকমণ্ডলীর এক একটি অধিবেশনে, উহার উদ্দেশ্যসাধনের উপায় সকল অবলম্বিত হইবে, স্থির হইল।

মন্দিরে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীরূপে জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিণতি ও দয়াদির পরিবৃদ্ধি

ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য যেমন অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে লাগিল, তেমনি মন্দিরে লোকসংখ্যা অপর্য্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। কে এ প্রকার আশা করিয়াছিল, সাপ্তাহিক উপাসনাতে এত অধিক লোকের সমাগম হইবে যে, মন্দিরে স্থান হইবে না। মন্দিরের মধ্যস্থল, উপরের বারাণ্ডা সমুদায় পূর্ণ হইয়া দ্বার পর্য্যন্ত লোকে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। উপাসনাপ্রতিষ্ঠাসময়ে ব্রাহ্মসমাজের পরিবারভুক্ত অনেকগুলি যুবা হইয়াছেন, আমরা বলিয়াছি; তৎপরে আরও অনেকগুলি ব্যক্তি পরিবারভুক্ত হইলেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা উপদেশাদি লইয়া বিদেশীয় সংবাদপত্রে বহুল প্রশংসাবাক্য নিবদ্ধ হইতে লাগিল। এমন কি, ইংলণ্ড হইতে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিকৃতি পাঠাইবার অনুরোধ পর্য্যন্ত আসিল। সংবাদপত্রসকল এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মমন্দিরে যে প্রণালীতে উপাসনা উপদেশ হইতেছে, তাহাতে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, আর হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মগণের মিশ্রিত ভাবে স্থিতি অসম্ভব; ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত করিবার যে নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মগণের আর ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। ফলতঃ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মমণ্ডলীর মহান্ উপকার সাধিত হইল, তাঁহারা এতদিনে মণ্ডলীরূপে পরিণত হইলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মমন্দির যেমন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক উপকার দিতে

লাগিলেন, তেমনি উহা তাঁহাদিগের দয়াদি পরিবৃদ্ধির উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দীন দরিদ্রগণকে দান করিবার ব্যবস্থা ব্রহ্মমন্দির হইতে হইল, এবং উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ দান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের শাসনে চরিত্রশোধন ধর্ম্মবর্দ্ধন ব্রহ্মমন্দিরের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল।

২২

ইংলণ্ডগমনের উদ্যোগ ও উৎসব

ঢাকায় তৃতীয়বার গমন

২১শে অগ্রহায়ণ (১৭৯১ শক) (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) ঢাকা নগরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র ঢাকা নগরে গমন করেন। এ সম্বন্ধের বিবরণ ভাই গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিলিপিতে পূর্ব্বেই নিবদ্ধ হইয়াছে। (১)

ইংলণ্ডগমনের সঙ্কল্পজ্ঞাপন ও ইংলণ্ড হইতে সাদর নিমন্ত্রণ

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন স্থির করিয়া, ১৩ই আগষ্টের (১৮৬৯ খৃঃ) মিরার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে দুইটী পংক্তিমাত্র লিখেন। এই লেখা পাঠ করিয়া আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স সাহেব, হংকঙের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত সারজন বাওয়ারিং এবং ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব প্রভৃতি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। কেহ কেহ তাঁহাকে নিজ বাটীতে স্থান দিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। লণ্ডন নগরস্থ কতকগুলি বন্ধু একটি বাসভবন স্থির করিয়া রাখিতে যত্ন করেন, যেখানে বিনা ব্যয়ে থাকিয়া তিনি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁহার ধর্ম্মমত বিশেষরূপে অবগত থাকিয়াও, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া, ৯ই নবেম্বরে (১৮৬৯ খৃঃ) একটী সভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করেনঃ—"ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ প্রদেশে আগমন করিতেছেন। ইঁহার প্রকাশ্য উপদেশসকল পৌত্তলিকতাবিনাশসাধনে বিশেষ উপযোগী। যখন ইনি এখানে আসিবেন, তখন লণ্ডন নগরে একটী বিশেষ সভা করিয়া ইঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সে জন্য যথাবিধি আয়োজন করা হয়।" কেশবচন্দ্র আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ খৃঃ) (৫ই ফাল্গুন, ১৭৯১ শক)

---

(১) ২৯০—২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তারিখে "মূলতান" নামক বাষ্পীয় পোতারোহণে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন, স্থির করেন।

কেশবচন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে অনেকগুলি পত্র আসিল, আমরা তাহার কয়েক খানির এখানে উল্লেখ করিতেছি। এক জন বন্ধু এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, "আমার এ কথা মনে করিতেও নিতান্ত আহ্লাদ হয় যে, আমি যাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, এবং যাঁহার প্রতি আমার সহানুভূতি, আগামী বর্ষে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমি বিশ্বাস করি, আপনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়া এমন অনেকগুলি বিষয় দেখিবেন, যাহাতে আপনার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমরা কত লোক আপনাকে এবং আপনার কার্য্যকে শ্রদ্ধা করি; এখানে আগমন করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং আমার বিশ্বাস হয়, এমন উপায় বাহির হইবে, যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে এত দিন যে মিলন আছে, তদপেক্ষা আরও কার্য্যকর মিলন হইবে। আপনার প্রতি একান্ত সহানুভূতি এবং আপনার আতিথ্য করিতে পারেন, এরূপ এখানে অনেক ব্যক্তি আছেন। ইংলণ্ডে কেন, আপনি ফ্রান্সেও অনুরক্ত বন্ধু পাইবেন। ফ্রান্সে, সুইজারল্যাণ্ডে এবং বেলজিয়মে ব্রহ্মবাদের আধিপত্য-বিস্তার এ বৎসর অত্যধিক হইয়াছে।" এক জন খ্রীষ্টান মহিলা লিখিয়াছেন, "আমি শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি যে, আপনি এত শীঘ্র ইংলণ্ডে আসিতেছেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এখানে যাহা কিছু আপনার দেখিবার শুনিবার আছে, আপনি যখন আসিবেন, তখন আমি তাহা দেখাইতে শুনাইতে সাহায্য করিব। এখানে আসিবার পক্ষে আপনি অতি ভাল সময় মনোনীত করিয়াছেন। ১৭ই এপ্রেল এখানে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের রবিবাসর। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসিতে যত্ন করিবেন, কেন না খ্রীষ্টের বিবিধ ভাবপ্রকাশক সপ্তাহটিতে অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় হইয়া থাকে।" একজন উদারচেতা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ইংলণ্ডের এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছেন, "গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ব্যতীত স্বাগতসূচক বাক্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নিকটবর্ত্তী হইবার পক্ষে আমার আর কোন দাওয়া নাই। আপনি যখন তাঁহাকে পত্র লেখেন, যদি ঠিক মনে করেন, লিখিতে পারেন যে, তিনি লণ্ডনে আসিলে তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করা, কথাবার্ত্তা বলা, এবং তাঁহার মহত্তম কার্য্য যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, তাহার সাহায্য করা আমি আমার উচ্চ অধিকার বলিয়া শ্লাঘা করিব।"

চত্বারিংশ মাঘোৎসব (১)—নগরকীর্ত্তনের উদ্বোধন

কেশবচন্দ্র উৎসবান্তে ৫ই ফাল্গুন (১৭৯১ শক) (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ খৃঃ) ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। বিদেশস্থ বহু বন্ধু উৎসবে আসিয়াছেন। ১০ই মাঘ (১৭৯১ শক, শনিবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইল, আজ অপরাহ্নে নগরে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে। কেশবচন্দ্র উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা বন্ধুগণকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। ব্রহ্মনামশ্রবণোৎসুক নগরকে ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে কম্পিত করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা পাপী, কি প্রকারে তাঁহার নাম দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইব, এ কথা শুনিবার যোগ্য নহে; কেন না আজ দুঃখী পাপী কি পাইয়াছে, তাহাই নগরের লোকদিগকে দেখাইবার দিন। ব্রহ্মের নিকট যাহা সকলে পাইয়াছেন, তাহা বিতরণ করিয়া আজ সকলে ঋণ পরিশোধ করুন। অনেক দিন ক্রন্দনে অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দয়াময় দীনবন্ধু ক্রন্দন শুনিয়া যে পরিত্রাণের আশা দান করিয়াছেন, ইহাও ততোধিক সত্য। অসাধুতার পর সাধুতা, দুঃখের পর আনন্দ, পাপের পর পুণ্য, এক বার নয়, দুই বার নয়, জীবনে সহস্রবার ঘটিয়াছে। এক দিকে দয়াময় নাম, আর এক দিকে জীবন-পুস্তক লইয়া সকলকে নগরে বাহির হইতে হইবে। সকলকে দয়াময় নাম শুনাইয়া, কি ছিলে, দয়াময় নামে কি হইয়াছে, দেখাইতে হইবে। একার্য্যে আমাদের দুঃখ দূর হইবে, বঙ্গমাতার ক্রন্দন নিঃশেষিত হইবে।

এই উপদেশে ব্রাহ্মগণ আপনাদের কার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, বুঝিলেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে সকলে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে বহিঃপ্রাঙ্গণে সমাগত হইলেন। এখানে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইলে, একটী প্রার্থনানন্তর নিম্নলিখিত সঙ্গীত করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তনের দল নগরে বাহির হইল।

---

(১) চত্বারিংশ মাঘোৎসবের বিবরণ ১৭৯১ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

নগরসংকীর্ত্তন

ডাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে; বৃথা দিন যায় চলে, (রে), আর থেক না সেই সুহৃদে ভুলে।

বেঁচে আছ যাঁর কৃপাবলে।

মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়াগুণে, কত পাপী পাইল জীবন; আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবে না, চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণকমলে।

উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ, করে জগৎ আলো, প্রকাশিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ত্বরায় চল চল, সময় বয়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।

যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীনশরণে; অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন বিপদভঞ্জন, দেন দরশন কাতরপ্রাণে পাপী ডাকিলে।

দয়াময় নাম, করিয়ে কীর্ত্তন, চল যাই আনন্দধামে (রে)। এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন আছে। যে নামের গুণে, হয় প্রেমোদয় পাষাণ মনে। তাকি জান না রে, সে নামের যে কত মহিমা। কর সাধন ব্রহ্মেরই চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন; হৃদয় হবেরে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল, পিতার করুণায় পাইবে নব জীবন।

করি মিনতি, পায়ে ধরি, শুন ওহে ভাই; থাকিতে সময়, লও রে আশ্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে। (১)

সঙ্কীর্ত্তনের দল বহু পথ অতিক্রম করিয়া যখন যোড়াশাঁকো আসিয়া পঁহুছিল, সেখানে এক দল পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। সঙ্কীর্ত্তন রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত হইয়া পুনরায় সকল দল কেশবচন্দ্রের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সকলে পরস্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করিয়া বিশ্রামার্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

---

(১) প্রতিবৎসরের সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সমুদায় বৎসর কোন্ ভাবের প্রাবল্য ছিল, কোন্ ভাব অবতরণ করিয়াছে, তাহা এই সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নিবিষ্ট।

১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপদেশ

১১ই মাঘ (১৭৯১ শক) রবিবার (২৩শে জানুয়ারী ১৮৭০ খৃঃ) প্রাতঃকালে ৬॥০ ঘটিকা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত হইল, তদনন্তর ১০টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—আমাদিগের ঈশ্বর কেমন ঈশ্বর? তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" তিনি সত্য, তিনি মঙ্গল, তিনি সুন্দর। তিনি সত্যের আধার, মঙ্গলের আধার এবং পূর্ণ সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর। ঈশ্বর সত্য, কেন না তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমরা যাহা কিছু চারিদিকে দেখিতেছি, সকলই অসত্য ও কল্পনা হইয়া যায়। ঈশ্বর পরম সত্য, ইহা স্বীকার করিলে সকলই সত্য, সকলই সার হয়। যিনি আস্তিক, তিনি বলেন, এই আমার ঈশ্বর আমাতে, আমার চারিদিকে বিদ্যমান; যিনি আস্তিক নাস্তিক এ দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত, তিনি কখন ঈশ্বরকে জাগ্রৎ দেখেন, কখন স্বপ্নবৎ দেখেন; তিনি প্রার্থনা করিতে করিতে মনে করেন, কাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি? এ অবস্থা অতি শোচনীয়। কল্পনার পথ ছাড়িয়া ঠিক সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুণার অনন্ত সাগর। প্রথমে জানিলাম সত্য, তাহার পর দেখিলাম, আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁহাতে অনন্ত মঙ্গলকামনা বিদ্যমান। আমাদের প্রার্থনা আকাশে বিলীন হয় না, আমাদের মঙ্গলময়ী জননী আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। যখন আমরা ক্রন্দন করি, তখন তিনি আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লন। পাপীর প্রতি তাঁহার করুণা দেখিয়া অন্য পাপীদিগকে তাহারা সংবাদ দিল, শত শত পাপী এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকটে দৌড়াইয়া আসিল, ক্রমান্বয়ে এইরূপ পৃথিবীতে চলিতেছে। যত পাপী তাঁহার নিকটে আসিল, কেহ ফিরিয়া গেল না, সকলেরই দুঃখ পাপ তিনি দূর করিলেন। তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলেরই অভাব একই সময়ে পূর্ণ করিতেছেন। তিনি এমনই যে, তাঁহাতে একটু মাত্র অমঙ্গল নাই, একটু মাত্র অস্নেহ নাই। তিনি সুন্দর। তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে মঙ্গল ভাবের যোগ কর, দেখিবে, তিনি কেমন সুন্দর। ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া অনেক বার পূজা করিয়াছেন, কিন্তু আজও সুন্দর বলিয়া পূজা করেন নাই। যিনি অতি সুশ্রী, আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ কেন তাঁহার পূজা করিলেন না?

সৌন্দর্য্যের আধার ঈশ্বরকে পাইয়া আর যেন কেহ তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকেন। একবার সকলে মিলিয়া তাঁহার পূজা করুন, দেখিবেন, আপনাদের মন মোহিত হইয়া যাইবে, এবং সমুদায় জগতের লোক মোহিত হইয়া ধাবিত হইবে।

অপরাহ্ণে পাঠাদির পর "ধর্ম্মপথে নিরাশা" সম্বন্ধে আলোচনা ও সায়ংকালে উপাসনা

অপরাহ্ণে প্রবচনপাঠ, বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, এবং ধর্ম্মালোচনা হয়। এই আলোচনাতে "ধর্ম্মপথে কেন নিরাশা হয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায় কি", এই বিষয়ে প্রশ্ন হয়। প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা হইয়া নিরাশাশত্রু বিনাশের এই দুইটি উপায় নির্দ্ধারিত হয়ঃ—(১) ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে অটল বিশ্বাস স্থাপন। (২) পরীক্ষাকালে ঈশ্বরের চরণ কোন মতে না ছাড়া। যত বার নিরাশা আসে, বলিব, আরও আমার চৈতন্যের প্রয়োজন। আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিব, যিনি নিরাশা আনিয়াছেন, তিনিই তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। সায়ঙ্কালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারেঃ—সত্য ও অসত্যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষ সত্য আশ্রয় করিল, আবার সত্য ছাড়িয়া অসত্যের দাস হইল; অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইল, আবার কয়েক দিন পরে অধর্ম্ম ধর্ম্মের পরমশত্রু হইয়া দাঁড়াইল। মানুষ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ অসত্য ও অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের বিরোধী হইতেছে। ঈশ্বর বার বার ক্ষমা করিতেছেন, অথচ মানুষের চৈতন্য হইতেছে না। মানুষ কত বার কুপথে যাইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে, তথাপি দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। মানুষ অনেক বার ঈশ্বরের চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, আবার তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেছে। মনুষ্যের মনের এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। আরও অবাক্ হইবার বিষয় এই যে, পাপী যত বার পাপ করিতেছে, ঈশ্বর তত বার ক্ষমা করিতেছেন। আমরা শত বার তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছি, তিনি কিন্তু এক নিমেষের জন্য ভুলিতেছেন না। পাপী পাপ করিয়া যত বার তাঁহার নিকটে গিয়াছে, তিনি এক বারও বলেন নাই, দূর হও। এমন কি, পাপী তাঁহাকে ছাড়িয়া যত পলায়ন করিতেছে, তিনি তত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। মানুষের এই দুর্দ্দশা কি উপায়ে যাইবে? এ দুর্দ্দশা কেবল এক

ভক্তিতে বিনষ্ট হইবে। মানুষ যত ভক্ত হইবে, তত পাপ কমিবে; যত পাপ কমিবে, তত ক্ষমাপ্রার্থনা কমিয়া আসিবে। অতএব মানুষের কর্ত্তব্য যে, সে ভক্ত হয়, ভক্তির সহিত তাঁহার নাম করিয়া পাপ হইতে বিরত হয়। তাঁহাকে ডাকিলেই যখন তিনি উত্তর দেন, নিকটে আসেন, তখন আর ভয় কি? মানুষ তাঁহাকে আশ্রয় করে না, ভক্তি করে না, ইহাতেই তো তাহার বিপদ্। ঈশ্বরের নিকটে ধরা দিলেই সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ হয়।

১২ই মাঘ সায়ঙ্কালে ইংরেজীতে উপাসনা ও "অমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকা" ব্যাখ্যান

১২ই মাঘ (১৭৯১ শক) (২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) সায়ঙ্কালে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজী উপাসনা হয়। মন্দিরে এত লোক হয় যে, কোন প্রকারে সমাবেশ হয় না। ত্রিশ চল্লিশ জন ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ইঁহাদেরই কয়েক জন সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর, কেশবচন্দ্র 'অমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকা' ব্যাখ্যান করেন। তিনি প্রথমে বাইবেল হইতে এই সমগ্র আখ্যায়িকাটী পাঠ করেন, তৎপর উহার ব্যাখ্যা করেন। তৎকালে এই ব্যাখ্যার যে মর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ধন সম্পত্তি পিতার, সন্তান তথাপি আমার নিজ অংশ দাও, বলিতে কুণ্ঠিত হইল না; পিতাও দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্তানকে তখনই ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। পুত্র তখন আপনার ভাগ পৃথক করিয়া লইয়া দূর দেশে গমন করিল এবং পিতার অসাক্ষাতে থাকিয়া অমিতাচার দ্বারা সমস্ত ধনক্ষয় করিল। আমরা বাল্যস্বভাবসুলভ নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক ভাব, অতি মধুর কোমলতা, সুন্দর বিনয় ক্ষমা দয়া প্রেম, অস্ফুট ভক্তি বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্ভাব দয়াময়ের কৃপায় এক সময় লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে পাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, ইন্দ্রিয়লালসা ও সুখস্পৃহা মনকে অধিকার করিল, তখন সকল হারাইলাম, আর মনে হইল না, তিনি আমার অন্তর্য্যামী, আমার প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। যখন বিশেষ করিয়া অন্তরে পাপের রাজত্ব হয়, তখন ইহা প্রত্যেককে বিশ্বাস করায় যে, তিনি কোথায় দূরে আছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে সংসারের সেবা কর। তুমি সহস্র বারই কাঁদ, আর বারংবারই ডাক, কে তোমার কথা শুনিবে,

কেহ বা তোমার দুঃখ দেখিবে? পাপ এইরূপে ক্রমে নিরাশা ও শুষ্কতায় নিক্ষেপ করিয়া পরিত্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। মুক্তির পথে দুইটী প্রধান বিশ্বাসের অভাব থাকে, এই জন্য এই অনুপম আখ্যায়িকাটীকে হঠাৎ সুন্দর কল্পনার কথা বোধ হয়, ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। সে দুটি অভাব এই, প্রথমতঃ জীবন্ত প্রত্যক্ষ ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনুভব না করা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আশ্চর্য্য দয়াকে কল্পনা ও কবিত্ব মনে করা। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মানবরূপে দেখিতে না পাইলে, সরস ধর্ম্ম কিংবা ভক্তি বিশ্বাসের ধর্ম্ম হইতে পারে না, বাস্তবিক পরিত্রাণ হয় না; কিন্তু ইহা নিতান্ত অমূলক। তিনি এত প্রত্যক্ষ ও নিকটস্থ যে, এমন আর কোন বস্তু নহে; যিনি প্রত্যেক রক্তসঞ্চালনক্রিয়াতে, অস্থিতে, মাংসে, জীবনের মূলে ও প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে, তিনিই বস্তু, আর সব কল্পনা। বিশ্বাস তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে দেখাইয়া দেয়, প্রত্যক্ষ জড় পদার্থ অপেক্ষা স্পষ্ট অনুভব করাইয়া দেয়। যিনি আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ শরীর মন প্রত্যেকের শক্তি, সুস্থতা লাবণ্য সৌন্দর্য্য যাঁহা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া শোভা পায়, প্রত্যেক সুখ সৌভাগ্য যাঁহারই প্রদত্ত, তিনি কি কল্পনা? তিনি কি মিথ্যা? তিনি যে দেদীপ্যমান থাকিয়া সকলকে বলিতেছেন, 'এই যে আমি রহিয়াছি'। ঈশ্বর সত্য, বাস্তবিক, জীবন্ত, জাগ্রৎ, প্রাণ শরীর মনের সহিত গ্রথিত ও অনতিক্রমণীয়। এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, যতই পাপ আসুক না, কিছুতেই হৃদয়কে নিরাশ ও অবিশ্বাসী করিতে পারে না।

"আবার যখন বারবার পাপাচরণ করিয়া হৃদয় অসাড় কঠোর হইয়া যায়, তখন মনে হয়, আমার কথা কি তিনি কখন শুনিবেন? আমি এত অবাধ্য হইলাম, এত বার তাঁহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলাম, এত দিন অবমাননা করিলাম, এত অপবিত্র কার্য্য করিয়া হতভাগ্য হইলাম, এখন কেমন করিয়া তাঁহার নিকটে যাইব? তাঁহার কি এত দয়া? এরূপ বিরুদ্ধাচারীকে তিনি কি অম্লানবদনে গ্রহণ করিবেন? এত দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের প্রতি তিনি কি একটুও বিরক্ত হন নাই? অনায়াসে ক্ষমা করিবেন? তবে যে পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাঁহার এরূপ প্রেম ও দয়া কল্পনামাত্র, বাস্তবিক এরূপ কখন কি হইতে পারে? পতিত সর্ব্বস্বান্তকারী পুত্রকে তিনি কেমন করিয়া

গ্রহণ করিবেন? তাঁহার প্রকৃত প্রেম এইরূপ অবস্থায় মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। শত বার চেষ্টা করিয়া পাপের জন্য বিফলযত্ন হইলে, তাঁহার দয়ার প্রতি ঈদৃশ অবিশ্বাস উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ বিষণ্ণ অবস্থায় আবার মনের ভাব যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যে প্রণালীতে মৃত হৃদয়ে জীবনসঞ্চার হয়, তাহা অতি অদ্ভুত। এই ঘোর বিপদের সময় পাপীর সন্তপ্ত হৃদয়ে হঠাৎ চৈতন্য হয়। পাপীর তখন মনে পড়ে যে, আমার পিতার গৃহে কত বেতন-ভোগী দাস দাসী স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে, আমি কি না অনাহারে মরিতেছি! আমি উঠিয়া পিতার নিকট যাইব এবং তাঁহাকে বলিব, 'পিতঃ, আমি তোমার বিরুদ্ধে কত অত্যাচার করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র বলিবার উপযুক্ত নই। আমাকে তোমার এক জন দাসের মধ্যে গণ্য কর।'

"যখন এইরূপে দুঃখ সন্তাপ হৃদয়ে উপস্থিত হয় তখন কোথায় বা সে দুর্দ্দান্ত ঔদ্ধত্য, কোথায় বা আসুরিক কঠোরতা, কোথায় বা তীব্রতর অহঙ্কার! কাতরতা, বিনয়, কোমলতা এই সময়ে হৃদয়ে স্থান পাইয়া দয়াময়ের অবাধ্য পুত্রকে দুঃখী ও সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় করে, পাপানলে মন দগ্ধ হইতে থাকে, অনুতাপ ও বিষাদভরে হাহাকাররবে দয়াল পিতার নিকট ক্রন্দন করিতে থাকে। মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া শত অপরাধজনিতভয়ে ভীতান্তঃকরণে কেবল প্রেম স্মরণ করিয়া বলিতে থাকে, 'পিতঃ, তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, পাষণ্ড হইয়া পলায়ন করিয়াছি, আমি যে অনাথ অসহায় হইয়া মরিয়া যাইতেছি, ক্ষমা কর।' এই সময়ে দয়াময় অজস্র কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া, পাপীর জীবন নূতন করিয়া দেন। তাঁহার ভাণ্ডারে অসীম প্রেম, অনন্ত দয়া। তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আমার পলায়িত দুষ্ট সন্তান কখন ডাকিবে, কখন কাঁদিবে, কখন আমার নিকট আসিবে। পুত্রের বিনীত হৃদয়, বিষণ্ণ মুখ, শুষ্কশরীর ও অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়ে। 'আমি এত দিনের পর তোমাকে পাইলাম, তুমি মৃত ছিলে, জীবিত হইলে, এস বৎস এস' এই বলিয়া দয়াময় পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করেন। একটি পাপীর পরিত্রাণ হইলে তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার ভক্ত সেবকেরাও পতিত ভ্রাতা পাপীকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন। পিতা তখন তাহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করান, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক আদর করিয়া খাওয়াইয়া দেন।

এইরূপ তাঁহার পরিত্রাণের প্রণালী। ঈশ্বরের এ প্রকার প্রেম বাস্তবিক, ইহা কবিত্ব নহে। ঈশার এই মহৎ তুলনাবিরহিত আখ্যায়িকাতে মুক্তিশাস্ত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে।"

সঙ্গতের আলোচনা—"গুরুস্বীকার কতদূর কর্ত্তব্য?"

উৎসব শেষ হইল, কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। এই সময়ে সঙ্গতে (১) (শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯১ শক; ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি গুরুতর বলিয়া আমরা সে দিনের সঙ্গতের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গুরু স্বীকার করা কত দূর কর্ত্তব্য?

"গুরুস্বীকার দুই প্রকারঃ—১ম, মৃত মহাত্মাদিগকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা; ২য়, জীবিত উপদেষ্টা প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া সেবা করা। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার সেবা করা সকল ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য। যদি কোন মনুষ্যকে গুরু বলা যায়, তাহা সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর! ব্যক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধর্ম্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়। একখানি পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলি, তাহার অর্থ হয় না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুকু মাত্র শাস্ত্র বলিতে পারি। সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ হইতে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার পান, তিনি তাঁহাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না।

"২য়, জীবিত গুরু। এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আসিয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে যাঁহারা অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন; অন্যান্য প্রচারকের

(১) ১৭৯১ শকের ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সঙ্গতের আলোচনা দ্রষ্টব্য। সঙ্গত তৎকালে শুক্রবার হইত। এই সঙ্গতের তারিখ সম্বন্ধে স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ তৎকর্ত্তৃক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "সঙ্গত" পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তিনি (কেশবচন্দ্র) মঙ্গলবার, ৪ই ফাল্গুন, ১৭৯১ শক—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ—ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্ব সঙ্গতের তারিখ শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯১ শক—১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ হইতেছে।"

নিকট হইতে যাঁহারা সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবেন। আমাদিগের মধ্যে গুরুশব্দ আচার্য্য, উপদেষ্টা, প্রচারক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিম্বা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না—এটি আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে একবারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক্ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আমার সম্বন্ধে অন্যে সে বিশ্বাস করিবে, ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র গুরু। গুরুশব্দ হইতে কেবল জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের নিজেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমার দুই পাঁচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়, কেন না আমার সম্পূর্ণ জীবনত সেরূপ নয়।

"গুরু ধর্ম্মপথের সহায় হইলে গুরু, নতুবা বিত্তাপহারক। তিনি ঈশ্বরের প্রাপ্য অনুরাগ নিজে হরণ করিয়া লন। কেহ যদি ঈশ্বর অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন, তাঁহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার মতেরই দোষ। কল্পিত গুরুকরণে ঈশ্বরের ষোল আনা প্রাপ্য হইতে হয়ত ঈশ্বর পাঁচ আনা পান, গুরু এগার আনা লন। সহায় জীবিত হউন, বা মৃত হউন, কখন চিরসহায় হইতে পারেন না। যাহা তাঁহাদিগকে দেওয়া যায়, হয়ত অসময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করেন, চিত্তাপহারক হন না। পিতা মাতার প্রাপ্য ষোল আনা হইতে কিছু অংশ লইয়া ভ্রাতা ভগিনীকে দিতে হইবে না, পিতা মাতাকে ষোল আনা ভালবাসিয়া ভ্রাতা ভগিনীকেও ষোল আনা প্রীতি করা যায়। ঈশ্বরকে কোন অংশে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

"(গ্রেট ম্যান) মহৎ লোক মহৎ কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এক জনকে

সম্পূর্ণ না বুঝিয়া, তাঁহাকে মহৎ মনুষ্য বলিলে, কবিত্ব বা কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু সত্য হইতে পারে না। যিনি ক্রাইষ্ট নন, তাঁহাকে ক্রাইষ্ট বলিয়া ভাবিলে কি হইবে? খড়ের কুটা ধরিয়া পরিত্রাণ পাইব বলিলেই, তাহা ধরিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জগতের পক্ষে ক্রাইষ্ট উপকার করিয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে আমার উপায় বলা কল্পনামাত্র। যে পরিমাণে এক আত্মা অন্যের উপকারী হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা সত্য এবং জীবনের উপায়। কিন্তু একটু ছবি পাইয়া রঙ্ মাখাইয়া কল্পনা চরিতার্থ করিলে আপাততঃ সুখকর হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকর হইতে পারে না। আত্মাতে আত্মাতে যতটুকু মিল, ততটুকু উপকার। ক্রাইষ্ট মতের কথা নয়, ভাবের। ক্রাইষ্টের জীবন জীবনে পরিণত হইলে, গুরু বিষয়ে আর দ্বিমত হয় না। বিকৃতগুরুমত ভাঙ্গা কাচে দেখার ন্যায়। তদ্দ্বারা ঈশ্বরে এবং গুরুতে ভক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও নির্ম্মল কাচ যেমন দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না, সদ্গুরু সেইরূপ ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক হন না।

"পরিষ্কৃত কাচ যেমন চক্ষুর বাধক হয় না, কিন্তু চক্ষুর সহিত এক হইয়া চক্ষুর দর্শনের সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত গুরু ঈশ্বরদর্শনের বাধক হন না; কিন্তু তাঁহার ভাব (Spirit) সাধকের ভাবের সহিত এক হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাতে দ্বিত্ব থাকে না। মৃত হউন বা জীবিত হউন, গুরু জীবনে যতটুকু পরিণত হন, ততটুকু বন্ধু, নতুবা শত্রু। ঈশ্বরের সহবাস করিতে গিয়া যদি ক্রাইষ্ট, কি পিতা মাতা, কি অন্য বন্ধুকে দেখিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত অখণ্ড সহবাসের আনন্দ কিরূপে লাভ হইবে? ঈশ্বরপ্রেরিত ক্রাইষ্ট গুপ্তভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেন। যিনি বিপথগামী সন্তানকে পরম পিতার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন, তিনিই যথার্থ ক্রাইষ্ট। লক্ষ্য দেখিলে পরে উপায়কে বিস্মৃত হওয়া যায় না, বরং বড় বলিয়া সহজে মানিতে ইচ্ছা হয়। যে গুরু নিজের জন্য কিছু চান, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না; যিনি নিঃস্বার্থভাবে উপকার করেন, তাঁহার প্রতিই প্রগাঢ় ভক্তি হয়। আদর্শ ক্রাইষ্ট যে নামে বলা যাউক এবং যে দেশের লোক তাহা যে ভাবে দর্শন করুন, তাহা পবিত্র ধর্ম্মজীবনের নাম মাত্র। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে ক্রাইষ্টে এবং ক্রাইষ্ট

যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বরও সেই পরিমাণে আমাতে— সার কথা এই। গুরুর প্রতি ভক্তি স্বভাবতঃ যায় এবং যাহা স্বাভাবিক যায়, তাহাই ঠিক। এক জন লোকের নিকট পাঁচ টাকা পাইয়া যদি জেল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে যদিও সে লোক ঈশ্বরের উপায়মাত্র, তথাপি স্বভাবতঃ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। গুরু ঈশ্বরের উপায় হইলেও, তাঁহার প্রতি ভক্তি না হওয়া অস্বাভাবিক। যিনি বলেন, আমি মাতাকে স্নেহ না করিয়া ভ্রাতাকে স্নেহ করিব, অথবা ভ্রাতাকে স্নেহ না করিয়া মাতাকে করিব, তিনি কেবল ফাঁকি দিবার পন্থা করেন। ঈশ্বরের প্রাপ্য ষোল আনা কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরকে এবং গুরুর প্রাপ্য ষোল আনা গুরুকে দিতে হইবে।

"আমি কাহাকেও ধর্ম্মের একটী কথা শিখাই, এরূপ মনে করি না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভ্রাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দিব; ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা দিবেন। যিনি দয়াময় নাম, কি ভক্তির ব্যাপার আমার কাছে শিখিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুখের কথা শিখিয়াছেন। কিন্তু যিনি বলেন, আমার সাহায্যে ঈশ্বরের নিকট হইতে শিখিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে। আমি যেন কাহার ধর্ম্মসাধনের মধ্যস্থ না হই। আমি কাছে না থাকিলে এই কথার মূল্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি গেলেই যদি সব গেল, তাহা হইলে জানিব, এত দিনে আমাদ্বারা কোন কাজ হইল না। যিনি আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সর্ব্বদা অনুভব করেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগ বন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশয় দূর করেন এবং হৃদয়কে শীতল করেন, তিনিই আমার শিষ্য। আমার ভাবের সহিত যিনি যোগ দিবেন, তিনি সাহায্য লাভ করিবেন।

"পরস্পরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। আটটি ভায়ের মধ্যে কাহার বিশেষ গুণ থাকিলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে; কিন্তু সাধারণ সকলের প্রতি প্রীতি থাকা চাই। যাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনিয়া দিয়াছি, তাহাদিগকে প্রীতি করেন না, তাঁহারা মিথ্যা বলেন। যাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহারা এক রকম জায়গায় দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য

নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা আমার কাজগুলিকে যেন স্নেহের সহিত দৃষ্টি করেন। একাকী ধর্ম্মসাধন করিলে চলিবে, ইহা আমি কখন প্রচার করি নাই, পরিবারকে বাঁচাইয়া প্রত্যেককে বাঁচিতে হইবে। একাকী ধর্ম্মসাধনের অবস্থা নিরাপদ অবস্থা নহে, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ যোগরক্ষা করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে। যিনি যত সরস ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত ততই সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন।"

উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশন

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ২৫শে মাঘ (১৭৯১ শক; রবিবার; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশন (১) হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত কথাগুলি তিনি উপাসকদিগকে বলেন ;—

"যদি এই সভাটী রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, ইহার একটি নিয়ম করা বিধেয়, নচেৎ ইহাকে তুলিয়া দেওয়া শ্রেয়। ইহার স্থায়িত্বের উপর আমাদিগের ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয় নির্ভর করিতেছে। ইহা ব্রহ্মমন্দিরের প্রাণ। যে সকল প্রচারক কলিকাতায় থাকিবেন, তাঁহাদিগকে ইহার ভার লইতে হইবে।

"১ম প্রস্তাব। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব থাকে ও ধর্ম্মভাব শুষ্ক হইয়া না যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

"২য়। কলিকাতার মধ্যে যে যে স্থানে উপাসনা হয়, প্রচারকগণ সেখানে যোগ দিবেন, এবং মাসের মধ্যে যিনি যে যে স্থানে যাইবেন, তাহার বিবরণ প্রদান করিবেন। সংসারে পিতা মাতা আমাদিগের তত্ত্ব লয়েন, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে বন্ধু অতি দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা এ বিষয়ের ভার লইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী মনে করিয়া উপাসকগণের পাপ ও দুঃখ অপনোদনার্থ চেষ্টা করিবেন, উপদেশ দিবেন। জ্ঞান, ভাব ও চরিত্রসম্বন্ধে উপাসকমণ্ডলীর যখন যাহা অভাব হইবে, তাহা তাঁহারা নিজে পারেন ভালই, অথবা অন্য উপায়ে দূর করিবেন; তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে বন্ধু। প্রচারকেরা প্রায় স্ব স্ব ইচ্ছামতে নানা স্থানে চলিয়া যান, তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ নিয়ম ও শাসন না

(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে এই অধিবেশনের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

থাকাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে; তাঁহারা কর্ত্তব্য বুঝিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ ভার গ্রহণ করিলে আমি সুখী হই, নতুবা বিশৃঙ্খলা ও শুষ্কতানিবন্ধন সঙ্গত উপাসকমণ্ডলী আপনা আপনি উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে এ গুলি তুলিয়া দেওয়া ভাল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা। অনেক বিবাদের ফল এই ব্রহ্মমন্দির। এক্ষণে সকলের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, ইহার সম্বন্ধে কোন মতে বিবাদ না আইসে। সকলের উচিত, ইহার ভার লওয়া এবং নির্ব্বিবাদের উপায় অবলম্বন করা। পূর্ব্বে আমি ভার লইয়াছি, এক্ষণে যাঁহারা থাকিলেন, তাঁহাদিগের উপর এই ভার পড়িতেছে। যাঁহারা উপাসক আছেন বা পরে হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অসদ্ভাব হইলে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। বিশেষ অভাব বুঝিয়া এই পরিবারটি হইয়াছে, আইন করিয়া ইহা হয় নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে এই সভার জন্ম হইয়া তাহার পরে নিয়ম হইয়াছে। যে যে কারণে উপাসকগণের মধ্যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, আমি থাকিতে থাকিতে সে সকলের আলোচনা করিয়া ভঞ্জন করা উচিত। যাহাতে ভবিষ্যতে বিবাদের সূত্রপাত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি মতে আমাদিগের পরস্পরের প্রভেদ থাকিতে পারে। যথা :—

"১ম। সময়ে সময়ে ঈশ্বর পৃথিবীর কিংবা কোন দেশ বিশেষের বিশেষ অভাব-মোচনার্থ (ক্রাইষ্ট কি অন্য কোন) গ্রেটম্যান (মহাপুরুষ) প্রেরণ করেন কি না?

"২য়। যেমন সাধারণ ভাবে, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বিশেষ কৃপা করিতেছেন কি না?

"৩য়। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ভক্তি-সাধনই পরম সাধন।

"৪র্থ। অনুতাপ ভিন্ন ধর্ম্ম-সাধনের চেষ্টাও বিফল।

"৫ম। গুরুভক্তি উচিত, কি অনুচিত?

"৬ষ্ঠ। বৈরাগ্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কি না?

"এ সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে ও থাকাও আবশ্যক, কিন্তু তাহা অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। যিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনি ব্রাহ্ম এবং যিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, তিনিও ব্রাহ্ম। এইরূপ

প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ে এক মত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। মূলমতে যত দিন বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন ব্রহ্মন্দিরে একত্র উপাসনা করিব।

"আমার মত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, যিনি যাহা বলেন, তাহা অনেক নিজের। আমার মুখ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই আমার বিশেষ মত। বিশেষরূপে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার মত আমি বলিতে পারি। যাহা হউক, সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই জানিয়া থাকা আবশ্যক। ভবিষ্যতে মতভেদ হইলে কেহ না বলেন যে, আমি আগে না জানিয়া যোগ দিয়াছিলাম। উপাসকমণ্ডলীর এইটিকে প্রথম নিয়ম করা অবশ্যক। ঈশ্বরকে মঙ্গলস্বরূপ না বলিয়া নিষ্ঠুর বলিলে আমাদিগের মধ্যে মূল মতের প্রভেদ হইল, সুতরাং এরূপ স্থলে ঐক্য থাকিতে পারে না; কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতে পরস্পরের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

"ব্রহ্মমন্দিরে কেহ কোন মানুষের পায় না ধরেন। এখানে লৌকিকতা, সাংসারিকতা যত নিবারণ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি চাই।

"গান বিষয়ে দোষ বোধ হইলে, কেহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করিবেন না, কিন্তু তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আচার্য্যকে অবগত করিবেন। গানের বিভাগের ভার কাহার কাহার উপর বিশেষরূপে সমর্পিত হইবে।

"আসনবিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে। আচার্য্যের উপর উপাসনার প্রণালী ইত্যাদির সমুদায় ভার থাকিবে। আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে আচার্য্য যাঁহাকে মনোনীত করেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারকগণের মধ্য হইতে ক্রমে মনোনীত হইতে পারিবে। আচার্য্যের কোন বিষয়ে বিশেষ মত আত্যন্তিক হইলে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। প্রচারক অর্থ যিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

"ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণার্থ এখনও অনেক দেনা আছে এবং তজ্জন্য আমি দায়ী। দেনা শোধ না হইলে ইহার বিষয়ে সাধারণঘটিত কোন লেখা পড়া হইতে পারে না।

"ধর্ম্মতত্ত্ব বা ইণ্ডিয়ান মিরার উপাসকমণ্ডলীর সম্পূর্ণ যন্ত্র নহে, উপাসকমণ্ডলী ইহার লেখার জন্য দায়ী নহেন।

"প্রচারকেরা যখন কলিকাতায় থাকেন, বরাহনগর, কালীঘাট, হরিনাভি তাঁহাদিগের প্রচারসীমার মধ্যে গণনা করিবেন।

"যত দিন কোন বাধা উপস্থিত না হয়, উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান অধিবেশনস্থান পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই।"

সমুদায় কার্য্যের সুব্যবস্থা

সঙ্গত এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কেশবচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতেছেন, সুতরাং সমুদয় কার্য্যের সুব্যবস্থা না করিলে পাছে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই ভাবনা তাঁহার প্রবল ছিল। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা, মুদ্রাযন্ত্র, পরিবারের, যত দূর সম্ভব, সুব্যবস্থা সকলই করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র অনেক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান, ইহা তাঁহার হৃদ্গত ইচ্ছা না থাকিলেও, কেশব যাহা ধরিয়াছেন, তাহা কখন ছাড়িবেন না, ইহা তিনি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের বিলাতযাত্রার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিলেন।

২৩

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডযাত্রা

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডযাত্রা এক দিকে আহ্লাদ, আর এক দিকে উদ্বেগ, চিন্তা ও বিষাদ উৎপাদন করিল। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ, আর এক ভয় ভাবনা, দুই মিশ্রিত হইয়া পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মনে শঙ্কাসম্ভূত শোক উপস্থিত করিবার কারণ হইল। রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না, এ শোককর ঘটনা কাহারও মন হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেখানে যাইবেন, বহু দিন সেখানে বাস করিবেন, তৎপর সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া আত্মীয় স্বজনের মনে প্রতীত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রচারক বন্ধুবর্গের মধ্যে এ ভাব তত প্রবল না থাকুক, কিন্তু তাঁহার পরীবারস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে এই ভাব প্রবল হইয়া ইংলণ্ডে গমনবার্ত্তাটী বিষাদের হেতু হইল। আত্মীয়গণের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ও দুঃখের কাহিনী শুনিয়া কেশবচন্দ্র কেন ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন। তিনি যাইবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ক্লিফ্টন হইতে একটি মহিলা লিখিলেন, "আপনি যে এখানে আসিবেন স্থির করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম; কারণ ঈশ্বরের কৃপায় এই সুযোগে আপনি এদেশের শিক্ষিতদিগকে (হইতে পারে অশিক্ষিতদিগকেও) ভারতবাসিগণের ভাব ও অভাব বুঝাইয়া এবং যে জাতিকে বিধাতা উভয়ের কল্যাণ ও জ্ঞানসম্পাদননিমিত্ত এক রাজ্যের প্রজা করিয়াছেন, সেই আর্য্যবংশীয় জাতিবর্গের প্রতি সহানুভূতি উদ্দীপন করিয়া, এদেশ ও ওদেশ উভয়ের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। আমি মনে করি, আপনি ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, এক বার যদি এ ইংরেজজাতি বিদেশীয় জাতিসম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন নহেন, তবে বাহিরে ইঁহাদিগের যে ঔদাসীন্য দেখা যায়, তাহা কেবল তাঁহাদিগকে না জানাতে ঘটিয়া থাকে। ভারতের এক জন

জ্ঞানসম্পন্ন বাগ্মী স্বয়ং ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদেশের ভাষায় ইহাদিগকে সকল বিষয় বলিতে পারিলে, ইহাদের সে দেশসম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান পরিষ্কৃত হইবে, হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হইবে, সেরূপ ইংরেজদের শত শত বক্তৃতা বা পুস্তিকা করিতে পারিবে না। এ জন্যই আমি বিশ্বাস করি, আপনার এদেশে আগমনে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষকে উভয় দিক্ হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবে। এ নিমিত্তই আমি রাজনৈতিক, সামাজিক দিক দিয়া মনে করিতেছি, ঈশ্বর যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে এ দেশে আনয়ন করেন, এবং আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বলিবার পক্ষে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনি আমার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব কার্য্যকর হইবেন।"

দেশের নিকট বিদায়গ্রহণসূচক "ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ" বিষয়ে বক্তৃতা

২রা ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ খৃঃ) কেশবচন্দ্র টাউন হলে দেশের নিকট বিদায়গ্রহণসূচক 'ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ' এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় সার রিচার্ড টেম্পল, অনারেবল জর্জ্জ নোবল টেলর, অনারেবল মেস্তর জষ্টিস ফিয়ার, মেস্তর জে ডবলিউ বি মনি, মেস্তর এম্ ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল এবং অপরাপর অনেক প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হন। টাউন হল প্রায় দেড় সহস্র শ্রোতায় পূর্ণ হয়। এদেশের পূর্ব্বে কি প্রকার অবস্থা ছিল, এখন কি প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, জীবনের চিহ্ন না হইলেও এ সময়ে চারিদিকে উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে বটে, তথাপি এ দুরবস্থা অপনীত হইতেছে না, ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতরূপে বলিয়া, তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে অতি দূরতম প্রদেশে যাইতেছেন, তাহা সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলেন। অনেক লোকে তাঁহার ইংলণ্ডগমনের উদ্দেশ্য বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দা কুৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারও উল্লেখ করিয়া, যাঁহাদিগের কল্যাণ তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী, তাঁহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিদায়গ্রহণ-বাক্যে তিনি অনেকের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত করাইলেন। এ দেশের যথার্থ অবস্থা কি, এই অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কোন্ কোন্ উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই, কি হইলে এ দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ইংলণ্ডে

গমন করিতেছেন; ধনী দরিদ্র, জমীদার বা প্রজা কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনি সে দেশে যাইতেছেন না, স্বাধীন ভাবে সেখানে গিয়া এদেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সমাধান করিবেন, বক্তৃতার অন্তিমে এই সকল বিষয় তিনি ভাল করিয়া বিবৃত করেন। কেশবচন্দ্রের গমনের সাহায্য জন্য এক সভা গঠিত হয়, এই সভা হইতে তাঁহার গমনের আংশিক মাত্র সাহায্য হইয়াছিল।

পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডযাত্রা

১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ খৃঃ) সোমবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সমুদায় রজনী জাগরণ ঘটিল, নানা প্রসঙ্গে, ভাবনা ও দুঃখে কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। পর দিন (১৫ই) প্রাতঃকালে কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাষ্পীয় পোতে আরোহণ জন্য গার্ডেন রীচে গমন করেন। সে সময়ের দৃশ্য এখনও সকলের হৃদয়ে ঠিক মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মাতা ও পরিজনবর্গের ক্রন্দনে ভ্রাতা ও বন্ধুগণ চক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। কেশবচন্দ্র স্থির গম্ভীর প্রশান্তভাবে সকলের নিকট এক এক করিয়া বিদায় লইলেন। এক বৎসরের শিশু মধ্যম পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিলেন, ভয়ানক ক্রন্দনের রোলের মধ্যে তিনি শকটারোহণে মুচিখোলার দিকে যাত্রা করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, প্রচারকগণ এবং আরও অনেকগুলি বন্ধু তাঁহার সঙ্গে জাহাজের ঘাটে গেলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় সকলের প্রাণ আরও অস্থির হইল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত জাহাজ দেখা গেল, কেহ আর চক্ষের পলক ফেলিলেন না। ক্রমে ক্রমে জাহাজ অদৃশ্য হইলে, সকলে অত্যন্ত বিষণ্ণহৃদয়ে কলুটোলার বাটীতে আসিলেন। আমরা তাঁহার লেখা হইতে* এ দিনের দৈনিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"মঙ্গলবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ।—পরীবার ও স্বজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া প্রাতঃকালে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। গার্ডেন রীচের জেঠীতে আমাদিগের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধু গমন করিলেন। প্রাতঃকালের ৭টার

* See "Diary in England" by K. C. Sen from 15th February to 21st May, 1870 in "Lectures in England" by K. C. Sen. (New Edn.)

কয়েক মিনিট পর নঙ্গর তুলিয়া ষ্টীমার আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। আরোহিগণের যে সকল বন্ধু তাঁহাদিগের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, যথাসময় তাঁহাদিগের সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। আমরা যতই নদীতে দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিলাম, ততই বন্ধুগণের দোলায়মান রুমাল, এবং চক্ষুর জল পরস্পরের সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ বিদায়গ্রহণবিনিময় সূচনা করিতে লাগিল। পরিশেষে জেঠীতে দণ্ডায়মান বন্ধুবর্গ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। আমি যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম, ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করুন।

"চারিজনের থাকিবার একটি বেশ ক্যাবিন আমরা পাইলাম। আমাদের দল পুরু ও মনের মত—আমরা ছয় জন * সকলেই ব্রাহ্ম—সুতরাং আমরা কিছু অসুবিধা অনুভব করিলাম না, গৃহের বিচ্ছেদ অনেক পরিমাণে আমাদের কমিয়া গেল। জোয়ার না আসিলে আর অগ্রসর হওয়া নির্বিঘ্ন নয়, এজন্য দুর্ভাগ্যক্রমে দুটার সময়ে নঙ্গর করা হইল। খুব সকাল সকাল কলিকাতা হইতে রওয়ানা হওয়াতে আমার আশা ছিল যে, দিনের মধ্যেই সমুদ্রে গিয়া পড়িব; নগর হইতে কয়েক মাইল মাত্র আসিয়া বাধ্য হইয়া থামিতে হইল, ইহাতে আমাদের মনে ক্লেশ হইল। সায়ংকালে অনারেবল মেস্তর উয়িণ্ডহ্যামের সঙ্গে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সুখকর আলাপ চলিল। আর এক দিন গবর্ণমেণ্ট হাউসে ইঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। আমরা অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়র্ল্যাণ্ডের ভূমিবিষয়ক আন্দোলনবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলাম। আহারের বিষয়ে আমার যে ভয় ছিল, সে কিছু নয়, প্রমাণ হইল। খাদ্যের সূচনাপত্রে যে খুব চায়, তাহারও আশাতিরিক্ত খাদ্যের আয়োজন রহিয়াছে। ভোজনের টেবিলে আলুসিদ্ধ, আলুভাজা, বেগুণ, শাক, নিরামিষ ব্যঞ্জন, এবং দেশীয় বিবিধ প্রকারের ফল দেখিয়া আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম।"

---

* ভাই প্রসন্নকুমার সেন, আনন্দমোহন বসু, গোপালচন্দ্র রায়, রাখালদাস রায়, কৃষ্ণধন ঘোষ এই পাঁচ জন এবং তিনি স্বয়ং এক জন, এই ছয় জন। ভাই প্রসন্নকুমার সেন কেশবচন্দ্রের শরীররক্ষকরূপে সঙ্গে গমন করিলেন। ইনি এ সময়ে মুঙ্গেরে অডিট আফিসের একটি প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই যে তিনি বিদায় লইয়া সঙ্গে গেলেন, আর ফিরিয়া আসিয়া সে কার্য্যে যোগ না দিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্রকে বিদায় দিয়া আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুগণ গৃহে আসিলেন। সে দিন গৃহে আসিয়া, কেশবচন্দ্র যেখানে সকলকে লইয়া বসিতেন, সেইখানে সকলে মিলিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট সকলই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র যেন অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকলের মন বিষাদের আন্ধারে আবৃত হইল। সে দিনকার অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বিচ্ছেদ-জনিত ক্লেশ পূর্ব্বে কখন আমরা জীবনে এরূপ অনুভব করি নাই। আমাদের এখানকার কথা এখন থাকুক, এক্ষণে আমরা সমুদ্রপথে (১) কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তন করি।

সমুদ্রপথে

পর দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) ষ্টীমার নদী ছাড়িয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। অপরাহ্ণ ৪টার সময় পাইলেট (পথপ্রদর্শক) বিদায় লইল, এই সুযোগে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাতায় পত্র প্রেরণ করিলেন। জাহাজ একটু দুলিতে লাগিল; কেশবচন্দ্রের সঙ্গিগণ একটু একটু অসুখ বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখনও সামুদ্রিক পীড়ার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না সমুদ্র এখন বড়ই শান্ত। জাহাজে অনেকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। এক জন সৈনিক পুরুষ বড়ই স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কোন প্রকারে সেবা করিতে পারিলে, ইনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন বলিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ষ্টীমার এক শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, মান্দ্রাজ এখনও ২৩১ ক্রোশ দূরে আছে। উড্ডীন মৎস্য সকল দেখা দিল। জাহাজের দোলনাবস্থা আর কেহ বড় বুঝিতে পারিলেন না। অনেকগুলি আরোহীর মধ্যে একটি মনুষ্যভোজী ব্যাঘ্র আরোহী ছিল, তাহার নিকটে কেহ গেলেই সে দন্তপাটি প্রদর্শন করিত। কেশবচন্দ্র দৈনিক বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যদি ইহাকে আমাদিগের সঙ্গে ভোজনস্থলে ভোজন করিতে দেওয়া হইত, তবে এ আনন্দের সহিত আমাদিগকে ভোজন করিত।" ১৮ই ফেব্রুয়ারী জাহাজ ১২ ঘণ্টায় আরও ১১৪ ক্রোশ চলিয়া আসিল। মান্দ্রাজ এখন ১১৭ ক্রোশ মাত্র বাকি আছে। আরোহিগণ দুই দুই টাকা বাজি রাখিয়া মান্দ্রাজে গিয়া

(১) সমুদ্রপথের বিবরণ কেশবচন্দ্রের "Diary in England" হইতে গৃহীত।

পঁহুছিবার সময় ঠিক করিয়া বলিতে লাগিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচ বার করিয়া আহার হইত। কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে আমোদ করিয়া দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "আমরা দিনের মধ্যে পাঁচ বার খাই, ইহা শুনিয়া আমাদের দেশের লোকে কি বলিবেন? তাঁহারা কি মনে করিবেন না, উদরসেবা এবং ভোজনবিদ্যা শেখাই আমাদের কাজ? কিন্তু আমরা বাড়ীতে যাহা খাই, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশি খাই না। আমরা কেবল বার বার টেবিলে গিয়া বসি, আর বাহিরের সজ্জাটা খুব বেশি। সভ্যতার বাহিরের ধুমধাম যত, আমাদের উদরের পরিতোষ ততটা নয়। বিউগেলের শব্দ কি জন্য হইতেছে, তোমরা মনে কর? ভয়ে কাঁপিও না, ইহা যুদ্ধ করিবার ইঙ্গিত নয়, শত্রু নিকটে, ইহা ঐ শব্দ জানাইতেছে না। এ সব কিছুই নয়, ইহা আহারে আহ্বান। এক হাতে ছুরী, আর এক হাতে কাঁটা লইয়া ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, সেই শত্রুকে বধ করিতে প্রস্তুত হইতে উহা বলিতেছে।"

১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, প্রাতে নয়টা পোনের মিনিটের সময় মান্দ্রাজে গিয়া জাহাজ উপস্থিত হইল। মেস্তর উয়িণ্ডহাম বাজিতে ৮০ টাকা লাভ করিলেন। জাহাজের উপরে কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, ২৲ টাকা ভাড়ায় একখানি নৌকাতে কেশবচন্দ্র সঙ্গিগণ সহ মান্দ্রাজে নামিয়া, পারি কোম্পানীর আফিসে গমন করেন। সেখানে গিয়া প্রাচীন বন্ধু ভেঙ্কটাস্বামী নায়ডুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আদরের সহিত ইঁহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ চা রুটি খাওয়ান, নায়ডুর গাড়িতে ইঁহারা বেড়াইতে বাহির হন। প্রথমতঃ মান্দ্রাজস্থ প্রচারক ডোরাস্বামী নায়ডুর সহিত ইনি গিয়া সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পান, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মসমাজ নামমাত্র আছে, লোকের নিরুৎসাহ দেখিয়া ডোরাস্বামী নায়ডু অতীব বিরক্ত। অতি শীঘ্র এরূপ অবস্থার প্রতিবিধান জন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, কেশবচন্দ্র ইহা স্থির করিলেন। এখান হইতে ট্রেবিলিয়ান পার্কে (এখন পীপলস্ পার্ক) গমন করিয়া, সেখানে অন্যান্য জন্তু মধ্যে সিংহ সিংহী ও তাহার সন্তান সন্ততিগুলিকে দেখিলেন। ভেঙ্কটাস্বামী নায়ডুর গৃহে আসিয়া অনেক দিনের পর দেশীয় প্রণালীতে কদলীপত্রে ইঁহারা আহার করিলেন। 'পাচ্চিপাস

হলে' জাপানীগণের বাজী দেখিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নগর হইতে দূরবর্ত্তী আফিসের উদ্যানগৃহে আসিয়া সকলে রাত্রি যাপন করেন।

(২০শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, প্রাতে) নয়টা পোনের মিনিটের সময়ে জাহাজ ছাড়িল। প্রাতঃকালে সমুদ্র বিলক্ষণ শান্ত ছিল, সায়ঙ্কালে সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, এমন কি ক্যাবিনের মধ্যে জলের ঝলক আসিয়া পড়িল। সঙ্গিগণ মধ্যে কেহ কেহ সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। সায়ঙ্কালে জাহাজের অগ্রভাগে গিয়া ইঁহারা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ইনি অদ্যকার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে কলিকাতাতে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ; সেখানে মিলিয়া আমাদের ভ্রাতৃগণ ব্রহ্মনাম করিতেছেন। সেই প্রভুই আমাদের নিকটে আছেন।"

২২শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, প্রাতে আটটার পর গলেতে গিয়া জাহাজ উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়া টেলিগ্রাম পান—'সব ভাল।' জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াই পোষ্টাফিসে গিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান। গল কি প্রকার স্থান, উহা বন্ধুগণকে দেখাইবার জন্য সমুদ্রের ধারে ধারে গমন করেন। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করেন, এবং সেই মন্দিরে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। বৌদ্ধমন্দিরের প্রাচীরে বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পান। কতকগুলি আতা ও নারীকেল ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ী গিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করেন। ১১টার সময়ে জাহাজ ছাড়িল, উত্তর পশ্চিমের প্রবল বাতাস বহিল, তরঙ্গাঘাতে জাহাজ ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল; ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে আরম্ভ করিল। ভাই প্রসন্নকুমার শয্যাশায়ী হইলেন, অল্প বিস্তর সকলেই সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আরোহীর সংখ্যা ইহার মধ্যে এক শতের অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, সমুদ্র শান্তবেশ ধারণ করিল। আরোহিগণ জাহাজে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ করিলেন। এ সময়ে গল হইতে জাহাজ ১২৪॥ ক্রোশ আসিয়া পড়িয়াছে। মিনিককস দ্বীপ ৯৬ ক্রোশ সম্মুখে আছে। পরদিন (২৫শে) প্রাতে মিনিককস দ্বীপ অতিক্রম করা হইল। এখানে কুজ্ঝটিকা মধ্যে পিণ্ড কোম্পানীর কলম্বো জাহাজ মারা যায়। জাহাজের অগ্রে অগ্রে কতকগুলি মৎস্য সমুদ্র হইতে উল্লম্ফন দিয়া উঠিতে লাগিল, আবার জলে

পড়িতে লাগিল, আবার উঠিতে লাগিল, আবার পড়িতে লাগিল। জাহাজের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণমধ্যে এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ হইল, ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধে বড় উদার মত। ইনি আমাদের মণ্ডলী এবং কেশবচন্দ্র যে কার্য্যে যাইতেছেন, তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন এবং নৌচালন ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহার মধ্যে জাহাজ আরও ১২৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়াছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, জাহাজ দ্রুতবেগে ১৩৪॥ ক্রোশ অতিক্রম করিল। আজ সিলোনের শিক্ষাবিভাগের ডায়রেক্টরের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। ইনি বিসংবাদ ঘটাতে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যারিষ্টার হইতে যাইতেছেন। কেশবচন্দ্র যে জন্য যাইতেছেন, তৎসম্বন্ধে সাহস দিয়া তিনি বলিলেন, অতি সাহসিক কার্য্য, এ কার্য্যে আপনার বাধা পাইতে হইবে। লণ্ডনে যে 'ডায়ালেক্টিকাল সোসাইটী' আছে, তাহাতে যোগ দিতে ইনি পরামর্শ দিলেন এবং মিল, হক্সলে, মরিসন এম, পি সহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। ইনি মিলের স্কুলের লোক, বিজ্ঞানের প্রতি ইঁহার এত আদর যে, প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস নাই বলিলে হয়। পর দিন রবিবারের দৈনিক বিবরণটি আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"রবিবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—প্রাতঃকালে কর্ম্মচারিগণ, নাবিকগণ, সূত্রধর, যন্ত্রচালক, খালাসী সকলে নিজ নিজ সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ডেকের উপরে কাওয়াত করিবার জন্য একত্রিত হইল; তাহাদিগের সকলের নাম ধরিয়া ডাকা আরম্ভ হইল। কাপ্তেন এবং প্রথম কর্ম্মচারী তাহাদিগের সারির নিকট দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, সকলে সসম্ভ্রম অভিবাদন করিতে লাগিল। এক বার একটি সঙ্কেত করিবামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বান্ধিয়া জাহাজের নানা স্থানে যাইয়া জলোত্তোলন যন্ত্রের নিকটে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। এরূপ আয়োজন আগুন লাগিলে আগুন নিবাইবার জন্য। আর একটি সঙ্কেত করিবামাত্র সকলে দৌড়াইয়া গিয়া যেখানে নৌকাগুলি আছে, সেখানে যাইয়া দল বান্ধিল। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদি আগুন নিবাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে সকলকে নৌকার ভার লইতে হইবে। সাড়ে দশটার সময়ে 'কোয়ার্টার ডেকে' কাপ্তেন উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। সন্ধ্যা ৭॥টার সময়ে সম্মুখস্থ 'স্যালুনে' উপাসনাকার্য্যনির্ব্বাহজন্য কাপ্তেনের নিকটে অনুমতি লওয়া হইল

এবং তিনি আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিলেন। জাহাজের কোষাধ্যক্ষ (Purser) আলো আদির যোগাড় করিয়া দিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ জন উপাসনার্থ সমবেত হইলেন। 'ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয় ও বল এবং বিপৎকালে অতি নিকটস্থ সহায়', এই ৪৬ আমার দাউদের গীত উপদেশের অবলম্বন হইল। আমরা ঈশ্বরকে কখন অবিদ্যমান মনে করিব না, কিন্তু নিয়ত তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিব এবং আমাদের চিরবর্ত্তমান সহায় বলিয়া সম্মুখে ধারণ করিব। আমাদের জাহাজের কাপ্তেনের উপরে আমরা যেমন আমাদের সমগ্র বিশ্বাস স্থাপন করি, তেমনি আমাদিগের জীবনসমুদ্র পার হইবার কালে যিনি আমাদিগকে সকল প্রকার প্রলোভন ও বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন, সেই মহান্ কাপ্তেনের উপরে আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই অস্থায়ী সমবেত উপাসকমণ্ডলীর দৃশ্যটি কি চিত্তাকর্ষক! ইহা মনে করিয়া কেমন উৎসাহবৃদ্ধি হয় যে, আরব সমুদ্রের বক্ষে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হইল, নানা জাতির লোক লইয়া গঠিত অস্থায়ী একটি ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে আমাদের সকলের সাধারণ পিতার মহিমা গান করিতে পারিলাম, এবং আমাদের ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মভ্রাতারা যে 'সত্যম্' শব্দ পবিত্র গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা এখানে প্রতিধ্বনিত করিলাম। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কত দয়া! কিন্তু হায়! আমরা কেমন তাঁহার দয়া ভুলিয়া আছি! সকল স্থানে, সকল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে সত্য ঈশ্বর গৌরবান্বিত হউন।"

২রা মার্চ্চ, বুধবার, দু প্রহরের সময় অন্তরীপ গার্ডাফিউই অতিক্রম করিলে, সম্মুখে বনলতাহীন ভীষণ পর্ব্বতমালা নয়নগোচর হইল। আসিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আফ্রিকা নয়নপথে পড়িল। এ অন্তরীপে উদ্ভিদের চিহ্ন নাই, যত দূর দৃষ্টি যায়, বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর মরুভূমি। ৪ঠা মার্চ্চ, শুক্রবার, উচ্চ পর্ব্বতোপরি এডেনের আলোক গৃহ অনেক দূর হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এডেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া কেশবচন্দ্র একালের অদ্ভুতকীর্ত্তি অতি বৃহত্তম "গ্রেট ইষ্টারণ" নামক ষ্টীমার দেখিতে পাইলেন। এডেনে সামুদ্রিক তাড়িততার বসাইয়া ইহার পর লোহিতসাগরে উহা প্রবেশ করিবে। এডেনে পঁহুছিবা মাত্র কেশবচন্দ্র দুইখানি পত্র পাইলেন। দেড় টাকা ভাড়ায় এক খানি নৌকা করিয়া এডেনে ইনি বন্ধুগণ সহ অবতরণ করিলেন, অবতরণ

করিয়াই প্রথমতঃ পত্র ডাকে রওয়ানা করিলেন। নগর আড়াই ক্রোশ অন্তরে। যে গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন, ঐ গাড়ীর গাড়োয়ান বাঙ্গালী; অল্প দিন হইল, সে সে দেশে আসিয়াছে। পার্ব্বত্য উচ্চ নীচ পথে গাড়ীতে কতক দূর গিয়া প্রপা (Reservoirs) সন্নিধানে আসিলেন। এই প্রপাগুলি আর কিছুই নহে, পর্ব্বতের গহ্বর। সেই গহ্বরগুলিকে চারিদিকে বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছে, বৃষ্টির জল উহাতে নিপতিত হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তাহাতে বেশ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে। চারিদিক্ বনলতাশূন্য, সুতরাং তন্মধ্যে এই উদ্যান দেখিতে মনোহর। আজ ষোল মাস হইল, বৃষ্টি হয় নাই, গতিকেই প্রপাগুলি জলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকেরা কূপ হইতে অতি কষ্টে জল আহরণ করে। জল ঈষদুষ্ণ ক্ষারযুক্ত, অথচ তাহাই লোকদের নিকট উপাদেয়। সূর্য্যের কিরণ অতি তীক্ষ্ণ, সুতরাং কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ইঁহারা বাঙ্গালা দেশের মিষ্টান্ন জিলাপী ও গজা ক্রয় করিয়া আনেন। সমুদ্রের ধারের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার লোকেরা আরব ও কাফ্রি এই দুইয়ের মিলনে মিশ্র জাতি। অপরাহ্ণে ইঁহারা ষ্টীমারে চলিয়া আসিলেন। জাহাজের পার্শ্বে অর্দ্ধনগ্ন দেশীয় লোকগুলি সন্তরণ করিতেছিল, এবং জলে নিক্ষিপ্ত শিকি আদুলি জলের ভিতরে ডুব দিয়া দাঁতে করিয়া তুলিয়া আনিতেছিল। এ দৃশ্যটি অদ্ভুত; আমাদের দেশে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র এডেন হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া (ইংরাজিতে) যে পত্র * লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কেশবচন্দ্রের এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মভ্রাতৃবৃন্দকে পত্র

"হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ,—আমাদের দয়াময় পিতার করুণা তোমাদের সঙ্গে অবস্থিতি করুক, এবং তোমাদের শান্তি হউক। আমার ঈশ্বরকে ভিন্ন দেশে—অতি দূরস্থিত পশ্চিম প্রদেশে—সেবা করিবার জন্য আমি এক্ষণে দূরস্থ হইয়াছি; কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে তোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ, আমার

* "Epistle to the Theists in India" was published in the "Indian Mirror." Also see in "Lectures in England" (New Edn.)

প্রীতি, স্নেহ এবং প্রার্থনা মধ্যে তোমরা স্থিতি করিতেছ। কারণ আমি তোমাদিগকে স্বদেশী এবং সম-বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণ বলিয়া প্রীতি করি, এবং আমার যাবজ্জীবন তোমাদিগকে সেবা করিতে আমি অভিলাষ করি। তোমাদের এই অনুপযুক্ত ভৃত্যকে তোমরা স্মরণ করিও। ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব, এবং তোমাদের গুরু কর্ত্তব্যগুলির বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সমস্ত স্মরণে রাখিও। আমি যে স্থানে গিয়া উপনীত হই, আমার ভরসা, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা সকলেই পরমেশ্বরের পবিত্র মন্দিরে, তাঁহার চরণচ্ছায়ানিম্নে অবস্থান করিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে পৌত্তলিকতা এবং পাপকূপ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, এবং তাঁহার বেদীর চতুষ্পার্শ্বে আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক পরিবার করিয়াছেন, এবং প্রীতির চিরস্থায়ী ভ্রাতৃবন্ধনে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চিরকাল একত্র অধিবাস করুক; যদিও সাগর, মহাসাগর এবং মহাদেশ সকল আমাদের শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, আমাদের যেন কখন আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ না হয়। পরমেশ্বর কেন আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা অবগত নহ? এই জন্য যে, আমরা চিরদিন তাঁহার—কেবল তাঁহারই—পূজা এবং সেবা করিব। এই অভিপ্রায়ে তোমরা তাঁহার সহিত অনতিক্রমণীয় প্রতিজ্ঞাপাশে সম্বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইতে তোমরা তিলার্দ্ধ দূরে অপসরণ করিতে পার না। তোমরা এক প্রভু— বিশ্বের সেই পরম নিয়ন্তার ভৃত্য, কেবল তাঁহারই তোমরা সেবা এবং আরাধনা করিবে। তোমরা আর কাহার সন্নিধানে মস্তক প্রণত করিতে পার না। তোমরা যদি এরূপ কর, তবে মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ঘোর রাজবিদ্রোহ, এবং ব্যভিচার হইবে। পরমেশ্বর তাঁহার প্রচুর করুণারূপ মূল্য দিয়া তোমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, তোমরা এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই; তোমরা এখন আর শরীর মন কিংবা হৃদয়কে পৌত্তলিক দেবতাসকলকে বিক্রয় করিতে পার না। মনুষ্য, পশু অথবা নীচ কীটদিগের পূজা আর তোমরা করিতে পার না। তোমরা পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপেও আর কোন মতে যোগ দিতে পার না, কারণ সেই অবিশুদ্ধ পদার্থ—পৌত্তলিকতা—তাহার অণুমাত্র স্পর্শও অপবিত্র করে। প্রত্যেক আকার প্রকারের পৌত্তলিক পূজা তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে

পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল ইহা নয়, তোমাদিগকে আরও অধিক করিতে হইবে। যে ভয়ানক পৌত্তলিকতার প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী এই দেশে রাজত্ব করিতেছে, তোমাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। যে জঘন্য মিথ্যা হইতে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্বদেশীয়দিগকে উদ্ধার করিতে তোমরা সমস্ত শক্তির সহিত চেষ্টা কর। তোমরা যদি সত্য পাইলে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্যকে বণ্টন করিয়া দিবার গুরু ভার তোমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমরা পৌত্তলিকতাকে অমঙ্গল বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাক, তবে তাহা সমূলে বিনাশ করিতে তোমরা বাধ্য হইয়াছ। সেই পরম প্রভুর নিকট বিশ্বাসী এবং রাজপরায়ণ হও এবং তাঁহার রাজ্য সর্ব্বদিকে বিস্তার কর। এই মিথ্যা পূজার মূলোৎপাটনে বিনম্রভাবে ও একাগ্রমনে যত্ন কর, এবং এক ঈশ্বরের পবিত্র পূজার শুভ ফল সকল দূর দূরান্তরে বিকীর্ণ কর।

"তোমরা যে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে কেবল বিশ্বাস করিবে, তাহা নহে, কিন্তু অবিভক্তহৃদয়ে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তোমার আত্মার ন্যায় তোমার হৃদয়ও কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিবে। যেমন বিশ্বাসে, সেইরূপ প্রীতিতেও তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হইবে। কারণ সত্যই যেমন মনের পৌত্তলিকতা আছে, সেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিকতা আছে; যদ্যপি একটী পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত হইয়াছ, তবে অপরটী হইতেও মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। এরূপ অনেকে আছে, যাহারা বিশ্বাস এবং পূজাসম্বন্ধে কোন দেবদেবী স্বীকার করে না, কিন্তু হৃদয়ের কোন পুত্তলিকা, যাহাকে তাহারা আর আর তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা অধিক প্রীতি করে, তাহার নিকটে আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। এই আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতাবিষয়ে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতে চাই। বাহ্যিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু যে সমস্ত বন্ধন হৃদয়কে সংসারের বিবিধ মোহে আবদ্ধ করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাকে ঈশ্বরে উৎসর্গ করা—ইহা কঠিন, নিতান্ত কঠিন জানিবে। কিন্তু

যদি তোমরা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পূজায় যদি বাহ্যিক পৌত্তলিকতা হয়, তবে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ধন মানকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ভালবাসাও আন্তরিক পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্ম এতদুভয়কেই ঘৃণা এবং পরিহার করিতে বাধ্য। মনুষ্যগণ যখন ঈশ্বরসন্নিধানে উপনীত হয়, তখন সচরাচর হৃদয়কে পশ্চাতে রাখিয়া আসে, এবং তাঁহাকে নির্জীব শুষ্ক এবং প্রাণশূন্য রীতিতে পূজা করে। তাহাদের পূজার অর্থ—কতকগুলি প্রণালীগত শব্দের বারংবার উচ্চারণ; তাহাদের প্রার্থনা—কেবল একটী অজ্ঞাত ও তাহাদের সদৃশ হৃদয়শূন্য পদার্থবিশেষের প্রতি শূন্য জল্পনামাত্র। তথাপি যখন তাহারা সংসারের সেবা করে, তখন তাহারা কেমন প্রোৎসাহী হয়; কেমন আগ্রহের সহিত ইহাকে প্রীতি করে, কেমন অন্তরের সহিত ইহার সুখ সকল অনুসন্ধান এবং সম্ভোগ করে! তাহারা মন্দিরে হৃদয় এবং জীববিহীন! ধনদেবতার সেবার সময়ে একেবারে জীবন ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। ভ্রাতৃগণ, তোমরা তাহাদিগের মত হইতে পার না। তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরকে হৃদয় দান করিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতে বাধ্য হইয়াছ। তাঁহাকে একমাত্র প্রকৃত বন্ধু এবং চিরন্তন পিতা—তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্ন এবং মধুরতম আনন্দ জানিয়া, তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমাদিগের প্রীতি করিতে হইবে। তাঁহার প্রেমময় করুণা, তাঁহার অপাত্রের প্রতি দয়া, যাহা তিনি অনুদিন তোমাদের উপর বর্ষণ করিতেছেন, তাহা এক বার ভাব দেখি। তিনি কেমন জীবন্তভাবে তোমাদিগকে প্রীতি করেন, তিনি তোমাদের মঙ্গল এবং পরিত্রাণের জন্য কেমন ব্যাকুল, তিনি দিনের প্রতি মুহূর্ত্ত কেমন স্নেহপূর্ব্বক তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, এবং তোমাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূর্ণ করিতেছেন। যদি একবার ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে নিশ্চয় দেখিবে, সংসার অপেক্ষা ঈশ্বরের সমধিক আকর্ষণ আছে, এবং আর আর যাবতীয় বস্তু হইতে তোমা-দিগের নিকটে তাঁহারই অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত। যিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং দয়ালু, তাঁহাকে প্রীতি করিতে তোমাদের কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হইতে পারে না। কেবল তাঁহার প্রেম ও করুণাময় মুখশ্রী অবলোকন কর, তাঁহার

পুত্রস্নেহের উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্য অনুভব কর, তাহা হইলেই প্রকৃত ভক্তির তাড়িত-যোগে তোমাদের হৃদয় তৎক্ষণাৎ সমুত্তেজিত হইবে, তাঁহার দয়ায় পরাভূত হইয়া তাঁহার চরণতলে তোমরা পতিত হইবে, এবং পিতৃভক্তির পবিত্র অনুরাগে তোমাদের হৃদয় আক্রান্ত হইবে। তখন তোমরা আর তাঁহাকে সংসারের মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক শীতলভাবে ফলাফলগণনা করিয়া প্রীতি করিবে না, কিন্তু স্বার্থহীন প্রীতির অপ্রতিহতবেগে তোমরা নীয়মান হইবে। 'যেমত মৃগ জলাশয়ের নিমিত্ত কাতর হয়', ব্রাহ্মও তাঁহার ঈশ্বরের নিমিত্ত সেইরূপ কাতর হন। যেমন কৃপণ তাঁহার স্বর্ণের প্রতি সংসগ্নচিত্ত হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মও সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরকে কোন মতে ছাড়েন না। যেমন সংসারী ব্যক্তি সংসারকে তাঁহার সর্ব্বস্বরূপে দর্শন করে, এবং তাহার জন্য আর সকলই পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে তাঁহার ধন প্রাণ এবং আনন্দ মনে করেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত আর সকলই পরিত্যাগ করেন। তিনি ধন্য, যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরে আনন্দিত হন। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, জীবন্ত সরল প্রার্থনার সাহায্যে ঐ পদে উত্থান করিতে চেষ্টা কর। যেখানে আছ, সেখানে থামিও না। তোমাদের পুত্তলিকাবিনাশকার্য্য সুসম্পন্ন কর। যেমন তোমরা মনের পুত্তলিকা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, তদ্রূপ তোমরা হৃদয়ের পুত্তলিকা সকলকেও দূর করিয়া দাও, এবং সেই পরম পুরুষকে তথায় একাকী রাজত্ব করিতে দাও। তোমাদের প্রীতিকে এ প্রকার সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে দাও, যেন তাঁহার সেবা হইতে তোমাদিগকে আর কিছুতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে না পারে। তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হও, তাহা হইলে তোমরা ইহ জীবনে এবং পর জীবনে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকিবে।"

৫ই মার্চ্চ, শনিবার, পেরিম দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বাবেলমণ্ডপ হইয়া ষ্টীমার লোহিতসাগরে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতেছিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গগুলি জাহাজের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। পর দিন (৬ই মার্চ্চ) রবিবারে নিয়মিত কাওয়াত হইয়া, ১০টার সময় উপাসনা হইল। কতকগুলি আরোহী কেশবচন্দ্রের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ শুনিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। লেডি ডিউর‍্যাণ্ড অগ্রেই কাপ্তেনের নিকট 'কোয়ার্টার ডেক' এ জন্য চাহিয়া

লইয়াছেন, এবং কাপ্তেন কোন আপত্তি না করিয়া অনুমতি দিয়াছেন। (সন্ধ্যা) ৭॥০টার সময় বক্তৃতা দেওয়া হইবে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আজ অনেকে বক্তৃতা শুনিতে একত্রিত হইলেন। এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, এবং তাহার মত উল্লেখ করিয়া সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দেন।

আরোহিগণকে বহু দিন সমুদ্রোপরি থাকিতে হয়, সুতরাং ইঁহারা বিবিধ আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাট্যাভিনয় ইহার মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত তাস সতরঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের খেলা অবলম্বিত হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্র যে সকল আরোহীর কথা নিজ দৈনিক বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কয়েক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের সঙ্গী আরোহিগণের মধ্যে কয়েকটি অষ্ট্রেলিয়ার ভদ্র লোক আছেন, ইঁহারা প্রায়ই আহারের সময়ে আমাদিগের সম্মুখভাগ টেবিলে বসেন। ইঁহাদের জীবনের লক্ষ্য মনে হয়, যেন কেবল আমোদ কৌতূহল। কলিকাতায় বাগবাজারের ইয়ার লোকের সহিত ইঁহাদিগের তুলনা হয়। পান, ভোজন, আমোদ বিনা ইঁহাদের আর কাজ নাই। আর এক দিন ইঁহারা বড়ই রাগিয়াছিলেন, কেন না ইঁহারা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত (এই সময়ে জাহাজে সকলে মদ খায়) পুনঃ পুনঃ মদ চাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যার বেলা প্রায়ই ইঁহারা জুয়া খেলেন। ইঁহাদের সচরাচর আমোদের কাজ, পরস্পর খোঁচাখুঁচি, গায়ে পড়াপড়ি করা। ইঁহারা অন্য আরোহিগণের সঙ্গে বড় মেশেন না, নিজেদের ধাতুর লোকের সঙ্গে চলা ফেরা করেন।" এক দিন মোরগের লড়াই হয়। এ লড়াই মোরগে মোরগে নয়, মোরগসাজা মানুষের লড়াই। দুজন মানুষের হাত বান্ধা; হাঁটু বাঁকা করিয়া তাহার মধ্যে এক এক খানা লাঠী খুব আঁটিয়া ধরিয়া, তাহা দিয়া দু জনের এক জনকে যে উল্টাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারই জিত হয়। মোরগের লড়াই হইয়া গেলে অষ্ট্রেলিয়ার সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে ক্লাইব নামক এক ব্যক্তি কুৎসিত মেয়েলি সাজে "পরমা সুন্দরী রাণী" সাজিয়া আসেন। কতকগুলি ভাঙ্গা কবিতা পড়িয়া, মোরগের লড়াইয়েতে যিনি জিতিয়াছিলেন, তাঁহাকে একখানি ভাঙ্গা প্লেট উপহার দিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার এমনই প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, কেহই হাসি রাখিতে পারেন নাই।

৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, রজনীতে ডিডলস্ আলোকগৃহ অতিক্রম করা হয়। বুধবার (৯ই মার্চ্চ) উদারচেতা আমাদের মণ্ডলীর বন্ধু আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার আর্চ্চর সাহেব কেশবচন্দ্র এবং বন্ধুগণকে জাহাজের কল এবং কি প্রণালীতে কল গঠিত, এ সমুদায় বুঝাইয়া দেন। এই দিনে ইঁহারা সুয়েজ অখাতে প্রবেশ করিলেন। সায়ঙ্কালে শডন দ্বীপ দেখিতে পাইলেন, এই খানে কার্ণাটিক জাহাজ জলমগ্ন হইয়া অনেকগুলি লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। ইহাদিগকে উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আহা, ইহাদিগের কি ক্লেশেই মৃত্যু হইয়াছে! ইহারা নিতান্ত নিঃসহায়, ভগবান্ ইহাদিগের উপরে করুণা করুন; হৃদয় আপনা হইতেই এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে ব্যগ্র হয়, করুণাময় পিতা ইহাদিগের মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।" সুয়েজ অখাত অল্পে অল্পে সরু হইয়া আসিতে লাগিল। দুই দিকে কেবল বনলতাহীন শিলোচ্চয় এবং বালুকারাশি। সমুদ্রের ধারে সম্মুখে অল্প একটু ভূমি তালবৃক্ষে আচ্ছাদিত। এই স্থানটি তীর্থস্থান, এখানে দু তিন খানি বাড়ী আছে এবং কয়েকটি কূপ আছে, এই কূপগুলিকে মুষার কূপ বলে। ফেরো যে সময়ে ইজরায়েল বংশীয়গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আসিয়াছিল, কথিত আছে যে, তাঁহারা এই স্থান দিয়া সে সময়ে পার হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ জাহাজ থাকিবার স্থানে গিয়া প্রবেশ করিলেন; এবং সেখানে অনেকগুলি তুরকী জাহাজ দেখিতে পাইলেন। এখানে সৈনিকগণ পার হইতেছে, রণবাদ্য বাজিতেছে; ওখানে কলে পাথর কাটিয়া এবং তুলিয়া ফেলিয়া সমুদ্র গভীর করা হইতেছে, আবার সেই পাথরে জেঠী বান্ধা হইতেছে। কেশবচন্দ্র যে জাহাজে আসিয়াছিলেন, উহা (১০ই মার্চ্চ) অপরাহ্ণ ৪টার সময় গিয়া পঁহুছিল। এখান হইতে সুয়েজ ক্যানাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এদিক্‌কার জলপথে গমন শেষ হইল, এখন রেলওয়েতে যাইতে হইবে। ৬টার সময় ট্রেণ, সুতরাং ইঁহাদিগকে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে হইল। জিনিষপত্রগুলিতে নামধাম লিখিয়া জাহাজে ফেলিয়া ইঁহারা ট্রেণে উঠিলেন। যাইবার বেলা জাহাজের কাপ্তেন বীসলি সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং যাঁহারা ইঁহাদের সেবা করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন। এ রেলওয়ে মিসর দেশের, সুতরাং এক এক জায়গায় থামিয়া এক ঘণ্টাই

সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই করিতে করিতে এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ দূরে স্থিত নগরে গিয়া সকলে পঁহুছিলেন। এখানে পোষ্টাফিসে পত্র দিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে সমুদায় রজনী অনিদ্রা ও শীত ভোগ করিতে হইল।

১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার, অতি প্রত্যুষে নাইলষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ পঁহুছে। সমুদায় রজনী অনিদ্রার পর দেশীয় প্রণালীতে অতি কষ্টে প্রাতঃক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, বিদেশীয় রীতিতে এক সিলিং দিয়া ইনি এক পেয়ালা চা পান করেন। নাইলের উপরকার সেতু পার হইয়া অতি সুন্দর বনলতাপরিশোভিত স্থানে আসিয়া সকলে পঁহুছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কেবল মরুভূমি দেখিবার পর এক্ষণে উহা নয়নের নিতান্ত পরিতৃপ্তিকর হইল। ৯টার সময়ে ইঁহারা আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে গাড়ী করিয়া পিও কোম্পানীর 'হোটেল ডি ইউরোপে' সকলে গমন করিলেন। এখানকার সজ্জা এমন যে, তাহাতে ইঁহাদিগের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ১২টার সময়ে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া মিসরের নগরী দেখিবার জন্য কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ বাহির হইলেন। যিনি ইঁহাদিগকে সমুদায় দেখাইলেন, তাঁহাকে এক টাকা দিতে হইল। প্রথমতঃ ৮০ফীট উচ্চ 'ক্লিও পাট্রার নীডল' ইঁহারা দেখিলেন। ইহার আগাগোড়া 'হায়োরোগ্লাফিকে' লেখা। কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই। তদনন্তর ১৪০ ফীঠ উচ্চ নিম্ন দেশে ক্ষুদ্র রন্ধ্রযুক্ত 'পম্পির পিলার' এবং অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদায় দর্শন করিলেন। এ সমুদায়ের প্রাচীরের উপরে যে সকল চিত্র ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং পাশ দিয়া কতকগুলি ফুকর আছে, শুনিতে পাওয়া যায়, এ সকলের মধ্যে মৃত দেহ সুরক্ষিত আছে। এ সকল দেখিয়া মিসররাজের প্রাসাদ ইঁহারা দেখিতে গেলেন। মিসররাজের উদ্যান কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত নহে। এখানে যে বাদ্য বাজিতেছে, তাহা প্রাচ্যপ্রতীচ্যমিশ্র। উদ্যানে সজ্জা ফরাসী এবং কতকগুলি আফ্রিকাদেশীয় সিংহ আছে।

পিও কোম্পানীর হোটেলে ব্যয় অনেক। ৬ জনকে ৩৬৲ টাকা দিতে হইত, অথচ কেশবচন্দ্রের আহারের কিছুই সুবিধা হয় নাই। শাকশব্জী ইনি চাহিতেন; কি ইনি চাহিতেছেন, খানসামা না বুঝিয়াই আচ্ছা বলিত,

কিন্তু খাইবার সময়ে তাহার কিছুই ইনি পাইতেন না। যত শীঘ্র এ স্থান ছাড়িয়া মার্সেলিসে যাইবার জাহাজে উঠিতে পারেন, তজ্জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১২ই মার্চ্চ, শনিবার, প্রাতরাশ গ্রহণের পর ইঁহারা কিছু জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে বাহিরে গেলেন, আসিয়াই শুনিতে পাইলেন, বম্বের মেল আসিয়া পঁহুছিয়াছে, অপরাহ্ণে 'বাঙ্গালোর' ষ্টীমারে তাঁহাদিগকে আরোহণ করিতে হইবে, কেন না (১৩ই) প্রাতঃকালেই মেল লইয়া ষ্টীমার ছাড়িবে। সমুদায় জিনিষ পত্র বান্ধিয়া, পিও কোম্পানীর গাড়ীতে চড়িয়া জেঠীতে গিয়া, একখানি তুর্কি কাপ্তানচালিত ক্ষুদ্র ষ্টীম বোটে চড়িয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। চারি জনের থাকিবার একটি ক্যাবিন পাইলেন। জাহাজে উঠিয়াই আর এক কষ্টের কারণ উপস্থিত হইল। পর দিন (১৩ই) শুনিতে পাইলেন, বম্বে মেল অপরাহ্ণ পাঁচ টার সময় আসিবে না, গত কল্য মুসলমানদের ইদ উৎসব থাকাতে রাত্রিতে ডাকের গাড়ী ছাড়ে নাই। এই পর্য্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইল, তাহা নহে। ইঁহারা শুনিতে পাইলেন, আগামী কল্য (১৪ই) প্রাতঃকাল না হইলে ষ্টীমার ছাড়িবে না, কেন না রাস্তায় বালির ঝড়ে মেল বালিতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে; বালির ভিতর হইতে খুঁড়িয়া বাহির না করিলে আর মেল আসিবে না। আরোহিগণ আর একখানি গাড়ীতে দুপ্রহরের সময়ে আসিয়া পঁহুছিলেন। যাহা হউক, সমুদ্র হইতে আলেকজেণ্ড্রিয়ার শোভা, তুর্কীপতাকাশোভিত সমুদ্রযানমালা, ইদোৎসবের জন্য পুনঃ পুনঃ তোপধ্বনি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

১৪ই মার্চ্চ, সোমবার, প্রাতঃকালে বোঝাই মাল ধুমধাম করিয়া ফেলাইবার শব্দে কেশবচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ডেকের উপরে গিয়া দেখিলেন, মেল আসিয়া পঁহুছিয়াছে। বাতাস বিলক্ষণ ঠাণ্ডা, কিন্তু বেশ সুখকর। প্রাতঃকালে দু খানি জাহাজ চক্ষুর্গোচর হইল, একত্র আসিতে আসিতে দুই দিকে সরিয়া পড়িল। এক খানির নাম 'মেসিলিয়া', এখানি সাউথামটনে, আর এক খানির নাম 'হঙ্গেরিয়া', এখানি ট্রাইয়েষ্টে যাইবে। কেশবচন্দ্র আজ এক মাস হইল বাড়ী ছাড়িয়াছেন, এখনও ইংলণ্ডে পঁহুছিলেন না। ইঁহারা ভূমধ্যসাগরে পড়িলেন, আসিয়া ও আফ্রিকা পশ্চাতে ফেলিয়া ইউরোপ

অভিমুখে চলিলেন। সমুদ্র অতি ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশে ঘোরাল মেঘ উঠিয়াছে, জাহাজ গড়াইতেছে, উপর হইতে নীচে পড়িতেছে। এক জন এক জন করিয়া আরোহী শয্যা আশ্রয় করিতে লাগিলেন। চারি জন শয্যাশায়ী হইলেন, অবশিষ্ট দু জন অসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপে ঠিক থাকিয়া সায়ঙ্কালে ডেকের উপরে গিয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া কেশবচন্দ্র কি দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া চারিদিক্ হইতে জাহাজকে আক্রমণ করিতেছে, এক বার সম্মুখের দিকে, এক বার পশ্চাতের দিকে এক বার এ পাশে, এক বার ও পাশে উঠাইতেছে, ফেলিতেছে, যেন উহাকে একটা খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। এক এক বার জাহাজখানি এমনি নীচুতে গিয়া পড়িতেছে যে, মনে হয়, যেন উহা ঘোর তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ডুবিতে যাইতেছে। সমুদ্র ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে, ক্রমান্বয়ে উহার গর্জ্জন বাড়িয়া চলিয়াছে। ডেকে পাঁচ মিনিট দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, সমুদ্রের জল আসিয়া পৃষ্ঠ সিক্ত করে। ডেকের উপরে ক্ষণে ক্ষণে জল আসিয়া পড়িতেছে, স্রোতের আকারে অন্য দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। সমুদ্রের অবস্থা দেখিবার জন্য হাত দিয়া ধরিয়া ধরিয়া কেশবচন্দ্র জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, সেখানে গিয়া ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাঁহার দৈনিক বিবরণের অনুবাদ হইতে সকলে উহা বুঝিতে পারিবেন। "সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর—যিনি তাঁহার হাতের তলায় সমুদ্রের জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপ দর্শন কর। এখানে তাঁহার ভীষণ শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। এ শক্তির উচ্চতা গভীরতা, এ শক্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে পারে? তিনি মহান্, তাঁহার মহত্ত্ব ভীতি উৎপাদন করে। কীটসদৃশ ক্ষুদ্র মনুষ্য কি কখন অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে? আমার চিন্তার গতি হঠাৎ ফিরিয়া গেল। ঐ দেখ, আকাশব্যাপী ঘন মেঘের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের অধিপতি চন্দ্র মধুর কিরণরাজি প্রকাশ করিল। এ দিকে আকাশ ও সমুদ্রের বিপরীতাবস্থা, তাহার সহিত ইহার ঈষদ্ধাস্য মিশিয়া দ্বিগুণ মনোহর হইল, আমাদের সকলের উপরে উহার প্রশান্ত কিরণরাজি নিপতিত হইল, এবং যেন কুহকযোগে জলের নিম্নভাগে এক খানি তরঙ্গায়িত

রৌপ্যময় চাদর বিস্তৃত হইল। চারি দিকে অন্ধকারের রাজ্য—বিসদৃশ দৃশ্য, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের রাজ্য প্রকাশ পাইল। মহান্ সমুদায় জগতের নিয়ন্তার ভীষণ মহত্ত্ব ও প্রবল প্রতাপের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে করুণাময় পিতার প্রেমপূর্ণ স্নেহ দেখাইতে লাগিল। যে সময়ে নিম্নে সকলই ভীষণ ও আনন্দের চিহ্নবর্জ্জিত, সেই সময়ে ঊর্দ্ধে স্নেহময় পিতার অনপেক্ষিত করুণার প্রকাশ কেমন সাদর সম্ভাষণের বিষয় হইল। জীবনেও সর্ব্বদা এইরূপ ঘটে। যখন আমাদিগের চারিদিকে বিবিধ প্রকারের দুর্ভাগ্য ভ্রূকুটি করিতে থাকে এবং আমরা আমাদিগকে অসহায় পরিত্যক্ত অনুভব করিতে থাকি, ঈশ্বর তাঁহার করুণায় হঠাৎ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশ পান, আমাদের অবিশ্বাসী হৃদয়কে ভৎর্সনা করেন এবং আমাদিগকে এই সান্ত্বনা দান করেন, 'সন্তান, আমি তোমার সঙ্গে আছি'।"

১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, সমুদ্রের অশান্ত অবস্থা তেমনই আছে। সামুদ্রিক পীড়ায় কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে; কেশবচন্দ্র সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি তথাপি ডেকের উপরে প্রাতঃকালে পদচালন পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল এক জন বন্ধু ঠিক আছেন। এখন অসুখের কথা বিনা আর কোন কথা নাই। ১৬ই মার্চ্চ, বুধবার, সমুদ্র প্রশান্ত হইল; যাঁহারা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তাঁহাদের ব্যতীত আর সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইল, ডেক আরোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। দুই দিনের পর অপরাহ্ণে সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হইল। সম্মুখে ইউরোপ প্রকাশ পাইল। ইটালি দৃষ্টিপথে পড়িল। স্পার্টিবেন্টো অন্তরীপ পাদুকার সূঁচাল ভাগের ন্যায় সমুদ্রের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সমুদ্রের ধারে একটি শিলোচ্চয়োপরি একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসিগণের আশ্রম দেখা দিল। এটি দেখিতে অতি সুন্দর। এই শিলোচ্চয়ের হরিদ্বর্ণ গড়ান প্রদেশ পাদমূল হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কতক দূর যাইতে যাইতে অতি সুন্দর রেগিও নগর দৃষ্টিপথে আসিল। ইহার অপর দিকে সিসিলস্থ মেসিনানগর আরও সুন্দর। জাহাজ এই মেসিনার সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে প্রবেশ করিল। সুন্দর গৃহ, গির্জ্জার চূড়া, সমুদ্রকূলস্থ রেল—সকলগুলিই অতি সুন্দর সাজান—এক খানি অতি নিপুণ চিত্রকরের বিচিত্র ছবির ন্যায় দেখা যাইতে

লাগিল। টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে জাহাজ আসিবামাত্র জাহাজ পঁহুছার সংবাদ মার্সেলিসে পাঠান হইল, ইহার চিহ্ন ষ্টেশন হইতে হইল। জাহাজ যত অগ্রসর হইতে লাগিল, সমুদ্রপ্রণালী ক্রমে সরু হইয়া আসিল। দু দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর পল্লী ইটালীর সমুদ্রকূলে দেখা দিল, সমুদ্রের ধারে শিলোচ্চয়ের মাঝ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া রেলওয়ে গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত তার রহিয়াছে। এই নগর ও পল্লীগুলির শেষভাগে সিলা এবং তাহার অপর দিকে চারিবডিস্, উভয়ের মধ্য দিয়া প্রবল স্রোত বহিতেছে। ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে ঘূর্ণা জল উৎপন্ন হয়। নাবিকদিগের পক্ষে এই স্থানটি সঙ্কটজনক বলিয়া, সিলা এবং চারিবডিস্‌কে জীবনপথে সঙ্কীর্ণ বিপৎকর স্থলের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে স্ট্রোম্বোলি বৃহত্তম, এটি আগ্নেয়গিরিপূর্ণ, উহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। এই দ্বীপ এবং পানারিয়ার মধ্য দিয়া জাহাজ চলিল। বোনিফেসিও সঙ্কীর্ণজলবর্ত্মে সমুদ্র অতি ভীষণ তরঙ্গায়িত, এজন্য তাহার মধ্য দিয়া না গিয়া, এল্‌বা দ্বীপ দক্ষিণে রাখিয়া, কর্সিকা দ্বীপ ঘুরিয়া জাহাজ চালিত হইল। ১৯শে মার্চ্চ, শনিবার, নগর, পল্লী, হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, প্রাচীন দুর্গ, সৈন্যনিবাস, আলোকগৃহ, এবং শিলোচ্চয়ে পূর্ণ ফ্রান্সের সঙ্কীর্ণ সমুদ্রকূল দেখা দিল। টাউলন নগর ও রাওণ দ্বীপ দেখা যাইতে লাগিল। দূর হইতে মিট মিট করিয়া আলোকরেখা আসিতেছে, ঐটি মার্সেলিস। জাহাজ হইতে হাউই ছোড়া হইল, মার্সেলিস হইতে আর একটি হাউই ঊর্দ্ধে উঠিয়া উহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ হইল। অল্পে অল্পে মার্সেলিসে জাহাজভিড়িবার স্থানে জাহাজ গিয়া পঁহুছিল। তখনই ডাকের গাড়ী ছাড়িবে, তাড়াতাড়ি ইঁহারা সকলে কষ্টম আফিসে গমন করিলেন ; কিন্তু তত্রত্য আফিসরদিগের মালমাত্রার তালাসী লইতে সময় বহিয়া গেল, সুতরাং ইঁহাদিগকে হোটেল ডু লোব্রেতে রজনী ও প্রাতঃকাল যাপন করিতে হইল। নগরটি অতি মনোহর, বিপণিগুলি ঝকমক করিতেছে। কেশবচন্দ্র এই প্রথম ইউরোপীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই প্রথম ইউরোপীয় নগরের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি। আমি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারি না, প্রতিবস্তুই অতুল্য, অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ বিলাতী। হোটেলটি খুব বড়, ছয় তালা। ঘর সকল

সুন্দররূপে সাজান, অনেকগুলি কুঠুরী, অনেকগুলি ভৃত্য। এখানে আমাদের চাল চলন রাজারাজড়ার মতন।"

২০শে মার্চ্চ, রবিবার, প্রাতরাশের পর হোটেলের গাড়ী ইঁহাদিগকে ষ্টেশনে লইয়া গেল। দশটা পঞ্চাশমিনিটে গাড়ী ছাড়িল, সায়ঙ্কালে লিয়ন ষ্টেশনে আহার হইল। রাস্তার দুধারে সুন্দর মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলে চলিলেন। মার্সেলিস্ হইতে পারিস পর্য্যন্ত দক্ষিণফ্রান্স যথার্থই অতি সুন্দর প্রদেশ। আবিগনন, অরেঞ্জ, মন্টেলিমার, লিবারণ চালোন্স এবং দিজোন প্রভৃতি নগর ও পল্লীগুলি প্রায়ই গ্যাসের আলোকে আলোকিত। প্রাতঃকালে (২১শে) পাঁচটার সময়ে প্যারিসে ইঁহারা পঁহুছিলেন। একখানি গাড়ী করিয়া 'নর্ড' বা উত্তর রেলওয়ে ষ্টেশনে ইঁহারা গমন করিলেন; দুঘণ্টা বিশ্রামের সময়ে প্রকাশ্য স্নানাগারে স্নান করিয়া লইলেন এবং আমিয়েন্সে রুটী আলু চা প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন। বৌলোন ছাড়িয়া অপরাহ্ণ একটার সময় ইঁহারা কালাইস পঁহুছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইংলিসচ্যানেল অতি শান্ত, ফরাশি কাপ্তেন কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি ছোট পারাবারের ষ্টীমারে দুঘণ্টায় সকলে পার হইলেন। আজকার দিন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন; এ জন্য দূর হইতে ইংলণ্ড কি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রাচীন দুর্গ সহকারে ডোবার ইঁহাদিগের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এক মুহূর্ত্তমধ্যে জেঠীতে গিয়া সকলে অবতরণ করিলেন, সেখান হইতে রেলে চড়িয়া দুঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনস্থ চারিংক্রস ষ্টেশনে গিয়া (২১শে মার্চ্চ, অপরাহ্ণে) উপনীত হইলেন। এ স্থলে কেশবচন্দ্র তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "স্বাগত, লণ্ডন! পরমপ্রভু গৌরবান্বিত হউন! আমরা একেবারে গিয়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। রেলওয়ের প্ল্যাটফরমে দুজন বাঙ্গালী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম—'বি' এবং 'আর' *। 'বির' সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া আলবার্ট ষ্ট্রীটে 'কে'—র † বাসায় গেলাম। আমার বন্ধুর টেবিলের উপরে বাড়ী হইতে আগত অনেক-

* শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত।

† শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। ইঁহারা তিন জন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে সময়ে লণ্ডনে ছিলেন।

গুলি পত্র দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম! বাড়ী হইতে মধুর সংবাদ আসাতে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছার আহ্লাদটা দশ গুণ বাড়িয়া গেল। যে বাড়ীতে আমাদের বন্ধু আছেন, সেই বাড়ীর দ্বিতলে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক কুঠরী ভাড়া করিলাম।"

লণ্ডন পরিদর্শন ও নানাজনের সহিত সাক্ষাৎ

২২শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর গাড়ী করিয়া সেণ্টজনবর্থস্থ মিস্ কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেশবচন্দ্র গমন করিলেন। মিস্ কলেটের সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। কেশবচন্দ্র মিস্ কলেট সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইঁহার মন সমধিক পরিমাণে ইতিহাস বা বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপযোগী আদর্শে গড়া, ইনি কেবলই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিবিধ সংবাদ জানিতেছেন।" এখান হইতে অনেক দূরে ব্রম্পটনে মিস্ কব থাকেন, কেশবচন্দ্র সেখানে চলিলেন। মিস্ কব গৃহে ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। কুইন্সগেটে গিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লর্ড লরেন্স এবং লেডী লরেন্স অতি সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপ করিবার পর, মিস্ কবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনরায় ব্রম্পটনে ফিরিয়া আসিলেন। মিস্ কব সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি যেমন আশা করিয়াছিলাম, ইনি তেমনই, অতি উৎসাহী এবং সতেজস্ক।" লর্ড লরেন্সের নিমন্ত্রণানুসারে পর দিন (২৩শে মার্চ্চ) ১১টা ১২টার সময়ে তাঁহার গৃহে গমন করেন। সেখানে কতকক্ষণ থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে 'ইণ্ডিয়া আফিসে' যান, কিন্তু সেখানে গিয়া ডিউক অব আরগাইল বা সার রবার্ট মোণ্টগোমেরী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

২৪শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্ব নিমন্ত্রণানুসারে কেশবচন্দ্র মিস্ কবের গৃহে গমন করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উৎসাহশীল ভদ্রলোক ও ভদ্র-নারী সহকারে সাক্ষাৎ হয়। সকলের অগ্রগণ্য মিস্ এলাইজেবেথ সার্প। ইনিই লিখিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব সমুদ্রকূল হইতে আমার নিকটে পরিত্রাণ আসিল।" (১) মেস্তর গ্রাণ্ট ডফ্, মিস্ত্রেস্ ম্যানিং, মিস্ ম্যানিং, মিস্ ইলিয়ট্ এবং

(১) "ভক্তিপ্রচার" অধ্যায়ের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় ১৩শ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মেস্তর স্পিয়ার্সের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। সকলে চলিয়া গেলে, মেস্তর স্পিয়ার্স এবং মিস্ কব কেশবচন্দ্রের স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সভা করিবার এবং তাঁহাকে একটি ভাল জায়গায় বাসা স্থির করিয়া দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ করেন। পর দিন (২৫শে মার্চ্চ) মেলের দিন, এই দিন কেশবচন্দ্র বাড়ীতে পত্র লেখেন। এখানে আসিয়াই তিনি প্রথমে কিরূপ দেখিলেন, তদ্বিবরণ এই পত্রে লিখিত হয়।

২৬শে মার্চ্চ, শনিবার, নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান রেজেণ্টস্কোয়ারে একটী বাসা স্থির করিবার নিমিত্ত বাহির হন। কিছু কাল অন্বেষণ করিয়া "মিস্ত্রেস্ সাম্পসনের প্রাইবেট হোটেল" নামে প্রসিদ্ধ নরফোক ষ্ট্রীট্ ষ্ট্রাণ্ডে একটি বাসগৃহ পাইলেন। সেখান হইতে হানোবার স্কোয়ার রূমে 'ফিমেল সফ্রেজ সোসাইটীতে' ইনি গমন করেন। সেখানে গিয়া মেস্তর মিল, মেস্তর জাকব ব্রাইট, লর্ড অম্বারলে, মিস্ত্রেস্ টেলর (ইনিই সভাপতি), মিস্ত্রেস্ ফসেট, মিস্ টেলর এবং অন্যান্য অনেক ভদ্র মহিলা ও ভদ্র লোকের বক্তৃতা শুনেন। কেশবচন্দ্র এ স্থলে দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনা না বলিয়া, বক্তৃতা দেখিলাম, বলা উচিত ছিল ; কেন না আমরা এত দূরে বসিয়াছিলাম যে, আমরা বক্তৃতা প্রায় শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক, এতগুলি নারী বক্তা আছেন, দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল। ইঁহাদের অনেকে বেশ বলেন, যেমন অবাধে বলেন, তেমনি অলঙ্কারও বক্তৃতাতে আছে। ইঁহারা পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য উৎসাহের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। স্বাধীনতাপ্রধান এদেশে এ যত্ন সফল হইতে পারে, কিন্তু সময় লাগিবে।" কেশবচন্দ্র আজ প্রথম তুষারবর্ষণ দেখিলেন। এক মুহূর্ত্তে সমুদায় তুষারাবৃত হইয়া সাদা হইয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া ইঁহার এত কৌতূহল হইল যে, এক বার বারাণ্ডায় না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। বারাণ্ডায় গিয়া তাঁহার গাত্রাবরণে কথঞ্চিৎ তুষারলগ্ন হইল। ২৭শে মার্চ্চ, রবিবার, বন্ধুবর্গ লইয়া বাঙ্গলায় উপাসনা হইল।

২৮শে মার্চ্চ, সোমবার, প্রাতঃকালে দেশ হইতে চিঠি পত্র পঁহুছিল। সার হারি বারণে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বড়ই প্রশংসা করিলেন। কিছু কাল আলাপের পর, সম্প্রতি ইংলণ্ডে অবস্থিত হলাণ্ডের মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ

করাইবার আয়োজন তিনি করিবেন বলিলেন। অপরাহ্ণে টেমস্ নদীর ধারে ষ্ট্রাণ্ডের নূতন বাসায় ইঁহারা সকলে আসিলেন। লেডি বারণে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন কথা ছিল, তিনি ইঁহাদিগের বাসা ঠিক করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এ কথা শুনিবামাত্র কেশবচন্দ্র সার হ্যারির গৃহে গিয়া, সেখান হইতে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাণী অতি বুদ্ধিমতী; ভারতবর্ষ এবং ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে অনেক কথা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পথে ফিরিবার সময়ে লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বাসা পরিবর্ত্তনের বিষয় তাঁহাকে অবগত করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিস্ট্রেস্ ক্রসের নিজ বাড়ীতে বন্ধুসম্মিলনে গমন করিয়া, সেখানে অনেকের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। রেবারেণ্ড মেস্তর কনওয়ের সঙ্গে এই স্থলে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে বলেন, তিনি যে দুইটি 'চ্যাপেলে' কার্য্য করেন, উহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

২৯শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর লর্ড লরেন্সের সহিত বাহির হন। লর্ড লরেন্স গোঁড়া খ্রীষ্টান হইলেও, কেশবচন্দ্রের কার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি। তিনি ইঁহাকে প্রথমতঃ ইণ্ডিয়া আফিসে লইয়া যান, সেখানে গিয়া সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি, সার ফ্রেডারিক করি, সার ফ্রেডারিক হালিডে, মেস্তর মাঙ্গলেস্ সহ আলাপ পরিচয় হয়। সেখানে মেস্তর গ্রাণ্ট ডফকে দেখিতে পান এবং মেস্তর সমনার মেন সহ হঠাৎ দেখা হয়। বঙ্গদেশের জমীদারগণের উপরে শিক্ষাকর বসাইবার সে সময়ে যে প্রস্তাব আছে, তদ্বিষয় লইয়া ক্ষণকাল কিছু বিতর্ক চলে। তদনন্তর লরেন্স সহ 'এলফিনষ্টন ক্লাব' গৃহে যান, সেখান হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে গিয়া প্রধান প্রধান লোকের সমাধি ও স্মৃতিচিহ্ন দেখেন। পালিয়ামেণ্ট গৃহ এখান হইতে নিকটে, উহা দেখিতে গেলেন। এ সময়ে সভার কোন অধিবেশন ছিল না, উহার একটি ঘরে ইনি দেখিতে পাইলেন, লর্ড চ্যান্সেলারের সম্মুখে সার রাউণ্ডেল পামার একটি আপীলের মোকদ্দমা চালাইতেছেন। লর্ড ও কমনস্ উভয়ের অধিবেশন-স্থান, গ্রন্থাগার, শ্রীমতী মহারাণীর পরিচ্ছদপরিবর্ত্তনগৃহ, সিংহাসন, উহার উভয় পার্শ্বে ওয়েল্‌সের রাজপুত্র রাজপুত্রীর বসিবার আসন, এ সমুদায় দেখিলেন। সায়ঙ্কালে মিস্ট্রেস্ ম্যানিঙের নিজ বাড়ীতে বন্ধুসম্মিলনে গেলেন।

সেখানে গিয়া 'এক্‌সি হোমোর' গ্রন্থকর্ত্তা মেস্তর সীলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া কেশবচন্দ্র অতীব আহ্লাদিত হন।

৩০শে মার্চ্চ, বুধবার, মিস্ সুসানা উইঙ্কওয়ার্থের ভগিনী মিস্ কাথেরাইন উইঙ্কওয়ার্থের সহিত অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি অতীব বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী, ভারতবর্ষের অনেকগুলি বিষয়ে প্রধানতঃ ইনি আলাপ করেন। ইনি সম্ভবতঃ "লায়রা জার্ম্মাণিকার" গ্রন্থকর্ত্রী। আজ লেডি লায়েলের নিজ গৃহে বন্ধুসম্মিলন। ইঁহার স্বামী সার চার্লস লায়েল একালের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। দিন দিন নিমন্ত্রণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, প্রধানতঃ মহিলাগণই নিমন্ত্রয়িত্রী। ৩১শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, লর্ড ও লেডি লরেন্সের সহিত গিয়া রাত্রিতে ভোজন করেন। প্রসিদ্ধ স্কচ ধর্ম্মোপদেষ্টা ডাক্তার গথরি, সার চারল্‌স ট্রিবেলিয়ান, ডিউক অব আরগাইলের পুত্র, ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আহারান্তে আরও অনেকগুলি ভদ্র মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত হন। মেস্তর মেন, সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি, মেস্তর সিটনকার এবং অন্যান্য ভারত হইতে প্রত্যাগত সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মেস্তর সিটনকার—যেমন তাঁহার পূর্ব্বাপর রীতি আছে—বাঙ্গালা ভাষায় কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিলেন।

১লা এপ্রেল, শুক্রবার, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডীন (প্রধান ধর্ম্মযাজক) ইঁহাকে জল খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার পত্নী লেডি অগষ্টা ষ্টানলি, প্রিন্স ক্রিষ্টিয়ানা এবং প্রোফেসর মোক্ষমূলর সহ সেখানে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। এখানে বিশিষ্ট প্রকারের আহার হয় এবং সর্ব্বপ্রথম ভোজনসামগ্রী পায়স ছিল। মোক্ষমূলর ভারতের বিবিধ বিষয়ে—বিশেষতঃ বেদের বিষয়ে কথা পাড়েন। এ সকল লইয়া আলাপ ও বিচারে ডীন বিলক্ষণ হৃদয়ের সহিত যোগদান করেন। পর দিন (২রা এপ্রেল) সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পুত্র দেখা করিতে আসেন। এ দিন ভারতবর্ষের ডাক আসিবার কথা, সুতরাং কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ী আলবার্ট ষ্ট্রীটে যান, কিন্তু পত্র না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ৩রা এপ্রেল, রবিবার, পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে লর্ড লরেন্সের সঙ্গে সেণ্টজেমস্ চার্চ্চে গমন করেন। "প্রার্থনা কর, তোমাকে প্রদত্ত হইবে," এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া মেস্তর লিডন উপদেশ দেন। উপদেশটি দার্শনিক ভাবে এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। উহা নিতান্ত ক্লান্তিকর হইলেও, সমবেত

উপাসকমণ্ডলী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্থিরভাবে শুনিলেন, ইহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

৪ঠা এপ্রেল, সোমবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চের মিসনারি মেস্তর ডবলিউ জি ইলিয়ট কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ইঁহাকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। রেবারেণ্ড মেস্তর স্পিয়ার্স সঙ্গে করিয়া ইঁহাদিগকে ব্রিটিষ মিউজিয়মে লইয়া যান। সেখানে প্রথমতঃ মধ্যস্থলে স্থিত গ্রন্থাগার দেখেন। তৎপর বিবিধ প্রাণী, ধাতু ও সংগৃহীত ভূগর্ভনিহিত পদার্থসমূহ শীঘ্র শীঘ্র দেখিয়া লন। সে বাড়ীর সম্মুখভাগ অনেকটা এখানকার সংস্কৃতকালেজের মত। বাসায় ফিরিবার সময়ে ফটোগ্রাফের দোকানে গিয়া বন্ধুগণের মিলিত একটি ফটো তুলিয়া লওয়া হয়। সায়ংকালে রেবারেণ্ড মেস্তর মার্টিনোর গৃহে 'টীপার্টী'তে' গমন করেন। এখানে তাঁহার পরিবার-বর্গ ও তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রের সহিত পরিচয় হয়। পর দিন (৫ই এপ্রেল) প্রাতরাশের পর মেস্তর স্পিয়ার্স এবং মেস্তর টেলরের সঙ্গে ক্রিষ্টালপালেসে ইঁহারা গমন করেন। ক্রিষ্টালপালেসে ইঁহারা যে সমুদায় অদ্ভুত সংগ্রহ দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। চিত্রিত এবং খোদিত প্রতিমূর্ত্তি, বিবিধ কুঞ্জ, বহুল মনোহর সুগন্ধ পুষ্প, অগণ্য বিপণি, বিবিধ চিত্রপট, মিসর, ভারত ও গ্রীসের অনুকৃতি, কোথাও শীতপ্রধান, কোথাও কদলীবৃক্ষশোভিত গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, কোথাও বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ ও তৎসম্মুখে আট সহস্র ব্যক্তির বসিবার অবকাশ, ইত্যাদি বিবিধ দৃশ্য ক্রিষ্টালপালেসটিকে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। কবি সেক্স্পিয়ারের প্রতি বিশেষসম্ভ্রমবশতঃ, তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, তদনুকরণে একটি গৃহ এক স্থানে আছে। এখানে একখানি ওজন হইবার আসন আছে, কেশবচন্দ্র সেখানে ওজন হইয়া একশত সাড়ে বাষট্টি পাউণ্ড হইলেন। হাতে ছাপা এক মুদ্রাযন্ত্র আছে, উহাতে এক-মিনিটে এক শতখানি কার্ড মুদ্রিত হয়। এখানে কেশবচন্দ্র কতকগুলি কার্ড মুদ্রিত করিয়া লন, এবং কতকগুলি খেলানা ও মনোহারী সামগ্রী ক্রয় করেন। এই পালেসের সঙ্গে অতি উচ্চ একটি 'টাওয়ার' আছে, ইহার উপরে উঠিয়া চারিদিকের নগর পল্লী ইঁহারা দেখিলেন। পাঁচ ঘণ্টা বেড়াইয়া সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অথচ অৰ্দ্ধেকও দেখা হইল না। আসবার বেলা

মেস্তর স্পিয়ারের গৃহে গমন করিয়া চা পান করিলেন, এবং অতি আমোদে সায়ঙ্কাল যাপিত হইল। সেখানে কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তাঁহারাও গান করিলেন, ইঁহারাও দুইটি বাঙ্গলা গান—"অধম তনয়ে নাথ" "গায় তোমারে সর্ব্বলোক"—গাইলেন।

৬ই এপ্রেল, বুধবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নৌক্রীড়া (Boat Race) দেখিতে যান। দর্শকবৃন্দ অল্প নীল ও ঘোর নীল ফিতা বান্ধিয়া গিয়াছেন। এই দুই প্রকারের ফিতা দেখাইয়া দেয়, কাহাদের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত, কাহাদের বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহানুভূতি আছে। টেমস্ নদীর দুই ধারে লোক সারি গাঁথিয়া দণ্ডায়মান। মেস্তর কীটিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা গেলেন, এবং ক্ষুদ্র একখানি ষ্টীমবোটের ডেকে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্যাম্ব্রিজের জয় হইল এবং চারি দিকে উচ্চ ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ হইতে লাগিল। লোকের ভিড় ঠেলিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হইল, এমন কি এক জন মহিলা যন্ত্রণায় ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পর দিন (৭ই এপ্রেল) সার হ্যারি এবং লেডী বারণে অপরাহ্ণে আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মেস্তর কনওয়ের নিজ গৃহে বন্ধুসম্মিলন হইল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপট এবং থিয়োডর পার্কারের অধ্যয়নগৃহের ফটো দেখাইলেন। এই স্থানে বসিয়া পার্কার যত কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৮ই এপ্রেল, শুক্রবার, হাউস অব কমন্সে গমন করিয়া, দর্শকদিগের গ্যালারিতে গিয়া কেশবচন্দ্র উপবেশন করেন। সার হ্যারি বারণে অগ্রে অনুমতি লইয়াছিলেন। 'আয়রিষ ল্যাণ্ড বিল' লইয়া বিচার উপস্থিত। মেস্বর গ্লাডষ্টোন, সার রাউণ্ডেল পামার, আয়ারল্যাণ্ডের সেক্রেটারী, মেস্তর ফর্টেস্ক, মেস্তর কাবনাঘ প্রভৃতি বক্তা। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দূর হইতে এই মহতী সভার নামের সঙ্গে যে প্রকার একটা সম্ভ্রম আমরা মনে মনে যোগ করিয়া থাকি, সভা দেখিলে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাতে কোন গাম্ভীর্য্য নাই। কোন কোন সভ্যের মাথায় টুপি আছে, কোন কোন সভ্যের মাথায় টুপি নাই; যখন কাজ হইতেছে, তখন হঠাৎ এক জন উঠিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ এক জন আসিতেছেন। সভ্যেরা সে সময়ে কাণাকাণি করিতেছেন, ফুসফাস করিতেছেন। অতি অল্প লোকেই বক্তৃতা করেন, সে

বক্তৃতাতে অল্প লোকেরই মনোযোগ আছে, মত দেওয়ার সময়ে কেবল মত দেন। আমার মনে হয়, ইঁহাদের উপরে কঠোর ভাবে বিচার না করাই ভাল। আইরিষ ল্যাণ্ড বিল মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বিষয় নয়। রাজমন্ত্রী, গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান লোক, প্রতিবাদকারিগণ, ইঁহাদিগের ব্যতীত আর সকলেরই বিষয়টি নিদ্রাকর্ষণকর। এখানে একটী অদ্ভুত কথার উল্লেখ প্রয়োজন—দর্শকদিগের গ্যালারিতে স্ত্রীলোকেরা একেবারে থাকিতে পারেন না। এই গ্যালারির বিপরীত দিকে একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে, কাঠের বেড়া দিয়া উহাকে সাধারণের দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ বেড়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুকর আছে; এটি পার্লিয়ামেণ্টের জানানা!! স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার দেশে এরূপ অর্থহীন স্বাধীনতাসঙ্কোচ কেন?" রবিবারের দিনে ডিউক অব আর্গাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত লর্ড লরেন্স আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। ৯ই এপ্রেল, শনিবার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্টেশন হইতে সাউথ কেনসিঙ্গটনে গিয়া মেস্তর গ্রাণ্ড ডফ সহ প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে হইল। কৃষ্ণনগরে মেস্তর গেডিস সাহেবের সহিত এক বার ইঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি সেক্রেটারি কুক সাহেব এক দিন অপরাহ্ণে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই দিনেই সার চার্লস ট্রেবিলিয়ান আসিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং ইংলণ্ডে এখনও ভূম্যধিকারিগণের প্রাচীন অত্যাচারের রীতি তিরোহিত হয় নাই, এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ কথাবার্ত্তা কহেন।

১০ই এপ্রেল, রবিবার, কেশবচন্দ্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপাসনা কার্য্যের পর উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় "আমরা তাঁহাতেই বাস করি, তাঁহাতেই বিচরণ করি, তাঁহাতেই জীবন ধারণ করি।" এই ইঁহার প্রথম কার্য্যারম্ভ *। এখানকার উপাসক পাঁচ শত সংখ্যক হইবে। অপরাহ্ণে লর্ড লরেন্সের সঙ্গে আর্গাইললজে ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে অতি আদরে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার পত্নীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী অসুস্থা ছিলেন, অল্প দিন হইল স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। ডিউকের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজঘটিত অনেক আলাপ হয়।

---

* এই উপদেশের সার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ইঁহার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইঁহাকে অতি উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ, এবং বিলক্ষণ বিবিধবিষয়জ্ঞ দেখায়।" ১১ই এপ্রেল, সোমবার, মেস্তর নোলেস আসিয়া ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং আগামী 'মেটাফিজিকাল সোসাইটীর' সমিতিতে যাইবার জন্য ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, এ সভাতে স্বাধীনতা সহকারে বন্ধুভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সকল বিচারিত হয়। এই দিনই জেনেরেল লো সাহেব আসিয়া ইঁহাকে জল খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই স্থলে এই অধ্যায় শেষ করিতেছি, পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে কেশবচন্দ্রের কার্য্য বর্ণন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

২৪

ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য্য *

মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবন্ত ঈশ্বর" বিষয়ে প্রথম উপদেশ

১০ই এপ্রেল (১৮৭০ খৃঃ), রবিবার, কেশবচন্দ্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবন্ত ঈশ্বর" বিষয়ে উপদেশ দেন, আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা উল্লেখ করিয়াছি। এই উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে :—যে মহান্ পবিত্র ঈশ্বরের আমরা পূজা বন্দনা করিয়া থাকি, তাঁহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত-আমাদিগের কি সম্বন্ধ, জানা প্রয়োজন। অনেক ব্রহ্মবাদী আছেন, যাঁহাদিগের ঈশ্বরসম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকট মনে করেন না, দূরস্থ মনে করেন। তাঁহারা যখন উপাসনা প্রার্থনাদি করেন, তখন তাঁহাদিগের সে সমুদায় শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। এমন কাহাকেও তাঁহারা নিকটে দেখিতে পান না, যিনি তাঁহাদিগের সেই সকলের উত্তর দান করেন। ঈশ্বর অনন্ত মহান্ ভূমা সমুদায় জগতের অধীশ্বর, এ কথা বলা এক, জীবন্ত ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করা এ আর এক। ঈশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়া কোথাও চলিয়া যান নাই ; তিনি আমাদিগেতে, আমাদের গৃহে পরিবারে, আমাদিগের সকলের বিবিধ কার্য্যে, এমন কি আমরা যেখানে যাই, সেখানেই বিদ্যমান আছেন। তিনি জড় ও অধ্যাত্ম জগৎকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারই করুণাঙ্গুলি ইতিহাসের ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে যেমন আমরা তাঁহার ক্রিয়া দেখিতে পাই, তেমনি আমাদিগের গৃহে গিয়া দেখি, আমাদিগের জীবনের প্রতিকার্য্যে আমরা একা নহি, আমাদিগের ঈশ্বর বিদ্যমান। তিনি আমাদিগের অধ্যাত্ম মঙ্গলসাধনের জন্য, জড় ও চৈতন্য উভয়কে পরিচালিত করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি ব্যক্তিকে শাসন করিতেছেন, তেমনি সকল জাতিকে শাসন-করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে তিনি বিদ্যমান নহেন। আজও আমরা তাঁহাকে "আমি আছি" এই

---

* কেশবচন্দ্রের "Lectures in England" (New Edn.) দ্রষ্টব্য।

অপরোক্ষ নামে সম্বোধন করিতে পারি। তিনি আমাদিগের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন, আমাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকেন, আমাদিগের বিপৎ পরীক্ষায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। যিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার ফলদান করিবেন, এমন একজন আমাদিগের নিত্য সুহৃদের প্রয়োজন। কেবল মন্দিরে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিলে চলিবে না, বাণিজ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, পুস্তকালয়ে, কার্য্যালয়ে, সর্ব্বস্থানে তাঁহার সঙ্গ অনুভব করিতে হইবে। এমন হওয়া চাই যে, তাঁহার সঙ্গ অনুভব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আনন্দ অনুভূত হইবে। আমরা পৌত্তলিক দেব দেবী ছাড়িয়াছি, ইহাতে আমাদিগের কি চরিতার্থতা হইল, যদি আমরা পরম সত্য ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব না করিলাম? আমাদিগের বাহিরের চক্ষু তাঁহাকে দেখে না, আমাদিগের বাহিরের কর্ণ তাঁহার কথা শুনে না, তবু তিনি সত্য। তিনি অদৃশ্য বলিয়া কি সত্য নহেন? সমুদায় জগৎ ও জীবের সত্যতা কোথা হইতে? তাঁহা হইতে। তিনি আকাশের ন্যায় শূন্য নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, তিনি জীবন্ত ব্যক্তি। সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদায় অপেক্ষা তিনি জীবন্ত। আমরা মনে করি, আমরা যাহা চক্ষে দেখি, তাহাই সত্য; ইন্দ্রিয়ের অতীতভূমিতে কিছু নাই, কেবল মনোভাব মাত্র। না, এরূপ কদাপি নহে। সমুদায় বিশ্ব তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ। যদি আমরা এই সত্তা তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। এই বিদ্যমানতা অনুভবে আমাদিগের শুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভব করিল না, যখন প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা কোথা হইতে বললাভ করিবে? যাঁহারা ঈশ্বরকে নিকটে দেখেন, তাঁহা হইতে তাঁহাদিগের হৃদয়ে বল প্রবেশ করিয়া সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সজ্জিত করে। প্রলোভন আসুক, দুঃখ দরিদ্রতা আসুক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে দেখিতে পাই, আমাদের কোন ভয় থাকে না, আমাদের হৃদয় অবসন্ন হয় না; যাই বলি, প্রভো, এই দুর্ব্বল সন্তানকে সাহায্য কর, অমনি আত্মা শান্ত হয়, উৎসাহ উদ্যম আসে, এবং আমরা ঈশ্বরের বলে প্রলোভন পরাজয় করি। ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভবে কেবল চরিত্রশুদ্ধি ও প্রলোভন পরাজয় হয়, তাহা

নহে, উহা হইতে আমাদিগের সুখ ও আনন্দ উপস্থিত হয়। যখন পৃথিবীর পিতা মাতা বন্ধু সুহৃদ সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, হৃদয় একান্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিবার জন্য না থাকে, তখন কাহার নিকট আমরা আমাদের হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিব? এ সময় ঈশ্বর আমাদিগের আশা, ঈশ্বর আমাদিগের সুখ ও আনন্দের উৎস; তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবা মাত্র, তিনি আমাদের চক্ষুর জল মুছাইয়া দেন, আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল দুঃখ যন্ত্রণার ভার নহে, প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহ কার্য্যভার বহন করিবার সময়েও তাঁহাতেই সুখ ও আনন্দ পাইয়া থাকি। এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন করা ভিন্ন সন্তানের আর কি কার্য্য আছে? তিনিই উপাসনার সময়ে আনন্দ বিতরণ করেন, তিনিই কার্য্যকালে দাসকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনপ্রদ, পবিত্রতাসাধক, সুখবর্দ্ধন ঈশ্বরের এই বিদ্যমানতা অনুভব বিনা এ পৃথিবীতে কিছুতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায় না। সকলে এই বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া বিশ্বাস, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল সঞ্চয় করুন। কখন যদি আমরা বিপথে গমন করি, এই বিদ্যমানতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া, আমাদিগকে ভীত করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত করুক। আমাদিগের মৃত্যুশয্যায় এই বিদ্যমানতা ভয় ও আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া, আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করুক। যিনি যেখানে যাউন, ঈশ্বরকে সঙ্গে করিয়া গমন করুন, ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বৃহত্তম বস্তুতে তাঁহাকে দেখুন, তাহা হইলে আর মন্দির ও বিশাল বিশ্ব এ দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না; যেখানে সেখানে ঈশ্বরের সন্তানগণ তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়ের কথা জ্ঞাপন করিবেন। কেশবচন্দ্র উপদেশ এই বলিয়া শেষ করিলেন, "আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাকে আপনাদিগের মধ্যে আনিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি তাঁহার গৃহে অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে একত্রিত করিলেন, এবং আমাদিগের হৃদয়কে একতানে তাঁহার গুণগানে নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও নিবেদন তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ করিলেন। আপনাদিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে

আমি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেছি। যদিও আমি বিদেশীয়, তথাপি আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি যে, আমাদিগের সকলের সাধারণ পিতার আরাধনা ও গৌরববর্দ্ধনের জন্য আমার দুর্ব্বল কণ্ঠ আপনাদিগের কণ্ঠের সঙ্গে মিশাইতে পারি। আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, যাঁহার বিদ্যমানতা এখানে ইংলণ্ডে অনুভব করিতেছি, সেই বিদ্যমানতা ভারতবর্ষেও অবস্থিত। আমি ইহা অনুভব করিতেছি যে, যদিও আমার ভারতবর্ষীয় ভ্রাতৃবর্গ শরীরসম্বন্ধে এখানকার বন্ধুগণ হইতে দূরে, তথাপি ভাবে আমরা সর্ব্বদা পরস্পরের নিকটে এবং যে পরাক্রান্ত ঈশ্বর আজ এই বৃহৎ মন্দিরে বিদ্যমান, তিনিই সকল জাতির পিতা। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা যত দিন জীবিত থাকিব, তাঁহারই স্তব স্তুতি প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিব। এ সংসারে যত পাপী আছে, তাঁহার সত্তা তাহাদিগের পক্ষে পরিত্রাণের শুভ সংবাদ হউক। ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয়, সেই পরিত্রাণের সুখ আপনাদিগের এবং পাপপ্রপীড়িত লোকদিগের নিকটে উপনীত করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একত্র কার্য্য করুন। ঈশ্বর আমাদিগের কথা শ্রবণ করুন, ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, তিনি আমাদিগকে শান্তি ও সাধুতা বিতরণ করুন।"

কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ জন্য সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের আগমন ও "হানোবার স্কোয়ার রুমে" অভ্যর্থনা

১২ই এপ্রেল (১৮৭০ খৃঃ), মঙ্গলবার, অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মেস্তর হড্‌সন প্র্যাট আত্মপরিচয়দানপূর্ব্বক বলেন, তিনি এখন পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অনপেক্ষিত ভাবে ইংলণ্ডের চিন্তাশীলতার নেতা মেস্তর জন ষ্টুয়ার্ট মিল কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শিক্ষাবিষয়ক কর, আয়ের উপর কর, বিচারপ্রণালী, ভারতস্থ ইংরেজগণের চরিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ইনি ইঁহাকে প্রশ্ন করেন। মিল সাহেবের গমনের পর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের ফরেণ ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মেস্তর ম্যাক্‌লিয়ড্ ওয়াইলি এবং ভূতপূর্ব্ব পাঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার রবার্ট মণ্টগোমেরী পুত্র সহ উপস্থিত হন। সার রবার্ট লর্ড লরেন্সের ধাতুর লোক। পূর্ব্ববাবস্থানুসারে কেশবচন্দ্র "ইউনিটেরিয়ান্

কমিটীতে” তাঁহাদিগের কার্য্যালয়ে গমন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া মেস্তর টেলর ‘হানোবার স্কোয়ার রূমে’ লইয়া যান। এখানে কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনার্থ এক বৃহৎ সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভাতে সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড হটন, দি ভেরী রেবারেণ্ড দি ডীন অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার, সার জেম্‌স লরেন্স এম্ পি, রেবারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক, রেবারেণ্ড ডাক্তার কাম্বেল, সার হ্যারি বার্ণি এম্ পি, আর্থার রসেল এম্ পি, রেবারেণ্ড জেম্‌স্ মার্টিনো, রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্‌স্, রেবারেণ্ড ডাক্তার মলেন্‌স্, রেবারেণ্ড ডাক্তার ব্রক, রেবারেণ্ড ডাক্তার ট্রেষ্ট্রেল্, রেবারেণ্ড ডাক্তার বেলি, রেবারেণ্ড ডাক্তার ওয়ার্ডল, রেবারেণ্ড ডাক্তার রবিন্স, রেবারেণ্ড ডাক্তার ডেবিস্, রেবারেণ্ড ম্যাথিউ উইল্‌ক্স্, রেবারেণ্ড এইচ মার্টেন (বাপটিষ্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারী), রেবারেণ্ড রবার্ট লিট্‌লার, রেবারেণ্ড আলেক্‌জেণ্ডার হান্নে, রেবারেণ্ড জে পিলান্স, রেবারেণ্ড সি জেইকাই, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কুম্ব্‌স্, লাইস্ ব্লাঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভাপতি সামুয়েল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া, কেশবচন্দ্রের পরিচয় দান করিলেন। সেক্রেটারী রেবারেণ্ড আর স্পিয়ার্স বলিলেন, প্রায় চল্লিশ জন লণ্ডনের প্রধান ধর্ম্মযাজক যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডিউক অব আর্গাইল, সার জে বাওরিং, সার চারল্‌স ট্রিবেলিয়ান, মেস্তর জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট মিল, মেস্তর গ্রাণ্ট ডফ, সার বার্টল ফ্রিয়ার, প্রোফেসর মোক্ষ মূলর, ইঁহারা সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন। যে সকল ধর্ম্মযাজক পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে:— ইস্‌লিংটিনের রেবারেণ্ড এইচ আলোম, রেবারেণ্ড এস এইচ বুথ, রেবারেণ্ড ডবলিউ রবার্টস্, ডাক্তার ফিশার, রেবারেণ্ড বল্‌ডুইন ব্রাউন, রেবারেণ্ড ডাক্তার রিগ, রেবারেণ্ড টি বিনি, দি ভেরি রেবারেণ্ড দি ডীন অব সেণ্টপল্‌স, রেবারেণ্ড এফ মরিস্। সেক্রেটারী স্পিয়ার্স সাহেব বলিলেন, সভায় দশ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত আছেন।

ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রধান ধর্ম্মযাজক ডীন ষ্টান্‌লি এই নির্দ্ধারণটি সভায় উপস্থিত করিলেন:—"প্রায় সমুদায় প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের সভ্যগণশোভিত এই সভা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়সম্ভূত অভ্যর্থনা অর্পণ করিতেছেন, এবং তিনি এবং তাঁহার সহযোগিগণ পৌত্তলিকতাবিলোপ, জাতিভেদনিবারণ, এবং সেই বৃহৎ সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে উচ্চতর নৈতিক ও জ্ঞানপ্রধান জীবনবিস্তারের জন্য যে মহৎ প্রশংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তৎসহকারে এই সভার যে সহানুভূতি আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিঃসংশয় করিতেছেন।" এই নির্দ্ধারণটি উপলক্ষ্য করিয়া মাননীয় ডীন যাহা বলেন, তাহা অতীব উদার। বিসপ কটন যখন কলিকাতায় আসেন, তখন ইনি তাঁহাকে এই বলিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি এ দেশে আসিয়া যতগুলি খ্রীষ্টমণ্ডলী আছে, তৎসহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের মর্ম্ম বুঝিয়া তিনি তৎপ্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, যাহাতে সকলে একত্র মিলিত হইতে পারেন, অদ্যকার ব্যাপার দ্বারা এইটি কেশবচন্দ্রের মনে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিতে যত্ন করেন। তিনি যে সকল উদারমত ব্যক্ত করেন, তাহার সার এইরূপে নিষ্কর্ষণ করা যাইতে পারে:—(১) এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলী-সমূহ মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে, তাহা যে পরিমাণে স্বীকার করেন, সেই পরিমাণে মহৎ। (২) যে কোন আকারে মানবীয় প্রকৃষ্ট ভাব যেখানে প্রকাশ পাউক না কেন, তন্মধ্যে খ্রীষ্টের অভিব্যক্তি দর্শন যথার্থ খ্রীষ্টীয় ভাব। (৩) খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই সাধারণ ভূমি, যদ্দ্বারা জ্ঞানী ও মূর্খ সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, সেই সাধারণ ভূমিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে একত্র মিলিত করা কর্ত্তব্য। (৪) খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশান্তরে প্রচারকালে সেণ্ট পল যে প্রকার লিকোনিয়ান জাতির নিকটে সহজ বিবেককে, আথেনিয়ানগণের নিকট অজ্ঞেয় ঈশ্বরের বেদীকে, সেণ্ট জন যেমন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার দার্শনিক শব্দবিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে একতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণকে তত্তজ্জাতির সহিত যে যে স্থলে একতার ভূমি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। (৫) ভারতবর্ষ ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মকে

অপরিবর্ত্তিতভাবে গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবেন। (৬) এই পরিবর্ত্তিত খ্রীষ্টধর্ম্ম কি হইবে, তাহার প্রথম অভ্যুদয় ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কারকগণের প্রতিনিধিতে (কেশবচন্দ্রে) প্রকাশ পাইতেছে।

লর্ড লরেন্স নির্দ্ধারণটির অনুমোদন করেন, এবং তিনি যে কেশবচন্দ্রকে ইংলণ্ডে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোভন সহ্য করিয়া ভারতে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া কি প্রকার কঠিন ব্যাপার, তাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। রেবারেণ্ড জেম্‌স্ মার্টিনো যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই ঃ—ভারতের পৌত্তলিকতা অজ্ঞানতাসম্ভূত নহে। জ্ঞানপ্রধান ভারত অতি প্রথমে অনন্ত মহান্ ভূমা ঈশ্বরের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মকে এত সূক্ষ্মতম ভূমিতে উপস্থিত করেন যে, সাধারণতঃ লোকের পক্ষে উহা একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে; সুতরাং কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে সাধারণের হৃদয়গোচর করা হয়। যে কল্পনাপ্রধান দেশে ক্রোধাদিবৃত্তিসমূহকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া নাটকের বিষয় করা হইয়াছে, সে দেশের লোকে যে কল্পিত বিবিধ দেব দেবীর আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মের শুষ্কতা পরিহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই দুই অবলম্বন করিয়া ভারতে পৌত্তলিকতা প্রবল হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা উচ্চশ্রেণীর লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে, বিশ্বাস নাই; আর যাহারা শাস্ত্রালোচনাবর্জ্জিত, তাহাদের বিশ্বাস আছে, জ্ঞান নাই। ভারতের ঈদৃশ অবস্থা ইংলণ্ডের দ্বারা তিরোহিত হইবার কথা, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ মতবিরোধ প্রদর্শন করাতে কিছু কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সে দেশ শাসন করিতে যান, তাঁহাদিগের চরিত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মের কোনই মহত্ত্ব প্রকাশ না পাইয়া, বরং তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে; এজন্য তাঁহারাও সে দেশের লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন উপকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভারতের সংস্কারকার্য্য সেই দেশীয় লোকগণের উপরেই নিপতিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্য প্রাচীন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত না করিয়া, একেবারে নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ বাহ্য

অবলম্বনশূন্য হইয়া একেবারে জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য যত্ন অনেক লোকের পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার হইলেও, ইহাতে মানবের মধ্যে কি প্রকার আয়োজন সমুদায় বিদ্যমান আছে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই প্রকার যত্ন করিয়া পুণ্য পবিত্রতা সাধুতা ভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত এই দেখাইয়া দেয় যে, বাহিরের সমুদায় অবলম্বন চলিয়া গেলেও ভিতরে অচল অটল ধর্ম্মাচল বিদ্যমান, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও উহা কদাপি বিচলিত হইবার নহে। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংস্কারক যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহার ক্রিয়া ইউরোপের উপরেও প্রকাশ পাইবে। অনেক সময়ে ধর্ম্ম ও ব্যাখ্যা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস যে, আবার পুনরায় তাহাই হইবে। ইউরোপীয়গণের মন কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ প্রবল হইয়া উঠে, নিয়ম চিন্তা করিতে করিতে নিয়ন্তাকে ভুলিয়া যায়, ভারতের প্রতিভার নিকটে এরূপ দুর্দ্দশা দাঁড়াইতে পারে না। ভারত বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করিবেন; ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কাঠিন্য ও জড়বাদে যে ক্ষতি হইয়াছে, ভারত তাহার পরিপূরণ করিবে। ভারতের সূক্ষ্ম চিন্তা এবং কোমল হৃদয় পুনরায় ঈশ্বরালোক সংসারে আনয়ন করিবে। মায়ার আবরণে জীব ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরদিনই এই মায়ার অত্যাচার আছে; এবং পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বদেশস্থিত ভবিষ্যদর্শিগণ এই অত্যাচার হইতে উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এখনও হয়ত তাহাই হইবে। তাঁহাদিগের পূর্ব্বদেশস্থ বন্ধুগণ যদি চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের মধুরভাব,—যাহার দৃষ্টান্ত অদ্য সায়ংকালে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন—তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে পারেন, এবং অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে স্থাপন করিতে হয়, তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যায় অকল্যাণের পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্থায়ী কল্যাণ অর্পণ করিলেন। এইরূপে ইউরোপীয় হৃদয়ের কাঠিন্য অপনয়ন করিলে, উহা ক্লাইব ও হেষ্টিংস্ সে দেশের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহার মার্জ্জনাস্বরূপ এবং বেণ্টিঙ্ক ও

লরেন্স যে দয়া ও ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হইবে।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির সেক্রেটারী রেবারেণ্ড ডাক্তার মলেন্স এবং য়িহুদী ধর্ম্মযাজক রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্‌স্ নির্দ্ধারণের প্রতিপোষকতা করেন। রেবারেণ্ড মলেন্স বিংশতি বর্ষ কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কেশবচন্দ্রের পরিচিত। তিনি এ দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজ দেশের হিতকল্পে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বিতর্কস্থলেও কখন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই; খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণও তাঁহাদিগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহারা পৌত্তলিকগণের কালীঘাট এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়, এ উভয় স্থলেই গমন করিয়াছেন, তাঁহারা এ দুইয়ের মহাপার্থক্য অবলোকন করিয়া অবশ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কি প্রকার দেশসংস্কারকার্য্যে নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধুর দর্শনলাভে সুখী হইয়াছেন বলেন, এবং এদেশে কি প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান সমুদায় আছে, তিনি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ দেখাইবেন, আশা প্রকাশ করিলেন। রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্‌স্ বলিলেন, অভ্যাগত কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার কি প্রকার সহানুভূতি, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সভাস্থলে উপনীত হইয়াছেন। যাঁহারা অভ্যর্থনা জন্য নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের হয়তো এ কথা মনে ছিল না যে, একজন য়িহুদী এ সভার সহিত যোগদান করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইল, প্রোটেষ্টাণ্টমণ্ডলীর প্রায় সমুদায় সভ্যগণকে লইয়া এই সভা সংসৃষ্ট; এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান না। তবে এই কথা তিনি বলিতে চান যে, যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে চান, তাঁহার পক্ষসমর্থন ও তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে, তিনি ইজরায়েল বংশীয়গণের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের অনুপযুক্ত হইতেন। ভারতবর্ষে কেশবচন্দ্র কত দূর কি করিয়াছেন, তাহা তিনি সমগ্র জানেন না; কিন্তু তিনি যাহা করিবেন, তাহা যে অতি মহৎ কার্য্য হইবে, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। ইনি (কেশবচন্দ্র) আজ এখানে যাহা করিয়াছেন, তৎপ্রতি তিনি উদাসীন হইতে পারেন না। এক বার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদিগের পরস্পর এত মতভেদ, তাঁহারা সে মতভেদ ভুলিয়া ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইঁহারই জন্য একত্রিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হয়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মেসেয়ার আগমনের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাই উপস্থিত; কেন না মেসেয়ার আগমনে, যে সমুদায় বিষয়ে মতভেদ আছে, তদপেক্ষা যে সমুদায় বিষয়ে একতা হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলে আকৃষ্ট হইবে। তিনি য়িহুদী হইয়া এবং য়িহুদী জাতির প্রতিনিধি হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ঈশ্বর শীঘ্র শীঘ্র ইঁহার কার্য্যের সাফল্য অর্পণ করুন। তিনি আশা করেন যে, বাইবেলোক্ত আহস্যয়েরস নৃপতি যে প্রকার একশতসপ্তবিংশতি রাজ্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইঁহার প্রচার সেইরূপ দূরতম বিভাগে বিস্তীর্ণ হইবে। "সমুদ্রের জল যে প্রকার আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, ঈশ্বরজ্ঞান সমুদায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে," সেই সময় ইনি আনয়ন করিলেন, এ সংবাদ শুনিলে তিনি কত যে আহ্লাদিত হইবেন, বলিতে পারা যায় না।

সভাপতির অনুরোধে কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইলে, সভাস্থ সকলে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দপ্রকাশধ্বনি করত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারেঃ—যখন তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন তখন কখন এরূপ আশা করেন নাই যে, তিনি এরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। অদ্যকার সভায় যে সকল বক্তৃতা হইল ও উৎসাহ প্রকাশ পাইল, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ড তৎপ্রতি, তাঁহার মণ্ডলীর প্রতি, তাঁহার দেশের প্রতি অতিমাত্র কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। ইংলণ্ড ভারতের প্রতি কি করিতেছেন, তিনি তাহা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। ভারতের বাহ্যোন্নতিসাধনমাত্র নহে, ইংলণ্ড তাহার সবিশেষ সংস্কারে সহায় হইয়াছেন। এ কথা সত্য, প্রথমাবস্থায় অনেক ব্রিটিষ শাসনকর্ত্তা নিতান্ত নিন্দনীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন; ব্রিটিষ শাসনের মূলে যে ভগবানের অঙ্গুলি আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। দীর্ঘনিদ্রার

পর ভারত চেতনালাভ করিয়াছে। জ্ঞান, নীতি, সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্পর্কে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন একীভূত হইয়া যাইতেছে। ভারত ও ইংলণ্ড যে কেবল এক রাজশাসনের অধীন, তাহা নহে, হৃদয়ে ও চিন্তাতে এক, রাজ্যসম্পর্কে ও জ্ঞানসম্পর্কে এক। "মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘজীবিনী হউন" এ কথা তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি ঐ কথাগুলি ভারতের এক কোণ হইতে অন্য কোণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং দেশের সমুদয় শিক্ষিতগণ—যাঁহারা এত উপকার লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া মহারাজ্ঞীর স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। দেশের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া, ইংলণ্ডীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের কীর্ত্তি সে দেশে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সংস্কার উপস্থিত, উহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। ইংলণ্ড যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল সঙ্গে লইয়া যান। ভারতের শাস্ত্রসম্বন্ধে ভারত যত কেন অভিমানী না হউন, বাইবেলের ভাবগ্রাহী না হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না। যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ এবং ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয় যুগপৎ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ বেদাবলম্বনে স্থাপিত হয়, পরিশেষে বেদাবলম্বন পরিহার করিয়া প্রশস্ত ভূমি আশ্রয় করত, দেশের জাতিভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। সকলের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি, খ্রীষ্টের প্রতি, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক-গণের প্রতি ব্রাহ্মগণের কি ভাব? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইহা অসম্ভব মনে করেন যে, এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম খ্রীষ্ট বা তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা সত্য, ভারতে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, সে দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। যে বেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম সে দেশে গমন করিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে ঈদৃশ বিরুদ্ধভাব-পোষণ অসম্ভব নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রাচীন

শিষ্যগণ, প্রাচীন প্রবাদ, সমুদায় পূর্ব্বদেশসমুচিত ছিল। ভারত সেরূপে ভিন্ন অন্যরূপে উহাকে গ্রহণ করিবে কেন? ভারতবাসিগণ নিজে বাইবেল পাঠ করুন, অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব সে দেশের লোকের হৃদয়ানুরূপ, তৎসহ তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সহানুভূতি, সুতরাং উহা ভারত কর্ত্তৃক অবশ্য গৃহীত হইবে। তিনি যত দিন বাঁচিয়া আছেন, তত দিন বলিতে থাকিবেন, খ্রীষ্টের ভাব ভারত এক দিন গ্রহণ করিবেই। খ্রীষ্টসম্প্রদায় এত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, মূলে একতা থাকিলেও মতে এত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন্‌টি গ্রহণীয়, ভারত তাহা কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এত সম্প্রদায়ের গোলের ভিতরেও খ্রীষ্টের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুতেই টলিবার নহে। আজ এই সভাস্থলে দশ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক সমুপস্থিত, ইহাদিগের মতভেদসত্ত্বেও, খ্রীষ্টপ্রচারিত ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রতিবেশিগণের প্রতি প্রীতি, এ মতে সকলেরই ঐক্য আছে। ভারত কি কখন এ মত দূরে পরিহার করিতে পারে? তিনি ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের মত সমুদায় অবগত হইতে আইসেন নাই, জীবন অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দেশহিতৈষিতা, দানশীলতা ও আত্মত্যাগ তাঁহার অধ্যয়নের বিষয়। এ দেশ হইতে অনেক খ্রীষ্টান গিয়াছেন, যাঁহারা মতসম্বন্ধে নিপুণ, কিন্তু জীবনে খ্রীষ্টের অনুগত শিষ্য নহেন। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইঁহাদিগের জন্য যাঁহাদের জীবন আছে, তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার এ কারণেই ভারতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যথার্থ খ্রীষ্টীয় জীবন ভারতের উপর কার্য্যকর হইবেই হইবে, উহা উহার অস্থিমজ্জার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ড ভারতসম্পর্কে অনেক করিয়াছেন, কিন্তু এখন আরও অনেক করিবার অবশিষ্ট আছে। ভারত ও ইংলণ্ড যাহাতে একহৃদয় একমনা হইয়া সে সমুদায় সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য একান্ত প্রযত্নের প্রয়োজন। ভারত ও ইংলণ্ড একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে চুম্বন করুন এবং ভগবানের নাম করিতে করিতে চির শান্তি চিরসুখধাম ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে প্রবিষ্ট হউন।

বক্তা কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদদানকালে লর্ড হটন এই ভাবে বলেন:—তিনি বক্তাকে প্রথমতঃ রাজাসম্বন্ধে ধন্যবাদ দিতেছেন। অন্যান্য ইউরোপীয়

জাতি বিদেশীয়গণের উপরে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া এদেশীয় ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ অভিমান অনুভব করিবেন। বিদেশীয়গণ বিদেশীয়গণের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলে কিছু কিছু অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এ উপায় ভিন্ন সভ্যতা-পরিব্যাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বক্তা যখন স্বীকার করিলেন যে, ব্রিটিষশাসন ভারতের কল্যাণবর্দ্ধন করিয়াছে, তখন এ সম্ভ্রম যাহাতে চিরকাল রক্ষা পায়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যত্ন সমুচিত। তিনি সামাজিক ভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছেন, কেন না বক্তা নিজ ব্যক্তিত্বের যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, রাজ্যশাসনবিষয়ে সে দেশীয়-গণের সঙ্গে এদেশীয়গণের সম্মিলনের সম্ভাবনা আছে। সর্ব্বশেষে ধর্ম্মসম্পর্ক লইয়া তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, কেন না বক্তা স্বীকার করিলেন, ভারত খ্রীষ্টধর্ম্মের মত গ্রহণ না করিলেও উহার প্রভাব সে দেশের উপরে অপরিহার্য্য। সে দেশের খ্রীষ্টধর্ম্মের অকৃতকৃত্যতার মূলে তিনি একটী কারণ দর্শন করেন, সে কারণ এই, প্রাচ্য ধর্ম্মসমূহের মূলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আছে; সুতরাং [মতপ্রচার নহে, কিন্তু] খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম কার্য্য, সে দেশের অযুক্ত ধর্ম্মসমূহ বিনাশ করা। উপস্থিত বক্তাতে এই ব্যাপারের নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। বক্তা বলিলেন যে, তিনি শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন, বক্তারও এদেশকে কিছু শিখাইবার আছে।

রেবারেণ্ড ডাক্তার সাণ্ডার্স ন ভারতবাসিগণের উদারতা ও মতসহিষ্ণুতার বিষয়ে প্রশংসা করিয়া, ভারতবাসিগণের দ্বারা সে দেশের সংস্কার হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজ কালে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে, এইরূপ কিছু বলিয়া ধন্যবাদের প্রতিপোষকতা করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

নানা জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

১৭ই এপ্রেল, রবিবাসরে, সাউথপ্লেস চ্যাপেলে কেশবচন্দ্র "অমিতাচারী সন্তান" বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সার লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, মধ্যের চারিদিন কি প্রকারে অতিবাহিত হয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক। ১৩ই এপ্রেল, রাঙ্কেণ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত

সাক্ষাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। ইনি বলেন, ভারতবর্ষ ব্রিটিষ শাসন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন না হইলে, কখনই সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। ইনি মনে করেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষ হইতে হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে মত কি, ইনি জিজ্ঞাসা করেন। ১৪ই এপ্রেল, বিবান নাম্নী একটী নারী তাঁহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং বলিয়া পাঠান, তাঁহার সঙ্গে গুরুতর আলাপ করিবার বিষয় আছে। কেশবচন্দ্র সোৎসুকচিত্তে তাঁহার নিকট গমন করেন, কিন্তু নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। কেন না মিস্ত্রেস্ বিবান তাঁহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করেন, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে তাঁহার কি আপত্তি আছে? মিস্ত্রেস বিবান যখন দেখিলেন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই দিন মিস্ সুসানা উইঙ্ক-ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হন। ইনি অতি ভদ্র, ধার্ম্মিকা ও উচ্চভাবাপন্ন। জীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত্ম তত্ত্ব লইয়া আলাপ হয়। ইংলণ্ডে আসা পর্য্যন্ত অধ্যাত্মবিষয়ে আলাপ করিয়া কেশবচন্দ্র এরূপ সুখী আর কোন দিন হন নাই। ১৫ই এপ্রেল, গুড্‌ফ্রাইডে উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান-প্রধান চার্চ্চে গমন করেন। সেখানে বালকগণের কোমলকণ্ঠবিনিঃসৃত গানে মুগ্ধ হন, এবং উপাসনা শ্রবণ করেন। উপদেশ উৎসাহপূর্ণ এবং সমবেত উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়স্পর্শী ছিল। ১৬ই এপ্রেল, পূর্ব্ব নিমন্ত্রণানুসারে জেনেরেল সার্ জন্ লোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহার সঙ্গে একটি নিকটবর্ত্তী চ্যাপেলে মেস্তর মুল্লিনাউক্সের উপদেশ শুনিতে যান। উপাসনা শুনিয়া তত সুখ হয় না! কেন না উহাতে কেবল প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের চর্ব্বিত চর্ব্বণমাত্র ছিল। চ্যাপেল হইতে বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে লর্ড লরেন্স এবং স্যার হ্যারি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সার্ জন্ লো এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সহ কিছুকাল আলাপ করিয়া, অন্‌স্লো স্কোয়ার উদ্যানে মেস্তর মুল্লিনাউক্সের গৃহে জলযোগ করিবার জন্য গমন করেন। সার্ জন্ লো এবং ইঁহার পরিবারবর্গের মুল্লিনাউক্সের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি। এই ভক্তি দেখিয়া কেশবচন্দ্র সন্তুষ্ট হন। সায়ংকালে ইনি মিস্ কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

সাউথপ্লেস চ্যাপেলে "অমিতাচারী সন্তান" বিষয়ে দ্বিতীয় উপদেশ

"ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ। যিনি প্রীতিতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরেতে বাস করেন, ঈশ্বর তাঁহাতে বাস করেন।" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্র, ১৭ই এপ্রেল, রবিবার, সাউথপ্লেস চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—ঈশ্বরকে কেবল জীবন্ত দেবতা বলিয়া পূজা করিলে চলিবে না, তাঁহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া পূজা করিতে হইবে। তিনি যেমন সত্য, তেমনি প্রিয়। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইহা বিজ্ঞানাদির সাহায্য লইয়া জানিতে হয় না, সহজে আমরা উহা জানি। এক দিকে তিনি রাজা হইয়া যেমন সকলকে শাসন করিতেছেন, তেমনি পিতা হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমরা পৃথিবীর গভীরতম স্থানেই প্রবেশ করি, অথবা উচ্চতম আকাশে আরোহণ করি, সর্ব্বত্র তাঁহার নিয়মরাজির একমাত্র উদ্দেশ্য জীবগণের সুখবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে তাঁহার নিয়মরাজি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যাইতে পারে না। তিনি রাজা হইয়া যেমন সমুদায় বিশ্ব শাসন করিতেছেন, তেমনি প্রত্যেক নরনারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অভাব বিমোচন করিতেছেন; যেমন তিনি সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি প্রতিব্যক্তির প্রার্থনা শুনিতেছেন। নিয়ত তাঁহার সাধারণ বিধাতৃত্বমধ্যে স্থিতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পিতা আমাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী, তিনি আমাদের অভাবনিচয় বিমোচননিমিত্ত তাঁহার বাহু প্রসারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার বিধান সাধারণ, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে উহা বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ উভয়বিধ ব্যক্তিগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যাদি যাঁহার দাস, তিনিই আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা; তিনি কি কেবল আমাদের শরীরসম্বন্ধেই উপকার সাধন করেন? তিনি আমাদের আত্মাকে সর্ব্বদা পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাঁহার বিরুদ্ধে কত পাপাচরণ করিতেছি, তিনি সকলই দেখিতেছেন; কিন্তু এ সকল দর্শন করিয়া বলেন না, "তোরা যখন আমার বিধিভঙ্গ করিয়াছিস্, তখন তোরা এখন অনন্তকালের

জন্য দুঃখ ভোগ কর্।" যে প্রকার ভয়ানক পাপী কেন হউক না, তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিলেই তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। অপরিমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকায়, ঈশ্বরের পাপীর প্রতি করুণা কি প্রকার, সুন্দর ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (সমগ্র আখ্যায়িকা পাঠ।) এই আখ্যায়িকাটীকে অনেকে কেবল কবিকল্পনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কল্পনার লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে যাহা অর্পণ করেন, তৎপ্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা দেন, তাহার সদ্ব্যবহার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী। ভাল মন্দ আমরা উভয়ই করিতে পারি, যখন মন্দব্যবহার দ্বারা আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই, তখন সর্ব্বস্বান্তের অবস্থায় আমাদিগের পিতার অতুল করুণা স্মরণ করি; স্মরণ করিয়া সাহসী হইয়া তাঁহার নিকটে যাই। তিনি যে আমাদিগকে স্নেহে আলিঙ্গন করিবেন, এ আশায় আমরা তাঁহার দিকে অগ্রসর হই না, অথচ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেই তিনি আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করেন। কেহ কি আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, পুণ্যময় ন্যায়বান্ ঈশ্বর অপরিমিতাচারী সন্তানকে পুনর্গ্রহণ করিবেন? মনে করিতে পার, আর না পার, ফলতঃ পাপীর প্রতি তিনি এই প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেখ, তিনি কি পাপসত্ত্বে আমাদিগের শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন না? তবে কি তিনি আমাদিগের পাপের জ্বালার প্রতি উপেক্ষা করিবেন? কখনই নহে। তিনি তাঁহার প্রত্যেক অমিতাচারী সন্তানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। অমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকা যেন কেহ কবিকল্পনা মনে না করেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা ঈশ্বরের প্রভূত প্রেম আমাদিগের সম্মুখীন করা হইয়াছে। আমাদিগের পিতার অতুল সম্পৎ। তাঁহার অতুল সম্পৎ থাকিতে আমরা অনাথ পথের ভিকারী হইয়া থাকিব? আমাদের ছিন্ন বস্ত্র উন্মোচন করিয়া মূল্যবান্ বস্ত্র পরাইতে, আমাদিগের চক্ষুর জল পুঁছিয়া সম্পন্ন করিতে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন; আমরা কেন শোক করি, কেন নিরাশ হই? তিনি নবনবতি জন সাধুকে ফেলিয়া এক জন দুরাত্মার অন্বেষণে বাহির হন। তিনি এখনই আমাদিগের সকলের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এখানে কোন পাপী আছে কি না, যে ক্ষমা চায়, তাঁহার সহিত

পুনর্ম্মিলিত হইতে চায়। আমাদের এরূপ পিতা যখন আছেন, তখন আমাদের কত আহ্লাদ। যে ধর্ম্মের এই মত, সে ধর্ম্ম আমাদের নিকট অমূল্য রত্ন। আমরা তাঁহার করুণা আশ্রয় করি, এবং ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া বলিতে থাকি, "আমাদের পিতা আমাদের পরিত্রাতা, তাঁহার প্রেম আমাদের প্রজ্ঞা, তাঁহার প্রেম আমাদের বল, তাঁহার প্রেম আমাদের পুণ্য, তাঁহার প্রেম আমাদের পরিত্রাণ।"

উপদেশান্তে উপাসকগণমধ্য হইতে অনেকে আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার করামর্ষণ করিলেন। তিনি যখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিল। উপাসকগণের পক্ষ হইতে তত্রত্য আচার্য্য মেস্তর কনওয়ে এবং কোষাধ্যক্ষ মেস্তর হিক্‌সন্ 'ডবলিউ জে ফক্‌সের গ্রন্থাবলি' তাঁহাকে উপহার দান করিলেন।

ফিন্সবরি চ্যাপেলে উপাসনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব

ফিন্সবরি চ্যাপেলসম্বন্ধে একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়টি—উপাসনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব। তিনি তাঁহার দৈনিক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "এই চ্যাপেলে (মন্দিরে) যে উপাসনা হয়, তৎসংযুক্ত একটি দুঃখকর বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; সে দুঃখকর বিষয়, প্রার্থনার অভাব। এখানে আরাধনা আছে, কিন্তু চাওয়া নাই। এ আর কি? এ ব্রহ্মবাদের যাহা প্রাণ, তাহা বাদ দিয়া ব্রহ্মবাদ।"

ডীন ষ্টান্‌লির উপদেশ শ্রবণ

অপরাহ্ণে কেশবচন্দ্র আবিসংবলিত চার্চ্চে ডীন ষ্টান্‌লির উপদেশ শুনিতে যান। তিনি তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, কেন না তাঁহার উপদেশ অতি উদারভাবপূর্ণ। উপাসনান্তে ডীনগৃহে চা পান করিলেন; এই সময়ে ডীনের দুইটি আত্মীয় বালক তাঁহাদিগের বিশেষরূপে সেবা করেন। অনন্তর ডীন আবির ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইয়া তৎসম্পর্কীয় বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন। ফলতঃ ডীন ষ্টান্‌লি কেশবচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাসগৃহপরিবর্ত্তন, লর্ড মেয়রের স্বাস্থ্যপান, গোল্ডিংহ্যামের গৃহে ভোজন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক

১৮ই এপ্রিল, নরফোক ষ্ট্রীট ষ্ট্রাণ্ডস্থ হোটেল পরিবর্ত্তন করিয়া, ৪ সংখ্যক ওবরন্ স্কোয়ারস্থ বাসগৃহ কেশবচন্দ্র আশ্রয় করেন। পূর্ব্বস্থান পরিবর্ত্তন করিবার কারণ কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ হইলেও, মূল কারণ মিষ্ট্রেস্ সাম্পসনের চণ্ডপ্রকৃতি। ওবরন্ স্কোয়ারের উদ্যান ছাড়াও রসেল স্কোয়ার, গর্ডন স্কোয়ার, ইউষ্টন স্কোয়ার, টরিংটন স্কোয়ার ও বেডফোর্ড স্কোয়ারের ছোট ছোট উদ্যান-গুলি উহার নিকটে ছিল। স্থানটি অতি শান্ত ও স্বাস্থ্যকর। মিসরগৃহ নামে প্রসিদ্ধ ম্যান্সন হাউসে অদ্য সায়ংকালে লর্ডমেয়রের ভোজ উপস্থিত। এই গৃহটি বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত, এবং পূর্ব্বদেশানুরূপ সজ্জায় সজ্জিত, এখানে 'স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপান' (টোষ্ট) ও বক্তৃতা হয়। যিনি সভাপতি (টোষ্ট-মাষ্টার), তিনি—কে বক্তৃতা দিবেন, কে স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপান করিবেন—অতি প্রভুতা সহকারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হয়। যে সকল দাসগণ পরিচর্য্যার কার্য্য করে, তাহারা সকলেই অতীত কালের পরিচ্ছদে পরিশোভিত। কেশবচন্দ্রকে যত বার স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তিনি লেমোনেড পান করিয়া উহা সম্পন্ন করেন। তিনি আপনার দৈনিক বিবরণে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি লর্ড মেয়রের স্বাস্থ্য পান না করিয়া স্বাস্থ্যনস্য গ্রহণ করিলাম।" ১৯শে এপ্রেল, মঙ্গলবার, গোল্ডিংহ্যাম্ সাহেবের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ইনি পূর্ব্বে মান্দ্রাজে ছিলেন, এখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। এখানে পঞ্জাবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ-কার হয় এবং সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি 'ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন' বিষয়ে তাঁহার মত কি, জিজ্ঞাসা করেন। ভোজনান্তে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন, "ভোজনান্তে উপস্থিত কয়েক জন ভদ্রলোক আমাকে কোণ ঠেশা করিলেন এবং আমার সঙ্গে নিয়মপূর্ব্বক ধর্ম্মসম্পর্কীয় তর্ক আরম্ভ করিলেন। অযোগ্য স্থানে এরূপ তর্ক নিতান্ত অসুখকর। এই পর্য্যন্ত হইল, তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন বাইবেলের একটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিলেন, এক প্রকার উপদেশ দিলেন এবং একটী প্রার্থনা করিয়া সমাপন করিলেন। এ সমুদায়ই আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্পন্ন হইল। এ সকলই ভাল দেখায়,

যদি স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। এক জন মানুষকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং তাঁহাকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য তদুপরি গোলাগুলি বর্ষণ করা, আর কিছু না হউক, কুরুচি প্রকাশ পায়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাঙ্ক্ষণীয়।"

মার্টিনো, শার্পপরিবার, কুক ও ম্যানিং পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ

কেশবচন্দ্র যে নূতন স্থানে আসিয়া আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সে স্থান মার্টিনো সাহেবের গৃহের নিকটবর্ত্তী; সুতরাং তিনি পর দিন (২০শে এপ্রেল) সায়ংকালে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইনি অতি ধার্ম্মিক এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তবে কিছু চাপা লোক।" ২১শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, মিস্ শার্প এবং তাঁহার ভগিনী হাইবরি টেরাসস্থ তাঁহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসেন। এখানে মিস্ শার্পের মাতা, রোগে শয্যাগত পিতা এবং আর একটী ভগিনীর সহিত তিনি পরিচিত হন। 'ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশনের' সভাপতি সামুয়েল শার্প ইঁহাদের সম্পর্কীয় লোক; তাঁহার সহিতও এখানে সাক্ষাৎ হয়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াণগৃহাবকাশে (ড্রইংরুমে) একত্রিত হন, এবং সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলাপ হয়। এই আলাপসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি এই আলাপ বড়ই সম্ভোগ করিলাম, কেন না এখানে আসার পর এমন আমোদ আর পাই নাই। বড় বড় ভোজের স্থান আমি কেমন ঘৃণা করি—অল্প কয়েক জন বন্ধুর মিলন আমি কত ভালবাসি! কিন্তু হায়! অল্পসংখ্যক লোক আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ মতের সহিত আমি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি।" ২২শে এপ্রেল, শুক্রবার, পূর্ব্বকথামত ক্রিষ্টালপ্যালেস রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে মিষ্ট্রেস্ ও মিস্ ম্যানিংয়ের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে সেণ্ট অউবিন্স্ বর্ত্মস্থ অপার নরউডস্থিত বাসগৃহে পদব্রজে তিনি গমন করেন। জলযোগান্তে সকলে মিলিয়া ক্রিষ্টাল্প্যালেস্ দর্শন করিতে যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের বিলক্ষণ ভিড়, কেশবচন্দ্র সকলকে সেখানে রাখিয়া লোয়ার নরউডস্থ কুক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেখানে কুক্ সাহেবের 'আল্বমে' (আলেখ্যাধারে) তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং অপর আত্মীয়গণের প্রতিচ্ছবি

দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। সেখান হইতে যথাসময়ে ভোজনার্থ ম্যানিংয়ের গৃহে প্রতিগমন করেন। সায়ংকালে কিঞ্চিৎ চাসেবনের পর ভ্রমণে বাহির হন, সেখান হইতে তাড়াতাড়ী ট্রেণ ধরিতে যান। ম্যানিং পরীবারের সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ম্যানিং পরীবারে আমি সমুদায় দিন অতি আমোদে কর্ত্তন করিয়াছি। মিস্ ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক জন ব্রহ্মবাদিনী মনে হয়। অল্প কয়েক জন বন্ধুতে মিলিত হইয়া প্রার্থনা হয়, সৎপ্রসঙ্গ হয়, এ প্রস্তাবে তিনি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মবাদিগণের একটি মিলনস্থান হয়, এই জন্য তিনি অনেক দিন হইল. প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

হারোতে লেডি এডুওয়ার্ডের গৃহে গমন

২৩শে এপ্রেল, শনিবার, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক ডাক্তার ফারকুহরের সমভিব্যাহারে, এডুওয়ার্ডের নিমন্ত্রণানুসারে, লণ্ডন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়া হারোতে কেশবচন্দ্র গমন করেন। যে পথ দিয়া তিনি গমন করেন, সে পথের চারিদিকে বাঙ্গালা দেশের মত হরিদ্বর্ণ প্রান্তর দেখিতে পান। সার হারবার্ট এডুওয়ার্ডের মৃত্যুতে লেডি এডুওয়ার্ড নিতান্ত বিনম্র ও ধর্ম্মানুরাগিণী হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন. যদি কেশবচন্দ্র কখন ইংলণ্ডে আসেন, তবে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইবেন। তাঁহার স্বামী এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, কেশবচন্দ্র এ নিমন্ত্রণে নিতান্ত সুখী হইয়াছিলেন। জলযোগান্তে মিস্ত্রেস্ কিন্নেয়ার্ড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আলাপের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহাদের পরস্পরের যে যে স্থলে মতভেদ আছে, সেগুলি মিটিয়া যায় কি না? গৃহসংলগ্ন উদ্যানে যখন বেড়াইতেছিলেন, তখন লেডি এডুওয়ার্ড অতি আর্দ্রচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাইষ্ট এবং গস্পেলসম্বন্ধে কি মনে করেন? নগরে ভ্রমণান্তে সায়ঙ্কালে কিঞ্চিৎ চা সেবন করিয়া, মিস্ত্রেস্ কিন্নেয়ার্ড এবং ডাক্তার ফারকুহরের সঙ্গে লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। হারোতে কৃষকগণের গৃহ, পলালপুঞ্জ, প্রান্তরে তৃণভোজনে নিরত বিচিত্রবর্ণের গাভী প্রভৃতি, ছিন্নবস্ত্র-পরিধায়ী ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসন্তশোভায় শোভিত বৃক্ষরাজি দেখিয়া

কেশবচন্দ্র নিতান্ত সুখী হন; কেন না, এ সকল সভ্যতার আড়ম্বরপূর্ণ রাজধানীতে দেখিবার কোন উপায় নাই।

হাক্‌নি ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলে "প্রার্থনার সফলতা" বিষয়ে তৃতীয় উপদেশ

২৪শে এপ্রেল, রবিবার, প্রাতঃকালে হাক্‌নি ইউনিটেরিয়ান্ চ্যাপেলে তিনি উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিষয়, প্রার্থনার সফলতা; অবলম্বিত প্রবচন—"যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইবে" ইত্যাদি। এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেন, বাহ্য জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ন্যায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ম জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিলেই হইল, প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? এই ভ্রান্ত মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্টরূপে খণ্ডন করেন। মানুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া, সায়ঙ্কালে যখন আপনার আত্মার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে কি দেখিতে পায় না যে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছু এখনও আছে, যাহাতে তাহার হৃদয় মলিন ও কলঙ্কিত? সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা না করিয়া, অধ্যাত্ম জ্ঞান বল সত্যাদির জন্য প্রার্থনা যে সমুচিত, ইহাও তিনি ইহাতে প্রদর্শন করেন। ডেবিড যেমন বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নিকটে আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা এবং তাহারই জন্য আমি যত্ন করিব, যেন আমি ঈশ্বরের গৃহে চির জীবন বাস করি, এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি," তেমনি আমাদিগেরও লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে দিন দিন পুণ্যে ও পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাক্‌নির ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলটি বৃহৎ নয়, লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; প্রায় পাচশত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের পর কোলিয়ার সাহেবের গৃহে কেশবচন্দ্র গমন করেন এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর হিক্‌সন সাহেবের আলয়ে যান। এখানে তিনি সমগ্র দিন যাপন করেন। এই পরীবার মধ্যে সমগ্র দিন বাস করিয়া তিনি নিতান্ত সুখী হন। এখানে তিনি হিক্‌সনপরীবারগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত তাপগৃহে নানাবিধ উৎপন্ন বৃক্ষ দেখেন। অদ্যকার দিনসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "দিন বড় ভাল ব্যয়িত

হইল, এবং মনের উপরে উহা একটি সুখকর ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।"

ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব ও অন্যান্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাদাদি

ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব শরীরের স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন; তিনি এই সময় সুস্থ শরীরে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। ২৫শে এপ্রেল, সোমবার, সায়ঙ্কালে কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতান্ত রসাবহ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? কেশবচন্দ্রের জীবনপরিবর্ত্তন, ভগবান্ তাঁহার জীবনে কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনীর নিকটে বর্ণন করিলেন। তাঁহার বর্ণিত কাহিনী সাশ্রুনয়নে আর্দ্রহৃদয়ে ব্রহ্মবাদিনী মহিলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন-পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত-শ্রবণান্তে মিস্ কব তাঁহার নিকটে তাঁহার জীবনপরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আশ্চর্য্য এই, ভগবান্ দুজনেরই হৃদয় একই প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিয়াপ্রকাশের পক্ষে কখন ব্যবধান হইতে পারে না। সহস্র ব্যবধানসত্ত্বেও তিনি দুই হৃদয়কে একই ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পাপীদিগকে পরিবর্ত্তিত করিবার ঈশ্বরের পন্থা কেমন নিগূঢ় ও বিস্ময়কর। পূর্ব্ব ও পশ্চিম অবশ্য মিলিত হইবে।"

২৬শে এপ্রেল, মঙ্গলবার, এসিয়া মাইনরের ইউনাইটেড ষ্টেট্সের কন্সল মেস্তর পীবল্স্ এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই বন্ধুটি এক জন প্রেততত্ত্ববাদী হইবেন। এ দুই ব্যক্তিরই বিলক্ষণ উদার মত, এবং উভয়েই ব্রহ্মবাদের জয় হয়, ইহা অভিলাষ করেন। মেস্তর পীবল্স্ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কেশবচন্দ্রকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। সায়ঙ্কালে ডীন ষ্টান্লির গৃহে কেশবচন্দ্র ভোজন করেন। এখানে ডিউক অব আরগাইল, মিস্ত্রেস্ রথচাইল্ড্, লর্ড লরেন্স, সার বার্টল ফ্রিয়ার, সার চারল্স্ ট্রিবেলিয়ান্ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বিশপ ও ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ২৭শে এপ্রেল, বুধবার, গ্রোস্বেনর হোটেলে সায়ঙ্কালে দার্শনিক পণ্ডিত-গণের সঙ্গে ভোজন করেন। দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানঘটিত বিষয়গুলি বন্ধুভাবে

আলোচনা ও বিচার করা 'মেটাফিজিকাল সোসাইটীর' উদ্দেশ্য। এক জন সভ্য 'প্রত্যয়সমূহের প্রামাণিকতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই বিষয়টি লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। সকল সভ্যই—বিশেষতঃ মেস্তর মার্টিনো—দর্শনে অতি সুদক্ষ। ইঁহাদিগের বিতর্ক বিষয়ে কেশবচন্দ্র এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "আমার সামান্য বিবেচনায় মনে হয়, ইঁহারা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা এদিক্ ওদিকের, ঠিক লক্ষিত বিষয় লক্ষ্য করিয়া নহে।"

২৮শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, কেশবচন্দ্র একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রতিসাক্ষাৎকারের জন্য বাহির হন। সার্ চারল্স্ ট্রিবেলিয়ান এবং সার ফারবেল বক্সটনকে গৃহে পান না, সার রবার্ট মোণ্টগোমেরির সহিত ইণ্ডিয়া আফিসে সাক্ষাৎকার হয়। ইঁহাকে "বিবাহ-বিধির" সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে কিছু করা অন্যতর সভার কার্য্য। প্রাট সাহেব গৃহে ছিলেন না, দ্বারদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাটসাহেবের পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন, এবং কিছুকাল তাঁহার সহিত আলাপ হয়।

ষ্টামফোর্ড ষ্ট্রীট চ্যাপেলে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সম্ভাষণ

সায়ংকালে (২৮শে এপ্রেল) ব্লাকফ্রায়ার ষ্টেশনে রেলে চড়িয়া ষ্টামফোর্ড ষ্ট্রীট চ্যাপেলে মেস্তর স্পিয়ারের বসন্তকালীয় সামাজিক সম্মিলনে তিনি গমন করেন। এই সামাজিক সম্মিলনোপলক্ষে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে সম্ভাষণ করা লক্ষ্য ছিল। কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, অথচ তিন চারি শত লোকে গৃহ পূর্ণ এবং সুন্দররূপে পুষ্পদ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উপাসক, এবং তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ। কন্টেমপোরারি রিবিউর লেখক রেবারেণ্ড জে হণ্টও উপস্থিত ছিলেন। চাসেবনান্তে রেবারেণ্ড আর স্পিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, উপস্থিত অন্যান্য স্থলের উপাসক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে সমাগত ব্রহ্মোপাসক বন্ধু কয়েক জনকে সাদরসম্ভাষণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর, সভাপতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কার-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া, কেশবচন্দ্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন এবং সভাস্থ সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কেশবচন্দ্র

যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—ইংলণ্ডে এমন লোক আছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বপ্নভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিলে কি হইবে? পরস্পরের কল্যাণবর্দ্ধন জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক না হইলে হইতেছে না। আসিয়ারও কিছু ইউরোপসম্বন্ধে করিবার আছে, ইউরোপেরও আসিয়া-সম্বন্ধে কিছু করিবার আছে। তিনি আশা করেন যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইবে। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি কোন এক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি ইচ্ছা করেন, খ্রীষ্টধর্ম্মে যতগুলি সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে গিয়া কার্য্য করেন। উঁহার যে কোন সম্প্রদায় যাহা কিছু ভাল শিক্ষা দেন, তাহাই গ্রহণ করিতে ভারত অগ্রসর। খ্রীষ্ট যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন, ঐ সকল সত্য সে দেশে গৃহীত হয়, তিনি ইহাই ইচ্ছা করেন। খ্রীষ্টকে আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, খ্রীষ্ট সম্প্রদায় যে সকল মত শিক্ষা দিয়া থাকেন, সে সমুদায় গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু খ্রীষ্টকেই উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান করা হয়। খ্রীষ্টকে সম্মান করা আর কিছুতে হয় না, কেবল তাঁহার জীবনানুরূপ জীবন গঠন করাতে হইয়া থাকে। খ্রীষ্টের যে প্রকার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যের প্রতি সম্মাননা ছিল, মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত জীবনার্পণ করিতে অকুণ্ঠিত ভাব ছিল, যদি সেইগুলি থাকে, তাহা হইলে কোন্ খ্রীষ্টমণ্ডলী কোন্ মত প্রচার করেন, তৎপ্রতি আস্থা না থাকিলেও, সে সকল ব্যক্তির জীবন ঈশ্বর ও মানব উভয়েরই গ্রহণীয় হইবে। তাঁহার চির কালের মত এই যে, সকল গ্রন্থাপেক্ষা মানুষের জীবনগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যকালে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এ দুয়ের প্রতি তাঁহার আস্থা চলিয়া গেল। আস্থা গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্ব বিশ্বাসের স্থান পূরণ করিবার জন্য আর কিছু তাঁহার হস্তগত হইল না। পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া সংসারে ডুবিবেন, এমন সময়ে ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অন্তরের গভীর পাপ দেখিতে পাইলেন, এবং এই আশাবাণী শুনিলেন, "পাপী, তোমার আশা আছে।" তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, স্বর্গস্থ বন্ধু সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে আছেন। এ কথা কোন গ্রন্থ বা শিক্ষক তাঁহাকে

বলেন নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার হৃদয়ে এ কথা বলিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরই তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। এই প্রার্থনা হইতেই তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি সে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপ বা প্রকৃতি কিছু জানিতেন না, অথচ এই প্রার্থনা হইতে জ্ঞান পুণ্য প্রেমে পরিবর্দ্ধিত হইলেন। ক্রমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে না, একটি ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রয়োজন, তাঁহার মনে আসিল এবং কয়েকটি ভাইকে লইয়া "শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতৃমণ্ডলী" (The Goodwill Fraternity) নামে একটী সভা তিনি স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানব মাত্রের ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা কনিরতে। তদনন্তর একটী ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রয়োজন, তাঁহাতে অনুভূত হইল। কোন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মনের মিল হইল না, পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজের একখানি গ্রন্থপাঠে (১) তাঁহার হৃদয়ের সহিত মিল হওয়াতে, তিনি তাহাতেই যোগদান করিলেন। তিনি আপনার জীবনের পরীক্ষায় দেখাইয়া দিলেন, অন্তরে ঈশ্বরের নির্দ্দেশের তুল্য গ্রন্থাদি কিছুই নহে, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। যখন হিন্দুমতে দীক্ষার সময় আসিল, তখন তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারই অনুসরণে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। আর এক পরীক্ষাতে তাঁহাকে সপত্নীক গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল, এবং এই পরীক্ষার সঙ্গে তীব্র রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ছয় মাস বহু কষ্টের পর আধ্যাত্মিক অবসাদের অন্তে আবার তিনি প্রার্থনাতেই বল, সান্ত্বনা ও পরিবারবর্গের পুনর্ম্মিলন লাভ করিলেন। এখন এরূপ হইয়াছে যে, তাঁহার মাতা পর্য্যন্ত হিন্দু থাকিয়াও ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-কীর্ত্তনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকেন। দেশের মধ্যে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের অনেক লোকেই, বাহ্যে ভিন্নতা থাকিলেও, অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার কথা সকলে মনোভিনিবেশ-পূর্ব্বক এত ক্ষণ যে শ্রবণ করিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং চতুর্দ্দিকের পুষ্পগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন, এই সকল পুষ্পের ন্যায় তাঁহাদিগের সকলের চিত্ত নবভাবপূর্ণ, মধুর ও পবিত্র হইবে।

(১) রাজনারায়ণ বসুর "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ" বক্তৃতা। ৬১ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

সভাপতির অভিপ্রায়ানুসারে রেবারেণ্ড জন হণ্ট বলিলেন, তিনি অনেক বৎসর হইল, ভারতের দর্শন ও ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি কেশবচন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, কেশবচন্দ্র প্রাচ্যধর্ম্মসমূহ-সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিবেন; কেন না এই শেষোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে একান্ত মতভেদ,—কেহ বলেন, বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও অমরত্বে বিশ্বাস করেন, কেহ বলেন, বিশ্বাস করেন না। পরিশেষে রেবারেণ্ড জন হণ্ট আপনার জীবনের পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশা প্রকাশ করেন যে, কেশবচন্দ্র বিভিন্ন খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবন প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পাইবেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গী দুই জন বন্ধু নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া কিছু বলেন, তাঁহারা আর কোন দিন প্রকাশ্য সভায় কিছু বলেন নাই। তাঁহারা সামান্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহাতেই তাঁহারা প্রশংসাধ্বনি লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্র অদ্যকার উৎসাহ ও ভাবদর্শনে নিতান্ত সুখী হইলেন। অনেকগুলি ভদ্র নরনারী তাঁহার করমর্দ্দন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। অগ্রসর ব্যক্তিগণ মধ্যে মহিলাগণের সংখ্যা অধিক।

২৯শে এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাতঃকালে পিকাডিলিস্থ 'রাজকীয় শিল্প-বিদ্যালয়' দর্শন করেন। সায়ঙ্কালে মেস্তর মার্টিনোর তত্ত্বাবধানাধীন পোর্টলাণ্ড পাঠশালার ছাত্রগণের পিতা ও অভিভাবকগণের বার্ষিক সম্মিলনে গমন করেন। চাসেবনান্তর মেস্তর মার্টিনো উপস্থিত পিতা ও অভিভাবকগণের নিকটে কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে প্রকৃত শিক্ষা কি, শিক্ষক ও অভিভাবক এ দুইয়ের সমবেত কার্য্য কি প্রকার প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। মিস্ত্রেস্ রসেল মার্টিনোর 'পারিবারিক নিমন্ত্রণে' অবশিষ্ট সায়ঙ্কাল অতিবাহিত হয়। ৩০শে এপ্রেল, শনিবার, মিস্ত্রেস্ স্কোয়ারের সায়ং সম্মিলনে গমন করেন; সেখানে হিক্সন পরীবার-বর্গের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রসঙ্গ, সঙ্গীত ও ভোজে অতি আমোদে কেশবচন্দ্র অদ্যকার সায়ঙ্কাল অতিবাহিত করেন। স্কোয়ার ও হিক্সন পরীবারে কেশবচন্দ্র বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করিয়াছিলেন। এ আত্মীয়তা বাহ্যভদ্রতা মিশ্র ছিল না।

ইস্‌লিংটন ইউনিটিচার্চ্চে "ঈশ্বরপ্রীতি" সম্বন্ধে চতুর্থ উপদেশ

ইউনিটেরিয়ানগণের যতগুলি চ্যাপেল আছে, তন্মধ্যে ইস্‌লিংটনস্থ ইউনিটি চার্চ্চটি অতি সুন্দর। ১লা মে, রবিবার, এই চ্যাপেলে রেবারেণ্ড আয়ারসন উপাসনার কার্য্য করেন, এবং কেশবচন্দ্র উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় ঈশ্বরপ্রীতি। "তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত, সমুদায় বলের সহিত এবং সমুদায় মনের সহিত প্রীতি কর" এই প্রবচনটি উপদেশের অবলম্বন। এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :—কতকগুলি মত স্বীকার করিলে, কতকগুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ভাবুকতার অনুসরণ করিলে, অথবা চিন্তনামুধ্যানাদিতে দিন অতিপাত করিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয় না। সমগ্র মনে, সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র আত্মাতে ও সমগ্র ইচ্ছায় তাঁহাকে ভালবাসা চাই। সমগ্র মনে ভালবাসিতে হইলে, সকল প্রকার অসত্য ভ্রম মিথ্যার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। অতএব অসত্যনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে কি প্রকারে প্রীতি করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, সেই ভয়ে অনেকে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভয় করেন। এরূপ ভয় অমূলক। এক সত্য কখন অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় যে, যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানসম্পন্ন হইব, সেই পরিমাণে আমরা ধর্ম্মসম্পন্ন হইব; যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানের সত্য ভালবাসিব, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিব। সত্যকে ভালবাসিলেই ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশ্বরপ্রীতি। কেবল সমগ্র মনে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে হয় না, সমগ্র বলের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে। মতাদি সকলই আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যদি আমাদিগের কথা, কার্য্য ও চরিত্র বিশুদ্ধ না হয়, আমরা সর্ব্বথা কর্ত্তব্যপরায়ণ না হই, তাহা হইলে আমরা পবিত্র ঈশ্বরকে ভালবাসিলাম কোথায়? তিনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। আমাদিগের যত দূর বল ও সামর্থ্য আছে, তাহার সমগ্র দিয়া আমরা তাঁহাকে ভালবাসিব। কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণতা হইলে ঈশ্বরপ্রীতি হইল না, আমাদিগকে ঈশ্বরপূজা করিতে হইবে, আরাধনা বন্দনা সঙ্গীত ও

প্রার্থনাযোগে তৎপ্রতি হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করিতে হইবে; নির্জ্জনে ও সজনে আমরা সমগ্র আত্মার সহিত তাঁহার অর্চ্চনা করিব। এ কালে অনেকে ঈশ্বর ও পরলোকসম্পর্কীয় জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, তাঁহাদের হস্ত ঈশ্বরের কার্য্য করিতে ব্যস্ত, আত্মা নিয়মিত উপাসনায় নিরত, কিন্তু হৃদয় ঈশ্বরপ্রীতিতে আর্দ্র নহে। আমাদের হৃদয়ের সমুদায় ভালবাসা আমরা সংসারকে অর্পণ করিব, ঈশ্বরের জন্য কিছু রাখিব না, ইহা কি প্রকার কথা? তিনি কি সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের প্রিয় নহেন? আমরা ঈশ্বরকে জানিলাম, সেবা করিলাম, পূজা করিলাম; তাঁহাকে ভালবাসিলাম কৈ? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, যশ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে সুখ হয়, আর ঈশ্বরের কথা বলিলেই অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহা কি ঈশ্বরসম্বন্ধে হৃদয়হীনতা নহে? ধর্ম্মশাস্ত্র, হিতকর অনুষ্ঠান এবং বহুল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা আছে, কিন্তু হৃদয় নাই, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যখনই সকলে একত্র মিলিত হন, তখনই যদি তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমের কথা লইয়া আলাপ করেন, তাহা হইলে তাহাতে তৎপ্রতি সকলের প্রীতি বাড়িবে। খ্রীষ্টের নাম খ্রীষ্টানগণ নিরন্তর শ্রবণ করুন, সে নাম শ্রবণ করিয়া যেন, তিনি যেমন ঈশ্বরকে ভাল-বাসিতেন, এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, এবং সমগ্র জীবন তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। আমরা যেন ইহা অনুভব করিতে পারি যে, ঈশ্বরের সহিত একতাই আমাদের জীবন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, আমরা তাহাই ইচ্ছা করি; তিনি যাহা আমাদের নিকটে চান, আমরা তাহাই দি; যাহা তিনি আদেশ করেন, আমরা তাহাই করি; যাহা তিনি ভালবাসেন, আমরা তাহাই ভালবাসি। এরূপ করিলে ঈশ্বর আমাদের পিতা হইবেন, আমরা তাঁহার প্রিয় পরীবার হইব। খ্রীষ্টসমাজ মতামত লইয়া নিতান্ত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভাববারিবর্ষণে সরস হওয়া প্রয়োজন। শুষ্কতা অপনয়ন জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা অপনীত করিবেন। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার উপায় নাই, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে ভালবাসা যাইবে? এ কথা তিনি প্রতিবাদ করেন; কেন না, তিনি স্বয়ং এবং অনেকে অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিবিধস্বরূপে ভূষিত উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার করুণা অনুভব

না করাতেই, অনেকে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা যেখানে যাই, সেখানেই তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের ন্যায় পাপীর প্রতি যদি তাঁহার ঈদৃশ করুণা হয়, তবে কেন আমরা সমগ্র হৃদয়ে তাঁহাকে ভালবাসিব না? তিনি চিন্ময়, এজন্য কি তাঁহাকে ভাল-বাসা যায় না? এই কি তাঁহাকে ভাল না বাসিবার যুক্তি? আমরা যদি আমাদের পিতা মাতাকে ভালবাসিতে পারি, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতাকে ভালবাসিতে পারি না? যদি আমরা পৃথিবীর প্রিয়জনকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে কি, যিনি আমাদিগের নিত্যকালের প্রিয়বন্ধু, তাঁহাকে হৃদয় দিতে পারি না? উপস্থিত সকলে সেইরূপে তাঁহাকে ভালবাসেন, ইহাই তিনি দেখিতে চান। খ্রীষ্টের অনুগামিগণ ঈশ্বরকে এই ভাবে প্রীতি করিবেন, পৃথিবীর লোকে ইহাই আশা করে। ঈশ্বরকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দীপন করা, ইহাইতো খ্রীষ্টের অনুযায়িগণের কার্য্য। পবিত্রতা, প্রীতি, জ্ঞান ও শক্তির উৎস হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুষ্ক কূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যত্ন কেন? প্রতিজনের হৃদয়ে জীবন্ত বিশ্বাসের কূপ খনিত হউক, তাহা হইতে শান্তি ও পবিত্রতার নিত্যপ্রবাহ উৎসারিত হইবে। সকলে ঈশ্বরকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত, সমগ্র মনের সহিত, সমুদায় ইচ্ছার সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত ভালবাসুন, অনন্ত জীবন লাভ করিবেন।

রেবারেণ্ড হয়েয়িসগৃহে জলযোগ ও সায়ংকালে ওয়েষ্টবোরণ হলে অসাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে উপদেশ

উপদেশান্তে রেবারেণ্ড হয়েয়িসগৃহে কেশবচন্দ্র জলযোগ করেন। হয়েয়িস সাহেব "ষ্ট্যাব্লিষ্ড্চার্চ্চের" লোক হইলেও অতি উদার। এই খানে প্রোফেসর জোয়েট এবং সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট সাক্ষাৎ করিতে আসেন। প্রোফেসর জোয়েটের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ হয়। সায়ংকালে রেল দিয়া ওয়েষ্টবোরণ হলে কেশবচন্দ্র গমন করেন এবং সেখানে উপদেশ দেন। উপদেশে অবলম্বিত প্রবচন, "সত্যই আমি বুঝিতেছি, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না, যে কোন জাতি তাঁহাকে ভয় করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহাকেই তিনি

গ্রহণ করেন।" এই উপদেশে সাম্প্রদায়িকতার দোষোদ্ঘাটন করিয়া উদারতার পক্ষপোষণ করা হয়। টিকিট বিক্রয় করিয়া লোকদিগকে আসিতে দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য লোকসংখ্যা অধিক হয় নাই। টিকিট বিক্রয়কার্য্যটি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনেক বন্ধু অনুমোদন করেন নাই।

নানা জনের সহিত সাক্ষাৎ

২রা মে, সোমবার, টেলার সাহেবের গৃহে কেশবচন্দ্র নিমন্ত্রণে গমন করেন। মিস্ট্রেস্ টেলর এবং অন্যান্য মহিলাগণ ইংরাজী গান করেন। ইঁহারা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা গান শুনান। ৩রা মে, মঙ্গলবার, ১০॥ টার সময় লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কেশবচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে একজিটর হলে গমন করেন। এখানে প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, চার্চ্চমিশনারি সোসাইটির কার্য্যবিবরণ এখানে পঠিত হইতেছিল; এই কার্য্যবিবরণে, কেশবচন্দ্র হানোবার স্কোয়ার রুমে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছিল। বিশপ রিপণ সাহেব বক্তৃতা দেন। 'রয়েল্ কলেজ অব সার্জ্জেন্সের' ফ্লাওয়ার সাহেবের সঙ্গে জলযোগ করিবার নিমন্ত্রণ ছিল, এজন্য তাঁহাকে সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। এখানে ফ্লাওয়ার সাহেবের পত্নীর সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে খুব ভাল প্রসঙ্গ হয়। জলযোগান্তে সন্নিহিত গৃহে মিউজিয়ম দর্শন করেন। সায়ংকালে মিস্ট্রেস্ ইবান্স বেলের সায়ংসম্মিলনে গমন করেন, সেখানে গোল্ডষ্টকার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি বৃদ্ধ, আমোদপ্রিয় এবং এদেশের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মত। এখান হইতে রাত্রি দুটার সময়ে কেশবচন্দ্র বিদায় পান। ৪ঠা মে, বুধবার, সেক্রেটরি অব ষ্টেট্সের কাউন্সিলের পলিটিকেল কমিটীর সভাপতি সার এর্স্কিন পেরির সহিত সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি কেশবচন্দ্রের পরিচয় করিয়া দেন। ইণ্ডিয়া আফিসে তাঁহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষাকরবিষয়ে কথোপকথন হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়ো সার এর্স্কিন পেরিকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ তিনি কেশবচন্দ্রের নিকটে পাঠ করেন। লর্ড মেয়ো শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কেশবচন্দ্র তাঁহার এ সম্বন্ধে মত বিস্তৃতরূপে সার এর্স্কিন পেরিকে জানাইলেন, এবং তিনিও কেশবচন্দ্রের মতে সায় দিলেন। সায়ঙ্কালে স্মিথ সাহেব এবং

তাঁহার পত্নীর সহিত ভোজন হয়। এখানে লর্ড লরেন্স, মেস্তর গ্রাণ্টডফ এবং মেস্তর মার্টিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ৫ই মে, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকালে প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সহ কেশবচন্দ্র প্রাতরাশ গ্রহণ করেন। এখানে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকান্ মিনিষ্টার মেস্তর মোর্টলান এবং সুপ্রসিদ্ধ মেস্তর ডিকেন্সকে এখানে দেখিতে পান। ৬ই মে, শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিস্ শার্প, তাঁহার ভগিনীপতি মেস্তর কোর্টল্ড্ এবং অপর দুটি মহিলার সঙ্গে রেল যোগে হেওয়ার্ডস্ হেথস্থ 'সসেক্সকাউণ্টি লুনাটিক আসাইলম' (পাগলা গারদ) দেখিতে যান। এই আসাইলমটি অতিবৃহৎ; ১৮৫১ সনে স্থাপিত হয়, এ সময়ে ২০৪০ জন পাগল উহাতে ছিল, পুরুষ পাগলের সংখ্যা ৮২৪। একজন পাগল কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণকে তাহার অঙ্কিত ছবি অর্পণ করে; তাঁহারা তাহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দান করেন। অদ্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে যে পত্র লিখেন, আমরা নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দিলাম।

সাধু অঘোরনাথকে পত্র.

LONDON
4 Woburn Square W C.
6th May, 1870.

প্রিয় অঘোর,

তোমার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের সংবাদ পাইয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। মুঙ্গের আমাকে যতই নির্য্যাতন করুন না কেন, (১) তাঁহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা বোধ করি, সহজে বিনষ্ট হইবে না। এখানে সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন, যাঁহারা আমার হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্য্য করুণা যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহা কি কখন ভুলিতে পারিব ? এই জন্যই মুঙ্গের এত মিষ্ট। যাঁহারা সেই মিষ্টতা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আমার হৃদয়ের বন্ধু। দীন

(১) পূর্ব্বসংস্করণে এখানে ফুটনোটে মুঙ্গেরের আন্দোলন সম্পর্কে ভাই দীননাথের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সংস্করণে ৪৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মজুমদার, দীন চক্রবর্ত্তী, প্রসন্ন, তোমরা কি আমাকে হৃদয় দিয়া আবার কাড়িয়া লইতে পার? কত ভাই ছাড়িলেন, তোমরা কি নিষ্ঠুর হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার? এস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, সকল ভাইগুলি মিলিত হয়ে দয়াময় পিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িয়া থাকিব। তাঁর চরণ হইতে আর কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি যথার্থ ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। আমার এই অপরাধ যে, আমি কেবল ঐ চরণের কথা বলি। যদি আমি পাঁচ রকমের কথা বলিতাম, যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, দশ বৎসরে এতগুলি বন্ধু হারাইতাম না। কিন্তু আমি উহা পারি না; জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক, এই আমার উপদেশ। সুখ শান্তি জ্ঞান পবিত্রতা স্বর্গ মুক্তি সকলই ঐ চরণে পাইবে।

এদেশে ভিতরে ভিতরে সত্য ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছে; কিন্তু আবার অনেকে প্রচলিত ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিপরীত দিকে অনেক দূর যাইতেছেন। ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না; পাপ, পরিত্রাণ, Grace, এ সকল কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু Pantheism এর ভাব লক্ষিত হয়। একটী উপাসনা-মন্দিরে প্রতি রবিবারে এই ভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইয়া থাকে। দেখিলে বড় কষ্ট হয়। ঠিক মনের মত লোক দুই তিনটী, চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রায় সকলেই হয় এদিক, নয় ওদিক। হৃদয় অতি অল্প, মতের প্রাদুর্ভাব অধিক। এখানে শীঘ্র কিছু করিয়া উঠা কঠিন। একটী বিশেষ শুভচিহ্ন এই যে, প্রতি রবিবারে অনেকে আমার Sermon শুনিতে উপস্থিত হন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাক, দেখ, তাঁর ইচ্ছাতে কি হয়। অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এখান হইতে অনেকগুলি সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সমুদায় জানিতে পারিবে।

দীনবন্ধু দীন সন্তানদিগকে পদাশ্রয় দান করুন; তোমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল করুন!

চিরদিন তোমাদেরই,

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ক্রিষ্টালপ্যালেসে সঙ্গীতশ্রবণ

৭ই মে, শনিবার, স্পিয়ার্স সাহেবের সঙ্গে ক্রিষ্টালপ্যালেসে (১) সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করেন। এখানে ষোড়শ সহস্রের অনধিক লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই উপলক্ষে ষোড়শ সহস্রের অনধিক লোক একত্রিত হইয়াছেন। এতগুলি সমবেত ব্যক্তির মাথা এক স্থানে জড় হইয়াছে, এ গল্পকাহিনী স্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? গায়কের সংখ্যা কত? তাঁহারা বলেন, তিন সহস্র! ইঁহাদিগের সকলকে গ্যালারিতে সাজাইয়া বসান হইয়াছে। যখন এই তিন সহস্র লোকের স্বর এক যোগে একতানে মিলিত হইয়া, উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উত্থিত হয় এবং তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড অরগ্যান এবং দুই তিন শত বাদ্যযন্ত্র বাজিতে থাকে, তখন তোমরা সহজে বুঝিতে পার, কি আশ্চর্য্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। সঙ্গীতগুলি প্রায়ই ধর্ম্মসম্পর্কীণ। মোটামোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারটী সুমধুর না হউক, খুব বৃহৎ রকমের। ইঁহাদের সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রকৃতি যথার্থই অতি বিস্ময়কর।" প্রত্যাগমনকালে কয়েক ঘণ্টা স্পিয়ার্স সাহেবের গৃহে কাটাইয়া আসেন।

রসলিন চ্যাপেলে উপদেশ এবং নিউইংটনস্থ মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে গমন

৮ই মে, রবিবার, রসলিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান করেন। স্থানটি গ্রাম্য শোভায় শোভিত। ডাক্তার স্যাডলার উপাসনার কার্য্য করেন; কেশবচন্দ্র উপদেশ দেন। উপদেশের অবলম্বা প্রবচন, "তোমরা কি খাইবে, কি পান করিবে, ইহা বলিয়া তোমরা তোমাদের জীবনের জন্য চিন্তিত হইবে না" ইত্যাদি। উপদেশান্তে বস্ত্রবাসাবকাশে (বেষ্ট্রিতে) মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার স্যাডলার এবং তাঁহার পত্নীর সহিত ভোজনান্তে, মিস্ শার্প সহ তাঁহার ভগিনীপতি কোর্টল্ড সাহেবের গৃহে গমন করেন। সায়ংকালে নদীর অপর পারে মেস্তর স্পর্জ্জনের নিউইংটনস্থ মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকল-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "অদ্য রজনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃশ্য

---

(১) লৌহ ও কাচনির্ম্মিত বিখ্যাত প্রাসাদ। ইহা দ্বিতীয়বার নির্ম্মিত হইয়া, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়। ইহা শিল্পপ্রদর্শনী ও সঙ্গীতসম্মিলনের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেখিলাম, এ দৃশ্যাতিক্রান্ত কোন অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখি নাই। এখানে ছয় সহস্র উপাসক। যদিও কোন অরগ্যান্ বা হারমোনিয়ম্ নাই, যখন ইঁহারা একতানস্বরে সঙ্গীত করিতে থাকেন, তখন আশ্চর্য্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। উপদেষ্টার স্বর অতি উচ্চ এবং শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ অগ্নিময় বাক্যগুলি উপাসকেরা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। উপাসনান্তে আমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার টেবারনেকলটি—নিশ্চয় বড়ই প্রলোভনের স্থান!—সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে দিতে পারেন কি না, প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।"

মিস্ কার্পেণ্টার ও সার এরস্কাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ এবং এক্‌জিটার হলে বক্তৃতা

৯ই মে, সোমবার, কয়েক মিনিট মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত আলাপ করিয়া, ইণ্ডিয়া হাউসে সার এরস্কাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার এরস্কাইন পেরির সময় অতি অল্প ছিল, সুতরাং বিবাহের পাণ্ডুলিপির মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিয়া, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে আনুকূল্য করিতে কেশবচন্দ্র অনুরোধ করিলেন। সার পেরি সাহেব বলেন, এ সম্বন্ধের কাগজপত্র এখনও পঁহুছে নাই। অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে এক্‌জিটার হলে 'র‍্যাগেড্ স্কুল (১) ইউনিয়ন' সভায় কেশবচন্দ্র গমন করেন। এই সভায় লর্ড শ্যাফট্‌স্‌বরি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড পোলয়ার্থ, অনরেবল এ, কিন্নেয়ার্ড, এম্ পি, সার আর ডবলিউ কার্ডেন, মেস্তর টি চেম্বার্স, এম্ পি, ডাক্তার আডের ক্রফোর্ড, করনেল বিচার, রেবারেণ্ড ডবলিউ কাডম্যান, এস্ লীস্, আর এইচ কিল্লিক, এফ টকার, জি এইচ্ ষ্টাণ্টন, এম্ সি ওস্‌বরন্, জি ষ্টারে এবং জি এইচ উইলসন সভাস্থ ছিলেন। বার্ষিক বিবরণ পাঠের পর লর্ড শ্যাফট্‌স্‌বরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রসিদ্ধ এক জন বিশিষ্ট লোক অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের সর্ব্ববিধ লোকের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহাতে ইঁহার গভীর ঔৎসুক্য। আমি এ জন্য সভায় কিছু বলিবার জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি। অদ্যকার বিষয়ে ইঁহার মত অভিব্যক্ত করিবার জন্যে আমরা ইঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

---

(১) অতি দরিদ্রগণের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়।

কেশবচন্দ্র বলিলেন, তিনি এ সভায় দেখিবার শুনিবার জন্য আসিয়াছেন, বলিবার জন্য নহে। তিনি বলিতে প্রস্তুত না থাকিলেও, অদ্যকার সায়ংকালের সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ইহাতে সকলেরই সহানুভূতি আছে, এজন্য তিনি দু চারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে দেশ হইতে আসিয়াছেন, সে দেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার নাই; কিন্তু গরিব দুঃখীদিগের শিক্ষার জন্য যে যত্ন, এবং তৎসম্বন্ধে যে কার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অধিক দীনদরিদ্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তিন হাজার দুই শ ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে শিক্ষাদান করিয়াছেন, দুই শতের অধিক দীন দরিদ্র ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সমানাবস্থ লোকদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, বহুসংখ্যক শিক্ষিতা নারী নিরাশ্রয় সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিয়া দেয় যে, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারা হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন। ইঁহারা সকলে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকুন। ইঁহারা যেন পরিশ্রমের ফলের জন্য সমধিক উদ্বিগ্ন না হন। যদি ইঁহারা এই সকল অতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপক্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন, যদি ইহাদিগকে শারীরিক এবং মানসিক দরিদ্রতা হইতে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরস্কার হইল। অন্তরে বিবেকের অনুমোদন, যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদিগের পিতৃদৃষ্টিতে অবলোকন, ইঁহাদিগের মনকে আহ্লাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বোপরি সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে ভগবানের সন্তোষ ইহাদিগকে পরিশ্রমের কার্য্যে নিয়ত নিরত রাখিবে। তিনি কি সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা নিকটস্থ নহেন? তিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতানুষ্ঠানে পুরস্কার দিবেন না? তিনি আশা করেন যে, ছিন্নবস্ত্রপরিধায়ী শিশুগণের বিদ্যালয়-গুলিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা পরিগৃহীত হইবে। সভাপতি সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং ঈশ্বরের নিকটে এই ভিক্ষা করিলেন যে, ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার মত বর্ত্তমানে

এবং ভবিষ্যতে অনেকে উদিত হন। একটি সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

কন্‌গ্রিগেশনাল ইউনিয়নে বক্তৃতা

১০ই মে, মঙ্গলবার, কানন ষ্ট্রীট হোটেলে কন্‌গ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ভোজে কেশবচন্দ্র গমন করেন। সেখানে গিয়া ডাক্তার মলেন্সের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণ্ড জোসওয়া হ্যারিসন সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। রাজভক্তিপ্রকাশক স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপান এবং জাতীয় জয়গীতির পর সভাপতি বলেন, অদ্য অপরাহ্ণে এক জন অভ্যাগত অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহাকে সকলেই নিশ্চয় সাদরে গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ করিবেন। পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ হইতে তিনি যদিও আসিয়াছেন, এ কয় বৎসরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাকে এক রাজ্যের প্রজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ডাক্তার মলেন্স পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন।

ডাক্তার মলেন্স যে কথা বলিয়া কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দেন, তাহার মর্ম্ম এইঃ—এই সভা কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে ধর্ম্মসংস্কারের জন্য যে উদ্যম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা। কলিকাতা রাজধানীতে সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকিলেও, ইহা এখন কেশবচন্দ্র দ্বারা সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, জাতিভেদ নিবারণ, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাদান, বহুবিবাহ নিবারণ, এই সকল সংস্কারকার্য্যে ইনি এবং ইঁহার বন্ধুগণ প্রবৃত্ত। ইনি এবং ইঁহার বন্ধুগণ সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসানুসারে চলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই প্রতিজ্ঞা হইতেই ইঁহাদিগকে প্রাচীন কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের পিউরিটানগণ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া মৃত্যু কারাবাস প্রভৃতির অধীন হইয়াছেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি কেনই বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন না। যে কোন ব্যক্তি বিবেকের অনুসরণ করিবেন, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তৎপ্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবেন,—এরূপ করিবার

ফল যাহা কিছু হউক না কেন—ইংলণ্ডের কন্‌গ্রিগেশনালিষ্টগণের মধ্যে তিনি সম্ভ্রম লাভ করিবেনই।

কেশবচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলে, সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, তৎপ্রতি যে সহানুভূতিসূচক কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই উদারচেতা খ্রীষ্টানগণ তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যথাসময়ে ঈশ্বরের কার্য্য। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা করা সামান্য কার্য্য নহে। যাঁহারা ভারতে কখন পদার্পণ করেন নাই, এ কার্য্য করিতে গিয়া কি যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষা বিপদে পড়িতে হয়, তাঁহারা তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। এই কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহার অনেক বন্ধু জাতিচ্যুত, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, পিতা মাতা সন্তান সন্ততি ভ্রাতা ভগিনী পত্নী ও নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি স্বপল্লী হইতে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, আপনাদের জন্য, সত্যের মঙ্গলবর্দ্ধন জন্য তাঁহারা এ সকলই সহ্য করিলেন। ইঁহাদিগকে ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়া লইবার জন্য অনেক যত্ন হইল, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সাহায্যে সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া, এখন প্রকাশ্য ভাবে পৃথিবীর নিকটে দণ্ডায়মান। এ সময়ে যেখানেই তাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হয়, সেখানেই, যাঁহারা মানবজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। যত দিন যাইতেছে, ততই কি কঠিনতর কার্য্যে যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন। কোটি কোটি লোককে পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে বিমুক্ত করা কত শক্ত। কিন্তু একার্য্য করিতে গিয়া যদি তাঁহাদের জীবনও যায়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত, কেন না এতদ্দ্বারা তাঁহাদের দেশ রক্ষা পাইবে, ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধিত হইবে। কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে সত্যের মহিমা বর্দ্ধিত করিতে গিয়া, ধন মান সুখ সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তিনি এই মাত্র শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইউনিটেরিয়ানগণের হস্তগত হইয়াছেন।

এ কথা ঠিক নয়। সকল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য তাঁহার যত্ন, এবং যেখানে সত্য পাইবেন, সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের 'ননকন্‌ফরমিষ্টগণ' মধ্যে যদি মহত্তম শুদ্ধিকর বিষয় থাকে, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। কোন প্রকার রাজকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, বিবেকের অনুরোধে স্বাধীনভাবে মণ্ডলীর রক্ষণ, ধর্ম্মপ্রচার ইঁহারা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সময় আসিতেছে, যে সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে নির্ভর করিতে হইবে, বিবেকের নির্দেশানুসারে চলিতে হইবে, এবং আপনার স্রষ্টাকেই নেতা ও বন্ধু করিয়া সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অনেকে একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করা কৃতকৃত্যতার মূল, কিন্তু এখানেও ঈশ্বরের সাহায্যপ্রার্থী না হইলে কিছুতেই চলে না; কেন না যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার তুলনায় পৃথিবীর আয়োজন কিছুই নহে। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, সত্য আপনি জয়যুক্ত হইবে। সকলেই নিজ নিজ দলের মতাদিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এবং মনে করে, অপর দলে সত্য নাই। এরূপ মনে করা কখনই উচিত নহে; কেন না নিজ নিজ দলের বাহিরেও সত্যের ঈদৃশ ভূমি আছে যে, সেই ভূমিতে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাইতে পারে। সময় আসিতেছে, যে সময়ে সকল সম্প্রদায়ের মিল হইবে, এবং খ্রীষ্টের যে এক অখণ্ডমণ্ডলী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, উহা আবার পুনরায় এক অখণ্ডমণ্ডলী হইবে। সে সময়ে সকলে এ সত্য বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর যেমন এক, মণ্ডলীও তেমনি এক। যেমন দুই ঈশ্বর হইতে পারে না, তেমনি দুই মণ্ডলীও হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বালোচনা অনুসন্ধান যাহাতে বাড়ে, তাহার উপায় করা সমুচিত; চারিদিকে যাহাতে সৎ শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহার উপায় করা প্রয়োজন। এক শিক্ষার প্রভাবে যেমন ভারতে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত, সেইরূপ অন্যত্রও শিক্ষার প্রভাবে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, পরিত্রাণপ্রদ সত্যালোকলাভের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা উৎসাহ হইবে, এবং যথাসময়ে পৃথিবীতে এক মণ্ডলী হইবে। ভারতের অষ্টাদশ কোটি লোক মধ্যে সেই দিন উপস্থিত হইবে আশা, যে সময়ে জাতিভেদ বিনষ্ট হইবে,

সমুদায় ভারতের এক দিক হইতে অন্যদিকে এক মহান্ ঈশ্বরের মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। যখন এরূপ হইবে, তখন ভারত ও ইংলণ্ডের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাব বৰ্দ্ধিত হইবে, এবং এখন যেমন শাসনকর্ত্তা ও শাসিতগণের মধ্যে ভাবের ব্যতিক্রম আছে, তাহা তিরোহিত হইবে। তখন যাঁহারা শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বর যে রাজ্যের ভার তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না; এবং ভারতবাসীরাও বুঝিতে পারিবেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর ব্রিটিষ জাতিকে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন। যদি তাঁহারা বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিধাতা যে সকল কার্য্য অর্পণ করিবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পাইবেন। এইরূপে ইংরাজ এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে এবং সকল প্রকারের অসদ্ভাব চলিয়া যাইবে। বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

সায়ংকালে হল্ডেন সাহেবের গৃহে পূর্ব্বদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন নিমিত্ত অধিবেশন হয়। লর্ড শ্যাফট্সবরি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কিছু বলিতে বাধ্য হন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে প্রথম দর্শন

১১ই মে, বুধবার, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির নূতন গৃহে প্রবেশোপলক্ষে তথায় তিনি গমন করেন। এখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর প্রথমতঃ গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবকে, তৎপর শ্রীমতী মহারাণী, প্রিন্স এবং প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্স্, এবং প্রিন্সেস্ লুইস এবং তাঁহাদিগের অনুযায়িবর্গকে গৃহে প্রবেশ করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজ্ঞীকে প্রথম দেখিলেন। মহারাণী পরিচ্ছদাদিতে একান্ত আড়ম্বরশূন্য। প্রবেশ করিয়াই সভাকে অভিবাদন করিলেন। ভাইসচান্সলার মহারাজ্ঞীর নিকট বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তিনি উহার প্রত্যুত্তর দিয়া স্পষ্টবাক্যে 'গৃহ উন্মুক্ত হইল' বলিলেন। রাজপরিবার চলিয়া গেলে, ইউনিভার্সিটির রিপোর্ট পাঠ এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ডিগ্রী অর্পণ করা হয়; চ্যান্সলার প্রত্যেক ছাত্রের করামর্ষণ করেন।

১২ই মে, মঙ্গলবার, লর্ড এবং লেডি হটনের সঙ্গে জলযোগ হয়।

সায়ংকালে নিজ আবাসে তাঁহাদিগের একটী সভা হয়; এই সভাতে অনেকগুলি বন্ধু আগমন করেন, তন্মধ্যে মিস্ শার্প, মিস্ ম্যানিং, মেস্তর শায়েন অগ্রগণ্য। এদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা স্থাপিত হয়, উহাই অদ্যকার সম্মিলনের লক্ষ্য। কার্য্য চলিতে পারে, এরূপ কোন একটা কিছু সিদ্ধান্ত হয় না।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা

১৩ই মে, শুক্রবার, ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভায়, মিস্ ম্যারি কার্পেণ্টার, ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। সি, রেন হস্কিন্স স্কোয়ার এম্ পি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিস্ ম্যারি কার্পেণ্টার তাঁহার বক্তব্য সমাধা করিলে, কেশবচন্দ্র কিছু বলিতে সভাপতি-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন। তিনি যাহা বলেন, তাহার ভাব এই:—ভারতবর্ষে বালিকা অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার পর্য্যবসান হয়। তাহারা অল্প বয়সেই সংসার লইয়া ব্যাপৃত হয়। সুতরাং বর্ত্তমানাবস্থায় জানানা শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। দেশীয় নারীগণ যাহাতে শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্বদেশীয়া নারীগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এজন্য শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মিস্ ম্যারি কার্পেণ্টার এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই যত্নে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখন তত্রত্য ব্যক্তি-গণের গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ দিয়া এ কার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। বঙ্গে এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইলেও বঙ্গীয়া নারীগণ মূলতঃ হীন নহেন; কেন না গ্রন্থরচনা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা, তাঁহাদিগের শিক্ষাবিষয়ে যত্ন আছে, বিলক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেন যে, মিস্ কার্পেণ্টারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এ দেশের মহিলারা সে দেশের নারীগণের শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহী হন। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনজন্য ইংলণ্ডে একটী সভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিস্ কার্পেণ্টার এই প্রস্তাবের প্রতিপোষণ করেন। মেস্তর ডেবিস বলেন, এ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সভা পূর্ব্ব হইতেই আছে। কেশবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলেন, সে সকল সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন, অসাম্প্রদায়িক ভাবের শিক্ষা যাহাতে হয়, তজ্জন্য উদ্যোগ অবশ্যকর্ত্তব্য। উপস্থিত সকলের ইহার প্রস্তাবই অভিমত হয়। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে

দুইজন ভারতবাসিনী ছিলেন। সভান্তে মিস্ প্রেস্টনের পারিবারিক নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে কেশবচন্দ্র গমন করেন, সেখানে অনেক ইউনিটেরিয়ান বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

ওয়ার্ক হাউস ও অন্ধনিবাস দর্শন

১৪ই মে, শনিবার, ক্যাম্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিদ্রাবাস (ওয়ার্কহাউস) দেখাইবার জন্য স্পিয়ার্স সাহেব আগমন করেন। তত্রত্য ডাক্তার এবং গৃহকর্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি এবং গৃহোপরিস্থ সুন্দর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি কেশবচন্দ্রকে দেখান। সেখান হইতে তিনি অন্ধনিবাসে গমন করেন। অদ্য শনিবার জন্য পাঠশালা বন্ধ; সুতরাং অধ্যয়নের দৃশ্য কেশবচন্দ্র দেখিতে পান না। যাহা দেখিলেন, বলিতে হইবে, তাহাই যথেষ্ট। কোথাও কতকগুলি অন্ধ লোক ঝুড়ি বুনিতেছে, কোথাও এক জন অন্ধ বসিয়া কার্পেট প্রস্তুত করিতেছে, কোথাও একটি বালক তাঁহাদিগের অনুরোধে একখানি অন্ধোপযোগিরূপে মুদ্রিত ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে তৎপ্রদত্ত গণিতের প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "একি অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য নয়? অন্ধকে চক্ষু দেওয়া নয়?" এই স্থান হইতে গিয়া অনরেবল মেস্তর উইন্‌ডাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং সেখানে অনেকগুলি পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনান্তে ভারতবর্ষের ধর্ম্মের অবস্থা কি, তদ্বিষয়ে আলাপ হয়।

ষ্ট্রাটফোর্ড আর্টিলারি হলে এবং মাইল এণ্ড বোমোণ্ট হলে উপদেশ

১৫ই মে, রবিবার, প্রাতঃকালে লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তে ষ্ট্রাটফোর্ড আর্টিলারি হলে দীন-দরিদ্রগণকে উপদেশ দান করেন। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে শ্রমজীবী ছিল। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচনটী অবলম্বনপূর্ব্বক উপদেশ প্রদত্ত হয়। সায়ংকালে মাইল এণ্ড বোমোণ্ট হলে উপদেশ দেন। এখানে প্রায় দেড় সহস্র লোক সমবেত হন। এখানে ঈশ্বরের অনন্ত প্রীতি সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের অবলম্ব্য সাম—"যখন আমি তোমার অঙ্গুলিরচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রতারকার বিষয় আলোচনা করি, তখন বলি, মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে

যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধারণ কর?" এই উপদেশের সংক্ষিপ্ত মূল বিষয় এই:— আমরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নই, অথচ তিনি কি প্রকার সর্ব্বদাই করুণা করিতেছেন। আমাদের অনুপযুক্ততার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, ঈশ্বরের প্রেম কেমন মূল্যবান্, সহজে বুঝিতে পারা যায়।

১৬ই মে, সোমবার, আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ। এখানে অনেকগুলি রাজসাহায্যনিরপেক্ষ ধর্ম্মযাজক সহ সাক্ষাৎকার হয়। প্রাতরাশের পর সকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হন; সেখানে ডাক্তার মলেন্স, মেস্তর আলন এবং অন্যান্য অনেকে, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ এবং কন্‌গ্রিগেশনাল চার্চ্চের অন্তর্ব্যবস্থান এবং রাজসাহায্যসাপেক্ষ চার্চ্চ সহ প্রভেদ কি, তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। সায়ংকালে আর একটি সভা হয়। ইহাতে ভাল ভাল বিষয়ের প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত মীমাংসা হয় না।

নিউগেট কারাবাস, টাইম্‌সের কার্য্যালয় ও মিশনস্কুল পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় শান্তিসভা

১৭ই মে, মঙ্গলবার, ভূনিম্নস্থ রেলওয়ে দিয়া টেলার সাহেবের সঙ্গে নিউগেট কারাবাস দেখিবার জন্য কেশবচন্দ্র গমন করেন। কারাগৃহ দেখিয়া নিকটস্থ টাইম্‌স সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে যান এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দর্শন করেন। সেখানে যে মুদ্রাযন্ত্র কার্য্য করিতেছে, উহা অতি আশ্চর্য্য; কেন না, উহাতে প্রতিঘণ্টায় ষোল হাজার খণ্ড পত্রিকা মুদ্রিত হয়। এখানে ষ্টিরোটাইপে পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কার্টার লেনে ইউনিটেরিয়ান্‌গণের দরিদ্র বালকগণের জন্য মিসন স্কুল পরিদর্শন করেন। সায়ংকালে ফিন্সবরি চ্যাপেলে শান্তিসভার চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি মেস্তর জে ডবলিউ পীজ এম্ পি, সভার পক্ষসমর্থক মেস্তর এ ইলিঙ্গওয়ার্থ এম্ পি, মেস্তর হেন্‌রি রিচার্ড এম্ পি, (সভার সম্পাদক), রেবারেণ্ড ডাক্তার বিন্নে, মেস্তর হেন্‌রি পীজ, এলিহু বরিট, রেবারেণ্ড হফ ষ্টোয়েল ব্রাউন, মন্‌সিয়র ফ্রেড পাসি ও মন্‌সিয়র মার্টিন পাশ্চৌড। সম্পাদক বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত হয়:—"যুদ্ধ যে মূঢ়তা, পাপ এবং অখ্রীষ্টোচিত ভাব হইতে উপস্থিত হয়, এ বিষয়ে ইয়ুরোপের সকল লোকের মধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, ইহা জানিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মঙ্গলকর ভাবটি যাহাতে আরও গাঢ় হয় ও বিস্তৃত

হইয়া পড়ে, তজ্জন্য যাঁহারা অল্পবয়স্কগণের শিক্ষাদানে নিযুক্ত, সংবাদপত্রের পরিচালক, এবং যাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁহাদিগের সাহায্য এই সভা ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন।" লিবারপুলের রেবারেণ্ড হফ ষ্টোয়েল ব্রাউন এবং পারিস শান্তিসভার সম্পাদক মন্‌সিয়র ফ্রেডারিক পাসি কিছু বলিবার পর, কেশবচন্দ্র নির্দ্ধারণটির পোষকতা করিলেন। মন্সিয়র পাসি এমনই উৎসাহসহকারে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্র যদিও তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রোৎসাহের তিনি সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নির্দ্ধারণের পোষকতায় কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—ইংলণ্ডের পর ফ্রান্স, ফ্রান্সের পর ভারতবর্ষ শান্তিসভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন? তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, শিক্ষাতে ও ধর্ম্মেতে যুদ্ধের বিরোধী। তিনি সেই দেশের লোক, যে দেশের লোকেরা একান্ত শান্তিপ্রিয়, সুতরাং জন্ম হইতে তিনি শান্তি ভালবাসেন; তিনি যে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে যুদ্ধ যে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ, তাহা শিখিয়াছেন। এ কথা সত্য, ইতিহাসলেখকেরা এমন ভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যোদ্ধগণের প্রতি সম্ভ্রম উপস্থিত হয়; কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যুদ্ধবিগ্রহের সহিত যে সকল দৌরাত্ম্য দুরাচার নিষ্ঠুরাচার সংযুক্ত থাকে, তৎপাঠে যুবকগণের মনে ঘৃণা উদিত হয়। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার জাতীয় ভাব বিনষ্ট না করিয়া বরং সুদৃঢ় করিয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত তাঁহার একান্ত ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাকে যুদ্ধের বিরোধী করিয়াছে। যখন তিনি প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপ্রধান সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর সভ্য, তখন তিনি সংগ্রামের বিরোধে প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। খ্রীষ্টানগণের চিন্তা, ভাব ও কার্য্য অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত দেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারেন না, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টান হইয়া কি প্রকারে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তিনি হিন্দু হইয়া ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তিগণ ভ্রাতার শোণিতপাতের জন্য বৎসর বৎসর কি প্রকারে নূতন নূতন অস্ত্রাদি উদ্ভাবন

করেন। শান্তিসংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিষ্যগণ সমরে প্রবৃত্ত, ইহা হইতে বিরুদ্ধভাব আর কি হইতে পারে? অনেকে বলেন, জনকয়েক লোক সংগ্রামের বিরোধী হইয়া, বহুকাল হইতে যে সমরপ্রবৃত্তি লোকের মনে দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিবেন কি প্রকারে? তিনি বলিলেন, ঈশ্বর, সত্য, দয়া এবং প্রেম যদি তাঁহাদিগের পক্ষে থাকে, তবে ইঁহারা কেন অকৃতকৃত্য হইবেন? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিকা উপায়হীন হইয়া পড়িতেছে, কত জাতি ও কত ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কত প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এ সকল দেখিয়া তিনি কখন মনে করিতে পারেন না যে, যাঁহারা খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সমরপ্রবৃত্তির উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইবেন না। প্রকাশ্য বক্তৃতা, প্রকাশ্য পত্রিকায় আন্দোলন, গূঢ় আলোচনাপ্রভৃতি উপায়ে সকল জাতিকে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করা প্রয়োজন। সময় আসিতেছে, যে সময়ে এক জাতির অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে, সমুদায় জাতি ভ্রাতৃত্বে একত্র মিলিত হইবে। সকল জাতিরই শান্তিখড়্গ করে ধারণ করা সমুচিত। ক্ষমা শান্তি দ্বারা কোন্ অসাধ্য বিষয় সুসাধিত হইতে না পারে? কেন না কথিত হইয়াছেঃ—

"ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ॥"

"ক্ষমা দ্বারা সকল লোক বশীভূত হয়, ক্ষমাতে কি না সাধিত হয়? শান্তিরূপ খড়্গ যে ব্যক্তি ধারণ করে, দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহার কি করিবে?" খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তিগণ এই ক্ষমা ও শান্তির খড়্গ করে ধারণ করুন; যুদ্ধে যে জয়লাভ হয়, তদপেক্ষা মহত্তম জয় তাঁহারা লাভ করিবেন। যুদ্ধের উপরে শান্তির জয়, মিথ্যার উপরে সত্যের জয়, অন্ধকারের উপরে আলোকের জয়, শত্রুতা, বিরোধ ও বিদ্বেষের উপরে সৌভ্রাত্রের জয়,তাঁহারা অবলোকন করিবেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইটালি, এবং আর সমুদায় ইউরোপীয় জাতি, উদারচেতা রাজনীতিজ্ঞগণ, দেশহিতৈষিগণ, শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সকল শ্রেণীর সংস্কারকগণ— সকলকে তিনি হিন্দুজাতির প্রতিনিধি হইয়া অনুনয় করিতেছেন যে, তাঁহারা

সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রামদানবকে বিনাশ করুন এবং "পৃথিবীতে শান্তি ও সমুদায় মানবগণের উপরে শুভাকাঙ্ক্ষা বিস্তার করুন।"

১৮ই মে, বুধবার, টেম্পলে কেশবচন্দ্র গমন করেন। সেখানে টেম্পল-মষ্টার রেবারেণ্ড ডাক্তার বহান সহ সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত জলযোগ করেন। ডীন এবং লেডী অগষ্টা ষ্টান্‌লি গৃহে ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের সাহত সাক্ষাৎ হয় নাই। ডীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া সার জন বাওরিং এবং অন্যান্য সভ্যগণের সহিত আলাপ ও অধ্যয়নে কিছু সময় কর্ত্তন করেন। সায়ংকালে রেবারেণ্ড মেস্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে পদব্রজে লর্ড লরেন্সের গৃহে ভোজন করিতে যান। আহারান্তে মেস্তর টেলার, কলিকাতার বিশপের ভগিনী মিস্ মিলম্যান এবং প্রাচীন মার্শমান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

মদ্যপাননিবারণী সভা

১৯শে মে, বৃহস্পতিবার, সেণ্ট জেম্‌স্ হলে 'ইউনাইটেড কিংডম আলায়েন্সের' বার্ষিক অধিবেশনে গমন করেন। এই সভাসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "অদ্য সায়ঙ্কালে সেণ্ট জেম্‌স্ হলে যে প্রকার উৎসাহপূর্ণ সভা দেখিলাম, লণ্ডনে উপস্থিত হওয়া অবধি এমন সভা আর দেখি নাই। ইটি 'ইউনাইটেড কিংডম আলায়েন্সের' সভা,—এ কেবল উৎসাহ-প্রকাশার্থ সভা। করতালি, দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসাধ্বনি, রুমাল ও টুপী ঘুরাণ, এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ-প্রকাশের অনুভাব। সভাশুদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য কর্ণবধিরকর করতালি দিতে লাগিলেন এবং আমি যাহা বলিতে লাগিলাম, তাহার প্রত্যেক কথা গভীর মনোভিনিবেশ সহকারে সকলে শুনিতেছিলেন। আমি যখন এ বিষয়ে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে 'কি লজ্জা, কি লজ্জা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মদ্যপাননিবারণবিষয়ে এরূপ ব্যাপক প্রবল মনোভিনিবেশ দর্শন করিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম।"

সেণ্ট জেম্‌স্ হলটি শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। লর্ড ক্লড হ্যামিল্টন এম্ পি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ মধ্যে ডাক্তার লুষ এম্ পি, মেস্তর এইচ বিরলে এম্ পি, সার উইলফ্রেড লসন, ডাক্তার ম্যাকেঞ্জি, ইন্‌বার্ণেসের

প্রোবোষ্ট, মেস্তর কার্টার এম্ পি, মেস্তর এস্ পোপ কিউ সি, মেস্তর ডলওয়ে এম্ পি, মেস্তর বি হুইটওয়ার্থ জে পি, মেস্তর জে এইচ রোপার, কাপ্তেন পিম এম্ পি, মেস্তর হোয়েলে এম্ পি, মেস্তর টি হুইটওয়ার্থ এম্ পি ছিলেন। নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ ডাক্তার ম্যাকেঞ্জি জে পি উপস্থিত করেন, আল্ডারম্যান কার্টার অনুমোদন করেন, এবং কেশবচন্দ্র প্রতিপোষণ করেন :—

"ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, আর ব্রিটিষ ভারতবর্ষেই হউক, যেখানেই সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে মদ্যবিক্রয় দ্বারা আয়বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজকীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, সেই রাজকীয় প্রণালীর প্রতি এই সভা বিষম বিমত প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই সভা অতি ব্যগ্রভাবে আশা করেন যে, যে (করবর্দ্ধন) প্রণালী হইতে অতি দুঃখকর ফল উৎপন্ন হইতেছে, এবং যে প্রণালী আগাগোড়া দোষাশ্রিত, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধে সকল দলের রাজনীতিজ্ঞগণ খ্রীষ্টানুযায়িগণসমুচিত সুসংস্কৃত ভাবের পরিচয় দান করিবেন।"

কেশবচন্দ্র এই নির্দ্ধারণের পোষকতায় যাহা বলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে ভারতবর্ষও সমুৎসুক; সুতরাং তাঁহার এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বিশেষতঃ তিনি যে হিন্দুজাতির লোক, সে জাতির আত্মপক্ষসমর্থনার্থ এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। কে না জানে যে, হিন্দুজাতি সহজ শান্তপ্রকৃতির জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এবং সে জাতি কখন সুতীক্ষ্ণ মাদক সেবন করে না। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে ভারতবর্ষীয়গণের ন্যায় শত শত কেন, সহস্র সহস্র মদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ লোক আছেন, ইহা দেখিয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বিবিধ প্রকারের কল্যাণকর বিষয় দ্বারা ভারতের কল্যাণবর্দ্ধন করাতে ব্রিটিষ জাতির প্রতি তিনি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং মহারাজ্ঞী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজা; কিন্তু তাঁহাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিষ রাজশাসনপ্রণালীর মধ্যে অনেকগুলি কলঙ্ক আছে এবং এ কলঙ্ক অতি ভীষণ ও গভীর। যখন তিনি এই সভার সহিত মিলিত হইয়া মদ্যবিক্রয়নিষেধক আইনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে গভীর ক্লেশানুভব

করিয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত। কেন না অনেকেই এই যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন যে, এদেশের লোকদের মদ্যপান করা অভ্যাসগত, সুতরাং এ দেশে মদ্যের প্রয়োজন আছে, তবে যদি লোকে নিজ দোষে অমিতপায়ী হয়, তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষসম্বন্ধে এ কথা কখন বলা যাইতে পারে না। সে দেশের লোক তো মদ চায় না, তবে মদ্যব্যবসায়ে উৎসাহ দান করিবার পক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের কি হেতুবাদ আছে? তিনি বঙ্গদেশের বহু পল্লিতে ভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহারা কখন "ব্রাণ্ডি বোতল" পূর্ব্বে দেখিয়াছে কি না? তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই ইহার এই উত্তর দিয়াছে, কখন দেখে নাই। ঈদৃশ লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র দূষিত করা কি ভয়ানক দুষ্কার্য্য! এতদ্দর্শনে কি ভারতবাসিগণের হৃদয় একান্ত ক্ষুব্ধ হয় না? শোক-ভারাক্রান্ত হয় না? পল্লীবাসী হিন্দুগণের গৃহে গিয়া দেখুন, কি সহজ ভাব, কি শুদ্ধসত্ত্ব ভাব! পৃথিবীর কোন স্থানে এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভাব কেহ দেখিতে পাইবেন না। যে সভ্যতা নামে, সেই সভতার অত্যাচারে সে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। ব্রিটিষ জাতি বিদ্যাশিক্ষাদি দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ইহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেক্সপিয়ার ও মিল্টন শিক্ষা দিয়া ইংলণ্ড কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগকে ব্রাণ্ডি ও বিয়ার পান করিতে শেখান নাই? এই পাপে শত শত শিক্ষিত যুবক প্রাণ হারাইতেছেন। এখন আর হিন্দু-সমাজের পূর্ব্ব বিশুদ্ধ ভাব নাই, বর্ত্তমান সময়ে ক্রমান্বয়ে তাহার ভিতরে পাপ গিয়া প্রবেশ করিতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাঁহার মনে হয়, যেন সহস্র অসহায় বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানগণ রোদন আবেদন করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে, এবং এই ভয়ঙ্কর কালকূট দেশে প্রচলিত করাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে অভিশাপ দান করিতেছে। তিনি এখনি অঙ্গুলিতে গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কত শিক্ষিত যুবক এই বিষ পান করিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন। যে যুবক এক পার্শ্বে ইংরাজী গ্রন্থরাশি, অপর পার্শ্বে ব্রাণ্ডি বোতল স্থাপন করিয়াছিল, আজ সে মৃত্যুমুখে নিপতিত, তাহার গৃহ শোকপূর্ণ, তাহার পত্নী

ও সন্ততিগণ সম্পূর্ণ উপায়হীন। কে এখন তাহাদিগকে শোক দুঃখ অভাব হইতে বিমুক্ত করিবে? এজন্য ব্রিটিষজাতি কি ঈশ্বরের নিকটে দায়ী নহেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভারতবর্ষে মদ্যের বাণিজ্য কি কেবল লাভের জন্য নয়? যে সকল রাজকর্ম্মচারী মদ্যের আয় বাড়াইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহা-দিগের নামে প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে দেন যে, তাঁহাদের পদবৃদ্ধি মদের আয়বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যদি আয়বৃদ্ধি করা হয়, তবে সে আয়বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল। গবর্ণমেণ্ট যদি যত্ন করেন, তবে অন্য উপায়ে আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদি অমিতপায়ী হয়, আমরা কি করিব, এ যুক্তি তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন না, যাঁহারা প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, "আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও না।" যাঁহারা নিত্য এরূপ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের কি উচিত নয় যে, তাঁহারা দুর্ব্বলদিগকে প্রলোভনে না ফেলেন, বরং প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করেন? কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, তিনি অপরিমিতপায়ী কখন হইবেন না। এক বোতল হইতে আর এক বোতল, ইহার মধ্যপথ অতি পিচ্ছিল। আপনাদের এবং অপরের কল্যাণের জন্য সকলে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। প্রতিব্যক্তি নিজের জন্য এবং পরের জন্য দায়ী। যদি তিনি সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরের প্রলোভনে পতনের কারণ হন, তিনি নিরপরাধী গণ্য হইবেন না। কেহ মদ্যপান না করিয়া যদি এক ব্যক্তিকেও পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে সেটি কি গৌরবের কার্য্য হইল না? ভোগের জন্য নহে, কিন্তু সত্যের জন্য, নৈতিক মহত্ত্বের জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করিবে, এ নিমিত্ত তাহার এ পৃথিবীতে বাস। কত লোক ঈশ্বরের জন্য, সত্যের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন; অপরের জীবন-রক্ষার্থ, ঈশ্বরের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার্থ অতি ঘৃণিত মদ্যপান ত্যাগ করা কি আর একটা বড় ত্যাগস্বীকার? এইটুকু ত্যাগস্বীকার করিয়া যদি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জানেন না, এই সামান্য ভোগত্যাগের প্রতিকূলে কোন্ যুক্তি দাঁড়াইতে পারে? তিনি তাঁহার বলা এই বলিয়া শেষ করিলেন, সমগ্র হৃদয়ে মিলিত হইয়া সকলে পার্লিয়ামেণ্টে এ বিষয় উপস্থিত করুন; একস্বর না

হয়, শত বার সভার নিকটে এ বিষয়টি উপস্থিত করা হউক। যখন আমাদের পক্ষে সত্য আছে, তখন যত্নশৈথিল্য হইবে কেন? ইংলণ্ড যদি এ অকল্যাণ অপসারিত না করেন, তাহা হইলে তিনি চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী জাতিসকলের নিকটে আপনার উন্নতপদ হারাইবেন।

২০শে মে, শুক্রবার, ১০টার সময় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসমাজে গমন করেন। ইহাদিগের আচার্য্য নাই, কোন বাহ্যানুষ্ঠান নাই, উপাসনারও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা করেন, উপদেশ দেন। ইহার গাম্ভীর্য্য ও শান্তভাব অতি অদ্ভুত। অনেক-গুলি বৃদ্ধা মহিলা এই উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেস্তর ফিটজ জেম্‌স্ ষ্টিফনের ভ্রাতা মেস্তর জেম্‌সের সঙ্গে জলযোগ করেন। জলযোগস্থলে মেস্তর মিলম্যান, মেস্তর লেকি এবং মিস্ থ্যাকারিকে দেখিতে পান। মিস্ত্রেস্ স্কোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। এক স্থইড বীণা বাজান, যন্ত্রটি দেখিতে অতি চমৎকার।

২১শে মে, শনিবার, কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দিয়া হাম্পটন কোর্টে গমন করেন। এই গৃহটি কার্ডিনাল উল্‌সি কর্ত্তৃক স্থাপিত; অনেক দিন হইল, উহা রাজন্যবর্গের বাসগৃহ হইয়াছে। এই গৃহে চমৎকার চমৎকার আলেখ্য আছে। এখানে টেমস্ নদী একটি সামান্য খালের মত নদী। পার হইয়া গিয়া গৃহসন্নিহিত উদ্যানে বায়ুসেবনার্থ একটী ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নিম্নে, বাঙ্গালীর মত মাটীর উপরে কেশবচন্দ্র আড় হইয়া পড়িয়া, বাড়ী হইতে অন্য যে পত্রাদি আসিয়াছে, তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে 'চিত্রিত বসন' কেশবচন্দ্র জীবনে এই প্রথম দেখেন।

নবম উপদেশ—"ঈশ্বরেতে আনন্দ" *

২২শে মে, রবিবার প্রাতঃকালে, ব্রিকৃষ্টন ইউনিটেরিয়ান্ চ্যাপেলে কেশবচন্দ্র উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয়, "ঈশ্বরেতে আনন্দ"; অবলম্ব্য প্রবচন—"সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি, ঈশ্বরেতে আনন্দিত

* ১০ই এপ্রেল প্রথম, ১৭ই এপ্রেল দ্বিতীয়, ২৪শে এপ্রেল তৃতীয়, ১লা মে চতুর্থ ও পঞ্চম, ৮ই মে ষষ্ঠ, ১৫ই মে সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ হয়। শেষোক্ত চারিটি উপদেশ তৎকালে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

হও।" উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—সুখপ্রিয়তা মানুষের প্রকৃতি। দুঃখ ক্লেশ দূরে পরিহার করিয়া, সুখ শান্তি অর্জ্জন করিবার জন্য, সকল অবস্থার লোকেই নিয়ত যত্ন করে। অধ্যয়নাদি যাহা লোকে অনুষ্ঠান করে, সকলই সুখের জন্য। ধর্ম্ম সংসারসুখের ব্যাঘাত জন্মায়, এজন্য ধর্ম্মার্জ্জন সকলের পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই সংসারসুখের প্রলোভনে পড়িয়া, আমরা আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়া দি; ধর্ম্মের অনুসরণ করি না, কেন না ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। যাহারা সাংসারিক সুখের জন্য পাপাচরণ করে, তাহারাই যে এরূপ করিয়া থাকে, তাহা নহে; যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, নিত্য উপাসনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ক্লেশকর কর্ত্তব্যগুলিকে অবহেলা করেন। কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন ভালবাসেন। তাঁহারা ধর্ম্মের সেই অংশের অনুসরণ করেন, যাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহাদের চিত্ত পরোপকারপ্রবণ, তাঁহারা সর্ব্বদা পরোপকার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল লোক রুচির অনুসরণ করিয়া ভাল কাজ করেন, কিন্তু ইঁহারা সে সকল কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন না, যাহাতে তাঁহাদের আত্মসংযম ও প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে। এইরূপে আমরা কতকদূর অগ্রসর হইয়া এই কারণে নিবৃত্ত হই যে, আর একটু অগ্রসর হইলেই আমাদিগকে সুখত্যাগ করিতে হইবে; হয়তো ঈশ্বরের জন্য, সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে। সংসারী ও ধার্ম্মিক, এ উভয়েরই যখন সুখের সম্বন্ধে সমান অবস্থা, তখন যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ দেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, আত্মা যখন ধর্ম্মের উচ্চাবস্থায় উত্থান করে, তখন সত্য ও সুখ, পবিত্রতা ও শান্তি একত্র বাস করে। এ কথা সত্য, ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য কখন কখন কঠোর ক্লেশ বহন করিতে হয়; কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, ধর্ম্মে আনন্দ নাই দেখিয়া অনেকে পরিশেষে ধর্ম্ম, সত্য ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মে সুখ না থাকিলে, মানুষ কখন চিরদিন ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারিত না। এ জীবনে কর্ত্তব্য মানুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ আর এক দিকে টানে। কখন কখন সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তব্য প্রবল হয়, সত্যের জয় হয়, অভিলাষ সত্যের শক্তিকে

পরাভূত করিতে পারে না। কোন সময়ে দৈহিক প্রবৃত্তি জয়লাভ করে। এইরূপে আমাদের ক্রমিক উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। কে তবে আমাদিগের মধ্যে নিরাপদ? যাঁহারা নিয়মিত সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিছু কিছু কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারা? না, তাঁহারা নহেন। যাঁহারা সকল প্রকারের কর্ত্তব্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্পাদন করেন না, কিন্তু সুখকর বলিয়া দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেন, তাঁহারাই নিরাপদ। যত দিন না কর্ত্তব্য ও অভিলাষ এক হয়, ঈশ্বর ও সংসার পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের নিরাপদের অবস্থা নহে। অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। যদি পতন বারণ করিতে হয়, তবে ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার জন্য যত্ন করা প্রয়োজন। কখন কখন আমরা কোন কর্ত্তব্যে বা কোন ধর্ম্মগ্রন্থে, কোন বন্ধুগণের সংসর্গে বা কোন উপদেষ্টাতে আনন্দ লাভ করি; কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে না। প্রশ্ন এই, আমরা ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করি কি না? ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু না করিলে কিছুই হইল না। যদি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে অনন্তজীবনসম্পত্তি অর্জ্জনে প্রবৃত্তি হউক। স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরই আমাদের প্রিয়তম সম্পৎ হউন। এরূপ করিলে পরমাত্মপ্রভাবে আমরা পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব; তিনি আমাদিগের নিকটে কেবল প্রভু হইয়া আগমন করিবেন না, বন্ধু হইয়া আগমন করিবেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব, তাঁহার সেবা করিব, তাঁহার বাধ্য হইব। কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সুখ পাওয়া যায়, এই জন্য। আমাদের চারি দিকে তাঁহার প্রেমপূর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিব। তাঁহার এই বিদ্যমানতা অনুভবে আমাদের আহ্লাদ হইবে। আমরা কেবল তাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া আনন্দিত নহি; কিন্তু প্রার্থনা ধ্যান চিন্তনাদিতে তাঁহার সঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দিত। এরূপ আনন্দলাভ পৃথিবীতে স্বর্গভোগ। এ আনন্দ না হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই। আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া কেহ যেন অহঙ্কৃত না হন। "যিনি মনে করেন, আমি দণ্ডায়মান আছি, তিনি যেন সাবধান হন, কি জানি বা পতিত হন।" আমাদিগকে দেখিতে হইবে, আমরা কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের

গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নামের প্রশংসায় আমাদের হৃদয় সুখে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সমুচিত। সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কিন্তু সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। ঈশ্বরে আনন্দ হইতে ইহলোক পরলোকের জন্য প্রচুর শান্তি ও পবিত্রতা উৎপন্ন হউক; কর্ত্তব্য ও অভিলাষ, পবিত্রতা ও শান্তি এক হউক; আহার পান ভোজন সকলেতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্মরণে আমোদ হউক। ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া যেন কেহ সন্তুষ্ট না হন, ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে থাকুন, যেন এ পৃথিবীতে যত দূর উচ্চতম পবিত্রতম আনন্দ লাভ হইতে পারে, তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন।

মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা

২৪শে মে, মঙ্গলবার, নিউইংটনস্থ মেস্তর স্পর্জ্জনের মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। লর্ড লরেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ পূর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেস্তর পোলার্ড অর্কুহর্ট এম্ পি, মেস্তর জে হাওয়ার্ড এম্ পি, মেস্তর এইচ ডবলিউ ফ্রীল্যাণ্ড, ভূতপূর্ব্ব এম্ পি, ডাক্তার অণ্ডারহিল এবং সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। সভাপতি কার্য্যারম্ভে যাহা বলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—কেশবচন্দ্র তাঁহার বহুদিনের পরিচিত; তাঁহার চরিত্রবত্তা, দক্ষতা, বাগ্মিতা, দেশহিতৈষিতা, দেশসংস্কারে যত্ন, স্বদেশের সামাজিক ও রাজ্যসম্পর্কীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে অভিলাষের পরিচয় দান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংলণ্ড এবং ইংরেজগণের ভারতের প্রতি কি কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচন্দ্র যেরূপ উহা বলিতে পারেন, এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। কেশবচন্দ্র স্বদেশের বিগত ইতিহাস জানেন, সুতরাং পূর্ব্বতন বিজেতৃগণের সময়ের সহিত ব্রিটিষ শাসনের তুলনা করিয়া, উহা যে ভারতের কত দূর মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্ট রূপে তিনি অবগত। শিক্ষা ও সভ্যতা অর্পণ করিয়া ব্রিটিষগণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, উহা যেমন তিনি জানেন, তেমনি উহার কোন্ কোন্ বিষয়ে ন্যূনতা আছে, তাহাও জানেন। সুতরাং ভারতের মঙ্গলকল্পে ব্রিটিষগণের কি করা উচিত, তাহা কেশবচন্দ্রই ভাল বলিতে পারেন। এ কথা সকলের

স্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ একজাতির অধিবাসসঙ্কুল হইয়াও সংস্কারের কার্য্য এখানে সাধিত করিতে গিয়া কত বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়; এরূপ স্থলে ভিন্ন জাতিমধ্যে ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকার্য্য সম্পাদন করা কত দূর কঠিন ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ যে সকল শাসনাধীন হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্ত্তমান শাসন উৎকৃষ্ট। তিনি এই সকল কথা বলিয়া, কেশবচন্দ্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্র ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য-বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সমুদায় বক্তৃতার সারাকর্ষণ সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতে পারেঃ—ভারত দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রৎ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা জলপ্লাবনের ন্যায় উপস্থিত হইয়া প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূরে অপসারিত করিতেছে। এ দৃশ্য অতি আহ্লাদকর, ইহার জন্য ব্রিটিষজাতি সম্মানযোগ্য। ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রিটিষ শাসন যে উৎকৃষ্ট, ইহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপযোগী কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্রিটিষজাতির যখন কেবল বিবেক নয়, হৃদয়ও আছে, তখন তিনি সাহসের সহিত সেই সকল উল্লেখ করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া বলিবেন না, জমীদার ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিজ্যব্যবসায়ী সকলের পক্ষ হইয়া তিনি বলিবেন। ব্রিটিষ জাতি যদি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোকের উপরে তাঁহার সমান দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজগণের মনে রাখা উচিত যে, ভারত তাঁহাদের হস্তে ঈশ্বর ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, উহার ধনাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। যিনি তাঁহাদের হস্তে ভারতকে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তাঁহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে। উহার শাসনপ্রণালীমধ্যে যদি পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার উচ্ছেদ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা ভারতকে স্বার্থসাধনের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন না। ভারতকে অধিকারে রাখিবার যদি তাঁহাদের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ভারতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য উহাকে অধিকারে রাখিতে পারেন। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম কর্ত্তব্য শিক্ষাকার্য্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করা, আরও বিস্তৃত করা।

ভারতবাসিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ করিলে, তাহাদিগকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রকাণ্ড দুর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ প্রকৃষ্ট উপায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত ভাবে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সে বর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখ্যা হয়। উপাধিগ্রহণসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রেরও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। শিক্ষাকার্য্যের ঈদৃশ উৎকর্ষসত্বেও দশ লক্ষের দুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশেই প্রতি তিন শত আটাইশ জনের মধ্যে এক জন শিক্ষা লাভ করে। যাঁহাদের উপায় আছে, বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানে তাঁহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন; যাহারা দীন দরিদ্র, তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহাদিগের প্রভাবে দীন দুঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত কতক দূর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোটি লোকের উপরে সেই প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কি কখন সম্ভব? ইংলণ্ডেই যখন এ প্রভাব সর্ব্বত্র কার্যাকর হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো আরও দূরতর। গবর্ণমেণ্ট, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থ সেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে, তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। ভূস্বামিগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভূস্বামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে উদ্যত হইলে, অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অন্যায্যতা প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর ভূস্বামিগণের নিকটে গ্রহণ করিলে, গবর্ণমেণ্ট বিশ্বস্ততাভঙ্গের দোষে দোষী হন। যদি অন্য কোন প্রকারে উপায় করা না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কি সমুচিত? কখনই নহে। ইহাতে সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত লোকদিগকে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করা হইবে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট বিদ্যালয় হইতেছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় বিনা আর বিদ্যালয় নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে আরও অনেক দিন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়সমূহ রক্ষা করিতে হইবে। এখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলে

নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপায় হইতে পারে, এ বিষয়ে বিচার্য্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ঘোর অনিষ্ট হয়; আর যদি সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার উপায় কিছু না করা হয়, তাহা হইলে তাহারাও বহু শত বর্ষ অজ্ঞানান্ধ থাকিবে, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। উহাদিগের ভিতর হইতে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা অপনীত না হইলে, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা করেন, সাধারণ লোক-দিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ হইবে। লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে শিক্ষার উপযোগী পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন ছিলেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে এমন লোক আছেন কি না, যাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদের কার্য্য দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটী বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ষ্টেটস্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে আসিয়া বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদ দিতে পারেন, সেস্থলে সে দেশীয়গণের ইংলণ্ডে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই নিয়ম হওয়াতেই, এই বৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু পদ দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে হয়, তাহা করা অন্য কথা। বর্ত্তমানে অনেকগুলি যুবক ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন; ব্রিটিযগবর্ণমেণ্ট কেন তাঁহাদিগকে শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিবেন না? তিনি ভরসা করেন, এই বিষয়টি গভীররূপে আলোচিত হইয়া আবার পূর্ব্ব বৃত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ শিক্ষা যাহাতে বাড়ে,তৎসম্বন্ধে উপায় করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্যও আছে। গবর্ণমেণ্ট ভারতের নারী-গণকে যদি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকার্য্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে, ভাবী বংশকে কুসংস্কারাদির হস্ত হইতে মুক্ত করা হইবে না। সন্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও জ্ঞান ও সুখের আধার হইবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত না হইলে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন? স্ত্রী

পুরুষ উভয় জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে দুঃখ ক্লেশ বাড়ান হইবে। যদি উভয়কে শিক্ষা দান করা হয়, তাহা হইলে পারীবারিক সংস্কারকার্য্যে উভয় উভয়কে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কিছু করেন নাই, তাহা নহে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে দুই হাজার প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাজার স্ত্রীলোক নিয়মিত বিদ্যালাভ করিতেছেন। ভারতবর্ষের নারীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন না, কেহ কেহ তাঁহাদের অবস্থাকে অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন, সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই; ইহা ভুল। তাঁহারা অন্তঃপুররূপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমুক্ত বায়ুসেবনে অসমর্থ, এরূপ বিশ্বাসও সত্য নয়। ইংলণ্ডের স্বামিগণ যেমন অনেক সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাঁহারা কোথায় কর্ত্তৃত্ব করিবেন, তাঁহাদের পত্নীগণই তাঁহাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করেন; ভারতেও এই কথা সত্য। এরূপ কর্ত্তৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষ। কে না জানিতেছেন, অনেক লোক ইংলণ্ডে আসিতেন, জাতিভেদ ভঙ্গ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন; পারিতেছেন না কেবল তাঁহাদিগের পত্নীগণের অযথা-প্রভাববশতঃ। ভারতনারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। এক জন কুলীনের পঞ্চাশ জন পত্নী। কোন পত্নীর জন্য পতি দায়িত্ব অনুভব করেন না, অথচ তাঁহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর সেই বৈধব্য জন্য দুঃসহ ব্রতচর্য্যা, এ সকল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম ক্লেশানুভব হয়। নারীগণের মধ্যে অভেদ্য কুসংস্কার, তাঁহাদের প্রতি পুরোহিতগণের অত্যাচার, বঙ্গের মহারাজগণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রদর্শন করে। ভারতের নারীগণের অজ্ঞানতা দূর করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেয়েরা 'ক্রিনোলাইন' না পরিলে, ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ না করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাঁহাদের কিছু হইল না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নষ্ট করার তিনি প্রতিবাদ

করেন। তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়া নহে, কিন্তু সারতম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্ত্রীপ্রকৃতি যাহাতে যথাযথ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ। সে দেশীয় নারীগণের মধ্য হইতে যাহাতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত। তাঁহার নিবেদন এই যে, যে সকল মহিলা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ভারতস্থ তাঁহাদিগের বয়স্যা নারীগণকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা অবসরসময়ে যেন দেশীয়া নারীগণের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাঁহারা দেশীয়া নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। মদ্যের অত্যাচার বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া, এ সম্বন্ধের জন্য তিনি দুইটি প্রস্তাব করিলেন, (১) যে সকল অফিসার মদ্যের আয়বৃদ্ধি করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবেন না এবং যাঁহারা আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে ধিক্কার দান করিবেন না। (২) যাঁহারা কেবল আয়বৃদ্ধির জন্য যত্নশীল, তাঁহাদিগের হস্তে লাইসেন্স দেওয়ার ভার না দিয়া, যাঁহারা দেশের নীতিবর্দ্ধনের জন্য যত্নশীল, তাঁহাদিগের হস্তে তৎসম্বন্ধে ভার অর্পণ। পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ হইতে যাঁহারা সে দেশে গমন করেন, তাঁহারা যেন এখান হইতে খ্রীষ্টানোচিত ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লইয়া যান। ইঁহারা সেখানে গিয়া কেবল সে দেশীয়গণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহা নহে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক কদর্য্যচরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, যাঁহারা সে দেশীয় লোকের জীবনকে উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির জন্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদিগের উপরে কোন ভাল প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাদিগের সে দেশস্থ বন্ধুগণকে এই বলিয়া তাঁহারা পত্র লিখেন যে, খ্রীষ্টানোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে অনেক উদারচেতা লোক সে দেশে গিয়া, আতুরশালা, শ্রমজীবিদরিদ্রশালা, ছিন্নবসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি আরও

আশা করেন যে, এ দেশ হইতে সহৃদয়া মহিলাগণ সেখানে গিয়া, তত্রত্য ভগিনীগণের শিক্ষা ও তাঁহাদের আত্মার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবেন। এরূপ করিলে ইংলণ্ড ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, এবং ইংলণ্ড যে ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের শাসনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ইংলণ্ড ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের ভাবী কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী।

সভাপতি লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করত, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, পোনের কোটী লোকের শিক্ষা দিতে গেলে যে ব্যয় হইবে, তাহা যদি সে দেশের যে সকল লোক শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা না দেন, তবে উহা কোথা হইতে আসিবে? যদি রাজকোষ হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে রাজকোষে সে টাকা তো পূর্ব্বে আসা চাই। উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়, কেন না তাহা হইলে পূর্ব্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হইবে। তবে যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের, সেই সকল বিদ্যালয় যাহাতে রক্ষা পায় এবং বিদ্যাশিক্ষা আরও বিস্তৃত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসহ তাঁহার একমত; তবে একটি বিষয় তাঁহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে দেশীয় লোকেরা যখন পশ্চাদ্গামী, তখন তাঁহারা নিজে সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে, গবর্ণমেণ্টের যত্নে লোকের মনে অযথা সংশয় উপস্থিত হইবে। কেশবচন্দ্র যে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য সভা একমত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিন, ইহাই তিনি প্রস্তাব করিতেছেন। মেট্রোপলিটান টেবারনেকলের উপদেষ্টা রেভারেণ্ড সি এইচ স্পর্জ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবারেণ্ড জে এ স্পর্জ্জন সভাপতির প্রস্তাবের অনুমোদনকালে বলিলেন, তিনি সভার এবং তত্রত্য উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একরাজ্যের প্রজা প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে (কেশবচন্দ্রকে) হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও যে ইংলণ্ডবাসিগণের হৃদয়ের সহিত এক, ইহা মনে করা, বোধ হয়, ভ্রম হইতেছে না। ভারতীয় ইংরেজ-রাজ্যের ইতিহাসে লজ্জিত হইবার বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু ভূতকালে যাহা হইয়া

গিয়াছে, বর্ত্তমানকালের ইংরেজগণ (যদি তাঁহার এ বিষয়ে ভ্রম না ঘটিয়া থাকে) ভারতের প্রতি কেবল ন্যায়বিচার করিবেন, তাহা নহে, তৎপ্রতি উদারচেতা হইতেও প্রস্তুত। ইংলণ্ড ভারতের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড যে ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইংলণ্ড চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত হইবেন। সে দেশীয়গণের প্রতি ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার করেন, তৎপ্রতি একান্ত নিন্দাবাদ করিয়া, তিনি লর্ড লরেন্স ও কেশবচন্দ্র এ দুই নাম একত্র করিয়া ধন্যবাদের প্রস্তাব করত বলিলেন, তিনি আশা করেন যে, সমুদায় শ্রোতৃবর্গ একত্র দণ্ডায়মান হইয়া ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকারধ্বনিতে ধন্যবাদ দেন।) লর্ড লরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, তিনি ইংলণ্ড ও ভারতের কল্যাণার্থ যাহা করিয়াছেন, তাহার দশগুণ সম্মান, প্রশংসা ও শুভাকাঙ্ক্ষা আজ স্বদেশীয় নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন।

সেণ্ট জেম্‌স্ হলে "খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা

২৮শে মে, শনিবার, সেণ্ট জেম্‌স্ হলে "খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এতজ্জন্য আহূত সভার সভাপতি সার জেম্‌স্ ক্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্ পি। সভাস্থল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে:—রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ ফ্রিম্যাণ্টল, রেবারেণ্ড হ্যারি জোন্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাক্তার বেলি, ডাক্তার হ্যাডলার, এইচ সলি, এইচ আয়ারসন, টি এল মার্ষাল, পাণ্টন হ্যাম, আর স্পিয়ার্স, এম্ ডি কনওয়ে, জে হেউড, মেস্তর এস কোর্টল্‌ড, এইচ শার্প, ই লরেন্স, এস এস টেলার, এইচ এ পামার, ই এন্‌ফিল্ড, ই নেটলফোল্ড, ডবলিউ শায়েন, সি টোয়ামলে, আর্ ডন্ প্রভৃতি। সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন, তাহার মর্ম্ম এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—তিনি বলিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত ও ভাব কি, তাহা অভিব্যক্ত করিবার তিনি অভিপ্রায় করিয়াছেন। তিনি এক জন হিন্দু ব্রহ্মবাদী হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত। তিনি হিন্দুগৃহে পৌত্তলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায়

অল্প দিনের মধ্যে সহজে তাঁহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া যায়। দুই তিন বৎসর তাঁহার মন সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসপরিশূন্য ছিল। পরিশেষে ঈশ্বরকৃপায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি যে যে গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে বাইবেলও একখানি। যদিও বাইবেলের সকল কথা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ করেন, যাহা তাঁহার হৃদয়ের সহিত মিলিয়া যায়। ডেবিডের সাম, খ্রীষ্টের উপদেশ, পলের পত্র, এ সকলের সহিত তাঁহার হৃদয়ের মিল হয়, ভাবের একতা ঘটে। ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন, সে সকল হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও ঈশার প্রতি অনুরাগ তাঁহার চিরদিন অক্ষুন্ন রহিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী গ্রন্থসমূহের পাঠে তাঁহার অভিলাষ নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রমাণিত করিবার জন্য যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও তিনি পাঠ করেন নাই। যে নীতিসম্ভূতভাবে—অধ্যাত্মভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি বাইবেলও পাঠ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টের শুভ সংবাদের নিকটে তিনি সমধিক পরিমাণে ঋণী। খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু দিক্। যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেই অনুসারে সেই ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন; পরিশেষে সেই সেই ব্যক্তির গৃহীত ভাব মতে পরিণত হইয়া, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে বিষয়গুলি তাঁহার মনে লাগিয়াছে, তিনি সেইগুলি বলিতে অদ্য অগ্রসর। তিনি প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা দেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে সকল মত আনিয়া উপস্থিত করেন, সে সমুদায় কি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন, খ্রীষ্টের কথা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের কথার মিল নাই। খ্রীষ্ট কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, 'সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায় এবং সমগ্র বলে তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে ভালবাস, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর', এবং ইহাকেই তিনি সমগ্র শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঈশ্বরপ্রীতি, মানবে প্রীতি ইহাই ঈশার সর্ব্বোচ্চ মত। এই মতের অনুসরণ করিলে অনন্ত জীবন লাভ হয়, কেন না খ্রীষ্ট অন্যত্র বলিয়াছেন, "এইটি কর, তোমরা

অনন্ত জীবন লাভ করিবে।" কিন্তু এই মত জীবনে পরিণত করিবার উপায় কি? উপায় স্বয়ং তিনি। খ্রীষ্ট যেমন বলিলেন, 'ঈশ্বরকে প্রীতি কর, মানুষকে প্রীতি কর, অনন্ত জীবন লাভ করিবে', তেমনি বলিলেন, "আমিই পথ, আমিই পৃথিবীর আলোক।" তিনি কি বলেন নাই, "তোমরা, যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব?" এই তাঁহার 'আমির' প্রাধান্য সর্ব্বত্র। ঈশ্বরপ্রীতি, মানবে প্রীতি এবং এই আমিত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন বিরোধ নাই। এ দুই এক। খ্রীষ্ট কি? ঈশ্বরপ্রীতি, মানবে প্রীতি। ঈশ্বরে প্রীতি, মানবে প্রীতি তাঁহাতে মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। ঈশ্বরে প্রীতি করিলে, মানবে প্রীতি করিলে আমরা খ্রীষ্টের মত হই। খ্রীষ্ট পূজা আরাধনা চান না, কেন না সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের উহা প্রাপ্য। তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ্য বলেন নাই; তিনি অপনাকে পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন, প্রাপ্য স্থান বলেন নাই। যদি খ্রীষ্ট পূজা না চান, তবে কি চান? বাধ্যতা চান। বাধ্য হইলে কি হইবে? শান্তি লাভ হইবে। এ শান্তি কি নিশ্চেষ্ট ভাব? না; খ্রীষ্ট পরক্ষণেই বলিলেন, "আমার যুগ (জোয়াল) গ্রহণ কর।" কোন খ্রীষ্টান নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে নিত্য সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই সেবাতেই সুখ। যাঁহারা ঈশার নিকটে আসিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা শান্তি চাও, প্রভু পরমেশ্বরের বাধ্য হও, এবং তিনি যাহা তোমাদিগকে আদেশ করেন, তাহা সম্পাদন কর।" অনেকে মনে করেন, বাহিরে যদি জলসংস্কার হয়, যদি সাধুশোণিতমাংস-ভোজনের অনুকরণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক গৃহীত হইবেন। ঈশা আমাদিগের নিকটে বাহিরের সংস্কার বা পান ভোজন চান না। তিনি চান, আমাদিগের অন্তরের সংস্কার, অন্তরের পরিবর্ত্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত হইলে কিছু হইবে না, কিন্তু ধর্ম্মোৎসাহরূপ অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন। ঈশা যখন এ সংসার হইতে চলিয়া যাইবেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে কি প্রকারে আমাদের হৃদয় সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে, তাহার উপায় বলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে রুটি ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন, এবং বলিলেন "আমার স্মরণার্থ এইটি করিও।" যে রুটি ভোজন করিতে ও যে পানীয় পান করিতে তিনি

বলিলেন, সে রুটি ও পানীয় কি? সে রুটি তাঁহার মাংস; সে পানীয় তাঁহার শোণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার ভিতরে রাখি, তাঁহার ভাব আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি আমাদের বল, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও কৃতার্থতা সকলই হইলেন। প্রাচীন মানুষ গিয়া নূতন মানুষের জন্ম হয়, খ্রীষ্ট ইহাই চান। বাহিরের খ্রীষ্ট ভিতরের খ্রীষ্ট, শারীর খ্রীষ্ট আধ্যাত্মিক খ্রীষ্ট, ছবির খ্রীষ্ট অন্তরে উৎপন্ন খ্রীষ্ট, মৃত খ্রীষ্ট এবং জীবন্ত খ্রীষ্ট, এ দুইকে তিনি এই জন্য প্রভেদ করেন। খ্রীষ্ট কোন একটি বাহ্য মত নহেন, অথবা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া পূজা করিবার জন্য বাহ্য মূর্ত্তি নহেন; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার ভাব, যে ভাবের প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে, যে ভাব আত্মার সঙ্গে এক করিয়া লইতে হইবে। অনেক খ্রীষ্টান সরল ভাবে স্বীকার করেন, তাঁহাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খ্রীষ্টে তাঁহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যত দিন রক্তমাংস আছে, তত দিন প্রলোভনের প্রভাব, উত্থান ও পতন অপরিহার্য্য। যদি তাঁহাদেরও এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানে কি প্রভেদ? সমুদায় রিপুপরাজয়ের পক্ষে বল হইয়া খ্রীষ্টশক্তি তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট নন। ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্টকে একটি বাহিরের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন, না, অন্তরের পাপরিপু সমুদায়কে ক্রুশে বিদ্ধ করাকেই ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্ট বলিয়া তাঁহারা মনে করেন? ঈশা কি পুনঃ পুনঃ বলেন নাই, রক্ত মাংসের প্রবৃত্তিনিচয়কে বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিয়াছেন, সমুদায় ছাড়িয়া আমার অনুসরণ কর। খ্রীষ্টান হইতে গেলে তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে, তাঁহার উপরে সংসারের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; দ্বিতীয়তঃ সংসারিগণ যেমন সংসারের বস্তু ভালবাসে, তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন। এ সংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে স্বর্গে বাস করিতে হইবে। খ্রীষ্টান হইতে গেলে, নূতন মানুষ হইতে হইবে, খ্রীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট কি? খ্রীষ্ট তিনি, যিনি বলিয়াছেন, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই খ্রীষ্ট। যথার্থ খ্রীষ্টান কি না, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, মত কি, জানিবার প্রয়োজন নাই; কেবল দেখিতে হইবে, তাঁহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু খ্রীষ্টের রক্তবিন্দু কি না, সপ্ততিগুণ সপ্তবার শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কি না,

সংসারিত্ব পরিহার করিয়া কল্যকার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংসারে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়াও, প্রকৃত খ্রীষ্টান ইহার একটিও অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। খ্রীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা করিতেছেন, পরের জন্য যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তদ্দর্শনে তিনি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তিনি তদপেক্ষা অধিক আশা করেন। যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা করিতেছেন; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের যে অংশ তাঁহার মনে লাগিয়াছে, সেই অংশ তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন। ঈশা ক্রুশ হইতে বলিলেন, "পিতা, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না, কি করিতেছে"; এ কথা শুনিয়া, শত্রুর প্রতি তাঁহার ঈদৃশ প্রগাঢ়, ঈদৃশ সুকোমল ভালবাসা দেখিয়া, তাঁহাকে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায়? যখন প্রত্যেক ব্যক্তি খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক হইবেন, তাঁহার মত প্রার্থনাশীল হইবেন, তাঁহার মত শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাঁহার মত আত্মত্যাগী হইবেন, সকল ব্যক্তি ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হইবেন, দ্বিজ হইবেন, বিশ্বাস ভক্তিতে ছেলে মানুষের মতন হইবেন, খ্রীষ্টের মতন হইবেন, তখন প্রতিজন প্রতিজনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, খ্রীষ্টের যে আদর্শমণ্ডলী ছিল, সেই আদর্শ মণ্ডলী হইবেন। ইংলণ্ড আজ পর্য্যন্তও খ্রীষ্টজাতি হইতে পারেন নাই। তাঁহার খ্রীষ্টানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? দরিদ্রতা, অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে খ্রীষ্টানগণকে লজ্জায় নতমস্তক হইতে হয়। খ্রীষ্টানগণ মধ্যে এক এক সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্মের এক এক অংশ প্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর লোক হইয়া, তিনি সে সমুদায় অংশকে যুগপৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে, সেই মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, সকলে মিলিয়া এমন যত্ন করুন যে, সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অভ্রাতৃত্ব, সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্য আনয়ন করুন। খ্রীষ্টের ভাব—খ্রীষ্টের ভাব বলিতে তিনি ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি বুঝেন—সকল নর নারীর হৃদয় অধিকার করুক। এরূপে অধিকৃত হইলে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিবেন এবং পৃথিবী বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইবে।

যাঁহারা উপদেষ্টা, তাঁহারা পরস্পর উপদেশাসনের বিনিময় করুন, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরস্পর হৃদয়ের বিনিময় করুন; এবং দুই শত পঞ্চাশৎ সম্প্রদায় না থাকিয়া, ঈশা যেরূপ মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ এক সার্ব্বভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, যে মন্দিরে দশসহস্রজাতির দশ সহস্র স্বর মিলিত হইয়া, একতানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করিবে। বক্তৃতান্তে রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ ফ্রিম্যাণ্টল বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, রেবারেণ্ড ডবলিউ মিয়ল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ইষ্ট সেণ্ট্রাল টেম্পারেন্স এসোসিয়েশনে বক্তৃতা

২৯শে মে, রবিবার সায়ংকালে, শোরডিচের নূতন টাউনহলে 'ইষ্ট সেণ্ট্রাল টেম্পারেন্স এসোসিয়েশনে' একটী সভা আহূত হয়। সার উইলফ্রিড লসন এম্ পি, সার সিডনি ওয়াটরলো, রেবারেণ্ড ডসন বরন্স, মেস্তর টি বি স্মিথিস্, টি এ স্মিথ, জে বরমণ্ড, জে হার্ডউয়িজ, জেক্রেস্, জে গেষ্ঠ, লেফ্‌টেনেণ্ট মল্‌টহাউস, লাইল, সি টিট্‌ফোর্ড, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ ফেল, জে ওয়েন, এফ্ কেন্, ডি ষ্টিফেন্স, ডবলিউ ব্রাজিল, ই, ওয়াকার, ই বাষ্টিন, ড্রেক্ এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডসন বরন্স প্রার্থনা করেন, মেস্তর জে বি স্মিথিস্ প্রথম সামটি পাঠ করেন, এবং একটি মদ্যপানপ্রতিষেধক সঙ্গীত হয়। তদনন্তর সভার সভাপতি জে আর টেলার স্কোয়ার কেশবচন্দ্রকে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এখানে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই:—এই সভ্যতার কালে ধনাদি সকলই স্বার্থোদ্দেশে অর্জ্জিত হয়, অপরের সুখের প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। এই স্বার্থান্বেষণবিনাশে প্রবল প্রয়াসের প্রয়োজন। যেখানে জীবন মৃত্যুর কথা, সেখানে উদাসীন হইয়া থাকা কি সম্ভব? এই দশ বৎসরের মধ্যে অতি কৃতবিদ্য দেশের আশার স্থল পঞ্চাশৎ জন যুবক প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই অপরিমিত মদ্যপানকে কারণ নির্দ্দেশ করেন। যেখানে ব্রিটিষগণ গমন করেন, সেখানেই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াতে দেশীয় লোকদিগের পূর্ব্ববিশ্বাস, আচার ব্যবহার,

সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে, এ সময় স্বেচ্ছাচার-প্রাবল্যের সময়। কোথায় গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইবেন, কোথায় লোকদিগের বিশ্বাস ও বিবেকবর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন, না, ইনিই লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট পাপাসক্তি নিবারণ না করিয়া, বৎসর বৎসর নগরে পল্লীতে মদের দোকান বৃদ্ধি করিয়া লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা আশা করিয়া যে সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টকেই তাঁহারা ধিক্কার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন ঋষিগণের আবাসভূমি ছিল, যেখানে ভগবদারাধনা নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই স্থানে এখানে সেখানে ব্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে কখন ভারত ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এই বোতল-গুলি তাঁহাদের সমাধিলিপি হইয়া তাঁহাদের অকীর্ত্তি খ্যাপন করিবে। এই সকল কারণে মদ্যপানবিরোধে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চলুক, এই তাঁহার আবেদন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া ব্রিটিষ জাতির চিত্তপরিবর্ত্তন করুন, ভারতের কল্যাণের দিকে তাঁহাদিগের চক্ষুরুন্মীলন করুন, এই তাঁহার প্রার্থনা। তিনি আশা করেন, ঈশ্বরসাহায্যে, শিক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, এবং এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জন্য প্রবল রাজবিধি অবলম্বিত হইবে। সার উইলফ্রিড লসন বার্ট এম্ পি বক্তাকে ধন্যবাদদানের প্রস্তাব করেন এবং মেস্তর টি বি স্মিথিস্ অনুমোদন ও রেবারেণ্ড ডসন বরন্স পোষকতা করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইয়া, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রার্থনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সোয়েডেনবর্গের সোসাইটীগৃহে কেশবচন্দ্রের স্বাগত সম্ভাষণ ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা

২রা জুন, বৃহস্পতিবার, ৩৬ সংখ্যক ব্লুমস্‌বরি ষ্ট্রীটে, সোয়েডনবর্গের সোসাইটী গৃহে, কেশবচন্দ্রের স্বাগতসম্ভাষণজন্য অধিবেশন হয়। রেবারেণ্ড টি এম গোরম্যান এম্ এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংক্ষেপে কেশবচন্দ্রের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এবং লণ্ডনে তাঁহার যে সকল উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি অতি উদারভূমি আশ্রয় করিয়াছেন এবং সে ভূমির সহিত এ সভার বিলক্ষণ

সহানুভূতি আছে। সভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর বটারকে সম্ভাষণপত্র পাঠ করিতে বলিলেন, এবং উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান; (১) স্বর্গ ও নরক, (২) ঈশ্বরের প্রেম, জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব, (৩) যথার্থ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম; এই তিন খণ্ড পুস্তক উপহার দিলেন। উপহার দেওয়ার সময় সভাপতি মুষার এই আশীর্ব্বচনটি উচ্চারণ করিলেন, "প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমাকে রক্ষা করুন; প্রভু তাঁহার মুখ তোমার উপরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করুন, এবং তোমার প্রতি অনুকম্পান্বিত হউন; প্রভু তোমার উপরে তাঁহার মুখশ্রীর আবরণ উন্মোচন করুন, এবং তোমায় শান্তি দিন।"

অনন্তর কেশবচন্দ্র সম্ভাষণপত্র ও গ্রন্থগুলি তাঁহার, তাঁহার মণ্ডলী এবং তাঁহার দেশের প্রতি অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে, এই সভা মতভেদসত্ত্বেও একটী সাধারণ ভূমি স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত 'সোয়েডেনবর্গ সোসাইটির' কোন কোন বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে, অথচ তাঁহারা তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন যে, সকল জাতি, সকল ব্যক্তি, ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদসত্ত্বেও, প্রকৃত ভাবে মিলিত হইয়া, সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করেন। তিনি ইহাতে নিতান্ত আহ্লাদিত যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, আমরা প্রতিদিন স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে রাজ্যে নিত্য সুখ এবং যে রাজ্যে বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, অভ্রাতৃভাব নিবৃত্ত হইয়াছে, সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের পূজায় নিরত। সে সময় আজও আইসে নাই। তাঁহার মতে পৃথিবীতে প্রতিসম্প্রদায়, প্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে সত্য প্রকাশ করেন। এখনও পূর্ণ সত্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে উহা প্রকাশিত হইবে। ইহাতেও তিনি আহ্লাদিত যে, তাঁহারা অনুমানের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর পূর্ব্বে যেমন ঋষিগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আজও প্রার্থী আত্মার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। যেখানেই পাঁচ জন বা দশ জন সন্তান একত্র মিলিত হন, সেখানেই পিতা বিদ্যমান; সেখানেই তিনি

তাঁহাদিগের নিকটে সত্য প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে বাস করিয়াও প্রশস্তহৃদয়ে ভারতের আঠার কোটি লোকের প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং সে দেশের শাস্ত্রে যে সকল সত্য আছে, তৎপ্রতি তাঁহারা সমাদর করিতেছেন। সত্যই, সকল জাতির গ্রন্থেই সত্য আছে, এবং যেখানেই সত্য থাকুক, তৎপ্রতি সমাদর করা সমুচিত। হিন্দুজাতিকে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজী অন্তর্ব্যবস্থান দিয়া সংস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে, হিন্দুজাতির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, কোমলতা, এমন কি ঈশার ন্যায় বিনম্র ভাবের প্রতি সদ্বিচার করিতে হইবে। কোন জাতিকে সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, সে জাতির অন্তর্ব্যবস্থানগুলিকে বিনাশ না করিয়া, উহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূতন আকার দান করিতে হইবে। ভারতসম্বন্ধে এরূপ করিলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সহানুভূতি উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডে আসার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহাদের মতানুযায়ী করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে আসেন নাই। তিনি যদি কোন এক সম্প্রদায়-ভুক্ত হন, তবে তাঁহাকে অপর সম্প্রদায়-সকলের বিরোধী হইতে হইবে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের শত্রু হইতে হইবে। হৃদয়ের গভীরতম স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। সকল প্রকারের অন্তরায় অন্তর্হিত করিয়া, সকল জাতিকে এক করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। "পৃথিবীতে শান্তি, মানবগণ মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে" এই জন্য ঈশার জীবন ও মৃত্যু। ঈশা কখন মানুষ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন একটি নূতন সম্প্রদায়স্থাপন করেন নাই। সকল বিরোধ বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া, সকলে নবজীবন লাভ করত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ঈশার ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিতা ঈশ্বরের অনুরক্ত সন্তান হইতে হইলে, সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষ হইতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য, বিভক্ত খ্রীষ্টসমাজকে এক করা, বেদ কোরাণকে এক করা, পৃথিবীস্থ সকল জাতি, সকল মতকে এক করা। এইরূপ করিয়া ঈশ্বরের এক মণ্ডলীতে সকলকে আবদ্ধ করা আমাদিগের দায়িত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন,

কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া এই সকল কথা বলিলেন। তাঁহার বলার পর অনেকগুলি বক্তা কিছু কিছু বলেন। সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছু বলিয়া, কেশবচন্দ্রকে ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞানে তৎপ্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ইস্লিংটন 'ইউনিয়ন চ্যাপেলে' 'হিন্দুব্রহ্মবাদ' বিষয়ে বক্তৃতা

৭ই জুন, মঙ্গলবার, ইস্লিংটন 'ইউনিয়ন চ্যাপেলে' 'হিন্দুব্রহ্মবাদ' বিষয়ে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হেন্‌রি আলন এই বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান নহেন, তিনি হিন্দু ব্রহ্মবাদী। তিনি একেশ্বরের পূজা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, এবং ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান পূর্ণ পরিমাণে ছিল বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের অভিলাষ যে, তিনি ঈশ্বরের পথ আরও পূর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলে দেখিতে পাইবেন, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, ভ্রম ভ্রান্তিতে উহা পূর্ণ। প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। সে কালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিত। এক দিকে প্রকৃতিপূজা, অপর দিকে অদ্বৈতবাদ, এ দুইয়ের মাঝামাঝি অতি স্পষ্ট একেশ্বরে বিশ্বাস ছিল, অথচ সময়ে সময়ে মনে হয়, একটি বা অপরটির সঙ্গে উহা মিশিয়া যাইতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে নিত্য, অনন্ত, পবিত্র, করুণাময়, জ্ঞানময়, নিরবয়ব ঈশ্বর সাধকগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা পৌত্তলিকতাকে নিরন্তর হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধ্যানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, তাঁহারা অনেকে ভূমা ঈশ্বরেতে আপনাদিগের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এমতে জীব জলবিন্দুর ন্যায়, মৃত্যুর অন্তে জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় উহা ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া যায়। এক দিকে যেরূপ ঈদৃশ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতিপূজা নয়নগোচর হয়। এরূপ মত সত্ত্বেও, ঈশ্বর এক, সকলেই মনে করেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে কথিত আছে, "মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের সকল মননই জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া

জান; লোকে যাহার উপাসনা করে, উহা ব্রহ্ম নহে।" জাতিভেদসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "এ ব্যক্তি আমার বন্ধু, এ ব্যক্তি আমার পর, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এরূপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্তিরা সমুদায় পৃথিবীকে কুটুম্ব বলিয়া মনে করেন।" কর্ম্মানুসারে এক সময়ে যে সামাজিক ভেদ হইয়াছিল, এখন উহাই ধর্ম্মতঃ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে। এইরূপে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পর সময়ে উৎপন্ন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারাই পৌত্তলিক হইয়াছেন, কেন না ঈশ্বর যখন সর্ব্বত্র, তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। পণ্ডিতগণ ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ের কেহই শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন না। ইঁহারা প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলেন। ঈশ্বর যখন জাগ্রৎ জীবন্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্কারার্থ, পৌত্তলিকতার অপনয়নার্থ যে সময়ে সময়ে বিধানের অভ্যুদয় হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গুরু নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মকে এক করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এখন সে ধর্ম্মে যদিও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের যত্ন দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতের জীবনীশক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, এখনও উহারই জন্য ধর্ম্মসংস্কারার্থ সংগ্রাম চলিতেছে। এ মানুষ ও মানুষ, বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরিত্রাণ লাভ করিবে, তাহা নহে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিশ্বসিত অনুসরণ করিয়া উহা পরিত্রাণ লাভ করিবে। তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, অনুরাগ, সহজ ভাব, মিতাচার আছে, সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট হিন্দুজীবনগঠন জন্য, ব্রাহ্মপ্রচারকগণকে খ্রীষ্টীয়প্রচারকগণ সাহায্য করিবেন। খ্রীষ্টানগণ যদি সহস্র সহস্র হিন্দুকে খ্রীষ্টীয় মতে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন, এরূপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দুজাতি খ্রীষ্টান জাতি হইল না। খ্রীষ্ট কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি এক জন নীতির উপদেষ্টা, এরূপে তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না। তিনি গভীর অধ্যাত্ম জীবন, আত্মার সম্যক্ পরিবর্ত্তন, নূতন অধ্যাত্মশক্তিসঞ্চার চাহিতেন। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেষ্টৃগণ ঈশার মত বিনম্রস্বভাব হন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র আহূত ও সম্মানিত হইবেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন বঙ্গদেশের

সর্ব্বত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকে সহজ জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠানবিমুখ রহিলেন। সুতরাং উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব সমাজ ত্যাগ করিলেন। এখন ইঁহাদিগের আট নয় জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে, সময়ে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইঁহারা খ্রীষ্টান মিশনারিগণকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের উচিত যে, ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হন। ভারতে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান; তিনি আশা করেন যে, যাঁহারা এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবেন।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে আপনি যে প্রধানতম কার্য্য করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, রেবারেণ্ড এইচ আলন ইহা উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম হিন্দুগণের সম্মুখে যে ভাবে উপস্থিত করা সমুচিত, সে ভাবে উহা উপস্থিত করা হয় নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, বক্তা এ দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মাপেক্ষা যে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়া দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলন শ্রোতৃবর্গের ধন্যবাদ কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন।

ব্রিটিষ ও ফরেণ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনে বক্তৃতা

৮ই জুন, বুধবার, কেণ্টিষ টাউনে ফ্রি খ্রীষ্টান চার্চ্চে ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি সামুয়েল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণ পাঠ ও গৃহীত হইবার পর, রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে প্রদত্ত বার্ষিক উপদেশের জন্য ধন্যবাদ অর্পণপূর্ব্বক, সার জন বাওয়ারিং এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন— "ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কর্ত্তা বাবু কেশবচন্দ্রের উপস্থিতিতে সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার মহৎকার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সমুদায় জাতিকে একই শোণিতে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) উচ্চ লক্ষ্য এবং দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিবার জন্য যত্নের উপরে স্থিতি করুক।" সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশবচন্দ্রের অগ্রবর্ত্তীকে (রাজা রামমোহন

রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা ছিল, আর এখন যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত। আজ কেশবচন্দ্র অল্পকয়েক জন ব্যক্তির পরিচিত নহেন, বড় বড় ধর্ম্মযাজকেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন। তাঁহার এ দেশে আসা এ সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা, ভারতের ব্রহ্মবাদের প্রতিনিধি (কেশবচন্দ্র) আজ কাল 'সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন আটলাণ্টিক সমুদ্র হইতে ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু তোরণাকারে প্রকাশ পাইতেছে; তন্মধ্যে নানা চিন্তারূপ বিবিধ সুন্দর বর্ণ মিশিয়াছে এবং তদুপরি ও তাহার চারিদিকে শান্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ, বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপিচ জলপ্রপাত সেই সমুদ্রে বেগে আসিয়া পড়িতেছে, যে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া মানুষ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলখণ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে যে সকল গভীর সত্য প্রবেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে একটি মিল্টনের এই কবিতাটীতে বর্ত্তমান :—

"সামঞ্জস্যে এই বিশ্বাকৃতি আরম্ভিল,
সামঞ্জস্যে প্রধাবিল স্বর আদি অন্তে,
মানবেতে পূর্ণ হ'ল সেই স্বরলয়।"

কোথায় কোন্ প্রভেদ আছে, তাহা অন্বেষণ না করিয়া, যাঁহাদের সহিত মতে মিলিল না, তাঁহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া, লোকে যখন কনফিউসস্, জোরেস্তার এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন দেখিতে পান যে, প্রতিহৃদয়ে সত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবজাতি এমন কোন ব্যক্তিকে সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে নাই, যিনি মানবীয় জ্ঞানালোক-বর্দ্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই।

রেবারেণ্ড জেমস্ ড্রমণ্ড বলিলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকটা মেলে বলিয়া, তাঁহাকে তাঁহারা সহানুভূতি দিতেছেন না ; কিন্তু সমুদায় মানবের ধর্ম্মে একতা আছে, সেই ভূমি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে আগমনে অনেকের মনে এই বিষয়টি বিশেষ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নতা-বোধ চলিয়া যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নতায় মানুষে মানুষে ভেদ উপস্থিত হয়, সেই গুলি চক্ষুর

সন্নিধানে আনয়ন করিয়া তৎপ্রতি মনোনিবেশে যত্ন সত্ত্বেও, সেই ধর্ম্মের সাধারণ ভূমি আমাদিগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যাহা পৃথিবীর সমুদায় মানবগণকে একত্র বান্ধিয়া ফেলে। অনেকে মনে করেন যে, ইহাতে বিশ্বাসের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, যথার্থ বিশ্বাস কি, তাহা লোকে ক্রমে অবগত হইতেছে বলিয়াই, লোকে ধ্রুব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক বিষয়গুলি আর দেখিতেছে না। বিশ্বাস ও প্রেমসমুদ্রের উপরিভাগে জ্ঞানবায়ুবিতাড়িত হইয়া যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তৎপ্রতি চিন্তা নিয়োগ না করিয়া, উহার শান্ত অন্তরঙ্গান্বিত গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস এবং তাঁহার পূজায় কি হয়, আত্মা তাহা উপলব্ধি করিতেছে, এবং কার্য্যে ও ভা.ব স্বীকারপূর্ব্বক মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; সুতরাং সকল ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি শিথিল ভাব নহে, কিন্তু উহা সকলের পিতা ঈশ্বরের নিদেশের আনুগত্য। এ জন্যই আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় বন্ধু স্বদেশসম্বন্ধে পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা এবং জাতিভেদের দুর্গ ভগ্ন করুন, এবং এদেশে সেই ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিন, যে ধর্ম্ম এদেশীয়গণের পরিচিত প্রণালীতে গঠিত নয়, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়স্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসম্ভূত।

উপস্থিত নির্দ্ধারণটিতে সকলের সম্মতি হইলে, ঈদৃশ সম্মানের জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে, তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সম্মাননা-লাভের সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা ঈদৃশ সম্মান-গ্রহণে তাঁহার বিশ্বাসকে খর্ব্ব করা হয়! তিনি এ সভাকে জানিতেন না এবং কাহারও সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, সুতরাং ঈদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এ দেশে আসিয়া ইউনি-টেরিয়ান বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে। কেন না ইঁহাদিগের সকলেরই নিকটে তিনি দয়া ও প্রীতি পাইয়াছেন। এক জন ভারতবর্ষীয় আর এক জন ভারতবর্ষীয়ের প্রতি, এক জন ইংরাজ আর এক জন ইংরেজের প্রতি, অথবা একজন খ্রীষ্টান আর একজন খ্রীষ্টানের প্রতি

সহানুভূতি প্রদর্শন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু ইংরেজ ইউনিটেরিয়ানগণ এক জন ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীকে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্ম্মপক্ষে ইহার অর্থ এত গভীর। কেন তাঁহারা তৎপ্রতি নিষ্কপট দয়া প্রকাশ করিতেছেন, কেন সহযোগিভাবে কর প্রসারণ করিতেছেন, কেন কেবল বন্ধু নয়, কিন্তু ভ্রাতৃভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেছেন? এ সকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, স্বর্গের পিতা ইচ্ছা করেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইংলণ্ড সহযোগিভাবে পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আসিয়া বিদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন; চক্ষু যদিও বলিয়া দেয়, তাঁহারা স্বদেশীয় নন, কিন্তু হৃদয় বলিয়া দিতেছে, এক ভ্রাতৃবন্ধনে তিনি ও তাঁহারা বদ্ধ এবং এক অধ্যাত্ম পরিবারের তিনি এক জন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মতভেদসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান্ এখানে প্রতিসপ্তাহে অর্চ্চিত হন, তাঁহার কৃপায় সমুদায় প্রভেদ এক দিন তিরোহিত হইবে এবং এক মণ্ডলী ও আর এক মণ্ডলী, এক সম্প্রদায় ও আর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা ঘুচিয়া যাইবে। তিনি ইউনিটেরিয়ান্ এই নামটি ভালবাসেন না। ঈশার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইলেই, "হে ইজরায়েলগণ, শুন, তোমাদের প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহাতো মানিতেই হইবে। কেবল খ্রীষ্টান নামগ্রহণ যথেষ্ট, কেন না খ্রীষ্টান বলিলেই ইউনিটেরিয়ান্ (একত্ববাদী) বুঝায়। ট্রিনিটেরিয়ান্দিগের তুলনায় তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি একসমাজে বদ্ধ, কিন্তু এই সমাজও কালে আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে। এরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসংখ্যক লোকের সহিত সহানুভূতি কাটিয়া যায়। ইহার ফল এই হয় যে, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উন্নতির অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যে অল্পসংখ্যক সত্যে বিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের এরূপ যত্নের প্রয়োজন যে, তাঁহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্গামী লোকদিগকে অগ্রসর করিয়া আনিতে পারেন। খ্রীষ্টেতে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদের খ্রীষ্টান এই নাম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর; কেন না যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, যাঁহা হইতে তাঁহারা আলোক লাভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল প্রকার বিভেদক নাম দূরে পরিহার করা সমুচিত।

তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের যাহা মত—ঈশ্বরে ও মানবে প্রীতি—তাহা গ্রহণ করিবেন এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত করিয়া দিবেন। আর একটি বিষয়ে তাঁহাকে এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইতেছে। তাঁহারা যে তাঁহাদিগের উপাসনামন্দিরে তাঁহাকে উপাসনা করিতে দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং উপাসনা করিলেও, তাঁহারা যদি তাঁহাকে তাঁহাদিগের উপাসনামন্দিরে উপাসনা করিতে না দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন উপাসকবৃন্দ লইয়া এদেশে উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারতবর্ষীয় এবং ইংরেজ, খ্রীষ্টান ও ব্রহ্মবাদী এক উপাসনামন্দিরে উপাসনায় যৎকালে এখানে মিলিত হইলেন, তখনই ঈশ্বরের গৃহ যে কি, অনেকটা অনুভবগোচর হইল। তাঁহারা তাঁহাকে যে সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন, তাঁহার কৃতকৃতার্থতা ও সৌভাগ্য অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আহ্লাদিত। এ স্থলে তাঁহাকে এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদিগের এই সকল ব্যবহারে তাঁহার উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হয়। কেন না যখনই তিনি স্বদেশে ঘোরতর পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছেন, একা দণ্ডায়মান থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই এদেশ হইতে যে সকল পত্র গিয়াছে, সে সকলকে তিনি ভগবৎপ্রেরিত মনে করিয়া লইয়াছেন। সেই সকল পত্রে তিনি প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি, পূর্ব্বে যাঁহারা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ছাড়াও সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পাইলেন, যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। সুতরাং তিনি যখন তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন দেশের এক দিক্ হইতে অপর দিকে বলিয়া বেড়াইবেন, এ দেশে সহস্র সহস্র নরনারী আমায় কীদৃশ সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহানুভূতি তাঁহার স্বদেশীয়গণের সংস্কারকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিবে।

ক্রিষ্টাল প্যালেসে 'ব্রিটিষ ও ফরেণ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের' ভোজে বক্তৃতা

৯ই জুন, বৃহস্পতিবার, 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশনের' সাংবৎসরিক ভোজের নিমিত্ত ক্রিষ্টাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ সি বেনিং স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ্ঞীর স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপানের পর, সভাপতি "সমুদায় পৃথিবীতে রাজকীয় ও ধৰ্ম্মসম্বন্ধীয় সমতা" এই 'টোষ্ট' উপস্থিত

করেন। এই 'টোষ্টের' অনুমোদন করিতে গিয়া সার জন বাওয়ারিং বলেন, যদিও তিনি সকল বিষয়ে আলোকের দিক্‌টি অবলোকন করেন, তথাপি তাঁহার ইহা কখন মনে হয় না, পৃথিবীতে এমন সময় আসিবে, যে সময়ে এ 'টোষ্টটির' কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা সকলেই বিরোধ বিসংবাদের কালে বাস করিতেছি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তরঙ্গসংস্পর্শে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মসৃণ ও সুগোল হয়, তেমনি যে 'টোষ্ট' বিচারার্থ তাঁহাদিগের সম্মুখে আনীত হইল, উহা সেই সুভ্রাতৃত্বের ভাবে বিচারিত হইবে, যে ভাবের প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাঁহাদিগের বন্ধু। বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধ্যে একটি উপাসনালয়ে ঈশ্বরের একত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, তিনি শ্রবণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিগণের যত্ন বিফল হয় নাই, এবং হিন্দুস্থানে ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী প্রাচ্যপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোককে বাহ্যানুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাবের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনি সভাস্থলে প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন:—

"বল, কোন্ কালে সব মানবে মিলিবে,
সুপ্রশস্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে,
পূজিবে পিতারে যিনি হন সবাকার,
দেখাইয়া পথ ভালবাসিয়া সবারে?
জগৎ পরিধি, তার বিভু মধ্যবিন্দু,
যথায় না প্রবেশিবে ঘৃণা বা সংগ্রাম;
তাহে মন নাহি দিয়া যাহে হয় ভেদ,
মিশাইয়া যাহে সব এক হয়ে যায়,
দিব্য উৎস হ'তে সব হইয়া উদ্ধৃত,
দিব্য ফল পানে সব হইয়া উন্মুখ,
অকল্যাণস্থান অধিকারিয়া কল্যাণে,
আমোদে বিদুরি বিবাদের প্রতিচ্ছায়া।"

তাঁহাদের সকলেরই নিয়তি আছে, এই বিশ্বাসে তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যাঁহারা বার্দ্ধক্যাধিত্যকায় অবতরণ করিতেছেন, সমাধির

সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিন্তা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আনন্দকর যে, এখন যে উন্নতির অধীশ্বর শাস্তা হইয়া আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শাস্তা হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় অভ্যাগত সুবক্তা ঈশ্বরানুরাগী কেশবচন্দ্র উন্নতির কার্য্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য, সুখ, দীর্ঘ ও কর্ম্মণ্য জীবন-বর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাষী।

কেশবচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্বাস্থ্যবর্দ্ধন প্রস্তাব স্বীকারপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—তাঁহারা সকলে তৎপ্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন, সে সমাদরে তাঁহার দেশ এবং তাঁহার মণ্ডলী সম্মানিত হইতেছেন। সার জন বাওয়ারিং পাশ্চাত্য দেশে যে স্বাধীনতাবিস্তারের কথা উল্লেখ করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবজাতির সম্বন্ধেই এখন খাটে। তাঁহার স্বদেশেও অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক প্রকাশ পাইতেছে। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এই দুইটি দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ দুই বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন বিমুক্ত হইতেছে। যাঁহারাই শিক্ষিত, তাঁহারাই ভিতরে ভিতরে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। উপস্থিত মহিলাগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, ভারতীয়া নারীগণ একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা জন্য ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ সকলই আনন্দ-বর্দ্ধক চিহ্ন। যাঁহারাই ভারতের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনে উহাই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে একেশ্বরোপাসনার জন্য, একেশ্বরোপাসনাপ্রচারজন্য অনেকগুলি মন্দির ও সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও গৃহ পরিবারের মধ্যে জাতিভেদের প্রভাব উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। সে দেশের প্রত্যেক সংস্কারককে একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্ত্তনে এবং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ-নিবারণে একান্ত যত্ন করিতে হইবে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকটে ঋণী। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাববিস্তার করিয়াছেন। সে দেশে এ দেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ চ্যানিঙের গ্রন্থ

অনেকে অতি আদরের সহিত পাঠ করেন। চ্যানিং স্বাধীনতার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণ ভারতের শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কখন আমাদিগকে কোন মতে আবদ্ধ রাখিতে পারি না; কেন না উহা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সম্মিলন ঘটিবার পক্ষে অন্তরায় হয়; সে দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয় খ্রীষ্ট অধিকার করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণে অপ্রস্তুত। এরূপ অপ্রস্তুত হওয়া কিছু অন্যায় নহে। আজ যদি খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে পুনরায় আসেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করাতে খ্রীষ্টানগণের অপ্রিয়, তাঁহারা ঈশ্বর ও সত্যের অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। কি ইউরোপীয়, কি ভারতবর্ষীয়, তাঁহাদের নিকটে খ্রীষ্ট কি চান? ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি। "প্রত্যেক জাতি মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরকে ভয় করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন," খ্রীষ্টের এই সুসমাচার। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে গ্রহণ করিবেন না, অথচ তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন, এবং তাঁহার ভাব আত্মস্থ করিতে যত্ন করেন। খ্রীষ্টের ভাব কি? খ্রীষ্ট যেরূপ ঈশ্বরের সহিত মধুর যোগ অনুভব করিতেন, সেইরূপ যোগানুভব খ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই সে ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইল। খ্রীষ্টান নামের উপরে যেন কেহ অধিক ভর না দেন। প্রতিহৃদয়ে খ্রীষ্টজীবনের ভাব, খ্রীষ্টোপদিষ্ট বিশ্বাস ও পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন। তিনি সে ব্যক্তিকে কখন খ্রীষ্টান বলিলেন না, যাঁহাতে খ্রীষ্টের ভাব নাই। খ্রীষ্টানসমাজে নীতি, ধার্ম্মিকতা, দেশহিতৈষিতা, জনহিতৈষিতার আন্দোলনের নিম্নে অনেক স্থলে অবিশ্বাস অধর্ম্ম লুক্কায়িত থাকে, ইহার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। খ্রীষ্টের নীতি অন্তঃশুদ্ধি, এবং যাঁহারই অন্তঃশুদ্ধি আছে, তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্টানগণ যাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্ট যদি আসেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি যথার্থ খ্রীষ্টান বলিবেন। এজন্যই তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন, কি না বলেন তৎপ্রতি তিনি উদাসীন। ব্রাহ্ম বা একেশ্বরে বিশ্বাসী, এই নামই তিনি বহু মনে করেন। তিনি যদি ঈশ্বরের পদতলে বসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যদি খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে সহানুভূতি না দেন, না দিতে পারেন;

তাঁহাকে ভাল না বাসেন, না বাসিতে পারেন; কিন্তু তিনি জানেন, তাঁহারা সেরূপ করিবেন না, কেন না তাঁহারা মতের দাস নহেন। ভারতে এমন লোক আছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টর নাম সহিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে? তাঁহাদিগকে কি দূর করিয়া দিতে হইবে? কখনই নহে। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, "খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। যদি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গস্পেল' পড়িও না। নিরন্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, সাংসারিকতা এবং বিষয়-বুদ্ধি ছাড়।" তাঁহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের অনুসরণ করিলে, অল্প দিনের মধ্যে খ্রীষ্টকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 'আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', এই ভাব লইয়া সে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। সে দেশে যেন জীবনশূন্য মত লইয়া যাওয়া না হয়। জীবনশূন্য মতে কোন দিন কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। কাথালিসিজম, প্রোটেষ্টাণ্টিজম এবং অন্যান্য 'ইজমের' উপযুক্ত ভারতে অবকাশস্থান নাই। এই সকল মত বুঝিবার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা অভ্যাস করিতে হইবে। খ্রীষ্টতো এরূপ ক্লান্তিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, "ভাষায় বিনাশ করে" এবং "ভাবে জীবন দান করে।" তিনি সহজভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি চান শান্তি,—অবশ্য পার্থিব শান্তি নহে। এ শান্তির ভিতরে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া আছে, এমন কি প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরের গৌরবার্থ জীবনবলি পর্য্যন্ত আছে। অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করিতে এই জন্য ভীত যে, খ্রীষ্টান নাম লইলে তাঁহাদিগকে অনেক অত্যাচার বহন করিতে হইবে। এরূপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকেই কি পূর্ব্ব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই? কেহ কেহ মনে করেন, খ্রীষ্টের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না বলিয়া খ্রীষ্টান হন না। ইহাতে বিশ্বাস করা আর একটা কঠিন বিষয় কি? তবে বিশ্বাস করিয়াও পরক্ষণে হৃদয়ে রাশীকৃত পাপ দৃষ্ট হয়, ইহাই বিশ্বাসের পক্ষে অন্তরায়। হৃদয় ও আত্মাকে নির্ম্মল করিবার জন্য যত্নই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্টানগণ এ মতে

বিশ্বাস করিয়াও পাপবিষয়ে বিধর্ম্মীদিগের সমান। কোন খ্রীষ্টান যদি নরহত্যা করে, খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করাতে তিনি তাহার পাপ আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন, "যাও অনুতাপ কর, অন্যথা ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না।" খ্রীষ্টান বন্ধুগণ যেন তাঁহাদিগের মতের জন্য গর্ব্বিত না হন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা ধর্ম্মান্তরের লোকদিগের উপকার সাধন করেন। উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া, অন্যধর্ম্মাক্রান্ত লোক হইতে খ্রীষ্টানগণ নীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, এরূপ যেন কখন তাঁহাদিগের মনে না হয়। যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা খ্রীষ্টান নরনারীগণের অনুকরণীয়। যাঁহারা খ্রীষ্টান, তাঁহারা অনন্ত জীবনের জন্য, আর যাঁহারা অন্যধর্ম্মাক্রান্ত, তাঁহারা অনন্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ কথা না কহিয়া এই বলা সমুচিত যে, মত যে প্রকার হউক না কেন, ভাল মন্দ সকলেরই মধ্যে আছে। সকল প্রকার পাপরিপুর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নয়নসন্নিধানে মুক্ত পুরুষ হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হউন। যিনি মুক্ত, তিনিই যথার্থ খ্রীষ্টের অনুগামী। সাম্প্রদায়িক মত, জীবনশূন্য প্রাচীন কাহিনী দূরে পরিহার করিয়া, পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্তিজনিত স্বাধীনতায় সকলে আনন্দিত হউন। তখন ইউরোপ ও আসিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টান, এ সকল ভেদ ভুলিয়া গিয়া, সকলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের এক সুখী পরিবার হইবে। আপনাদের শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ। যদি ঈশ্বর তাঁহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাঁহার সমগ্র জীবন তাঁহারই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

ব্রিষ্টলে গমন, উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা, রামমোহনের সমাধিদর্শন

১১ই জুন, শনিবার, কেশবচন্দ্র ব্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্ কার্পেণ্টারের রেডলজ হাউসে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। সে দেশীয়-গণের গৃহে তাঁহার এই প্রথম অবস্থান। এখানকার গৃহের ব্যবস্থা বঙ্গদেশের মত নহে। দাসদাসীগণ পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে, ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। গৃহে সমবেত সকলকে লইয়া তিনি দুই বার উপাসনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু রেবারেণ্ড ডাক্তার লাণ্ট কার্পেণ্টার যে লেইন্স মীড চ্যাপেলে উপদেষ্টার কার্য্য করিতেন, সেই